নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা]   Reg No. C. 1304.   [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
১ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৪ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—:—

'নাচঘরে'র এই সাধ্য থেকে তৃতীয় বর্ষ সুরু হ'লো। গেল দুই বৎসরের মতো আশা করি, এবারেও সাধারণের কৃপাদৃষ্টি থেকে 'নাচঘর' বঞ্চিত হবে না। এই নব বর্ষে আমরা সকলকেই সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

"শ্রীকৃষ্ণ" নাটকে দ্রৌপদীর সখিগণের নৃত্য-দৃশ্য

•

আমরা গেল বুধবার (৫ই জ্যৈষ্ঠ) 'মিত্র থিয়েটারে' ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত প্রহসন "অলীক বাবু'র অভিনয় দেখতে গিয়েছিলাম। 'মিত্র সম্প্রদায়' "অলীকবাবু"র সঙ্গে 'আলিবাবা'র অভিনয়েরও বন্দোবস্ত করে-ছিলেন। এই দুই বইয়ের অভিনয় শেষ হতে রাত্রি শেষের দিকে গড়িয়েছিল।

•

'অলীক বাবু'র অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এই প্রথম নয়। ইতিপূর্ব্বে বার দুই তিন এর অভিনয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে হয়ে গেছে। পূর্ব্বে ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতেও একবার এর অভিনয় হয়েছিল।

•

'মিত্র থিয়েটারে' 'অলীকবাবু'র ভূমিকায় দেখা দিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ ভাবের অভিব্যক্তা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ধীরেনবাবুর অভিনয় মোটের উপর আমাদের মন্দ লাগে-নি কিন্তু তাঁর হাত পা নাড়া মাঝে মাঝে এত মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল যে, স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। আশা করা যায় তাঁর এই আতিশয্য তিনি ভবিষ্যতে সংযত ক'রে' নিয়ে ভূমিকাটিকে তার প্রাপ্য শ্রী দান ক'র্বেন। একথা ঠিক দীর্ঘ দু'ঘণ্টা ধরে একসঙ্গে একই ব্যক্তির অভিনয় করা শক্ত তবে আতিশয্য কোনো কালেই সমর্থনীয় নহে। "অলীক বাবু"র "ছিলি যেখানে সেথানে ভৃঙ্গ" গানটিতে সমস্ত প্রেক্ষা-গৃহ হেসে সন্তুষ্টি জ্ঞাপন করেছিল।

•

'সত্যসিন্ধু'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তফী। কন্যাদায়গ্রস্ত পাড়াগেঁয়ে লোক 'সত্যসিন্ধু' 'অলীকবাবুর' অলীক ফাঁদে পড়ে কন্যার বিবাহ নিয়ে কিরূপ বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন তার সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয় মুস্তফী মহাশয় করেছিলেন। বিভূতিবাবুর 'গদাধর'ও ভালো হয়েছিল। 'বন্ধু'র গীত "পা চালরে, নিশি আগুয়ান প্রাণ" হরিমোহন বাবু মন্দ গান-নি।

•

নাটকে মাত্র দুইটি নারী চরিত্র আছে—প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনী এই দুটি ভূমিকার অভিনয়ে কোনো বিশেষত্ব দেখলাম না। যেখানে আলুলায়িত কেশে, মলিন বেশে, ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতে করতে বুকে হাত দিয়ে ম্লান ভাবে হেমাঙ্গিনী এসে রঙ্গপীঠে দাঁড়ালো সে সময়ের অত অদ্ভুত ভীষণ জোর জোর দীর্ঘ নিঃশ্বাস দৃষ্টিকটু মনে হচ্ছিল। ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস 'হৃদয়ভেদী' করতে গিয়ে লোকের বিরক্তি উৎপাদন করা সমীচীন নয়, সব ক্ষেত্রেই মাত্রার বাইরে গেলে অশোভন হয়।

•

যাহোক 'অলীকবাবু'র অভিনয় দেখে আমরা সন্তুষ্ট হয়েই এসেছি। প্রথম রাত্রির অভিনয়ে অভিনেতৃগণকে মাঝে মাঝে মুখস্থ না হওয়ার দরুণ অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল—এ দোষ অভিনেতৃদের চেয়ে কর্তৃপক্ষেরই বেশী। গেল সংখ্যা 'নাচঘরে' 'শ্রীকৃষ্ণ'র আলোচনা প্রসঙ্গে অধিবাস-রজনীর অভিনয় নিয়ে আলোচনা করা গেছে। আশা করি আমাদের দেশের থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

•

"অলীকবাবু" অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের রচনা। এই প্রহসনখানি "এমন কর্ম্ম আর কর্ব্ব না নামে" প্রথম প্রকাশিত হয় "অলীকবাবু" পাকা হাতের পাকা রচনা। এর প্রত্যেকটী জিনিস ওজন করা! ব্যঙ্গ ও কৌতুক কোথায়ও অভদ্র ও অশ্লীল নয়। প্রহসনে অভদ্রোচিত বক্তৃতা ইঙ্গিত ও হাবভাব প্রকাশ না করে' কি করে' লোক হাসান যায় "অলীকবাবু" তার একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিরকুমার সভার সাফল্যের পর এর সাফল্যআশা করা যায় যদি অভিনয় ভালো বরাবরই হয়।

•

'আলিবাবা'র অভিনয়ে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী 'বাবামোস্তাফা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর রূপ-সজ্জা এত চমৎকার হয়েছিল যে, নির্ম্মলেন্দুবাবু এই ভূমিকায় নাম্‌বেন না জান্‌লে তাঁকে চিনবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। তাঁর কণ্ঠস্বরকেও তিনি এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করেছিলেন যাতে বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছি। ক্ষুদ্র একটি ভূমিকার অভিনয়ে তাঁর এই ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সাফল্য দেখে আমরা মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়েছি। 'আলিবাবা'র অন্ধ, খঞ্জ, ভিখারিণীরা কোনরূপ রূপ-সজ্জা না করে' সারিবদ্ধ না হয়ে এলোমেলো ভাবে এসে রঙ্গপীঠে দাঁড়ানোতে বেশ স্বাভাবিক হয়েছিল ও গানের ভাবটীকে ভালো করে' ফুটে উঠতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। অন্যান্য ভূমিকার অভিনয় দেখে তেমন সন্তুষ্ট হতে পারি-নি। কেবল "ওমা দিন চলে না ঘুরিফিরি" আমাদের মন্দ লাগে-নি তেমন।

•

শুনছি 'মিত্র থিয়েটার' রবীন্দ্রনাথের নব-রচিত নাটক 'নটীর পূজা' যার অপূর্ব্ব অভিনয় কবির জন্মতিথিতে সেদিন শান্তি নিকেতনে হয়ে গেছে—অভিনয় করবেন। এদিকে "আর্ট থিয়েটার" কবির 'শোধবোধ' ও 'নাট্য-মন্দির' 'রাজর্ষি' শীগ্‌গীরই খুল্‌বেন। চারটি থিয়েটারের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথের তিনখানি নাটকের একসঙ্গে অভিনয় বাংলার রঙ্গ-মঞ্চের ইতিহাসে নবযুগের প্রবর্ত্তনা করবে।

•

এই সুযোগে আমাদের দেশের নাট্যামোদী শকরা রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার চির অম্লান অক্ষয় স্মৃতির সঙ্গে এইরূপে পরিচিত হয়ে উঠলে যে, তাঁদের কলাজ্ঞান ও রসানুভূতির উৎকর্ষ সাধন হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। এইরূপে পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে তখন এখনকার অন্যান্য বহু রাত্রি অভিনীত নাটকগুলির দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করে আমরা আশঙ্কান্বিত হচ্ছি।

•

বাংলার সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চে রবীন্দ্র-প্রতিভার এমন করে আমদানী করার গৌরব 'আর্ট থিয়েটারের'। যদিও 'রাজা ও রাণী'র অভিনয়ে অর্থ-সমাগমের দিক থেকে বোধ করি তেমন সুবিধা হয়-নি তবুও "চিরকুমার সভার" তাঁরা সবদিক দিয়েই আশাতীত সাফল্য লাভ করেছিলেন। এই সাফল্যই মনে হয় তাঁহাদিগকে 'গৃহ-প্রবেশের' মতো অতি-আধুনিক নাটকও অভিনয় কর্‌তে সাহসী ও উদ্বোধিত করেছিল--অসুবিধার প্রকাণ্ড বাধা সত্ত্বেও তাঁরা পশ্চাৎপদ হন-নি। এর সুফল এখন ফল্‌তে সুরু হলো।

•

সময় সংক্ষেপের দিক দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণ'র অভিনয় গত সপ্তাহেই সেই নিয়মিত একটায় এসে দাঁড়িয়েছিল দেখে আমরা সুখী হলুম। অবান্তর দৃশ্যগুলি বাদ গেলে অভিনয় যে বেশ জমাট হয়ে ওঠে একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। পৌরাণিক নাটকের একটা প্রধান অসুবিধা হচ্ছে এই যে গল্পের দিক দিয়ে নাটকখানির শেষ পর্য্যন্ত দেখবার একটা আগ্রহ ও কৌতূহল দর্শকদের প্রায়ই থাকে না কারণ রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাগুলি বাল্যকাল থেকেই সকলের জানা থাকে। সুতরাং পৌরাণিক নাটক অভিনয়ে দর্শকদের আগ্রহ ও কৌতূহল শেষ পর্য্যন্ত বজায় রাখতে হ'লে চাই উচ্চ অঙ্গের অভিনয় নৈপুণ্যের দ্বারা একটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে নাটকীয় চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলা!

•

যেখানে নাট্যকার অভিনেতৃবৃন্দকে সে সুযোগ দিতে পারেন না বা নিজের অক্ষমতার জন্য নাটকখানির সুসামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক বিশিষ্ট চরিত্র চিত্রণে অপারগ হ'ন সেখানে তাঁর নাটকের অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য! সুঅভিনেতৃ সঙ্ঘের বিপুল চেষ্টা, দৃশ্যপটের ঘোর ঘটা ও সাজ সরঞ্জামের সুচারু ব্যবস্থাতেও সে নাটককে দীর্ঘজীবী করে তু'লতে পারা যায় না! "শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে কিন্তু সে আশঙ্কা থাকা উচিত নয়, কারণ প্রথমতঃ "শ্রীকৃষ্ণ" একখানি নাটকই নয়! গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে তাঁর এ বইখানি 'দৃশ্যকাব্য!' সুতরাং আমাদের নাটক হিসাবে এর বিচার করা চ'ল্‌বেনা! আমরা মাত্র এর দৃশ্য-বিভাগ ও কাব্যাংশ বিশ্লেষণ করে দেখবার অধিকারী; তাছাড়া এই দৃশ্য-কাব্যের স্রষ্টা-কবি (নাট্যকার নয়)! অধিকাংশ অভিনেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন চরিত্রের বিশেষত্ব ফুটিয়ে তোলবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবকাশ দিয়েছেন।

•

এই দৃশ্য কাব্য দেখতে গিয়ে দর্শকদের চ'ক্ষের সামনে সর্ব্বাগ্রে এই একটি লোককেই চারিদিক থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে শিল্পী, যে দৃশ্য-কাব্যকে দর্শনীয় ক'রে তুলেছে! তার তুলির মুখের রঙের খেলা, তার বেশ-ভূষার সুরম্য পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে রঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর আশ্চর্য্য কলা নৈপুণ্য ও অদ্ভুত প্রয়োগ-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেছে! এই প্রতিভাবান শিল্পী নাট্য জগতে এসে রঙ্গপীঠকে যেন তাঁর করতলগত কলাভবনে রূপান্তরিত ক'রে নিয়েছেন! শুধু স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ না ক'রে কার্য্যক্ষেত্রে নেমে এসে কঠোর বাস্তব জগতে তিনি সেই স্বপ্নকে যেন যাদুকরের মতো মূর্ত্ত করে তুলেছেন!

•

এদেশে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষরা এতকাল দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে দর্শকদের ক্রমাগতই ফাঁকি দিয়ে আসছিলেন, তাঁদের বরাবরই একটা ভুল ধারণা ছিল যে আমরা যখন থিয়েটারের মালিক তখন আমরা যা ক'রে দেবো দর্শকদের নির্ব্বিচারে তাই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য এতদিন সেই হিসেবেই চ'লে এসেছিল বটে, আজ আর সেদিন নেই, আজ আর দর্শক মখমলের উপর শস্তা চুমকীর কাজ করা' পোষাক দেখ্‌লেই মুগ্ধ হয়না। একখানা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় যা'তা রং গুলে ছেড়ে দিলেই তাকে দৃশ্যপট বলে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে না! কর্ণওয়ালিশ রঙ্গমঞ্চে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" অভিনয়ে শিল্পী চারুচন্দ্র রায় সর্ব্ব-প্রথম পোষাক পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার প্রভৃতির দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চে একটা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও কলা নৈপুণ্যের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন তারপর নাট্য-মন্দিরের 'সীতা' অভিনয়ে তিনি শুধু সাজ সজ্জা ও অলঙ্কার প্রভৃতি নয় দৃশ্যপটের দিক দিয়েও একটা আমূল সংস্কার করে দিয়েছেন। সীতা নাটকে তাঁর শিল্প-নৈপুণ্য ও কলা-কৌশলের পরিচয় পেয়ে জার্ম্মাণীর এমেল্‌কা কোম্পানী যখন এদেশে 'বুদ্ধদেব' সম্বন্ধে তাঁদের নূতন চলচ্ছবি "Light of

Asia" তুলতে আসেন, তখন তাঁরা এই প্রতিভাবান শিল্পী চারু রায়ের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই "লাইট অব এসিয়া" ছবিখানি সপ্তাহ কালের মধ্যেই এখানে প্রদর্শিত হবে। তারপর লণ্ডন প্লেয়ার্সদের "গডেস্" নাটকের অভিনয়ে আমরা তাঁর দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছিলেম।

•

চারুচন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করবার পর থেকে ষ্টার থিয়েটারেও দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে একটা কলাসম্মত সুচারু শ্রী ও সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে, "ঋষির মেয়ে"তে আমরা এদিক দিয়ে ষ্টারে যে রূপান্তর সুরু হ'তে দেখে এসেছিলেম "শ্রীকৃষ্ণে" হয়ত তার পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাওয়া যেতো, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষদের সেই যে সাবেক ধারণা যে তাঁদের থিয়েটার সম্বন্ধে তাঁরা যা বোঝেন এখানে এমন কোনও শিল্পী নেই যে তার নাগাল ধরতে পারে। এই আত্মম্ভরিতার স্পর্দ্ধা সম্ভবতঃ শিল্পীকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ ও সুবিধা দেয়-নি, দিলে কুরু পাণ্ডবীয়গণের হাতের পায়ের ও বুকের ভেলভেটের উপর জরি বসানো হাস্যকর বর্ম্ম চর্ম্মের পরিবর্ত্তে আমরা নিশ্চয়ই বাস্তবের কাছাকাছি একটা কিছু দেখতে পেতুম! প্রয়োগশিল্পের দিক দিয়ে 'শ্রীকৃষ্ণে' আরও যে সব কলাবিরোধী ব্যাপার চ'খে প'ড়ে, সেগুলির অস্তিত্ব নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া যেতনা।

•

কোনও একখানি নাটকের প্রয়োগশিল্পের সম্পূর্ণ ভার যদি রঙ্গালয়ের শিল্পীর উপর একেবারে ছেড়ে দেওয়া না হয়, এবং প্রতিপদে শিল্পজ্ঞানহীন কর্ত্তৃপক্ষের দল যদি Artist এর কাজে নিজেরা মাথা ঘামাতে সুরু করেন এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে, যে, থিয়েটারের সকল বিভাগে তাঁরা যেমন ওস্তাদ, শিল্পীরা তার তুলনায় নেহাৎ নাবালক মাত্র, তাহ'লে প্রয়োগশিল্পের মধ্যে যে সুসামঞ্জস্য (Harmony) টুকুর অভাব অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে "শ্রীকৃষ্ণ" নাটক অভিনয়ের প্রয়োগ নৈপুণ্যের মধ্যে সেই নানা স্থানে তা' চোখে পড়ে!

•

গত শনিবার অস্থির ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় আমাদের চমৎকার লেগেছিল। তাঁর গতি, বাচন ও সঙ্গীতের মাধুর্য্য ও মিষ্টতা উপভোগ করবার মত জিনিষ। নাট্যমন্দিরের শ্রীমতী প্রভা ব্যতীত এত মিষ্ট কথা বলার পরিচয়, রঙ্গালয়ে ইদানীং আর আমাদের গোচরে আসে-নি।

•

"মিত্র থিয়েটারের" "শ্রীদুর্গা" যেমন প্রশংসালাভ করেছে, তাঁদের "হিরণ্ময়ী" ঠিক সে সুযশ রক্ষা ক'রতে পারে-নি বটে, কিন্তু তাঁদের "অলীক বাবু" ও "আলিবাবা" যে সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে তাতে আর কোনও ক[illegible] নেই! আশা করি এইবার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "জয়শ্রী" এই নবীন নাট্য সম্প্রদায়কে জয়শ্রীতে মণ্ডিত ক'রে দেবে।

•

মিনার্ভায় 'বাঙালী' বাঙালীদের এখনও সমান ভাবেই মুগ্ধ ক'রেছে শোনা গেল! সুদক্ষ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ধরণের নাটকগুলি সমস্তই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে! রসরাজ অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকাবিদায়' আর কতকগুলি 'মহলার' সাতমহল আটকে থাকবে?

•

শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাশ গুপ্ত 'লেখা' শীর্ষক মাসিক পত্রে ইদানীং প্রবন্ধের আকারে যে সকল প্রলাপ উক্তি লিপিবদ্ধ ক'রছিলেন 'নাচঘরে' তার একটু কঠোর ও কর্কশ প্রতিবাদ করা হয়েছিল বলে লেখা-সম্পাদক জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বড় ব্যথিত হয়েছেন দেখা গেল। আমরা এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম! তাঁর এই বেদনায় আন্তরিক সহানুভূতি জানানো ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার উপায় নেই; কারণ তাঁর পত্রিকার যে 'উচ্চশিক্ষিত' লেখকটিকে 'স্কুলের ছাত্র নহেন' বলে হলপ করে তিনি সমর্থন করবার চেষ্টা করেছেন কেবল 'বিরুদ্ধ মতাবলম্বী'র সাফাই দিয়ে আমরা তাঁর সে সাক্ষ্য মেনে নিতে পারলুম না। কারণ তাঁর এই উচ্চশিক্ষিত ও অছাত্র লেখকটি 'সুললিত ভাষায় যুক্তির অবতারণা করে' যা প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করছেন তা যদি নিছক বিদ্বেষ ও নাট্যকলা জ্ঞানের শোচনীয় অনভিজ্ঞতাও না হয় তা হলেও সেটা যে কেবলমাত্র নির্দ্দোষ বিরুদ্ধ মত নয় এ কথার প্রমাণ তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় "লেখা" সম্পাদক মহাশয় সম্ভবতঃ এই রচনাটি না পড়েই তার স্বপক্ষে ওকালতী করবার ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন। ভদ্র ভাবে মিষ্টভাবে ও বিনীতভাবে কেবলমাত্র সেই লোকেরই রচনার ভ্রম দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে পাণ্ডিত্যের অভিমান আছে কিন্তু আত্মম্ভরিতা বা দাম্ভিকতার স্পর্দ্ধা নেই! যার উক্তির মধ্যে একটুও যুক্তি আছে—শুধু যুক্তিহীনের অসার উক্তি নেই। তথাপি আমাদের প্রতিবাদে যদি সত্যই অশিষ্টতা প্রকাশ হয়ে থাকে সেজন্যে আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

•

আর্ট থিয়েটারের তৎপরতা দেখে আমরা সত্যই বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি। এত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে সদ্য সেদিন "শ্রীকৃষ্ণ" খোলা হয়েছে। অন্য রঙ্গালয় এ স্থলে কিছুকাল চুপচাপ বসে বিশ্রামসুখ উপভোগ করেন। কিন্তু এ দীর্ঘসূত্রতা আর্ট থিয়েটারের কোষ্ঠীতে লেখা হয় নি। তাই তাঁরা মহাসমারোহে এখনি আবার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নূতন সামাজিক নাট্য-

...লা "লাখ টাকা"র মহলা স্থরু করেছেন। 'লাখ টাকা' সমাজের জীবন্ত ছবি—আগাগোড়া কৌতুকরসে ভরপুর। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আনন্দ আর হাসি পরিবেষণের ব্যবস্থা আছে এই নূতন নাট্যলীলাখানিতে। শুনছি, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় "লাখটাকায়" নায়ক ফক্কারাম চক্রবর্ত্তীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন। ফক্কারামের ভূমিকাটিকে তিনি অপরূপ ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তুলবেন। নায়িকা চঞ্চলা সাজবেন প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী নীহারবালা। অন্য চরিত্রগুলির পরিচয় আমরা পরে দেবো।

*

বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ক্রাউন সিনেমায় আগামী শনিবার নূতন বাংলা চিত্রনাট্য "ধর্ম্মপত্নী" দেখানো হবে। "ধর্ম্মপত্নী" ছবি খানিতে কোনো আজগুবি ব্যাপার নেই—সমাজের বহু তত্ব, মানব হৃদয়ের অতি-নিগূঢ় বহু সত্য এ ছবিতে প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যাবে; এ ছবির অভিনয়ে, গল্পে এবং পরিচয় লিপিতে (titles) বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখা যাবে।

রঙ্গ-রেণু

প্রসিদ্ধা চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী হেলেন ফার্গুসান ও তাঁর স্বামী প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিল্ রাসেল শীঘ্রই লণ্ডনে আসবেন—অনেকদিন থেকেই ওঁদের দুজনের এক সঙ্গে এক ছবিতে অভিনয় করবার আকাঙ্ক্ষা আছে।

*

কোনো ছবির কাজ হোতে হোতে হঠাৎ ছবি নেবার স্থানে আগুন লেগে যায় এবং হকচকিয়ে গিয়ে সেখান থেকে ৮ বছর বয়স্ক প্রসিদ্ধ শিশু অভিনেতা ফিলিপ লেসি আর বেরিয়ে আসতে পারে না। শ্রীমতী গ্ল্যাডিস্ ব্রক্‌ওয়েল আর শ্রীমতী এথেল ওয়েলস্‌ও তার সঙ্গে অভিনয় কোর্‌ছিলেন—তাঁরা অতি কষ্টে মূর্চ্ছিত বালককে উদ্ধার করে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন।

*

সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী লুইসি ফ্যাজেন্‌ডা তাঁর সমস্ত টুপীই নিজের হাতে তৈরী করেন।

*

'একমাত্র জিনিষ' (The only thing) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীমতী ইলিনর বোর্ডম্যান অভিনয় কোরেছেন।

*

ভালো ভালো ছবি বিলাত বা আমেরিকায় বেরুবার বহু বৎসর পরেও এখানে আসে না বা অনেক দেরীতে আসে আমরা বরাবর এই অভিযোগ কোরে আসছি, কিন্তু তাতে কোনো ফলই হয়-নি। 'ঈগল' (The Eagle) এখনো এখানে এলোনা, 'কৃষ্ণবর্ণ স্বর্গদূত' (The dark angel) যাতে শ্রীযুক্ত রিচার্ড কোলম্যান ও শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি অভিনয় কোরেছেন, 'শ্বেত-মরুভূমি' (The white Desert) যাতে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম হেন্স ও শ্রীমতী প্রিসিলা ডিন অভিনয় কোরেছেন, কবে যে এখানে আসবে তার ঠিক নেই।

*

শ্রীমতী ক্যাথলিন নরিসের উপন্যাস থেকে 'বসুধার গোলাপ' (Rose of the World) নামক চলচ্চিত্রের ঘটনা নেওয়া হোয়েছে। শ্রীমতী প্যাটসি রুথ্ মিলার ও শ্রীযুক্ত এ্যালান ফরেষ্ট—এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় কোরেছেন।

*

"সে বেশী দিনের কথা নয়" (Not so long ago) বোলে যে নতুন চল-চ্ছবিটি বেরিয়েছে তাতে শ্রীমতী বেটি ব্রনসন্ আর শ্রীযুক্ত রিকার্ডো কর্টেজ সেকেলে প্রেমিক ও প্রেমিকার চরিত্র চিত্রণ কোরে সুন্দর অভিনয় কোরেছেন।

*

একজন অভিনেত্রী বোলেছেন "মধুচন্দ্রমা" (Honeymoon) হোলো বিবাহের বড়িতে চিনির আবরণ মাত্র। তিনি আরও বোলেছেন, কোনো নারী যখন কোনো পুরুষকে গ্রহণ করে, তার মানে এ নয় যে সে তাকে ভালোবাসে, তার কারণ এই যে বাকী আর সকলের চেয়ে সে তাকে কম অপছন্দ করে।

*

'মেরীর প্রেম যাচ্ঞা' (The Courting of Mary) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীমতী মেরী পিকফোর্ড সব প্রথম তারাচিহ্নিত অভিনেত্রীরূপে গ্রাহ্য হন। এই ছবিটী ১৯১১ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত হোয়েছিল।

*

শ্রীমতী এ্যালিস টেরির আসল ও পুরোনাম হচ্ছে এ্যালিস ফ্র্যান্সিস্ টাফে (Alice Francis Taafe) তিনি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানা বিভাগে ভিন্‌সেন্স নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

রঙ্গকথা

প্যারী সহরের একটি প্রধান যায়গার নাম হচ্ছে "অপেরা"। এই যায়গাটির নাম অপেরা হয়েচে এই কারণে যে, এখানে "অপেরা" নামে একটা প্রেক্ষা গৃহ আছে। এই অপেরা বাড়ী ১৮৬১ খৃঃ আরম্ভ হয়ে ১৮৭৫ খৃঃ শেষ হয়। আয়তনে এটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় প্রেক্ষা গৃহ—প্রায় ৯ বিঘা জমির উপর। এতে ২১১৮টি বস্‌বার জায়গা আছে। সুমুখে নৃত্য, গীত, কবিতা ইত্যাদি কলা-দেবীদের সুন্দর সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি আছে! কিন্তু সুমুখের চেয়ে ভিতরটি আরো সুন্দর। বিশেষতঃ ভিতরের ৩৩ ফিট চওড়া সাদা মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি ও তার দুধারে সুন্দরী মর্ম্মর প্রতিমাগুলির হাতে আলোর সারি বড়ই মনোমুগ্ধকর। অবশ্য প্যারীতে "সাতালে" বলে আর একটি প্রেক্ষা গৃহ আছে তাতে ৩৬০০ বসবার যায়গা আছে কিন্তু সেটী এত বড়ও নয় এত সুন্দরও নয়।

*

"শ্রীকৃষ্ণ" নাটকে দুর্য্যোধনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

কথিত হয় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে রথের সম্মুখের বেড়া সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব করেন। এবং রথাগ্রে যে কীর্ত্তন-পদ্ধতি দৃষ্ট হয় তাহাও নাকি মহাপ্রভু কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর প্রভৃতি প্রভুর প্রধান সঙ্গী এবং স্বরূপ কীর্ত্তনিয়াদের নাম দেখা যায়। চারি মোহান্তের চারি সম্প্রদায়ের কীর্ত্তন দেখে উড়ে' লোক 'চমৎকার' হয়েছিল। উড়িষ্যায় সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের প্রভাবে সংঘটিত হয়েচে।

*

খ্যাতনামা অভিনেত্রী মিস এভিলিন লে দশ বৎসর কাল থিয়েটারে অভিনেত্রীর কার্য্য করে সম্প্রতি মিঃ সোনি হেল নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের সুন্দরী অভিনেত্রী মিস লে বিবাহ সাজে সজ্জিত হয়ে যখন শুভ পরিণয়ান্তে পতির সঙ্গে গির্জ্জা হতে বাহির হচ্ছিলেন তখন স্থানীয় লোকের বিরাট জনতা তাঁকে অভিনন্দিত করতে সমবেত হয়েছিল এবং তারা সমস্বরে জয়ধ্বনি করে তত্র গির্জ্জা প্রাঙ্গন মুখরিত করে তুলেছিল। সৌন্দর্য্যের রাণী চাঁদমুখী মিস লে সসম্মান প্রত্যাভিবাদনান্তে বলেছিলেন যে তাঁর নব বিবাহিত জীবন তাঁকে রঙ্গমঞ্চ হতে কখনও বিচ্যুত করবে না বা তাঁর অভিনেত্রীর জীবনে কোনরূপ বৈলক্ষণ্য আনয়ন করবে না।—শিশির

আর্টের অর্থ

মানব তাহার প্রাচুর্য্যের প্রভাবেই আপনাকে অভিব্যক্ত করে; যেটুকু নিজের পক্ষে অত্যাবশ্যক, সেটুকুতে মানবের আত্মা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। সৃষ্টির ভিতরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াই ব্রহ্ম আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, অথচ সে-সৃষ্টির আবশ্যকতা তাঁহার পক্ষে কিছুই নাই। সুতরাং এই সৃষ্টি তাঁহার প্রাচুর্য্য প্রকট করিতেছে। মানুষও তেমনি সৃষ্টিতেই আনন্দ উপভোগ করে—এ সৃষ্টি তাহার আতিশয্য বা অমিতব্যয়িতার প্রমাণ—কার্পণ্যের নহে—দৈন্যের নহে। মানব পূর্ণস্বরূপে আপনাকে মিলিত করিতে চায়, সেই মিলনে যে অপূর্ব্ব স্বাধীনতার আনন্দ আছে, সে তাহারই সন্ধানে ফিরিতেছে; আর্ট মানবের জীবনের সম্পদকেই অভিব্যক্ত করে। আর্টের এই যে সাধনা, এই সাধনা নিজেই ফলরূপা, এই সাধনার ভিতরেই সিদ্ধির আনন্দ রহিয়াছে।

এই যে জগৎ, কোথা হইতে ইহার উদ্ভব? আমাদের উপনিষদে এসম্বন্ধে দুইটি পরস্পরবিরোধী উক্তি আছে। উপনিষদের একস্থানে বলা হইয়াছে,—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে; আনন্দেন যাতানি জীবন্তি।"

আনন্দ হইতেই এই বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে। আবার অন্যত্র আছে—"ব্রহ্ম তপস্যায় নিরত হন, সেই তপস্যা হইতে যে তাপ সঞ্চার হয়, তাহার প্রভাবেই তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" স্বাধীনতার আনন্দ এবং, তপস্যায় সংযম, সৃষ্টির ভিতর দিয়া ব্রহ্মের আত্মাভিবিকাশের মূলে দুইটাই সত্য। এই জগৎ আর্টেরই মত সেই পরমপুরুষের লীলা বা খেলা, তাঁহারই বহুধা বিকাশ।

আপনারা বলিতে পারেন, ইহা মায়া এবং মায়া বলিয়া তাহাকে অবিশ্বাসও করিতে পারেন, কিন্তু মায়াবীর তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। আর্ট মায়াই বটে, তাহা ছাড়া উহার অন্য কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না। মানবের জীবন স্বাধীনতার পথে বিরামবিহীন অভিযান—স্বাধীনতাই মানবের বৃত্তি, তাহার উপজীবিকা। মৃত্যুকে আশ্রয় করিয়া সে এই উপজীবিকা নূতন করিয়া পাইতেছে। জীবনের নিদারুণ দুঃখ-কষ্টকে সাধারণভাবে দেখিলে কখনই সুন্দর বলা যাইতে পারে না, কিন্তু আর্টের ভিতর দিয়া যখন সেগুলি ফুটিয়া উঠে, তখন সেইগুলিই বাস্তবস্বরূপে আমাদিগকে আনন্দ দান করিয়া থাকে। ইহা হইতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যে-সব জিনিষ আমাদের মনের উপর তাহার সত্বাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহাই সুন্দর। সংস্কৃত ভাষায় তাহাকেই বলা হয়—মনোহর। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুইয়ের মধ্যে আছে আমাদের মন।

এই বিশ্বে অসংখ্য বিষয় রহিয়াছে, কিন্তু সেগুলির মধ্যে মাত্র কতকগুলি আমাদের আত্মার আলোকে পড়ে। আমাদের কাছে তত্ত্ব বস্তুর আকার ধারণ করে; অপরোক্ষ জ্ঞানের আয়ত্ত হয় কেবল সেইগুলি যেগুলি আমাদের মনে সৃষ্টির আনন্দ জাগাইতে সক্ষম হয়। আর্টের সৃষ্টি, আমাদের জীবনে যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে, সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিরই ভাবময় অভিব্যক্তি; কাজেই ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার উপর আলো ও ছায়া যে-ভাবে পড়ে, সে হুবহু তেমন ভাবেই উহা গ্রহণ করে। আর্ট তেমন ফোটোর ক্যামেরার মত নয়। বিজ্ঞান কোনো পক্ষপাতিত্ব বুঝে না; যাহা সত্য, অপরিসীম আগ্রহের সহিত তাহাই গ্রহণ করে—বাছাই করে না। শিল্পী কিন্তু বাছাই-ই বড় বুঝে। এই বাছাইয়ের বেলা তাহার অদ্ভুত খেয়ালের পরিচয় পাওয়া যায়।

আর্টে সঙ্গীতকে আমি কিরূপ স্থান প্রদান করি—এই প্রশ্নটি একবার আমাকে করা হইয়াছিল। বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সঙ্গীতের সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। অভিব্যক্তির যেটুকু সার, তাহাই সঙ্গীত। সঙ্গীতের যে-ঝঙ্কার তাহা মুক্ত-অবাধ; বস্তুবিচারের বাঁধন, চিন্তার বাঁধন সঙ্গীতকে বাঁধিতে পারে না। সঙ্গীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিষের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়। সৃষ্টির মূলে যে আনন্দ ধারা, সেই আনন্দের স্পর্শে আমাদিগকে নাচাইয়া তোলে। কয়েক শতাব্দী আগে বাংলায় এমন একদিন আসিয়াছিল, যেদিন মানবের আত্মায় ভগবৎ-প্রেমের যে চিরন্তন লীলা নাট্য চলিতেছে, তাহা জীবন্ত ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছিল—ভগবদুপলব্ধির আভ্যন্তরিক আনন্দধারা চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া।

সেদিন ভাবের একটা আবর্ত্ত সমগ্র জাতির অন্তর আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল। বাংলায় সেই ভাবাবর্ত্ত হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল আমাদের বাঙ্গালীর কীর্ত্তন-গান। আমাদের জাতির ইতিহাসে এমন সময় অনেক বার আসিয়াছে, যখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতায় অতীত জিনিষের অনুভূতিতে সমগ্র জাতির অন্তর আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে।

বুদ্ধের বাণী যেদিন ভৌতিক এবং নৈতিক নানা বাধা উপেক্ষা করিয়া ভারতের উপকূল হইতে দূরদেশে পৌঁছিয়াছিল, তখন আসিয়াছিল তেমন দিন। মানব-জীবনের সেই সুমহান্ অভিজ্ঞতার সম্পদ্ চিরন্তন করিবার জন্য মানুষ সেদিন অসম্ভবকে সম্ভব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা পর্ব্বতকে কথা কহাইয়াছিল; পাথরকে দিয়া গান গাওয়াইয়াছিল। পাহাড়ে, পর্ব্বতে, মরুভূমিতে, ঊষর নির্জ্জন প্রদেশে এবং জনাকীর্ণ নগরীতে মানবের আশা অমর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সৃষ্টির সেই বিপুল প্রচেষ্টা পথের বাধা-বিঘ্নকে

গ্রাহ্য করে নাই, সকল বাধা বিঘ্নকে দলিত করিয়া আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিল, ভাবকে মূর্ত্তি দান করিয়া। প্রাচ্য মহাদেশের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া এই যে একটা শক্তির খেলা সেদিন দেখা গিয়াছিল, আর্ট কাহাকে বলে, এ প্রশ্নের উত্তর তাহা হইতেই পাওয়া যায়। যাহা সৎ, যাহা সুন্দর, তাহার ডাকে মানবের সৃষ্টিপর আত্মার যে সাড়া, তাহাকেই বলে আর্ট।

গান্ধার দেশে বুদ্ধের যে-সব প্রস্তর-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলিতে আমরা গ্রীক শিল্পের প্রভাব দেখিতে পাই। তাঁহারা মূর্ত্তি কল্পনায় এনাটমির বৈজ্ঞানিক দিক্‌টার উপরই ঝোঁক দিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁটি ভারতীয় শিল্প বুদ্ধের আত্মাকে অভিব্যক্ত করিবার উপর,—তাঁহার অন্তরের ভাবের দ্যোতনার উপরই বেশী জোর দিয়াছে।

বিখ্যাত ইউরোপীয় স্থপতি রোডিনের শিল্পের ভিতর আমরা কি দেখিতে পাই? অপূর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপূর্ণের সংগ্রাম, পক্ষান্তরে প্রাচী স্বভাবতঃই অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ; পূর্ণতার দিক্ হইতেই তাহার প্রেরণা আসিয়াছে। ভারতের শিল্পীরা অপরের নিকট হইতে যতই ধার করুন, তাঁহারা নিজেদের ঐ বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়াছেন।

প্রতিভায় যাঁহারা বড় হইয়াছেন, তাঁহাদের বিশিষ্ট লক্ষণ একটি হইল— গ্রহণ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা; এই ধার লইবার সময় দুনিয়ার সভ্যতার বাজারে তাঁহারা যে অপরিমিত সম্পদ ঋণ দিয়া রাখিয়াছেন, এ-কথাও তাঁহারা জ্ঞাত থাকেন না। যাহারা মাঝারি গোছের, ধার করিতে লজ্জা বোধ করে,—ভয় পায় শুধু তাহারাই; কারণ কিভাবে ধার শোধ দিতে হয়, তাহারা তাহা জানে না। ইউরোপের চিন্তা, ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা সাদরে বাংলা সাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে, ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দেরই বিষয়। ইউরোপীয় চিন্তা এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের ধারা আমাদের মনের সংস্পর্শে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় আত্মাটি সেই বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়াও প্রবল প্রভাবে আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

কোনো রকমে ভারতীয় আর্টের লেবেল যাহাতে জুড়িয়া দেওয়া যায় এমন জিনিষ মাপিয়া-জুখিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া তৈয়ারী করিলেই হইল, এই যে যুক্তি, আমাদের শিল্পীরা যেন তাহা মানিয়া না লন। আর্ট গ্রহণও করিতে পারে যেমন উদারতার সহিত, দানও করিতে পারে তেমনি উদারতার সহিত। সকলেরই জন্য তাহার আতিথেয়তা উন্মুক্ত। কারণ, তাহার মত পুরাতন হইলেও তাহার যে সম্পদ, সে-সম্পদ কল্পলোকের; তাহা তাহার নিজস্ব— তাহা নিত্যই নূতন।

এই বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যেই বিশ্বেশ্বর বাস করেন। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তাহার নিজের বাসস্থান, এ ভাবে তৈয়ারী করা উচিত, যাহাতে তাহা তাহার আত্মার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে। শিল্পী যিনি তাহাকে আজ এই কথা ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমি অমরত্বে বিশ্বাস করি। তাঁহাকে আজ এই ঘোষণা করিতে হইবে যে, আমি বিশ্বাস করি আদর্শে। সেই আদর্শে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ ধারায় অভিষিক্ত করিতেছে, স্বর্গের সেই যে আদর্শ, তাহা কেবল কল্পনারই বিলাস নয়, খেয়াল নয়,—তাহাই পরম সত্য, তাহাতেই এই বিশ্বের স্থিতি, তাহাই বিশ্বের জীবন। সেই আদর্শই আমাদের জীবন-বীণায় ঝঙ্কার তুলে; আর সেই ঝঙ্কার—সেই সঙ্গীতের সুর ঢেউ তুলিয়া আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সীমা হইতে অসীমে লইয়া যায়।*

(বাঁশরী, ফাল্গুন ১৩৩২) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা।

মিনার্ভা থিয়েটার

৬নং বিডন ষ্ট্রীট] [ফোন নং ১৪৮৭ বড়বাজার

শনিবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ৭॥০ টায়

আত্ম-দর্শন

(মহাসমারোহে ৮২ অভিনয়)

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
মর্ম্মস্পর্শী সুবৃহৎ ত্র্যঙ্ক নাটক

বাঙ্গালী

(মহাসমারোহে একাদশ অভিনয়)

অগ্রিম টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।
ইউ, কে, মিত্র, বি, এ, প্রোপ্রাইটার।

বিখ্যাত বেহরিংগ (জার্ম্মাণির) কোং র
আমাশয়ের অদ্বিতীয়

ইয়াট্রিন (১০৫নং)

সকলপ্রকার রক্ত আমাশয় ও আমাশয়ের অব্যর্থ মহৌষধ। দীর্ঘকাল-স্থায়ী রোগকে নির্ম্মূল করিতে অদ্বিতীয়। ইহার ব্যবহার ফলে রোগ সারিবার পর শরীরে কোনও বিষক্রিয়া দেখা দেয় না। অন্ত্রের সকল প্রকার দুষ্ট বীজাণু নষ্ট করিতে এরূপ ঔষধ আর নাই। চিকিৎসকরা ইহা সর্ব্বত্র ব্যবস্থা করিতেছেন।

বড়ি Pill ও গুঁড়া Powder দুই রকমই পাওয়া যায়।

সকল ঔষধালয়েই পাইবেন।

সোল এজেন্টস্ :—

দি গ্রেট এশিয়াটিক মেডিসিন এণ্ড ষ্টোর্স লিঃ

২৭নং পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সহস্র কণ্ঠে সুখ্যাতি!
সহস্র কণ্ঠে জয় শ্রীদুর্গাধ্বনি!

মিত্র থিয়েটার

৯১নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীদুর্গা * শ্রীদুর্গা

শনিবার ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ৭॥০ টায়
ও
রবিবার ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ম্যাটিনী ৫টায়

(মহাসমারোহে ১৬শ ও ১৭শ পূজা)

শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃ সম্মিলনে, শ্রেষ্ঠ গায়ক বাদক সম্মিলনে, শ্রেষ্ঠ নৃত্যকলাবিদ সম্মিলনে, শ্রেষ্ঠ গায়িকা সম্মিলনে—

মহামায়ার মহা পূজা।

শ্রীদুর্গা! শ্রীদুর্গা!!!
শ্রীদুর্গা!!!

ম্যাটিনী অভিনয় রাত্রি ৯॥০টায় শেষ হবে।
অভিনয়ান্তে ট্রাম ও মোটরবাস পাওয়া যাইবে।

ইহা দ্বারা সকল রোগ আরোগ্য করা যায় বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রণালী

পুস্তকের জন্য পত্র লিখুন। ইলেক্‌ট্রো আ য়ুর্ব্বে দি ক ফার্ম্মেসী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, রুম নং ২১, ফাষ্ট ফ্লোর কলিকাতা

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক
নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত

ফরাসী ষোড়শী।

মূল্য এক টাকা।

ফরাসী ষোড়শীগণের অপূর্ব্ব লীলাখেলা, বিরহমিলন, প্রণয়দ্বন্দ্বের অপূর্ব্ব কাহিনী—পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। সদ্য প্রকাশিত হইল।

এন্, এম, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং,
২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; কলিকাতা।

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—২৪ নং(দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

পুরুষেরভূমিকা স্ত্রীলোকের দ্বারা অভিনীত হওয়ার আমরা মোটেই পক্ষপাতী না হ'লেও সেদিন ষ্টারে "বিষবৃক্ষের"অভিনয়ে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মীর দেবেন্দ্র দত্তের অভিনয় আমাদের বেশ ভালই লেগেছিল। তার কারণ বোধ হয় তিনি উগ্রকণ্ঠা ও সুদর্শনা বলে তাঁকে এই ভূমিকায় মানিয়েছিল বেশ। তাঁর আবৃত্তি যদিও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হচ্ছিল না, সে অভাব তিনি পূর্ণ করে দিচ্ছিলেন তাঁর সুকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীত ধারায়। এই অখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী যে শীঘ্রই সুরঙ্গিনী বলে সুপ্রসিদ্ধা হবেন এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী কৃতনিশ্চয় হ'য়ে করা যেতে পারে।

বর্ত্তমান রঙ্গালয়ের মঞ্চ শিল্পের অভিনব স্রষ্টা বিচিত্র বর্ণমালার মোহন যাদুকর রূপ-দক্ষ চারুচন্দ্র রায়।

শ্রীমতী রাণীসুন্দরীর 'কমলমণি' ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর 'সূর্য্যমুখী' ও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। এঁরা উভয়েই তাঁদের পরস্পরের চরিত্রের বিভিন্ন প্রকৃতি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরে ছিলেন। ষ্টারের 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ে একমাত্র ফিরোজাবালার কুন্দনন্দিনী ছাড়া আর সমস্ত নারী চরিত্রগুলি সেদিন এত উচ্চ অঙ্গে ও উন্নত শ্রেণীতে অভিনীত হয়েছিল যে-সমস্ত পুরুষ চরিত্রগুলি সে ঔজ্জ্বল্যের পাশে ম্লান হয়ে পড়েছিল! এমন কি: সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তীর নগেন্দ্রদত্তের অভিনয় যেন বিদ্যুৎ] প্রভার নিকট মৃত্তিকার প্রদীপের মতো মিট মিট ক'রছিল!

*

বিষবৃক্ষে সেদিন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছিলেন হীরে ঝীয়ের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা; সুঅভিনেত্রী হবার যে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান গুণ "দর্শন ভালি" তা থেকে সর্ব্বরকমে বঞ্চিতা হ'য়েও এই তরুণী অভিনেত্রী তাঁর ঐকান্তিক যত্নে ও চেষ্টায়, উৎসাহ আগ্রহে আপনাকে যে আজ একজন প্রথম শ্রেণীর শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর আসনে তুলে আনতে পেরেছেন এটা তাঁর একটা অসামান্য কীর্ত্তি! একাগ্র সাধনার ফলে সিদ্ধিলাভ যে সাধকের অনিবার্য্য, শ্রীমতী নীহারবালার সফলতা তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! হীরে ঝীর চরিত্রে তিনি সেদিন যে অপূর্ব্ব প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তা শুধু প্রশংসনীয় নয় বিস্ময়করও বটে। তাঁর গীত সঙ্গীতগুলিও তাঁর কণ্ঠ মাধুর্য্যে মনোহর হোয়েছিল।

*

আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হলেম যে তরুণ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী আগামী পয়লা শ্রাবণ থেকে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর নাট্যমন্দিরে যোগদান করবেন। এ সংবাদ সত্য হ'লে আমরা সুখী হবো, কারণ নাট্যমন্দিরে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভাব যদি কারুর দ্বারা পূর্ণ হ'তে পারে তবে সে একমাত্র এই প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীটির দ্বারা। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী নাট্যমন্দিরে যোগদান ক'রলে আশা করি শিশির বাবু এঁকে নিয়ে আর একবার নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দকে 'জনা' ও 'উদীপুরী বেগমের' নূতন ছবি দেখাবেন!

শোনা যাচ্ছে জুনের মাঝামাঝি নাকি নাট্য মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হবে। কিন্তু না হলে আমরা আর এ জনশ্রুতি বিশ্বাস করতে পারছিনি!

•

ষ্টার থিয়েটারের নূতন ধরণের সাপ্তাহিক বিজ্ঞাপন পত্র "নটরাজ" হঠাৎ "লেখা"মাসিক পত্রের হাস্যোদ্দীপক নাট্যসমালোচকটির ওকালতী ক'রতে নেমে এই কথাটাই যেন স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দিলেন কলিকাতার অন্ততঃ এমন একটি রঙ্গালয় হচ্ছে যারা 'লেখা'র এই লেখকটির প্রতি গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন!

•

ষ্টার থিয়েটারের এই বিজ্ঞাপন পত্রখানি সম্ভবতঃ তাঁদের বন্ধু সেই সমালোচকটির সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি নাকি "ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম, এ পাশ করেছেন—ইংরাজী সাহিত্যের "নাটক" ছিল তাঁর বিশিষ্ট বিষয় সুতরাং নাটক সম্বন্ধে বলবার বিশেষ দাবী তাঁর আছে।"

•

ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম-এ পাশ করা সমালোচকের নাট্য সমালোচনার মূল্য থিয়েটার বিশেষের নিকট অমূল্য বিবেচিত হ'লেও আমরা তাঁদের এ দাবী মেনে নিতে পারলুম না কারণ তাঁদের এই প্রিয় সমালোচকটি লেখার পৃষ্ঠায় সেরূপ কোনও কৃতিত্বের পরিচয় আজও দিতে পারেন নি। হ'তে পারে ইংরাজী সাহিত্যের নাটক ছিল তাঁর বিশিষ্ট বিষয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর সেই বিশিষ্ট বিষয়, নাটক সমালোচনা সর্ব্বতোভাবে পরিহার ক'রে, সমালোচনা করেছেন অভিনয়ও অভিনেতার! অভিনয় ও অভিনেতারা যে 'নাটক' নয় একথাটা 'নটরাজ' না জানলেও ইংরাজী সাহিত্যে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করা তাঁদের পরম শ্রদ্ধাভাজন এই সমালোচকটির সে জ্ঞান থাকা উচিত ছিল নাকি? আশা করি নটরাজ তাঁদের সেই এম এ পাশ করা বন্ধুটিকে অতঃপর—যে বিষয়ে তাঁর বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, অর্থাৎ সেই ইংরাজী সাহিত্যের 'নাটক' সম্বন্ধেই আলোচনা করতে পরামর্শ দেবেন; কারণ তাহ'লে তাঁদের বন্ধুর কৃতিত্ব আর এমন ক'রে তাঁর অকৃতিত্বরই কারণ হ'য়ে উঠ্‌বেনা!

•

গত শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বৃহস্পতি বার বারবেলায় "বঙ্গ রঙ্গালয়" শীর্ষক একখানি নব পত্রিকা জন্মলাভ করেছে! রঙ্গালয় সম্বন্ধীয় এই নূতন সাপ্তাহিক বঙ্গের কোন্ রঙ্গালয়ের "নবনির্ম্মিত" সূতিকাগারে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ সংবাদ সযত্নে সগোপন রাখবার বিধিমত চেষ্টা সত্বেও তা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে এই পত্রিকাখানির প্রথম সংখ্যাতেই তার উৎকট পুরাতন প্রীতির পরিচয়ে, এবং নূতনের প্রতি বিকট বিদ্বেষ প্রকাশে! এখানি যে 'নটরাজেরই' একটি জ্ঞাতি শত্রু ভূমিষ্ঠ হয়েছেন—সেটাও সহজে বুঝতে পারা যায়, এঁর জন্মলাভের সঙ্গে সঙ্গেই 'কৃষ্ণ' বিদ্বেষের প্রবল বিস্ফুরণ দেখে! 'শ্রীকৃষ্ণে'র মহলা দেওয়া বহুবার হ'লেও, অধিবাস রজনীর অভিনয় বা রীতিমত ড্রেস রিহার্সাল্ যে একবারও দেওয়া হয়নি একথা আমরা জানি ব'লেই লিখেছিলেম কিন্তু তাই সদ্যোজাত রঙ্গালয় শিশুটি তাই শুনেই হেসে উঠেছে। এ হাসি শিশু সুলভই বটে!

রঙ্গ-রেণু

"হৃদয়চূর্ণকারী" (The Heart-breaker) নামক ছবিতে বহু প্রসিদ্ধ অভিনেতা অভিনেত্রী এক সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন প্রধান পুরুষ চরিত্রের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুক্ত র‍্যামন নোভারো ও জ্যাক জিলবার্ট এবং স্ত্রী চরিত্র সমূহের ভূমিকার মধ্যে শ্রীমতী ন্যান্সি ও' নিল, রেনে এ্যাডোরে ও কারমেল মায়ার্সে'র নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

•

আইবুড়ো অভিনেতারা কোন্ কোন্ অভিনেত্রীকে আদর্শ নায়িকা বোলে মনোনয়ন করেন তার ফর্দ্দ কৌতূহলোদ্দীপক। জোট ডগলাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ানসান্‌কে, শ্রীযুক্ত রেমণ্ড কীন শ্রীমতী জোবিনা র‍্যালষ্টন্‌কে, শ্রীমতী জর্জ্জ ওয়ায়েন ও শ্রীযুক্ত জন রক শ্রীমতী নরমা শিয়ারার্‌কে, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম পাওয়েল ও র‍্যামন নোভারো শ্রীমতী লিলিয়ান গিশ্‌কে এবং শ্রীযুক্ত গিলবার্ট রোলাণ্ড শ্রীমতী মেরি এ্যাষ্টর ও মেরি ফিল্‌বিন্‌কে আদর্শ নায়িকা বোলে মনে করেন।

•

কলেজে শিক্ষিত মেয়েদের, অন্য মেয়েদের চেয়ে ভালো অভিনয় করা সম্ভব কিনা সুবিখ্যাতচলচ্ছবি-অভিনেত্রী শ্রীমতী ডোরথি ম্যাকোইলকে এ প্রশ্ন করা হোয়েছিল। তিনি বোলেছেন অভিনয় হোচ্ছে ভাবের ব্যাপার, মস্তিষ্কের নয়। সুতরাং যে যতই শিক্ষিত হোক্‌না কেন, তার হৃদয় মন ভাবের আধার না হোলে সে ভালো অভিনয় কোর্‌তেই পার্‌বেনা।

•

রঙ্গমঞ্চের ও চিত্রপটের যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত আইভান্ পেট্রোভিক্ ও প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অভিনেতা পল ওয়েগ্‌নার 'ঐন্দ্রজালিক' (The Magician) নামক ছবিতে শ্রীমতী এ্যালিস টেরির সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন। শ্রীযুক্ত পেট্রোভিক্ সাভিয়ার লোক।

•

চিত্র জগতের সব চেয়ে উত্তমরূপে সজ্জিত ব্যক্তি হোচ্ছেন প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ফোর্ড ষ্টারলিং।

•

'নেল্ গিন্' (Nell Gwyn) নামক ছবিতে শ্রীমতী ডোরথি গিশ যে রূপোর খাট ব্যবহার করেন তা ইতিহাস বর্ণিত আসল খাটের বর্ণনানুযায়ীই তৈরী হোয়েছে। ইতিহাসে উক্ত আছে যে সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের মৃত্যুর পর নিজের ভরণ পোষণের জন্যে নেল্‌কে ঐ রূপোর খাট গালিয়ে বিক্রী করতে হোয়েছিল।

•

"ম্যাগ্‌নোলিয়া লেডি" একখানি নোতুন ছবি। এতে শ্রীমতী রুথ্ চ্যাটার্টন ও শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ ফর্বস্ অভিনয়ার্থ নির্ব্বাচিত হোয়েছিলেন। অভিনয় কোর্‌তে কোর্‌তে শ্রীযুক্ত, চিত্রনাট্যের নায়িকাকে সত্যই ভালো-বেসে ফেলেন। শ্রীমতী রুথ্ এখন শ্রীযুক্ত রাল্‌ফের স্ত্রী।

•

'বাসাড়ে' (The Lodger) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীমতী জুন ও শ্রীযুক্ত আইভর নভেলো অভিনয় কোরেছেন। এই ছবির কাজ সম্প্রতি শেষে হোয়েছে।

•

লস্ এঞ্জেলেসে শ্রীমতী মেরি পিকফোর্ডকে সকল শ্রেণীর লোকই কিরূপ সম্মান করেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। শ্রীমতীর অধিকাংশ ছবিতেই পুলিস, রক্ষাকর্ত্তা রূপে চিত্রিত হয়, এই কারণে তাঁকে সমগ্র পুলিস বিভাগের লোকেদের উপস্থিতিতে স্থানীয় পুলিসের অবৈতনিক কর্ম্মচারী রূপে নির্ব্বাচিত করা হোয়েছে আর তাঁকে পুলিসের 'তকমাও' (Badge) দেওয়া হোয়েছে।

—

পাদপ্রদীপের আলোকে

ইতালির যোদ্ধা-কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার দান্নুনসিয়ো, অদ্ভুত বাস্তবতার কি-রকম ভক্ত, নিম্নলিখিত কাহিনীতে তা প্রকাশ পাবে। দান্নুনসিয়োর একখানি নূতন নাটকের মহলা হচ্ছে। একটি স্ত্রী-ভূমিকা বিলি করবার সময়ে দান্নুনসিয়ো বলিলেন, "এই ভূমিকার অভিনেত্রীকে সামনের দুটি দাঁত ভেঙে ফেলতে হবে!" যে অভিনেত্রীর সেই ভূমিকাটি গ্রহণ করবার কথা, তাঁর কাণে এই প্রস্তাবটি তেমন আনন্দজনক বলে মনে হ'ল না। তিনি স্পষ্টই বললেন, "এ-রকম দাঁত-ভাঙা অভিনয় আমার দ্বারা সম্ভব হবে না!"

•

খেয়ালী দান্নুনসিয়ো কোন দিনই প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। তিনি ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "কী! আমার নাটকের ভূমিকায় অভিনয় করা কত বড় সৌভাগ্য, তা তুমি জানো? তোমার সামান্য দুটো দাঁতের কথা কি বলচ, একবার আমার নাটকে কাণার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে, একজন অভিনেতা স্বেচ্ছায় তার একটা চোখই নষ্ট ক'রে ফেলেছিল!"

•

চোখ নষ্ট করার কথাটা যে দান্নুনসিয়োর ধাপ্পা নয়, তা আমি জোর ক'রে বলতে পারি না। তবে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঐতিহাসিক সত্য। তখন রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের অবস্থা। রোমের এক রঙ্গালয়ে Hercules Furens-এর শেষ অঙ্কের অভিনয় চলেছে। শেষ দৃশ্যে জনৈক অপরাধী মৃত্যু-দণ্ড গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি অপরাধীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'ল। তারপর বাস্তবতার মুখ রাখবার জন্যে, দর্শকদের সামনে সে হতভাগ্য সত্য সত্যই জ্যান্তে পুড়ে মরল।......এই ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে, জেলখানা থেকে একজন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীকে নিয়ে আসা হয়েছিল!

•

বাস্তবতা খুব ভালো জিনিষ, সন্দেহ নেই। কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে অতি-বাস্তবতা একেবারেই বর্জ্জনীয়—বিশেষতঃ রঙ্গালয়ে। যাঁরা ভাবেন, রঙ্গালয়ে যা-কিছু দ্রষ্টব্য, তা অতি-স্বাভাবিক রূপে দেখাতে হবে, তাঁরা মস্ত ভুল করেন। বাগান দেখাতে আসল ফুলের গাছ, বৃষ্টি দেখাতে আসল জল, কুঁড়েঘর দেখাতে আসল মেটে দেওয়াল বা খড়ের চাল,—এ-সব ছেলেখেলা বৈ আর কিছুই নয়।

•

কারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে যা-কিছু দেখা যায়, তার আগাগোড়া সমস্তই কখনো পুরোপুরি স্বাভাবিক হ'তে পারে না। তার কতক অংশে কৃত্রিমতা থাকবেই। যেমন কতকগুলো জ্যান্ত ময়ূরের মাঝখানে কতকগুলো মাটির ময়ূর বসিয়ে রাখলে মাটির ময়ূরের নির্জ্জীবতা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি রঙ্গমঞ্চের চারিদিককার খানিক নকল সাজসজ্জা মাঝখানে খানিক আসলের আমদানি মোটেই স্বাভাবিকতার আভাস দিতে পারে না। বরং তাতে আসল ও নকল দুয়েরই মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

•

রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে "মেক-বিলিভ" বা ভাণের স্থান। এখানকার সুখ ও দুঃখ, হাসি ও কান্না, জন্ম ও মৃত্যু এবং প্রেম ও বিরহ সমস্তই ভাণ। এখানকার কিছুই আমরা সত্য ব'লে ধরি না, সত্য ব'লে মনে করি মাত্র। এখানে সত্যকে মূর্ত্তিমান ক'রে দেখানো হয় না, সত্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয় মাত্র।

•

কাজেই রঙ্গমঞ্চের উপরে ঐ ভাণ বা নকল সত্যকে শেষ-পর্য্যন্ত সমান-ভাবেই বজায় রাখা উচিত। তার মধ্যে আসলকে টেনে আনা যারপর নাই বিপজ্জনক। কারণ তার ফলে নকলের মুখোস খুলে পড়ে এবং দর্শকদের মোহ ভেঙে যায়—রঙ্গালয়ের পক্ষে যেটা হচ্ছে অত্যন্ত মারাত্মক।

•

রঙ্গমঞ্চের উপরে নকল বাগান, নকল বৃষ্টি ও নকল কুঁড়েঘরই অধিকতর উপযোগী। এ-সব আসল হ'লে কলাবিদের কৃতিত্ব থাকে না—কারণ ললিত-কলার রাজ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সব-চেয়ে বড় বাহাদুরি হচ্ছে ছায়াকে কায়া ব'লে চালাতে পারা!

এই ভাণের জগতে দর্শকদের মোহ বজায় রাখতে হবে পুরোপুরি ষোলো আনা। যিনিই এ মোহকে ছুটিয়ে দেবেন, তাঁরই দশা হবে বিলাতের বিখ্যাত গল্পে কথিত অভিনেত্রীর মত; ঐ অভিনেত্রী ভিখারিণী-বেশে রঙ্গ-মঞ্চের উপরে আপনার শিশু পুত্রকে স্থাপন ক'রে, আকাশের দিকে মুখ ও হাত তুলে এবং সজলঅশ্রু-নেত্রে ও করুণ স্বরে ব'লেছিলেন, "হে ভগবান, আমি কেমন ক'রে আমার শিশু পুত্রকে পালন করব?" 'গ্যালারী' থেকে উচ্চৈস্বরে কে উত্তর দিয়েছিল—"তোমার হাতের হীরার আংটি বাঁধা দাও!" অভিনেত্রী ভাণের জগতের হাতের হীরার আংটিটি খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন—ফলে একটি অশ্রু-করুণ দৃশ্য পরিণত হয়েছিল, চটুল প্রহসনে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

চিত্র-সাহিত্য

পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতির নর-নারীর বাস। তাদের ভাষা বিভিন্ন; তাদের মনের ভাবও কাজেই বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হয়। এক জাতির ভাব যদি অপর জাতি বুঝিতে চায়, তাহা হইলে তাকে সে-জাতির ভাষা শিখিতে হইবে; নচেৎ বুঝা চলে না।

কোনো দেশের কোনো সাহিত্য একদিনেই গড়িয়া ওঠে নাই। সকল সাহিত্যেরই গড়ন চারিদিক হইতে ক্রমে ক্রমে সুরু হইয়াছিল। জগতের

"Southern Love" চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

আদি দিনে নর-নারী শুধু দেহ-রক্ষার উপযোগী আয়োজন লইয়াই ব্যস্ত ছিল। ঘর-বাড়ী তৈয়ার করা, খাদ্যাখাদ্যের নির্দেশ—এইগুলা লইয়াই ছিল তার যা-কিছু কাজ। ক্রমে সংসারের সৃষ্টি হইল। সংসারের পর সমাজের সৃষ্টি হইল এবং এই সমাজ আপনাকে প্রসারিত করিয়া রাজ্য গড়িল এবং রাজ্য পরিচালনার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়া তুলিয়া একদিন যত কিছু উপদ্রব-অশান্তির উচ্ছেদ করিয়া মানুষ বিরাট সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য গড়িবার প্রকাণ্ড উদ্যোগে মাতিয়া উঠিল।

এমনি করিয়া নানা রাজ্যসাম্রাজ্য গড়া হইল। গড়িতে কত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিল, কত সন্ধি-সর্ত্ত হইল। ক্রমে বাহিরটার সঙ্গে মানুষ একটা সামঞ্জস্য বানাইয়া ফেলিল।

এই কাজকর্ম্মের ভিড়ের মধ্যে মন যখন শ্রান্ত হইত, তখন সে শ্রান্তি ঘুচাইতে নানা দিক হইতে আরামের আয়োজনেও মানুষ ঝোঁক দিল। অমনি মনের খোঁজ পড়িল। মানুষ দেখিল, তার সবল পেশী এবং গায়ের শক্তির অন্তরালে মন বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে, তার শক্তি সামান্য নয়। শরীর যা পারে না, এমন অসাধ্য কাজ এই মনের কাছে অত্যন্ত সহজ-সিদ্ধ। মানুষ দেখিল, শরীর যেখানে শক্তি দিতে পারে না, মন সেখানে শক্তি দেয়। মনের শক্তি অনেক বেশী।

ক্রমে মনের নানা চিন্তা নানা ভাব মানুষ ভাষায় মুখে ফুটাইতে সুরু করিল। বাহিরের ঐ মুক্ত প্রকৃতির নানা শক্তির সম্পর্কে আসিয়া সে মনকে চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া দিল; সেদিক হইতে সংগৃহীত চিন্তার ফুলে ফলে ভাষার ডালি সাজাইয়া সমাজের সামনে ধরিয়া দিল। পরস্পরের চিন্তার এমনি আদান-প্রদান হইতে বিজ্ঞান আসিল, ইতিহাস আসিল, ধর্ম্ম-কথা আসিল, পুরাণ আসিল, গল্প কাহিনী আসিল, কাব্য আসিল। বড় বড় চিন্তাশীল, বড় বড় কবি, নাট্যকারও ক্রমে দেখা দিলেন। এমনি ভাবে জগতের সর্ব্বত্র নানা জাতির নানা চিন্তা নানা ভাষার আকারে ফুটিয়া নানা সাহিত্যের সৃষ্টি করিল—সংস্কৃত, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, পারস্য-সাহিত্যের খুব সংক্ষিপ্ত জন্ম ইতিহাস এই।

মনের ভাব-চিন্তাই এই সাহিত্যের প্রাণ। যে-সাহিত্য মনের বিরাট প্রসার যতখানি দেখাইয়াছে, সে সাহিত্যের দামও তত বেশী। তোমার

মনের ভাব যদি আমার মনে সাড়া তুলিতে পারে, তবেই তোমার ঐ ভাবটুকু সার্থক। সেইরূপ যার মনের ভাব যত সুদূর-প্রসারী, তার ভাবের দামও তেমনি সব চেয়ে বেশী। এইজন্যই সেক্সপীয়র, কালিদাস, হোমার, গ্যেটে, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে খুব উঁচুদরের দরবারী ওমরাও। বিশ্বের জনসাধারণ তাঁদের না মানিয়া পারিবে না—তাঁদের পায়ে শ্রদ্ধা ভক্তির অঞ্জলি দিতেই হইবে। আগমনীর কবি উমার গানে বিশ্বের বিরহী তিপায় প্রাণে করুণ সাড়া তুলিয়াছেন, তাই তাঁর ভাবের দাম আছে। কিন্তু আমরা এই কাব্য-সাহিত্য, নাট্যসাহিত্য বা ঐতিহাসিক সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিতে আসি নাই। আমরা আজ ঐ ছবির লেখার মধ্য দিয়া যে নূতন সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে—সে বিরাট বিপুল শক্তিমান চিত্র সাহিত্য তারি কথা বলিব।

"Woman of Paris"
চিত্রনাট্যের নায়িকা

ভাষা-সাহিত্যের একটা অসুবিধা আছে এই যে, সে যে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া ওঠে, তা বিশ্বের শিক্ষিত প্রাণীগুলিকেই শুধু স্পর্শ করিতে পারে—নিরক্ষরদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নাই। এ দোষ অবশ্য ভাষা-সাহিত্যের নয়, দোষ নিরক্ষরদের। বেচারারা কতখানি সম্পদের পরিচয় না পাইয়াই দুর্লভ মনুষ্য-জীবন কাটাইয়া দিতেছে! সাহিত্যের সঙ্গে

Scene from
D.W. GRIFFITH'S
THE WHITE ROSE

"White Rose"—চিত্রনাট্যে নায়ক-নায়িকা

তাদের পরিচয় করাইতে হইলে অন্য পথ ধরিতে হইবে। এই সমস্ত নিরক্ষরকে চট করিয়া ভাষার সাহায্যে সাহিত্য-পরিচয় দেওয়ার আশা দুরাশামাত্র। কয়টা ভাষা শিখাইবে? কোন্‌টা ছাড়িয়া কোনটাই বা শিখাইবে? সমস্ত জাতির ভাষাও একটা লোকের পক্ষে জীবনে শিখিয়া ওঠা

দুঃসাধ্য। এ অবস্থায় অনুবাদ-সাহিত্য যথেষ্ট সহায়তা করে; কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের কথাও আজ বলিতে আসি নাই।

অনুবাদ ছাড়া আরো একটি উপায়ে এক জাতির সাহিত্যের পরিচয় সে ভাষায় অনভিজ্ঞ অপর জাতিকে দেওয়া চলে। সে উপায় সম্ভব হয় শুধু—ছবির সাহায্যে। ছবির লেখায় কোনো জাতির সুখ-দুঃখ হর্ষ বেদনার সব পরিচয়ই অপর জাতিকে দেওয়া সহজ। এবং বিভিন্ন জাতির বিচিত্র আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভেদ করিয়াও তাদের যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে,—প্রেম, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, ভক্তি—এগুলা খুব সহজেই এই ছবির মারফৎ সকলকে বুঝানো চলে। কিন্তু তার আগে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন।

আনন্দ ও প্রীতি—এ দুইটা ছাড়া সাহিত্যে শিক্ষারও একটা দিক আছে।

এই শিক্ষার দিক দিয়া ছবির লেখায় যে কথাগুলা ফুটিতেছে, তাহারই কথা বলিব—মানে, বায়োস্কোপের ছবির লেখা।

"Two little Vagabonds"-চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

Virgin Queen"চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

বায়োস্কোপ ক'দিনেরই বা! এই তো সেদিন টুকি-টাকি কতকগুলো জীবন্ত ছবি দেখাইয়া আমাদের সে তাক লাগাইয়া দিল! তার পর দিনে দিনে একধার দিয়া ঐ যে একটি পথ সে কাটিয়া তৈয়ার করিল, সে দিকে আজ চোখ না মেলিয়া থাকাও চলে না! যখন দেখি সুন্দর ঐ পথ, প্রশস্ত, সুদৃশ্য, ও-পথে চলার লোভও তখন মনে প্রচুর জাগে! ঐ বায়োস্কোপ—এ কোন্ সুন্দর স্বপ্নলোকের পথ তৈয়ার করিয়া চলিল, এই কয়টা মাত্র বৎসরে!

টুকিটাকি ছবি হইতে বায়োস্কোপ যখন ছোট-ছোট কাহিনী ধরিল, তখন সেগুলার মধ্যে সরস কৌতুক-কাহিনী ও রূপকথাই বেশী ছিল। তখনও সে আমাদের মনে কৌতুক আর আনন্দেরই সাড়া তুলিতেছিল। কিন্তু আজ যখন দেখি, বিশ্বের সাহিত্য-দরবার হইতে বাছিয়া মণিরত্ন বাহির করিয়া সারা বিশ্বের শিক্ষিত ও নিরক্ষর জনসাধারণকে সে আজ তা দেখাইয়া বিস্মিত পুলকিত বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে, তখন সম্ভ্রমে শ্রদ্ধায় মাথা আমাদের লুটাইয়া পড়িতেছে যে! আলাদীনের এ মায়াপ্রদীপ সে কোথায় পাইল! কোন্ পাহাড়ের তলে, না অতল নীল সাগরের তলে এ প্রদীপ পড়িয়াছিল, তুলিয়া আনিয়া তার বলে কেবলি সে মায়ার কুহকসৃষ্টি করিতেছে, দিব্য আনন্দ লোক গড়িয়া চলিয়াছে, মরুর বুকে ফুল ফুটাইয়া জলের ঝর্ণা খুলিয়া, কত অজানা রাজ্যের সবুজ তৃণগুল্ম, ফুল-ফল, নদী-নির্ঝর, লোক-জনের

ঘরকন্না স্থূল-রূপে চোখের সামনে আনিয়া ধরিতেছে! বিজ্ঞানের কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে মানুষের কাছে কত আশার বার্ত্তাই আনিয়া দিতেছে, বিজ্ঞানের কত-শত আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখাইতেছে! এ বিশ্বে বিধাতা কত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ গড়িয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, তার শত পরিচয় এক নিমেষে সে প্রাণের মধ্যে পৌঁছাইয়া দিতেছে! এ পরিচয় পাইবার জন্য বিলাতের সুসভ্য লর্ড হইতে শুরু করিয়া ... রেড ইণ্ডিয়ান, কোল্ ভীল্ অবধি যে আজ পাগল! বিশ্বের চারিধারে এত ঘরকন্না আছে,—বাপ মার স্নেহ, ভাই-বোনের প্রীতি, স্ত্রীর প্রেম, বন্ধুর দরদে তা বিচিত্র সমুজ্জ্বল, এ খবর তো আগে কাহারও এমন করিয়া জানা ছিল না। আজ ঐ বায়োস্কোপ সে পরিচয় আনিয়া দিয়াছে! দুনিয়ার মনের কথাটুকুই নয় শুধু, তার অতি-গোপন অতিসূক্ষ্ম বেদনার দীর্ঘ-শ্বাসটুকু অবধি আমাদের প্রাণে আজ ধ্বনিয়া তুলিতেছে! তা-ছাড়া পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্ম, কাব্য, নাটক, উপন্যাস, পলিটিক্স—এ-সব তো বটেই! কি অসাধারণ অলৌকিক শক্তি এই বায়োস্কোপের।

তাই বলিতেছি, এ তো শুধু দু-চারখানা ছবির, কথাই নয়! এ যে মস্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে ঐ ছবির মধ্য দিয়া! ছবির লেখায় এই চিত্রসাহিত্য

Scene From "Quo Vadis"

"Quo Vadis"-চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য

দুনিয়ায় আনন্দ বিলাইতেছে, শিক্ষার পাঠশালা খুলিয়া দিতেছে! এ সাহিত্য যে বিলাইতেছে অজস্রভাবে, ধনী-নির্ধনকে শিক্ষিত নিরক্ষরকে,—বিশ্বের সকল দেশের সকল জাতির সকল নর-নারীকে—অতি অল্প আয়াসে, এবং অল্প খরচে! দুনিয়া এ চিত্র-সাহিত্যের ডাকে সাড়া দিয়াছে, কিন্তু 'ভারত তবু কই!'

এ চিত্র-সাহিত্যের কয়টা মস্ত গুণ আছে—প্রথম, যারা নিরক্ষর কিম্বা যারা ইংরাজী বা ফরাসী বা জর্ম্মাণ ভাষা জানে না, তারা এই ছবির লেখার সাহায্যে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী, গ্যেটে, হোমার, দান্তে, ইবসেন, টলষ্টয়, ভিক্টর হুগো, ইবানেজ, মেটারলিঙ্ক প্রভৃতির লিখিত বিবিধ চরিত্র, তাঁদের বিচিত্র আখ্যায়িকা, মনস্তত্ত্বের কত নিগূঢ় লীলার পরিচয় পাইতে পারে! হুগো, গ্যেটের নাম করিলাম এইজন্য, কেন না, তাঁদের মূল ভাবসম্পদ ইংরাজী ভাষায় রূপান্তরিত হওয়ায় ইংরজী জানা নর-নারীর তার পরিচয় লাভের সুযোগ তো আছেই! তাছাড়া কর্ম্মবাগীশের দল, যাঁরা নাকি কাজের ভিড়ে সাহিত্যের বিচিত্র রস-সুধাপানের অবসর পান্ না বলিয়া দুঃখ করেন, তাঁরা অনায়াসে একটু সময় করিয়া লইয়া ছবির পর্দ্দায় লা-মিজারেবল, ওথেলো প্রভৃতির পরিচয় কতক পাইবেন তো! অবশ্য চিত্রনাট্যে মূলের রস ততটা গাঢ় পাই-বার আশা করা যায় না, কারণ শিল্পীর ভাষার কেরামতি, ভাষার লীলা, তারো একটা উপভোগের দিক আছে। তবে এটা দেখিয়া'ছ, কতকগুলা লক্ষ্মীছাড়া অপদার্থ ও অপাঠ্য নাটক, বায়োস্কোপের এই ছবির পর্দ্দায় এমন বিশুদ্ধ সাহিত্য-রস পরিবেশন করিয়াছে, যে এই চিত্রের মারফতেই শুধু তা সাহিত্য নামের যোগ্য হইয়াছে। একখানি বই বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। মূল উপন্যাসের নাম shulamite. আমেরিকার এক আধুনিক তৃতীয় শ্রেণীর লেখকের লেখা বইখানি; পড়িতে গিয়া ব্যর্থমনোরথ হইয়াছি। কিন্তু ছবির পর্দ্দায় under the lash নামে ঐ বইখানিরই চিত্রে রূপান্তর দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, মশ্গুল হইয়াছি। কবিতার ছত্র প্রভৃতি হইতেও এমনি বহু চিত্র-নাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে—The White Rose এবং Over the Hill নাম করিতে পারি। তাছাড়া নূতন চিত্র-নাট্য Woman of Paris, Thief of Baghdad, Southern Love—এগুলির অস্তিত্ব শুধু চিত্রনাট্যেই—ভাষায় যদি ফোটে তো ভাষা সাহিত্যও কৃতার্থ হয়। অনেক সময় অনেক বিদেশী ভালো বই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না—এমন বহু বই উপভোগ করিয়াছি ঐ বায়োস্কো-পের মারফৎ।

"Over the Hill" চিত্রনাট্যে মা'র ভূমিকায় মেরি কা'র

কিন্তু এ চিত্র-সাহিত্য ভবিষ্যতে শুধু আমোদ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে না চোখের সামনে দেখিতেছি, এ চিত্র-সাহিত্য জাতির সঙ্গে জাতির মনকে! অটুটভাবে বাঁধিয়া দিবে। য়ুরোপ দেখিবে, এসিয়ার প্রাণ তারি মত একই ধাতুতে গড়া—আফ্রিকা, আমেরিকা, সবাই এক বিশ্বমানব পরিবারের অন্তর্ভুক্ত! এরাও সুখে গলে, দুঃখে বেদনায় ব্যথা পায়। ধর্ম্ম ও আচারের ভেদ বিভিন্নতা পরস্পরের সামনে যত বড় আড়াল তুলিয়াই দাঁড়াইয়া থাকুক, মূলে প্রকৃতিগত পার্থক্য কাহারো নাই—মন সকলের এক! তখন যে বিশ্বব্যাপী দরদ আর সহানুভূতি পরস্পরের মনে জাগিবে, তার সামনে এ তুচ্ছ আচার ধর্ম্মের ভেদ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইবে, ... দুনিয়ায় ... জুটাইবে দুনিয়ায় বিশ্বমানবতার সৃষ্টি হইবে এবং দ্বন্দ্ব-হিংসা ভুলিয়া পৃথিবীর মানুষ এক অভেদ প্রীতির সূত্রে বাঁধা পড়িবে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতী,
বৈশাখ, ১৩৩০

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩য় সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৮-শে জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

বেশ! আপাততঃ সহরে চল্‌তি রঙ্গালয় আছে তিনটি এবং ঐ তিন রঙ্গালয়ই এখন দু'একখানি ক'রে সাপ্তাহিক পত্রের অধিকারী হয়েছেন—আপন আপন ঢাক স্বহস্তে বাজিয়ে লোকের কাণে তালা ধরিয়ে দেবার জন্যে মন্দ কি?—যদিও ঢাকের বাদ্যি কখন্ মিষ্টি লাগে, তা সকলেই জানেন!

*

আমাদের রঙ্গালয় যে শেষে সাপ্তাহিক পত্রের কার্য্যালয় হয়ে দাঁড়াবে, আমরা আগে সেটা ভাবতে পারিনি। ইতিমধ্যেই এখানে সু-অভিনয়ের অভাব হয়েছে। এখনো যেটুকু অবশিষ্ট আছে, অদূর-ভবিষ্যতে সেটুকু লুপ্ত হলেও বিস্মিত হব না। কারণ রঙ্গ-ব্যবসায়ীরা এখন আদা-জল খেয়ে "জার্ণালিজম্" অবলম্বন করতে উদ্যত হয়েছেন!

...খান,—অর্থাৎ, অভিনয়-ব্যবসা অবলম্বন করুন! কারণ, কলম-চালানোর চেয়ে অভিনেতা হওয়া ঢের বেশী সহজ! বিশেষতঃ আজকাল!

*

হালে একখানা কাগজ বেরিয়েছে, তার সম্পাদক হচ্ছেন জনৈক মণিহারী'র [?] দোকানদার এবং প্রকাশক হচ্ছেন জনৈক ছাপাখানা-ওয়ালা ও মিনার্ভা থিয়েটারের অভিনেতা। আর একটি লোকও এর পিছনে আছেন ব'লে শোনা যাচ্ছে, তিনি আত্মীয়-চালিত রঙ্গালয়-বিশেষের সঙ্গে 'প্রডিউসার' হয়ে নাম ক্রয় করতে চান! কাগজখানার নাম "বঙ্গ-রঙ্গালয়'।

*

পুরাতনের প্রবল প্রেমাসক্ত নবীন "বঙ্গ-রঙ্গালয়ে"র 'নিরপেক্ষ' বক্ষে যে বিজ্ঞাপনখানি দেখবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলুম, দেখি প্রকৃত ব্যবসায়ীর মত আর কাল-বিলম্ব না ক'রেই উক্ত পত্রের দ্বিতীয় সংখ্যাতেই সেটি বেশ চিন্তা-কর্ষক ভাবেই আত্মপ্রকাশ ক'রেছে—"মিনার্ভার বাঙ্গালী!!"

*

এমন-কি, আগে যাদের ব্যবসা ছিল 'সিনে' ধাক্কা মারা বা টিকিট বিক্রী করা, তারাও এখন কলম ধরতে পিছপাও নয়! অনেক দিন আগে স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু আবিষ্কার ক'রে গেছেন,—বাংলা ভাষা বেওয়ারিস ময়দা, যে পারে সেই-ই খুসি-মত ঠাসে! আজ হাড়ে হাড়ে তাঁর কথার তাৎপর্য্য টের পাওয়া যাচ্ছে!

*

কিন্তু আমরা জানি সংবাদপত্র কোনও সম্প্রদায়কেই বেশী দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে না যদি তার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকে! যে পুরাতনের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোনও যোগ নেই, তার প্রাচীনত্বের গৌরব ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে হয়ত খানিকটা থাকতে পারে, কিন্তু যুগ-জগন্নাথের সচল রথচক্রতলে তার চূর্ণ হওয়া ছাড়া উপায় নেই!

*

যত ছিল নাড়াবুনে, সবাই যদি কীর্ত্তনে হয়, তাহলে সত্যিকার লেখকদের কর্ত্তব্য কি? আমরা বলি, তাঁরাও প্রতি-আক্রমণ করুন এবং উল্‌টো ডিগবাজি

প্রথম সংখ্যায় এ কাগজে রঙ্গালয়-বিশেষের জয়ঢাক তেমন জোরে বাজেনি ব'লে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়েছিলুম। কিন্তু দ্বিতীয় সংখ্যার উপরে চোখ বুলিয়ে আমাদের সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয়েছে।

*

এঁরা বলেন, "আত্মদর্শন" হচ্ছে বর্ত্তমানের "সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" নাটক! কিন্তু সহযোগী "আনন্দ-বাজার" তা বলেন-নি ব'লে 'দোকানদার' সম্পাদকের অশ্রুকাতর মুখে বেতালা গালাগালির আর্ত্ত-চীৎকার নির্গত হয়েছে! গল্পে আছে, এক ওড়িয়া ছদ্মবেশে নিজের জাতীয়তা ঢাকৃত। কিন্তু একদিন হঠাৎ মার খেয়েই তার মুখে মাতৃভাষা ফুটে উঠল! "বঙ্গ-রঙ্গালয়ে"র অবস্থাও হয়েছে ঠিক তেম্নি! "আত্মদর্শনে"র জন্যে এতই নাড়ীর টনটনানি যে কতটা সন্দেহ-জনক, পাঠকরাই সেটা বিচার করতে পারবেন।

*

"বঙ্গ-রঙ্গালয়" লিখছেন, "নাচঘর নাকি বলিয়াছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণ একখানি নাটক নহে—ইহা একখানি দৃশ্যকাব্য! সুতরাং নাটক হিসাবে তাহার বিচার করিলে অন্যায় হইবে।' সম্পাদকী বিদ্যার কি এতদূর অধোগতি হইয়াছে যে নাটক এবং দৃশ্যকাব্য যে একই বস্তু তাহা মস্তিকে প্রবেশ করাইয়া দিবার প্রয়োজন হয়?" প্রভৃতি।

*

উপরের পংক্তি কয়টি প'ড়ে আমাদের মনে হচ্ছে—"অন্ধস্য দীপো বধিরস্য গীতং। মূর্খস্য শাস্ত্রং কিমু সাদুরাগং!"—"বঙ্গ-রঙ্গালয়ে"র পক্ষে রঙ্গালয়-বিশেষের বিজ্ঞাপন রচনাতেই নিযুক্ত থাকা উচিত কার্য্য, কারণ রসশাস্ত্রের চর্চ্চা তাঁর পক্ষে সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে।

*

আমরা যা লিখেছিলুম, তা হচ্ছে হুবহু এই:—"শ্রীকৃষ্ণ একখানি নাটকই নয়! গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যে তাঁর এই বইখানি 'দৃশ্যকাব্য'। সুতরাং আমাদের নাটক হিসাবে এর বিচার করা চলবে না! * * * এই দৃশ্যের কাব্যের স্রষ্টা-কবি (নাট্যকার নয়)!" প্রভৃতি।—অন্ততঃ পাঠশালে গিয়ে যে লেখাপড়া শিখেছে, উপর-উদ্ধৃত অংশের চার-চারটি বিস্ময়-চিহ্নের অর্থ নিশ্চয়ই সে বুঝতে পারবে। "শ্রীকৃষ্ণ" 'নাটক' নয়, তা 'দৃশ্যকাব্য',—এমন বিশ্রি কথা শুনে আমরা নিজেরাই বিস্মিত হয়ে ব্যঙ্গ করেছিলুম. কিন্তু পেট্'ক ফুরলেও যাদের মগজ থেকে একটি ফোঁটা রস বেরোয় না, আমাদের উক্তি বোঝবার শক্তি তাদের কি-ক'রে হবে? রস তো অরসিকের জন্যে নয়!

*

কোন্ শ্রেণীর জীব আজকাল কালি-কলম নিয়ে নাড়াচাড়া সুরু করেছে, জনসাধারণের সাম্নে সেটা প্রকাশ ক'রে দেওয়া অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়েছে ব'লেই আমরা এত কথা বলতে বাধ্য হলুম। "রঙ্গদর্শন" ও "বঙ্গ-রঙ্গালয়"—দুয়েরই পৃষ্ঠায় একই দলের নাট্যশালার প্রশস্তি, একই দলের লেখকের বিকট তাণ্ডব একই রকম যুক্তিহীন প্রলাপ, একই রকম 'নূতন'-বিদ্বেষ এবং একই রকম 'শ্রীকৃষ্ণ'-নিন্দা—দেখলেই চিনতে দেরী লাগে না যে, এঁরা দু'জনে হচ্ছেন পরস্পরের রাস্তুতো ভাই এবং একই রকম 'পালক-ওয়ালা পক্ষীবিশেষ'!

*

আচ্ছা "বেঙ্গলী"তে যে বেরিয়েছে, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর "শ্রীকৃষ্ণ" দেখে খুসি হয়ে তার অনেক অংশ বাদ দিয়ে একখানি 'ষ্টেজ-কপি' তৈরি ক'রে দিয়েছেন, এ কথা কি সত্য? সত্য হ'লে বল্তে হবে, অপরেশবাবুর মতন প্রাচীন লেখকের পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা নয়! অবশ্য "নটরাজ" যে আমাদের কথায় একেবারেই সায় দেবেন না, এ আমরা আগে থাকতেই ব'লে রাখছি।

আমরা শুনেছিলুম মিত্র-থিয়েটার "নটীর পূজা" অভিনয় করবার জন্যে অনুমতি চেয়েছেন। এখন "নটরাজে" দেখছি, "নটীর পূজা" অভিনয় করবেন "ষ্টার থিয়েটার"। আমরা কিন্তু নিশ্চিতরূপে জানি যে, "ষ্টার-থিয়েটার" এখনও পর্য্যন্ত "নটীর পূজা" অভিনয় করবার অধিকার পান-নি। তা ফুল যেখানেই ফুটুক, আমরা তার গন্ধ পেলেই খুসি হব।

*

রবীন্দ্রনাথ নাকি "অর্জ্জুন" নামে এক নূতন পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন? তাহ'লে নানা রঙ্গালয়ের মধ্যে "অর্জ্জুন"কে নিয়ে যে রীতিমত চিত্তাকর্ষক একটি 'টাগ-অফ-ওয়ারে'র সূত্রপাত হবে, আমরা আগে থাকতে অনায়াসেই সে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। অন্যত্র প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ "গীতা" রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন কোন খবরটি পাকা?

*

সহযোগী "শিশির" এতদিনে স্বীকার করেছেন, দানীবাবুর সম্বন্ধে "নাচঘর" প্রথম বর্ষে যে মত প্রকাশ করেছিল, তা মিথ্যা নয়। কাঙালের কথা বাসি হ'লেই ফলে। একসময়ে কিন্তু "নাচঘর"কে এজন্যে অনেক গালাগালি—না, থাক্!

চ

মিত্র-থিয়েটারে "বিবাহ-বিভ্রাট" দেখতে গিয়েছিলুম। সেদিনকার প্রধান আকর্ষণ ছিল—শ্রীমতী তারাসুন্দরীর ঝীয়ের ভূমিকা। লাগল বেশ। অনেক দিন পরে শ্রীমতী তারা আবার হাসির আসরে নেমেছেন এবং আকারে প্রকারে ভাব-ভঙ্গিতে তাঁকে মানিয়েছিল অবিকল এক আসল ঝীয়ের মত। তাঁর মুখের উক্তির ছাপটি পর্য্যন্ত হয়েছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেখবার মত অভিনয় বটে!

*

বহুকাল আগে মিনার্ভা থিয়েটারে "অলীকবাবু"র অভিনয়ে আমরা শ্রীমতী তারাকে স্বর্গীয় তিনকড়ির সঙ্গে আর একটি হাস্যরসাশ্রিত গার্হস্থ ভূমিকায় দেখে মোহিত হয়েছিলুম। মিত্র থিয়েটারেও "অলীক বাবু"র অভিনয় হচ্ছে, শ্রীমতী তারা কি এখানেও তাঁর পুরাতন ভূমিকায় এক-আধ দিন দেখা দিতে পারেন না?

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর পরেই আমরা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয় ও "মেক-আপ" বা অঙ্গরাগের তারিফ করতে পারি। এতটুকু ভূমিকা, কিন্তু অভিনয়-গুণে তাও নিতান্ত উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। নির্ম্মলেন্দুবাবুর শক্তি বৈচিত্র্য প্রশংসনীয়।

*

তার পরে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নন্দলাল, শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মিসেস কারফর্মা ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তফীর কর্ত্তার ভূমিকার (পূর্ব্বার্দ্ধ নয়, উত্তরার্দ্ধের) নাম করা চলে। ধীরেনবাবু মিঃ সিং রূপে খুব সফল হন-নি। ঘটকের অতি-অভিনয় ভালো লাগল না, এবং ক'নের বাপটিও অচল।

*

"নাট্যমন্দিরে"র দ্বার উদ্ঘাটনের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হয়ে গেল, কর্ত্তৃপক্ষ তবু পাথরের মতন স্তব্ধ. এজন্যে অনেকেই বিরক্ত হয়ে উঠেছেন দেখছি। এ রকম বিরক্তি স্বাভাবিক, কারণ সকল রঙ্গালয়ের সঙ্গেই সাধারণের একটা সম্পর্ক আছে এবং জন-সাধারণের সহানুভূতির উপরেই রঙ্গালয়ের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এক্ষেত্রে "নাট্যমন্দিরে"র কর্ত্তৃপক্ষের উচিত ছিল, এতদিন নীরব না থেকে, প্রাচীর-পত্রের সাহায্যে জন-সাধারণের আগ্রহ নিবারণ করা।

তবে "নাট্যমন্দিরে"র নিজস্ব সংবাদ শীঘ্রই যে প্রকাশিত হবে, এবারে সেটা আশা করা যেতে পারে। কারণ আমরা খবর নিয়ে জানলুম যে, এর-মধ্যে আবার সেখানে "রাজর্ষি"র মহলা সুরু হয়েছে এবং নবীন চিত্রলেখক শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে দৃশ্যপট অঙ্কনও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। তবে "রাজর্ষি"র অন্যতম প্রধান চরিত্র জয়সিংহের ভূমিকায় কে অবতীর্ণ হবেন, এখনো নিশ্চিতরূপে স্থির হয়-নি।

•

মিনার্ভা "খ্যাপিকা-বিদায়ে"র মহলা দিচ্ছেন। বোধ হয় "নাট্যমন্দিরে"র পুনরভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই রসরাজ অমৃতলালের এই নব রসের ফোয়ারা রঙ্গমঞ্চের উপরে উচ্ছলিত হয়ে উঠবে। হাসির হাল্‌কা অভিনয়ে মিনার্ভার নাম-ডাক আছে। সুতরাং অমৃতলালের পাকা হাতের মর্য্যাদা এখানে অটুট থাকবে ব'লেই আমরা বিশ্বাস করি।

•

"নাট্যমন্দির" ও "মিনার্ভা"র সঙ্গে তালরক্ষার জন্যে 'ষ্টার'ও নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' ও সৌরীনবাবুর 'লাখটাকা'কে আসরে নামাবেন এবং ওদিকে মিত্র-থিয়েটারও যে "জয়শ্রী" সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট থাকবেন না, তাতেও আর সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, বাংলা রঙ্গালয়ে শীঘ্রই আবার নূতন নাট্য-রসের স্রোত প্রবাহিত হবে। দেখা যাক্, তুরুপ কার হাতে!

•

"নটরাজ" ওরফে ষ্টার থিয়েটারের 'নকীব' ফুক্‌রে উঠছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণের' প্রয়োগ-শিল্প সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে 'নাচঘর' নাকি ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষদের প্রতি ঘোরতর অবিচার করেছে। 'নাচঘর' কিন্তু তা স্বীকার করে না, সে বলে কোনও বিশেষ থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষদের দোষ-নির্দ্দেশ করাই তার উদ্দেশ্য নয়, সে সাধারণভাবে সকল নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষদের যেটি প্রধান অন্যায়—অর্থাৎ শিল্প-বিভাগে তাঁদের অনধিকার হস্তক্ষেপের কথা ও তার শোচনীয় পরিণামের বিষয় উল্লেখ করেছিল এবং তাদের সেই বক্তব্যের প্রমাণ প্রয়োগার্থে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ ষ্টারের "শ্রীকৃষ্ণের" উল্লেখ করেছিল ও উক্ত নাটকের প্রয়োগে কতকগুলি কলা-বিরোধী অসামঞ্জস্য দেখে দুঃখপ্রকাশ করেছিল!

•

ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে যে 'নাচঘর' সে সকল কথা লিখেছিলেন, এ অদ্ভুত সংবাদ 'নটরাজ' কোথা থেকে সংগ্রহ ক'রলেন? তবে ভুলচুক হওয়া সকলেরই সম্ভব, সত্যই যদি 'নাচঘর' কিছু ভুল ক'রে থাকে, 'নটরাজ' তাদের সে ভুল দেখিয়ে দিলে 'নাচঘর' সানন্দে তা সংশোধন ক'রে নিতে চেষ্টা করবে।

•

আমরা শুনে সুখী হলুম যে সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় বি, এস্ সি মহাশয়কে কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ 'চলচ্চিত্র' ব্যবসায়ীরা তাঁদের সম্প্রদায়ে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। ভাগ্যে জার্ম্মান চিত্র-ব্যবসায়ী এসে 'Light of Asia' চিত্রে তাঁর সাহায্য নিয়েছিল, তাই এদেশের সব-চেয়ে বড় ফিল্ম্ কোম্পানীর আজ এই শিল্পীর প্রতি দৃষ্টি পড়েছে! য়ুরোপ এদেশের কদর না করলে তো আমরা হতভাগ্যেরা তার মূল্য দিতে শিখিনে! 'নাট্যমন্দির' তাঁকে যোগ্য বেতন দিতো না; শুনলেম ষ্টার থিয়েটারও শিল্পী চারুচন্দ্রের সঙ্গে নাকি প্রত্যেক নাটক পিছু খুচরা মজুরীতে বন্দোবস্ত করেছেন! এ শিল্পী তাঁদের বেতনভোগী কর্ম্মচারী নন। অন্য যে কোনও রঙ্গালয়ের দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার পরিকল্পনা ক'রে দেবার তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কলিকাতার অন্যান্য থিয়েটারের পক্ষে এটা খুব আশার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সুযোগ নেবার মত সুবুদ্ধি ও সাধ্য সকলের আছে কি?—

•

আগামী সংখ্যার নাচঘরে একটি নূতন ধরণের "চিত্র-প্রতিযোগিতা" থাকবে। এই প্রতিযোগিতায় যিনি কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন, তাঁকে পুরস্কার স্বরূপ কলিকাতার যে কোনও থিয়েটারে যে কোনও দিন ইচ্ছা বিনা মূল্যে অভিনয় দেখানো হবে।

রঙ্গ-রেণু

বিলাতের মিড্‌ল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক ও লয়েড্‌স্ ব্যাঙ্কের সৌখীন রঙ্গ-সঙ্ঘ স্বতন্ত্রভাবে "মিস্ হুক অব হল্যাণ্ড" নামক গীতিনাট্যের অভিনয় কোরেছেন। মিড-ল্যাণ্ড দলের প্রয়োগ-কর্ত্রী ছিলেন কুমারী এল্‌সি রেণ্ডেল।

•

বার্ম্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যসমিতি সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্র্যান্‌মার বিঙের (Cranmer Byng) স্যাল্‌মা নাটিকা অভিনয় কোরেছেন। স্যাল্‌মা হোলো তারুণ্যের জয়-ঘোষণা, তারুণ্যের প্রশংসা। মুরদের সময়কার প্রাচীন পর্ত্তু-গালের একটি ঘটনা নিয়ে বইটি লেখা। একদল ভ্রমণকারী ক্রীড়কদের কর্ত্তা ছিল আবুল ফাথ। সেই দলের প্রধানা রঙ্গিনী ছিল স্যাল্‌মা আর বংশীবাদক ছিল সামসুদ্দিন। এদের দুজনের ভিতর গভীর প্রণয় ছিল। কুক্ষণে সিন্ট্রা নামক স্থানের ওয়ালির নজরে পড়লো স্যাল্‌মা, আর সে তাকে তার হারেমে জোর কোরে নিয়ে গেল। আবুল ফাথ তাকে দু'বার উদ্ধার করবার চেষ্টা কোরেছিল প্রথমবার হারেমে অবস্থিত তার আগেকার একজন প্রণয়িনী তাকে চিনতে পারায় সে অকৃতকার্য্য হয়, আর দ্বিতীয়বার স্বয়ং সামসুদ্দিন তাকে উদ্ধার কোর্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে সুতরাং আবুল স'রে পালায়। সাম-সুদ্দিনকে ছেড়ে দিলে, সে তার হবে, স্যাল্‌মা ওয়ালির কাছে এই প্রতিজ্ঞা করলে, সামসুদ্দিন মুক্তি পায়। বহু বিদায় দৃশ্যের পর, সামসুদ্দিন সৈনিকের

কাজ নিয়ে যুদ্ধে রত হয়। পনেরো বছর পরে জয়ী হোয়ে সামসুদ্দিন সিণ্ট্রায় ফিরে আসে, ওয়ালিকে বধ করে ও স্তাল্‌মাকে দেখ্‌তে চায়। স্তাল্‌মা ভাবলে যে তার রূপকেই, তার যৌবনকেই বোধ হয় সামসুদ্দিন ভালোবেসেছিল, তাকে নয়। এখন যে সে বদ্‌লে গেছে। যাই হোক, পরীক্ষার্থ স্তাল্‌মা তার দুহিতাকে সামসুদ্দিনের কাছে পাঠিয়ে দিলে। মা ভ্রমে সামসুদ্দিন মেয়েকেই প্রণয় জ্ঞাপন কোর্‌লে। এতে ভগ্ন হৃদয় হোয়ে স্তাল্‌মা আত্মহত্যা কোরে তার জ্বালা জুড়োলো। সামসুদ্দিনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত এস্. এল্. ডি, এ্যাব্রেন (S, L, D'Abren) সুন্দর ও স্তাল্‌মার অভিনয়ে কুমারী ম্যাডেলিন্ ক্যারল সুন্দরতর অভিনয় কোরেছেন। বিশ্ব-বিত্যালয়ের একজন ছাত্রী ও একজন ছাত্রের পক্ষে এ খুব প্রশংসার বিষয়। আমাদের বিশ্ববিত্যালয়ের ছাত্রী ও ছাত্রেরা কবে একযোগে অভিনয় কর্‌বার সুমতি লাভ কোর্‌বে!

*

"প্রেমের নামে" (In the name of Love) শীর্ষক চলচ্ছবিতে শ্রীমতী গ্রেটা নিসেন, শ্রীযুক্ত রিকার্ডো কর্টেজ, শ্রীযুক্ত ওয়ালেস বিয়ারী ও শ্রীযুক্ত রেমণ্ড হাটন অভিনয় কোরেছেন। লর্ড লিটনের "লেডি অব লিয়েঁা" (Lady of Lyons) নামক জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের আখ্যানভাগ আধুনিকভাবে পরিবর্ত্তিত কোরে এই চিত্র নাট্যখানি তৈরী হোয়েছে।

*

"আইবুড়ো ক'নের দল" (Bachelor Brides) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত রড্ লারকের সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন শ্রীযুক্ত পল নিকলসান্।

*

শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস্ তাঁর নোতুন ছবি 'লাল কল' (The Red Mill) ঠিক কোরে তৈরী কর্‌বার জন্তে ভিয়েনা সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন কোর্‌ছেন।

রঙ্গ-কথা

চৈতন্যদেব পুরীতে অষ্টাদশ-বর্ষকাল অবস্থিতি করেছিলেন। চৈতন্যদেবের উপদেশ-ক্রমে রূপ গোস্বামী একবার পুরী অভিমুখে গমন করেন; পথে তাঁর সংস্কৃত ভাষায় নাটক লিখবার কথা মনে হয়; ইহারই ফল "ললিতমাধব" ও "বিদগ্ধমাধব"। সে সময় সমগ্র উৎকল দেশ চৈতন্যদেবের পবিত্র প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠে।

*

কসাকদের নৃত্যনৈপুণ্য অসাধারণ। সম্প্রতি লণ্ডনে কসাক সেনাদলের প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এই নৃত্য-নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদত্ত হয়েচে। কয়েকজন কসাক-সৈনিক অশ্বারোহণ করে' কাঠের একখানি বড় ফলক উচু করে' ধরে দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করেছিল। এই কাষ্ঠ-ফলকের উপর দাঁড়িয়ে দুইজন নিপুণ কসাক নৃত্য-বিদ্ তাদের নৃত্য-নৈপুণ্য দেখিয়েছিল। যে দণ্ডগুলির সাহায্যে কাঠফলকটি উঁচুতে ধরা ছিল সেগুলো অশ্বারোহীদের রেকাবের সঙ্গে দৃঢ় সন্নিবিষ্ট ছিল এবং অশ্বারোহীরা সেই দণ্ডগুলো বেশ করে ধরে রেখেছিল। অশ্বগুলি দ্রুতবেগে চলা সত্বেও কাষ্ঠ-ফলকটি হেলেদোলে-নি।

*

রোড্‌স্ দ্বীপের জনৈক কোটিপতি এমনি সঙ্গীত প্রিয় যে, প্রচুর অর্থব্যয়ে তিনি প্রভিডেন্স শহরে রজার উইলিয়াম পার্কে একটি সঙ্গীতাগার নির্ম্মাণ করে' দিয়েছেন। এই সঙ্গীতাগারটী আগাগোড়া মর্ম্মর প্রস্তরে নির্ম্মিত। উদ্যানের যে স্থানে এটী তৈরী, তার চারপাশে শ্যামল ক্ষেত্র। প্রয়োজন হ'লে ৫০ হাজার শ্রোতা তথায় একসঙ্গে বসে সঙ্গীত শ্রবণ কর্‌তে পারে। বাদক ও গায়কগণ সঙ্গীতাগারের সোপানে বসে সঙ্গীত আলাপ করে' শ্রোতৃগণকে পরিতৃপ্ত কর্‌তে পারে।

*

মিস্ মড ম্যাকার্থি ইংল্যাণ্ডের একজন খ্যাত নাম্নী গায়িকা। ইনি বেহালাতে অসাধারণ পারদর্শিনী। ইনি ভারতীয় সঙ্গীতকলায় বিশেষ অনুরাগিনী এবং এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার মতো কোনো পুরুষ বা মহিলা ইউরোপে নেই। ভারতীয় রাগরাগিণীর আলাপকালে মিস্ মড ভাবভঙ্গী সহকারে অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সঙ্গীতের অভিব্যক্তি করে থাকেন।

ডেভিড গ্যারিক ও শিশিরকুমার

ডেভিড্ গ্যারিক ইংরাজী রঙ্গালয়ের একজন শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ (actor)* ছিলেন। যদিও তিনি স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কোন নাটক লেখেন নাই তথাপি রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তিনি একটি শ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারেন, তাঁহার মঙ্গলকারী যুগান্তরকারী কার্য্য সাধনের জন্য। তিনি Dramaর অনেক উন্নতি সাধন করিয়া যান; কারণ নাটকের তিনটি সৃষ্টি, প্রথম

* রূপদক্ষ—রূপদক্ষ কথাটির অর্থ লইয়া বড়ই বাদানুবাদ চলিতেছে। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয়ের পরামর্শ অনুসারে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ রূপদক্ষ কথাটির অর্থ করিয়াছেন কিন্তু শিল্পী (artist)। পক্ষান্তরে আমার সুহৃদ-শ্রেষ্ঠ শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন রূপদক্ষ অর্থে অভিনেতা (actor) শেষোক্ত অর্থটী আমি সমীচীন বলিয়া বোধ করি। তাই আমি এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। (অবশ্য যে অভিনেতা রূপ ফুটাইতে পারেন তিনিই রূপদক্ষ। যাঁহাদের রূপের জ্ঞান নাই তাহাদের ও নামে অভিহিত করা যায় না)।— লেখক

স্রষ্টা নাট্যকারের হাতে, দ্বিতীয় রূপদক্ষের হাতে ; তৃতীয় সমালোচকের হাতে। এই তিনটি Stage পার হইতে পারিলে তবেই নাটক বাঁচিতে পারে। অনেক বছর ধরিয়া তিনি রঙ্গালয়কে উন্নীত করিবার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। দর্শকদের রুচি বদলাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে। Restoration Elizebathan, যুগের তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীদের নাট্য-রচনাগুলির উপর তিনি বিশেষ মনোযোগ দেন ; এবং সেক্সপীয়রের নাটক সমূহের অভিনব প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

ডেভিড গ্যারিককে প্রথমে অনেক প্রতিকূল ঘটনার সহিত যুঝতে হইয়াছিল। অনেক বাধা বিপত্তি তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে বা তাঁহাকে সঙ্কল্পভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আর একটী প্রধান কথা গ্যারিক ইংরাজী নাট্য-জগতে একটি নূতন অভিনয় ধারা আনয়ন করিয়া রঙ্গালয়ের শুদ্ধি সাধন করেন। বাঙলার রূপদক্ষ শিশিরকুমারকেও ঠিক এইরূপ শতশত বাধা অতিক্রম করিতে হইতেছে। নবযুগের প্রবর্ত্তন করিতে হইলে martyr এর মত প্রবর্ত্তককে অনেক লাঞ্ছনা অনেক অপমান অনেক কষ্ট পাইতে হয়। প্রাচীন যুগের ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করিতে গেলে চলিবে না, আপনার বলে পুরাতনের দুর্গকে নির্ভয়ে আক্রমণ করিতে হইবে। শিশিরকুমার যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি যে অতীত অভিনয় প্রথা ও অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যে মানুষ হইয়াছেন—(অবশ্য অভিনয়দক্ষ ও শিল্পী হিসাবে)—এমনই যুগে তাঁহার আবির্ভাব যে লোকে পুরাতনের সহস্র বাঁধ বাঁধিয়া বাঁধিয়া রঙ্গালয়কে নিরাপদ করিবার প্রচেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, তাহারা ক্রমোন্নতিশীল প্রবাহকে বিপজ্জনক মনে করিয়াছে। কিন্তু তৎসত্বে শিশিরকুমার প্রাচীনের আবেষ্টনীর ভিতর জড়ভাবে আপনাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। ইহাতেই তাঁহার প্রতিভার অসামান্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। গ্যারিক যেমন অতীতের জড় বাধা লঙ্ঘন করিয়া দেশের দর্শক-চিত্তকে নূতন বর্ত্তমানের পরম সার্থকতার দিকে বহন করিয়া যাইবার সারথিস্বরূপ হইয়াছিলেন, শিশিরকুমার সেইরূপ একজন অগ্রগণ্য মহারথী—এই সত্যটি আমাদের মনে সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া লাগিয়াছে।

যাহারা বর্ত্তমানকালের চূড়ায় দাঁড়াইয়া পিছন দিকেই ফিরিয়া থাকে, তাহারা কখনও অগ্রগামী হইতে পারে না। তাহাদের নিকট মানুষের পুরোবর্ত্তী হইবার পথ মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। অতীতের জিনিষে ভাল হউক—মন্দ হউক—নিবিষ্ট হইয়া থাকাই তাহাদের একান্ত আস্থা। তাহারা পথ-এগোনোকে মানিয়া লয় না। তাহাদের এক কথা অতীতের মধ্যেই অভিনয়-কলার যাহা যাহা দেখিবার বা উন্নতি সমস্ত ফসল ফলাইয়া শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, তাহাদের প্রাণের ক্রমোবিকাশ হয় নাই—তাহারা যুগের উন্নতির সহিত পা ফেলিয়া চলিতে পারে নাই—তাহাদের কাছে ভাবী বিকাশ বলিয়া কোন জিনিষ নাই—পুরাণোই তাহাদের একমাত্র সম্বল। নূতনকেই দমাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের একমাত্র আনন্দ। কিন্তু তাহা হয় না—নবীনের রুদ্র আলিঙ্গনে প্রাচীনের জীর্ণ বেশ ঝরিয়া পড়িয়া যায় ইহাই চিরন্তন। পুরাতন হইলেও—যাহাতে নবীনের মোহ আছে—যাহা নবীনকে প্রত্যাখ্যান করে না—তাহা কখনও মরিতে পারে না—বর্ত্তমান যুগে তো নবীন জীবন পাইবেই, ভাবীযুগেও তাহার মরণ নাই। তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে—কিন্তু তাহা লাঞ্ছিত হয় না—এইটাই সরল সত্য। নাট্য-জগতে পুরাতন যুগের দান—কষ্টিপাথরে ঘসিলে তাহার কত মূল্য—তাহা নির্দ্ধারণ করা কিঞ্চিৎ দুরূহ। অতএব এ সম্বন্ধে আপাততঃ কিছু বলিবার নাই। (পরে এ বিষয়ে আলোচনা করিব।)

গ্যারিক যখন নূতন অভিনয়-প্রণালী প্রচলন করিলেন—তখন পুরাতন "howling wise"রা চীৎকার করিতে ছাড়ে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সময় তাহা মানিয়া লইল—নূতন আপনার দাবী গ্রহণ করিল। শিশিরকুমার আমাদের দেশে যে নূতন learned এবং analytic actingএর প্রচলন করিয়াছেন তাহা নবযুগ মানিয়া লইয়াছে, কারণ তাহা তাহার প্রাণের সত্য জায়গাটিতে যাইয়া আঘাত করে। পুরাতনের ভ্রূকুটি চাহনি কিছুই করিতে পারে না বরং লাঞ্ছিত হইয়া ফিরিয়া যায়। সে-যুগে গ্যারিককে যেরূপ পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল—আপনার দুর্জ্জয় বলকে সেনাপতি করিয়া ;—আমাদের শিশিরকুমারও আজ তদনুরূপ সংগ্রামের মধ্যে একাকী সত্যের জোরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, ইহাই গৌরবের কথা। এখনকার বঙ্গের নাট্যযুগের নবীন প্রবর্ত্তক শিশিরকুমার। আমাদের এই নাট্যযুগকে বাঙলার গ্যারিকের যুগ বলা যাইতে পারে।

আজ রঙ্গক্ষেত্রে নবীনের বিদ্রোহ লইয়া আসিয়াছেন রূপদক্ষ শিশির-কুমার,—অতীতের বিধিনিষেধে অবরুদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে নিস্তব্ধ থাকিয়া বোধ করি তাঁহার মন অভিনয় কলার অতীত অনুশাসনকে কে শান্ত শিষ্ট হইয়া মানিয়া লইতে পারে নাই। গ্যারিকের আহ্বানে অনেকেই সাড়া দিয়াছিল, তাই বিলাতী রঙ্গমঞ্চ উন্নতির চরম সার্থকতার দিকে চলিয়াছিল। আজ নূতন করিয়া ভাল করিয়া আত্মপরীক্ষা দিবার জন্য শিশিরকুমার তরুণদের আহ্বান করেন। তাঁহার আহ্বান বিফল হয় নাই। সুরধুনীকে মর্ত্ত্যে বহাইবার জন্য যেমন ভগীরথের আবশ্যক হইয়াছিল নাট্যকলার স্রোতোধারাকে উজান বহাইবার জন্য অনেক শঙ্খ-বাদকের প্রয়োজন। ভগীরথের মত শিশিরকুমার শঙ্খ বাজাইয়া চলিবেন। অগ্রণী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিবে শঙ্খ-বাদকেরা। পিছনে ছুটিবে নাট্যকলার ভরাগঙ্গার দুকূল বহিয়া। আমাদের দেশে এখন শঙ্খ-বাদকের অভাব নাই। তাঁহার কথায় সাড়া দিয়া সেই সকল নবযুগের তরুণ প্রাণ কপট ছদ্মবেশধারী পুরাতন সমস্ত মিথ্যা অভিনয় জড়তাকে পরাস্ত করিতে যত্ন করিতেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা নাম করিতে পারি—নির্ম্মলেন্দু, অহীন্দ্র, নরেশচন্দ্র, রাধিকানন্দ, মনোরঞ্জন, তুলসীচরণ ও দুর্গাদাস প্রভৃতি।

সবচেয়ে বড় কথা শিশিরকুমারের আধুনিকতা। এই আধুনিকতার গৌরব সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি আপনার প্রতিভাবলে সকলের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, নাট্যকলার সম্মান রাখিয়া। তিনি অতীতের সহিত ভবিষ্যতের সহজ সম্বন্ধের বাধা মোচন করিয়া দিতেছেন নূতন সেতু নির্ম্মাণ করিয়া। ইহাতে যে নৈরাশ্যের আঘাত তিনি পাইতেছেন তাহার ইতিহাস এখনও ম্লান হইয়া যায় নাই। এই

কথাটাই আমরা জানি। তিনি তো মজুর নন। জনসাধারণের চাটুবৃত্তি করিবার জন্য তিনি সম্মানার্হ অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ রঙ্গালয়ে আপনাকে বিলাইয়া দেন নাই! তিনি সাধকের মত নাট্যকলার সাধনা করিতে ব্রতী। এইজন্য জনসাধারণ সকল সময়ে স্তুতিবাক্যের মজুরী দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করে না। শিশিরকুমার দুঃসহ আঘাত পাইয়া শেষ পর্য্যন্ত এই বেদনা বহন করিয়া যে জয়ী হইতেছেন ইহাই দেখিয়া আজ আমরা তাঁহার জয়কীর্ত্তন করিতেছি। শিশিরকুমার তাপস "(young prophet. young magician)"—তাঁহার এক তপস্যা নাট্যকলার উন্নতিসাধন। তাঁহার এই বড় তপস্যার দিকে তিনি বহু জন সাধারণের কাছে অভ্যর্থনা পান নাই। গ্যারিককেও ঠিক এই বেদনাই সহ্য করিতে হইয়াছিল বরং বেশী তো কম নহে। যাহারা বড় হন তাঁহারা না পাওয়ার গৌরবের দ্বারাই ভূষিত হইয়া থাকেন! তাঁহারা আপনার কার্য্য করিয়া চলিয়া যান Steam roller এর মত উচ্চ নীচ সমান করিয়া দিয়া দেবদত্ত শক্তি ও সম্মান তাঁহাদের অন্তরে অচঞ্চল বিদ্যুতের মত জাগিয়া থাকে—বাহিরের অগৌরব তাঁহাদের অন্তরের সম্মানকে খর্ব্ব করিতে পারে না অসম্মানকেই তাঁহাদের পুরস্কার। গ্যারিক এক যুগের সহিত অন্য যুগের সম্মিলনের সাধনা করিয়াছিলেন এই বিষয়েও শিশির-কুমারের নাম মনে পড়ে। যাঁহারা বড় হন—তাঁহাদের বড় আঘাতই পাইতে হয়; 'বড়দের বড় অপরাধ তাঁহাদের বড়ত্ব। তাই বড়র পক্ষে পূজার অর্ঘ্য ছোটদের আঘাত।'

ই উপলক্ষে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল প্রভৃতি গতযুগের শক্তিবাদকগণকে মনে পড়িতেছে। তাঁহারাও নবীনের বিদ্রোহ না আনিলে আজ হয়তো বাঙলা রঙ্গালয়ের এই প্রকার উন্নতি দেখিতাম না। গিরিশচন্দ্র নাট্যকলাকে তখনকার নানা মনোজ্ঞ অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন! (general influence on the stage) অমৃতলাল বাঙলা stageকে একটু রঙ্গ দিয়া হাসাইতে শিখাইয়াছেন মাত্র – (influence on the stage only by wit) কিন্তু গত যুগে বাঙলা রঙ্গালয় যতটুকু প্রাণ পাইয়াছিল—তাহা বেশীর ভাগ অর্দ্ধেন্দুশেখরের সোনার কাটির পরশে। তথাপি তাহারা ইহাকে (stage) ঠিকমত জাত দিতে পারেন নাই। এইখানেই তাঁদের বিফলতা—তাঁহারা ইহাকে মুক্ত প্রাণ দিতে পারেন নাই। শিশিরকুমার তাহার পুনরায় অভিনব প্রাণের সঞ্চারে নবীন সহজ লীলায়িত গতি দিয়া—তাহাকে জাতে তুলিয়াছেন। আজ তাই আশা হয়—বাঙলার রঙ্গপীঠ—জগতের শ্রেষ্ঠ রঙ্গপীঠের পার্শ্বে সগৌরবে দাঁড়াইতে পারিবে।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় ডেভিড গ্যারিক ও রূপদক্ষ শিশিরকুমার—উভয়ের ভাব ও রসস্ফূর্ত্তি বিষয়ে যে সৌসাদৃশ্য আছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-সংবাদ

বাঙ্গালী—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।
প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ! ২৪ নং চোরবাগান ২য় লেন, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।
এখানি সামাজিক নাটক। এখন মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে।

হিন্দু—সম্পাদক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
এখানি সাপ্তাহিক পত্র—নগদ মূল্য দুই পয়সা। 'হিন্দু' হিন্দুর পত্র—হিন্দু-রক্ষাই এর মূলমন্ত্র।

২২, শুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৩রা আষাঢ় ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

এবারে "নটরাজের বৈঠক" আজো লাগল। যিনি লিখেছেন, তিনি লিখতে জানেন। তাঁর কথাগুলিও যুক্তিপূর্ণ। তাঁর অধিকাংশ মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল আছে।

*

লেখাটি প'ড়ে দু'এক জায়গায় আমাদের মনে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে, এখানে তা উল্লেখ করতে চাই। পাস্ করেন-নি ব'লে বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের অবশ্যই অশিক্ষিতা বলা চলে না। কিন্তু তাঁরা নাটক-নভেলের পাতা উল্টাতে পারেন ব'লে তাঁদের সুশিক্ষিতা বলাই চল্‌বে কি?

*

লাইট্ অফ্ এশিয়া চিত্রে—দেবদত্তের ভূমিকায় শ্রীপ্রফুল্ল রায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী যে উচ্চ শিক্ষার মাপকাটি নয়, আমরা তা জানি এবং মানি। সুতরাং ডিগ্রীর কথা বাদ দিয়েই আমরা বলতে পারি যে, সাধারণ উচ্চশিক্ষা শুধু নট-নটী নয়, যে-কোন কলাবিদের পক্ষেই অত্যন্ত আবশ্যক।

*

কারণ উচ্চশিক্ষা কোন বিশেষ আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেয় না বটে, কিন্তু সকল শ্রেষ্ঠ আর্টের জন্মক্ষেত্র যে মস্তিষ্ক, সেই মস্তিষ্কের শক্তিকে ক'রে তোলে উন্নত, শাণিত ও মার্জ্জিত। যে-কোন বিভাগে মানুষ স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা পায় কার দৌলতে? উচ্চশিক্ষার!

*

এবং এমনধারা উচ্চশিক্ষা যে (কলেজে না পড়েও) বাংলাদেশের কোন কোন অভিনেত্রীর নেই, তাও আমরা বলতে চাইনা। তবে এ-দেশের অধিকাংশ অভিনেত্রীই এমন গৌরবের দাবি করতে পারেন না। তাঁরা নিরক্ষরা নন—কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত! তাঁরা শিক্ষিতাও নন।

*

শিক্ষিতা নন ব'লেই অধিকাংশ সুবিখ্যাত বাঙালী অভিনেত্রী স্বাধীনভাবে ভূমিকার ধ্যান-ধারণা করতে পারেন না। রূপদক্ষ শিক্ষকের অভাবে তাঁদের অবস্থা যে কতটা করুণ ও অসহায় হয়, এ আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি এবং এ কথা যিনি অস্বীকার করবেন, তিনি সত্যকেও অস্বীকার করবেন।

*

"কেবল মাত্র মুখস্থ করে তাই" আউড়ে যে অভিনেত্রী হওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত আছে এদেশে অগুন্তি। জীবিতদের কথা বলতে ইচ্ছা করি না, তবে একজনের কথা বলতে পারি, তিনি স্বর্গীয়া তিনকড়ি। পর-জীবনে তিনি কতটা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তা আমরা জানিনা। কিন্তু প্রথম জীবনে তিনকড়ির রূপদক্ষতার খ্যাতি যখন দর্শকদের মুখে মুখে ফিরত, তখন তিনি নিরক্ষরা।

*

তিনকড়ির অভিনয়ের ভিতরে কেবলমাত্র তাঁর গুরুর শক্তিই আত্মপ্রকাশ করত। এখনকারও অধিকাংশ অভিনেত্রী সম্বন্ধে তা ছাড়া আর কিছু বলবার উপায় নেই। এটা দুঃখের কথা, কিন্তু সত্য। তাঁরা যখন শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের হাতে পড়েন, তখন ভালো অভিনয় করেন কিন্তু নিকৃষ্ট শিক্ষকের হাতে পড়লে তাঁদের সামনে ব'সে যে দু'টি ইন্দ্রিয়ের সাহায্য মোটেই আবশ্যক হয় না, তা হচ্ছে চক্ষু ও কর্ণ।

*

প্রতিকার হয়, দোষকে প্রচ্ছন্ন রেখে নয়, প্রকাশ ক'রে। আমরা মঙ্গল

চাই ব'লেই অভিনেত্রীদের সম্বন্ধে এত কথা বললুম। তাঁদের কলেজে ভর্ত্তি করতে কেউ বলে না, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সাধারণ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তবেই তাঁদের ভিতরে শক্তি ও প্রতিভার স্বাধীন প্রকাশ হবে সুলভ। আপাততঃ, এমন একটি কাজের কথা তোলার জন্যে "নটরাজে"র লেখককে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ সাঙ্গ করলুম।

*

"নটরাজে"র উজ্জ্বল অংশের কথা বল্লুম, তার পরেই দেখুন, 'চেরাগের তলায় অন্ধকার!' প্রথমেই ন্যাকামির নমুনা নিন :—"গগনেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে উপস্থিত থেকে দৃশ্যপট সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছেন, দিনেন্দ্রনাথ বাইরে থেকেও ষ্টারের জন্য গানের সুর তৈরি ক'রে দিচ্ছেন, অবনীন্দ্রনাথেরও টান ধরেছে।

এ সব কি!"

*

আমরা বলতে পারি, এ-সব কি? এ-সব এই কথাই সপ্রমাণ করছে যে, আর্টের ক্ষেত্রে ঠাকুর-গোষ্ঠি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন না। কারণ ষ্টার যাঁদের নিজের ব'লে দাবি করছেন, সেই অবনীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথ "নাট্যমন্দিরে"ও উপস্থিত থেকে শিশিরকুমারকে নানা বিষয়ে সাহায্য দান করছেন।

*

"নটরাজ" নাকি শুনেছেন, "রবীন্দ্রনাথের সকল বইয়ের উপর ষ্টার থিয়েটার তাদের দাবি বসিয়ে রেখেছেন।" কিন্তু "নাট্যমন্দিরে"র "বিসর্জ্জনে"র বেলায় তাঁদের দাবি গ্রাহ্য হয়-নি কেন? ও নাটকখানি কি "রবীন্দ্রনাথের বইয়ের" ভিতরে গণ্য নয়?

*

"চৈতন্যমঙ্গলে" যে "রঙের ঢামালি"র কথা আছে, এবারে তারই নিদর্শন গ্রহণ করুন; আমরা বলেছিলুম নাটক সম্বন্ধে কোন লোকের জ্ঞান থাকলেই অভিনয় ও অভিনেতা সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার তাঁর না থাকতেও পারে। এই কথার জবাবে "নটরাজ" ককিয়ে বলেছেন,—"ও সম্বন্ধে একচেটে অধিকার বুঝি থাকে কেবল কেরাণীদের আর সম্পাদকদের?"—

*

আমাদের ধারণা ছিল বোঝে, কারণ কোনও এক ভূতপূর্ব্ব কেরাণীকে আমরা কলকতার একটি শ্রেষ্ঠ থিয়েটার চালাতে দেখেছিলেম। অতি দৈন্য ও দুরবস্থায় কেরাণীগিরি কর্‌তে করতে তিনি তাকে যেমন চালিয়েছিলেন, তার সৌভাগ্য সম্পদ ও প্রাচুর্য্যের দিনেও তিনি তাকে তেমনিই শৃঙ্খলে হয় ত' চালাতে পারতেন যদি না কেরাণীগিরি ছাড়তেন।

*

"বঙ্গ-রঙ্গালয়" শিল্পী চারুচন্দ্রের সম্বন্ধে কয়েকটি বড় বড় আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে পয়লা নম্বরের আবিষ্কার হচ্ছে এই—'নাচঘর' নাকি চারুচন্দ্রকে ঠেলে তোলবার চেষ্টা করেছেন! এ-বিষয়ে আমরা আর কিছু বলব না। কারণ চারুচন্দ্রের পক্ষে মস্ত একটা সান্ত্বনার কথা এই যে, "নাচঘর" জন্মাবার অনেক বৎসর আগে থেকেই বাংলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত চিত্রকর ব'লে সকলের কাছেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন। নাবালক "বঙ্গ-রঙ্গালয়" যে সে কথা জানে না, তাতে অবাক হবার কারণ নেই, এবং শিশুর বাচালতা মার্জ্জনীয়।

*

দ্বিতীয় আবিষ্কার :—'সীতা'র শিল্প-সৌন্দর্য্যের জন্যে দায়ী নাকি অধ্যাপক সুনীতিকুমার ও রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়! সুনীতিবাবু ও রাখালবাবু নিজেরাই বোধ হয় এই আবিষ্কার-কাহিনী শ্রবণ করলে বিস্ময়ে "অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' ব'লে মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়বেন?

*

শ্রবণ করতে পারতুম। কিন্তু কচি খোকার ধাষ্টামি ও জ্যাঠামি আর কতক্ষণ ভালো লাগতে পারে? ষ্টারের প্রেক্ষা-গৃহে চারুচন্দ্র যে আলঙ্কারিক হংসকে এনে বসিয়ে দিয়েছেন, 'বঙ্গ-রঙ্গালয়' তাকে "চারু-মার্কা হাঁস" (এ কথাটিও তাঁর মাসতুতো ভাই 'রঙ্গদর্শনে'র কাছ থেকে চুরি করা) ব'লে ঠাট্টা করেছেন, কারণ তার অস্বাভাবিকতা।

*

পৃথিবীর সব দেশের ললিত-কলাতেই শিল্পী যা অলঙ্কার রূপে ব্যবহার করেন, তার মধ্যে স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতার কথা উঠতেই পারে না। আর যাকে তুমি "চারু মার্কা হাঁস" ব'লে, ভাবছ মস্ত একটা ঠাট্টা করা হ'ল, তা চারুচন্দ্রের নিজের পরিকল্পনাও নয়। তাঞ্জোর ও সিংহলের ভারতীয় রেখাচিত্রে তার অনেক হুবহু আদর্শ এখনো বিদ্যমান আছে। কুমারস্বামীর Arts and Crafts of India and Ceylon নামে বিখ্যাত কেতাবখানার পাতা উল্টে দেখো, আমাদের কথার নজির পাবে।

*

"বঙ্গ-রঙ্গালয়ে"র বুলি কপচানির পরেও আমরা বলতে চাই, "ড্রেস-রিহার্স্যাল" বলতে যা বুঝায়, আমাদের রঙ্গালয়গুলিতে তার অনুষ্ঠান হয় না। কালে-ভদ্রে কোথাও কোথাও হয়তো তার অনিয়মিত অনুষ্ঠান হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এখনো রীতি হয়ে দাঁড়ায়-নি।

*

"বঙ্গ-রঙ্গালয়"কে আমরা রঙ্গালয়-বিশেষের বিজ্ঞাপন-পত্র ব'লে আগেই প্রমাণিত করেছি। কিন্তু এমন হাটের মাঝে মুখোস খুলে দেওয়াতে "বঙ্গ-রঙ্গালয়" মোটেই খুসি হ'তে পারেন-নি এবং তাই নিয়ে আবোল-তাবোল যা খুসি তাই প্রলাপ বকেছেন, কারণ "বচনে কো দরিদ্রঃ!" অত বেশী প্রলাপের উত্তর দেবার মত ধৈর্য্য আমাদের নেই। তবে আর এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, কেবল আমরাই নই, "আত্মশক্তি" ও "বিজলী" প্রভৃতি যে সব কাগজ আমাদের মতো কোন সম্প্রদায়-বিশেষের মুখপত্র নন, তাঁরাও প্রথম দর্শনেই ধ'রে ফেলেছেন, কোন্ "নব-গৃহে"র মধ্যে "বঙ্গ-রঙ্গালয়" প্রথম ট্যাঁ ক'রে উঠেছে!

*

এ হপ্তায় রঙ্গালয়ের উল্লেখযোগ্য নতুন গুজব বিশেষ কিছু শুনতে পাই-নি। যাঁরা নিত্য নব গুজব সরবরাহ করেন, আমাদের উপরে তাঁরা এতটা নিষ্ঠুর কেন? বিনি গুজবে বাজার যে মাটি হবার যোগাড়!

*

তবে একটা পুরাতন গুজব আছে—যদিও কথাটা কারুকে বিশ্বাসও করতে বলি না। "নাট্যমন্দির" নাকি আসছে হপ্তায় দরজায় খিল খুলবেন! তাহ'লে আমরাও বাঁচি যে, আর তো তাগিদ সয় না!

*

এও শুনছি, "নাট্যমন্দিরে"র প্রথম পুনরভিনয় হবে "সীতা" নাটকের এবং দ্বিতীয় রাত্রে দেখা দেবেন রবীন্দ্রনাথের "রাজর্ষি।" 'সীতা' অগ্রবর্ত্তিনী হবেন কি পরমস্ত ব'লে? তা'হলে এম-এ ডিগ্রীও শিশিরকুমারকে থিয়েটারি কু-সংস্কার থেকে মুক্ত রাখতে পারে-নি!

*

মিনার্ভা, মিত্র, ষ্টার? তাঁরাও কি আসছে হপ্তার ভিতরে তৈরি হয়ে উঠতে পারবেন? তা যদি পারেন, তবে বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে নাট্য-জগৎ আবার চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠবার সম্ভাবনা আছে!

নোমোহন রঙ্গালয় আবার ঢেলে সাজা হচ্ছে। সেখানে আস্তানা গাড়বেন কে, এখনো কেউ তা জানে না। কখনো শুনছি মিত্র-থিয়েটার সেখানে যাবেন, কখনো শুনছি পাঁড়েজী আবার সেখানে তাঁর পুরানো ব্যবসায় অবলম্বন করবেন—এমনি কত কথা! কিন্তু সবই গুজব,—সময় কাটাবার উপায় মাত্র! আমরা বলে খালাস!

*

আর্ট থিয়েটার একসঙ্গে তিনখানি নাটোর মহলা সুরু করেছেন। রবীন্দ্র নাথের "শোধ-বোধ" ও "মায়ার খেলা"; এবং সৌরীন্দ্রমোহনের "লাখটাকা"। সুরের যাদুকর শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতায় এসেছেন, তিনিই "শোধ-বোধ" ও "মায়ার খেলা"র গানগুলি শেখাচ্ছেন। তার উপর শুনচি "লাখটাকার" কয়েকটি 'সোলো'-গানেও নাকি তিনি সুর সংযোগ করছেন। আর্ট থিয়েটারের তৎপরতা সকল সম্প্রদায়ের অনুকরণীয়। "লাখটাকার" ভূমিকা বিতরণে একটু অদল বদল হয়েছে। নায়ক কঙ্কারাম চক্রবর্ত্তী সাজবেন সিরিয়ো-কমিকে অসাধারণ শক্তিশালী শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। নায়িকা চঞ্চলা সাজবেন শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী। চঞ্চলার চরিত্রটি হাস্যরসে সমুজ্জ্বল,—লঘু কৌতুকোচ্ছ্বাসে ভরপুর—এরূপ ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী বোধহয় এই প্রথম নামছেন। তাঁর শক্তি অপূর্ব্ব—আমাদের আশা আছে, এ ভূমিকায় খুবই তিনি প্রতিভার পরিচয় দেবেন। ভুজঙ্গিনী পতিপাগলিনী বিরহিনী—romanticism এর Parodyর চূড়ান্ত ছবি। এই চরিত্রের ভূমিকাটি কঠিন—এ ভূমিকা নিচ্ছেন শ্রীমতী নীহারবালা। হাবে-ভাবে ও গানে শ্রীমতী নীহারবালা যে এ চরিত্রটিকে সরস জীবন্ত করে তুলবেন, এ কথা অসঙ্কোচে বলতে পারি। জমাদার্ণী বী সাজছেন শ্রীমতী নন্দরাণী (চিরকুমার-সভার জগৎতারিণী); খোক্কা মাসী সাজছেন শ্রীমতী রাণীসুন্দরী। কঙ্কারামের মাসতুত ভাই লকাচন্দ্রর ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রবাবু ভৃত্য বেয়াক্কেলের ভূমিকায় সেই বিস্কুট-খাওয়া ভুলুবাবু, এটর্ণি রক্তবীজের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ননীলাল মল্লিক—তা ছাড়া সৌরীন্দ্রমোহনের রচনার সরসতা, অনাবিল হাস্য-কৌতুক—কাজেই "লাখ টাকা" যে লক্ষটাকা দামের আনন্দ-কৌতুক পরিবেষণ করবে, এ আশা আমরা অনায়াসেই করতে পারি।

*

আমরা গত সপ্তাহে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "চিরকুমার সভা," "শিরী-ফর্‌হাদ," "আলিবাবা" ও "শ্রীকৃষ্ণের" অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য লাভ কোরেছি। 'চিরকুমার' সভার জনপ্রিয়তা এখনো অক্ষুণ্ণ আছে দেখে আমরা খুসী হোলুম! 'শিরী ফরহাদে' দু'জনের অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছিল 'শাম্‌জাদের' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের ও পরীর ভূমিকায় শ্রীমতী ফিরোজার। শ্রীমতী নীহারবালার ভূমিকালিপিতে কথা ছিলনা বোল্লেই হয়। দুর্গাবাবু ফর্‌হাদের ভূমিকায় যথাসাধ্য সুন্দর অভিনয় কর্‌বার প্রচেষ্টা কোরেছিলেন।

*

'আলিবাবা'তে তিনটি ভূমিকালিপির প্রশংসা কোর্‌তে হয়। শ্রীযুক্ত ভূপেনবাবুর আবদাল্লা, শ্রীমতী নলিনীর ফতিমা ও শ্রীমতী নীহারবালার মর্জিনা। শ্রীমতী নীহারবালা শুধু সু-অভিনেত্রী ও সু-গায়িকা নন, তিনি সুনর্ত্তকীও বটেন। "শ্রীকৃষ্ণ" সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্তব্যের পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। তবে সন্তোষ বাবুর অশ্বত্থামার ভূমিকার অভিনয় আদৌ-ভালো হয়-নি।

রঙ্গ-রেণু

চলচ্চিত্র দর্শকদের ক'জন খেয়াল রাখেন যে পর্দ্দার উপর যাদের দেখা যায়, তাঁরা ছাড়া আরও বহুজনের উপর প্রত্যেক চিত্রের সৌন্দর্য্য ও সিদ্ধি নির্ভর করে। অনুসন্ধান বিভাগের যিনি প্রধান, তিনি কত তত্ত্বের মালিক আর কত সমস্যার সমাধান তাঁকে করতে হয় তার বিবরণ বিস্ময়কর। এ্যালজিরিয়ার কোনো ছবি তোল্‌বার সময় তাঁকে হয়তো বলে দিতে হবে সেখানকার কৃষকরমণীরা জুতো পরে কিনা বা কি রকম জুতো পরে কিম্বা জানাতে হবে সিদি-বেল আব্বেশের যে সব দোকান জিনিস বন্ধক রেখে টাকা দেয় সে সব দোকান দেখতে কেমন। জর্জ্জ ওয়াশিংটনের প্রথম বাস গৃহের ছাদ কি রকম ছিল তাও তাঁকে বোল্‌তে হোতে পারে। দেশকাল পাত্র সম্বন্ধে সব খুঁটিনাটির সন্ধানই তাঁকে দিতে হয় আর তাঁরই উপর সে সবের নিভুল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে।

*

শ্রীযুক্ত ডিমিল ভল্‌গার নাবিকরা (Volga boatmen) নামক একখানি নোতুন ছবি তৈরী কোর্‌ছেন। শ্রীযুক্ত কন্‌রাড বার্কোভিকি (Conrad Bercovici,) এর আখ্যানভাগ লিখেছেন আর শ্রীমতী ইলিনর ফেয়ার এতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন।

*

শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের "এসিয়ার আলো" (The Light of Asia) নামক ছবি এখানে দেখানো হোয়েছে। ভারতবর্ষীয়দের দ্বারা অভিনীত অন্যান্য ছবির চেয়ে উৎকৃষ্টতর হোলেও

এর অভিনয়ের দিক্‌টা তেমন ভালো হয়-নি। তবে প্রসাধন ও সজ্জার দিক্‌টা শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের নৈপুণ্যে সুন্দর ও পরিপাটি হোয়েছে।

•

অর্থের মোহে যে অভিভাবক তাঁর কন্যার সঙ্গে এমন কোনো ব্যক্তির বিবাহ দিতে চান, যার প্রতি তার অনুরাগ নেই, আর বিবাহের ঠিক পূর্ব্বে

প্রতিযোগীতার ছবি

ভাবের অভিব্যক্তি, ইনি কে? পুরস্কার সম্বন্ধে গত সংখ্যার নাচঘর দেখুন।

সেই দুর্ভাগা কন্যা এমন মানুষকে দেখে ও ভালোবাসে যে তার মনের অনুরূপ, তবে সে তার সমস্ত জীবন ও প্রেমকে ব্যর্থ কোরে চিরদিন অহঙ্কার ও অর্থের পদে বিক্রীত থাকবে কিনা? (The Price she paid) "যে দাম তাকে দিতে হোয়েছিল" নামক ছবিতে এই প্রশ্নের সমাধান করা হোয়েছে। শ্রীমতী এ্যাল্‌মা রুবেন্স ও শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্ক মেয়ো এই চলচ্ছবিতে যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন—স্থানীয় গ্লোব রঙ্গমঞ্চে এটি প্রদর্শিত হোচ্ছে।

•

প্যারি শহরের ললিত-কলা-সমিতির বাসন্তী প্রদর্শনীতে শ্রীমান টোনি রিকুর চিত্র প্রদর্শিত হোয়েছে। প্রদর্শকদের ভিতর শ্রীমানের চেয়ে কম বয়সী আর কেউ নেই। টোনি রিকুর বয়ঃক্রম মাত্র তেরো বছর।

•

সুবিখ্যাতা ফরাসী অভিনেত্রী শ্রীমতী সেশিলি সোরেলের সঙ্গে মার্শাইলে কাউন্ট গিলমে ডে সেগুরের বিবাহ হোয়েছে। এই নিয়ে ফরাসী দেশের সৌখীন মহলে খুব আলোচনা চোল্‌ছে।

•

'বিস্মৃতা বালাগণ' (Girls men forget) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীমতী প্যাট্‌সি রুথ মিলারের সঙ্গে শ্রীযুক্ত জনি ওয়াকার, এ্যালান হেল্‌, শ্যানন্ ডে, ফ্র্যান্সেস্ রেমণ্ড ও উইল্‌ফ্রেড লুকাস্ প্রভৃতি অভিনয় কোরেছেন। শ্রীযুক্ত মরিস্ ক্যাম্‌বেল এর প্রযোজক।

•

শ্রীমতী নর্ম্মা টাল্‌মাজ ও শ্রীযুক্ত ইউজেন ওব্রায়েনের দ্বারা অভিনীত "গ্রষ্টার্ক" (Graustark) নামক চলচ্ছবির বিষয় আমরা আগেই লিখেছি। অচিরেই এই চিত্রখানি কলিকাতা শহরে প্রদর্শিত হবে।

'লাইট্‌ অফ এসিয়া'

গেল শনিবার Madan Theatreএ এই ছবিখানি দেখে এসেছি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পাল কর্ত্তৃক ৭ খণ্ডে রচিত 'লাইট অফ্‌ এসিয়া' ভারতীয় Great Eastern Corporation এবং জার্ম্মাণীর Emelka Concern কর্ত্তৃক গৃহীত হয়েছে। ছবির মুখ পত্রে Franz Ostenএর নাম Director রূপে শোভা পেয়েছে। জার্ম্মাণবাসী Director এর নির্দ্দেশানুসারে ভারতীয় ছবি যতদূর ভাল হওয়া সম্ভব, হয়েছে। তবে দোষ গুণ বিচার কর্‌বার আগে কয়েকটি কথা আছে তা বল্লে বোধ হয় অপ্রিয় হবেনা। Light of Asia তোলবার সূচনা থেকে শেষ পর্য্যন্ত শুনে এসেছি রূপদক্ষ শ্রীযুক্ত চারু রায় মহাশয় এঁদের সাহায্য করেছেন কিন্তু তাঁর নাম কোথাও দেখলুম না কেন? যিনি এ ছবিতে গৌতমের ভূমিকা নিয়েছেন তিনি Statesman পত্রের প্রতিনিধির নিকট এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—ভারতীয় ছবি সম্বন্ধে। তারই সার মর্ম্ম ২রা জুন উক্ত কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। হিমাংশু রাই (গৌতম) মহাশয় এক যায়গায় বলেছেন "We studied film technique in Europe three months and then went back to India, not to imitate it but to treat it according to our traditions..."এ উক্তির সঙ্গে তাঁদের ছবির মিল খুবই কম। কেননা ছবিখানি না-বিলাতি, না-দেশী, মাঝামাঝি গোছ হয়ে পড়েছে, তার মূল কারণ বোধ হয় এঁদের প্রতীচ্যের শিক্ষার ফল। তবে এঁদের ভেতর যাঁরা বিলেত যান্‌-নি তাঁরা প্রতীচ্যের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। রাই মহাশয় বলেছেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের হাব ভাব, চলা ফেরা, সম্পূর্ণ বিপরীত, যেহেতু আমরা আনন্দে বা দুঃখে তাঁদের মত হাত, পা ছুড়ি না। মুখে অভিনয়ে তা প্রকাশ করি। তাঁর এ উক্তি খুবই সত্য তা বলে Dumb expression এর অর্থ আর অভিনয় এটা মেনে নিতে প্রস্তুত নই। গৌতমের অভিনয় খুবই Monotonous এবং স্থানে স্থানে আড়ষ্ট। Stage fitting appearance থাকা সত্বেও রাই মহাশয় তাঁর অভিনয় হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারেন-নি। এ ছবিখানি দেখতে দেখতে বহুকাল পূর্ব্বের শিশিরবাবুর "মোহিনী" চিত্রে রাজা রুক্মাঙ্গদ এর অভিনয় এবং Soul of a Slave ছবিতে অহীন্দ্রবাবুর ধর্ম্মপালের ভূমিকার কথা স্মরণ হচ্ছিল। গৌতম চরিত্রের expression এর সঙ্গে উপরোক্ত দুইটি ভূমিকার সাদৃশ্য আছে এবং অভিনয়ের দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে শিশিরবাবু এবং অহিনবাবুর অভিনয় যে কতখানি নিখুঁত ও উচ্চাঙ্গের যাঁরা একয়টি ছবি দেখেছেন

তাঁরাই বুঝতে পারবেন। বলা বাহুল্য শিশিরবাবু কি অহিনবাবু কেহই film technique শিক্ষা করতে Europe যান-নি।

Producerরা জয়পুরের মহারাজার হাতী ঘোড়া, মণিমুক্তার বহর দেখিয়েছেন কি বুদ্ধের মহান চরিত্র চিত্রিত করেছেন বোঝা মুস্কিল। কারণ শব্দ হস্তীর মাত্রা কিছু কমিয়ে দিয়ে যদি ভগবান বুদ্ধের ধর্ম প্রচার কাহিনী আরও বেশীকরে বর্ণিত হ'ত তবেই বোধ হয় 'লাইট অফ্ এসিয়া' নাম সার্থক হতো।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমারের দেবদত্ত একেবারে অচল। তাঁর বীরত্ব প্রকাশ করবার সময় ঘন ঘন নিশ্বাসত্যাগ অতি বিশ্রী দেখাচ্ছিল। Dignity and restraint মোটেই বজায় ছিল না।

শ্রীযুক্ত সারদা উকীলের শুদ্ধোধন রাজার অভিনয় চলনসই।

গোপার ভূমিকায় কিশোরী অভিনেত্রী শ্রীমতী সীতাদেবী তাঁর বয়সানুযায়ী যথেষ্ট ক্ষমতা দেখিয়েছেন। শিক্ষার অভাবেই বোধ হয় স্থানে স্থানে Seriousness এর অভাব লক্ষিত হচ্ছিল। তবে শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অতুলনীয়। এমন মর্ম্মস্পর্শী অভিনয় সচরাচর বিরল।

এঁরা makeup এর দিকে বেশী লক্ষ্য করেন-নি। সম্ভবতঃ এর উদ্দেশ্য তাঁরা Hollywood এর নকল করবেন না। কারণ তাঁরা American ছবির পক্ষপাতী নন" কিন্তু Painting না করার ফলে Artistic দের এত Dark দেখাচ্ছিল যাতে ছবিরও অনেকটা সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়েছে। Asia বাসীরা যে ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল তার কোনও নজির নেই।

যদিও Producerরা স্বীকার কর্বেন না, তথাপিও সত্যের খাতিরে বলতে হয় যে প্রতীচ্যের অঙ্গ ভঙ্গী এদের অভিনয়ে যথেষ্ট বর্ত্তমান। যেমন হাত তুলে সম্মান প্রদর্শন করা ইত্যাদি দেশী কায়দার বাইরে।

Photography ভাল হয়-নি। Ground floor এর পেছনের আসনের দুই "রো" সামনে বোসেও ছবির অনেক experissionই দেখা যাচ্ছিল না। কারণ এরা Arclit এর বদলে Sunlit sceneryর সাহায্য নিয়েছেন।

Foreign Country তে নাকি এ ছবি খুবই প্রশংসিত হয়েছে তার কারণ Gorgeous setting এবং lavish Jewelleries যা তাঁরা জয়পুরের মহারাজার নিকট পেয়েছেন। এমন ধারা জিনিষ এতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, যা, যে কোনও বিদেশীর নিকট appeal করবে কারণ অনেকে হয়ত এসব Collection জীবনেও দেখেন-নি কিন্তু তা বোলে Dramatic effect এর দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে এর চেয়ে অনেক ভাল ছবি এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে Produced হয়েছে এবং ভারতীয় দর্শকরাও দেখেছেন।

একটা কথা এখানে উল্লেখ না করে পাচ্ছি না। এ যাবৎ যতগুলি film Indiaতে releared হয়েছে তার কোনটাই এখানে না দেখিয়ে যায়-নি, কিন্তু "Light of Asia" একেবারে Mussourie Studio থেকে সাগরে পাড়ি দিল কেন কেউ বলতে পারেন? ভারতীয় ছবি ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে সে বিচারের ভার ভারতবাসীদেরই প্রথম দিলে ভাল হতো বোধ হয়।

Arnold এর লাইট অফ্ এসিয়া, অধুনা লুপ্ত Theatre Royal এর Mr. Bose, Bar-at law, বহুকাল পূর্ব্বে নতুন ভাবে গড়ে দেখিয়েছিলেন। তারপর আবার এই "লাইট অফ এসিয়া" ফিল্ম আকারে দেখানো হোলো। ভগবান বুদ্ধের মহান চরিত্রে দর্শকদের চোখে জল আনবার অনেক element আছে, এবং তা যাঁরা বোস্ মহাশয়ের বুদ্ধ দেখেছেন তাঁরাই প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু বর্ত্তমান Light of Asiaতে তা আমরা পাই-নি। যাক্ বাঙ্গালীর উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

শ্রীননী সেন।

শান্তং সুন্দরং

কবির কথার প্রতিধ্বনি দিয়া আমি বলিতে চাই না—শান্তই সুন্দর, সুন্দরই শান্ত। আমি শুধু বলিব যে, সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা যাহা তাহার মধ্যে অনিবার্য্য উপাদানরূপে রহিয়াছে একটি নিবিড় শান্তি। বিশেষতঃ, আমার বক্তব্য শিল্প সৃষ্টি লইয়া—শিল্পের সৌন্দর্য্য-প্রকাশ যে রকমেরই হউক না কেন, তাহার নিভৃত বনিয়াদ সর্ব্বদাই একটা মহাশান্তি। শিল্পের বাহিরের রূপায়ন যত বহুধা বিচিত্রই হউক, তাহাদের সকলের অন্তরের প্রতিষ্ঠা হইতেছে শান্ত রসায়ন।' শৃঙ্গারকে রসের আদি বলা হয়, কিন্তু তাহা বস্তু-হিসাবে, যে হিসাবে স্থূল শরীর হইতেছে মানব আধারের আদি আয়তন। ভাবের হিসাবে অন্তরাত্মার দিক দিয়া, আদি বা প্রথম হইতেছে শান্ত রস।

শান্ত রসই মূল রাগ। অন্যান্য রস তাহাকে ধরিয়া, তাহার উপর নানা রাগিণীর বিচিত্র লীলা খেলাইয়া তুলিয়াছে।

প্রাচীনের সকল শিল্প-সৃষ্টির মধ্যে তাই দেখি কি একটা গভীর শান্তি নিহিত। প্রাচীন শিল্পীরা রচনা করিতে বসিয়াছিলেন অন্তরে এই অল শান্তি লইয়া—তাঁহাদের কাজে কোথাও ত্বরার লেশমাত্র নাই।

তাই দেখি, তাঁহারা যখন কিছু গড়িতে বসিয়াছেন তখন তাঁহাদের হাত দিয়া এক-এক মহাভারত, রামায়ণ; ইলিয়দ বাহির হইয়া আসিয়াছে পিরামিদ ববরদুর কোণারক মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

পক্ষান্তরে আধুনিকের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখনই দেখি ... কট মত্ততা, চাঞ্চল্য, অশান্তি ইহাদের প্রেরণার মধ্যে রহিয়াছে, ... কে ভাঙ্গিয়া-ভাঙ্গিয়া ছোট-ছোট করিয়া ছড়াইয়া দিয়াছে, উদ্বেল উচ্ছৃঙ্খল করিয়া দিয়াছে। ইহাদের সৃষ্টি অল্পপ্রাণ। একটানা কি বৃহৎ কিছু গড়িতে ইহাদের ইচ্ছাও হয় না, সাহসেও কুলায় না।

আধুনিক-জগতে যে বিরাট বা বিপুল জিনিষ আদৌ সৃষ্টি হয় না তাহা বোধ হয় বলা যায় না। আমেরিকার এক একটি গগনচুম্বী প্রসাদ (sky scraper) কলেবর-হিসাবে পিরামিড অপেক্ষা ছোট হইবে না। আলেকজান্দের ডুমা (Alexander Dumas) যত গ্রন্থ লিখিয়াছেন কিম্বা খবরের কাগজের অনেক লেখক যত লিখিতেছেন তাহা দেখিয়া বাল্মীকির লজ্জায় মাথা নত করা উচিত। আধুনিক শিল্পী বিপুলকে সৃষ্টি করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারেন না বৃহৎকে। বিপুল হইতেছে ছোট-ছোট খণ্ড খণ্ড জিনিষের পুঞ্জ, আর বৃহৎ হইতেছে একটি গোটা বস্তুর অখণ্ড মহত্ব। আধুনিকের গৌরব অক্টারলোনী মনুমেণ্ট— বড় জোর, "আর্ক দ' ত্রিয়োম্ফ" (Arc de Triomphe)—কিন্তু প্রাচীনের গৌরব গোটা এক-একখানি পাথরের স্তম্ভ (monolith), গোটা একটা পাহাড় কুঁদিয়া তৈয়ারী মন্দির মহাকাব্যের যুগ চলিয়া গিয়াছে, আমরা আধুনিকরা বলিয়া থাকি। কারণ এই মহাকাব্য রচনা করিতে প্রয়োজন চিত্তের মধ্যে যে অবসর, যে স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য, যে টানা দম তাহা আধুনিকের নাই। গীতিকাব্য অল্প দমের রচনা, আর তাহা আমাদের চিত্তের চঞ্চলতার, প্রাণের মন্থরগতির মনের সীমাবদ্ধ দৃষ্টির সহিত বেশ মিল খায়।

আধুনিকে ও প্রাচীনে বৈষম্য হইতেছে প্রকারগত। প্রাচীন শিল্পের ভাবে ও ছন্দে রহিয়াছে যে শান্তি তাহারই কল্যাণে ছোট হউক আর বড় হউক, বাহিরের দৃশ্য বা ঘটনা হউক আর অন্তরের অনুভব হউক প্রাচীনের সকল রকম সৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা গরিমার মহত্বের, বৃহত্বেরই আভা। শান্তির মধ্যেই গাঢ় হইয়া জমিয়া উঠে একটা আত্মস্থ

সামর্থ্য। প্রাচীনের ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি এই শান্তির ব্যঞ্জনার পরাকাষ্ঠা গোচর করিয়া ধরিয়াছে। আধুনিক জগতের কোনো দেশের কোনো শিল্পে ইহার না নাই।

প্রাচীন শান্তি স্থিতিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছেন, তাই বলিয়া গতির বেগের, শক্তির ছন্দকে প্রকাশ করিতে কম দক্ষ এমন নহে। নটরাজের অঙ্গে অঙ্গে যে গতির আবেগের তোড় ছুলিয়া ছুলিয়া যেন গজ্জিয়া গজ্জিয়া উঠিয়াছে, জানি না, আর কোন্ শিল্পী বিশ্বশক্তির তাণ্ডব এমনভাবে প্রকট করিয়া ধরিতে পারিয়াছেন। তবে এই, গতির পরাকাষ্ঠা তাঁহারা দেখাইয়াছেন কিন্তু স্থিতির উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া।

অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তন কালেও এই দুইটি আপাত বিরোধী ধর্ম্মের সামঞ্জস্য শিল্পীদের কখনও কোথায় যে, আদৌ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না তাহা নহে। নীট্‌শ অবশ্য এই দুইটি ধারা হিসাবে দুই শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বলিয়াছেন—এক যে-সাহিত্যে মূর্ত্ত বিপুল গতি, আর যে-সাহিত্যে মূর্ত্ত বিশাল শান্তি। প্রথমটির উদাহরণ তিনি দিয়াছেন সেক্সপীয়র আর দ্বিতীয়টীর গ্যেটে। গ্যেটে অপেক্ষা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সৃষ্টির মধ্যে বোধ হয় ধরা দিয়াছে আরও নিথর নির্ব্বিকার শান্তি—কারণ, গ্যেটের শান্তি প্রধানতঃ স্থির বুদ্ধিকে, উদার মেধাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের শান্তি আসিয়াছে চিত্তের স্থৈর্য্য প্রাণের সংযমকে ধরিয়া।

সেক্সপীয়র বা মোলিয়ের তাঁহাদের সৃষ্টিতে গতির ছন্দটাই সম্মুখে প্রকট করিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু সেখানে তবুও প্রাণবেগের কর্ম্মপ্রেরণার যে বিপুল জটিল সংঘাত তাহারও পশ্চাতে অনুভব করি না কি দ্রষ্টা পুরুষের নিশ্চল শান্তি, একটা প্রসন্ন গভীরতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে? লাতিন-সাহিত্যের ছন্দভঙ্গে নিথর প্রশান্তি, স্থাণুর সমাহিত সান্দ্রতার সর্ব্বজনবিদিত। গ্রীক ও সংস্কৃত পরম শান্তি ও পরম গতির অপরূপ সামঞ্জস্য দেখাইয়াছে—হোমরের হেক্সামিটারে (ষটমাত্রা), কালিদাসের মন্দাক্রান্তায় একটা ধীর টানা গতি কেমন স্তব্ধতা আনিয়া দিতেছে প্লুতগতির মোড়ে মোড়ে।

ভারতের শিল্প-জগতে ধ্যানের একতানতা, সমাধির নিরুপম শান্তি।

ভারতের চিত্র, বিশেষতঃ ভারতের ভাস্কর্য্য, শিল্পের এই উত্তম রহস্যকে বুঝাইবার জন্যই যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। গতির চঞ্চল আবেগ, শক্তির কর্ম্মাবর্ত্ত ও ভারতের শিল্পী যেখানে দেখাইয়াছেন সেখানেও তাঁহার প্রধান লক্ষ্য যেন ছিল কি রকমে স্থিতির শান্তিকে তন্ময়তাকে অটুট রাখা যায়।

এই মহান্ শান্তিমন্ত্র আধুনিকেরা যে হারাইয়া বসিয়াছেন তাহার হেতু কি, তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে? জড় জগতে Degradation of Energy বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা একটী তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন' শিল্পকলার ধারাতেও দেখি এইরকমই একটা ক্রম অবনতি চলিয়া আসিয়াছে। শিল্পসৃষ্টিতে অশান্তি অধীরতার আবেগ প্রথম ফুটিয়া উঠে বোধ হয় "রোমাণ্টিক" আন্দোলন হইতে শিল্পের যাঁহারা প্রথম স্রষ্টা একটা বৃহৎ চেতনার অটল শান্তি তাঁহাদের শিল্প-রচনার ছিল নৈসর্গিক ভিত্তি। সেক্সপীয়র, মোলিয়ের, দান্তে, হোমর বাল্মীকি—প্রাচীনতম বৈদিক—ঋষিগণ—ইহারাই ছিলেন এই যুগধর্ম্মের বিগ্রহ। তারপরে ত্রেতাযুগে শিল্পি এক ধাপ নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। অন্তরাত্মার শান্ত বৃহৎ সাক্ষাৎদৃষ্টির পরিবর্ত্তে তখন বুদ্ধির চিন্তা-শক্তির প্রভাব প্রখর হইয়া উঠিয়াছে—এই যুগের শিল্পী হইতেছেন মিল্‌টন কর্ণেই তাস্‌নো সোফকল (Sophocles) কালিদাস। এই যুগের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ধীশক্তির পরিবর্ত্তে যখন দেখা দিল কেবল বিচার-বিতর্ক তখন মস্তিষ্কের আবরণ গাঢ়তর হইয়া উপরের আলোর অবতরণের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। তখন আসিল Didactic Poetryর যুগ, শিল্পের উদ্দেশ্য কেবল শিক্ষাদান, প্রচার কার্য্য। তখনই আসিলেন ইংলণ্ডের পোপ, ফরাসীতে বোয়ালো; ইউরোপে তখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা দিল জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধিৎসা, তর্কবিতর্ক, বাদবিসম্বাদ আলোচনা, সমালোচনার তুমুল কোলাহল, মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিপুল চাঞ্চল্য। এই যুগই রোমাণ্টিক যুগ নামে বিখ্যাত। এই যুগ হইতেই অশান্তি ধর্ম্মকে শিল্প যেন অধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিতে সুরু করিয়াছে। রুসো বোধ হয় ইউরোপে এই ধারার প্রবর্ত্তক। ভারতে সংস্কৃত সাহিত্যে ভবভূতির মধ্যে এই ধর্ম্মের ছায়া কথঞ্চিৎ দেখিতে পাইয়াছিলাম। চিত্তের উত্তেজনা—ইমোসনই হইয়া উঠিয়াছে এই যুগের শিল্পসৃষ্টির উৎস ও নিয়ামক। বায়রণ বলুন, শেলীই বলুন, এমন কি ইগোই বলুন—সকলেই অশান্তির অবতার। তারপরে আসিল কলিযুগ—হৃদয় বা চিত্তের আসন ছাড়িয়া শিল্পপুরুষ যখন নামিয়া পড়িয়াছেন আরও নীচে প্রাণময় ক্ষেত্রে। ইহাই বর্ত্তমান যুগ। এই যুগের বিশেষ একটা নাম নাই—কারণ শিল্পরচনার কোনো একটা বিশেষ রীতি বা পদ্ধতি গড়িয়া উঠিতেছে না, যাহার যেমন অভিরুচি, প্রাণের যেমন খেয়াল সে সেই পথেই চলিয়াছে।

প্রাণের আবিল চাঞ্চল্যে আধুনিক শিল্পী অভিভূত। আধুনিক শিল্পীর সত্তা যেন দ্বিধা-খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে তাঁহার অন্তরাত্মার সহিত প্রাণের আর কোন সংযোগ নাই। আধুনিকের অধীর গতিতে সফরীর চঞ্চল প্লুতছন্দ মূর্ত্তিমান কিন্তু প্রাচীনে যাহা রূপ পাইয়াছে তাহা হইতেছে সমাহিত অন্তঃস্তব্ধ মহাসাগরের বিপুল দোল। প্রাচীনের ছন্দ যেন বেতার তড়িতের দূরপ্রসারিত তরঙ্গ (Hertzian waves); আর আধুনিকের ছন্দ ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ "রণ্টগেন" রশ্মির ঢেউ। আধুনিকে আছে ঔৎসুক্য, গবেষণা, নূতন তথ্য আবিষ্কারের ক্ষমতা, বহুমুখীন বৈচিত্র্য, আছে বোধ হয় কৌশল, চমৎকারিত্ব—কিন্তু নাই সৌষ্ঠব, নিটোল সৌন্দর্য্য, চিত্তে যাহা আনিয়া দেয় শান্তি, প্রীতি, তৃপ্তি।

আধুনিক যুগে শিল্পের এই যে পরিণতি হয় ত ইহার একটা গভীর অর্থ ও উদ্দেশ্য আছে। বর্ত্তমানের বিশৃঙ্খলতা ও বিপুল চাঞ্চল্যের মধ্যেই এখানে-ওখানে দুই একটী শিল্পীর মধ্যে এই ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাস যে পাই না তাহাও নয়।

আধুনিকের সূক্ষ্মতা চাই কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠায় চাই প্রাচীনের বিপুলতা আধুনিকের অর্থগৌরব চাই, কিন্তু চাই তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রাচীনের অঙ্গসৌষ্ঠব; আধুনিকের বিচিত্র গতিও বরণীয় কিন্তু সর্ব্বোপরি চাই প্রাচীনের গভীর শান্তি।

(উত্তরা, মাঘ ১৩৩২) শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

ডাকঘর

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমার এই ক্ষুদ্র মন্তব্যটুকু আপনার আগামী সপ্তাহের নাচঘরের এককোণে স্থান পেলে খুবই আনন্দিত হব। গত ৪ঠা জুন তারিখে আমি আমার কোনও বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে কোরিন্থিয়ান রঙ্গমঞ্চে বহুবাজার বান্ধব সম্মিলনী কর্ত্তৃক "বঙ্গে-বর্গী" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। শেষ হওয়া পর্য্যন্ত না থাকলেও আমি পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য পর্য্যন্ত সেখানে ছিলুম। সাধারণ amateur club হিসাবে অভিনয় বেশ হয়েছিল। তবে যে সমস্ত ত্রুটী বড় বেশী রকম আমরা বুঝতে পাচ্ছিলুম তা কেবল stage mismanagement এর দরুণ। সুতরাং ও দোষগুলি যদি না হতো তা হলে অভিনয় আরও perfect হতো বলেই মনে হয়। আর একটী প্রধান কারণ এই যে অধিকাংশ amature club ঘরে বসে rehearsal দিয়ে থাকেন সুতরাং stageএ গিয়ে কি দোষ হবে তা তাঁরা ভেবে উঠতে পারেন না। মোটামুটী দেখতে গেলে অভিনয় বেশ হয়েছে বলতে পারা যায়। তবে অভিনয় দেখে মনে হলো যে ভাস্কর, ভানোজী, সিরাজ এবং মাধুরী ছাড়া অধিকাংশই নূতন অভিনয় করতে নেমেছিলেন। ভানোজীর অভিনয় খুব ভালো হয়েছে, আলিবর্দ্দিও উল্লেখযোগ্য। প্রথম দৃশ্য বাদ দিলে সিরাজও মোটামুটী চলন সই কারণ তার কৈজীকে পদাঘাত,—লুতফাকে আবেগ ভরে আলিঙ্গন করতে গিয়ে কৈজীর কথা স্মরণ হওয়ায়—তাকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা। মোহনলালকে পুরস্কার এবং হঠাৎ আনন্দে অধীর হইয়া আলিবর্দ্দিকে আলিঙ্গন—এই কয়টী দৃশ্য আমার মন্দ লাগে-নি। মোহন লালের অভিনয় আশানুযায়ী হয় নাই। মুস্তফা এবং মিরজাফর মন্দ নয়, চলন সই। মাধুরীর অভিনয় মন্দ হয়-নি, তবে অনেক মুদ্রা দোষ আছে। গৌরীর গান হয়েছিল খুবই খারাপ তাই তার অন্য সবই খারাপ লেগেছিল। ছোট খাট ত্রুটীগুলি বাদ দিলে মোটের উপর অভিনয় বেশ হয়েছে।

বিনীত

শ্রীপ্রভাষচন্দ্র রায় এম্‌, বি।

—

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, বাসন্তক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২ টাকা

৩য় বর্ষ
৭

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১০ই আষাঢ়
১৩৩৩

"শ্রীকৃষ্ণ" নাটকের চিত্রগৃহ দৃশ্যে "দুর্য্যোধনের" ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।

নাট্য-জগৎ

দীর্ঘকাল সাগ্রহে অপেক্ষা করবার পর গত বুধবার "নাট্যমন্দির" কোনও ঢক্কা নিনাদ ও প্রাচীর পত্রের আড়ম্বর না ক'রেই তাঁদের অস্থায়ী ভাবে অবরুদ্ধ দ্বার পুনরুদ্ঘাটন করেছেন। নাট্যামোদী দর্শকেরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন! উচ্চশ্রেণীর চরম অভিনয়ের রসাস্বাদনে দিনকতকের জন্য বঞ্চিত হয়ে থাকতে হয়েছিল বলে তাঁরা যেন সকলেই একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন! শিশিরবাবু কবে আবার আসরে নামবেন এই প্রশ্ন আমরা অসংখ্য লোকের মুখে শুনেছি। তাঁদের সে ব্যগ্রতা এতদিনে শান্ত হবার উপায় হলো।

*

নাট্যমন্দিরের বিজয়লক্ষ্মী "সীতা"কে অগ্রবর্ত্তিনী করে ভাদুড়ী সম্প্রদায় বুধবার তাঁদের রঙ্গালয়ের উদ্বোধন করেছেন। আগামীকল্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" অভিনয় দেখবার জন্য তাঁরা দর্শকবৃন্দকে সাদরে নিমন্ত্রণ করেছেন। পূজারী শিশিরকুমার ভাদুড়ীর "রঘুপতি"র ভূমিকায় অভিনয় দেখবার জন্য নাট্যমন্দিরে যে দর্শকের ভিড় লেগে যাবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে "জয়সিংহ" ও "অপর্ণা" এই দুটি জটিল ভূমিকা আসরে কি রকম দাঁড়াবে। আশা করি ভালই হবে, কারণ "জয়সিংহের" ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় এবং অপর্ণা সাজছেন শ্রীমতী ঊষা!

*

'জনার' শ্রীদত্তের ভূমিকায় আমরা এই তরুণ নট রবীন্দ্রমোহনের অভিনয়-দক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি! তিনি 'ভীমসিংহ' 'কুশ' 'লব' ও "চন্দ্রগুপ্ত" প্রভৃতি যে কটি কঠিন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তার কোনটিই নিন্দনীয় হয়নি! তাঁর প্রিয়দর্শন কান্তি, রঙ্গমঞ্চের উপযোগী সুদীর্ঘ আকৃতি-সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও শিশিরকুমারের শিক্ষা তাঁকে জয়সিংহের ভূমিকায় অভিনয়ে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

*

শ্রীমতী ঊষাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে কোনও বড় ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হতে দেখিনি, তবে 'সীতায়' একরাত্রি তিনি 'ঊর্ম্মিলার' অংশ অভিনয় করেছিলেন, সে অভিনয় এত সুন্দর হয়েছিল যে নটকুলের পিতামহ বৃদ্ধ অমৃতলাল বসুও মুগ্ধ হয়ে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই অভিনেত্রীটি যে নৃত্যগীতেও সুনিপুণা সে পরিচয় আমরা পেয়েছিলেম 'পাষাণী' নাটকে তাঁর 'রতি'র ভূমিকায় অভিনয় দেখে! এ ছাড়া শুনেছি শিশিরকুমার এই অভিনেত্রীটিকে তাঁর ভূমিকার উপযোগী করে তোলবার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের সুর-ভাণ্ডারী শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এঁকে গান শিখিয়েছেন। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে "অপর্ণা" রূপেও তিনি এবার দর্শকবৃন্দকে আশানুরূপ পরিতৃপ্ত করতে পারবেন। শ্রীমতী চারুশীলার "রাণী", মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের 'রাজা' ও নরেশচন্দ্র মিত্রের 'নয়ন রায়'ও ভালই হবে, কারণ এঁরা কজনেই সুদক্ষ অভিনেতা এবং নির্দ্দিষ্ট ভূমিকায় তাঁদের খাপ খাবে বেশ!

*

নাটকখানি সম্বন্ধে এটুকু জানানো দরকার মনে করি যে বাজারে এই নাটক এখন যা প্রচলিত আছে তার সঙ্গে এই নাট্যমন্দিরের বিসর্জ্জনের অনেক তফাৎ আছে। কবির অনুমতিপূর্ণ আদেশ ও তাঁর সুনিপুণ নির্দ্দেশে এই নাটক অনেক স্থলে পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্জ্জিত হয়েছে। চরিত্র ও ঘটনাবলীকে নিবিড় ও জমাট করবার জন্য খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকে একত্র করা হয়েছে এবং এর অন্তর্নিহিত বেদনা যাতে ঘনীভূত হয় তার জন্য প্রথম সংস্করণ 'বিসর্জন' থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের অনেক নূতন গান "অপর্ণা" এবং "অন্ধভিক্ষুকের" জন্য সংযোজিত হয়েছে।

এই সব কারণে আমাদের আশা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের এই নাটক সর্বশ্রেণীর দর্শকদেরই উপভোগ্য হবে।

*

এই নাটকে অন্ধ ভিক্ষুকরূপে গাইবার জন্য যে গানগুলি সংযোজিত হয়েছে সে গান গাইবেন অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে। তাঁর সুমধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী সুর যে পরম উপভোগ্য হবে তা আমরা কল্পনা করতে পারি।

*

রবীন্দ্রনাথের খ্যাত গল্প 'মুক্তির উপায়' অবলম্বনে সৌরীন্দ্রবাবু যে "দশচক্র" নাটক রচনা করেছিলেন খুব শীঘ্রই ষ্টারে সেখানি অভিনীত হবে। মহলা সুরু হয়েছে। "শোধ বোধ" নাটকের সঙ্গে এখানি নাকি সংযোজিত হবে। ১৩১৬ সালে ষ্টারে "দশচক্র" অভিনীত হয়েছিল এ যুগে তার আবার পুনরভিনয় হবার উদ্যোগিতা আছে। কারণ দেখা যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্র প্রভাব সুরু হয়েছে।

*

গুণী শিল্পীর সম্মান সমাদর 'নাচঘর' বরাবরই করে এসেছে। যাকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ব'লে সে মনে করেছে তার জয়গান ক'রতে সে কোন দিনই কার্পণ্য করেনি। নাট্যমন্দির, ষ্টার, মিনার্ভা, মিত্র—কোন অভিনয়সম্প্রদায়কেই সে কোনো দিন প্রশ্রয় দেয়-নি। কোনো কোনো সহযোগী তাকে সম্প্রদায়বিশেষের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট করেছেন; কিন্তু সে কখন? না যখন তাঁদের পেয়ারের কোনো না কোনো সম্প্রদায়কে আমরা স্পষ্ট সমালোচনায় বিচলিত করছি। আমাদের পক্ষপাতিত্ব আছে কি না সে বিচার আমরা তাদের কাছ থেকে মেনে নিতে রাজি নই। সে বিচারের মাল মসলা নাচঘরের মধ্যেই আছে, কোনো দিন কোনো সুধী সমালোচক তা হয়তো উদ্ঘাটন করবেন।

*

প্রসিদ্ধ চিত্র শিল্পী চারুচন্দ্র রায় তাঁর মোহন তুলিকার যাদুস্পর্শে বাঙলার বর্তমান যুগের রঙ্গমঞ্চকে এক নূতন রূপ ও নবীন শ্রী দান করেছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে তাঁর এই দানের প্রশংসা করেছিলেম কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হচ্ছি এই দেখে যে চারুচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভার নিকট অশেষ ভাবে ঋণী যে নাট্য সম্প্রদায় এবং যার কাছ থেকে চারুচন্দ্রের তিরস্কার নয় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল তাঁরা আজ তাঁর দান স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। শুধু এই নয় আমরা তাঁর প্রশংসা করছি বলে তাঁরা অগ্নিশর্ম্মা! চারুচন্দ্রের প্রশংসা এ ক্ষেত্রে তো তাঁদেরই প্রশংসা অথচ এ সোজা কথাটা তাঁরা স্বীকার করতে নারাজ—কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে আমাদের অনুমান হচ্ছে বোধ হয় ঐ সম্প্রদায়ের যবনিকার অন্তরালে এমন কেউ আছেন যার কাছে এ প্রশংসা গাত্রদাহের সৃষ্টি করেছে। হয়ত চারুচন্দ্র এ প্রশংসা না পেলে তিনিই এর পুরোপুরি সমস্তই পেতেন। এঁর যুক্তি বোধ হয় এই যে নিজে যা পেলুম না, অপরে তা পাবে কেন? কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন—যে সত্যই অতুল সম্পদের অধিকারী খবরের কাগজে তাকে গরীব বলে জাহির করলেও ব্যাঙ্কের খাতায় তার টাকারবঙ্ক কিছু মাত্র কমে না।

*

এই প্রসঙ্গে নটরাজ জানিয়েছেন যে 'শ্রীকৃষ্ণে'র রাজসূয় যজ্ঞে যে দৃশ্য সম্বন্ধে 'নাচঘর' লিখেছেন "দৃশ্যপটের মধ্যে রাজসূয় যজ্ঞসভার যে বিরাট দৃশ্য দেখানো হয়েছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে এত বড় দৃশ্য আর কখনও দেখাবার চেষ্টা করা হয়-নি," যে দৃশ্যের প্রশংসা বাঙলার সকল সংবাদ পত্র করেছেন সেই দৃশ্য সংযোজনে বা চিত্রনে চারুচন্দ্রের হাত মোটেই নাই।" তথাস্তু। কিন্তু আমরা জানিতে চাই যে সেই "হস্তধারী" ব্যক্তিটি কে? তাঁর নামটি প্রকাশ করতে নটরাজের এত সঙ্কোচ হ'লো কেন? যাঁরা শিল্পক্ষেত্রের নানা বিভাগে যশস্বী হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখা যায় একটা স্বকীয় style বা 'ধরন' আছে; এই দৃশ্যে চারুচন্দ্রের style যে জাজ্বল্যমান! সেটাকে চাপা যায় কেমন করে? তা ছাড়া যদি ধরা যায় এতে চারুচন্দ্রের 'হাত' নেই কিন্তু 'মস্তিষ্ক' যে তাঁর নয়—এমন কথা নটরাজ তো বলেন নি। এইটির মধ্যে ন্যায়ের ফাঁকি নেই তো?

*

নটরাজ বলছেন "এ কথা (অর্থাৎ চারুচন্দ্রের হাত নেই) আমাদের প্রকাশ করবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না!" বেশতো! তবে হঠাৎ আর সেটা চেপে থাকতে না পারবার এমন কি ত্বরিত বেগ উপস্থিত হ'লো? সেটা নটরাজ একটু খুলে বলুন না।

*

আর একটা কথা। শ্রীকৃষ্ণের সাজ সজ্জা দৃশ্য পট প্রভৃতি পরিকল্পনার কীর্ত্তি যে শিল্পী চারুচন্দ্রের এ বিজ্ঞাপনও যে তাঁদেরই ঘোষণা পত্রে আমরা এতদিন দেখে এসেছি। তবে কি তাঁদের সে কথা সত্য নয়? তাঁরা তো পূর্ব্বে কোথাও বলেন-নি যে চারুচন্দ্র ছাড়া আরও কোনও দক্ষ শিল্পী গোপনে 'শ্রীকৃষ্ণে'র জন্য রঙ্গমঞ্চ সাজিয়েছেন? কাজেই কেউ যদি চারুচন্দ্রকে তাঁর প্রাপ্য গৌরব দেয় সে দোষ তো তাঁদেরই!

*

"লেখা" পত্রিকায় "নাট্যমঞ্চে নবরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধ লেখকের অভিনয় কলা সম্বন্ধে বিরাট অনভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে 'নাচঘর' যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিল সেটা অশিষ্ট কি অসভ্য সেটার সূক্ষ্ম বিচার না করেও এটা বলা যেতে পারে যে আমরা তাই নিয়ে 'নটরাজের' হঠাৎ দারুণ মাথা ব্যথা দেখে অত্যন্ত চমকিত হয়েছি কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নটরাজের শিরঃপীড়া আরও সঙ্গীণ করে প্রবন্ধকার নিজে এবার আমাদের কথার একটি গুরুত্ব প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। ইনি চৈত্রের সংখ্যায় বলেছিলেন যে "অভিনেতা হিসাবে শিশিরকুমার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা মোটেই উচ্চ নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের সঙ্গেও শিশিরকুমারের নাম করা চলে না। এমন কি শিশিরকুমারকে যথার্থ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলে স্বীকার ক'রতে আমরা রাজী নই!" হঠাৎ এবার আষাঢ়ের সংখ্যায় ইনি বলেছেন "আমাদের মতে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতা হচ্ছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী অহীন্দ্রবাবুকে শুধু বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বল্লে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতাদের মধ্যে অহীন্দ্রবাবুর স্থান পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দেশ করা হয় না। তিনি যে শুধু

প্রতিযোগীতার ছবি

ভাবের অভিব্যক্তি

ইনি কে?

৯ম ৩য় সংখ্যার

'নাচঘর' দেখুন।

বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তা নন্ তিনি আধুনিক যে কোন অভিনেতার চেয়ে এতবড় যে নবযুগে এমন কোন অভিনেতা নেই যার সঙ্গে অহীন্দ্রবাবুর তুলনা করা চলে! আমাদের মতে নবযুগের অভিনেতা অভিনেত্রীদের (?) মধ্যে অহীন্দ্রবাবুই একমাত্র যথার্থ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা!"

*

এইবার বোধ হয় পাঠক সাধারণের বুঝতে বাকী থাকবে না যে এই লেখকটির অজ্ঞতার পরিমাণ দেখে 'নাচঘর' বিদ্রূপ হাস্য করেছিল বলে 'নটরাজের' বৃষভাদনের টনক নড়েছিল কেন? কেন তাঁরা হঠাৎ ইনি ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ ও নাটক ছিল এঁর বিশেষ পাঠ্য' ইত্যাদি বলে এঁর পক্ষের ওকালতী ক'রেছিলেন। সুতরাং এর সম্বন্ধেও 'নাচঘর' কিছুমাত্র ভুল করেন নি সেটা 'নটরাজ' বুঝতে না পারলেও অন্যের বুঝতে তিল মাত্র বিলম্ব হবে না!

*

এই ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ, ও বিশেষ ভাবে নাটক পড়া 'নটরাজের' পরিচিত 'লেখার' প্রবন্ধ-লেখকটি একস্থানে ব'লেছেন যে "কণ্ঠস্বর অভিনয়ের একটা খুব বড় জিনিষ নয়!" এ একটা নূতন রকম আবিষ্কার বটে! এর কারণ বোধ হয় এই যে অহীন্দ্রবাবুর কণ্ঠস্বর মোটেই সুমিষ্ট নয়। অহীন্দ্রবাবু বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট না হলেও তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী শ্রেষ্ঠ নট এ কথা আমরা 'লেখার' এই সমালোচক প্রবরের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হতেই বলে এসেছি এবং এখনও বলি, কিন্তু 'কণ্ঠস্বর' অভিনয়ের একটা খুব বড় জিনিষ নয়! এরূপ হাস্যকর বালকোচিত মন্তব্য আমরা কোন দিনই মানতে রাজি নই! প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হতে হলে যে যে গুণ থাকা চাই তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হচ্ছে কণ্ঠস্বর। সুঅভিনেতার সবচেয়ে বড় সম্পদ তার সুকণ্ঠ! মায়ার হোল্ট, গর্ডন ক্রেগ, উইলিয়াম আর্চার প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ নাট্য ও রঙ্গমঞ্চ সমালোচকগণ আমাদের এ বার সাক্ষ্য দেবে। পরিশেষে আমরা এই নটরাজের পরিচিত ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ, সমালোচক প্রবরকে অভিনয় সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্ব্বে সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নাটকখানি খুলে ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যের 'হ্যামলেট্ এণ্ড প্লেয়ার্স' অংশটা একটু মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি! যেখানে সেক্সপীয়র হ্যামলেটের মুখ দিয়ে বলিয়াছেন—

Seak the speech pray you as I pronunced it to you tppingly on the tongue; but if you nouth it as many ‹ our players do. I had as lief the own crier spoke y lines. Nor do not saw the air toc much with your and, but use all gently, for in the vry torrent tempest nd (as I may say) whirlwind of your passion, you nust acquire and beget a temperance hat may give it smoothness. O, it offends me to th soul, to hear a robustious periwigpated fellow tear a pasiOn to tatterrs, to very rags, to split the ear of the graundlings,...I would have such a fellow whipped for over loing....etc. ইংরাজী সাহিত্যে এম-এ, দিলেই এবং বিশেষপাঠ্য নাটক থাকলেও যে অভিনয় ও অভিনেতাদের সম্বন্ধে কোনও যোগ্যতলাভ করা যায় না 'নটরাজের' বন্ধু তাঁর প্রবন্ধের প্রতিছত্রে তার প্রমাণ দিয়েছেন।

*

মিনার্ভার 'বৈতালিক' "বঙ্গ রঙ্গালয়ের' মুখোস খুলে দেওয়াতে বেচারারা আমাদের উপর একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে! তা হবারই কথা! রঙ্গা-

লয় সম্পর্কীয় নিরপেক্ষ সংবাদপত্র সেজে বেচারীরা আসর জমাবে ভেবে-ছিল কিন্তু তাদের মুখের চুণকালির রংটা সর্ব্বসাধারণের চখের সামনে ধরিয়ে দেওয়াতে তারা যে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়বে এটা খুবই স্বাভাবিক!

*

'নাচঘরের নাচ' লিখে অভদ্রভাবে গালাগাল দিয়েও এদের অসংযত রসনা শান্ত হতে পারেনি। এরা তারপরই 'ব্যোম্‌বৈজনাথ' শব্দে খু বিশেষে দম মেরে ধুতুরা ফুলের মতো চকে কেবলমাত্র এ্যাডমিরেশনের মূল্য চিহ্ন(!!!!) দেখেছেন! তার পরই একখানি কাল্পনিক পত্র সুপারিশ করে একেবারে তুরীয়ানন্দের চরম অবস্থায় "পরপারের পত্নিণী" শীর্ষক একটি ইতর ছড়া কেটে নিজেদের দুর্গন্ধময় পঙ্কিলতার চূড়ান্ত প্রমাণ দিয়েছেন।

*

এই শ্রেণীর লেখকদের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ করতে আদের আর প্রবৃত্তি নেই। এদের কথার উত্তর দেওয়া আমাদের মর্য্যাদা ও আত্ম সম্মানের পক্ষে হানিকর। আজ কেবল এদের দু'একটি সদুপদেশ দিয়ে এই সব ছদ্মবেশী থিয়েটারের হাণ্ডবিল গুলির সম্বন্ধে আমরা অতঃপর একে-বারে নীরব থাকতে ইচ্ছা করি। এদের সম্বন্ধে "নীচ যদি উঁচু ভাবে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করাই যুক্তিযুক্ত!

*

পুরাতনের ও নূতনের সম্বন্ধে বল্‌বার সময় 'নাচঘর' যুগ-জগন্নাথের রথ-চক্রতলে যে পুরাতনের চূর্ণ হবার সম্ভাবনা উল্লেখ করেছিল তাতে সে কোনও রঙ্গালয় বিশেষের নাম উল্লেখ না করলেও—"ঠাকুর ঘরে কে? না আমি ত কলা খাইনি!"—গোছ 'বঙ্গ রঙ্গালয়' মনে করে নিয়েছেন সেটা তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে। তাই তাদের কুকীর্ত্তিগুলিকেও কীর্ত্তি বলে তাঁরা কীর্ত্তন করেছেন। একেই বলে—"ভলে কথা সভার মাঝে যার কথা তার কাণে বাজে।"

*

'বঙ্গ রঙ্গালয়ের' সম্পাদক প্রকাশক ও মুদ্রাকর সম্বন্ধে বিশদ পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজনই 'নাচঘরের' হোতোনা যদি না 'বঙ্গ রঙ্গালয়' নিজেদের নাট্যশালা সম্পর্কীয় নিরপেক্ষ সংবাদ পত্র বলে মিথ্যা ও জাল পরিচয় দিতেন। তাঁরা যে কী—সেইটুকু সাধারণকে জানাবার জন্যেই ও সকল বলতে হয়েছিল।

*

"তাবচ্চ শোভতে মূর্খ যাবদ্ কিঞ্চিন্নভাষতে" এ কথাটা তাঁরা কেবল তোতা পাখীর মতই আউড়ে গেছেন; এর অর্থ বুঝলে তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু "ভাষণে" সাহসী হতেন না!

*

'Note of admiration' সম্বন্ধে আমরা তাঁদের 'নেসফিল্ডের গ্রামার' খানি খুলে দেখতে অনুরোধ করি! কারণ এ চিহ্নটা (!) যে 'বিস্ময় চিহ্ন' বলেও ব্যবহার হয়, এটা তাঁরা জানেন না দেখা যাচ্ছে!

*

'নাচঘর' বিলাতী থিয়েটারের ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে ঠিক যে ভাবের "অধিবাস রজনীর" (Dress Rehearsal) অভিনয় এ দেশের কোনও রঙ্গালয়ে হয় না বলেছিল আজও সে জোর করে সেই কথাই বলছে! কলকতার কোনও থিয়েটারেই এমন কি বঙ্গ রঙ্গালয়ের পৃষ্ঠপোষক মিনার্ভাতেও কোনও দিন সেভাবে 'অধিবাস রজনীর' অভিনয় অনুষ্ঠান হয়নি এ আমরা 'চ্যালেঞ্জ' করতে পারি।

*

'সাজ সজ্জা ও দৃশ্যপটের' প্রশংসা ক'রতে গিয়ে যদি শিল্পীকে তার প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় তাহলেই সেটা যে 'বন্ধুপ্রীতি' ও 'বিজ্ঞাপন' হয় না এর প্রমাণ 'বঙ্গবালা' নাচঘরে 'আত্মদর্শন' 'সত্যভামা' ও 'বাঙ্গালী'র দৃশ্যপটের চিত্রকরের প্রশংসা পড়লে বুঝতে পারবেন।

*

'বাংলা ভাষা বেওয়ারিশ মড়া, যে পায় সেই খুসি মতো টানে!' এ উক্তিটি আমরা বঙ্গ রঙ্গালয়কে ৺চন্দ্রনাথ বসুর বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি উল্টে দেখতে অনুরোধ করি।

*

প্রতিযোগিতা-ছবির কোনো সঠিক উত্তর না পাওয়ায় আমরা ছবি-খানি পুনর্মুদ্রিত করলুম। আশা করি এবারে আমরা সঠিক উত্তর পাবো।

*

মিত্র থিয়েটার "জনার" অভিনয় করবেন বোলে শোনা যাচ্ছে। শ্রীমতী তারাসুন্দরী জনার ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী প্রবীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

রঙ্গ-রেণু

—:*:—

শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিন আর একটি পুত্র সন্তান লাভ কোরেছেন। সব শুদ্ধ দুটি হোলো।

*

শ্রীমতী লয় যোরান ধীরে ধীরে 'তারকা' অভিনেত্রী হবার পথে অগ্রসর হোচ্ছেন। "মাণ্ডালে যাবার রাস্তা" (The Road to Mandalay) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত লন্ চ্যানির সঙ্গে তিনি অভিনয় কোরবেন। এই ছবিতে লন চ্যানি যে ভাবে তাঁর অভিনীত চরিত্র চিত্রিত কোরবেন, তেমন ধার এর আগে কখনো তিনি করেন নি।

*

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা শ্রীযুক্ত মিল্‌ন সিল্‌সের কন্যা জোহেথি ক্রমে কৈশোরে উপনীত হোচ্ছেন। তিনি ঠিক কোরেছেন যে এ জগতেই তিনি জীবন অতিবাহিত কোর্‌বেন। তাঁর এ বিষয়ে যোগ্যতা পরীক্ষিত হোয়েছে আর সে পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হোয়েছেন। সুতরাং বছর ঘোর্‌বার আগেই আর একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতার কন্যাকে আমরা চিত্রনাট্যাভিনয়ে দেখতে পাবো।

•

"তাঁর রাজ্যের মধ্যে" (Into Eer Kingdom) নামক চলচ্ছবি ডাইরেক্টার হলেন সেণ্ড গেড (Svend Gade)। তিনি ডেনমার্কের লোক। কিন্তু এই চিত্রখানিতে যুগপৎ যত রকম ভাষায় ব্যবহার হোয়েছে তার বিবরণ বিস্ময়কর। শ্রীমতী যোরিন্ গ্রিফিথ এই ছবির নায়িকা। তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হোচ্ছে ইংরাজী ভাষায়। এইবার হ্যানসেন সুইডিশ্ ভাষায় উপদেশ গ্রহণ কোরছেন, মার্শল কর্ডে ফরাসী ভাষায়, চার্লস ক্রকেট জার্ম্মাণ ভাষায়, আর মেটা ষ্টার্ণ রুশ ভাষায়।

•

শ্রীমতী মেবেল পুল্‌টানের নাম চিত্রজগতে প্রসিদ্ধিলাভ কোর্‌ছে। বিখ্যাত ফরাসী প্রযোজক শ্রীযুক্ত এবেন গ্যানে তাঁর সু-অভিনেত্রী হবার সম্ভাবনা আছে বোধ কোরে তাঁকে প্যারিসে নিয়ে যান আর "অভিনেত্রীর হৃদয়" (The Heart of an Actress) নামক ছবিতে তাঁকে অভিনয় করবার সুযোগ দেন। এই অভিনয়েই তিনি প্রভূত যশোলাভ করেন। সম্প্রতি "ভাগ্য গোলক" (The Ball of fortune) নামক একখানি নোতুন ছবিতে শ্রীযুক্ত জেম্‌স নাইটের সঙ্গে তিনি অভিনয় কোরেছেন।

•

'ভোডভিল' (Vaudeville) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস নায়কের অংশে অভিনয় কোরেছেন।

•

হলিউডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজক শ্রীযুক্ত ক্ল্যারেন্স ব্রাউন বলেন ভবিষ্যতে যে সব চিত্রনাট্য সাফল্যলাভ কোর্‌বে, তার প্লট থাকবে না বোল্লেই হয়। তিনি বলেন প্লটের জন্যে কোনো মানুষ কোনো ছবি মনে রাখে না। চরিত্র চিত্রনের নৈপুণ্য ও লিপিকুশলতার জন্যেই মানুষ ভালো ছবিকে স্মৃতিতে সঞ্জীবিত রাখে—তিনি বলেন শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসেরও এই বিশেষত্ব থাকা উচিৎ অর্থাৎ তার আখ্যান ভাগ বিচিত্র বা সুসম্বদ্ধ হোক্ না হোক তার রচনার ভঙ্গী ও তার চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার।

•

একজন অভিনেত্রী বোলেছেন কুমারী অবস্থার কত সুখ তা বিবাহ না হোলে কোনো নারী ঠিক বুঝতে পারে না; তিনি আরো বোলেছেন যে যারা এত কুড়ে যে রাস্তায় বেরিয়ে পায়চারী কোর্‌তে চায় না তারা বাড়ীতে বোসে হাত পা নাড়ে আর বলে চর্ব্বি কমাবার জন্যে ব্যায়াম কোর্‌ছে।

ডাকঘর

'বঙ্গ রঙ্গালয়ের' নূতন রঙ্গ

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

রসিকতা কতটা করিলে শোভন এবং কতটা মাত্রা ছাড়াইলে যে তাহা বাঁদরামীর পর্য্যায়ে গিয়া দাঁড়ায়, সে জ্ঞান যাহাদের নাই তাহাদের কথার উত্তর আমরা দিতাম না, কিন্তু পথিপার্শ্বের উচ্চ চিৎকার রত ফেরিওয়ালাদের সামান্য শাসন না করিলে তাহারা অত্যন্ত উত্যক্ত করে বলিয়াই দু'এক কথা বলিতেছি। সে দিন 'নাচঘরে' শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য নামক কোন এক ভদ্রলোক 'শিশিরকুমার ও গ্যারিক' বলিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। প্রবন্ধটি আমাদের খুবই ভাল লাগিয়াছিল এবং তিনি কতকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা যে নির্ভীক ভাবে বলিতে পারিয়াছেন সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু থিয়েটার বিশেষের বিজ্ঞাপনী পত্র 'বঙ্গরঙ্গালয়' নামক এক নবজাত পত্রিকা শিশিরকুমারের সহিত গ্যারিকের নাম এক পর্য্যায়ে দেখিতেই ক্ষিপ্ত হইয়াছেন এবং যুক্তির অভাবে লেখকের নাম লইয়া হীন বিদ্রূপ করিতেও ছাড়ে নাই।

লেখকটি বোধ হয় গঞ্জিকাপ্রভাবান্বিত হইয়া লেখনী ধরিয়াছেন, কারণ বৈদ্যনাথ বাবুর নাম স্মরণ করিয়াই Law of asscciaticn এর টানে 'বোম বৈদ্যনাথ!' বলিয়া ফুকারিয়া উঠিয়াছেন, এবং নেশার ঝোঁকে এক পায় ঘঁাচক্ক কাটিতে সাতবার ভোলানাথ বলিয়া জিব কাটিয়াছেন। লেখকের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণের ঝাঁজটাই বেশী দেখিলাম। বাপুহে! হাতযজ্ঞ করিবার কালে নেশার মাত্রাটা না হয় একটু কমাইলেই! তোমাদের পুরাতন প্রীতি স্বাভাবিক তাহা সকলেই জানে। ছেঁড়া মাদুর ও পুরাতন জীর্ণ ইষ্টক খণ্ড না হইলে ভাব জমে না তাহাও জানি, কিন্তু এই নূতনের আলোতে তোমাদের নেশা চটিবেই, তাহাতে এতটা রাগিলে কি চলে? মিত্র থিয়েটারে শ্রীদুর্গা দেখিতে গিয়া আমরা নন্দী ও ভৃঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই নাই,—উক্ত পত্রিকার ধুরন্ধর সম্পাদক ও 'শ্রী' নামধেয় লেখকটিকে আসবাবপত্রসহ পাঠাইয়া দিলে হয় না?—

রামধন মিত্রের লেন, }
কলিকাতা }

শ্রীঅনিলকুমার দাস।

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ঃ—

প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী প্লিনেলী কুমারী হয়েও পুরুষের অন্তরতম তত্ত্ব নিপুণভাবে আবিষ্কার করেছেন যে বহু রমণী পুরুষের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে দাগ পেয়েও, বোধ করি, তেমন ভাবে তাদের রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেনি! তবে মৎ খেলোয়াড়দের খেলায় অনেক ভুলচুক তাদের এড়িয়ে গেলেও ধরা পড়ে কিন্তু নিরপেক্ষ দর্শকবৃন্দের কাছে!—কুমারী প্লিনেলি সম্ভবতঃ সেই দর্শকবৃন্দের একজন!

কুমারী স্বীকার করেছেন যে, অধিকাংশ সময় তিনি পুরুষদের কথা ভাবে না এবং পুরুষরা তাঁর কৌতূহল উদ্রেক করে না। তবুও যে তিনি এত কথা বলতে পেরেছেন সেজন্য তাঁকে তারিফ করেছি একশবার! তিনি বলেন পুরুষরা এমন যন্ত্র গড়ে যা কেবল বিগড়ে যায়, এমন এঞ্জিন চালায় যা প্রায়ই সমস্ত গাড়ীকে ধ্বংস করে এবং এমন জাহাজে পাড়ি দেয় যা প্রায়ই ডুবে যায়। কেবলি এবং প্রায়ই না হলেও পুরুষদের তৈরী যন্ত্র যে, মাঝে মাঝে বিগড়ে যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি শুনি-নি যে, নারী-জাতি কখনো কোনো যন্ত্র, এঞ্জিন বা জাহাজ নির্মাণে হস্তক্ষেপ করেছে। আর যদি বা কখনো করে থাকে তো স্বীকার করতেই হবে যে, তা অক্ষম অনুকরণ এই পুরুষেরই।

পুরুষরা এমন অর্থ উপার্জন করে যা তারা অচিরেই নষ্ট করে। কুমারীর এটা নিছক সত্য কথা! কিন্তু দুঃখের বিষয় উপার্জ্জিত অর্থ অচিরে নষ্ট করার হেতুই হচ্ছে নারী!—যেহেতু নারীর অন্যায় আবদার পুরুষকে সর্ব্বসময় সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করতে হয়—অন্যথায় তার বিপদ অসীম!

শতকরা নব্বইটি স্থলে পুরুষরা এমন স্ত্রী নির্ব্বাচন করে যাদের সঙ্গে তারা মেলেনা এবং যদি বা সে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় তারা পুনরায় অনুরূপ ভুল করে। আমার কিন্তু মনে হয় শতকরা একশটা স্থলেই এইরূপ! তবে তার কারণ পুরুষ বা স্ত্রী নয়—কারণ হচ্ছে বিধাতা পুরুষ! বোধ হয় স্ত্রী ও

পুরুষের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে—যেমন তেলে আর জলে, যে কেউ কারো সঙ্গে কখনো মিলতে পারে না!

বাজার কর্ত্তে দিলে তারা ভুল জিনিস কিনে আনে কি না জানি-নে—ভেবে কিনে আনা সম্ভব! নারীর ফরমাসানুযায়ী জিনিস কিনতে হলে সব সময় না হলেও অনেক সময়ই পুরুষের নিজের তহবিল ছাড়া অলক্ষ্যে অন্যের তহবিল হাতড়াতে হয় এবং এই অলক্ষ্যে হাতড়ানর ফলে তাকে রাজদ্বারে যেয়ে আতিথ্য স্বীকার কর্ত্তে হয় এই ভয়েই ভুল জিনিস কিনে আনা ভিন্ন অন্য উপায় কৈ? প্রেম কর্ত্তে এলে তারা ভুল কথা বলে—সেটা প্রেমের স্বধর্ম! কোন্ কাজ কর্ত্তে বল্লে পুরুষরা যতটা-না গোলমাল করে নারী করে তার চেয়ে ঢের—ঢের বেশী! তা ছাড়া বিনা গোলমালে কোনো কাজ হয় না।

বাড়ীতে তারা যেন নেহাৎ জঞ্জাল! এ কথা শুনলুম আমি এই প্রথম! পক্ষান্তরে বাড়ীর বাইরে নারী পুরুষের কাছে বোচকা-বুচকীর মতো যে ভীষণ জঞ্জাল সে বিষয়ে মতভেদ বোধ করি, কারো নেই!

সব কাজের পথেই পুরুষরা বাধা; কিন্তু তাদের নইলেও তো নারীর কোন কাজই হয় না! হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, রেলে-জাহাজে, আমোদ-প্রমোদে, বিপদে-বিভ্রাটে সর্ব্বত্রই তাদের অভাব অনুভব করেন-নি এমন নারী এদেশে কেন—কোন দেশেই নেই। তারা কার্পেটের উপর কফির জল ফেলে, সমান করে সদর দরজা বন্ধ করে ও—খাদ্য ভোজনে ঠিক সময়ে প্রায়ই হাজির হয় না—এ বৈচিত্র্যটুকু না থাকলে জগৎটা যে নেহাৎ এক ঘেয়ে হয়ে যায়! তারা এমন জিনিস চায় যাতে তাদের দরকার নেই এবং এমন জিনিস পেতে ইচ্ছা করে যা তারা চায়-নি—এই উদ্ভট আব্দার নারী ভিন্ন পুরুষের কখনো হতে পারে না! যখন কোনো খুব দরকারী জিনিসের আলোচনা করা তাদের সঙ্গে প্রয়োজন হয় তখন তারা ভোঁকা নিদ্রা যায়! গুরুতর সমস্যার চরম মীমাংসা এর চেয়ে আর কী হতে পারে।

পুরুষজাতি যে সবাই এক রকম আর সহজেই তাদের ধরে ফেলা যায়—এতে রোমান্স না থাকতে পারে কিন্তু এটা যে একটা অতি সত্য কথা তা বোধ করি কেউ অস্বীকার করবে না। স্ত্রীলোক বৈচিত্র্যময়ী—নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা—সহজে তাদের চেনা যায় না। এর মধ্যে সত্যের অভাব না থাকলেও ভয়ের কারণ কিছু যথেষ্ট! এবং এই কারণেই কোনো কোনো পুরুষ নারীদের সন্দেহের চোখে দেখে! নারীদের পক্ষে পুরুষকে ঠকান খুব সহজ, কিন্তু সেটা পুরুষ মূর্খ আর স্ত্রীলোক বুদ্ধিমতী বলে নয়। পুরুষ নারীর কাছে ঠকতে আর নারী পুরুষকে ঠকাতে চায় এই জন্য! পুরুষদের আলাদা করে দিলে নারীরা যে বেশীদিন পৃথক হয়ে থাকতে পারবে তা আমার মনে হয় না। ইতি—

নাট্যমন্দির
কলিকাতা

শ্রীমতী প্রভা।

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে [illegible]

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৭ই আষাঢ় ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

গত শনি এবং রবিবার দুদিনই আমরা নাট্য-মন্দিরে "বিসর্জ্জন" অভিনয় দেখতে গিয়েছিলুম। মাত্র শনিবার অভিনয় দেখে যদি আমরা মন্তব্য প্রকাশ করতুম তাহলে এখন বুঝছি নাট্যমন্দির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হতো। কারণ শনিবারের অভিনয় আমাদের মতে মোটেই আশানুরূপ হয়নি। প্রথম রাত্রের অভিনয়ে চারিদিকে এমন একটা এলোমেলো অপ্রস্তুত ভাব ছড়ানো ছিল যাতে নাটকখানি ভালোরূপে জমবার অবসর পায়নি। এই রাত্রের অভিনয়ের ধরণ যদি পাকা হয়ে দাঁড়াতো, তাহলে বিসর্জ্জনের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে যথেষ্ট আশঙ্কার কারণ থাকতো। কিন্তু পরদিন রবিবার হঠাৎ এমন বদল হয়ে গেল যে দেখে আমরা আশ্চর্য্য হলুম, মনে হলো। যেন কোন্ যাদুকরের মায়া স্পর্শে সমস্ত অভিনয় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যাঁরা প্রথম রাত্রে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন তাঁদের দুর্ভাগ্যে আমরা সহানুভূতি না জানিয়ে পারছি না। নাট্যমন্দিরের উচিত তাঁদের আর-একদিন নিমন্ত্রণ কোরে অভিনয় দেখিয়ে নিজেদের প্রায়শ্চিত্ত করা। আমরা লক্ষ্য কোরে আসছি প্রায় সব রঙ্গমঞ্চেই এই প্রথম-রাত্রেই অভিনয়-হত্যা-ব্যাপারটা ক্রমেই সংক্রামক হয়ে উঠছে। এ রাত্রি যেন পিতৃ-মাতৃ-হীন অনাথ। এ রকম যদি চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে দর্শকদের পয়সা খরচ কোরে প্রথম-রাত্রির অভিনয় দেখার সখ ত্যাগ করা দরকার হবে।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্‌লার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

*

রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" ঠিক রকম অভিনয় করা মোটেই সহজ নয়—একথা যাঁরা অভিনয়-নিপুণ তাঁরা স্বীকার করবেনই। একখানি অখণ্ড কাব্যকে পরিপূর্ণ নাটকে রূপান্তরিত কোরে রবীন্দ্রনাথ 'এই বিসর্জ্জনের সৃষ্টি করেছেন। এর কাব্যাংশ এবং নাটকাংশ এমন সূক্ষ্ম সূত্রে একত্র গ্রথিত যে এর একটির উপর একটু বেশী ঝোঁক দিতে গেলেই অন্যটি অত্যন্ত খর্ব্ব ও হীনপ্রভ হয়ে পড়ে। সেই জন্য এর অভিনয়ের মধ্যে অত্যন্ত জটিলতা আছে। চরিত্রগত জটিলতাকে অভিনয়ে সুস্পষ্ট করা শক্ত কাজ স্বীকার করি কিন্তু তার চেয়ে শক্ত এই অনির্ব্বচনীয় ভাব-গত জটিলতাকে পরিস্ফুট করা। এ বিষয়ে নাট্যমন্দির সর্ব্বাংশে না হোক অনেক অংশে সফল হয়েছেন, এ জন্য তাঁরা আমাদের আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। কাব্যকে অভিনয় করা চলেনা কিন্তু তার রস বণ্টন করা চলে—এই রস বণ্টন করবার জন্য অভিনয়-কলার চেয়ে সূক্ষ্মতর কলা জ্ঞান থাকা দরকার। শিশিরকুমারের প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে এই জ্ঞানের পরিচয় সে রাত্রে আমরা অনেক জায়গায় পেয়েছি। যেখানে অভাব আছে আশা করি অচিরে তিনি তা পূর্ণ কোরে দেবেন। হারে রবীন্দ্রনাথের "রাজা ও রাণী" এই হিসাবে মোটেই সফল হয়নি—নাট্যমন্দিরের "বিসর্জ্জনে" তা হয়েছে!

*

আমাদের জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের নাটক আমাদের রঙ্গমঞ্চে বারংবার অভিনীত হয় এ আন্তরিক কামনা আমরা বহুবার প্রকাশ করেছি। তাঁর নাটকের অভিনয় দেখবার কল্পনায় আমরা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি—আমাদের এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে পাপ নেই! কিন্তু আমরা চাই তাঁর নাটক যেন যথোচিতভাবে অভিনয়ের চেষ্টা হয়। কারণ তা না হলে আমাদের এই আক্ষেপ চিরদিনই করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথের নাটক বাংলার আসরে জমেনা। ভাল নাটক না জমলে আমরা স্বাভাবিক উদারতা-বশে সমস্ত দায় নাটকের উপর চাপিয়ে দিই—একথাটা প্রায়ই ভুলে যাই যে নাটক জমা না-জমা অনেকটা নির্ভর করে তার প্রয়োগের উপর। যত ভালই গান হোক, যত মধুরই সুর হোক, গাইতে না পারলে যে গান জমে না এ তো প্রত্যক্ষ সত্য। এই গাইতে পারা চাই, তবে আসর জমবে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের নাটক জমে না, এ কথা বল্‌বার আগে আমাদের রঙ্গমঞ্চকে সবদিক থেকে রবীন্দ্রীয় নাটকের উপযোগী কোরে তুলতে হবে। এখন যে চালে চলছে সে-চাল যে সম্পূর্ণ উপযোগী নয় এ কথা স্বীকার করতে যদি আমাদের দম্ভে আঘাত লাগে তার জন্যে মায়া করলে চলবে না। যা জমেনা বলে ভয় পাই, তাকেই যদি জমাতে পারি তবে যে অসাধ্য সাধন করা হবে। তার চেয়ে বড় গৌরব দুনিয়াতে আর কি আছে?

*

কথা উঠবে,—সুরসিক বোদ্ধা-দর্শকের অভাব। কিন্তু আগিক দর্শকদের সুরসিক কোরে তোলবার গুরুভার যে রঙ্গমঞ্চেরই হাতে। সে-কথা ভুললে

চলবে কেন? রসের স্বাদ পেলে তো তবে সুরসিকের সমাগম হবে। বাংলা দেশে সত্যকার সুরসিক দর্শকের অভাব আছে বলে মনে করিনা। গ্যালারিতে, পিটে কিম্বা বক্সে যে তাঁদের অভাব দেখতে পাই তার কারণ এখানকার রঙ্গমঞ্চ তাঁদের মুখ-রোচক খোরাক জোগাতে পারেন না। যেখানে তা পেরেছেন সেখানে তা তারিফ করবার লোকের মোটেই অসদ্ভাব হয়-নি। তার প্রমাণ ষ্টারের "চিরকুমার সভা"। তা যদি না হতো তাহলে "চিরকুমার সভার" যে সুক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ ও সুসভ্য হাস্যরস তা অতলে তলিয়ে যেত। বাংলাদেশ যদি কেবলই মাথা-মোটা ভোঁতা জনমানবে পরিপূর্ণ হতো তাহলে ষ্টার রঙ্গমঞ্চ বাহবা না পেয়ে যা পেতেন তার কথা না বলাই ভালো। তাঁরা ঠিক জিনিষটি দিতে পেরেছেন এবং তার পরিষ্কারও যথেষ্ট মিলেছে। এই ঠিক জিনিষটি দেওয়া চাই। নইলে যা-তা কোরে রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণে উপস্থিত করলে তাতে নিজেদেরই অক্ষমতাকে নগ্নমূর্ত্তিতে প্রকাশ করা হবে। এত কথা বলবার কারণ এই যে এখন চারিদিকে রবীন্দ্র নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ সুরু হয়েছে। এই উদ্যোগের মুখে আমাদের রঙ্গমঞ্চকে একবার ভালো কোরে তাগিয়ে নিতে হবে, সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

*

নাট্যমন্দিরের "বিসর্জ্জনে"র অভিনয়ে জয়টীকা লাভ করেছেন রাণী গুণবতীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা। তাঁর মাথার রাণীর মুকুট তাঁর অভিনয়-সাফল্যে যে অমলিন উজ্জ্বলতা লাভ করেছে তা কোনো মণি-মুক্তার গর্ভে নেই। তৈরি কোরে তুলতে পারলে অভিনয়কে যে কতদূর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায় তা সে রাত্রে রাণীর অভিনয় দেখতে দেখতে বার বার মনে হয়েছিল। এই যে কয়েকটি অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে শিশিরকুমার সুশিক্ষিত কোরে তুলছেন, আমাদের মনে হয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এই দান তাঁর সব চেয়ে বড় দান। এমনিতর কিছুদিন চললে ভবিষ্যতে আগাগোড়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখে পরিতৃপ্ত হবার সম্ভাবনা পাকা হয়ে দাঁড়াবে। রাণীর চলন-বলন ধরণ ধারণ সম্পূর্ণ রাণীর মতোই হয়েছিল, সেখানেই তার শেষ নয়; কিন্তু এ রাণীটি যে বিশেষ কোরে বিসর্জ্জন নাটকের রাণী গুণবতী, সেটি শ্রীমতী চারুশীলা নিজের অভিনয়ে আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট কোরে তুলেছিলেন। অনেক অভিনয়ে অনেক রাণী দেখেছি প্রায়ই মনে হয়েছে সব রাণীই যেন এক—মার্কা-মারা রাণী মাত্র। কিন্তু হঠাৎ সেদিন চারুশীলা সে ভ্রম আমাদের ঘুচিয়ে বিস্মিত করেছেন। তাঁর মধ্যে তাঁর ভূমিকার উপযোগী দাম্ভিকতা ও রুক্ষতার ভাব যথোচিতভাবেই ছিল কিন্তু সেই ভাব আগোগোড়া তাঁর গায়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিল না; স্থান-কাল-ভেদ এবং প্রয়োজন-অনুযায়ী সেই ভাব স্তরে স্তরে বিচিত্র রূপে ও রসে পরিব্যক্ত হয়ে উঠছিল। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে এমন একটা নমনীয়তা ছিল, যার হিল্লোলে তাঁর চরিত্রের অন্তরতম বার্ত্তাটি সুন্দর সুষমায় জল-জ্যান্ত হয়ে উঠতে বাধা পায়নি। চারুশীলার কণ্ঠস্বরে যে সকল দোষ পূর্ব্বে দেখেছি এ অভিনয়ে তা খুঁজে পাওয়া শক্ত দেখলুম। কণ্ঠস্বরের সুসমঞ্জস উত্থান-পতনে বাক্যের রসকে তিনি এমন জীবন্ত ও মর্ম্মস্পর্শী কোরে তুলতে পেরেছিলেন যে সন্তানহীনা নারীর মর্ম্ম-বেদনা ও হিংসা, স্বামীর প্রতি অভিমানের কঠোরতা, মহাকাল-স্বরূপিনী-মহাদেবীর প্রতি বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা, সহজ সরল শুভ্র প্রেমের প্রতি অন্ধতা প্রভৃতির অভিনয় সুন্দর নিখুঁৎ রূপ লাভ করেছিল; এবং সব শেষে তাঁর চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন তাও চমৎকার ফুটেছিল। তাঁর এই অভিনয়-সাফল্যের জন্ম তাঁকে আমরা বারম্বার অভিনন্দিত করছি।

*

এই নাটকের সব চেয়ে কঠিন অংশ জয়সিংহের ভূমিকা। এই ভূমিকায় আমরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। কাজেই নাট্যমন্দিরে যিনি এই অংশ অভিনয় করেছিলেন, তাঁর প্রতি সুবিচার করা কঠিন হবে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর এখনো আমাদের কানে লেগে আছে, তার সঙ্গে যে তুলনা আপনা হতেই মনে জেগে ওঠে তার মাপকাঠি দিয়ে নাট্যমন্দিরের এই তরুণ অভিনেতার কেন, যে কোনো প্রতিভাশালী অভিনেতার তুলনা করতে গেলে তাকে জোর কোরে খাটো করা হবেই। কাজেই যেমন সাহিত্য-ক্ষেত্রে, তেমনি এই অভিনয়-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আমাদের ভুলতে হবে।

*

শিশিরকুমার এই ভূমিকা অভিনয় করবার ভার উদীয়মান অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়কে দিয়ে তাঁকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং রবীন্দ্র মোহন যে নিজের সে গৌরব এবং শিশিরকুমারের মুখ রক্ষা করেছেন তা দর্শকবৃন্দের মধ্যে থেকে উত্থিত প্রশংসাধ্বনি থেকেই সপ্রমাণিত হয়েছে। জয়সিংহের অভিনয় যে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ করেছে তা আমাদের আশ-পাশ চারিদিক চেয়ে বুঝতে পারছিলুম। প্রথম দিন এঁর অভিনয় তেমন ভালো হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় দিনে জানি না কেন, হঠাৎ এঁর আশ্চর্য্য উন্নতি দেখা গেল। এঁর ভূমিকায় নাট্যাংশের চেয়ে কাব্যাংশ বেশী এবং সেই কাব্যাংশ ইনি নিজের কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে মধুময় করে তুলেছিলেন; ভাষায় যতটুকু প্রকাশ করা দরকার, সেইটুকুতেই সীমাবদ্ধ না থেকে স্বরের ইঙ্গিতে তার চেয়ে অনেকখানি ব্যাপ্তির মধ্যে এঁর অভিনয়কে ইনি বিস্তৃত কোরে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটা কম বাহাদুরির কথা নয়। গুরুর প্রতি ভক্তি, রাজার প্রতি ভালবাসা, অপর্ণার প্রতি প্রেম, ইনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন এবং সন্দেহ হতে সন্দেহের ঘূর্ণিপাকে যে বিষম যাতনা তা এঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে উৎসারিত হয়েছিল। এর চেয়ে আর বেশী কি চাই?

*

একটা কথা বলে রাখি' জয়সিংহের ভূমিকা থেকে দর্শক যদি গুরুতর গোছের অভিনয় কিছু পাবার আশা করেন তাহ'লে তাঁকে বিফল-মনোরথ হতেই হবে; কারণ এর মধ্যকার যে রস সেটি হচ্ছে প্রধানত কাব্য-রস গীতি-কবিতার মতো এটি স্বপ্ন ভারাক্রান্ত, কাজেই এর যা কাজ তাতে স্বপ্ন রচনা করবে, মোহ সৃষ্টি করবে, একটা অব্যক্ত শিহরণে হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপিয়ে তুলবে। এর চেয়ে বেশী কিছু নয়! রবীন্দ্রমোহন এই স্বপ্ন অথচ মর্ম্মস্পর্শী মূর্চ্ছনা দর্শকদের হৃদয়ে বাজিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছেন এবং সেখানেই তাঁর কৃতিত্ব পরিস্ফুট হয়েছে। দোষ তাঁর কিছু কিছু ছিল কিন্তু তাদিয়ে তাঁর গুণকে আচ্ছন্ন করবার মতো নিষ্ঠুরতা আমরা আপাতত সংগ্রহ করতে পারছিনা।

*

অপর্ণার ভূমিকা যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁকে পূর্ব্বে তেমনতর কঠিন কোনো অংশ অভিনয় করতে আমরা দেখিনি। আমাদের ধারণা ছিল ইনি এখনও কাঁচা কিন্তু এই ভূমিকায় দেখলুম তিনি পাকা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন। শ্রীমতী উষার অভিনয় দেখে মনে হলো শিশিরকুমারের শিক্ষা সার্থক হয়েছে। চিরদুঃখিনী ভিখারিণী বালিকা এই অপর্ণা তাঁর সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে এমন একটি করুন মূর্ত্তি তাঁর কণ্ঠস্বরে তাঁর চাল-চলনে হাবে-ভাবে ফুটিয়ে রেখেছিলেন যে স্বতঃ-উৎসারিত সহানুভূতিতে মন ভরে ওঠে। এঁর গলা থেকে চিরজীবনের একটি দুঃখের সুর এত সহজে বার হয়ে আসছিল যে মনে হচ্ছিল এ যেন কৃত্রিম অভিনয় নয়, এ যেন সত্যকার বেদনা। এই বিভ্রম সৃষ্ট করার কৌশলের মধ্যে যে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব আছে তা কোনো মতেই সামান্য নয়। এমনিতর ভূমিকার অভিনয়ে সাধারণতঃ অভিনেত্রীর কণ্ঠে এমন একটা ন্যাকামি সুর আশ্রয় গ্রহণ করে যা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। এই অভিনেত্রীটি সেই দোষ কাটিয়ে তুলেছেন, এতে আশা হয় এঁর ভবিষ্যৎ ভালই হবে। এর সমস্ত অভিনয়টি সেদিন একটি করুণ গানের বেদনা-ভরা সুরের মতো কানের ভিতর দিয়ে আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করেছিল।

*

রাজার ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। এঁর অভিনয় সম্বন্ধে দর্শকদের মধ্যে দেখলুম মত-ভেদ আছে। কারো ভালো লেগেছে কারো লাগেনি। যাঁদের ভালো লাগেনি তাঁরা বলতে চান যে রাজার মধ্যে তেজের অত্যন্ত অভাব ঘটেছে। আমরা কিন্তু এ নালিশ মঞ্জুর করতে রাজি নই। রাজার চরিত্র বিশ্লেষণ কোরে দেখলে আমরা দেখি যে তাঁর হৃদটি স্নেহে ভরা—কোথাও একটু সামান্য আঘাতে যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঝনঝনিয়ে ওঠে। ঐ স্নেহ-দিয়ে-ধোয়া চোখে তিনি আত্মীয়-স্বজন রাজ্য-প্রজা সইকে দেখেন। রাজ্যের কে থাকার কে দুটি দরিদ্র অনাথ শিশু এঁর নয়ন মণি! অজানা ভিখারিণী বালিকার ছাগ-শিশু-হরণ-কাহিনী শুনে যে এর বুক ব্যথার ভরে ওঠে, যে-ভাই এঁর প্রাণবধের চক্রান্ত করে তাকে শুধু নয়ত্তার পাপরেপাপ বলে মনে করতে এঁর কষ্ট হয়—এ মনির স্নেহশীল হৃদয় এঁর ইনি যখন দেবীর পূজার বলি বন্ধ করেন। রঘুপতিকে নির্ব্বাসিত করেন রাজাজ্ঞা চোর করেন রাণীর পূজা ফিরিয়ে দেন, তখন সে একটা স্বেচ্ছাচারী রাজার রাজ-দম্ভে অপ্রাণিত হয়ে নয়—সে একটি স্নেহশীল হৃদয়ের অনু-প্রেরণায়। এমন কি স্বয়ং রাজা হয়ে নিজের আদেশ প্রচারে তাঁর হৃদয়ের এতখানি সঙ্কোচ যে বলি বন্ধ করতে তিনি বলে উঠলেন—দেবীর আদেশ! এ-হেন রাজা—তাঁ তেজ আছে বৈ কি। কিন্তু সে তেজ পরকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয়। সে তেজ পরকে পোড়ায় না, নিজেকে পুঁড়িয়ে দুঃখের মধ্যে শান্তি এনে দেয় এ তেজ বহির্মুখী নয় অন্তর্মুখী। কাজেই রাজার অভিনয়ে যাঁরা ভয়ের তেজ খুঁজবেন, হাঁক-ডাক চাইবেন, তাঁরা ভুল করবেন। আমাদের ত মনে হয় রাজার অভিনয়ে তেজের বিন্দুমাত্র অভাব হয়নি। বরং তাঁর নিজের স্বার্থশূন্যতার সর্ব্বলোপী তেজে তাঁকে পলে পলে পুড়তে দেখেছি— তাঁর বাইরের শান্ত মূর্ত্তির উপর সেই ছাই মাঝে মাঝে উড়ে এসে পড়েছে, তাও দেখেছি—আমাদের হৃদয় সমবেদনায় ভরে উঠেছে, চোখে জল এসেছে, রাজার অভিনয় সার্থক হয়েছে।

•

তবে রাজার অভিনয়ে মনোরঞ্জন বাবুর যে ক্রটি আমাদের চোখে পড়েছে তা এই যে রাজ নিজেকে অত্যন্ত শান্ত রাখতে গিয়ে মাঝে মাঝে এমন ভালো মানুষটি হয়ে পড়েছেন যে হঠাৎ মনে হয়েছে তাঁর মাথা থেকে যেন রাজ-মুকুট খসে গিয়ে একটা সামান্য মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। রাজার বিভ্রম তিনি সবজায়গায় বজায় রাখতে পারেন নি। মনোরঞ্জন বাবু একটু সতর্ক হলেই এ ক্রটি শুধরে যাবে কাজেই এটা এখনো তত মারাত্মক মনে হচ্ছেনা। তবে তাঁকে এটুকু সাবধান কোরে দিই যে তাঁর রাজার ভূমিকা দেখে সবাই যে বাহবা দেবে এমন আশা তিনি যেন না মনে পোষণ করেন। কারণ বাইরে তাঁর দেখাবার বিশেষ কিছু নেই এবং ভিতর-দিক দেখবার চোখ সব দর্শকের নেই।

•

যদিও নামে-ডাকে চাঁদপালের অংশ তেমন বড় নয়, কিন্তু শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু নিজের অভিনয়-গুণে এই ভূমিকাটিকে যেমন মূল্যবান, তেমন মানুষ কোরে তুলেছেন। সাজ-গোজ থেকে আরম্ভ কোরে কথা বলবার চলবার এবং নমস্কারের ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত দেখে মনে হচ্ছিল বইয়ের পাতা থেকে আসল চাঁদপাল যেন উঠে এসেছে। চতুর ভূমিকার এই অভিনয়-চাতুরী দেখে আমরা একান্ত মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর মতো প্রাণ-খোলা প্রশংসা আমরা খুব কম অভিনেতা কেই করতে পেরেছি।

•

নক্ষত্র রায় মন্দ নয়—কথার ভঙ্গীতে মাঝে মাঝে নাটকে বেশ রস-যোজনা করেছেন বটে কিন্তু তাঁর চোখ মুখ এবং হাত-পা নাড়ার মধ্যে যে বাচালতা এবং বর্ব্বরতা আছে, তা আমরা রাজ-পুত্রের অঙ্গে সহ্য করতে বিন্দুমাত্র প্রস্তুত নই। অন্য নাটকে হয়তো চলতে পারে, কিন্তু এখানে একেবারে অচল। এই অভিনেতার অনেক গুণ আছে, কিন্তু তাঁর মুদ্রাদোষ কাটিয়ে না তুললে সে গুণ চাপা পড়ে যাবে অচিরেই।

•

ছোট-খাটো ভূমিকার মধ্যে "হাসির" চেয়ে "তাতা"কে আমাদের লেগেছিল ভালো। ছোট মেয়েটী "তাতার" অভিনয় ভারি মিষ্টি রকম করেছিল। জনতার দৃশ্যগুলি হট্টগোল এবং হাস্য-রসে মুখরিত হয়ে বেশ জমে উঠেছিল। এই দৃশ্যের নর-নারীদের বিচিত্র পরিচ্ছদ চমৎকার দেখাচ্ছিল। আর ভাল লেগেছিল পূজার সময় ঢাক ঢোল ও কাঁসির বাজনা।

•

সব-শেষ রঘুপতির কথা। এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন শিশিরকুমার রক্ত-বস্ত্র-পরিহিত শক্তি-পূজারী ব্রাহ্মণের মূর্ত্তিতে তাঁকে মানিয়েছিল ভালো। তাঁর চলা-বলায় দাঁড়ানো ও হাত-নাড়ার ভঙ্গীতে মনে হচ্ছিল, যদিও তিনি এ নাটকের রাজা নন, তথাপি যেন সকলের হৃদয়-মনের অধিপতি তিনিই। তাঁর সাজ-সজ্জা সবই ভালো কিন্তু তবু আমাদের মন কেমন খুঁৎ খুঁৎ করছিল এই জন্য যে তিনি তাঁর নিজের চেহারা ভালো কোরে গোপন করবার চেষ্টা করে-নি কেন? চেহারার বিভ্রম দিয়ে চরিত্র-গত রূপকে চোখের সামনে এনে খাড়া করলে প্রথম-দেখাতেই মনের মধ্যে এতখানি গভীর রেখা-পাত করে যে তাতেই অভিনয়ের অর্দ্ধেক কাজ হাসিল হয়ে যায়। এই সুবিধার প্রতি শিশিরবাবুর অবহেলা আমরা মোটেই অনুমোদন করি না।

•

কিন্তু তাহ'লেও শিশিরকুমার নিজের অভিনয় নৈপুণ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই বিভ্রমের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সেই রক্তাম্বর পরিহিত ব্রাহ্মণের চলা ফেরার মধ্যে আমরা রঘুপতিকে প্রত্যক্ষ করেছিলুম। রঘুপতির অভিনয়টাকে শিশিরকুমার নিতান্ত সহজভাবে গ্রহণ করেননি; সেই জন্য আমাদের বিশ্বাস নাটকের প্রথম দিকটায় তিনি সাধারণ দর্শকের সম্পূর্ণ মনহরণ করতে পারেননি—যদিও আমরা তাঁর প্রত্যেক গতিবিধি বিস্ময়আগ্রহে লক্ষ্য কোরে চমৎকৃত হচ্ছিলুম। নাটকের এই অংশে ভাবাবেগে খুব খানিকটা চেঁচিয়ে ও হাত পা ছুঁড়ে আসর জমিয়ে হাততালি পাবার বেশ একটু সুযোগ ছিল; কিন্তু শিশিরকুমার সে প্রলোভন পরিত্যাগ কোরে চরিত্রের সূক্ষ্মাতীত সূক্ষ্মবিশ্লেষণের দিকে বেশী কোরে নজর দিয়েছিলেন। সেই জন্য তাঁর অভিনয় আড়ম্বরপূর্ণ না হয়ে সহজ সরল গতির সৌন্দর্য্যে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল। তিনি নাটকের অংশবিশেষকে জমিয়ে তোলবার চেষ্টা না কোরে সমগ্র চরিত্রটিকে তার বিচার-মতো একটি বিশেষ রূপের রেখার মধ্যে দিয়ে পরিণতির দিকে অগ্রসর কোরে নিয়ে যাচ্ছিলেন যাতে কোরে রঘুপতি একটা পুরা মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত আমরা দেখি অভিনেতারা আপাত-প্রশংসার প্রলোভনে উদ্‌গ্রীব হয়ে খণ্ডর দিকে এতটা দৃষ্টি দিয়ে ফেলেন যে সমগ্র দৃষ্টিটা হারিয়ে যায়; তাতে ফল হয় এই যে, চরিত্র হয়ত খণ্ড হিসাবে কিছু কিছু জমে কিন্তু তার পরিণতিতে সে না পৌঁছে একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু হ'য়ে দাঁড়ায়। শিশিরকুমার রঘুপতিচরিত্র অভিনয় করবার সময় কেমন খুঁটিয়ে খুটিয়ে এই পরিণতির সূক্ষ্ম জটিল পথ ধরে চলছিলেন সেটি লক্ষ্য করতে বিস্ময় ও আনন্দ আছে। তিনি যে ধারায় অভিনয় করছেন সে ধারার সঙ্গে মন মিলিয়ে তাঁর অভিনয় না দেখলে অনেকের তা পানসে লাগতে পারে, বাহবা হয়ত তিনি কম পাবেন; কিন্তু রসিকজনের আনন্দনিবেদন তাঁর জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে।

*

প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে অন্ধ ভিখারী রূপে এই নাটকে কয়েকটি গানগেয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছিলেন। তাঁর মতো সুকণ্ঠ গায়ক এদেশে খুব কমই দেখিছি। তিনি যে সঙ্গীত সুধায় সকলের মন হরণ করেছেন এতে আর বিচিত্র কি! তিনি যে আমাদের আনন্দ সুধা বিতরণ করেছেন এজন্য আমরা তাঁকে বার-বার ধন্যবাদ দিই।

*

এবার নাট্যমন্দিরে এক নূতন শিল্পীর কারু-কার্য্য দেখলুম। ইনি শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতিতে শিক্ষিত তাঁরই শিষ্য। এঁরই পরিকল্পনায় ও নায়কতায় বিসর্জনের দৃশ্যপট অঙ্কিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে পূর্ব্বে এঁর হাতের কাজ দেখেছি বলে মনে পড়ে না; কিন্তু ইনি যে কাঁচা নন, একেবারে পাকা আর্টিষ্ট তা তাঁর হাতের গুণ দেখে বেশ বোঝা যায়। মন্দিরের দৃশ্যটা পরিকল্পনায় ও অঙ্কনে চমৎকার। প্রাচীন ভারতীয় মন্দিরের গায়ে যেমন দেখা যায় বিবিধ রেখা ও বিচিত্র মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ এ মন্দিরটিকেও শিল্পী তেমনি কোরে অসীম ধৈর্য্য ও পরিশ্রমের সঙ্গে সুশোভিত করেছেন। দেখে মনে হয় বস্তুত শিল্পীদরদ দিয়ে অখণ্ড আগ্রহ ভরে এই মন্দিরটিকে তিনি গড়ে তুলেছেন—এর মধ্যে যেন হেলা ফেলা নেই। রাজ প্রাসাদের কক্ষটিও বেশ হয়েছে—স্নিগ্ধ স্বচ্ছ। সব-চেয়ে তারিফ করি দৃশ্যপটে এঁর রঙের বিন্যাস। এর দেওয়া রং চোখে বেঁধেনি, চোখ মুগ্ধ করেছে এবং দৃশ্যপট সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়ে এসে বলেনি—আমাকে দেখ! সে তার নিজের জায়গায় থেকে দাঁড়িয়ে নিজের কাজ করেছে। নাটকের দৃশ্যপট যদি দৃশ্যবস্তুর চেয়েবড় হয়ে উঠে সেটা তার বেয়াদবি! আমরা তা সহ্য করতে রাজি নই আমরা এই তরুণ শিল্পীর জয় কামনা করি।

*

রসরাজ অমৃতলালের রসের উৎস বহুকাল পরে এবার মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে উৎসারিত হয়ে উঠবে! "খাসদখলের" পর এমন সুবদ্ধ নাট্য নাকি আর দেখা যায়নি। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে রসরাজের এই ক বয়সের পরিবেষণ করা সুপরিপক্ক রসাস্বাদনের জন্য প্রস্তুত রইলেম। মিনার্ভার নাট্য সম্প্রদায় এই শ্রেণীর নাটকাভিনয়ে যে কেমন সপটু সে পরিচয় তাঁরা রসরাজের আগে রসযুবরাজ ভূপেন্দ্রনাথের একাধিক নাটকাভিনয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আশা করা যেতে পারে যে 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখে আমরা খুশী হয়ে আসবো।

*

'ব্যাপিকা বিদায়ের' পরই আবার ভূপেন্দ্রনাথ দর্শকদের 'নারী রাজ্যে' নিয়ে যাবেন! প্রলোভনটা দেখছি বেশ একটু প্রবল আকর্ষণে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে! 'নারীরাজ্যে'র ব্যাপারটা শোনা গেল ভূপেন্দ্রনাথ নাকি পৌরাণিক জগৎ সন্ধান করে আবিষ্কার ক'রেছেন!

*

কাল নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' ও মিত্র থিয়েটারে 'জনা' অভিনয় হ'য়ে গেছে। আসছে বারে আমরা এই দু'টি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবো।

*

ষ্টার থিয়েটার তিনখানি নূতন নাটকের ইস্তাহার জারি করেছেন। 'গোরখবাবু' 'লাখটাকা', 'মুক্তির উপায়।' এর মধ্যে লাখটাকাই শুনছি সকার দর্শকদের হাতে এসে পড়বে!

*

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শুধু নাট্যকার নন তিনি একজন সুধী। তাঁর অদ্ভুত কল্পনা শক্তির পরিচয় পেলে বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না। ক্ষীরোদবাবু গীতিনাট্য রচনায় সিদ্ধকাম! তাঁর 'আলিবাবা' 'প্রমোদ রঞ্জন' আজও বহু জনের মনোরঞ্জন করেছে। মিত্র থিয়েটার যে তাঁর বৌদ্ধযুগের এই রসময় নাটক "জয়শ্রী"র অভিনয় করে নাট্য যুদ্ধের প্রতিযোগীতায় 'জয়' লাভ করবেন ও 'শ্রী' মণ্ডিত হবেন তাতে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না!

*

পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কেহই সঠিক উত্তর দিতে পারেন নি। অধিকাংশ পাঠকই বলেছেন। ইনি শিশিরকুমার ভাদুড়ী! এই ভুলটাই তাঁরা করবেন জেনেই আমরা বোম্বাইয়ের 'Times of India' শীর্ষক প্রসিদ্ধ সচিত্র সাপ্তাহিকে এই ছাবিখান দেখে 'নাচঘরে' তুলে দিয়েছিলেম।

ইনি হচ্ছেন—

মিঃ এইচ্. জে. পেথারীজ

লণ্ডনের সিটি স্কুলে দৌড় বাজী খেলায় ইনি 'মাইল ছুটে' প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন!

*

ষ্টার থিয়েটার প্রাচীরপত্র দিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' তাঁরা অভিনয় করবেন। এ বিজ্ঞাপন দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই নাটক নূতন লিখেছেন। আমরা গত সপ্তাহে প্রকাশ করেছিলুম বহুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" গল্প অবলম্বনে শ্রীযুক্ত সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় যে "দশচক্র" রচনা করেছিলেন ষ্টার সেই "দশচক্র" অভিনয় করবেন। এই বিজ্ঞাপনে সৌরীন্দ্রবাবু এবং "দশচক্রের" নাম গোপন কোরে ষ্টার ব্যবসা বুদ্ধির প্ররোচনায় সর্ব্বসাধারণের চোখে যে ধূলো দিতে চাইছেন তাহা অত্যন্ত নিন্দনীয়।

*

ষ্টারে সৌরীন্দ্রমোহনের 'লাখ টাকার খুব জোর মহলা চলেছে। নাট্যকার স্বয়ং উপস্থিত থেকে মহলার তত্ত্বাবধান করছেন। কথানি গানের সুর দিয়েছেন শুনছি আমাদের বন্ধু সুরের যাদুকর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সাজ-পোষাক দৃশ্যপটেও বৈশিষ্ট দেখাবার যথেষ্ট আয়োজন করছেন। এটর্নি রক্তবীজের ভূমিকায় নামছেন প্রতিভাশালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর চরিত্র সৃষ্টির (creating characters) শক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি, চিরকুমারে 'চন্দ্রের' ও গৃহপ্রবেশে 'যতিনের' অভিনয়ে সুতরাং আশা আছে, রক্তবীজ এটর্ণিকেও তিনি গোটা রক্তমাংসের জীবে জাগিয়ে তুলবেন। নায়ক ফকারামের ভূমিকায় রাধিকানন্দ বাবুর অভিনয় একটা দেখবার জিনিষ হবে এ আশাও আমাদের বিলক্ষণ আছে—তার উপর তিনি আর একটি নূতন ব্যাপার দেখিয়া দর্শকের তাক লাগিয়ে দেবেন, শুনছি, সে ব্যাপারটি ফকারাম ও নায়িকা চঞ্চলার ডুয়েটগান। এ জিনিষটী নূতন—এবং ক্রমে পারদর্শিতা দেখাতে পারলে রাধিকাবাবুর পরিচয় হবে খুব। শুনছি, আগামী সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের নাকি 'লাখটাকার' প্রথম অভিনয়।

—

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

(শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

—:০:—

দীর্ঘ দুই বাহু মেলি' আর্তকণ্ঠে ডাক দিলে সীতা, সীতা, সীতা।
পলাতকা গোধূলি-প্রিয়ারে,
বিরহের অস্তাচলে তীর্থযাত্রী চলে' গেল ধরিত্রী-দুহিতা
অন্তহীন মৌন অন্ধকারে!
যে কান্না কেঁদেছে যক্ষ কলকণ্ঠা শিপ্রা-রেবা-বেত্রবতী তীরে,
তারে তুমি দিয়েছ যে ভাষা;
নিখিলের সঙ্গিহীন যত দুঃখী খুঁজে ফিরে বৃথা প্রেয়সীরে,
তব কণ্ঠে তাদের পিপাসা!
এ বিশ্বের মর্ম্মব্যথা উদ্বেলিছে ওই তব উদার ক্রন্দনে,
ঘুচে গেছে কালের বন্ধন;
তারে ডাক, ডাক তারে যেই প্রিয়া যুগে যুগে চঞ্চলচরণে
ফেলে যায় ব্যগ্র আলিঙ্গন!
তোমার রোদনমন্ত্রে বিরহের স্বর্গলোক করিলে সৃজন,
আদি নাই, নাহি তার সীমা;
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি, চক্ষে তব উষার স্বপন,
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা!

বিজলী ১১ই আষাঢ়।

রঙ্গ-রেণু

শ্রীমতী লিলিয়ান গিসের নোতুন ছবির বিরাম নেই। "লা বাহেমিয়" (La Boheme') পর "লাল লেখা" (The Scarlet letter) র তার পরে "এ্যানিলরি" এ যেন "ঝরে অবিরত ধারে।"

*

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত সেসিল ডিমিল একখানি মন চলচ্চিত্র সৃষ্টি কর্‌বার কল্পনা কোরেছেন যার অভিনেতা অভিনেত্রী সকলো হবে কৃষ্ণবর্ণ নিগ্রো। খুব মজার ছবি হবে নিশ্চয়ই।

*

শ্রীমান জ্যাকি কুগান তা হোলে এখনও চিত্রনাট্ থেকে অস্থায়ীভাবে অবসর নেন নি কারণ তাঁর একখানি নোতুন ছবি তৈরি হবার বন্দোবস্তের কথা শোনা যাচ্ছে। এর নাম হবে "জনি তোমার চুল ছেঁটে নাও" (Johnny get your hair cut)। এ হোচ্ছে ঘোড়দৌড় সম্বন্ধীয় ঘটনা আর এতে শ্রীমানের নোতুন ধরণের অভিনয় অভিব্যক্তি দেখা যাবে।

*

ক্স চিত্রসজ্ঘ গুঞ্জধ্বনি ফরাসী নাটিকা "লিলির" প্রযোজনভার পেয়েছেন। তারা সেটিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত কোরবেন আর শ্রীমতী বেল্ বেনেটকে তাতে নায়িকার ভূমিকা দেবেন।

•

সুবিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত এ্যারিক ফন্ ষ্ট্রোহীমের নির্দ্দেশে শ্রীমতী পোলা-নেগ্রিকে নায়িকা নির্ব্বাচিত কোরে একখানি নোতুন ছবি তৈরী হবে। তার নাম আপাততঃ হোলো "রাজকীয় ভোজ্যাগার" "(Hotel Imperial) পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো টেনিস্ খেলোয়াড় কুমারী লেংলেন বোধ হয় "প্রেমের খেলা" (Love game) নামক একখানি চিত্রনাট্যে শীঘ্রই আবির্ভূতা হবেন। শোনা যাচ্ছে কুমারীর মা, বাবা, ও একজন বান্ধবীও তাঁর সঙ্গে ছবিতে নামবেন। যাঁরা এই ছবি বের কোরবেন তাঁরা কুমারী লেং-লেনকে যে সর্ত্তে পেতে চান তিনি এখন তা গ্রহণ করবার বিষয় বিবেচনা কোরছেন। তিনি এতে রাজী হোলে তবেই এই ছবি ভূমিষ্ঠ হবে।

•

মেট্রো গোলডউইন্ মেয়ার চিত্র সঙ্ঘে যে "বৈদ্যুতিক আর্ক আলো" আছে তা জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে তেজস্বী। তাতে ৩৫০০০০০০ সম্মিলিত বর্ত্তিকার আলো হয় আর তার রশ্মি ৯০ মাইল দূরে ক্ষেপণ করা যায়।

•

"দুষ্ট বৌ (The naughty wife) নামক চিত্রনাট্যে শ্রীমতী আইডি-ভিউকও শ্রীযুক্ত গাই নেওয়াল (Guy Newal) যথাক্রমে নায়িকা নায়কের ভূমিকা নেবেন। এই নামের নাটকে বিলাতী রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী গ্লাডিস কুপার ও শ্রীযুক্ত চার্লস্ হট্রি প্রধান ভূমিকা দুটির অভিনয় কোরে ছিলেন।

"শেষ সাক্ষ্য" (The last witness) ষ্টোল্ চিত্র সঙ্ঘের তৈরী একখানি ছবি। এতে শ্রীমতী ষ্টেলা আরেনিয়া ও শ্রীযুক্ত জন্ হ্যমিল্টন্ অভিনয় কোরেছেন।

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৭ম সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৪শে আষাঢ়
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

কলিকাতা সহরের ভিতর বাঙালী সম্প্রদায়ের চারটি থিয়েটার আবার পুরাদমে চলতে সুরু হয়েছে। অনেকে বলছেন চার চারটে থিয়েটার পোষবার মতো সচ্ছল আর্থিক অবস্থা বাঙালী জাতির নেই। থিয়েটার এদেশে জন্মলাভ করবার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত রঙ্গালয়ের সংখ্যা এদেশে যতবারই তিনটি থেকে চারটিতে উঠেছে ততবারই দেখা গেছে ওই চারটির মধ্যে কোনও না কোনও একটির সত্বর অকালমৃত্যু ঘটেছে।

*

এ কথাটা যে কতবড় নিদারুণ সত্য সেটা বেশ সহজই দেখতে পাওয়া যায় এদেশের এই তিপ্পান্ন বৎসরের রঙ্গালয়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলেই। বার বার চারটী থিয়েটার গড়ে তোলবার চেষ্টা চলেছে, বার বার তা মরশুমী ফুলের মতোই দুদিনের জন্ম ফুটে ওঠে আবার ঝরে পড়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর প্রবেশিকা বা দর্শনীর মূল্য হ্রাস করে, দর্শকদের মধ্যে উপহার বিতরণের ছড়াছড়ি করেও সে যুগে কোনও রকমেই চারটি থিয়েটারকেই দীর্ঘায়ু করে তুলতে পারা যায়-নি।

*

আজ তাই নাট্যামোদী দর্শকেরা এ যুগেও আবার চারটী থিয়েটারের আবির্ভাব হ'তে দেখে সশঙ্কিত চিত্তে ও উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পরস্পরকে প্রশ্ন করেছেন, এবার কোনটির উঠে যাবার পালা? কিন্তু আমাদের মনে হয় অভিনয়-কলার উচ্চ আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে চলতে পারলে, নবযুগের তরুণ অরুণ আলোকে সাদরে বরণ করে নেবার জন্ম সকল দুয়ার খুলে রেখে যারা বর্ত্তমানের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে পারবে, তারা যোগ্যতমের দীর্ঘআয়ু নিয়ে বেঁচে থাকবেই। বর্ত্তমানে যাঁরা দায়ে পড়ে অস্বীকার করে চলবার চেষ্টা করবেন এবং নিরুপায় হয়ে পুরাতনের উচ্চ জয়গানে কণ্ঠ বিদীর্ণ করবেন, তাঁদের অরণ্যে রোদন করা হবে। তাঁরা এ প্রতিযোগীতায় জয়ী হ'তে পারবেন না—যাঁরা নবীনের সঞ্জীবনী আশীসে সম্পদশালী হয়েও তাকে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করবেন। কারণ ফাঁকি দিয়ে প্রাণপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসে কেবলমাত্র ফাঁকিই পড়তে হয়।

*

"শ্রীকৃষ্ণ" নাটকে "শিশুপালের" ভূমিকায় সুযোগ্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ভাল করে মহলা না দিয়ে প্রত্যেক ভূমিকাটি নিখুঁতভাবে অভিনয়ের উপযুক্ত হ'য়ে ওঠবার আগেই অস্থির হ'য়ে যাঁরা নূতন বই খোলবার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন না, তাঁদের উদ্দেশ্য সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়ে যায়। যে অর্থাগমের আশায় অধীর হ'য়ে অতিমাত্র ব্যগ্রতার সঙ্গে তাঁরা নূতন নাটক নিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই নেমে পড়তে বাধ্য হন, লাভের মধ্যে তাঁদের সে অর্থাগম তো সল্প ও অস্থায়ী হয়ই, তাছাড়া সম্প্রদায়ের সুযশও সাধারণের চক্ষে জ্যোতিহীনও ম্লান হয়ে যায়।

*

এই যে ক্ষতি,—এটাকে আপাততঃ অল্প বলে মনে হ'লেও পরিণামে এই বিষেই সম্প্রদায়ের ভিত্তি জর্জর হয়ে প'ড়ে, এবং অচিরকালের মধ্যেই তাকে ধ্বংশের সমাধিতলে আশ্রয় নিতে হয়। এ সত্য এদেশে এবং দেশান্তরেও বারম্বার সপ্রমাণ হ'য়ে এসেছে—এবং ভবিষ্যতেও হবে এটা যেন নাট্য ব্যবসায়ীরা বিস্মৃত না হন।

*

কি„দিন পূর্ব্বে আমরা সাধারণকে জানিয়েছিলেম যে, আমাদের দেশের এই নবীন যুগের তরুণী অভিনেত্রী'দের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতমা সেই সুনিপুণা নটী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী আগামী শ্রাবণ মাস থেকে নাট্যমন্দিরে যোগ দেবেন। সহযোগী 'শিশির' কোনও কিছু সঠিক না জেনেই ভুল করে আমাদের এ সংবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী আমাদের জানিয়েছেন যে তিনি, 'শিশির' পত্রিকাকে তাঁদের ভ্রম সংশোধন ক'রে নেবার জন্ম অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা অনুগ্রহ করে সেটি করেন-নি! আগামী শ্রাবণ থেকে তিনি যে নিশ্চিত নাট্য-মন্দিরে এসে উঠবেন এবং আমাদের এই সংবাদ যে মোটেই অলীক নয় এ কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। নাট্যামোদী দর্শকেরা এই সুসমাচারে যে সবিশেষ খুসী হবেন সেটা আমরা বেশ অনুভব করতে পারছি।

*

স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" শতমুখী গিরীশ প্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠতর ধারা! 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' যেদিন প্রথম রচিত হয়েছিল সেদিন বাঙলা দেশের রঙ্গালয় সবেমাত্র তার কৈশোর-

অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। সে আজ চুয়াল্লিশ বৎসর পুর্ব্বের কথা! সেদিন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, বেলবাবু, বিহারী বাবু প্রভৃতি বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অতীত জ্যোতিষ্কবৃন্দ তাদের অপূর্ব্ব কিরণচ্ছটায় নাট্য-গগন সমুদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃবর্গের তালিকা দেখলে একথা আর বুঝতে কারুর বাকী থাকবে না যে সেদিন এ নাটকের অভিনয় কী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল।

*

তার পর আজ এই নবীন যুগে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের নবরূপধ্যায়ক গিরীশ-চন্দ্রের যোগ্য উপাসক, গিরিশ তন্ত্রের সিদ্ধ সাধক, গিরিশ-গৌরব-গর্ব্বী আর এক প্রতিভাশালী নট এদেশের নট মহাগুরুর রচিত সেই নাটক-খানির বহুকাল পরে আবার পুনরভিনয় আয়োজন করেছিলেন। যুগোপ-যোগী ও কালোচিত পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন ক'রে নিয়ে এই নাটক-খানিকে ক্ষণ-জন্মা নট শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী গত সপ্তাহে নাট্য-মন্দিরে অভিনয় করে সর্ব্বসাধারণকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গিরিশচন্দ্রের নাটক কখনও পুরাতন হয় না! অভিনয় নৈপুণ্য ও প্রয়োগ কৌশল জানা থাকলে প্রাচীন নাটকের মধ্যেও নবযুগের তরুণ প্রাণধারাকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পারা যায়!

*

নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়ে সেদিনের বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার ছিল তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর বিস্ময়কর অভিনয়! ভীম, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণের ভূমিকা নিয়ে পরের পর তিনি সেদিন এই তিনটি চরিত্রের যে বিভিন্ন মূর্ত্তি রঙ্গমঞ্চের উপর ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা যেন কেবল ভাদুড়ী প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব বলে মনে হয়! 'ভীম' বলতেই সাধারণতঃ দর্শকদের মানস চক্ষে যে ভীমের ছবি ফুটে ওঠে এ সেই যাত্রাপ্যাটার্ণ পেটেণ্ট নাটুকে 'ভীম' নয়। এই অমিত বলদৃপ্ত মহাবীর মধ্যম পাণ্ডব যখন মদমত্ত মাতঙ্গের মতো সদন্ত চরণপাতে বিরাট রাজসভায় সুপকার পদপ্রার্থী হয়ে প্রবেশ করে তখন সে যে শুধু কেবল একজন অতি বলিষ্ঠদেহ 'সুপকার' মাত্র নয়, তার মধ্যে যে একটা অসাধারণত্বের বৈশিষ্ট্য আছে সেটুকুও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে! দ্রৌপদীর অপমান ও লাঞ্ছনায় রোষরুষ্ট কেশরীর ন্যায় প্রচণ্ড ক্রোধে কম্পিত উত্তেজিত ভীমের সেই প্রতিশোধ স্পৃহা যা অজ্ঞাতবাসের প্রচ্ছন্নতা ও প্রচ্ছন্ন করে রাখতে পারতো না,—কেবল জ্যেষ্ঠের স্নেহ অনুরোধই যাকে নিষ্ফল করে দিচ্ছে, সেই কঠিন নিরুপায় ভাব শিশিরকুমারের ভীমের অভিনয়ে অপূর্ব্ব ভাবাভিব্যক্তির মধ্যে দিয়ে অতি চমৎকার ফুটে উঠেছিল!

*

অমিত বিক্রম শক্তিশালী ভীমের নিরুপায় রুদ্ররোষে রুদ্ধ আগ্নেয়গিরির ন্যায় সেই ঘন ঘন বজ্র নির্ঘোষ, সেই শালপ্রাংশু ভুজদ্বয়ের নিষ্ফল আক্রোশে দুরন্ত আস্ফালন, সেই অজগর ভুজঙ্গ গর্জ্জন তুল্য দীর্ঘশ্বাস সেই অবমাননাহত রোষদীর্ণ বিরাট বক্ষের ব্যথিত স্পন্দন, শত্রু নিষ্পেষণ পিপাসায় তার সেই অধীর ব্যাকুলতা, সে যে কি সুন্দর অভিনয় ভাষায় তা প্রকাশ করা যায় না।

*

যে প্রচণ্ড শক্তির দুর্নিবার বেগ নিয়ে ভীম ছুটে এসেছিল, কীচকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কীচক সে আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না প্রজ্জ্বলিত অনল শিখায় ক্ষুদ্র পতঙ্গের মতো পলকের মধ্যে প্রাণ দিলে! কীচককে বধ করে ভীমের তৃপ্তি হল না! অসমযোগ্য যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধান্তে শ্রেষ্ঠতর বীরের যে অসন্তোষ শিশিরকুমার তাঁর অসামান্য প্রতিভার গুণে সেই ভাবটির যে অতুলনীয় প্রকাশ দেখিয়েছেন বাংলা দেশের অন্যান্য রঙ্গমঞ্চে তা দেখতে পাওয়া দুর্লভ!

*

রঙ্গক্ষেত্রে প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট রাজসভার দ্বারদেশে দণ্ডায়-মান দৌবারিকের মল্লবীর তুল্য আকৃতির প্রতি ভীমের সেই কৌতূহল দৃষ্টিটুকু তাঁর সেই গজরাজের মতো মেদিনী টলন চরণ ভরে চলা ফেরা, সেই বলদৃপ্তের মতো আশে পাশের লোকের প্রতি তাচ্ছিল্য পূর্ণ চাহনী, অজ্ঞাত বাসান্তের দিন তাঁর সেই অধীর উল্লাস ও উত্তেজনা—যার ঝোঁকে তিনি বিরাট রাজা-সনের মূল্যবান উপাধানগুলি ক্রীড়নকের ন্যায় উর্দ্ধে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বিরাট রাজকে আলিঙ্গন দিতে গিয়ে আনন্দে তাঁকে বাহুবেষ্টনে শূন্যে তুলে ফেল্‌লেন—এ সবের তুলনা হয় না! লিখে বা মুখে বলে এ সকলের মাধুর্য্য শোভা ও সম্পদ বোঝানো যায় না! এ বিস্ফারিত নেত্রে অবাক বিস্ময়ে ব'সে উপভোগ করবার জিনিস।

*

'প্রমোদ-প্রহসন' (আত্মশক্তির সৌজন্যে!) প্রমুখ দু'একজন তাঁদের কাগজের মারফৎ বলেন যে শিশিরবাবু নাকি সব ভূমিকাই একরকম অভিনয় করেন! যারা এই অসাধারণ প্রতিভাশালী নটের 'আলমগীর' ও 'রাম' দেখ-বার পরও একথা বলেন, 'ইন্দ্র' ও 'গৌতম' দেখবার পরও এ কথা বলেন, 'চাণক্য' ও 'পুণ্ডরীক' দেখবার পরও একথা বলেন—তারাও সম্ভবতঃ 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' তাঁর 'ভীম' দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'ব্রাহ্মণের' ভূমিকায় অভিনয় দেখলে একথা কিছুদিন আর সহজে বলতে পারবেন কিনা সন্দেহ—তা যত বড় শত্রুতাই তাঁদের থাকুনা কেন!

*

কুরুক্ষেত্রের ক্ষেত্রপাল যদুকুলপতি পুরুষশ্রেষ্ঠ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শ্যাম সৌম্য মুর্ত্তি নিয়ে শান্ত মধুর কণ্ঠে সহাস্য প্রসন্ন বদনে যে শ্রবণাভিরাম বচন সুধা বর্ষণ করে যান, তা দর্শকের কাণ দুটিকে তৃপ্ত করে, চোখ দুটিকে প্রীত করে। গিরিশচন্দ্রের অতুল প্রতিভা যেমন এই একটিমাত্র দৃশ্যে কয়েকটি মাত্র পদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বিরাট চরিত্রকে সম্যক পরিস্ফুট করে তুলতে পেরেছে, শিশিরকুমারের অভিনয় প্রতিভাও যেন ঠিক তেমনিই অনায়াসে এই একটি মাত্র দৃশ্যে সল্পক্ষণ অভিনয়ের মধ্যেই মহাকবির সেই ধ্যানদৃষ্ট মুর্ত্তিকে আমাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলেছিল।

*

ঈষৎ বিকৃত মস্তিষ্ক কাকচরিত্রাভিজ্ঞ রাজপুরীর আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায় কাতর ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ব্রাহ্মণের ভূমিকাতেও শিশিরকুমার যে আশ্চর্য্য অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন সে তাঁরই প্রতিভার উপযুক্ত! অজ্ঞাতবাসের 'ব্রাহ্মণ' চরিত্র যেন তাঁরই নিজের এক অভিনব সৃষ্টি! এই ভূমিকায় অভিনব অভিনয় দেখতে দেখতে মুগ্ধ দর্শক বৃন্দ বারংবার তাঁর জয়ধ্বনি করে উঠেছিল! দু' একজন সোৎসাহে চীৎকার ক'রে বলে উঠেছিল 'নমস্কার! তোমাকে "নমস্কার।"

*

'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের অভিনয়ে এতকাল 'ভীমের' চরিত্র অজ্ঞাতবাসই করে আসছিল। ৺অমৃতলাল মিত্রের ন্যায় একজন সুযোগ্য অভিনেতাও এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এর এমন কোনও রূপ ফোটাতে পারেন-নি যা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল! 'বৃহন্নলা' রূপী অর্জ্জুনই এ যাবৎ এই নাটকের নায়কের স্থান অধিকার ক'রে চলেছিলেন। আজ শিশিরকুমার এই অংশের অপূর্ব্ব অভিনয় করে ভীমের চরিত্রে এমন এক নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করেছেন যে অতঃপর নায়কের প্রাপ্য সম্মান বৃহন্নলার সঙ্গে বৃকোদরও সমান ভাগ করে নিতে পারবে। ভীমের "রূপসজ্জা" ও। আমাদের খুব ভাল লেগেছে!

*

'বৃহন্নলার' বৃহৎ ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় যথাসাধ্য সুন্দর অভিনয় করলেও 'ভীমের' অপূর্ব্ব অভিনয়চ্ছটা তাঁকে অনেকখানি ম্লান

করে দিয়েছিল। কীচকের অংশে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য দেখাতে পারেন-নি। শ্রীমতী প্রভার 'দ্রৌপদীর' অভিনয় অনিন্দনীয় হ'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর সেদিন যেন বড় অস্ফুট বলে মনে হচ্ছিল! বিরাট রাজমহিষী 'সুদেষ্ণার' ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলা যে অভিনয়ই করেছেন বলা যেতে পারতো যদি রাণীর মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্য তিনি সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন। মেথরাণীর অংশে শ্রীমতী উষার অভিনয়টুকু সামান্য হলেও বেশ উপভোগ্য হয়েছিল!

*

নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের' আরও দু'টি ভূমিকার অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে এসেছি। শ্রীমতী পুতুলমণির 'উত্তরা' ও শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাসের 'অভিমন্যু!' এমন চমৎকার এদের মানিয়েছিল যে খুশী না হয়ে থাকা যায় না! এই দুটি ভূমিকাই আকৃতি প্রকৃতিতে বেশ ভূষায় রূপসৌন্দর্য্যে ও অভিনয় নৈপুণ্যে একেবারে জীবন্ত ছবির মতো দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল! শ্রীমতী পুতুলমণির 'উত্তরার' কমনীয় অভিনয় দেখে আমরা শিশিরকুমারের শিক্ষা নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারি-নি!

*

মোটের উপর একথা বেশ জোর ক'রেই বলা যায় যে শিশিরকুমার গোধন-হরণযুদ্ধ দৃশ্যটির অভিনয় কৌশলের প্রতি আর একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতে পারলেই 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' যে নাট্যমন্দিরের সুযশকে দীর্ঘজীবি করে তুলতে পারবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! আগামী সপ্তাহে এঁরা "সধবার একাদশী" অভিনয় করবেন শোনা যাচ্ছে!

*

মিত্র থিয়েটারের 'জনা' অভিনয়ের সবিশেষ প্রশংসা আমাদের কাণে এসে পৌঁছেচে। আমরা এখনও জনার অভিনয় দেখে আসতে না পারলেও এ প্রশংসা ধ্বনিকে অবিশ্বাস ক'রতে পারছি-নি। শ্রীমতী তারা সুন্দরীর 'জনা' এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর 'প্রবীর' যে খুবই ভাল হবে এতে আর সন্দেহ কী?

*

'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের রাজসূয় যজ্ঞ দৃশ্য কি আপনার সৃষ্টি নয়? এই প্রশ্ন ক'রে আমরা শিল্পী চারুচন্দ্ররায়কে একখানি পত্র লিখেছিলেম। আমাদের উক্ত পত্রের তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেখানি নিম্নে মুদ্রিত হ'ল। এই পত্রের পর আর কোনও টিকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

*

বুধবার দিন আমরা ষ্টারে সৌরীন্দ্রবাবুর "লাখটাকার" অভিনয় দেখে এসেছি! এই 'পৌরাণিক' প্লাবিত রঙ্গালয়ে সৌরীন্দ্রবাবু আমাদের একটু প্রাণ খুলে হাসবার আয়োজন করে দিয়ে আমাদের চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। 'লাখটাকার' গল্পাংশ যেমনি সরস তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক! অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শকেরা হেসে লুটিয়ে পড়ছিল! অহীন্দ্র বাবুর 'রক্তবীজের' ভূমিকা একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়ে উঠেছে! কি রূপসজ্জায়, কি ভাব ভঙ্গীমার ব্যঞ্জনায়, কি তাঁর ওঠাতে, বসাতে, চলে যাওয়াতে পড়ে যাওয়াতে, হাসিতে, কাশিতে, জল খাওয়াতে, পান খাওয়াতে, সবেতেই এমন একটা বিশেষত্বের ছাপ ছিল যেটা অহীন্দ্রবাবুরই প্রতিভার উপযুক্ত। রাধিকাবাবু 'ফকারামের' ভূমিকায় অনেক ছুটোছুটি চেঁচামেচি লাফালাফি করেও দর্শকদের তেমন খুশী করতে পারেন-নি, আশা করি দ্বিতীয় রজনীতে তাঁর অভিনয় উৎকৃষ্টতর হবে। বেয়াকেল চাকরের ভূমিকা ঠিক বেয়াকেলের মতই লাগল। কিন্তু 'ধড়ীবাজকে' তেমন ধড়ীবাজ বলে বোধ হ'লনা। ফকারামটিও নেহাৎ লকড় নয় তবে পাওনাদার বাবুদের আরও একটু জীবিত হওয়া দরকার! শ্রীমতী সুশীলার 'চঞ্চলা' বেশ চলন সই হ'লো বটে তবু আমাদের মনে হয় তিনি আরও একটু মনযোগ দিয়ে অভিনয় করলে আরও ভাল হতে পারে। ভুজঙ্গিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন, কেবল তিনি যে সত্যই পতি পাগলিনী বিরহিনী নন কেবল সেজে এসেছেন মাত্র এই কথাটা সব সময় তার মনে থাকছিল না! শ্রীমতী নন্দরাণীর 'জমাদারনীর' অভিনয় আমাদের সকলের চেয়ে ভাল লাগল! তাঁর সাজ পোষাক, চলা-ফেরা, কথা বলা সবই চমৎকার হয়েছে। 'খোস্তাসাসী'টিও বেশ! 'লাখটাকার' হাসির তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নাচগানের অফুরন্ত ঢেউ দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছিল। এবার 'রঙ্গসূচীতে (Programme) বেশ নূতনত্ব দেখা গেল। 'বিদূষক' বেশ পয়োমুখ হয়েছে।

নাট্যরচনায় দুই একটি প্রস্তাব

বাঙ্‌লা দেশের নাটক সম্বন্ধে কোন কথা বলতে গেলেই যেন চোখের সামনে একটা মস্ত বড় শূন্যতা জেগে উঠে। তাই নাটক সম্পর্কে যা' দু'চার কথা আলোচিত হবে—তা' নিখিল নাট্য-সাহিত্য নিয়ে।

নাটক কাহাকে বলে—ইহা যে কী—এ বিষয় ঠিক পরিষ্কার ক'রে দু'এক কথায় বলা যায় না। মোটমাট এই বলা যায়—নাটক প্রায় অনেক স্থলেই (মনস্তত্ত্বানুমোদিত) আশ্চর্য্য ঘটনা সমূহের একটা পরম্পর ধারা হীন্‌। একেবারেই অপ্রত্যাশিত সময়ে ঘটনা ঘটে এবং প্রব্‌জেম সলভ. (সম্পাদ্য সমস্যার বা জটিলতার সমাধান রহস্যময় উপায়ে হ'য়ে থাকে। এ সকল কথা

ছেড়ে দিলেও—নাটক হচ্ছে একপ্রকার "intellectual entertainment," (মানসিক প্রমোদ); ইহা (mazes & windings) গোলোক ধাঁধার মত বৈচিত্র্য পূর্ণ। তিনিই খুব উঁচুদরের নাট্যকার যিনি আশ্চর্য্যজনক অবস্থা (situation) সৃষ্টি কত্তে পারেন—অথচ তাঁর সৃষ্টি—Psychology বা reason—মনস্তত্ব বা বিচার বিবেক ও স্বাভাবিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে যাবে না। একেই বলে—master artist যথার্থ রূপস্রষ্টা।

সকল নাটকেরই (keynote) প্রধান ও প্রথম দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে moral—নীতি অর্থাৎ নাটক এমন রূপে সৃষ্ট হবে যে ইহা যেন একটী অর্থপূর্ণ মূর্ত্তিতে সজীব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। সমস্ত মানবজীবন ও মানবচরিত্রের আপন আপন জন্মগত স্বাভাবিক নীতি বা moral আছে। এবং নাট্যকারের কার্য্য হচ্ছে (so to pose the group as to bring that moral poignantly to the light of day)—চরিত্র সৃজনের ভিতর দিয়ে সেই moral কে তীক্ষ্ণ সুস্পষ্টভাবে দিনের আলোতে প্রকাশ করা।

এই প্রকার moral সেক্সপীয়ারের ওথেলো, লিয়ার, হ্যাম্‌লেট, এবং ম্যাকবেথের মত নাটক হ'তে নিঃসৃত হচ্ছে। কারণ সেক্সপীয়র এঁকেছেন—চিরন্তন বা প্রবহমান জগৎ—এবং ভালো মন্দ পাশাপাশি সমান চিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু অধুনাতন নাট্যসাহিত্যের ভিতর এইরূপ moral বা নীতির সন্ধান নাই। এখনকার সাধারণ নাটকের নীতি—সকল সময়েই অনুমিত আসন্ন নৈতিক মন্দের (ethical evil) উপর বর্দ্ধিত অব্যবহিত নৈতিক ভালোর (ethical good) বিজয়। এখন কথা উঠেছিল সেক্সপীয়ার বিশ্বমানবের কী উপকার করেছেন? সেক্সপীয়ার যা' ক'রে গেছেন—তাহা পুরাতন অথচ চিরনবীনত্বে জীবন্ত—ইহার প্রাণপ্রবাহ চিরন্তন; আকাশের দিকে চেয়ে কিম্বা সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখে মানুষ যে সত্যটুকু যে আনন্দ টুকু পায়—তাঁর দানের প্রকৃতি অনেকটা ঐ রূপের। তাঁর নাটক আজ অমরতালাভ ক'রেছে। ইহার অনেকটা কারণ হ'চ্ছে—তাঁর বড় বড় নাটকে সকল সময়েই সকল প্রকার ঘটনার সমাবেশে তিনি বিকৃত নীতির (distorted moral) হাত হতে আপনাকে মুক্ত রেখেছিলেন। ইহা নিশ্চিত, যে নাটক বিকৃত moral বা নীতির ছায়ায় বাস করে—তার রসধারার সহজ স্বাধীনগতি—মনোহারিত্ব ও সৌন্দর্য্য লোপ পায়—এর এমনি এসব বিষয় একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুল হয়ে যায়—যে ইহা ভুলে যাওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে থাকে—সে এতে গর্ব্ব অনুভব করে।

নাটক লিখতে হ'লে—গম্ভীর রস যে নাট্যকার (serious dramatist) ফুটিয়ে তুল্‌তে ইচ্ছা করেন তাঁর পক্ষে—সাধারণতঃ তিনটী পন্থা খোলা আছে।

প্রথম পন্থা হচ্ছে—সাধারণের নিকট তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রকট করা—যাহা সাধারণে চেয়ে থাকে—চোখের সামনে দেখতে চায়—সাধারণের ধারণা (views) বা রীতিনীতি (codes)—যাহা অনুসরণ ক'রে যে বিশ্বাসের ওপর সাধারণজীবন বেঁচে থাকে। যেমন রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন"—যোগেশবাবুর "সীতা"—গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" বা "বলিদান" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পন্থা—সাধারণের চোখের সামনে জীবনের সেই সকল তত্ত্ব বা ধারণা এবং রীতিনীতি ধরা হয়—যা নিয়ে নাট্যকার নিজে বেঁচে আছেন, যে বিশ্বাস নিয়ে যে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি লিখতে বসেছেন—যে মতকে তিনি অন্তরের সহিত ভালবেসেছেন;—এ-সকল অতি সুচারুরূপে দর্শকের চোখের উপরে ব্যক্ত হয় তাঁর লেখনীর গুণে। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর কতকগুলি নাটক আছে। যেমন বিসর্জ্জন—অচলায়তন—রাজা প্রভৃতি।

তৃতীয় পন্থা—সাধারণনয়নসমক্ষে শুষ্ক সঙ্কীর্ণ নীতির (code) গণ্ডী দিয়ে ঘেরা কোন বিষয় প্রতিভাত করা নয়—কিন্তু মানব জীবন এবং চরিত্র বিশ্লেষণ ও তাদের phenomena প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত করা। এরূপ পন্থা অবলম্বন কত্তে হলে—দূরদর্শিতা চাই—এগিয়ে দেখবার শক্তি থাকা চাই—যুগের আগে আগে চলতে শেখা চাই। ইহা অতি পরিশ্রম ও উদ্যম সাপেক্ষ—এর ফল হাতে হাতে সহজে পাওয়া যায় না। এই প্রকারের নাটকও রবীন্দ্রনাথের দুই চারিখানি আছে—যাদের বাঙলায় জনসাধারণের আদর পেতে অন্ততঃ দু'চার যুগ অপেক্ষা কত্তে হবে। যেমন মুক্তধারা, রক্তকরবী, গৃহপ্রবেশ, ডাকঘর ইত্যাদি।

এই বিশাল দেশীয় সমাজ সৌধে দুইজনমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ—স্পষ্টবক্তা আছেন—বিজ্ঞানবিৎ এবং আর্টিষ্ট—(শিল্পী)—এবং পরবর্ত্তী নামে অভিহিত সমস্ত নাট্যকার—যাঁরা কেবলমাত্র আজকের জন্যে লিখতে চান না—আগামী কল্যের জন্যও লিখতে ইচ্ছুক—তাঁদের নাট্যজগতে স্ব স্ব প্রতিভার আত্মপরীক্ষা দিবার নিমিত্ত—জনসমক্ষে আপনাদের প্রকাশ করা একান্তই আবশ্যক হ'য়ে প'ড়েছে।

কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায়—নাট্যকার চোখের সামনে দেখতে পেলেও—সেই সমস্ত যুগের দোষ বা প্রভাব নিয়ে আপনা আপনি গড়ে ওঠেন—এ রোগের কোন ঔষধ নাই। তাঁদের গুণবত্তা এবং দোষ যাতে প্রকাশ পেয়েছে—সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করাই এক্ষণে শ্রেয়ঃ।

প্লট্ আখ্যান "বস্তু"! বড় নাট্যকার সর্ব্বদাই প্লটের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন "A plot is that sure edifice which slowly rises out of the interplay of circumstance, within the inclosing atmosphere of an idea"—আখ্যান "বস্তু" একটী সুনিশ্চিত সুদৃঢ় অট্টালিকা—ইহা ধীরে ধীরে

ঘটনায় সংঘর্ষ বা ঘাতপ্রতিঘাতজনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব হতে একটী মনোভাব বা কল্পনার অবরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে উত্থিত হয়। কোন নাট্যকার দর্শকদের জানতে দেবেন না পরে কি ঘটছে—কিন্তু তাঁর চরিত্র চিত্রণে আগেকার ঘটনা বা (ভাব) temperament এর সহিত যোগ বা harmony (মিল) থাকা চাই। যে নাট্যকারের সৃষ্ট চরিত্র প্লটের উপর নির্ভর করে থাকে—(প্লট্ চরিত্রের উপর নির্ভর করার পরিবর্ত্তে)—তাতে ক'রে সেই নাট্যকারেরও অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়।

বড়নাট্যকার (সংলাপ) dialogue এর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন ; উচ্চশ্রেণীর dialogue বা নাটকীয় আলাপ চরিত্র অঙ্কন করে। কারণ ইহা কৌতূহল অনুরাগ বা উত্তেজনা সৃষ্টি কত্তে পারে। এর অভাবে নাটক দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। ভাল সংলাপ আবার action নাটকীয় "কার্য্য"। নাট্যকার যতদূর পরিমাণে তাঁর dialogue হতে action পরিবর্জ্জন করেন—তদনুপাতে—তিনি যা করেছেন—তাহা তিনি নির্ব্বোধ ক'রে তোলেন। তিনি—আনন্দজনক কথোপকথন (disquisition) দিয়ে কাব্যে কি গদ্যে সরস রচনা লিখতে পারেন—এতে ক'রে তাঁর নাটক লেখা হয় না।

নাট্যকারের স্বাধীনতা শুধু পরিকল্পনায় (design)। নাট্যধারণা (concep-tion) কত্তে কেবলমাত্র তিনি স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন কত্তে পারেন। তিনি আপন ইচ্ছামত চরিত্র বেছে নিতে পারেন।

প্লট (আখ্যান 'বস্তু'), অ্যাক্‌সান্ (নাটকীয় 'কার্য্য'), ডায়ালগ ('সংলাপ') ! এই গেল নাটকের 'বিভব ! এখন নাট্যরচনার প্রস্তাবে কী গুণ বলা বাকি রইলো—নাটকের প্রাণপ্রতিষ্ঠা কী বিষয়ের অভাবে হতেই পারে না—কী গুণসমন্বিত হলে নাটক পূর্ণতা পেতে পারে ?—রস ! এই গুণ—অনুভবে উপলব্ধি হয় না, ফুলের গন্ধ ইহা অপেক্ষা সহজে অনুভূত বা আয়ত্তাধীন হয়ে থাকে ;—ইহা যে কোন আর্টের সৃষ্টিতে (যে কলাকুশল সৃজনে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য আছে)—তার অবশ্যম্ভাবী বিচিত্র এবং অত্যাবশ্যক গুণ (attribute) ! রস—একটি সূক্ষ্ম, সুতীক্ষ্ন অনুভূতি (spirit)—যার সুরভি—(ফুলের সুরভির মত) নাটকের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ফুল হতে—ফুলের গন্ধ প্রভেদ করা যতদূর সম্ভব—নাটক হতে রসকে প্রভেদ করার—সেই সম্বন্ধ। ফুলের মনোহারিত্ব—ফুলের সৌন্দর্য্য যেমন সুন্দর রঙের লীলায়—মনোহর পাপড়ির বিকাশে এবং স্রষ্টা যেমন ফুলের মহিমা ব্যক্ত করেছেন ফুলের সুরভিতে, সেই রকম নাটকের সৌন্দর্য্য তার বিচিত্র প্লটের সজীব গতির লীলায়, চরিত্রের বিকাশে, এবং স্রষ্টাকবি নাট্যকার—নাটকের মহিমা বিকাশ করেন অরূপ রসের সৃষ্টিতে। এই রস প্রকৃত প্রস্তাবে নাট্যকারের অন্তরাত্মার ভিতর ফুটে উঠে এবং ইহা সকল প্রকার সৃজনের মাঝে অদৃশ্য অজানা উপায়ে প্রস্ফুটিত হয়। ইহা স্পর্শের আয়ত্তাধীন নহে—ইহার সুরভিপ্রত্যক্ষ করা যায় না—কিন্তু প্রকৃত রসবেত্তা অনুভব দ্বারা ইহা অন্তরে অন্তরে ধারণা কত্তে পারেন। নাটকের চরম লক্ষ্য—রসসৃষ্টি —নাটকের এই বিশিষ্ট সম্পদ (distinctive essence) এমনই বস্তু—যাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে নাট্যকার পূর্ব্ব হতে প্রস্তুত হতে পারেন না ; কারণ ইহা তাঁর অজ্ঞাতসারে আপনা হতেই ফুটে উঠে। যেমন ফুলের কুঁড়ি জোগড়ে বা চেষ্টা করে ফুটিয়ে তাকে স্বভাবসৌন্দর্য্য দেয়া যায় না, সেইরূপ রসও ইচ্ছাধীন হ'য়ে বিকশিত হয় না। তাই জন্য এই রকম কথা উঠেছে নাট্যকার সাধারণজনবর্গকে বিশ্লেষণ করে—তবে নাট্য রচনায় ব্রতী হবেন কি না ? এরূপ প্রশ্ন অনেক যুগে অনেকবার হয়ে এসেছে—কিন্তু এখনও এ কথার মিমাংসা হয় নি। এই জন্যই বোধ হয় বড় বড় রূপস্রষ্টা কবি বা নাট্যকার আর্টিষ্ট তাঁদের পরিপূর্ণ বা শ্রেষ্ঠ ক্ষমতার

সত্য ব্যবহার করতে বিফল হন,—তাঁরা বাধ্য হয়ে সেই পূর্ণশক্তির তুলনায় অনেক সময়ে নিম্নশ্রেণীর রসসৃষ্টি করে থাকেন। একজন মানুষের নানা রকম মনোবৃত্তি বা মনোভাব থাকতে পারে—কিন্তু তাঁর প্রাণধারা একটীমাত্র ; এই ধারা তিনি তাঁর সকল প্রকার সৃষ্টিতে একটি অতি সূক্ষ্ম অজ্ঞাত উপায়ে উৎসারিত করেন। তাঁর প্রাণপ্রবাহের স্রোতের অনুপাতে ইহার জোয়ারভাঁটা খেলে—কিন্তু তা বলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা একেবারে বিভিন্ন রূপ পেতে পারে না. (যেরূপ "শিশু" গাছ কখনই "বট" গাছে পরিবর্ত্তিত হয় না)।

নাটক হবে গাছের মত—বীজ হতে জেগে উঠবে—তার অন্তর্নিহিত নিয়ম অনুযায়ী চিরন্তনী মূর্ত্তি পাবে—মাটি এবং মুক্ত হাওয়া হতে জীবন উপাদান গ্রহণ করবে তার চারিপার্শ্বের প্রকৃতির শক্তির সহিত যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে। এমনি ভাবে তাহা পূর্ণগৌরবে বিকশিত হয়ে উঠে—যে সেই নাটক অবশেষে উচ্চমহিমায় মহিমান্বিত শির তুলে সকল রকম ঝড়ঝাপটা—উত্তরের হাওয়া দক্ষিণের হাওয়া—পূবের হাওয়া সকল প্রকারের হাওয়ার প্রবাহে মুক্ত প্রাণে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাল নাটক আপন মহিমায় আপন গৌরবপূর্ণ উচ্চ destiny (অদৃষ্ট বা নিয়তি) নিয়ে বেঁচে থেকে—কারও নিকট হতে আলোক গ্রহণ করে না—তাহা আপনার রোম্যান্সেই বেড়ে উঠে আপনার শক্তি জীইয়ে রেখে চির অমরত্ব লাভ করে।

আর আমরা bastard drama (মেকি ভুঁইফোড় নাটক) চাই না। দৈনন্দিন জীবনের সরলসুন্দর গরিমা মিথ্যা কাব্যের ময়ূরের পালকে গড়ে তোলার চেষ্টা নিষ্ফল হ'ক। আর আমাদের limelight (গ্যাসের আলো) আবশ্যক নাই। আমাদের চাই প্রদীপের আলোক—নক্ষত্রের আলোক—চন্দ্রের আলোক—সূর্য্যের আলোক—এবং আমাদের আত্মসম্মানের আলোক। মিথ্যা নাট্যরচনা পরাস্ত হ'ক—এই আমাদের একান্ত অভিপ্রায়। তার মিথ্যা কৃত্রিমতার মুখোসপরা কালিমালিপ্ত মুখ যেন সে আর যবনিকার বাইরে

জানতে না পারে! নাট্যসাহিত্যের এই জঞ্জাল তিরস্কৃত হ'ক, পরাভূত হ'ক; যেন দুদিনের জন্যও আর গড্ডলিকার কাছে মিথ্যা নাম অর্জ্জন না করে! বাঙলা সাহিত্যে আজকাল হাস্যোদ্দীপক কৃপার পাত্র দেবনাটিক পৌরাণিক নাটক চম্পূনাট্য (!) বা তুইফোড় প্রমোদ প্রহসনের বড়ই আবির্ভাব—এদের কি চিরতরে বিদায় হবেনা? এই সকল রঙ্গপূর্ণ সঙের লীলার কি বিরাম নাই? এই সাহিত্য হতে এই নাট্য-আবর্জ্জনা একেবারে অবলুপ্ত হ'য়ে যাক। এর যবনিকা চিরতরে পড়বেই পড়বে। পুরাতনের নাম বা ফাঁকির মোহে ভুলবে না! সে-দিন যাবে। এর লাঞ্ছনার দিন এত সন্নিকট লোকে আর যে সাধারণেও এই প্রবঞ্চক ভুয়ো নাটককে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে অপমানের ও তিরস্কারের পসরা মাথায় তুলে দেবে। সে শুভদিন আমরা বলি—স্বাগতম্!

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

ডাকঘর

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

আপনার পত্র পেলাম। নিজের নিজেকে লিখে Art Identify ক'রতে ও Establish করতে হবে এর জন্য আমি কোনও দিনই প্রস্তুত ছিলাম না। আমার বিশ্বাস আছে আমার Art এর বিশেষত্ব সাধারণের কাছে সুপরিচিত, তবু কেন আপনাদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এ প্রশ্ন ক'রেছেন ভেবে বিস্মিত হচ্ছি! যাই হোক, আপনাদের এ প্রশ্নের উত্তরে আমি জানাচ্ছি যে 'শ্রীকৃষ্ণের' রাজসূয় যজ্ঞের দৃশ্যপট সম্পূর্ণ আমারই সৃষ্টি। ইতি—

বিনীত

শ্রীচারুচন্দ্র রায়

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৮ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩১শে আষাঢ়
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'জনা' নাটকখানি তাঁর অন্যান্য নাটকের তুলনায় খুব একখানা বড় গোছের বই হলেও বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে এর স্থান আছে কি না এবং যদি থাকে তাহ'লে সে স্থানটি কোথায়—প্রথম শ্রেণীতে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে না তৃতীয় শ্রেণীতে ? এ সকলের বিচার বিতর্ক না তুলেও একথা বেশ জোর করে বলা যায় যে এই নিরস্ত পাদপের দেশে 'জনা' আজও জনপ্রিয়নাটক বলেই সুপরিচিত হয়ে আসছে। ছত্রিশ বৎসর আগে যখন 'জনা' প্রথম অভিনয় হয়েছিল তখন সে যেমন এদেশের দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল ; আজ আর অবশ্য তার সে মুগ্ধকরী মাধুর্য্য নেই, কারণ হালের দর্শকদের রুচি অনেকখানি বদলে গেছে !

*

এই কারণেই ষ্টার থিয়েটার যখন 'জনা' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন তখন আমরা নাটকখানিকে যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করে নেবার প্রয়োজন আছে বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেম। কিন্তু ষ্টার থিয়েটার বর্ত্তমানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে 'অঙ্গহানীর' আশঙ্কায় 'পূর্ণাবয়ব'কেই আঁকড়ে ধরে রইলেন। ষ্টার থিয়েটারের পর "নাট্য-মন্দির" 'জনা" অভিনয়ের আয়োজন করেন। এইখানেই প্রথম দেখা গেল 'জনা' নাটকখানিকে অতিসুন্দর ভাবে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে ও নব যুগের নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দের মর্জ্জিত রুচি অনুযায়ী অদলবদল করে নেওয়া হয়েছে !" স্থানোপযোগী নূতন দৃশ্যপট ও তৎকালোপযোগী পোষাক পরিচ্ছদেরও প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। ষ্টার থিয়েটার কিন্তু এর কোনও দিকটাতেই বিশেষ মনোযোগ দেননি। দু'একজন অরসিকে সম্ভবতঃ অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সে সময় "গিরিশ বধ" ও "জনা জবাই" ইত্যাদি ধুয়ো ধরে চীৎকার করলেও, নাট্যমন্দিরের 'জনাই' সাফল্যের জয়মাল্য অর্জ্জন করতে পেরেছিল !

"নাথটাকা"য়—"রক্তবীজ এটর্ণি"র ভূমিকায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

*

আজ আবার মিত্র থিয়েটার 'জনার' অভিনয় আয়োজন করেছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে 'প্রয়োগ নৈপুণ্যের' দিকটাকে এঁরাও দেখছি উপেক্ষা করেছেন। ফলে মিত্র থিয়েটারে 'জনা' নাটকখানির সু-অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও এই নাটকের প্রকাশ সেখানে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হবার অবকাশ পায়নি। দৃশ্যপটের দৈন্য ও সাজসজ্জার অসম্পূর্ণতা এই নাটকখানির সু-অভিনয়কে অনেকখানি ম্লান করে রেখেছে।

*

নাট্যমন্দিরে এবার কার 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয়েও এই ত্রুটিটাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা গেল !

দৃশ্যপট যদি একেবারেই ব্যবহার না করা হয় তাহ'লে কোনও ক্ষতি আছে বলে আমরা মনে করিনি, কিন্তু তার অপব্যবহার দেখলে সহ্য করা যায় না। ছেঁড়া, তালি মারা, রংচটা, অব্যবহার্য্য পুরাতন দৃশ্যপট—যা নাকি মোগল-আমলের বা অপ্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালের ঐতিহাসিক নাটকের জন্য অঙ্কিত হয়েছিল, তাকে জোর করে কোনও পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে ব্যবহার করবার আমরা মোটেই পক্ষপাতী নই। এটাকে আমরা নাট্য ব্যবসায়ীদের শুধু অন্যায় নয়—একটা গুরুতর অপরাধ বলে মনে করি।

*

অর্থাভাবে বা সময়াভাবে উপযুক্ত দৃশ্যপট প্রস্তুত করে নেওয়া যদি কোনও সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে না ওঠে, তা'হলে বরং তাঁরা যেন কেবলমাত্র পর্দ্দা টাঙিয়েই অভিনয় করেন, তবু যেন এরূপ বিসদৃশ দৃশ্যপটের অবতারণা করে রসগ্রাহীদের চক্ষুপীড়া উৎপাদন না করেন এই আমাদের বিনীত অনুরোধ ! ষ্টার থিয়েটার, নাট্যমন্দির, মিত্র থিয়েটার

ও মিনার্ভা—এরা সকলেই এই দোষে দোষী! সেদিন শ্রীমতী সুবাসিনীর সম্মান-রজনী উপলক্ষে মিনার্ভায় 'মিশর কুমারী' নাটকখানির, অভিনয় আয়োজন হয়েছিল, কিন্তু লজ্জার কথা যে তাঁরা মিশরের আবহাওয়া সৃষ্টি করবার মতো কোনও দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের সাহায্য নেননি! যে কোনও নাট্য সম্প্রদায়ের এই কলা-বিরোধী ব্যবহার, এই ত্রুটি, এই অবহেলা একেবারেই অমার্জ্জনীয়!

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর 'জনা'র অভিনয়ের তুলনা হয় না। জগতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর প্রতিভা ও যশ এই ভূমিকার অসাধারণ অভিনয়ে কোথাও এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। প্রতিভাশালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর প্রবীরের ভূমিকায় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দেখে আমরা তাঁর শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে সমকক্ষতা করবার স্পর্দ্ধাকে মার্জ্জনা না করে থাকতে পারলুম না! এই প্রতিভাশালী তরুণ নট প্রিয় দর্শন, সুকণ্ঠ ও সচ্চরিত্র। এঁর অধ্যবসায় ও আগ্রহ আছে। অদূর ভবিষ্যতে একদিন ইনি যে এদেশের রঙ্গরাজ্যের একেশ্বর নায়ক হ'য়ে উঠবেন এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভয়ে করা যেতে পারে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তফীর নীলধ্বজের অভিনয় বেশ চলন সই হয়েছিল। অর্জ্জুন আমাদের বিশেষ ভাল লাগল না। ষ্টার থিয়েটারে আমরা ইন্দুবাবুর 'শ্রীকৃষ্ণ' দেখে খুব খুশী হতে পারিনি। এখানে এসে যে তাঁর কিছু উন্নতি হয়েছে এর প্রমাণ কিছু দেখতে পাওয়া গেল না। বৃষকেতুর অভিনয় নিন্দনীয় হয়নি। বিদূষকও উল্লেখ যোগ্য।

*

মদনমঞ্জরীর ভূমিকায় যে নূতন অভিনেত্রীটী অবতীর্ণা হয়েছিলেন তাঁর অভিনয় আমাদের বেশ ভালই লাগল। এই নবীনা নটীর ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল বলে মনে হয়। শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী সুগায়িকা হলেও 'নায়িকার' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার তাঁর প্রধান বাধা হচ্ছে তাঁর সুচেহারা! সুতরাং নায়িকারূপে তাঁকে দেখে রঙ্গমঞ্চের উপর প্রবীর আত্মহারা হলেও প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা যে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন একথা বলা চলে না। সখীদের নৃত্য গীত নিতান্ত মামুলী ধরণের। তবে রাখাল বালকদের দেখে বেশ তৃপ্ত হওয়া গেল

*

সহযোগী "বিজলী" ও "আত্মশক্তি" ষ্টারে সৌরীন্দ্রবাবুর 'লাখটাকার' অভিনয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে একটা অত্যন্ত ভুল সংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, 'লাখটাকায়' দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনা করেছেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যামিনী রায়। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলুম যে যামিনীবাবু লাখ-টাকায় একটি তুলির আঁচড়ও পর্য্যন্ত কল্পনা করেন-নি! সম্ভবতঃ সহযোগীরা এ সংবাদ উক্ত থিয়েটারের 'হ্যাণ্ডবিল'রূপ সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি থেকে সংগ্রহ করেছেন। আশা করি তাঁরা যামিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করে তাঁদের ভ্রম সংশোধন করবেন। বরং আমরা শুনেছি যে 'লাখটাকার' 'বিষ্কম্ভক' অংশের 'রঙ্গপট'খানি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের পরিকল্পিত। কিন্তু ষ্টার থিয়েটার কোথাও একথা প্রকাশ করেন নি। এর কারণ কি? ষ্টার থিয়েটারের সঙ্গে চারু বাবুর কি কোনও অসদ্ভাব ঘটেছে? নইলে চারুবাবুর পত্র মুদ্রিত হবার পরও শ্রীকৃষ্ণের রাজসূয় যজ্ঞের দৃশ্যপট যে তাঁর অঙ্কিত নয় এটা প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টায় তাঁরা তাঁদের বেতনভোগী একজন কর্ম্মচারীর একখানি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে লোক সমাজে অধিকতর হাস্যাস্পদ হবার দুর্ব্বুদ্ধি পেলেন কোথা থেকে? একেই বলে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া!

*

সহযোগী 'আত্মশক্তি' এবার তাঁদের 'নাটনিবন্ধে' একটা বড় অমঙ্গলজনক সংবাদ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, "কলিকাতার এক নামজাদা থিয়েটার মিউনিসিপ্যালিটির পাঁচ কোয়ার্টারের টেক্স দিতে পারেন নি বলে করপোরেশনের পেয়াদা এসেছিল থিয়েটারের দোরে শীল বসাতে। বাজারে এত নামডাক, এত খ্যাতির সম্ভ্রম, শুনতে পাই নূতন নাটক খুলতে লাখ দেলাখ (২) খরচ করা হয়—তার একি পরিণাম!" ইত্যাদি! সহযোগী কিন্তু এই "নামজাদা থিয়েটার"টির নামোল্লেখ করেন নি, তবে গোপনও যে বিশেষ করতে পেরেছেন এমনও বোধ হয় না! যাই হোক, ব্যাপারটা কিন্তু খুবই আশঙ্কা জনক এবং অন্যান্য থিয়েটারের পক্ষে মোটেই আশাপ্রদ নয়!

*

'নাট্যমন্দির' প্রতিষ্ঠা হ'য়ে পর্যন্ত সেখানে কোনও সামাজিক নাটকের অভিনয় এ পর্য্যন্ত হয়নি। এবার দেখছি তাঁরা সে আয়োজন ক'রেছেন। তাঁদের এই প্রথম সামাজিক নাটক সম্ভবতঃ তাঁরা বিশেষ যত্নের সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে অভিনয় করবারই চেষ্টা করবেন। ৺ দীনবন্ধু মিত্রের "সধবার একাদশী" যে সময়ের লেখা তদানীন্তন সমাজের অবস্থার সঙ্গে বর্ত্তমান সমাজের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং দর্শকদের রুচীও অনেক বদলে গেছে। সুতরাং আশা করি নাট্যমন্দির 'সধবার একাদশীর' আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দিয়ে তাকে বর্ত্তমানের উপযোগী করে নিয়ে অভিনয় করবেন।

*

গত শনিবারে মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে রসরাজ অমৃতলালের 'ব্যাপিকা-বিদায়' ভূপেন্দ্রনাথের 'নারীরাজ্যে' অভিনয় হ'য়ে গেছে। 'ব্যাপিকা বিদায়ের' অভিনয় এত সুন্দর হ'য়েছে যে তারপর 'নারীরাজ্য' নাকি যায় যায় হয়ে উঠেছিল। "পাদ প্রদীপের আলোকে" এই দুই অভিনয়ের বিশদ বিবরণ আছে।

*

মিত্র থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ মহাশয় যোগদান করবার পর থেকে দেখা যাচ্ছে উক্ত থিয়েটারের ঘোষণাপত্র ও প্রাচীর পতাকা প্রভৃতি শিল্প সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে অনেকখানি উন্নতিলাভ করেছে। "জয়শ্রী"র শেষ দু'তিনখানি সচিত্র প্রাচীর পত্রিকার পরিকল্পনা ও বর্ণ বৈচিত্র্যের কলাসম্মত শ্রী দেখে মনে হ'চ্ছে যে "জয়শ্রী"র অভিনয় দৃশ্যপটের সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে মিত্র থিয়েটার এবার নিশ্চয়ই আমাদের কিছু নূতনত্ব দেখাতে পারবেন। তাঁর অভিনেতৃ সমাবেশও মন্দ নয়, এই শনিবার 'জয়শ্রী'র প্রথম অভিনয় রজনী। বৌদ্ধযুগের প্রাচীন ভারতীর পোষাক পরিচ্ছদের দিক দিয়ে এবং অভিনয় কলার সৌষ্ঠব হিসাবে 'জয়শ্রী' আশা করা যায় দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারবে।

রঙ্গ-রেণু

—*—

চলচ্ছবির ব্যবসায়ে ইংলণ্ড কিছুতেই আমেরিকাকে এঁটে উঠতে পারছে না—তাই ইংলণ্ডের মহা মহা ব্যক্তিরা বোল্‌ছেন এ বিষয়ে আর একবার উঠে পড়ে চেষ্টা না কোর্‌লে, ইংলণ্ড চলচ্ছবির ব্যবসায় ক্ষেত্র থেকে লুপ্ত প্রায় হোয়েই যাবে।

*

প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত আওয়েন মুর বলেন স্ত্রীলোক পুরুষের যতটা অনুকরণ কোর্‌তে পারে তার চেয়ে বেশীও ভালো কোরে পুরুষ অনুকরণ কোর্‌তে পারে স্ত্রীলোকের। সম্প্রতি কোনো চলচ্চিত্রে স্ত্রী-বেশ গ্রহণ কোরে তিনি এ বিষয়ের কারণও নির্দ্দেশ কোরেছেন। তিনি বলেন পুরুষত্ব ও

এবং পুরুষের অভিনয় নয় কিন্তু পুরুষ তার এই সবগুণ যত সহজে ত্যাগ কোরতে পারে স্ত্রীলোক তত সহজে তার নারী সুলভ বিশেষত্ব পরিহার কোরতে পারে না। যতই চেষ্টা করুক না কেন নারী পুরুষের মত চলতেই পারবে না, তার গতিতে একটা নাচুনী ভঙ্গী থাকবেই, তার অঙ্গহার স্বাভাবিক হবেনা, তাতে আতিশয্য থাকবেই। নারী পুরুষের গম্ভীর কণ্ঠস্বরের অনুকরণে প্রবৃত্ত হোলে মনে হয় যেন তার আলজিভের অসুখ হোয়েছে।

*

হলিউডের স্বল্পকেশী স্বল্পসজ্জাকারিণী অভিনেত্রীদের ফ্যাসানের অন্ত নেই। সব চেয়ে নোতুন ব্যাপার হোলো সব চেয়ে প্রিয় অভিনেতার প্রতিকৃতি মাথায় ধারণ করা। অন্যান্য দেশে লকেটেই তা রাখা হয়। কিন্তু মেক্সিকো দেশীয়া অভিনেত্রী ডোলোরেস্ ডেল রায়োর প্রভাবে সেখানে মাথার চিরুণীতে প্রিয় অভিনেতাদের ছবি ধরা হোচ্ছে। স্পেনের মেয়েরা যে বড় বড় মাথার চিরুণী ব্যবহার করেন সেই রকম চিরুণীতে ব্যবহার কারিণীর প্রিয় অভিনেতাদের প্রতিকৃতি থাকে—মাঝখানে যাঁর ছবি থাকে তিনি চিরুণী ধারিণীর প্রিয়তম তা বুঝতে হবে (সব চেয়ে প্রিয়—কেবল এই অর্থেই শুধু 'প্রিয়তম' নয়)।

*

শ্রীমতী ডোলোরেসের চিরুণীতে আপাততঃ ছজনের ছবি আছেঃ—লিউইস্ ষ্টোন, মিলটন সিল্‌স, লয়েড হিউজেস, রোণাল্ড কোলম্যান, বেন্ লায়ন ও রিচার্ড বার্থেলমেস। সব চেয়ে কাম্য স্থান যেটি অর্থাৎ চিরুণীর মধ্যস্থলে, কারুর ছবি এখনও নেই—তার পরিবর্তে সেখানে একটি প্রশ্ন চিহ্ন (?) এখন আছে। শ্রীমতী বিবাহিতা, তার স্বামী বর্তমান, তাই বোধ হয় প্রশ্ন চিহ্নটিতেই মনের কামনা ঢাকা হোয়েছে। মাঝে কে যাবে দেখা যাক্।

*

আমেরিকা থেকে আর একটি ফ্যাশান ইংলণ্ডে আমদানী হোয়েছে—মেয়েদের ভিতর। পুরুষদের পক্ষে এতে খুব সুবিধা হোয়েছে। একে 'ইয়ারিংয়ের ইঙ্গিত' নাম দেওয়া যেতে পারে। যদি কোনো মেয়ের শুধু ডান কানে ইয়ারিং থাকে তো বুঝতে হবে সে কাউকে ভালোবেসেছে—যদি তার দুকানেই ইয়ারিং থাকে তো বুঝতে হবে সে বিবাহিতা। যদি তার কোনো কানেই ইয়ারিং না থাকে তো বুঝতে হবে সে কাউকে ভালবাসেনি, কাউকে কোনো কথা দেয়নি তবে ভালোবাসতে বা বাক্‌দত্তা হোতে রাজী আছে।

*

'ঘোলা জল' (Rugged Water) নামক নোতুন চলচ্ছবিতে শ্রীমতী জয় উইল্‌সান ও শ্রীযুক্ত ওয়ার্ণার ব্যাক্‌স্টার যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

*

বেবি পেগি বড় হোচ্ছে—সকল ছোটোই একদিন বড় হয়—আর "এপ্রিল ফুল" নামক একখানি ছবিতে তাকে শীঘ্রই দেখতে পাওয়া যাবে।

পাদপ্রদীপের আলোকে

"ব্যাপিকা-বিদায়"

কিন্তু অমৃতলালের কলমে এখনো মর্চ্চে ধ'রে যায় নি!

এটুকু আশ্চর্য্য। কারণ এত বৎসরের আলস্যের পরেও যে-কলমের লেখা থাকে এমন তাজা ও চমৎকার, সে-লেখনীকে বার বার তারিফ না করে উপায় নেই! গেল শনিবার "ব্যাপিকা-বিদায়ে"র প্রথম অভিনয়-রাত্রে অন্ততঃ আমার মন বার বার ধন্য না মেনে পারে নি।

হয়তো 'ব্যাপিকা-বিদায়ে'র কোন কোন চরিত্র "খাসদখলে"র কোন কোন চরিত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। হয়তো "ব্যাপিকা-বিদায়ে"র কোন কোন গান প্রহসনের পক্ষে কিঞ্চিৎ ভারি হয়ে পড়েছে। কিন্তু অমৃতলালের মায়া-মাখানো লেখার গুণে এ সব খুঁৎ কোথাও অসামান্য হয়ে ওঠে-নি। পাকা পাকা বুলি আর অপর্য্যাপ্ত হাস্যরস—যে ছুটি বিশেষ দুর্লভ বিশেষত্বের জন্যে অমৃতলালের অনেক প্রহসন আখ্যান-বস্তুর কোন তোয়াক্কা না রেখেই প্রথম শ্রেণীর উপভোগ্য নাট্যে পরিণত হয়েছে—"ব্যাপিকা-বিদায়ে"র মধ্যেও তার অভাব নেই কিছুমাত্র! ঘণ্টাতিনেক ধরে দর্শকরা খালি হেসেছে এবং হেসেছে এবং হেসেছে! "খাসদখলে"র পর প্রহসন দেখে এত আমোদ আর আমি পাই-নি এবং এ কথা আমার অত্যুক্তি নয়, এ কথা আর সকলেও বলতে বাধ্য! প্রহসনে অমৃতলাল যে আজও অদ্বিতীয়, "ব্যাপিকা-বিদায়" তারই জলন্ত প্রমাণ!

যেমন প্রহসন, অভিনয়ও হয়েছে তার উপযোগী। সমস্ত পুরুষ-ভূমিকার মধ্যে একটিরও অভিনয় খারাপ হয়নি। এবং বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কুঞ্জবাবু আর হীরালালবাবুর অভিনয়। যাকে বলে আসর মাৎ ক'রে দেওয়া, তাঁরা তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার গৃহীত মিসেস্ পাকড়াশীর ভূমিকা—সেও এক অপূর্ব্ব দ্রষ্টব্য ব্যাপার—যিনি দেখবেন না, তিনি ঠকবেন। মিনির ভূমিকায় অভিনয় হয়েছে বেশ, কিন্তু গান কিছু কাণে বাজে। শ্রীমতী সুবাসিনী ও আঙ্গুরবালাও নিজেদের ডাক-নাম বজায় রাখতে

পেয়েছেন। সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের মধ্যেও শিল্পীর বাহাদুরির প্রমাণ পেলুম যথেষ্ট।

নূতন ও পুরাতন যুগের একমাত্র মধ্যবর্ত্তী সেতু অমৃতলাল এবং সে সেতু যেন এখনো দীর্ঘকাল অটুট থাকে, এই আমাদের প্রার্থনা। "ব্যাপিকা-বিদায়" দেখে যে নির্ম্মল আনন্দ আমি পেয়েছি, সেজন্যে নমস্কার,—তাঁকে নমস্কার!

"নারী-রাজ্যে"

এখানি হচ্ছে ভূপেনবাবুর নূতন নাটক—"ব্যাপিকা-বিদায়ে"র সঙ্গে অভিনীত হয়।

নাটকের আখ্যান-বস্তুর মধ্যে মৌলিকতা আছে এবং জমবার উপাদানও আছে। কিন্তু প্রধান মুস্কিল দেখলুম এই যে, এর আগেই হয়ে গেল "ব্যাপিকা বিদায়ে"র মতন একটি উচ্চশ্রেণীর রঙ্গব্যঙ্গমধুর হাল্‌কা পালা। ফলে মন এমন চটুল হয়ে পড়ল যে পৌরাণিক "নারীরাজ্যে" প্রবেশ করবার মত আগ্রহ জাগাতে বেশ একটু বেগ পেতে হ'ল। জানিনা, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ এ সমস্যার সমাধান করবেন কি উপায়ে।

তার উপরে দেখলুম, "নারীরাজ্যে"র মধ্যে এমন কতকগুলি অনাবশ্যক অংশ ও গান আছে, যা নাটকের বিচিত্রতাকে আহত করে। শুনলুম, "ব্যাপিকাবিদায়" নিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ এমন ব্যস্ত ছিলেন যে, "নারীরাজ্যে"র উচিত-মত মহলা দেবার অবকাশ হয়নি। সুতরাং আশা করা যায়, দ্বিতীয় রাত্রি থেকে "নারীরাজ্যে"র শ্রীসৌন্দর্য্য উন্নততর হবে। অতএব এর পরের অভিনয় না দেখে নাটক সম্বন্ধে কোন মতামত দিয়ে নাট্যকারের উপরে আমি অবিচার করতে চাই না।

তবে এটা দেখা গেল যে, "নারীরাজ্যে"র জন্যেও কর্ত্তৃপক্ষ আয়োজনের কোন ত্রুটি করেন নি। নূতন নূতন সাজপোষাক ও দৃশ্যপট এবং তার যত্র তত্র শিল্পীর দক্ষতার পরিচয়! "জয়দেবে"র আদি "শ্রীকৃষ্ণ" আবার এত দিন পরে "নারীরাজ্যে"ও শ্রীকৃষ্ণ রূপে দেখা দিয়েছেন। এই অভিনেত্রীর গানের গলা ভালো লাগল। প্রমীলার ভূমিকায় শ্রীমতী ননীবালা ও মুক্তার ভূমিকায় শ্রীমতী নবতারার গানও বেশ। দেখা যাচ্ছে, আজকাল গায়িকার সংখ্যায় মিনার্ভা আর সব রঙ্গালয়ের উপরে টেক্কা মারতে পারে। চিপিটক রূপে কার্ত্তিকবাবু দর্শকদের মধ্যে হাস্যধ্বনির সৃষ্টি করেছিলেন। বীরনারীদের তরবারি নিয়ে সামরিক নৃত্যের পরিকল্পনা মন্দ লাগল না।

"লাখটাকা"

লাখটাকার লোভ সাম্‌লাতে পারিনি, কাজেই "ষ্টারে" যাত্রা করতে হয়েছিল। নামটি কি লোভনীয়!

"লাখটাকা" প্রহসন-মূলক নাটক এবং ইংরেজীতে যাকে বলে satirical comedy, তারও লক্ষণ এতে আছে। পৃথিবীর সব দেশেই এ ধরণের নাটকে আজগুবি বা অসম্ভব ব্যাপারের অবতারণার দ্বারা হাস্যরস সৃষ্টি করা হয় এবং আলোচ্য নাটকের সুপরিচিত লেখক সৌরীনবাবুও মাঝে মাঝে তা করেছেন।

"লাখটাকা"র আখ্যান-বস্তুর মধ্যে বেশ-একটু কায়দা আছে। সৌরীনবাবু একজন নামজাদা গল্পলেখক, সুতরাং কি ভাবে গল্প তৈরি করলে ভালো শোনাবে, সে সম্বন্ধে তাঁর নিপুণতা সন্দেহের অতীত। উপরন্তু তাঁর ভাষা হচ্ছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং কোনরকম দুরূহ ভারে আক্রান্ত নয়। অকারণ বাহুল্যের দ্বারা নাটকীয় ক্রিয়াকেও কোথাও তিনি বাধা দেন-নি। এই তিনটি কারণে "লাখটাকা" একখানি উঁচু-দরের নাটক হয়েছে। সাহিত্যের দিক দিয়ে বইখানি আমার ভালো লেগেছে, অত্যন্ত!

এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস, থিয়েটারি দলাদলির বাইরে থেকে মুক্ত মন নিয়ে যাঁরা "লাখটাকা"র অভিনয় দেখতে যাবেন, তাঁরা সকলেই আমারই কথায় সায় দেবেন। বিশেষ ক'রে এ-কথা বললুম এইজন্যে যে, সংপ্রতি কেউ কেউ "লাখটাকা"কে মেকি প্রতিপন্ন করবার জন্যে হঠাৎ কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের এই অতিরিক্ত আগ্রহ আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।

অতঃপর অভিনয়ের কথা। এবং এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসছে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম। "চিরকুমার সভা"র চন্দ্রবাবুর মতন এ নাটকেও তিনি একটি অনণুকরণীয় অপূর্ব্ব 'টাইপ' সৃষ্টি করেছেন—এটর্ণী রক্তবীজ। যেমন তাঁর 'মেক-আপ' বা অঙ্গরাগ, তেম্‌নি তাঁর অভিনয়—চমৎকার! তাঁর শক্তি-বৈচিত্র্য ক্রমেই আমাকে অধিকতর বিস্মিত ক'রে তুলছে! এবং এটাও আমার মনে হচ্ছে যে, কোন কোন বিষয়ে আধুনিক রঙ্গালয়ে সত্যই তিনি অতুলনীয়! বোধ হয় কথাটা অনেকের ভালো লাগবে না। কিন্তু খাঁটি কথা।

ফক্কারাম-জাতীয় ভূমিকা অভিনয়ে রাধিকাবাবুর কৃতিত্ব আমি আগেও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু প্রথম রাত্রের অভিনয় দেখে বেশ বুঝলুম, ভূমিকার কথা তাঁর মোটেই মুখস্থ হয় নি। ফলে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁকে যার-পর নাই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে এবং পাকা অভিনেতা ব'লেই সে রাত্রে তিনি

নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু কথা মুখস্থ ক'রে দ্বিতীয় রাত্রি থেকেই তিনি যে উচ্চশ্রেণীর অভিনয় করছেন, সকলেই তা দেখলে পুলকিত না হয়ে পারবেন না। "বেয়াকেলে"র ভূমিকায় সন্তোষবাবুর অভিনয় উল্লেখ-যোগ্য।

চঞ্চলা রূপে শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ভালোই অভিনয় করেছেন, তবে তাঁর অভিনয় আরো-একটু চটুল ও লীলাময় হওয়া উচিত, নইলে ভূমিকার সঙ্গে তাঁকে ঠিকমত মানাবে না। শ্রীমতী নীহারবালা "ভুজঙ্গিনী" সেজে বেশ অভি-নয় করেছেন,বেশ গান গেয়েছেন। দ্বিতীয় রাত্রে তিনি যে সত্যই"পতিপাগলিনী বিরহিনী" নন, এই কাপট্যের ভাবটুকু গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই অতি-নিপুণতার সহিত প্রকাশ করেছেন। "খোন্তা-মাসী" ও "জমাদারনী"র ভূমিকায় শ্রীমতী কুমুদিনী ও শ্রীমতী নন্দরাণীর অভিনয় উপভোগ্য।

দৃশ্যপট সুন্দর। কিন্তু নাচ জমে-নি। এদিকে অবিলম্বে পরিবর্ত্তন দরকার। সখীদের গুটি-দুই গান বাদ দিলে মন্দ হয় না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

যবনিকার অন্তরালে

[প্রম্পটার]

ডাইরেক্টর। একি? এবারকার কাগজে হঠাৎ শিশির ভাদুড়ীর এত প্রশংসা করেছো কেন? জানো, আমাদের Mission হ'চ্ছে যেমন ক'রে হোক এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করা! চিরকাল আমরা এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে কাজ করে এসেছি। যতবার যত কাগজ বের করেছি সে কেবল তাকেই আক্রমণ করবার জন্য! আমাদের নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচার করাটাই সে সবের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়!

সেক্রেটারী। আজ্ঞে, সে আর আমি জানিনি! এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে এ অধম কি না করেছে বলুন? আপনারা যেখানে ধরে আনতে বলেছেন, আমি সেখানে বেঁধে এনেছি! কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারছিনে! নাটক কেড়ে নিলে লিখিয়ে নেয়! ষ্টেজ কেড়ে নিলে অন্য ষ্টেজ যোগাড় করে নেয়! নাটকের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষ প্রচার করলে ওর 'সেল' বেড়ে যায়! কি করি বলুন? এবার তাই ওর অভিনয় শিক্ষা দেওয়ার দোষ ধরছি! কিন্তু "মরিয়া না মরে শত্রু এ কেমন বৈরী!"

ডাইরেক্টর। তা সে মরবে কি করে বলো? কাগজে এ রকম করে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলে ত তার পরমায়ু আরও বেড়েই যাবে!

সেক্রেটারী। আজ্ঞে, একটু স্থির হয়ে বিবেচনা করে দেখুন ওটা না করা ছাড়া এখন আর উপায় নেই। এতদিন নিন্দা করে ত কিছুই করতে পারা গেল না, জনপ্রিয়তা তার দিন দিন বেড়েই চলেছে,কাজে কাজেই আমরা জোর করে তার নিন্দে করতে গিয়ে নিজেরাই ক্রমাগত লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হয়েছি এবং আমাদের কাগজের মতও সাধারণের কাছে অত্যন্ত খেলো হয়ে পড়েছে!

ডাইরেক্টার। তাই বলে কি নিজেদের উদ্দেশ্য ভুলে যাবো, নিজেদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবো, নিজেদের ব্রত বর্জ্জন করবো?

সেক্রেটারী। আজ্ঞে, মাপ করবেন, আপনি ভয়ানক ভুল করেছেন! উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হতে আমরা এক পদও বিচ্যুত হইনি। এবার আমরা কেবল একটু নূতন কৌশল অবলম্বন করেছি। শিশির ভাদুড়ীর প্রশংসা করে, তাকে খুব বাড়িয়ে দিয়ে তার সম্প্রদায়কে একেবারে নগণ্য করে তোলবার চেষ্টা

সেকালের রাজ সভা

করছি। এতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার বরং কতকটা সম্ভাবনা হতে পারে অথচ সত্যিকারের একটা গুণী লোকের অকারণ নিন্দা করে আর জন সাধারণের বিরাগ ভাজন হতে হবে না!

ডাইরেক্টার। ও! বটে! বটে! তোমার মাথা আছে দেখছি!

সেক্রেটারী। (স্বগতঃ) আজ্ঞে তা নইলে আর আপনাদের মতো সব ঘোড়েল ব্যবসায়ীদের চরিয়ে খেতে পারতুম কি?

ডাইরেক্টার। তা দেখ, এ বেশ বুদ্ধি করেছো, আরও অন্যান্য দু'একখানা থিয়েটারের কাগজও তোমারই বুদ্ধি নিয়েছে দেখছি! তারাও চিরকাল নিজেদের ও আমাদের হয়ে ওকে গাল দিয়ে এসেছিল, এবার কিন্তু সকলেই দেখছি খুব প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছে। এটা হঠাৎ একেবারে ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনালেও উদ্দেশ্য সব একই বোধ হয় কি বল?

সেক্রেটারী। আজ্ঞে হ্যাঁ, ও আমাদের "সব শেয়ালেরই এক ডাক!" একা ভাদুড়ী ছাড়া ওঁর দল কিছু নয় এইটেই হবে এখন আমাদের বুলি!

ডাকঘর

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়—

গত সপ্তাহের নাচঘরে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের চিঠিখানি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। চারুবাবু লিখিয়াছেন যে রাজসূয়-যজ্ঞের দৃশ্য সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই সৃষ্টি। কথাটা সত্য নহে।

এ সম্বন্ধে নাচঘর ও নটরাজ কাগজে যখন বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল তখন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে আমি যেন এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলি। আমি সেই জন্যই এতদিন এসম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। কিন্তু আপনাদের কাগজে চারু বাবু যে চিঠি দিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই আমি জানাইতে বাধ্য হইয়াছি যে রাজসূয়-যজ্ঞ চারু বাবুর সৃষ্টি নহে।

ইতি—

নিবেদক

শ্রীনারায়ণচন্দ্র দে

ষ্টেজ ম্যানেজার—ষ্টার থিয়েটার

ষ্টারথিয়েটার

১১-৭-২৬

২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত বাবাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়:—২৪ নং (যোড়শা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৯ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৭ই শ্রাবণ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

গত শনিবার মিত্র থিয়েটারে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-বিনোদের নূতন গীতিনাট্য "জয়-শ্রী"র প্রথম অভিনয় সত্য সত্যই মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে।

*

"জয়শ্রী" বৌদ্ধযুগের একটি অদ্ভুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত একখানি অনুপম গীতিনাট্য। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই শ্রেণীর নাট্য-রচনায় একেবারে সিদ্ধহস্ত। তাঁর অমৃতনিস্যন্দিনী ভাষার সাহায্যে তিনি আমাদের আলো আঁধারের রহস্যময় আবছায়ার ভিতর দিয়ে কবি কল্পনার যে সুমধুর স্বপ্নালোকে টেনে নিয়ে যান, মুগ্ধ মোহাভিভূতের মতো আমরা সেখানে গিয়ে একেবারে আনন্দে-বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যাই।

*

ললিত মধুর সঙ্গীতোপম দেব-ভাষার অধিকারী এই কল্পলোকের কবি ও নাট্যকার তাঁর পরিণত বয়সের এই নব নাট্যলীলায় যে অনস্বাদিতপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গের শীকরোচ্ছ্বাস প্রবাহিত করেছেন,—তা পরম উপভোগ্য হয়ে উঠেছে—মিত্র থিয়েটারের নবোৎসাহী তরুণ সম্প্রদায়ের অক্লান্ত যত্নে চেষ্টায় উদ্যমে ও অধ্যবসায়ের গুণে!

*

মিত্র থিয়েটার যে এই গীতিনাট্যখানিকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে প্রয়োগ করবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি এটা বেশ বোঝা যায় যখন দেখি যে নাট্যোল্লিখিত অসংখ্য পৌর নর নারী পর্য্যন্ত ভারতের দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বের রঙিন বর্ণ্ণীন বেশভূষায় সুসজ্জিত হয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন।

"আলিবাবা"য়—মুস্তাকার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

জয়শ্রী দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল যেন "অজান্তার" সেই গিরিগহ্বর-গাত্রের অঙ্কিত নরনারীরা আজ সহসা কার মন্ত্রবলে সজীব হয়ে উঠেছে।

*

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র সিংহের রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক এই প্রথম। রঙ্গমঞ্চের যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিল্প সম্বন্ধে কোনো ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা তাঁর ইতি পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু তথাপি তিনি তাঁর নিজের কলাকুশল কল্পনা-শক্তির প্রভাবে মিত্র থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে সেদিন প্রকৃতই যেন শ্রীমহা-রাজ চন্দ্রদেব অনুশাসিত অবন্তী-পুরের রাজ-ঐশ্বর্য্যময় বিহার ভূমিতে পরিণত করে দিয়েছিলেন। তাঁর রঙীন তুলিকায় মোহন স্পর্শে নাটোল্লেখের সেই অপূর্ব্ব তোরণদ্বার তার সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য নিয়ে যেন নূতন হয়ে গড়ে উঠেছিল! দুগ্ধফেননিভ লঘুতুলপক্ষ হংস-মিথুন সুনীল সরসী জলে তার মরাল গ্রীবা লীলায়িত করে যেন বিকশিত শতদল কমলের তুষার শ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে! এই হংস কমলের কমনীয় কান্তি তাঁর শিল্প সৌন্দর্য্যের যে অতুলনীয় বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলেছিল, তারই নয়নাভি-রাম প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়েছে দেখা গেল রাজাসনের চিত্রিত চমৎকার পাষাণ সোপান-তলে, তোরণ-স্তম্ভ গাত্রের চারু কারুকার্য্যে, প্রাচীন স্থাপত্যের গঠন-সৌকর্য্যের ভিতর। নিবিড় অরণ্যভূমির গভীরতার মধ্যে সঙ্কীর্ণ বনপথের আশে পাশে, উৎসব-মণ্ডপের চূড়ায় চূড়ায় রাজা ও রাজ-পুত্রের মাথার কনক কিরীটে, রাজকুমারীর মণি মুকুটে সুবেশা দেবসেনার সুবর্ণ শিরস্ত্রাণে, নাগরিকাদের বসনে ভূষণে অঙ্গরাগে, ভ্রমরকৃষ্ণ কেশের কবরী

সজ্জা থেকে সুরু করে তাদের সেই অলক্তরাগরঞ্জিত চারু চরণতলের নূপুর মণি মঞ্জীরের মৃদু গুঞ্জন শিঞ্জিনীতে পর্য্যন্ত!

*

নাট্যমন্দিরের 'সীতায়' রূপদক্ষ চারুচন্দ্র সর্ব্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চের উপর দৃশ্যপটে সাজসজ্জায় ও অলঙ্কারে শিল্পকলার বিশেষত্ব ফুটিয়ে তুলে এদেশের রঙ্গমঞ্চের একটা রূপান্তর সৃষ্টি করেছিলেন; তাঁর সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টির অনুসরণ করবার মতো কলাজ্ঞান উদারতা ও সাহস নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার যখন প্রথমে তাদের আত্মশক্তির অভিনয়ের মধ্যে সেই জিনিস আমাদের দেখালেন, আমরা তা দেখে খুশী না হ'য়ে থাকতে পারিনি! তারপর ষ্টার থিয়েটার কর্ত্তারা মেয়ে ও শ্রীকৃষ্ণে একেবারে খোদ চারুচন্দ্রেরই সাহায্য নিয়ে তাঁদের রঙ্গমঞ্চের শ্রী ও শোভা সুসম্পাদিত করলেন। আজ মিত্র থিয়েটার সতীশ বাবুর মতো আর একজন প্রতিভাবান শিল্পীর সাহায্য নিয়ে তাঁদেরও রঙ্গমঞ্চকে এই প্রাচ্য রূপের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য্য সম্পদে সত্য সত্যই আজ ঐশ্বর্য্যবান করে তুলেছেন। এদেশের নাট্যজগতের আজ সুপ্রভাত সন্দেহ নেই!

*

"জয়শ্রীর" গল্পাংশ রহস্যময় হলেও মোটেই দুর্ব্বোধ নয়। সংক্ষেপে বলা যায়—জাতির স্বাধীনতার দিন স্মরণে অবন্তীপুরে যে উৎসব হ'তো সেদিন রাজা প্রজা রাজ্যের নরনারী সবাই একত্রে সুরাপান ক'রে আনন্দে উন্মত্ত হ'তো। এই দিনের জন্য কয়েকটি বিশেষ 'বিধান' থাকতো যা না মানলে অনাস্থাকারীদের প্রাণ দিতে হতো। এই দিন রাজশক্তি পর্য্যন্ত এই বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারতোনা। ফলে এই উৎসবের দিনে আমোদের অজুহা'তে উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হ'তো; রাজকুমারী "জয়শ্রী" তা দেখে কাতর হয়ে উঠেছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণ প্রভুগুপ্ত ছিলেন রাজকন্যার গৃহশিক্ষক। তাঁরই আদর্শে উপদেশে রাজকুমারী 'জয়শ্রীর' চরিত্র গঠিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর পিতা মহারাজ শ্রীচণ্ডদেব ছিলেন অপুত্রক। তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যা 'জয়শ্রীই' ছিলেন অবন্তী সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিণী। চণ্ডদেব স্থির করেছিলেন যে কৌশাম্বীর যুবরাজ উদয়নের হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করবেন, তাই জাতীয় উৎসবের দিন তিনি তাঁকে নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপুরোহিত এ বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তিনি সনাতন হিন্দু ধর্ম্মানুরাগী কিন্তু কৌশাম্বীর যুবরাজ উদয়ন ছিলেন শ্রীভগবান গৌতমের শিষ্য! কুমারী 'জয়শ্রীর' পাণিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তিনিই হবেন 'অবন্তীর' অধিপতি এবং রাজার বৌদ্ধ ধর্ম্মাসক্তির ফলে অচিরে অবন্তী থেকে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মও লোপ পেয়ে যাবে এই আশঙ্কায় পুরোহিত রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে উদয়নের পরিবর্ত্তে মালবের যুবরাজ প্রবরসেনকে নিমন্ত্রণ করে আনেন এবং প্রজাদের উত্তেজিত ক'রে এই প্রবর সেনের সঙ্গেই রাজকন্যার বিবাহের আয়োজন করেন। কিন্তু দৈবের ইচ্ছা অন্যরূপ, তাই ঘুরে ফিরে শবরবেশী কৌশাম্বীপতি উদয়ন ও তাঁর জননী পট্টমহাদেবী সুমিত্রাও সেদিনই অবন্তীপুরে এসে পড়েন। তারপর নানা অদ্ভুত ঘটনার ভিতর দিয়ে শেষ জয়শ্রীর সঙ্গে উদয়নের মিলন হয়।

*

নাট্যকার এই আখ্যানভাগের ভিতর দিয়ে নারীত্বের চির অপরিবর্ত্তনীয় প্রকৃতি প্রভৃতি অনেক জিনিষই আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে মনুষ্যত্ব। কেমন করে দৈবশক্তির প্রভাবে প্রভূত শক্তিশালী হয়েও কৌশাম্বীপতি উদয়ন আপনার মনুষ্যত্বের গৌরবে একাকী নিরস্ত্র মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বারম্বার অগ্রসর হলেন এবং মনুষ্যত্বের প্রভাবে মরণকে জয় করে "জয়শ্রী"কে লাভ করলেন এইটি নিপুণ নাট্যকার ও কবি ক্ষীরোদপ্রসাদ অতি চমৎকার ও চিত্তাকর্ষক ক'রে আমাদের দেখিয়েছেন। কিন্তু এখানে তাঁর একটা ত্রুটির উল্লেখ আমরা না করে থাকতে পারছিনি। তাঁর নায়ক উদয়ন নিজের মনুষ্যত্ব দেখাবার আগে আপনার কার্ত্তিকের-তুল্য অপূর্ব্ব রূপ সৌন্দর্য্যের প্রভাবেই রাজার দেহরক্ষী সশস্ত্র 'দেব সেনাকে' ও নারী সেনার প্রধানা সাহসিকা সুবেনাকে নিরস্ত্র করতে পেরেছিলেন। সুতরাং তিনি মনুষ্যত্ব ও পৌরুষের চেয়ে রূপ সম্পদেরই জয়গান করেছেন বেশী।

*

'জয়শ্রী'র ভূমিকায় 'জনায়' সেই নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তাদেবী অবতীর্ণা হ'য়েছিলেন। এতবড় একটি ভূমিকা নিয়ে এই তাঁর প্রথম আবির্ভাব সত্ত্বেও তিনি যে দর্শকদের সেদিন মুগ্ধ করতে পেরেছিলেন এ শক্তি তাঁর ভবিষ্যৎ সাফল্যকে উজ্জ্বলরূপে নির্দ্দেশ ক'রছে! সুযোগ্য শিক্ষার গুণে এঁর অভিনয় যে অচিরে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! পট্টমহাদেবী 'সুমিত্রার' ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁর দুর্ভাগ্যের বেদনা, তাঁর অগাধ পুত্র স্নেহ ও অজেয় বীরপুত্রের গৌরব-গর্ব্ব, তাঁর রাজরাণীর মর্য্যাদা ও অভিমান প্রভৃতি চরিত্রগত বিশেষত্ব গুলি তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় ক'রেছিলেন। দেবসেনারূপে শ্রীমতী আশ্চর্য্যময়ী তাঁর কলকণ্ঠের অজস্র মধুকাকলীতে রঙ্গ গৃহ মুখর ক'রে তুলেছিলেন। দর্শকেরা বারম্বার তাঁর গান শুনেও আবার শোনবার আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন! মণ্ডলপত্নীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। পৌরনারী ও রঙ্গিনীগণও সু-অভিনয় করেছেন। কেবল তাঁদের অসংখ্য নাচ গানের মধ্যে ভারতীয় নৃত্যকলার বৈশিষ্ট্য টুকুর একান্ত অভাব আমাদের অত্যন্ত পীড়া দিয়েছে। মিত্র থিয়েটারের প্রয়োগনিপুণ ও কলাজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে তাঁরা যেন ভারতের প্রাচীন যুগের নাটকে এরূপ আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য নৃত্য গীতের প্রচলন, অবিলম্বে পরিবর্ত্তন করেন। সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিক্ষক শ্রীনৃপেন্দ্রচন্দ্রের শিক্ষার গুণে রঙ্গিনীরা সকলেই নেচেছেন অতি সুন্দর কিন্তু সে নাচ অবন্তীপুর বা কৌশাম্বীর নয়।

*

উদয়নের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত অভিনয় করেছেন। আজন্ম বনে পালিত ঋষি-আশ্রমে শিক্ষিত এই রাজ-কুমারের চরিত্র তিনি অতি সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছিলেন। কেবল তাঁর 'শবর বেশের' আমরা প্রশংসা করতে পারছিনি। তিনি দয়া করে যেন বিলাতী থিয়েটারের নর্ত্তকীদের (Ballet Girl) উপযুক্ত ঐ পোষাকটি আর না পরেন। তিনি যদি বেশ মোটা রঙীন কাপড়ের উপর অজিন বা বল্কল কিম্বা চিতাচর্ম্মের গাত্রাচ্ছাদন ব্যবহার করতেন তা'হলে বোধ হয় এর চেয়ে অনেক সুন্দর হ'তো! তাঁর বিশ্রী পোষাকটা 'জয়শ্রীর' সুচারু সজ্জা সৌন্দর্য্যের মধ্যে যেন নিতান্ত বেসুরো বোধ হচ্ছিল। সেটা যেন এই নাটকের অপূর্ব্ব প্রয়োগ-পরিস্থিতির তাল (Harmony) ভেঙে দিচ্ছিল! শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র মুস্তফীর চণ্ডদেবের অভিনয় মন্দ হয়নি; তবে তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর আর একটু হ্রস্ব করলে আরও ভাল হয়। হরিমোহন বাবু পুরোহিতের ভূমিকায় এবং ইন্দু বাবু প্রবর সেনের ভূমিকায় অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের 'উদ্দালকে'র অভিনয়ে জ্যাবলামীর ভাবটা বড় বেশী মাত্রায় দেখা যাচ্ছিল। 'মহিরজ' তেমন ভাল অভিনয় করতে পারেন নি। কিন্তু 'ধনমা তাঁর অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রভুগুপ্ত আরও একটু প্রাণবন্ত হলে তাঁর অভিনয়ও নিতান্ত মন্দ হবে না! মোটের উপর 'জয়শ্রী' অভিনয়ে মিত্র থিয়েটার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা সাফল্যমণ্ডিত হয়ে তাঁদের জয়শ্রী দান করেছে। এই প্রথম-রজনীর-অভিনয় হত্যার দিনে তাঁরা যে তাঁদের নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে করতে পেরেছেন এটা তাঁদের

জশ্রী' অভিনয়ের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব। এই নাটকখানি যে দীর্ঘায়ু হবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

•

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের মহাসাগর (Indian ocean !) পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করে একখানি অতি অপূর্ব্ব নাটক রচনা করেছেন। শোনা যাচ্ছে নাট্য-মন্দিরে সেখানি সত্বর অভিনয় হবে।

•

'মিশরকুমারীর' যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় বৌদ্ধ-যুগের কণিষ্কের সময়ের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে একখানি নূতন নাটক রচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন।

•

সাধারণের বিশেষ অনুরোধে নাট্যমন্দির এ সপ্তাহে শনিবার দিন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে'র অভিনয় আয়োজন করেছেন। 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের' আশাতীত অভিনয় সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তাঁরা এই নাটকখানির প্রয়োগ নৈপুণ্যের দিকে এবার অধিকতর মনোযোগী হয়েছেন। এই শনিবার তাঁরা নাটকের স্থান কালোপযোগী দৃশ্যপট ব্যবহার করবেন বলে আমাদের জানিয়েছেন এবং খুব সম্ভবতঃ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় এই শনিবার চারটি ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন! 'ভীম' 'শ্রীকৃষ্ণ' ও 'ব্রাহ্মণ' ছাড়া 'ভীষ্মের' ভূমিকাতেও তাঁকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে। আরও একটি নূতন আকর্ষণ হচ্ছে শ্রীমতী চারুশীলা এবার "উত্তর" সাজবেন।

•

আমরা শুনে সুখী হলুম যে 'সধবার একাদশীর' সঙ্গে কল্পকবি শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের চির নূতন গীতিনাট্য 'মুক্তার মুক্তির'ও অভিনয় আয়োজন নাট্যমন্দিরে অতি সমারোহের সঙ্গে চলেছে!

•

শিল্পী যামিনী রঞ্জন রায় শিশির সম্পাদক মারফৎ জানিয়েছেন যে ষ্টার থিয়েটারের কোনও বিশিষ্ট কর্ম্মচারীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে এড়াতে না পেরে বন্ধুত্বের খাতিরে তিনি তাদের মুখরক্ষায় জন্য 'লাখটাকার' দৃশ্য পটের পরিকল্পনার কতকটা দায়ি স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন, এবং সেই মর্ম্মে তাঁর উপরোক্ত বন্ধুটি তাঁর কাছ থেকে জোর করে একখানি পত্রও লিখিয়ে নিয়েছেন! এরূপ অবস্থায় আমরা যামিনী বাবুর প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে থাকতে পারছিনি! একেই বলে আদর্শ বন্ধু বাৎসল্য! ধন্য শিল্পী তোমার স্বার্থত্যাগ!

রঙ্গ-রেণু

শ্রীমতী কনষ্টান্স টালমাজ বোলেছেন যে তিনি "ব্যাকেলোর ডাচেস্" নামক চলচ্ছবির কাজের মধ্যে থেকে সহসা অন্তর্হিত হোয়ে বিয়ে কোরে এসেছিলেন। ঐ ছবির কাজ শেষ হোলে তবে তিনি সস্বামী প্রথমে যাবেন ভেনিসে ও তার পর যথাক্রমে লণ্ডনে ও প্যারিসে। সেই হবে তাঁর বিশ্রাম আর মধুচন্দ্রমা।

•

যাঁরা "নতারদামের কুজ" (Hunchback of Notre Dame) দেখেছেন তাঁরা সকলেই শ্রীমতী মেবেল নর্ম্যাণ্ডের অভিনয়ের কথা নিশ্চয় মনে রেখেছেন। ঐ ছবির পর আর দুই খানিমাত্র ছবিতে আবির্ভূতা হোয়ে, শ্রীমতী আত্মগোপন কোরছিলেন। তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন জানবার জন্যে সকলেই কৌতূহলী ছিলেন; এখন জানা গেছে প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়ার্ণার ব্যাকস্টারের সঙ্গে বিবাহিতা হোয়ে তিনি এত সুখে ঘর কন্না কোরছেন যে চলচ্ছবিকে তিনি ত্যাগ কোরেছেন।

•

ব্যাপারটা কি? শ্রীমতী মে ম্যাক এ্যাভয় সম্প্রতি ভ্রমণ কোরে ফিরে এলে শ্রীযুক্ত রবার্ট এ্যাগনিউ ষ্টেশনেই তাঁকে এমন নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ কোরেছিলেন যে সকলেরই সে দিকে নজর প'ড়েছিল। এই বিখ্যাত অভিনেত্রী ও বিখ্যাত অভিনেতার সংযোগ কি এতে সৃষ্টি, হোচ্ছে?

•

কোনো আমেরিকান পত্রিকা লিখেছেন যে চলচ্চিত্রাভিনয়ে সবচেয়ে বেশী রোজগার করেন শ্রীযুক্ত হারল্ড লয়েড। তারপর যথাক্রমে শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিন, শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, শ্রীমতী গোরিয়া সোয়ান্‌সান্, শ্রীমতী মেরী পিকফোর্ড ও শ্রীযুক্ত টমাস্ মিহান।

•

স্বনামধন্যা অভিনেত্রী শ্রীমতী রেনে এ্যাডোরের বোন্ শ্রীমতী মীরা এ্যাডোরে তাঁর দিদির কৃতকার্য্যতায় উৎসাহিত হোয়ে বাক্স পেঁটরা নিয়ে হলিউডে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষাকল্পে হাজির হোয়েছেন। তিনি বলেন তিনিও যে অভিনেত্রী রূপে যশ ও অর্থ উপার্জ্জন কোরবেন এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

•

শ্রীমতী মেরিয়ান নিকসন্ ও শ্রীযুক্ত কন্‌ওয়ে টার্ল অভিনয়ের অবসরে

নিজেদের উদ্যানের পরিচর্য্যা করেন। শ্রীযুক্ত টাম ঘড়ি বা মোটরকার মেরামতের কাজও করেন। তিনি বলেন চলচ্চিত্রের সবচেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার হোচ্ছে প্রাতরুত্থান। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের সকালটা তাদের নিজের, চলচ্ছবি-অভিনেতাদের সকালগুলি প্রযোজকদের। সকাল সাড়ে সাতটায় উঠে পোষাক পরার আর সমস্ত দিন তা প'রে থাকার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই প্রতিবাদ কোরবেন বোলেছেন। তিনি বলেন সকালে উঠাকে তিনি ঘৃণা করেন।

*

চলচ্চিত্রে প্রবেশ করবার আগে শ্রীমতী লয় উইল্সান দুবছর কাল প্যারিসে নর্ত্তকীরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কোরেছিলেন।

*

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী মে মারের সম্প্রতি বিবাহ হ'য়ে গেল।

*

পরলোকগতা অভিনেত্রী শ্রীমতী বার্‌বারা লা মার সাতবছর বয়েস থেকে চলচ্ছবিতে অভিনয় কোরতে সুরু কোরেছিলেন। তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত রিচমণ্ডে জন্মগ্রহণ কোরে গত জানুয়ারী মাসের তিরিশে মারা যান। তিনি একাধিকবার বিবাহ কোরেছিলেন। বিয়ের আগে তাঁর আসল নাম ছিল রিয়াথা ওয়াটসান্ (Reatha Watson)

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও আধুনিক নাট্যকলা

* কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত শক্তির বলে মানুষ যে কি প্রকারে সফলতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে পারে তাহা অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নট জীবনে সম্যক প্রকাশ পায়। সম্পাদকের লেখনী অনেক অভিনেতার অযথা প্রশংসা ও অনেক অভিনেতার অযথা নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছে। সম্পাদকের ঢক্কা নিনাদ কিছুদিনের জন্য কোন অভিনেতাকে দর্শক সাধারণের নিকট বড় করিয়া তুলিতে পারে বটে কিন্তু অন্তর্নিহিত অদম্য শক্তি ধীরে ধীরে কার্য্য করিলেও মানুষকে সুদৃঢ় ভাবে যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে।

বঙ্গদেশে অধুনা নূতন যুগের যে সকল অভিনেতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি কলমের খোঁচার জোরে কখনও বড় হ'ন নাই। তাঁহার ভাগ্যের দোষেই হউক অথবা তাঁহার তৈলদানের অক্ষমতা নিবন্ধনই হউক কেবল মাত্র দুই চারিজন ন্যায়পর নিরপেক্ষ সমালোচক তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরকার শক্তি ঢক্কাবাদক সমালোচকগণের সহস্র নিন্দাবাদ প্রতিহত করে তাঁহাকে প্রকৃত নটের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্য প্রতিভা সমালোচনা করিতে বসিলে তাঁহার নট জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় স্থানটী সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বেঙ্গল থিয়েটার্স কোম্পানীতে অভিনীত মহারাষ্ট্র নাটকের অপ্রত্যাশিত সাফল্য নির্ম্মলেন্দুর নট প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। এমন প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পড়িয়া কয়েকজন মাত্র novice লইয়া নিজের অদ্ভুত শিক্ষকতার গুণে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তিনি যে নাট্য সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন তাহা অর্থাভাব বশতঃ অল্পকাল স্থায়ী হইলেও এখনও নিরপেক্ষ দর্শক তাহার জন্য একটা সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। সদাশিব রাওয়ের অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটা distinct landmark বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নাটকখানি অভিনীত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কয়েকজন সম্পাদক নির্ম্মলেন্দুবাবু ও নাট্যকার সুধীন্দ্র রাহাকে লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা এমন কি অশ্লীল গালাগালি পর্য্যন্ত করিয়া সেই নূতন সম্প্রদায়টির অভ্যুত্থানের মুলে কুঠারাঘাত করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন যাহাতে দর্শক সাধারণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে নূতন থিয়েটারটির সম্বন্ধে অতি খারাপ ধারণাই করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি নির্ম্মলেন্দু বাবুর অসাধারণ প্রতিভা এবং organising capacity সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁহাকে বিজয় মাল্যে বিভূষিত করেছিল। সেদিন নাট্যজগত দেখেছিল প্রকৃত প্রতিভা কাহাকে বলে, প্রকৃত অভিনয় কত সুন্দর!

নির্ম্মলেন্দু বাবুর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কি বীররস, কি করুণ রস, কি হাস্যরস, কি আদিরস, কি ভক্তিরস সকল রসের অভিনয়েই তিনি অপক্ষপাত সহৃদয় দর্শকের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপাদিত্য, রত্নেশ্বর, মীরকাশেম, নবকুমার, দিলদার, বিধুভূষণ, মোহিত, হাসান, সদাশিব রাও, মহিষাসুর প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় এক একটী দেখিবার জিনিষ।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। স্থানে স্থানে আমি তাহার নির্দ্দেশ করিব মাত্র। নির্ম্মলেন্দু বাবুর রত্নেশ্বর একটা অতুলনীয় সৃষ্টি। আদিরসের অভিনয় এরূপ সুন্দর ভাবে (tune to life) ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রত্নেশ্বর সুরমার প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্য ও বিদায় দৃশ্য দর্শকগণের চিত্তপটে চির দিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। দিলদার চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্যকলা জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয়। "The alchamy of his genius

turned whatever he touched into gold." গোলকুণ্ডার হাসান ভূমিকা একটি উজ্জল কোহিনুর। সদাশিব রাওয়ের অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

অভিনেতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কণ্ঠস্বর ও চেহারা নির্ম্মলেন্দু বাবুকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন উচ্চ তেমনি গম্ভীর ও মধুর। শ্রীদুর্গায় মহিষাসুর ও গোলকুণ্ডার হাসানের ভূমিকার তাঁহার কণ্ঠস্বরের সুন্দর mudulation লক্ষিত হয়।

Make-up সম্বন্ধেও নির্ম্মলেন্দুবাবু তাঁহার প্রতিদ্বন্দী অভিনেতাগণকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আলিবাবার মুস্তাফার ভূমিকায় তিনি যে অদ্ভুত Make up দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা খানিকে এমনি দক্ষতার সহিত রুগ্ন ও অস্থি-চর্ম্মসার বৃদ্ধের আকৃতিতে পরিণত করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত এরূপ পরিবর্ত্তিত করেছিলেন যে তাঁহার নিকট আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর আর এক বিশেষত্ব এই যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়াও নিজের সমগ্র শক্তি তাহাতে প্রয়োগ করিয়া ভূমিকাটি সজীব করিয়া তুলেন। তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাও এতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সাজাহানে দিলদার, অনাতে অম্বুন, বিষবৃক্ষে শ্রীশ, আলিবাবাতে মুস্তাফা, বিয়াহ বিভ্রাটে গৌরীকান্ত তাহার নিদর্শন।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্য সাধনার সবচেয়ে গৌরবের জিনিস তাঁহার masterly pathos, তাঁহার কণ্ঠস্বর করুন রসের বর্ণনায় সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। একঘেয়ে কাঁদুনী দ্বারা তিনি pathos সৃষ্টি করেন না তাঁহার করুণ কণ্ঠের সামান্য একটা touch সমগ্র অভিনয়কে করুণ রসে আপ্লুত করিয়া ফেলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলদারের দারার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ দৃশ্য অযোধ্যার বেগমে মীরকাশেমের শেষ দৃশ্য, সরলা নাটকে প্রমদার বিরুদ্ধে অগ্রজ শশি-ভূষনের নিকট বিধুভূষণের অভিযোগ দৃশ্য। তাঁহার pathosএ কোন Conscious effort লক্ষিত হয় না কেমন একটা Spontaneity তাঁহাকে অত্যন্ত realistic করিয়া তুলে।

সত্য বলিতে কি নটের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কণ্ঠস্বর, চেহারা, make-up প্রভৃতির কথা নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতাদের মধ্যে কেবল মাত্র শিশির বাবুর সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু তথাপি নির্ম্মলেন্দু বাবুর দিক দিয়া বলিতে হইবে যে সামাজিক নাটকে বিধুভূষণ, নবকুমার প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন অথবা বিল্বমঙ্গল, রামানুজ প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে ভক্তি রসের সুন্দর অভিনয় দেখাইয়াছেন শিশির বাবুর মধ্যে আমরা আজ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই। সকল দিক ভাবিয়া বলিলে নির্ম্মলেন্দু বাবুকে আধুনিক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের most promising অভিনেতা বলিলে কাহারও গৌরব ক্ষুন্ন করা হইবে না।

শিশির ২৫শে আষাঢ়, ১৩৩৩। শ্রীক্ষীরোদকুমার শর্ম্মা, এম-এ।

ফাল্গুনী *

ফাল্গুনীর প্রস্তাবনায় কবি রাজাকে তাঁর কাব্য সম্বন্ধে বলেছেন—"এটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভান, তা ঠিক বলতে পারব না"। বস্তুতঃ ঠাকুরমহাশয়ের উক্ত রচনা একাধারে এ সবই। আমার মনে হয় যে, ফাল্গুনীর মূলে উপনিষৎ বা ভগবদ্গীতা ততটা নেই, যত না আছে A Midsummer Night's Dream।

* "Le Cycle du Printemps" par Rabindranath Tagore, Les Nouvelles Littéraires, 3 April, 1626.

শেক্‌পীয়রের কল্পনা যেমন বনে রাণী Titania রূপে প্রস্ফুটিত, এ কাব্যেও তেমনি অরূপে প্রকটিত।

কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, বিলাতের মহা নাট্যকার তাঁর সুন্দর্ কল্পনার খেলা দেখিয়ে কেবলমাত্র আমাদের চিত্তবিনোদন ও চিন্তার ভার অপনোদন করতে চেয়েছিলেন। অপরপক্ষে হিন্দু মহাকবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর ফাল্গুনীতে আমাদের একটি সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উপদেশ দেওয়া। তিনি পৃথিবীর চিরযৌবনের উৎসব সম্পাদানে রত; যে সকল নীতিবাগীশ কথায় যা বলেন কাজে তার উল্টো করেন, এবং যে "দাদা" কাটাছাঁটা চৌপদীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন, তাদের তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। তিনি ভালবাসেন সেই "সর্দ্দার"কে, যিনি জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেন; সেই "চন্দ্র"কে যিনি আমাদের পৃথিবীকে ভালবাসতে শেখান; এবং সেই অন্ধ "বাউল"কে, যিনি চোখে দেখেন না' কিন্তু সমস্ত শরীর, সমস্ত মন ও সমস্ত অন্তরাত্মা দিয়ে দেখেন। তিনি ভালবাসেন তরুণদের, যারা বসন্তের অগ্রদূত, যারা জানে যে শীত হচ্ছে "সেই চিরকেলে বুড়ো—যে ফিরে ফিরে যুবা হয়", যে তার জীর্ণ মলিন কন্থার আড়ালে যৌবনের সকল ঐশ্বর্য্য লুকিয়ে রাখে।

এই নব-যৌবনের দলের সঙ্গে শীতের খোঁজে বেরলে তবে অবশেষে আবিষ্কার করা যায় যে, তার মায়াবী রূপের আড়ালে রয়েছে সর্দ্দারের নবীনতর উজ্জ্বলতর রূপ। আমি সুর ধরিয়ে দেবার জন্য শেক্‌পীয়রের নাম করেছি বটে। কিন্তু ফাল্গুনীর মধ্যে কতটা মৌলিকতা আছে এবং খেলাচ্ছলে কি গভীর রূপকের অবতারণা করা হয়েছে, সেটা বুঝতে বাকী থাকে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিম্নলিখিত কথাগুলি আমাদের বড় ক্রিটিক Henri Bremond-এর ঠিক মনের মত:—

"মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝাবার জন্যে হয়নি, বাজবার জন্যে হয়েছে।"

—"যা রচনা করেচ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?"

—"না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়।"

—"তবে?"

—"সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি, আমার এ সব জিনিষ বাঁশীর মত, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।"

—"তবে তোমার ও রচনাটা বল্‌চে কি?"

—"ও বল্‌চে, 'আমি আছি।' শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জল স্থল আকাশ তাকে বলে উঠচে 'আমি আছি'!—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—'আমি আছি'! আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া!"

"কবিত্বের মর্ম্ম" সম্বন্ধে আমাদের দেশে যে অনুসন্ধান চলছে, আমার বিশ্বাস এই সব কথায় তার অনেক সাহায্য হবে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কল্পনা-লীলা কবিত্বের সারমর্মে ওতঃপ্রোত, তার মধ্যে ফাল্গুনের সুরভিত দখিন হাওয়া সর্ব্বত্র বহমান।

আমার মনে হয়, ফাল্গুনীর ফরাসী অনুবাদক, ইংরাজী অনুবাদের ভিতর দিয়ে মূল বাঙ্গলা কাব্যের সকল মাধুর্য্য আস্বাদন করতে পেরেছেন।

ফাল্গুনীর ভিতরকার কথা হচ্চে—চলা সৃষ্টির কোন্ এক আদিযুগ হতে মানুষ চল্‌তে সুরু করেছে; চল্‌তে চল্‌তে সে জন্মাল, নাচতে নাচতে সে জীবন বয়ে চলেছে; আবার চল্‌তে চল্‌তে সে জীবনকে ছাড়িয়ে এগিয়ে চলে যাচ্ছে। এই চলার বিরাম হলেই বেসুর, অসঙ্গতি মৃত্যু।

রাজার দরবারে অনেকরকম লোকের ভিড়—কেউ রাজাকে ঠকিয়ে নিতে চায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, বৈরাগ্য বারিধির শ্লোকের ব্যাখ্যা নিজেদের অভীষ্টপূরণের অনুকূল করে। কবি এসে রাজাকে এই অবস্থাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেন। কবির সুর রাজার বুকে গিয়ে বাজে, যদিও তার অর্থ তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন,—কবি, প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ, এমন একটা কিছু কর যাতে মনটা বৈরাগ্য-বারিধির দিকে আর না ঝোঁকে। কবি বল্লেন,—হাঁ, আমার হাতে এমন রচনা আছে। এই রচনাটি হচ্চে ফাল্গুনী।

ফাল্গুনীর ভিতরের কথাটুকু প্রাণের কথা—জগতে নিছক বর্ত্তমান থাকায়

যে আনন্দ, সেইটুকুই হচ্ছে এর মূল সুর। এর মধ্যে তত্ত্ব কথা কিছু নেই—কাজেই কেজো লোকদের এ কোন কাজে আসবে না।

বিষয়টা হচ্ছে শীতের বস্ত্রহরণ বা বসন্ত-উৎসব। যেমন শীত এসে তার কুয়াসা দিয়ে সমস্ত প্রকৃতির নীলিমাকে ঢেকে ফেলে, তেমনি আমাদের জীবনের বার্দ্ধক্য এসে যৌবনকে গ্রাস করে ফেলে। কিন্তু প্রকৃতিতে শীতের পর আবার বসন্ত আসে—কুয়াসা কেটে যায়, বনস্থলী সবুজ হয়ে ওঠে, ফুল ফোটে, পাখী গান গায়। প্রকৃতির শীত ও বসন্ত আলাদা নয়—শীতই বসন্ত হয়ে ফুটে উঠছে; শীতের ভিতর দিয়ে যিনি অভিব্যক্ত, বসন্তের ভিতর দিয়েও তিনিই অভিব্যক্ত। জীবনেও সেইরূপ মানুষ যদি এই অখণ্ড মূল সুর না হারায়, তবে তার জরা ও বার্দ্ধক্য শুভ্রত্ব ও স্থবিরত্বে পরিণত হয় না। সে মানুষ চুলে পাক ধরলেও ছেলেমানুষ থাকে। আর সেই মানুষই বলতে পারে, 'যখন দেখছি বেঁচে আছি তখন জানচি যে বাঁচাবই'। এরাই 'নিজের খেয়ালে এমনি হু হু করে চলেছে যে, তাদের বয়সটা কোন্ পিছনে খসে পড়ে গেছে, হুঁস নেই'। প্রকৃতিতে ঋতু পরিবর্ত্তনের মধ্যে যেমন কোন ভেদ নেই, গ্রীষ্মই বর্ষার ভিতর দিয়ে দেখা দিচ্ছে, শরৎই হেমন্তে পরিণত হচ্ছে,—তেমনি মানুষের বেলাও জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন ভেদ নেই; জীবনের আগটা এবং জীবনের পরটা—সবটাই একটা বিরাট চলা দিয়ে গ্রথিত।

ফাল্গুনীর অভিযান হ'ল বুড়োকে খুঁজে বের করা। এই বুড়ো আমাদের জীবনে-মরণে কাজে-কর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বলেই তাকে খুঁজে পাইনে। পেছন দিক দিয়ে যখন দেখি, তখন মনে হয় সে ভয়ঙ্কর অন্ধকারের মত তার বুকে চোখ, সে পেছনে হেঁটে চলে। এই ভয়ঙ্করের আবরণ দিয়েই সে ঢাকা। এই আবরণ যার কাছে খুলে যায় সে দেখতে পায়, সে বুড়োও নয়, ভয়ঙ্করও নয়—সে বালক—'সে বারে বারেই প্রথম, সে ফিরে ফিরেই প্রথম'। সর্দ্দার এই ছেলেমানুষের দলের মধ্যে সব সময়েই আছে বলে তাকে এরা দেখতে পায়নি। তার পরামর্শমত বুড়োকে যখন খুঁজে বের করলে তখন দেখলে, সে আর কেউ নয়, সে তাদেরই সর্দ্দার। তাদের এই নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা, শূন্য মাঠ, মাঝি কোটালের কাছে অনুসন্ধান, মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ ও সন্দেহ, কবি তাঁর অমর ভাষায় বর্ণনা করেছেন। অন্ধ বাউল তার ভিতরকার দৃষ্টি দিয়ে পথ ঠিক দেখতে পায়, সে বুড়োকে চেনে, তাই তার আর ভয় নেই। চন্দ্রহাস প্রেম—সে আমাদের জীবনকে প্রিয় করে রেখেচে; সে বুড়োকে চেনেনা, তবে রহস্যটা তার জানা, তাই সে সন্দেহ করে না, আর অকুতোভয়ে গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে পারলে। দাদা চৌপদী তৈরী করলেন—কাজের কথাই তাতে লেখা যায়, অ-কাজের কথা তাতে বাজে না। শেষে এদের যৌবনের দলের কাছে তিনি ধরা পড়ে গেলেন—তাঁর চৌপদীকে এরা বসন্তের আবীরে রাঙিয়ে দিলে।

ফাল্গুনী বিশ্ব-কবির গীতিকাব্য হতে ভাবচুরি—এ প্রকৃতির নাট্য-লীলা থেকে জীবনের নাট্য-লীলায় পটপরিবর্ত্তন। চিরকাল বিশ্বে এই লীলা চলছে, কিন্তু মানুষের আপাতদৃষ্টিতে এ ধরা পড়ে না। তাই এ শুধু নাটকের কথা নয়, জ্ঞানের কথা নয়—এ অধ্যাত্ম জীবনের গভীর এক অনুভূতির ইতিহাস।

> এতদিন যে বসেছিলেম
> পথ চেয়ে আর কাল গুণে,
> দেখা পেলেম ফাল্গুনে।

এই দেখা যিনি পান, যিনি প্রকৃতই দেখেন পুরাতনটাই নূতন, 'ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়,'—তিনিই ফাল্গুনী লিখতে পারেন। তাই বলি ফাল্গুনী শুধু সুন্দর নয়, ফাল্গুনী অনুপম।

সবুজপত্র জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩। শ্রীঅবনীনাথ রায়।

নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

৮ই শ্রাবণ, ২৪শে জুলাই, শনিবার রাত্রি ৭৷৷০ টায়

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের
শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(নবপর্য্যায় চতুর্থ অভিনয়)

ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণের পরস্পর বিরোধী তিনটি ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

বৃহন্নলা—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় | উত্তর—শ্রীমতী চারুশীলা
কীচক—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য | যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
বিরাট—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল | অভিমন্যু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
দ্রৌপদী—শ্রীমতী প্রভা | উত্তরা—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

৯ই শ্রাবণ, ২৫শে জুলাই, রবিবার বৈকাল ৫৷৷০ টায়

জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের
বিশ্ববিশ্রুত নাটক

বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন!!

(নবম অভিনয় রজনী)

রঘুপতি—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রাজা—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য | নক্ষত্ররায়—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
জয়সিংহ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় | চাঁদপাল—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
রাণী—শ্রীমতী চারুশীলা | অপর্ণা—শ্রীমতী ঊষা (পটল)

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

২২, ডকিয়া ষ্ট্রীট, কাত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪।নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা

৩য় বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৪ই শ্রাবণ
১৩৩৩

নাট্যজগৎ

গত সপ্তাহে নাট্যজগতের প্রধান ঘটনা ষ্টার রঙ্গমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের "শোধবোধ" নাটকের অভিনয়। এই নাটক কয়েক মাস আগে "বসুমতী" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তারও অনেক আগে রবীন্দ্রনাথের "কর্ম্মফল" নামে যে বিখ্যাত গল্প কুন্তলীন-পুরস্কার-গ্রন্থ সরূপ খুব বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয়েছিল তাকেই অবলম্বন কোরে রবীন্দ্রনাথ এই নাটক রচনা করেছেন। কাজেই আসা করা যায় এই নাটক বাংলার সুধীজন সমাজে অতি পরিচিত বন্ধুর মতই আদৃত হবে এবং এর রস গ্রহণে সাধারণের বাধা হবেনা। আমরা বহুবার "কর্ম্মফল" গল্প পড়েছি এবং তার চিত্র ও চরিত্র মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়েছি। শোধ-বোধ নাটকও আমরা পড়েছি কিন্তু গল্প যেমন আমাদের মনকে মাতিয়েছে নাটক তেমন পারেনি। কেন, ঠিক জানিনা; তবে মনে হয় খুব চেনা জিনিষকে আচম্‌কা অচেনা সাজে দেখলে বুঝি তা ভালো লাগেনা। তবে একথা স্বীকার করি নাটক থেকে পূরো রস পেতে হলে তার যথোচিত অভিনয় দেখার প্রয়োজন; কারণ অভিনয়েই তার সম্পূর্ণ রূপ বিকশিত হয়। কিন্তু আমাদের এখনো শোধবোধের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয়নি কাজেই এ সম্বন্ধে অকুন্ঠিত চিত্তে আমরা কিছু বলতে পারলুম না। তবে এই নাটকখানি ও তার প্রথম অভিনয় সম্বন্ধে লোকের মুখে যা মতামত শুনছি তাতে ভালোর চেয়ে মন্দর কথাটাই বেশী। কিন্তু আমরা কাউকেই সমর্থন করতে রাজি নই যতক্ষণ না স্বচক্ষে সব দেখছি ও স্বকর্ণে সব শুনছি।

"শ্রীদুর্গা"র মহিষাসুরের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

এই সপ্তাহে নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন নাটকে জয়সিংহের ভূমিকায় শিশিরকুমার স্বয়ং অবতীর্ণ হবেন। বন্ধুমুখে এবং সাময়িক পত্রে শিশিরকুমারকে এই ভূমিকা গ্রহণ করবার যে বহু অনুরোধ জানানো হয়েছিল তিনি তা রক্ষা কোরে সুরুচি এবং সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এই ভূমিকা অভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে মুগ্ধ ও অভিভূত করেছিলেন, শিশির-কুমার কি করেন এই দেখবার জন্যই বোধ হয় এত লোকের এই অনুরোধ। আমরা যতদূর বুঝি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিশির কুমারের অভিনয় পদ্ধতির মিল খুব কমই আছে। কাজেই শিশিরকুমার যে একটা নূতনতর কিছু দেখাবেন এ আশা আমাদের অসঙ্গত নয়। তবে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা শিশির কুমারের অভিনয়কে কি ভাবে গ্রহণ করবেন সে কথা বলা বড় শক্ত। কারণ রবীন্দ্রনাথ যে ছাপ এঁকে দিয়ে গেছেন সেটা সহজে মোছবার নয়। এবং প্রথম দর্শন বা প্রথম চমকের মোহ মনকে অনেকখানি সংস্কারাচ্ছন্ন কোরে রাখে। এই সংস্কার মুক্ত হয়ে বিচার করা বড় কঠিন ব্যাপার। আমরা তা করবার চেষ্টা করব, পারব কিনা জানিনা। তবে একথা সত্য যে "বিসর্জ্জন" নাটকের মেরুদণ্ড এই জয়সিংহের ভূমিকা শিশিরকুমার স্বয়ং গ্রহণ করলে অভিনয়ের সৌষ্ঠমার্য্য অনেকখানি বর্দ্ধিত হবে, এবং নাট্য মন্দিরে বিসর্জ্জন নাটক জমবেও আরো বেশী।

*

জয়সিংহের ন্যায় অতি কঠিন ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় কেবল মাত্র শ্রেষ্ঠতম শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। তার সংশয়, তার বিশ্বাস, তার দ্বন্দ্ব, তার

দ্বিধা, তার ভক্তি, তার প্রেম,—সেই দেবী, গুরু রাজা ও অপর্ণার মধ্যে তার সেই অন্তরের সত্য-মিথ্যার তাণ্ডব বিদ্রোহ জয়সিংহের চরিত্রকে নানা বৈচিত্র্যে জটিল থেকে জটিলতর কোরে তুলেছে। এমনতর ভূমিকা যোগ্য-রূপে অভিনয় করবার যোগ্যতা বর্ত্তমান নাট্যজগতে একমাত্র শিশিরকুমারেরই আছে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই কারণে তিনি এই ভূমিকা গ্রহণ করাতে আমরা বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠেছি।

*

শিশির কুমার "জয়সিংহের" ভূমিকা গ্রহণ করাতে রঘুপতি অভিনয় করবার ভার পড়েছে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের উপরে। নরেশবাবুকে অনেকদিন আমরা কোন বড় "পার্ট" অভিনয় করতে দেখিনি। সম্প্রতি তিনি বিসর্জ্জন নাটকের নক্ষত্র রায়ের ভূমিকা অতি সুদক্ষতার সহিত অভিনয় কোরে নাটক খানির বৈচিত্র্য সৌষ্ঠবকে পরিপুষ্ট কোরে তুলছিলেন। পাকা অভিনেতার হাতে পড়লে সামান্য জিনিষ কি রকম অসাধারণ রূপ-বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তা আগে যিনি নক্ষত্ররায়ের অংশ অভিনয় করছিলেন তাঁর সঙ্গে নরেশবাবুর অভিনয় তুলনা করলেই বুঝতে পারা যায়। নরেশবাবুর প্রতি-ভাকে আমরা চিরদিনই মান্য কোরে এসেছি। আমাদের বিশ্বাস রঘুপতির পরিচ্ছদের অন্তরাল থেকে তিনি তাঁর সেই প্রস্ফুট প্রতিভার চমকে আমাদের চমকিত কোরে তুলবেন।

*

শিশিরকুমার একভাবে রঘুপতিকে গ্রহণ করেছেন; নরেশচন্দ্র কি ভাব তাকে ফুটিয়ে তোলেন সেটা দেখবার জন্য আমরা বিশেষ আগ্রহান্বিত আছি। কারণ একজন বড় শিল্পীর তৈরি জটিল চরিত্র চিত্রকে দুইজন বিভিন্ন প্রতিভাশালী শিল্পী কিরূপ বিভিন্ন ভাবার্থে অনুপ্রাণিত করেন সেটা বিশেষ ভাবে উপভোগ করবার বস্তু তাতে সন্দেহ নেই। চন্দ্রগুপ্ত নাটকের "চানক্য" ভূমিকা নিয়ে কিছুকাল পূর্ব্বে শিশিরকুমার ও নরেশচন্দ্র দুই অভিনেতারই অভিনয় চাতুর্য্যের বিভিন্নতা দর্শক মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল, এ ক্ষেত্রে তার অভাব হবে বলে মনে হয় না। রঘুপতি এবং জয়সিংহ এই দুই প্রধান ভূমিকার অদল-বদল হওয়াতে এ সপ্তাহ থেকে নাট্যমন্দিরের বিসর্জ্জন অভিনয়ে যে নূতনত্ব আসছে তাতে এর চিত্তাকর্ষকতা শতগুণ বর্দ্ধিত হবে।

*

এবার নাট্যজগতের আর একটি উল্লেখ যোগ্য ব্যাপার হ'চ্ছে উদীয়মানা অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর "জনা"র অভিনয়। স্বর্গীয়া অভিনেত্রী কুল-রাণী শ্রীমতী তিনকড়ি ও তার পরে অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী শ্রীমতী তারা সুন্দরী যে ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করে এই চরিত্রটিকে লোকচক্ষে এক বিরাট মর্য্যাদায় মণ্ডিত ক'রে ধরেছেন, সেই 'জনার' অংশ নিয়ে এযুগের একজন তরুণী অভিনেত্রী কিভাবে অভিনয় করেন দেখবার জন্য একটা অধীর আগ্রহ নিয়ে আমরা সেদিন নাট্য মন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেম।

*

শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী মাত্র চার দিনের মহলায় প্রস্তুত হ'য়ে এই কঠিন ভূমিকা নিয়ে নাট্যমন্দিরে প্রথম অবতীর্ণ হবেন শুনে আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে হয়ত তিনি এই অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিতে গিয়ে হাস্যাস্পদা হবেন। কিন্তু আমরা তাঁর 'জনার' অপূর্ব্ব অভিনয় দেখে বিস্ময়ে পুলকে মুগ্ধ হ'য়ে ফিরে এলুম। এই প্রতিভাশালিনী নবীনা অভিনেত্রী কোথাও তাঁর পূর্ব্ব-বর্ত্তিনীদের অনুকরণ না করে নূতন ধরণের একেবারে এক অতি স্বভাব সুন্দর অভিনয় করে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন।

*

মধ্য যুগের অভিনেত্রীদের মধ্যে ৺ঁারে শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী 'জনার' অভিনয়ে বেশ সুযশ অর্জ্জন ক'রতে পেরেছিলেন কিন্তু তবু তাঁর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ অনায়াসেই আনা যেতে পারে যে তিনি তাঁর অভিনয়ে সেই সাবেক কালের hysteric জনার প্রভাব একেবারেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কোথাও একালের অধিকতর উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর রূপ-শিল্পের পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায়নি। কিন্তু শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর 'জনার' মধ্যে যুগরুচীসম্মত অভিনয় কলা কৌশলের অভিনব বিকাশ দেখতে পাওয়া গেছে।

*

শ্রীমতীকৃষ্ণভামিনীর 'জনার' অভিনয়ের মধ্যে কোথাও আতিশয্যের বাড়াবাড়ী না থাকায় তাঁর 'জনা' অযথা hysteric এর পরিবর্ত্তে খুব স্বাভাবিক ও artistic হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ের এই অনুপম আধুনিক ভঙ্গী বর্ত্তমানের অজেয় প্রভাবকে অনুরাগের সুগন্ধ পুষ্পচন্দনে চর্চ্চিত করে কায়মনে বরণ করে নিয়েছিল। তাই তাঁর সুকণ্ঠের শ্রবণাভিরাম বক্তৃতায়—তাঁর সুসংযত হস্তপদ সঞ্চালনের মধ্যে—তাঁর প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনে এমন একটী শ্রেষ্ঠতর রূপজীবার কারুশ্রী বিকশিত হ'য়ে উঠেছিল যে সে অভিনয় মনকে স্পর্শ ক'রে অন্তরের অকপট প্রশংসার অর্ঘ্যটুকু একেবারে অনায়াসে অর্জ্জন করে নেয়! কোথাও একঘেয়ে (Monotonous) লাগেনা।

*

প্রবীরের ভূমিকায় অসামান্য প্রতিভা শালী অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী অবতীর্ণ হ'য়ে তাঁর অদ্ভুত অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কেবল রূপসজ্জার (make up এর) দিকে তিনি একেবারেই দৃষ্টি না দেওয়াতে তাঁকে ঠিক কিশোর বীর প্রবীর বলে মনে হচ্ছিল না। আমরা তাঁকে অনুরোধ করি তিনি যেন তাঁর রূপসজ্জার প্রতি একটু অধিতর মনযোগী হ'ন। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন রায়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের তুলনা হয় না। মনোরঞ্জন বাবুর 'বিদূষক' বেশ উপভোগ্য হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরীর 'নীলধ্বজ' দেখতে খুব ভাল না হলেও শুনতে বেশ ভাল হয়েছিল! শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর 'অগ্নির' অভিনয় ও সুহাসবাবুর 'অর্জ্জুন' মন্দ হয় নি। এবার 'বৃষকেতু' একটু যেন কাঁচা মনে হ'লো। কিন্তু রামময় বাবুর 'ভীমের' অভিনয় অতি সুন্দর হয়েছে।

*

অভিনেত্রীদের মধ্যে সকলেই বেশ যোগ্যতার সঙ্গে উচ্চ অঙ্গের অভিনয় করেছেন। শ্রীমতী প্রভার 'মদনমঞ্জরী' ও শ্রীমতী চারুশীলার 'নায়িকা'—বাঙলার রঙ্গমঞ্চে এই বহু অভিনীত নাটক খানির পুনরভিনয়ে দুটি অপূর্ব্ব নূতন ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ জীবিত থাকলে আজ এদের আনন্দাশ্রু নেত্রে অজস্র আশীর্ব্বাদ করতেন। নাট্যমন্দিরের নায়িকার দৃশ্যের তুলনা দেওয়া যায় না। অনুপম—সুন্দর—অপরূপ—মনোহর—এ সব গুলো ব'ললেও তার আশ্চর্য্য অভিনয় সৌষ্ঠবের পরিচয় সবটুকুই বাকী পড়ে থাকে। নৃত্য-গীতে-সাজে-পোষাকে-দৃশ্যে অভিনয়ে নাট্য মন্দিরের 'জনার' নায়িকা-দৃশ্যের সৌন্দর্য্য অননুকরণীয়। এই দৃশ্যটি জনা অভিনয়ের প্রতিযোগীতায় চিরদিন নাট্য মন্দিরের "Trump Card" হ'য়ে থাকবে। নাট্যমন্দিরের গঙ্গারক্ষক দু'টিরও আর জোড়া মেলে না!

*

রবীন্দ্রনাথের "চিরকুমার সভা" ও "গৃহ প্রবেশ" অভিনয়ের সময় গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রমুখ কলাবিদগণ ষ্টারের রঙ্গমঞ্চে সামাজিক নাটক অভিনয়ের দিক দিয়ে দৃশ্যপটের যে নূতনত্ব ও মনোহারিত্ব দেখিয়েছিলেন, সেদিনে মিনার্ভা থিয়েটারে রসরাজ অমৃতলালের "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ে দেখা গেল তাঁরাও এদিক দিয়ে তাঁদের চেয়ে এক পাও পেছিয়ে নেই! ভূপেন্দ্রনাথের "বাঙালী" নাটকের অভিনয়ে সামাজিক নাটকের দৃশ্যপট শোভন ও সুন্দর করবার দিকে এদের যে চেষ্টার সূত্রপাত দেখা গেছল, "ব্যাপিকা বিদায়" অভিনয়ে সেটা যেন আরও সুসম্পূর্ণ ও সুদৃশ্য হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

প্রথম পথ-প্রদর্শক ব'লে ঠাকুর বাড়ীর কাছে ঋণী হলেও জোড়াসাঁকোর সাহায্য না নিয়েই মিনার্ভা তাদের "ব্যাপিকা বিদায়" নাটকে দৃশ্যপটের যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার ভূয়সী প্রশংসা না করে, থাকা যায় না। ইংরাজী ধরণে সুসজ্জিত সুদৃশ্য দ্বিতল বাটী, তার প্রশস্ত বারান্দা, চমৎকার সোপান শ্রেণী, গৃহসংলগ্ন উদ্যানভূমি, ড্রয়িংরুম ও তৎসংলগ্ন ডাইনিংরুম এবং হলঘর সমস্তই রুচিসঙ্গত আসবাব ও সরঞ্জামে অতি পরিপাটি ক'রে সাজানো, দেখে মনে হ'লো উন্নতির পথে মিনার্ভা অগ্রণীদেরও পশ্চাতে ফেলে রেখে এগিয়ে এসেছে।

*

গত শুক্রবার আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে রালি ব্রাদার্সের কেরানী বাবুরা ক্ষীরোদ পণ্ডিত মহাশয়ের "প্রতাপাদিত্য" অভিনয়ের অয়োজন করেছিলেন। পুস্তক নির্ব্বাচন এবার তাঁদের ভালই হ'য়েছিল, কারণ প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য ছিলেন কেরানী! কলমের জোরেই তিনি সোনার যশোরের অধিকারী হ'য়েছিলেন। নাটক খানিতে বাঙালী চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও সৎগুণ দুইই দেখানো হয়েছ। কেরানীর ছেলে রাজপুত্র হ'লে যা হয় প্রতাপাদিত্যও তার চেয়ে বেশী কিছু হ'তে পারেনি। ছোটরাণী, কল্যাণী: এরা বাঙালীর অন্তঃপুরেরই চেনা চরিত্র। আফিসের বড় বাবুদের মধ্যে অনেক "ভবানন্দ"কে আজও খুঁজে পাওয়া যায়!

*

রালিব্রাদার্সের বাবুরা নাটক খানির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করতে না পারলেও, তাঁদের অভিনয় একেবারে নিতান্ত মন্দ হয় নি। বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় বেশ ভালই অভিনয় করেছেন। প্রতাপ চলন সই, শঙ্করও ভাল বলা যেতে পারে। 'সুন্দর' সুন্দর অভিনয় করেছেন। কমলমিশ্র মন্দ নয়, সূর্য্যকান্ত ও ইশাখাঁ অচল। 'রডা' সুবিধা করতে পারেন নি। স্ত্রী চরিত্রে সবাই সুন্দর অভিনয় করতে পারেন নি বটে কিন্তু তাঁদের মানিয়ে ছিল চমৎকার! বিজয়া, কল্যানী চলন সই। ছোটরানী মন্দ নয়। প্রতাপাদিত্যের স্ত্রীর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

*

শুনছি নাট্যমন্দিরে অভিনয়ার্থ শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" নাটিকাখানিকে শিশির কুমার অনেক খানি ভেঙে চুরে নূতন কোরে গড়ে নিয়েছেন। অভিনয়কে জমাট করবার জন্য নাটকের সুসঙ্গতরূপে অদল-বদল করবার শক্তির পরিচয় শিশির কুমার পূর্ব্বে বহুবার দিয়েছেন; কাজেই এক্ষেত্রে তাঁর চেষ্টা যে সর্ব্বাংশে সফল হবে সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহের কারণ নেই। নাট্যমন্দিরে গীতিনাট্যের যে অভাব ঘটেছে আশা করি "মুক্তার-মুক্তি" কিয়দংশে তা পূর্ণ করতে পারবে। এই নাটিকার প্রধান স্ত্রী-চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী এবং শিশির কুমারও নিজের প্রতিভার আলোর দান থেকে একে বঞ্চিত করবেন না বলে শোনা যাচ্ছে। তাই আশা হয় এ নাটিকা নাট্যমন্দিরে বেশ ভাল রকমেই জমবে।

রঙ্গরেণু

—*—

শ্রীমতী ক্লারা বো কোন্ জাতীয়? বহু চলচ্চিত্র দর্শক তা জানবার জন্য কৃতহলী হোয়ে কোনো চলচ্ছবি সম্বন্ধীয় পত্রের সম্পাদককে এ প্রশ্ন কোরেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন শ্রীমতীর পিতার নাম রবার্ট বো শ্রীমতীর পিতামহ ছিলেন ইংরাজ ও পিতামহী স্কচ। তাঁর মার নাম ছিল 'সারা'। শ্রীমতীর মাতামহ ছিলেন স্কচ্ আর মাতামহী ফরাসী! জাতি নির্ণয়ের ব্যাপারটি কি সরল!

*

মোহিনী (The temptress) নামক ছবিতে শ্রীমতী গ্রেটাগার্বো শ্রীযুক্ত এ্যান্‌টোনিও মোরেনা ও শ্রীযুক্ত এইচ্. বি, ওয়ার্ণার অভিনয় করেছেন।

*

শ্রীমতী মেরি জোন্‌স আর্ভি নাম্নী একজন দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা চলচ্ছবিতে সামান্য অংশে অভিনয় কোরছিল। তার অভিনয় এত ভাল হোয়েছে যে রকম্ চিত্র সঙ্ঘের কর্ত্তৃপক্ষদের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হোয়েছে। তার ভূমিকা এত সামান্য যে ভূমিকালিপিতে তার নামই নেই। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন সত্বরই এই বালিকার নাম সুখ্যাতির সহিত প্রচারিত হবে।

*

বোগ্‌দাদের চোর (The Thief of Bagdad) সকলেই দেখেছেন। সোজিন নামক যে চীনা অভিনেতা তাতে আবির্ভূত হোয়েছিলেন তাঁর বেশ নাম হয়েছে। "কূটনীতি (Deplomacy) চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় কোরবেন। এই চিত্রে শ্রীযুক্ত নীল হ্যামিল্‌টন, শ্রীযুক্ত আর্ল উইলিয়ামস্ প্রভৃতি নামজাদা অভিনেতারাও নামবেন।

*

মুখঢাকা ক'নে (The Masked Bride) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস্ বুশ্‌ম্যানের সঙ্গে তাঁর দুই কন্যা শ্রীমতী লেনোর ও শ্রীমতী ভার্জিনিয়াও অভিনয় কোরেছেন।

*

কিছুদিন আগে বিখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত বার্ট লাইটেল হঠাৎ আহত হোলে তাঁর সেবা করেছিলেন বেশ ভালো একজন "নার্স"। তিনি হচ্ছেন যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী ক্লেয়ার উইণ্ডসার! শ্রীমতী শ্রীযুতের স্ত্রী।

*

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী ফিলিস্ নেল্সান টেরি বিলাতী চলচ্চিত্রে, অভিনয় কোরবেন। শোনা যাচ্ছে তিনি রানী বোয়াডিশিয়ার ভূমিকা নিয়ে ঐ চিত্র সঙ্ঘের একখানি সুন্দর ছবিতে আবির্ভূতা হবেন।

*

শ্রীমতী মার্টল স্টেড্‌ম্যান ও তাঁর পুত্র শ্রীমান লিন্‌কন্ একখানি ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় কোর্‌বেন এমন সম্ভাবনা হোচ্ছে। মা নেবেন ভগ্নীর ভূমিকা আর ছেলে নেবেন ভাইয়ের!

*

'সোনার রাণী' নামক যে চলচ্চবিটি সম্প্রতি মুক্ত হোয়েছে তাতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী বেটি ব্লন্সন্।

নাট্যরচন ও নাট্যকার

গত সংখ্যায়—"নাট্যরচনায় প্রস্তাব"—সম্পর্কীয় প্রবন্ধে ব'লেছি—গভীর রসস্রষ্টা নাট্যকার সাধারণতঃ তিনটী পথ অবলম্বন ক'রে থাকেন। প্রথম পথাবলম্বী নাট্যকার সাধারণের অভিপ্রায় বা ইচ্ছানুযায়ী নাট্যরচনা ক'রে থাকেন। এ-পথ অত্যন্ত ফলপ্রদ ও জনপ্রিয় ব'লে অধিকাংশ সময়েই প্রায় সকলেই অনুসরণ করেন। ইহা নাট্যকারের উচ্চপদ নির্দ্দেশ করে আর সাহিত্য জগতে তাঁর প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত ক'রে দেয়, এমন কি অনেক সময়ে সাধারণের উপর তাঁর অমিত প্রভাব লক্ষিত হয়। দ্বিতীয় পথের পথিক সাধারণের চোখের উপর নিজের তত্ত্বই প্রকাশ করেন। এ-মত সাধারণ মতের ঠিক বিপরীত। এই শ্রেণীর নাট্যকার এতদূর কলাকুশল যে নিজ মত সাধারণকে প্রদান করবার সময়ে—তিনি দর্শকদের মধু দিয়েমোড়া মকর-ধ্বজের মতন সে-টী গিলিয়ে দেন। তৃতীয় পথ—বড়ই কঠিন পথ। এই কঠিন পন্থী আপনার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির সাহায্যে—নির্ভয়ে কোন অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষা কিম্বা পক্ষপাত বা সংস্কারের বশবর্ত্তী না হ'য়ে—আপন নির্ব্বাচিত ও সংবদ্ধ জীবন এবং চরিত্রের অসামঞ্জস্য ও অসাধারণ দিক সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলেন। শবলুব্ধ গৃধ্রদের মত সাধারণ অবাধে আপন আপন প্রকৃতির অনুপাতে—দুর্ব্বল ঠুন্‌কো নীতি অবলম্বন করে। এই ধরণের নাট্যকার মানবের চিরন্তন বেদনা—চিরন্তন সত্যটীকে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য চিরদিন সাধনা ক'রে থাকেন। এই পথাবলম্বী সাধারণের সঙ্গে একপ্রকার বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করেন;—এই পথ নিলে—তাঁর নির্ব্বাচিত বিষয়ের প্রতি সহানুভূতি, ভালবাসা, কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসা—জেগে থাকা চাই;—শুধুমাত্র তা'কে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেবার জন্যে কিম্বা তা'কে সত্যরূপ দেবার জন্যে—এই সকল একান্ত আবশ্যক। এই পথে দৃষ্টিপ্রসারতা ও অদম্য উদ্যমশীলতা একরূপ অপরিহার্য্য গুণ।

যে নাট্যকার সাধারণের নিকট সাধারণ-প্রত্যাশিতনীতি-বিকৃত-জীবনের সত্য প্রকট করেন, তিনি জনমানবেরা ভ্রান্ত সংস্কারকে সুরক্ষিত ক'রেন—সাধারণের তিনি যা' যা' করেন—তাহা তিনি আসন্ন সফল ব'লে ধারণা ক'রেই ক'রে থাকেন। পক্ষান্তরে যে নাট্যকার সাধারণসমক্ষে আপনার অগ্রগামী নীতি-বিকৃত-বৃত্তান্ত সমূহ উপস্থাপিত করেন—তিনি মনে করেন—যে তিনি সাধারণকে সত্বর উপকৃত করবেন—তা'র জীর্ণ নীতির পরিবর্ত্তে তাঁর আপনার নীতি স্থাপিত ক'রে। এই উভয় উপায়েই—নাট্যকার সাধারণকে যে সুবিধা প্রদান ক'র্ত্তে চান—তাহা অব্যবহিত ও কার্য্যকরী।

কিন্তু অবস্থার প্রকৃতি এবং নৈতিক গতিও পরিবর্ত্তিত হয়—মানুষই চিরকাল থাকে। মানুষ এবং তার পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহ যথাযথভাবে আঁক্‌তে ব'সে যদি নাট্যকার এ-সকলের স্বাভাবিক কার্য্যাবলীর নীতি ফুটিয়ে তোলেন—অনেক সময়ে তা'হলে এসব মানব সমাজের উপকারে আসতে পারে। সমস্ত ঘটনার সমাবেশেই—মানুষ ও তা'র চারিপার্শ্বের বিষয়গুলি কিরূপ হওয়া কর্ত্তব্য বা কিরূপ হওয়া উচিত নয়—এই চিত্র অঙ্কন করা অপেক্ষা পূর্ব্ব কথিত চিত্র অঙ্কন করাই অধিকতর কঠিন। অবশ্য এ-কথা বল্‌তে ইহা বুঝায় না—যে—একজন নাট্যকারের উচিত আপনার রচনা হ'তে আপনাকে বিচ্ছিন্ন রাখা কিম্বা এমন কি তিনি ইচ্ছামত তাঁর লেখা হ'তে আপনাকে এবং তাঁর প্রকৃতির তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান ব্যবচ্ছিন্ন রাখতে পারেন। যে মানুষ যেরূপভাবে অবস্থান করেন বা চিন্তা করেন—তাঁর রচনাভঙ্গীও সেই গতি অনুসরণ করে। উচ্চ শ্রেণীর নাটক গ'ড়ে তুলতে হ'লে—অপরাপর আর্টের অনুশীলনের মত—নৈতিক ও মানসিক শিক্ষার প্রতি নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য একরকম অন্ধভালবাসা, আত্মমর্য্যাদার শুভ্র দীপ্ত

তেজ এবং আরব্ধ বিষয়টীতে সত্য মূর্ত্ত, সুন্দর ও আপন আপন সাধ্যানুযায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক'রে তোল্‌বার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা চাই। এই সকল বিষয়ের সহিত একটী তীক্ষ্ণ চিরজাগ্রত অন্তর্দৃষ্টির যোগ থাকা একান্ত প্রয়োজন। কেবলমাত্র এই রকমের গুণ নাটককে এমন একটী রমনীয় নিঃস্বার্থ চরিত্র এনে দেয়—যাহা দর্শকদের মনের ঠিক নিভৃত স্থানটীতে পৌঁছুতে পারে।

যে সকল অল্পসংখ্যক নাট্যকার এই পথ অবলম্বন ক'রে নাট্যরচনা ক'রে প্রীতি পেয়ে থাকেন—তাঁরা অধিকাংশ সময়েই সংশয়বাদী ব'লে খ্যাত হন। ইউরিপাইডিস্, শেক্সপীয়ার, ইবসেন্, বার্ণার্ড শ', মিতারলিঙ্ক—এবং আধুনিক বড় বড় নাট্যকার এই নামে অভিহিত হ'য়ে থাকেন। ভবিষ্যতেও এই নামের হাত হ'তে অনেকেই এড়াতে পারবেন না। সংশয়বাদী বা মঙ্গলবাদী—এই দু'টী কথা নিয়ে মিছামিছি আপনার মনে সন্দেহের জাল সৃষ্টিকরা বিড়ম্বনা মাত্র। যিনি প্রবহমান জগৎকে আপনার ব'লে নিতে না পেরে জগতের স্বাভাবিক সত্যপ্রকৃতি সহ্য ক'ত্তে পারেন না—তাঁর নিজের প্রকৃতির দ্বারা আদিষ্ট হ'য়ে—ইহা কিরূপ হওয়া উচিত (অর্থাৎ ইহার আদর্শরূপ) চিত্রিত করেন—তিনি মঙ্গলবাদী ব'লে খ্যাতি পান। সংশয়বাদী যে শুধু চিরন্তন জগতের গতি সহ্য ক'ত্তে পারেন এরূপনয়—তিনি জগৎকে এতদূর ভালবাসেন যে—তিনি তা'র সত্যরূপটী যথাযথ ফুটিয়ে তোলেন। মানবজাতিকে যিনি প্রকৃত ভালবাসেন—তিনি জগতের সকল রকমের বিভিন্নরূপ—ইহার ভিন্ন ভিন্ন গতি আপনার মতো বরণ ক'রে ল'ন; ইহার ভালোমন্দে, ইহার পাপ ও পুণ্যে, ইহার পরাজয়ে ও বিজয়ে—সমান সহানুভূতি—সমান অনুরাগ দেখানোই তাঁর কর্ত্তব্য। তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা—যিনি এ জগতে যে রকম আনন্দ বা সুখের সন্ধান পান—তেমনি দুঃখও তাঁর পাশাপাশি দেখা দেয়—এবংমানবজীবনের যথার্থ সত্যচিত্রকর এ-সকল কোন কিছুই পরিত্যাগ করেন না। ইহা সম্ভব যে—তিনিও প্রসঙ্গ ক্রমে ইহার যথার্থ মঙ্গলকর্ত্তা। তাইজন্য—আর্টিষ্ট স্রষ্টা বলে ব'লে পরিচিত। আর্টিষ্ট আপনমনে সত্যটী এঁকে চ'লে যান—কোন কিছুই তাঁর সত্যসৃষ্টি হ'তে মাশুল আদায় ক'ত্তে পারে না—তিনি প্রশংসার মজুরীরও প্রত্যাশা রাখেন না। তাঁর কাছে প্রশংসা বা নিন্দা—একই কথা।

পূর্ব্ব-প্রবন্ধে ব'লেছি—"আখ্যানবস্তু", "নাটকীয় কার্য্য", "চরিত্র" ও "সংলাপ"—এই চারিটী নিয়ে নাটকের "বিভব"। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগামী সংখ্যায় ক'রবার ইচ্ছা রইলো।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

ডাকঘর

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত ২৭শে মে তারিখে আমরা স্থানীয় ন্যাশনাল রঙ্গমঞ্চে যোগেশ বাবুর 'সীতার' চতুর্থ অভিনয় রজনী দেখিয়াছি। এরূপ ক্ষুদ্র সহরে একই পুস্তক তিন মাসের মধ্যে চার বার অভিনীত হওয়াই অভিনয়ের সাফল্যের পরিচায়ক। প্রথমতঃ আমরা রামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত পুলিনচন্দ্র বক্সীর কথাই উল্লেখ করিব। তাঁহার আবৃত্তি ও অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। যদিও আমরা নাট্যমন্দিরে শিশির বাবুকে ঐ ভূমিকায় ৩।৪ বার অবতীর্ণ দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম বোধ হয় পুলিন বাবুর অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী হইবে না—কিন্তু তত্রাচ, যদিও তিনি শিশির বাবু অপেক্ষা সকল জায়গায় ভাল করিতে পারেন নাই তথাপি প্রায় তাঁহার মতনই করুণ সুরের হাওয়া যে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে বহাইতে পারিয়াছিলেন, তাহা না বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবে ইহাও বলিতে হইবে যে আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই হস্তপদাদি সঞ্চালনের অভাবে অনেক স্থানে তাঁহার সাফল্য হয় নাই। যে জায়গায়—

"কোথা সত্য, এস নেমে, থেক'না লুকায়ে আর..."

আছে, সেটা অভিনয় অপেক্ষা আবৃত্তি হিসাবে সুন্দর হইয়াছিল বটে! মোটের উপর রামের ভূমিকা অতি সুন্দর হইয়াছিল।

'রামের' পরেই শম্বুক ও বাল্মীকির (অভিনেতা শ্রীমান সতীনাথ চক্রবর্ত্তী) কথা বলিতে হয়, তাঁহার অভিনয়ে কোথায়ও ক্রটী পাওয়া যায় নাই। আমাদের মতে তাঁহাকে একবার 'রামের' ভূমিকায় অবতীর্ণ করা দরকার। কিছুদিনের মধ্যেই যে তিনি স্থানীয় অভিনেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

তাহার পর 'সীতার' ভূমিকায় শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র, (শঙ্কর); তাহার আবৃত্তি অতি সুন্দর হইয়াছিল—কিন্তু নিশ্চল।

ক্ষুদ্র হইলেও, পূজারী ব্রাহ্মণের অভিনয় আমাদের বেশ লাগিয়াছিল।

লব কুশের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীমান যতীন্দ্রনাথ বণিক ও শ্রীমান সুবোধচন্দ্র সরকার উভয়েই কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন শ্রীমান সুবোধচন্দ্র 'তুঙ্গভদ্রার' ভূমিকায় যে প্রকার দক্ষতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে আমরা বিস্মিত হইয়াছি। শত্রুঘ্ন মন্দ হয় নাই।

দুর্ম্মুখএর ভূমিকা সুবিধা হয় নাই—তথা লক্ষ্মণ, ভরত একপ্রকার মন্দ হয় নাই—তবে অঙ্গ-সঞ্চালন অত্যধিক।

অভিনয়ের সাফল্যের জন্ত দৃশ্যাবলী ও পরিচ্ছদ শ্লাঘ্য। অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চে এরূপ দৃশ্যাবলী ও পরিচ্ছদ আশাতীত।

গান কোনটাই আমাদের ভাল লাগেনি—কেবল—"ধরার মেয়ে..." বাদে।

দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে রাম, সীতা, লব, শম্বুক এবং তুঙ্গভদ্রা রৌপ্য-পদক পাইয়াছেন।

কুড়িগ্রাম, রংপুর। | বিনীত শ্রীমনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এস. সি।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নাচঘর কার্য্যালয় :—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা | সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ২১শে শ্রাবণ ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন

গত রবিবারদিন আমরা নাট্যমন্দিরে রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর "জয় সিংহের" ভূমিকার অভিনয় দেখতে গেছলুম। আমাদের শঙ্কা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে ভূমিকায় অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন, তাঁর সেই "জয়সিংহ" অভিনয়ের সুন্দর ছবি যা আজও আমাদের চখের সামনে দিব্য বিভায় জল জল ক'রছে' তাকে আড়াল করে শিশিরকুমারের "জয়সিংহের" অভিনয় সম্পূর্ণ সাফল্য মণ্ডিত হ'য়ে উঠতে পারবে কিনা!

*

আমাদের মতো এরূপ শঙ্কা ও সন্দেহ সম্ভবতঃ সেদিনের 'বিসর্জ্জন' যাত্রীরা অনেকেই অন্তরে বহন করে নাট্যমন্দিরে পদার্পণ করেছিলেন কিন্তু আনন্দের সহিত স্বীকার করছি—আমাদের ও তাঁদের সকলের আশঙ্কাই অমূলক প্রতিপন্ন করে দিয়ে 'জয়সিংহে'র ভূমিকায় শিশিরকুমারের অসামান্য নাট্য-প্রতিভা সেদিন যেন পরিপূর্ণ তেজে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে তাঁর একাধিক বিজয়-মণি-মণ্ডিত যশোমুকুটে আরও একটী অমূল্য রত্ন সংযোজিত করে দিয়েছে!

*

পরিধানে চাঁপাফুলের মতো একখানি ক্ষৌমবসন, গৌর অঙ্গে জবাফুলের মতো রক্তরাঙা রেশমী অঙ্গরাখা, মস্তকের কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশ গুচ্ছে একটি সুন্দর সোনালী রংয়ের চিকণ কেশবন্ধ শোভন করে বাঁধা, স্কন্ধে তাঁর রুধীরাভ লোহিত উত্তরীয় বিলম্বিত—প্রকোষ্ঠে তাঁর স্ফটিক মণিবন্ধন, নগ্নপদে সেই সুধীর সুব্রত ব্রহ্মচারী যখন রঙ্গভূমে প্রবেশ করলে—সেই সুঠাম সুকান্ত সুবেশ সাধকের তপ্তকাঞ্চন-কান্তি তরুণ মূর্ত্তি প্রথম সন্দর্শনেই সকলের হৃদয় হরণ করে নিলে!

*
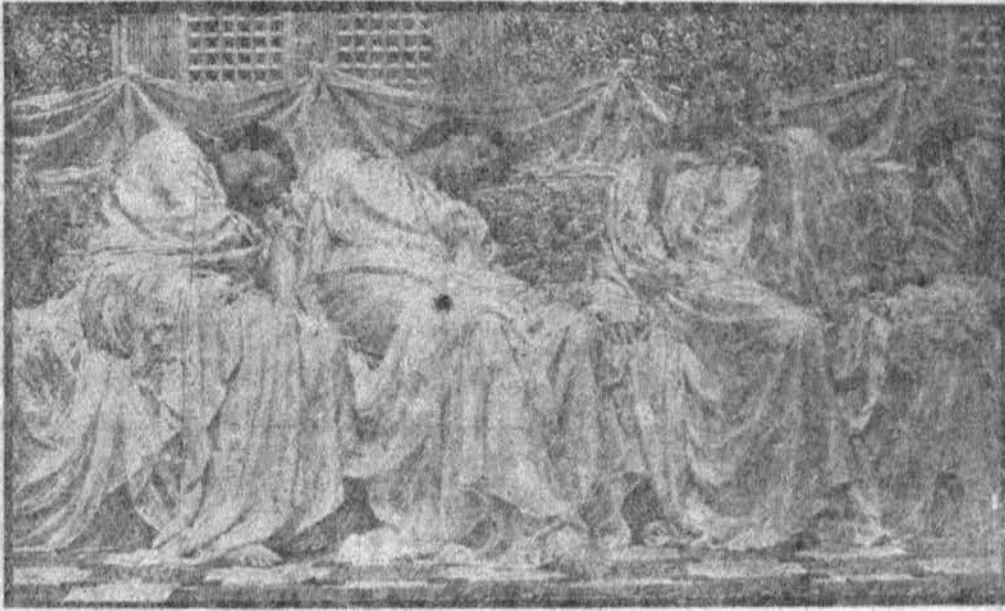
দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর চরণ পদ্মে অটল বিশ্বাস, গুরু রঘুপতির প্রতি অবিচল ভক্তি, রাজার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে এই বালারুণ তুল্য তরুণ সন্ন্যাসীকে আমরা প্রথম দেখতে পাই, ভিখারিণী মেয়ে অপর্ণাকে তার নিবিড় স্নেহ বাহুদিয়ে ঘিরে নিয়ে দেবতার মতো চলেছে! সেই প্রথম দৃশ্যের করুণ কোমল অভিনয় থেকে সুরু ক'রে তারপর রাজার ব্যবহারে, গুরুর ছলনায়—একে একে তাঁর সেই দ্বিধা—সন্দেহ—সংশয়—অবিশ্বাস—তার প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সাধনার ভিত্তি-মূলে যে প্রচণ্ড ভূকম্পন জাগিয়ে দিলে—দারুণ দ্বন্দ্বের চাপে, মর্ম্মান্তিক বজ্র-বন্যার বিপুল সংঘাতে তার তিনটি দেবতার প্রত্যেকটি অন্তরের বেদীহতে কেমন করে বিচূর্ণ হ'য়ে ধুলায় লুটিয়ে গেল, তার আশৈশবের শিক্ষা ও সংস্কার কেমন ক'রে আঘাতের পর আঘাত খেয়ে দুর্ব্বল হয়ে তার নিজের বিরুদ্ধে তাকে বিদ্রোহী করে তুললে, উন্মত্ত জয়সিংহ কেমন ক'রে শেষে দেবীর পায়ে রাজরক্ত নিবেদন করে দিতে শ্রাবণের শেষ রাত্রে আপনাকে আহুতি দিলে—নিপুণ রূপদক্ষ শিশিরকুমার সেই অভিশপ্ত জীবনের প্রত্যেকটি পলে যা কিছু ব্যথা যা কিছু আনন্দ—যেটুকু হাসি—যত খানি অশ্রু ছিল একেবারে উজাড় ক'রে আমাদের দেখিয়েছেন। তাঁর এই 'জয় সিংহের' ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় 'রঘুবীর' 'আলমগীর' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ ভূমিকার ন্যায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে!

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের 'রঘুপতি' সম্বন্ধে আমরা পরের সংখ্যায় আলোচনা করবো।

*

আবার তৃতীয় রাত্রে আমরা মিত্র থিয়েটারে "জয়শ্রী" দেখে এসেছি। 'জয়শ্রীর' সৌন্দর্য্য যেন দিন দিন অধিকতর উজ্জল ও মনোহর হ'য়ে উঠছে। তৃতীয় রাত্রের অভিনয়ে নাটকের আরও অনেক অদল বদল হয়েছে দেখা

গেল! জয়শ্রীর আখ্যান বস্তু ও প্রতিপাদ্য বিষয়টি এবার যেন আরও সহজ বোধ্য হয়ে উঠেছে। দু' একখানি সঙ্গীতও অতিরিক্ত সংযোজিত হ'য়েছে। আমরা দেখে খুশী হলুম যে, প্রতিভাবান অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী আমাদের অনুরোধ রক্ষা করে এবার শবরের ব্যবহারোপযোগী একখানি নাতিদীর্ঘ বস্তাম্বর পরিধান করেছিলেন, এবং ঋক্ষ-চর্ম্মের অঙ্গাবরণে দেহ আচ্ছাদন ক'রে এসেছিলেন। তাঁর প্রসাধনের এই প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন অত্যন্ত সমিচীন হয়েছে বলে মনে হ'লো। এবার জয়শ্রীর আরও একটী অতিরিক্ত আকর্ষণ দেখা গেল নৃত্যশিক্ষক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ও শ্রীমতী মনোরমার দ্বৈত নৃত্যগীত। দর্শকেরা বারম্বার করতালি দিয়ে এঁদের নৃত্যগীত উপভোগ করেছে!

*

ষ্টারে সৌরীন্দ্রমোহন মুখপাধ্যায়ের "লাখটাকা" দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিচ্চে! সুদক্ষ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর রুকারামের ভূমিকার অভিনয় ভঙ্গি কতকটা পরিবর্ত্তন করাতে তাঁর অভিনয় এবার বেশ মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠেছে। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর অভিনয় আগের চেয়ে অনেক উন্নত ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠাতে 'লাখটাকার অভিনয় এখন নির্দ্দোষ হয়ে উঠেছে। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর 'রক্তবীজ' নীহার বালার 'ভুজঙ্গিনী' ও সন্তোষবাবুর 'বেয়াকেলের' তুলনা হয় না! শুধু রঙ্গরস ও নৃত্য গীত নয়, লাখটাকা নাটিকাটির গুরুত্বও দর্শকদের চিত্ত আকর্ষণ করে! এবার 'লাখটাকা' ও 'শোধ বোধ' একসঙ্গে দিয়ে 'ষ্টার' বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন। আশা করা যায় এবার দু'খানাই বাঁচবে।

*

"ব্যাপিকা বিদায়" কে নাট্যকার বলেছেন, রঙ্গরসাত্মক মিলনান্ত নাটিকা (A Farcical Comedy,) কিন্তু, অমৃতলালের এই নাটিকাখানির অভিনয় দেখতে দেখতে মনে হয় যে, এখানি উগ্র ইংরাজীগন্ধ পূর্ণ একখানি সুন্দর সামাজিক নাটক হ'তে হ'তে হঠাৎ যেন শেষ দৃশ্যে কেমন Farcical হ'য়ে পড়েছে এবং সেইজন্যই এখানিকে কেবলমাত্র comedy না বলে মহাস্থবীর নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল যদি এটাকে তাঁর comedy of Errors বলতেন তাহলে বোধ হয় এই নিয়ে দু'টি বিভিন্ন রঙ্গালয়ের দু'খানি সাপ্তাহিক মুখপত্রে যে বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হ'য়েছে সেটা আর হ'তো না।

*

আমাদের মনে হয় নাটকের সংজ্ঞা শ্রেণী বা জাতি বিচার নিয়ে তর্ক ক'রে কোনও পক্ষের কিছু লাভ হবেনা এবং এখানি 'চিরকুমার সভার' চেয়ে বড় কি ছোট এটাও প্রমাণ করবার হাস্যকর চেষ্টা করে শুধু উপহাস ছাড়া অপর পক্ষের যে আর কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা হ'তে পারে এমন তো কোনও আশা আছে বলে বোধ হয় না! তবে হাঁ, একথা মিনার্ভা জোর ক'রে বলতে পারেন বটে যে ব্যাপিকাবিদায়ের অভিনয় তাঁরা 'চিরকুমার সভার' অভিনয়ের চেয়ে একটুও খারাপ ক'রছেন না! হীরালাল বাবু, কুঞ্জবাবু, নগেন্দ্রবালা, সুবাসিনী, আঙুরবালা এরা সকলেই তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকা অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করছেন. এমন কি উড়েবামুন, বাবুর্চ্চি ও চাকরাণীটি পর্য্যন্ত অহীন্দ্রবাবু ও শ্রীমতী শরৎসুন্দরী প্রভৃতি পাকা লোকের হাতে পড়ায়, এই ছোট ছোট ভূমিকাগুলিরও বেশ নিখুঁৎ অভিনয় হচ্ছে! কেবল বৃদ্ধ অমৃতলালকে অন্নপ্রাসের ভূতে পাওয়ায় তিনি দু'একখানি গান রচনায় এত বেশী অকারণ অর্থহীন মিলের ছড়াছড়ি করেছেন যে মিনার্ভার সুযোগ্য সুর শিক্ষকের পক্ষেও সেগুলির সুর খুব সুমধুর করে দেবার সুবিধে হ'য়নি; এছাড়া ব্যাপিকাবিদায়ের বিরুদ্ধে বলবার কোনও ফাঁকই মিনার্ভা থিয়েটার রাখেন নি। আর একটা কথা আমরা বেশ জোর করে বলতে পারি যে অমৃতলালের কোনও বইএরই অভিনয়ে ইতি পূর্ব্বে আর কখনও এমন অভিনয় প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখা যায় নি!

*

নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' খুব জোর চলেছে। আমরা শুনেছিলেম যে ষ্টার থিয়েটারও নাট্যমন্দিরের সঙ্গে প্রতীযোগীতায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনয় করবেন কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে তাঁরা অজ্ঞাতবাসের অনেক অসুবিধা বুঝতে পেরে সে সদভিপ্রায় বর্জ্জন করে এখন 'গৌরব' অর্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ভূমিকা লিপির যে সুদীর্ঘ তালিকা প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে মনে হয় ষ্টারের "পাণ্ডব গৌরবের" অভিনয় মন্দ হবেনা,— অবশ্য যদি তাঁরা নাটকখানিকে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে সম্পাদন ক'রে নিতে পারেন। এবং দৃশ্য পট ও সাজসজ্জা প্রভৃতি আধুনিক প্রয়োগ শাস্ত্রের অনুরূপ করতে কুণ্ঠিত না হ'ন।

*

গত শুক্রবার কর্ণওয়ালিস্ রঙ্গমঞ্চে বহুবাজারের 'প্রাচীন সমিতির' ("Old Club") সভ্যগণ "সরলা" নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণ দ্বারাভিমুখী এই "Old Clubটি" শুধু নামে নয় বয়সেও প্রাচীন হয়েছে। কলিকাতার অবৈতনিক সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এঁদের নাট্যাভিনয়ের সুযশ আছে। 'চন্দ্রগুপ্ত' 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' 'গৃহলক্ষ্মী' প্রভৃতি বড় বড় নাটক এঁরা অতি দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় ক'রে সাধারণের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। স্বর্গীয় আশুতোষ লাহিড়ী, ৺ললিতমোহন লাহিড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতি সুঅভিনেতাদের সম্মিলনে 'ওল্ড ক্লাবের' অভিনয় একদিন 'এ্যামেচার' জগতে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিল।

*

এঁদের সরলার অভিনয়ও সেদিন অতিসুন্দর হয়েছে। 'ওল্ড ক্লাবের' সেই সেকালের গৌরবময় যুগের সাথেক অভিনয়ের তুলনায় সেদিনের 'সরলা' দাঁড়াতে না পারলেও দুলালবাবু ও প্রভাতবাবুর শশীভূষণ ও বিধুভূষণ একেবারে নিন্দনীয় হয়নি। সকলের চেয়ে ভাল অভিনয় করেছেন কালীঘাটের পূর্ব্ববঙ্গীয় খঞ্জ পথিকটি। জ্যোতিষবাবুর 'গদাধরচন্দ্র' স্থানে স্থানে দানীবাবুর মতই ভালো অভিনয় হয়েছে। মুদীও নীলকমলটির অভিনয়ও বেশ মনোজ্ঞ। কালীঘাটের পাণ্ডাগুলিকে একটু যেন শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডা বলে মনে হচ্ছিল। স্ত্রীভূমিকার মধ্যে মুদিনীর অভিনয় সবচেয়ে ভাল হয়েছিল, সরলাকে দেখতে তেমন সুন্দর লাগল' না বটে কিন্তু তাঁর অভিনয় বেশ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছে। প্রমদাও মন্দ নয়! শ্যামা ঝীকে নেহাত ভদ্র লোকের বাড়ীর বৌ-ঝীর মতো দেখালেও তাঁর অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রমদার মা ও ঠানদি চলন সই। রবীন্দ্রনাথের "তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে সবখানে।" এই প্রসিদ্ধ গম্ভীর সঙ্গীতটি যে স্থান কাল ও চরিত্র মাহাত্ম্যে কী ভয়ানক হাস্যোদ্দীপক হয়ে উঠতে পারে তা সেদিন 'ওল্ড ক্লাবের' সভ্যগণ সপ্রমাণ করেছেন। মুদিনীর গান শুনেই তার গৃহে উপস্থিত ছাত্রদুটি গাইতে অনুরুদ্ধ হ'য়ে যখন এই গানটি ধরলেন তখন প্রেক্ষাগৃহের সমস্ত দর্শক হেসে লুটিয়ে পড়েছিল। 'শীতকালে খাই শাঁকালু" শীর্ষক প্রসিদ্ধ গানটির অভাবটুকু আর বড় একটা কেউ অনুভব করেনি। ছাত্রদুটির গান খুব ভাল না হলেও তাদের ভঙ্গী ভারি চমৎকার হয়েছিল। সন্ন্যাসীর বেশে এক ভদ্রলোক প্রায় প্রতি অঙ্কেই দু'একখানি ক'রে বাছা বাছা জনপ্রিয় গান গেয়েছিলেন দর্শকদের আনন্দ দেবার উদ্দেশ্যে। তিনি একজন খুব উচ্চ শ্রেণীর গায়ক বলে নিজেকে প্রমাণিত করতে না পারলেও তার mission অনেকটা সার্থক হয়েছিল। তিনি বহু দর্শককে আনন্দ দিতে পেরেছিলেন। কালীঘাটের মন্দির-পথে পাঁঠার পরিবর্ত্তে পাঁঠি নিয়ে যাওয়ার এবং সাজসজ্জা ও দৃশ্য পটের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি কতকগুলি ছোটখাটো ত্রুটীর উল্লেখ না করাই ভালো। কারণ রঙ্গমঞ্চ যাদের নিজেদের নয় এবং নাট্যাভিনয় যাদের নিত্য অভ্যস্ত কাজ নয় তাদের পক্ষে এসমস্ত ত্রুটি নিতান্ত স্বাভাবিক, তবে একেবারে যে অপরিহার্য্য একথা বলা চলে না।

রঙ্গরেণু

অ্যান পেনিংটন আমেরিকার প্রসিদ্ধা সিনেমা অভিনেত্রী। এতদিন হলিউড বায়স্কোপে অভিনয় করছিলেন। এইবার নিউইয়র্কে তিনি ফিরেছেন। সম্প্রতি জর্জ হোয়াইটের "স্ক্যাণ্ডল্‌স" অভিনয়ে তিনি অদ্ভুত নটনৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

•

ভেরা রেনল্ডস্ নামে বিখ্যাত নটী আমেরিকার টাইমস্ স্কোয়ার থিয়েটারে "সাইলেন্স" নাটকে নেমেছিলেন। মেয়েরা যে মুখ বুজে অভিনয় করতে পারে তা এই নাটকের দুই চরিত্র অভিনয় করে তিনি প্রমাণ করেছেন।

•

লিল ড্যাগোভার জার্মানীতে এখন ফিল্‌ম তৈরী করতে গেছেন। তাঁর চেহারার মধ্যে এমনি একটা সরলতা মাখান ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে যে সবাই তাঁকে পছন্দ করে। গোটা ইউরোপে আজকাল এঁর চাইতে বড় ভাবপ্রবণ সিনেমা অভিনেত্রী কেউ নেই।

•

মিঃ জন গলস্ ওয়ার্দি মে মাসে বার্লিন ও প্রেগ হয়ে ভিয়ানা ঘুরে এলেন। ভিয়ানার অভিনেতা অভিনেত্রী তাঁর নাটক কেমন অভিনয় করছে এটা দেখাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর "লয়ালটিজ" নাটকের ১৬৫তম অভিনয় সেখানে তখন হচ্ছিল। বার্ণাডশ'র "সেণ্টজন"কেও এই নাটকের অভিনয় হারিয়ে দিয়েছে।

•

"প্যারাডাইস" জাপানের প্রসিদ্ধ থিয়েটার। ৫০০০ লোক ধরে। সঙ্গে জলখাবার দোকান আছে, বিলিয়ার্ড, পিংপং খেলবার আয়োজন আছে, ঝর্ণার জলে স্নানের পর্য্যন্ত ভাল বন্দোবস্ত আছে। একটু মুস্কিল এই যে থিয়েটার ঘরে কেউ জুতো পায়ে ঢুকতে পারেনা।

•

এখন জাপানে খুব ইটালিয়ন অপেরা চলছে। তারা অপেরা দেখে বিলাতী গান শুনে খুব রাত কাটাচ্ছে। সাবেকী জাপানী নাটক চলছে বটে কিন্তু সে না চলারই সামিল। এইসব নাটকে মেয়ের পার্ট থাকেনা।

•

জাপানী সুন্দরীরাও অপেরায় মেতেছে। নতুন সব জাপানী অপেরা লেখা হচ্ছে। এতে পুরুষের দুই একটা হাসির ভূমিকা আছে মাত্র গানগুলো ইউরোপের কানে মিহি হলেও মধুর জাপানী ধরণের। নাচুনীতে এসিয়ার লীলায়িত লাস্য আছে।

•

Rhonmaje প্যারীর অদ্ভুত নর্ত্তকী। দেহযষ্টীকে ইনি যেমন তেমন করে নোয়াতে ও ঘোরাতে পারেন। নিউইয়র্ক ইভিনিং জার্ণালে সেদিন তাঁর একখানা ছবি বেরিয়েছে তাতে তিনি বদ্ধ পদ্মাসনে যোগিনীর মত বসে রয়েছেন।

•

স্পেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী Maria Guerrero এখন আমেরিকার অভিনয় করছেন। ১৮৯০ সাল থেকে ইনি অভিনয় করছেন, এঁর অভিনয় নৈপুণ্য দেখে স্পেনের প্রসিদ্ধ জমীদার ডন ফার্ণেণ্ডো ডিয়াজ দি মেন্দোজা এঁকে বিয়ে করেন। আজ পর্য্যন্ত মেরিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব কেহ অপসারিত করতে পারেনি।

•

মার্কিনে লড়াইয়ের ছবি "দি বিগ প্যারেড" দেখে বার্ণার্ডশ ভারী তারিফ করেছেন। কিন্তু এতে ইংরাজী পত্রিকাওয়ালারা চটে গেছে। সিনেমাতে সত্যি এমন ছবি অনেকদিন দেখানো হয়নি। ছবির প্রস্তুতসার হলিউড। আমেরিকায় এদের সুখ্যাতি সব চাইতে বেশী।

•

লণ্ডন ফিল্‌ম সোসাইটি গত ৩০শে মে এক পুরা জাপানী ছবি দেখিয়েছেন। ছবির নাম "পথের বেদে"। জাপানী অভিনেতা দিয়ে ছবিটাকে জাপানেই তৈরী করা হয়েছে। ইউরোপে জাপানী ছবি এই নতুন দেখান হ'ল।

•

ওয়ার্স'র সমস্ত সিনেমা কোম্পানী ৬ই জুন থেকে ছবি দেখান বন্ধ করেছে। সেখানে সিনেমা টিকিটের উপর মিউনিসিপাল ট্যাক্স টিকিটের দামের সমান। কাজেই সিনেমা অধিকারীরা ছবি দেখান বন্ধ না করে পারেনি

শ্রীতারানাথ রায়।

রূপদক্ষ না শিল্পী *

বাঙ্‌লা ভাষায় সাধারণতঃ "শিল্পী শব্দটি artist অর্থের বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু প্রায় দুইবৎসর হইতে চলিল মাননীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় ঐ অর্থে কোন নূতন একটি শ্রুতিসুখকর শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। তাঁহার দেখাদেখি আরও অনেকে স্থানে অস্থানে পাত্রে অপাত্রে, উক্ত শব্দের প্রয়োগ করিতেছেন বটে, কিন্তু অতটা সাহস সকলের সম্ভবে না বলিয়াই এ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

কবীন্দ্র কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন যে, শব্দটির জন্য তিনি শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। তিনি স্বয়ং এ শব্দটির আবিষ্কর্ত্তা নহেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট আমাদিগের বিনীত প্রশ্ন এই যে, বাঙলা ভাষায় উক্ত নূতন শব্দটি প্রচলিত করিবার এই প্রচেষ্টা স্বাতন্ত্র্য-প্রণোদিত না প্রমাণসিদ্ধ। যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তবে এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা না করাই ভাল। কিন্তু তিনি যদি উহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে সে প্রমাণ অবিলম্বে সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করা উচিত।

তাঁহার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি না জানা যায় নাই। অতএব, এ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

বাঙলার শব্দ-সম্পদ্ যাহাতে বাড়ে সে বিষয়ে কোন বাঙালীরই আপত্তি করিবার কিছু থাকিতে পারে না। তবে অন্যভাষার কোন শব্দ বাঙলাভাষায় প্রচলন লাভ করিয়া যাহাতে কোনরূপ বিপরীতার্থ প্রকাশ না করে সে বিষয় দৃষ্টি রা‍্ খা সকলেরই কর্ত্তব্য। অনেক শব্দ এইরূপে বাঙলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া বিপরীত পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহার আর চারা নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ইহা যত কম হয়, ততই ভাল নহে কি?

* প্রেসিডেন্সীকলেজ ম্যাগাজিন (Vol. XII., No. II.) হইতে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে পুনর্মুদ্রিত।

নবাবিষ্কৃত শব্দটি "রূপদক্ষ"; সংস্কৃত-সাহিত্যে কোথাও উহার প্রয়োগ নাই। দ্বিসহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি শিলালেখমধ্যে উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, প্রাচীনকালে উহাই artist অর্থের বাচক ছিল। বাস্তবিক, রূপদক্ষ শব্দটি শিল্পী অর্থ সেখানেও প্রকাশ করিয়াছে কি না, তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এ জন্য যে প্রসঙ্গে এ শব্দটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

সারগুজা ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত লক্ষণপুর জমিদারীতে রামগড় পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড়ের "সীতাবেঙ্গা" শিলালিপি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সুপরিচিত। ইহার পাঠ :—

প্রথম সারি—অদি পয়ংতি হদয়ং। সভাব গরু কবয়ো এ রাতয়ং.........

দ্বিতীয় সারি—দুলে বসংতিয়া। হাসাবাহুভূতে। কুদস্ফতং এবং অলংগ (ত)*

সাধারণতঃ শিলালিপিপাঠের যে নিয়ম তদনুসারে Bloch ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

(১) স্বভাব-গুরু কবিগণ—হৃদয়কে উদ্দীপিত করেন যাঁহারা...... (রাতয়ং এর অনুবাদ দেন নাই, কারণ প্রথম সারের শেষভাগে কতকগুলি অক্ষর লুপ্ত হইবার চিহ্ন পাওয়া যায়; এই অসম্পূর্ণ অংশের সহিত 'রাতয়ং' এর কি সম্পর্ক তাহা বুঝা যায় না।)

* Bloch, A. S. I. R., pp. 123 ff, 1903—04.

প্রথমসারি—M. Boyer দশম অক্ষরটি 'চা' পাঠ করিয়াছেন Bloch এর মতে উহা 'ভা' Cunningham ত্রয়োদশটিকে 'রু' স্থলে 'র', এবং অষ্টাদশটিকে 'রা' স্থলে 'তি' পাঠ করিয়াছেন—উহা ঠিক নহে। দ্বিতীয় সারি—আলোকচিত্রে 'হা' কে 'হি' বোধ হয়, কিন্তু চিত্রের 'ই' মাত্রাটি পাহাড়ের ফাট মাত্র, প্রকৃত লিপি নহে। শেষের অক্ষর দুইটির সহিত সংযুক্ত অক্ষর এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই।

(২) বাসন্তী পূর্ণিমায় দোল উৎসবে, যখন হাস্য সঙ্গীতাদি অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তখন জনগণ এইরূপে (নিজ নিজ গলদেশ) কুন্দস্ফীত মাল্যে অলঙ্কৃত (করেন)…… …

কিন্তু 'ছুলে বসংতিয়া'কে অনায়াসেই 'দূরে বসন্ত্যা' রূপে পরিবর্ত্তিত করা যায়। তখন ইহা (পূর্ব্বোক্ত "দোলে বাসন্ত্যাঃ" অর্থ বুঝাইবার পরিবর্ত্তে) দূরে বাসকারিণী কোন রমণীর বিশেষণ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব কোন প্রণয়িনীর উদ্দেশে রচিত কোন প্রেমিক কবির উক্তি বলিয়া ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাহাও স্বীকার না করিলে, Bloch সাহেবের অনুবাদ হইতে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, কোন উৎসবই এই লিপির লক্ষিত বিষয়। সীতাবেঙ্গা গুহার অন্যান্য বিবরণেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

গুহাটি দৈর্ঘ্যে ৪৬ ও প্রস্থে ২৪ ফিট। গুহার সম্মুখে বহির্ভাগে কয়েক সারি পাথরে কোঁদা উচ্চ আসন (রক) আছে। ভিতরেও গুহা-গাত্রলগ্ন তিন সার রক তিন দিকে কোঁদা দৃষ্ট হয়। এই রক উচ্চতায় ২॥০ ও বিস্তৃতিতে ৭ ফিট, সম্মুখভাগে কিছু নীচু ও পশ্চাদ্ভাগে কিঞ্চিৎ উচ্চ। গুহার এক পার্শ্বে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিবার জন্য কয়েকটি ধাপ আছে, এবং প্রবেশ পথের দুইধারে মেঝের উপর দুইটি সরু গভীর গর্ত্ত খোঁড়া আছে। এই সকল আনুষঙ্গিক বিষয় আলোচনা করিয়া কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত উহাকে গ্রীক আদর্শে নির্ম্মিত ভারতীয় রঙ্গালয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।‡ নানা কারণে এ সিদ্ধান্ত এক্ষণে অপ্রামাণিক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে। তবে পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিদর্শনে ইহা আর কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, উহা রঙ্গালয় না হউক, অন্ততঃ কোনরূপ নৃত্যগীতাদি আমোদ-প্রমোদোপভোগের আড্ডা ছিল। বসন্ত, গ্রীষ্ম ও শরতে, দর্শকগণ বাহিরের রকে বসিয়া (এ রক অনেকটা গ্যালারীর মত করিয়া কাটা) সম্মুখে মুক্তবায়ুতে অনুষ্ঠিত অভিনয় বা নৃত্য-গীতাদি দর্শনে পরিতৃপ্ত হইতেন। আর যখন বর্ষা নামিত, অথবা হেমন্ত ও শিশিরের প্রকোপে বাহিরে বসা দুঃসাধ্য হইত, তখন দর্শকগণ গুহার অভ্যন্তরে আশ্রয় লইতেন, এবং গুহাগাত্রাবলম্বী রকে বসিয়া রসোপভোগ করিতেন। অভিনয় বা নৃত্যগীতাদি তখন গুহা মধ্যেই অনুষ্ঠিত হইত। প্রবেশ পথের দুইধারে যে দুইটি গর্ত্ত ছিল তাহাতে দুইটি দণ্ড প্রবেশ করাইয়া বৃষ্টি বা শীতল-বায়ু-নিবারক আবরণ খাটান হইত। মোটের উপর, ইহা বিলাসিগণের রসোপভোগের অনুকূল একটি গুহাবাস ছিল, যোগীর তপস্যার অনুকূল আশ্রম ছিল না।০ এই সকল কারণে আমরা ইহাকে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ বলিয়া স্বীকার করিতেও কোন আপত্তি দেখি না। †

এইবার "লুপদখে" শব্দটি যে শিলালিপিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। এই শিলালিপি "যোগীমারা" শিলালিপি নামে খ্যাত। উহার পাঠ—

(১) শুতনুক নম
(২) দেবদশিক্যি
(৩) শুতনুক নম। দেবদশিক্যি
(৪) তং কময়িথ বলুন (বলন) শেযে।
(৫) দেবদিনে নম। লুপদখে॥

M. Boyer উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তদনুসারে অনুবাদ করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

(১) সুতনুকা নাম্নী

‡ Vide, Bloch, A. S. I. R., pp., 126-27

০ "Prof. Luders…………shows that caves of ancient India were not entirely built for anchorites, but often served quite different purposes as the abode of dancing girls and their lovers,"—Bloch, A. S. I. R. p. 127

† Bloch, A. S. I. R. P. 156.

(২) দেবদাসী এক (জন)

(৩) সুতনুকা নাম্নী দেবদাসী এক (জন)

(৪) বটুগণের (মধ্যে) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) তাহাকে কামনা করিত।

(৫) দেবদত্ত নামক জনৈক তক্ষ (রূপদক্ষ)॥

টিপ্পনী—তং = তাং (দেবদাসীং)

কময়িথ—লুঙ্ ১।১, ধাতু কাময়তে

বলুন শেয়ে—বটূনাং শ্রেয়ান্ (প্রথমার

একবচনে 'এ' কার মাগধী প্রাকৃতের বিশেষত্ব]

* Bloch বলেন যে Boyer এর অনুবাদ যদি গ্রহণ করিতে হয় তবে 'বলুন' পাঠই সঙ্গত। কিন্তু অনেকে 'বলন' পাঠ করিয়া অর্থ করিয়াছেন—'বালানাম্' [বাল(ক)গণের]। একজন দেবদাসীর প্রকাশ্য প্রণয়ী যে একজন বালক হইতে পারে এরূপ ধারণা করাই অসঙ্গত নহে কি? Bloch সাহেব এস্থলে দেবদাসী অর্থে সামান্যা গণিকা করিতে চাহিয়াছেন আমরা তত দূরও অগ্রসর হইতে চাহি না। রামগড় (বা রামগিরি) তীর্থবিশেষ; এখনও ওখানে দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ দর্শনের নিমিত্ত যাত্রীসমাগম হইয়া থাকে। সেই মন্দিরের দেবদাসীগণই যে যোগীমারা গুহায় আসিত যাইত, এবং তাহাদের মধ্যে জনৈকা সুতনুকা, রূপদক্ষ দেবদত্তের প্রণয়পাত্রী হইয়াছিল, এরূপ কল্পনার অসঙ্গতি কি থাকিতে পারে? যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যBloch 'বলন' পাঠের অর্থ করিয়াছেন—'বালানাং (বালাগণের)। Bloch এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে—"সুতনুকা নাম্নী জনৈকা দেবদাসী বালাগণের জন্য সেই শয্যা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। দেবদত্ত নামক চিত্রকর (রূপদক্ষ]।"

টিপ্পনী—তং—তাং (শেয়ের বিশেষণ]

কময়িথ—লুঙ ১।১, ধাতু কাম্মায়তি (কর্ম্ম করা)

অর্থাৎ হিন্দুস্থানীরা "পয়সা কামান" ইত্যাদিস্থলে যে অর্থে "কামান" ক্রিয়ার ব্যবহার করেন, সেই 'কামান' ক্রিয়া নিষ্পন্ন "কময়িথ" পদ।

শেয়ে—শয্যাম।

বলন—বালানাম।

যোগীমারা গুহামধ্যে অনেক Fresco painting আছে; Bloch এর ধারণা দেবদত্ত এই চিত্রকরেরই নাম। সুতনুকার নির্দ্দেশে গুহা নির্ম্মিত হইলে তিনি উহা চিত্রিতমাত্র করিয়াছিলেন। সেইজন্য পূর্ব্ববর্ত্তী পংক্তিগুলির সহিত শেষ পংক্তিটির কোন বাক্যগত সম্বন্ধ নাই। এখনও এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়; যথা, কোন কোন বিখ্যাত চিত্রের নিম্নে লিখিত দেখা যায়—"অমুকের আদেশে অঙ্কিত, চিত্রকর অমুক," ইত্যাদি। বালাগণ বলিতে এস্থলে কাহাদিগকে বুঝাইতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। সুতনুকা নিজ ব্যবসায়াবলম্বিনীগণের বিশ্রামার্থ নিজব্যয়ে এই গুহা বাসোপযোগীভাবে নির্ম্মিত করাইয়া, দেবদত্ত কর্ত্তৃক সুসজ্জিত বা চিত্রিত করাইয়াছিলেন, ইহাই Blochএর অভিপ্রায়। এরূপ বিশ্রামোপযোগী গুহার প্রয়োজনীয়তা ঐ অঞ্চলে অবশ্যই ছিল; কারণ ঐ পাহাড়েরই এক অংশেই অভিনয়োপযোগী রঙ্গমঞ্চ-সুশোভিত সীতাবেঙ্গা গুহা; সুতরাং পাশেই নটীগণের বিশ্রামার্থ নেপথ্যস্বরূপ যোগীমারা গুহা যে একান্ত উপযোগী ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তথাপি এরূপ অসংলগ্ন ও অদ্ভুত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা আমাদিগের পক্ষে দুঃসাধ্য। এতদপেক্ষা Boyerএর অনুবাদ সঙ্গততর বলিয়া বোধ হয়। Boyer "বলুন" পাঠগ্রহণ করিয়া উহার অর্থ করিয়াছেন "বটূনাম্; এই "বটু" শব্দটি যে কুৎসিতার্থেরও বাচক ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রকৃষ্ট প্রমাণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাট প্রহসনাদিতে ও অভিধানে পাওয়া যায়। এস্থলে দেবদত্ত এইরূপ একজন 'বটু; সে তাহার প্রণয়িণী দেবদাসী সুতনুকার উদ্দেশে এরূপ লিপি লিখিয়াছিল—এ অনুমানে কি আপত্তি থাকিতে পারে? বরং দেবদত্ত রূপদক্ষকে

যদি কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় 'কলাবিৎ' বা 'চিত্রকর' কয়া হয়, তাহা হইলে অনেক আপত্তি হইতে পারে। তখন তাঁহার পক্ষে (সুতনুকার প্রতি তিনি গোপনে আসক্ত হইলেও) প্রকাশ্য লিপিলিখন সঙ্গত হয় কি? পক্ষান্তরে যদি আমরা দেবদত্তকে একজন 'অভিনেতা' বলিয়া স্বীকার করি, তবে তাঁহার 'বটু' উপাধি, দেবদাসীপ্রেম ও তৎসূচক লিপিলিখন সকলই সম্ভব হয়; কারণ একজন অভিনেতার সহিত একজন নর্ত্তকীর প্রণয় জন্মান যে অতি স্বাভাবিক, তাহাতে কি-আর সন্দেহ থাকিতে পারে? খৃষ্ট জন্মের অন্যূন চারিশতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আমরা নটগণের চরিত্রহীনতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাই। সেইজন্য তথায় গণিকাকে রঙ্গোপজীবিনী ও গণিকাপুত্রকে কুশীলব (কু—শীলব, কুৎসিৎ শীলবিশিষ্ট বলিয়া অভিনেতার নাম 'কুশীলব') করিবার কথা আছে। অতএব সকল দিক রক্ষা করিতে হইলে 'রূপদক্ষ' শব্দের অভিনেতা অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত মনে হয়। রূপদক্ষ শব্দটি হইতে অভিনেতা অর্থই বিনাআয়াসে পাওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ উহার অর্থ করিয়াছেন রূপ সৃষ্টিতে যিনি দক্ষ অর্থাৎ শিল্পী (artist) আর আমরা অর্থ করিতে চাহি, নিজেকে বিভিন্নরূপ প্রদানে যিনি দক্ষ, অর্থাৎ যিনি নানারূপ মূর্ত্তিতে আপনাকে প্রকট করিতে দক্ষ বা নিপুণ, তিনিই রূপদক্ষ অভিনেতা। এরূপ সহজলভ্য অর্থের অসঙ্গতি কোথায়? অভিনেতার পক্ষে আপনাকে বিভিন্ন ভূমিকায় বাহ্যতঃ এবং অন্তরতঃ বিভিন্নরূপ-প্রদান অনিবার্য্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

ডাকঘর

মাননীয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

স্থানীয় বীণাপাণি নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক গত রথযাত্রা উপলক্ষে "কর্ণার্জ্জুন" ও "মোগল পাঠান" নাটক এবং "কলের পুতুল" ও "গুরুঠাকুর" প্রহসন অভিনীত হইয়াছিল। এই অবৈতনিক নাট্যসমাজ প্রায় ২০বৎসর যাবৎ সুখ্যাতির সহিত নিজ অস্তিত্ববজায় রাখিয়া আসিতেছে। স্থানীয় বহুতর সভ্য শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ মিলিত হওয়ায় প্রায় একশতেরও অধিক সভ্য সংখ্যা হইয়াছে। সুযোগ্য ম্যানেজার বাবু মন্মথনাথ ঘোষ এম-এ বি-এল উকিল ও ম্যাজেষ্ট মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে স্বল্পকালমধ্যে ইহা স্থানীয় অবৈতনিক দলগুলির মধ্যে একটী উৎকৃষ্ট নাট্যসমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। গত সন ১৩৩১ সালে জ্যৈষ্ঠমাসে এই অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম কর্ণার্জ্জুন নাটক সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হয়। তৎপূর্ব্বে এদিকে কোনও অবৈতনিক নাট্যসমাজ এই দুঃসাধ্য নাটক অভিনয় করিতে প্রয়াসী হন নাই।

প্রহসন দুইখানিই নিখুঁত ও সকলের উপভোগ্য হইয়াছিল।

"মোগল পাঠান"—যথার্থ ই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। তিন হাজারের উপর শ্রোতৃমণ্ডলী চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলেন। মন্মথবাবু পূর্ব্বদিন অভিনয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া এদিনও 'শেরের' ভূমিকায় দর্শকদের মুগ্ধ করিয়াছিলেন। অভিনয় যত শেষ হইয়া আসে ততই রঙ্গস্থল করতালি ও যশোগানে মুখরিত হইতে থাকে। হুমায়ুনের অভিনয় বেশ। কিন্তু সুন্দর আকৃতি হইলে ভাল হইত। জহরলাল বাবু যতদিন যাবৎ সগ্রামে অভিনয় করিতেছেন। "কমলা" হরধর বেশই করিয়াছিল। তৎপরে "ফ'কর" "বাজীরাম" যথাক্রমে পুষ্করচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চাননবাবু সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করেন। অন্যান্য অংশ ও উল্লেখযোগ্য। ইতি—

মগরাগঞ্জ. শ্রীপঞ্চানন দাস

৩১।৭।২৬ সাঃ মেনেজার

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেস—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
[illegible] ৩—১৩ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ	সম্পাদক :—	২৮-শে শ্রাবণ
২১শ সংখ্যা	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

আজকাল রঙ্গালয়ে দর্শকের সমাগম একটু কম হওয়াতে দু'একখানি কাগজে এরমধ্যেই 'যায় যায়' শব্দ ও রোদনধ্বনি সুরু হয়েছে শোনা যাচ্ছে। তাঁরা অনেকেই এর অনেক কারণ অনুসন্ধান ক'রেছেন, ও শেষটা হতাশ হ'য়েছেন। কারণ দর্শক সমাগম কিসে বেশী হয় সে চেষ্টা না ক'রে তাঁরা স্থির করতে চাইছেন, বিনা দর্শকে অল্প খরচায় কি ক'রে থিয়েটার চালানো যেতে পারে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সংখ্যা ও বেতন কমিয়ে দিয়ে দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যয় হ্রাস করে বৈদ্যুতিক আলোর অতিরিক্ত ব্যবহার বন্ধ ক'রে—এবং শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে ঘোষণাপত্র ও বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগীতায় আর অনর্থক অপব্যয় না ক'রে তাঁরা আত্মরক্ষা করবার প্রস্তাব উপস্থিত ক'রেছেন।

*

এ যেন অনেকটা সেই ঔষধপত্র ও ডাক্তার কবিরাজের ব্যয় ভূষণ বন্ধ ক'রে দিয়ে রোগীকে শান্তিতে মরতে দেওয়ার প্রস্তাবের মত শোনাচ্ছে! আজকের দিনে এটাকে ঠিক বাঁচবার উপায় ব'লে ধরতে গেলে—ভুল ক'রে তারা মৃত্যুকেই বরণ ক'রে নেবেন। একদিন ছিল যখন ব্যয় সঙ্কোচ ক'রে ব্যবসাকে বাঁচানো চলতে পারতো কিন্তু আজকের এই Age of Economic Competition এ ব্যবসা আর Retrenchment এ টেঁকবে না। চাই Capital enhancement আর নূতন নূতন দিকে নব নব Exploitation.

*

কথা উঠেছে যে চারটি থিয়েটার একত্রিত হয়ে একটি Association গঠিত ক'রে থিয়েটারের Establishment খরচ, নাটকের মূল্য বাবদ নাট্যকারের পারিশ্রমিক, নাট্যাভিনয়ের Production cost ও publicity expense একেবারে কমিয়ে ফেলার চেষ্টা ক'রবেন। আমরা তাঁদের এ দুরভিসন্ধির মোটেই পক্ষপাতী নই। চারটি থিয়েটার মিলিত হ'য়ে একটি Association গঠিত হোক্ এ প্রস্তাব আমরা নাচঘরে বহুপূর্ব্বেই করেছি কিন্তু আমরা তাঁদের এরূপ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে অনুরোধ করিনি। আমরা চেয়েছিলেম রঙ্গালয় ও অভিনয়-কলার উৎকর্ষ কল্পে তাঁরা একত্র হোন্ এবং থিয়েটারের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে যত্নবান হোন্। এই সদুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করবার জন্য তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক চেষ্টায় যে ব্যয় হওয়া সম্ভব, আমরা বলেছিলেম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে একযোগে চেষ্টা করলে সেই ব্যয় অনেক কম হ'তে পারে।

*

বিলাতে ও আমেরিকায় ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই একাধিক থিয়েটার ও সিনেমা কোম্পানীরা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে এক একটি Corporation form ক'রে Co-operative principle অনুসারে কাজ ক'রে আশাতীত সাফল্য লাভ ক'রেছেন। তাঁদের চেষ্টায় নাট্য ও চিত্রজগতে আজ প্রভূত উন্নতিই দেখা যাচ্ছে! তাঁরা কিছুই কমান নি, অভাবের তাড়নায় নিরুপায় হ'য়ে তাদের কলাদেবীকে একেবারে নিরাভরণা ক'রে তাঁরা মর্য্যাদা নষ্ট করেন নি, বরং অধিকতর উপার্জ্জনের দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে তাঁরা দিন দিন ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছেন। তবে সেটা ধনকুবেরদের দেশ, তাদের সঙ্গে আমাদের এ দরিদ্র দেশের তুলনা হয় না বটে, কিন্তু তাই বলে উন্নতির পথ ছেড়ে দিয়ে, অগ্রসরের চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শূন্য হ'য়ে গৃহকোণে ফিরে এসে চিরদিন কূপমণ্ডূক হ'য়ে বেঁচে থাকায় আমরা পক্ষপাতী নই।

*

উন্নতির পথে অবিচলিত হ'য়ে চ'লতে, সিদ্ধির শিখরে আরোহণ করতে যদি দু'একটি থিয়েটার নিজেদের অক্ষমতার জন্য নিজেদের অযোগ্যতার জন্য ধ্বংস হ'য়ে বা লুপ্ত হ'য়ে যায় তাতে বড়টা না দেশের বা নাট্যজগতের ক্ষতি

হোক; থিয়েটারের প্রয়োগ শিল্পের অবনতি, সম্প্রদায়ে সু-অভিনেতার হ্রাস ইত্যাদি উপায়ে—ব্যয় সঙ্কুলানের চেষ্টা করে কয়টি থিয়েটারেরই নির্গুণ-সংখ্যায় পুরা হ'য়ে বেঁচে থাকবার চেষ্টায় তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবার আশঙ্কা করি। তাঁদের এ চেষ্টায় বেঁচে থাকাটাকে আমরা ঠিক বেঁচে থাকা বলতে পারবোনা এবং এভাবে তাঁরা এই চলচ্চিত্রের যুগে কতদিন যে ধুঁকতে ধুঁকতে টিঁকতে পারবেন তাতেও আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে!

*

দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে—প্রস্তাবিত একটি Association গড়ে তোলবার পক্ষে থিয়েটার ওয়ালাদের পরস্পর রেষারেষি, হিংসা, বিদ্বেষ, অপরকে মেরে নিজে বড় হবার সির্দ্ধিচ্ছা, অন্যের ক্ষতি করে নিজে লাভবান হবার হীন চেষ্টা, নিয়ত পরস্পরের নিন্দা-কুৎসা-গ্লানী প্রচার, পরস্পরের দৈন্য-দুর্বলতা-অভাব প্রভৃতি সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করে দেওয়া, ইত্যাদি নানা মজ্জাগত অভ্যাসের বিরাট বাধা সত্বেও আজ যদি প্রাণের দায়ে, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে Common Interest এর আকর্ষণে তাঁরা একত্র মিলিত হয়ে একটি Association স্থাপন করতে পারেন, তা হ'লেও সেই সঙ্ঘবদ্ধ রঙ্গমঞ্চাধিকারীদের সমিতি তাঁদের ইচ্ছামত নিজেদের বর্ত্তমান ব্যয় বহুল অবস্থাকে সত্যই খর্ব্ব করে আনতে পারবেন কি?

*

আমাদের মনে হয় তাঁরা এ বিপরীত পথে ফেরবার চেষ্টা ক'রলে কিছুতেই কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন না। অভিনেতৃবর্গ অধিকাংশই আজকাল থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে Agreement অনুসারে চুক্তিবদ্ধ, সুতরাং ইচ্ছা করলেই যে তাঁরা তাঁদের বেতন কমিয়ে দিতে পারবেন, তা পারবেন না, চুক্তিকাল পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, তারপর, আমাদের মনে হয় আত্মসম্মান জ্ঞানবিশিষ্ট ও নট-গুণসম্পন্ন কোনও অভিনেতা অভিনেত্রীই এতদিন এক মাইনের কাজ করবার পর এখন বেতন বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে বেতন হ্রাসের অপমান স্বীকার করে নিয়ে কাজ করতে সম্মত হবেন না। অতএব থিয়েটারগুলি একে একে সুঅভিনেতৃশূন্য হয়ে পড়বে, কারণ বেতন যারা আজ বেশী পাচ্ছেন তাঁরা নিজেদের গুণে তা অর্জ্জন করছেন মালিকদের দয়ায় নয়। অবশ্য দু'একজনের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা কর্তৃপক্ষদের favourite!

*

আর একটা কথা থিয়েটার ব্যবসায়ীরা ভুলে যাচ্ছেন যে ঠিক যে Self-interest এর তাগিদে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁরা আজ একটি Theatre Proprietor's Union স্থাপন করবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, যেদিন যে মুহূর্ত্তে তাঁদের এ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হ'য়ে, উক্ত Associationটি স্বাভাবিকই সম্ভব হ'য়ে উঠবে,—সেই দিনই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই একই Self-interestএই থিয়েটারের অভিনেতা অভিনেত্রী পটুয়া শিল্পী সজ্জাকর প্রভৃতিদেরও Theatre Employees Union বা Artistis Association. ইত্যাদি নাম দিয়ে একটি বিরোধী সমিতি গড়ে উঠতে পারে এবং তাঁরা অনেকেই মালিকদের রক্তচক্ষুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে তাঁদের কর্ম্মে ইস্তফা দিয়ে বেরিয়ে প'ড়তে পারেন।

*

এখানে হয়ত কেউ কেউ বলতে পারেন যে Capitalistদের সঙ্গে বিবাদ ক'রে Employeesরা কতদিন কাজ ছেড়ে থাকতে পারবে? একে একে সুড় সুড় করে সবাইকেই ফিরে আসতে হবে সেই কম মাইনেই স্বীকার ক'রে নিয়ে! দশবছর আগে হ'লে তাঁদের একথা হয়ত আমরা স্বীকার করে নিতে পারতুম। কিন্তু আজ যে সব শক্তিশালী প্রতিভাবান যুবক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এসে নটের জীবন গ্রহণ করে এদেশের রঙ্গালয়কে ধন্য ও সমুন্নত করেছেন, তাঁদের সকলেরই থিয়েটার ছাড়া অন্য কাজ করবারও সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে। তাঁরা অনায়াসে তাঁদের এ রঙ্গজীবন বর্জ্জন করে জীবিকা অর্জ্জন করতে পারেন। তা ছাড়া শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী, তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, রবীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি কৃতী অভিনেতাগণ—এবং শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী নীহার বালা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী সুবাসিনী, শ্রীমতী আঙুরবালা প্রভৃতি খ্যাতা অভিনেত্রীরা লাভের অংশ পরস্পরে সমান ভাবে ভাগ করে নেবো এই সর্ত্তে যদি একত্রে সম্মিলিত হয়ে একটা যে কোনও মাঠের মাঝখানেও কেবলমাত্র পর্দ্দা টাঙিয়েই অভিনয় শুরু ক'রে দেন তাহ'লে রস পিপাসু নাট্যামোদী দর্শকদলের ভীড় লেগে যাবে—সেইখানেই—'নবগৃহে' নয় 'অট্টালিকায়' নয়, নাট্যমন্দিরে নয়, আর্ট হ'লেও নয়।

*

সুতরাং আমাদের মনে হয়, থিয়েটার ওয়ালারা যে আজ সঙ্ঘবদ্ধ হ'তে যাচ্ছেন, যদি পারেন, যদি তাঁদের পক্ষে এই একত্র হওয়া সম্ভব হয়, তাহ'লে সত্বর তাঁরা এই Association form করুন, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন ক'রে নিন। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করুন যে কিসে অভিনয় কলার ততখানি উৎকর্ষ সাধন করতে পারা যায় যা রাত্রির পর রাত্রি দেখেও লোকের পুরাতন বলে মনে হবে না। যা দেখবার জন্য প্রতিরাত্রেই রঙ্গালয়ে স্থান সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হয়ে উঠবে। এই Association দর্শকদের সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে—আসনের সুবন্দোবস্ত করুন, অভিনয়ের সময় নিয়মিত করুন, উচ্চ শ্রেণীর নাটকের কলাসম্মত অভিনয় করুন, মনোহর গীতিনাট্য ও সুরুচিপূর্ণ প্রহসন সংগ্রহ করে তার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় আয়োজন করুন! এই associaiion দেশের সাহিত্যিকগণকে শ্রেষ্ঠ নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা ক'রে দেবার জন্য আহ্বান করুন। হাজার দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা ক'রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্য রচনায় প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তিত করুন। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার জন্য শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের যোগ্য বেতনে নিয়োজিত করুন। 'নাচঘরে' আমরা পূর্ব্বেও একবার এ প্রস্তাব করেছিলেম। বাঁচবার উপায় যদি কিছু থাকে, তবে সে পিছু হেঁটে এসে নয়, সামনে এগিয়ে যেতে পারলেই—এই আমাদের অভিমত।

*

শনিবারে 'ম্যাটিনী' প্রবর্ত্তনের আমরা মোটেই পক্ষপাতী নই! রবিবার দিন ছুটী থাকে বলে শনিবারে লোকে রাতজাগতে কাতর হয় না, তাছাড়া আজকাল যখন বারোটার মধ্যেই অভিনয় শেষ কোরেদেওয়াটাই প্রথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তখন শনিবার আর ম্যাটিনী অভিনয় করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করিনি! বিশেষ প্রতি রবিবার সকল থিয়েটারেই যখন 'ম্যাটিনীডে!' রয়েছে তখন এই অতিরিক্ত 'ম্যাটিনী' আয়োজন করে শহরের লোকগুলকে সব স্কুলের ছেলে ব'লে ভুল করবার আবশ্যকতা কী? তবে প্রতি রবিবার ম্যাটিনীতে একই নাটকের অভিনয় না ক'রে আমরা প্রতি রবিবার ভিন্ন ভিন্ন নাটকের ম্যাটিনী অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। কারণ রবিবারটাই আজকাল শহরের ধনী ও অভিজাত-সম্প্রদায়ের "Theatre Day" বা নাট্যাভিনয় দেখবার নির্দ্দিষ্ট দিন হ'য়ে প'ড়েছে বলে মনে হয়।

*

আমরা শুনে সুখী হলুম যে সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী দীর্ঘকাল অবসর যাপনের পর সুস্থ ও সবল দেহে আবার নাট্যমন্দিরে অবতীর্ণ

হয়েছেন। আগামী সপ্তাহে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' তিনি 'কীচকের' ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। কিছুকাল পূর্ব্বে old clubএ তাঁর 'কীচকের ও শ্রীকৃষ্ণের' অভিনয় দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে ছিল। এবার নাকি শিশিরবাবু 'ভীম' ও 'বৃহন্নলা' এই দুটী বড় বড় ভূমিকারই একসঙ্গে অভিনয় করবেন। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস এবার অধিকতর জনপ্রিয় হ'য়ে উঠবে দেখা যাচ্ছে!

*

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্রের 'রঘুপতি'র ভূমিকায় অভিনয় দেখে আমরা সুখী হ'তে পারিনি। তিনি এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পুরোহিতের চরিত্রের বিশেষত্ব ও মনোভাবটুকু ঠিক ধরতে পারলেও সেটুকু চিত্তাকর্ষক ক'রে অভিনয় ক'রতে পারেন নি। তাঁর এই অক্ষমতা "বিসর্জ্জনের" অভিনয় সৌষ্ঠবের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে হয়।

*

ভূমিকালিপি অমন প্রবল হওয়া সত্ত্বেও ষ্টারের "পাণ্ডবগৌরব" উক্ত সম্প্রদায়ের মোটেই 'গৌরব' বৃদ্ধি করতে পারে নি। "ভীম" ব্যতীত ব্যক্তিগত ভাবে আর সকলেই অল্প বিস্তর সু'অভিনয় ক'রলেও নাটকখানিকে তাঁরা ঠিক বর্ত্তমানকালের রুচি উপযোগী ক'রে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করে না নিতে পারায় সমগ্রাভিনয়টি যেন গ্রাম যাত্রার চেয়েও অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। এই আশঙ্কাই আমরা পূর্ব্বাহ্নে করেছিলুম।

*

মিত্র থিয়েটারে 'শয়তান' আবির্ভাব হবার ঘোষণা পত্র প্রচার হ'লেও আমরা আশা করিছিলুম যে তাঁর কীর্ত্তি কলাপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হ'তে এখনও বিলম্ব আছে, কিন্তু এ সপ্তাহে সহসা দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে 'আয়েষার' ভূমিকায় নামানো হ'য়েছে দেখে মনে হ'চ্ছে তিনি বোধ হয় তাঁর কার্য্য সুরু ক'রেছেন! 'দানীবাবু' সে দিন প্রবীর সাজবেন শুনে আমরা যতটা বিস্মিত হয়ে ছিলেম,—শ্রীমতী তারাসুন্দরী আজ আবার 'আয়েষা' সাজবেন শুনে তার চেয়েও অধিকতর বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু, শোনা যাচ্ছে যে বাঙলার এই 'সারা বার্নার্ড' নাকি রূপসজ্জার দিকদিয়ে ততটা কৃতকার্য্য হ'তে না পারলেও 'আয়েষার' ভূমিকায় অতি অপূর্ব্ব অভিনয় কৌশল প্রদর্শন করেছেন!

*

প্রিয়দর্শণ তুলসীচরণ ও সুদর্শনা মনোরমা সম্প্রতি মিত্র থিয়েটারের অভিনেতৃ সম্পদ সুসমৃদ্ধ করেছেন।

রঙ্গ-রেণু

—:০:—

বিখ্যাত সিনেমা অভিনেত্রী পোলানেগ্রীর সঙ্গে বিখ্যাত নট রুডল্ফ ভ্যালাণ্টিনোর পরিণয়। এটা সিনেমা জগতে মস্ত খবর।

*

মিঃ এফ, ডবলু মুর্ণ (F. W. Murnau) প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ সিনেমা ডিরেক্টর। ফক্স কোম্পানী তাঁদের নতুন ছবি" "ও ট্রিপ টু দি সিটের" জন্য তাঁকে নিউইয়র্কে নিয়ে গেছেন।

*

মিঃ মুর্ণ এর সঙ্গে ইউরোপের প্রসিদ্ধ রঙ্গালয় ডিরেক্টর ও শিল্পী মোকাস্ স্ত্রীজ্ রয়েছেন।

*

বেটি ব্লাইদ এতদিন ইউরোপে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বেড়াচ্ছিলেন। ইংল্যাণ্ড, আয়র্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড তিনি ঘুরে জুলাইতে আমেরিকায় ফিরেছেন। এইবার মার্কিনে তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন ছবি বের ক'রবার জল্পনা কল্পনা চল্‌ছে।

*

জেমস্ অলিভার কুরউডের প্রসিদ্ধ নভেল "দি ফ্লেমিং ফরেষ্ট" সিনেমার জন্য অভিনীত হচ্ছে। প্রধান স্ত্রী-চরিত্রে নামবেন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী রেনী অডুরী।

*

মিস্ কে মারবী প্রসিদ্ধা নর্ত্তকী। সম্প্রতি দিগ্বিজয় করতে তিনি প্যারী থেকে গেছেন লণ্ডনে। প্যারীতে হপ্তায় তাঁর আয় ছিল দেড় হাজার ডলার। তাঁর শ্রীচরণ যুগল পাঁচ হাজার পাউণ্ডে ইন্সিওর করা হয়েছে।

*

বিলাতী সিনেমাতে "মোয়ানা" নামে একখানি নাটক অভিনীত হচ্ছে। ছবিখানি প্রাকৃতিক দৃশ্যে বেশ সুশোভিত। ছেলেমেয়েদের অভিনয় খুব ভাল রকম আছে এ'তে। এমন ছবি সম্প্রতি আর বেশী দেখান হয়নি।

*

এমনি আর একখানা ছবি "গ্রাস"। মধ্য এসিয়ার অসভ্যরা কেমন করে গোচারণ ভূমির খোঁজ করতে বেরিয়েছিল এটি তারই ছবি।

*

বিলাতে "গ্রীক প্লে সোসাইটি" "ওডিপাস্ এট্ কলোনাস্" নামে একটা নাটকের অভিনয় চালাচ্ছে। এটার চাইতে শক্ত গ্রীক নাটক নাকি আর নেই।

*

লণ্ডন রয়েলটি থিয়েটারে তুর্গেনিভের "এমাঙ্ ইন্ দি কাণ্ট্রি" নভেলখানি নাটকাকারে অভিনীতহচ্ছে। বইখানা হাস্যরসাত্মক। মিঃ মাইকেল শেপ্ল ক্রক সেঁও বস্তির ভূমিকাতে অভিনয় করেছেন অতি অপূর্ব্ব। ইনি নিজেই producer দ্বাদীর ভূমিকায় মিস্ বারবারা সিড্‌ডোন্স যে অভিনয় করেছেন তাও অতুলনীয়।

শ্রীতারানাথ রায়

বায়োস্কোপে স্বাভাবিক অভিনয়

থিয়েটার ও বায়োস্কোপের প্রকৃতিগত পার্থক্য কোন্ খানে এবং কেন, সে সম্বন্ধে প্রথম বর্ষের 'নাচঘরে' বিষদ ভাবে আলোচনা করিছি। সুতরাং আজ শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে অনেক বিষয়ে থিয়েটার ও বায়োস্কোপে প্রভেদ থাকলেও স্বাভাবিকতাই যে উভয় অভিনয়ের প্রাণ, একথা সর্ব্ববাদী সম্মত। ক্ষেত্র বিশেষে অস্বাভাবিকতার আশ্রয় নেওয়া অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌লেও তাতে দর্শক বা শ্রোতার কিছু মাত্র বিরক্তি উৎপাদন করেনা বরং রসসৃষ্টির সহায়তাই করে। কথাটা হয়ত' অনেকে নির্ব্বিবাদে মেনে নিতে চাইবেন না, সেই জন্য প্রথমেই বলে রাখি বিলাতের বড় বড় prdncer রাও actor of কথাটা বলেছেন। আমি আজ শুধু বায়োস্কোপের স্বাভাবিক অভিনয়ের কথাই বলব। অন্যদিক সম্বন্ধে বারান্তরে কিছু বলবার ইচ্ছা রইল।

আমেরিকার একজন খ্যাতনামা ডিরেক্টর বলেন,—"My advice to all who get a start in the pictures, and by that I mean a small part which gives them the chance of acting, if only for a few minutes, is to try to get into the mind of the director. Think of the woman as he tries to show her to you, and once you are imbued with the character, acting will come natural. you may not give the finest interpretation of the characters through your expressions, but at last it will be natural and will register with the camera.

প্রকৃত অভিনেতার কর্ত্তব্য, নাটকে বর্ণিত চরিত্রের মধ্যে একেবারে তন্ময় হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হওয়া; তা না হলে স্বাভাবিক অভিনয় কিছুতেই হতে পারে না। এইটেই সবদেশে স্বাভাবিক অভিনয়ের মূলমন্ত্র। আর সাভাবিক অভিনয়ের জন্যই আমেরিকা চিত্র জগতে একটা যুগান্তর এনে ফেলতে সমর্থ হয়েছে।

যাঁরা নিয়মিত বায়োস্কোপ দেখে থাকেন তাঁদের কাছে Mary Pickford এর পরিচয় আর নূতন করে দিতে হবে না। শুধু স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্যই তিনি 'World's sweet heart' খ্যাতি লাভ করেছেন। যিনি একবার তাঁর অভিনয় দেখেছেন তিনি সহজে তা ভুলতে পারবেন না। সরল সহজ স্বাভাবিক অভিনয়ে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। নাজিমোভা, লিলিয়ান্ গিশ, মেরিয়ন্ ডেভিস্, মেরি মাইল্‌স্ মিণ্টার, নর্মা ও কন্‌স্‌ট্যান্স ট্যালমেজ প্রভৃতিও স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। একখানি নাটকে নাজিমোভা একাই মা ও মেয়ের দু'টী বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকায় যে অভিনয় করেছেন তা বাস্তবিক অদ্ভুত পূর্ব্ব ও বিস্ময় কর। বিলাতের একখানা বিখ্যাত সাপ্তাহিকে সে সম্পর্কে লিখেছিলেন, -"Najyimova confesses openly that she is nearer fifty than forty, yet can play the part of her ownu danghter on the screen; we think it is her marvelous and astounding success." পঞ্চাশ বছর বয়সে পনেরো ষোলো বছরের বালিকার ভূমিকা অভিনয় করা নিছক বাতুলতা ছাড়া পূর্ব্বে কেউ ভাবত' না। থিয়েটারে ও জিনিষটায় বিশেষ অবাক হবার কিছুই নেই কেননা make up টা থিয়েটারে ততটা ধরা পড়ে না যতটা পড়ে বায়োস্কোপের ক্যামেরার চোখে। Eric Von Stroheim এর নাম বোধ হয় অনেকেই শুনেছেন। কতকগুলি নাটকে 'villain' এর ভূমিকা অভিনয় ক'রে ইনি 'The king of villains উপাধি লাভ করেছেন। 'Foolish Wives' নাটকে এঁর অদ্ভুত বিস্ময়কর অভিনয় দেখবার সুযোগ যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য হবেন যে এর চেয়ে খারাপ নিষ্ঠুর হৃদয়হীন বর্ব্বর বুঝি পৃথিবীতে নেই'। উক্ত নাটকখানি আমেরিকায় প্রথম প্রদর্শিত হ'লে সেখানকার জনসাধারণ এতদূর বিচলিত হয়েছিল যে অনেকে নাকি গোপনে তাঁকে হত্যা ক'রবার চেষ্টাও করেছিল। Von Stroheim সেখানকার কোনও হোটেলে খেতে গেলে আশ-পাশের মেয়েরা ঘৃণায় ও ভয়ে নিজ নিজ আসন ছেড়ে দূরে সরে যেত'। এখনও আমেরিকায় তাঁর নাম ক'রবার পূর্ব্বে লোকে বলে, 'The man you love to hate.' Eric Von Stroheim এর 'Foolish Wives' সম্বন্ধে বিলাতের একখানা কাগজে লিখেছিল, 'He has committed every crime imaginable—before the camera ofcourse.'

বর্ত্তমানে নবীন অভিনেতাদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেছেন প্রিয়দর্শন 'Rudolf Valentinoe. আমেরিকায় তাঁর প্রভাব এতদূর বিস্তার লাভ করেছে যে তাঁর মত চেহারা হ'লেই সেকানকার producer রা তাকে film এ heroর পার্ট দিচ্ছে; Valetinoর প্রত্যেক জিনিষটী সেখানকার লোকেরা অনুকরণ করতে পারলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। একজন বেদেশী তরুণ অভিনেতার পক্ষে এ বড় কম গৌরবের কথা নয়।

এইবার শিশু অভিনেত্রী Baby Peggyর কথা বলব। 'The Law Forbids,' 'Little Miss Spunk', Little Red Riding Hood. 'The Darling of New york', প্রভৃতি নাটকে যাঁরা Baby Peggyর অভিনয় দেখেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন যে শৈশবের প্রতিভা শুধু ছেলে খেলার নয়, তার মধ্যে যথেষ্ট জিনিষ লুকানো থাকে। Baby Peggy'র অভিনীত ছবিগুলি অত সুন্দর ও স্বাভাবিক হবার কারণ সে জানতে পারেনা যে সে অভিনয় করছে, তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে 'এ একটা মজার খেলা। এই শিশু অভিনেত্রীর বয়স শুনলে অনেকে আরও বিস্মিত হবেন; প্রথম যখন সে Film এ অভিনয় করে তখন তার বয়স মাত্র দু'বছর; বর্ত্তমানে তার বয়স মাত্র পাঁচ বছর। আমেরিকা শৈশব প্রতিভার ক্ষেত্র ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না; Jacky Coogan, Sunshine Shammy (জাতিতে নিগ্রো, Snub Pollard এর ছোট ছোট কমিকে মধ্যে একে প্রায়ই দেখা যায়). Buddy Messenger, Lucelly Rickson প্রভৃতি এ কথাটা বিশেষ করে প্রমাণ করে দিয়েছে।

এই সঙ্গে আমাদের দেশীয় Filmএর কথাটা না ব'ল্লে প্রবন্ধটী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশীয় ছবিগুলি কতকগুলো কারণে স্বাভাবিক ও লোকপ্রিয় হ'তে পারেনা। প্রথমতঃ উপযুক্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্ব্বাচন। উপযুক্ত অভিনেতা, অভিনেত্রী পেতে হলেই বেশ কিছু টাকা খরচ করার দরকার, আমাদের দেশীয় প্রয়োগ কর্ত্তারা তাতে একদম নারাজ। কাজেই সেই যে বাঁধা মাইনে করা 'রামা' 'শ্যামা', তারাই প্রত্যেক ছবিতে সব ভূমিকায় নামবে, তা সে মানাক আর নাই মানাক। আরও একটা বিশেষ কারণে অভিনয় প্রাণহীন ও খাপছাড়া হয়। সেটা রিহার্সালের অভাব। আমি জানি অনেক ছবি তোলাবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরা জানতে পারেন না যে কি ছবি তোলা হবে আর তা'তে তাঁ'র কিসের ভূমিকা অভিনয় কর্ত্তে হবে। ডিরেক্টর (ডিরেক্টর বললে সত্যের অপলাপ করা হয়, কেননা direct করতে তাঁরা মোটেই জানেন না, Prompter বললেই ঠিক হয়) খাতা খুলে যা আউড়ে যাবেন, তারা 'সুশীল ও সুবোধ বালকের মত 'তাই করে যাবে। এই করেই যদি অভিনয় স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হ'ত তাহ'লে বিলাতের producer রা এক এক খানা বই তুলতে লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে খরচ করত না, কিন্তু যাক সে কথায়।

তারপর প্রতিভার কথা। আমাদের দেশে প্রতিভার আদর নেই। অনুসন্ধান করলে এ দেশেও 'Jacky Coogan' 'Baby Peggy'র মত প্রতিভাসম্পন্ন শিশু মেলা অসম্ভব নয় কিন্তু কথা হচ্ছে খোঁজে কে?

ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমে এ সব দরকারি কথাগুলো আমাদের দেশীয় বায়োস্কোপের কর্ত্তারা কেন যে বুঝেও বোঝেন না এইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। সব সময় যে মাছের তেলে মাছ ভাজা চলেনা এই কথাটা শুধু তাঁরা মনে রাখলেই দেশীয় ছবির যথেষ্ট উন্নতি হবে।

শ্রীধীরাজকুমার ভট্টাচার্য্য

রূপদক্ষ না শিল্পী

সংস্কৃত, প্রাকৃতে বা পালিতে যেখানে যেখানেই "রূপ" শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহাদের প্রায় সকলগুলিতেই "বাহ্য প্রদর্শন"-(representation)-সম্বন্ধীয় ব্যাপারই বুঝাইয়াছে। ইহাদিগের মধ্য হইতে আমরা কয়েকটী স্থলের মাত্র উল্লেখ করিব। অশোকের চতুর্থ শৈলানুশাসনে "রূপ" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। Prof. Konow ঐ অবসরে বর্ণিত, দেবমন্দির, হস্তী অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি দৃশ্যাবলী প্রদর্শনকে ছায়ানাট্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এগুলিকে ফা-হিয়ানের বর্ণনা পড়িলে অলীক ছায়াচিত্র প্রদর্শন বলিয়া মনে হয় না। পাটলীপুত্রের বিরাট বৌদ্ধ যাত্রা বলিয়াই তিনি উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন *।

'রূপক' শব্দটিই দৃশ্য কাব্যের বোধক। Konow প্রভৃতি কেহ কেহ বলেন যে ছায়া পাতন হইতেই এই রূপক নামের উৎপত্তি। কিন্তু 'চাক্ষুষ প্রদর্শন'ই রূপ শব্দের অতি প্রাচীন অর্থ। Dr.Keith বলেন।—"Konow accepts the wholly *absurd* view that Rupaka as the name of the drama is derived from shadow Projections while in fact

"The spectacles referred to should be regarded terrestrial exhibitions, not as celestial Phenomena. Fa Hien's description of a grand Buddhist procession at Pataliputra.........serves as a commentary."

Vincent Smith, Asoka, pp. 166-167. Also vide Sanskrit Drama, Keith

it obviously denotes the visible presentation—the early sense of Rupa." (S. Drama). ছায়া-চিত্র-সিদ্ধান্ত-বাদিগণ সৌভাবেঙ্গাকে ও ছায়াচিত্র প্রদর্শনাগার বলিয়াছেন। তাঁহাদের মতে দ্বারপ্রান্তস্থ ছিদ্রে দণ্ড লাগাইয়া ছায়াপাতনের অনুকূল আবরণ ব্যবহার করা হইত। পক্ষান্তরে Keith প্রভৃতি পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।

থেরী গাথায় (৩৯৪) "রূপ্য রূপকং" শব্দ পাওয়া যায়। Dr. Keith উহাকে পুতুলনাচের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াছেন। কারণ, ঠিক উহার পূর্ব্বেই পুতুলের ("সুচিত্তিতা সোম্ভা দারুকচিল্লকা নবা" *) উল্লেখ আছে অথবা টীকাকারগণের মতানুযায়ী ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় অর্থও করা যাইতে পারে। ইন্দ্রজালই হউক আর পুতুল নাচই হউক নাট্যের সহিত উভয়েরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ঐন্দ্রজালিক যেরূপ আপনাকে ইচ্ছামত অদৃশ্য বা বিভিন্ন রূপ প্রদানে সমর্থ অভিনেতাও সেইরূপ। খুব বড় অভিনেতা ও ঐন্দ্রজালিকে বিশেষ পার্থক্য নাই। আর পুতুল নাচের ভিতর দিয়াই নাট্যকলার বিকাশ ও পরিপুষ্টি, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ২৯৪ অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে 'রূপোপজীবন' বলিয়া একটি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় †। শব্দটি আলোচনার উপযুক্ত। টীকাকার নীলকণ্ঠ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন "……রঙ্গেস্ত্র্যাদিবেষেণাবতরণম্, রূপোপজীবনম্ জলমণ্ডপিকেতি দাক্ষিণাত্যেষু প্রসিদ্ধং, যত্র সূক্ষ্মং বস্ত্রং ব্যবধায় চর্ম্মময়ৈরাকারৈঃ রাজামাত্যাদীনাং চর্য্যা প্রদর্শ্যতে।" এই বর্ণনা হইতে "রূপোপজীবন" শব্দের অর্থ ছায়াচিত্র প্রদর্শন বলিয়া বোধ হয়। ছায়ানাট্য নীলকণ্ঠের সময় (খৃষ্টীয় ১৭শ শতক) প্রচলিত থাকিলেও প্রাচীনকালে উহার সত্তা ছিল কিনা বলা বড় কঠিন। কারণ মেঘপ্রভাচার্য্যের রচিত "ধর্ম্মাভ্যুদয়" পাঠে বুঝা যায় যে সুভটের "দূতাঙ্গদ"ই (ত্রয়োদশ শতকে রচিত) সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ছায়ানাটক। এইজন্য নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। বিশেষতঃ রঙ্গাবতরণ কথাটি ঠিক ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে উল্লিখিত হওয়ায় বোধ হয় যে রূপোপজীবন শব্দটি নটস্ত্রীগণের proverbial চরিত্রহীনতাকেই ইঙ্গিত করিতেছে। ঠিক উহার অনুরূপ আর একটি শব্দ "রূপাজীবা" অমরকোষ ১, অর্থশাস্ত্রে ২ Monier Williams এর সংস্কৃত অভিধানে, Macdonell এর ব্যবহারিক সংস্কৃত অভিধানে, childers এর পালি অভিধানে, Rhys Davids এর নবপ্রকাশিত পালি অভিধানে গণিকার পর্য্যায় রূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ৩ বাৎস্যায়নের কামসূত্রমধ্যে সামান্যা নায়িকার শ্রেণী বিভাগ কালে বলা হইয়াছে—"কুম্ভদাসী-পরিচারিকা-কুলটা-স্বৈরিণী নটী-শিল্পকারিকা-প্রকাশবিনষ্টা রূপাজীবা-গণিকা চেতি বেশ্যা-বিশেষাঃ।" (৬ অধি, ৬ অধ্যায়, ৫৪)। এদিকে ভরত নাট্যশাস্ত্রে নটগণকে "পুংস্ত্রীবালোপজীবী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন কি ভগবান্ মহাভাষ্যকারও তাহাদের চরিত্রহীনতার ইঙ্গিত করিতে বিরত হন নাই। ৪ অভিধানেও উহাদিগকে 'জায়াজীব' বলা হইয়াছে। নিজ স্ত্রীর রূপ পণ্য করিয়া যাহারা জীবিকা উপার্জ্জন করে তাহারাই জায়াজীব, তাহারাই শৈলূষ, তাহারাই রূপোপজীবী নট। আর তাহাদের স্ত্রীগণই রূপোপজীবিনী নটী। হয়ত অতি প্রাচীনকালে শব্দটী ("রূপোপজীবন") এরূপ কুৎসিত অর্থে প্রযুক্ত হইত না। কিন্তু উহা যে নটগণের বৃত্তি ছিল তাহা নিঃসন্দেহেই প্রমাণিত হয়। "যে অতীন্দ্রিয় রূপের লীলাবিলাস নরনারীহৃদয়ে বিচিত্রভাবে মূর্ত্ত হইয়াছে, যাহা তাহাদের কথায়, কাজে, ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে প্রতিক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে, কাব্য যাহার প্রতিচ্ছবি, কবির যাহা কল্পনা, রূপজীবী অভিনেতা অভিনয়রঙ্গে তাহাকেই মূর্ত্তিদান করেন।"

রূপোপজীবন নটেরই কার্য্য ছিল। কিন্তু নটগণের চরিত্রহীনতা

* সোম্ভা তি। সোভকা
দারুকচিল্লকা নবা তি। দারুকাদিহি উপরচিত রূপকানি।
জনমজ্ঝেবিধ রূপ রূপকং তি। যাহা কারেন যহা জনমজ্ঝে দস্সিতং রূপিয় রূপসদিসং…।
Therigatha, Oldenburg and Pischel V, 394.

† বাণিজ্যং পাশুপাল্যঞ্চ তথা শিল্পোপজীবনম্।
শূদ্রস্যাপি বিধীয়ন্তে যদা বৃত্তির্ন জায়তে ॥ ৪ ॥
রঙ্গাবতরণঞ্চৈব তথা রূপোপজীবনম্।
মদ্যমাংসোপজীব্যঞ্চ বিক্রয়ং লোহ-চর্ম্মণোঃ ॥ ৫ ॥
অপূর্ব্বিণা ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম লোকে বিগর্হিতম্।

১ Bk II, ch, VI sec I. "বারস্ত্রী গণিকা বেশ্যা রূপাজীবা…"
২ ৫ অধি, ১০ অধ্যায়, ৮৮ প্রকরণ, "রূপাজীবায়াঃ প্রগল্ভো ভোগে দ্বাদশপণো বেতঃ" ॥ এবং ২।২৭।২৪,
৩ রূপজীবিনী শব্দ পেতবত্থু (৪৬, ২০১) গ্রন্থে গণিকা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।
৪ তত্মাৎ নটানাং স্ত্রিয়ো রঙ্গং গতা যো যঃ পৃচ্ছতি কস্য যূয়ং কস্য যূয়মিতি তং তং তব তবেত্যাহুঃ…" মহাভাষ্য ৩, পৃ, ৭।

Also vide, "Origin of Indian Drama," Belvalkar; Calcutta Review, May 1922, P. 198.

অপরিহার্য্য বলিয়া শব্দটি শীঘ্রই কদর্থিত হইয়া উঠিল। "রঙ্গমঞ্চে আপনাকে বিভিন্নরূপ প্রদান করা"র পরিবর্ত্তে "রূপের (সৌন্দর্য্য) প্রলোভন দেখান" ইহাই রূপোপজীবন শব্দের অর্থ হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং নটী তখনও রূপোপজীবিনী বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু অর্থ হইল অতি কুৎসিত। ক্রমশঃ রঙ্গমঞ্চ হইতে রূপের প্রলোভন দেখান আর অন্যত্র রূপ পণ্য করা একই হইয়া দাঁড়াইল। নটী ও রূপাজীবাতে বিশেষ পার্থক্য রহিল না। তাই পরের যুগে কাম সূত্রের টীকাকার নটী ও রূপাজীবার পার্থক্য দেখাইতে পারেন নাই কিন্তু শিল্পকারিকার পার্থক্য তিনি অনায়াসেই দেখাইয়াছেন।

যদি এ অর্থ প্রামাদিক বলিয়া অস্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও আমাদের আপত্তি নাই। কারণ নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে ত "রূপোপজীবন" শব্দের সহিত ছায়ানাট্যের সম্পর্ক অস্বীকার করিবার কোনই উপায় থাকে না।

বৃহৎ সংহিতায় চিত্রকর, লেখক ও গায়কের সঙ্গে সঙ্গেই বরাহমিহির 'রূপোপজীবিন্' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন *। এস্থলেও ইহা সাধারণ অর্থ "শিল্পী" প্রকাশ করিতে পারে না; বরং চিত্রকরাদির সহিত সংস্পর্শ হেতু (by association of ideas) শব্দটির 'নট' অর্থ হওয়াই সঙ্গত।

বাঙলায় "বহুরূপী" বলিয়া একটী শব্দ আছে। ইহার অর্থ—যে ব্যক্তি নানাবিধ সাজে সজ্জিত হইয়া বিভিন্নরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ। পল্লীগ্রামে এখনও প্রায়ই বহুরূপীরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া, আজ রাজা কাল ভিখারী প্রভৃতি সাজিয়া, জীবিকা উপার্জ্জন করে। বহুরূপী শব্দটি বাঙলায় চলিত হইলেও সংস্কৃত অভিধানে উহা নিতান্ত অপরিচিত নহে (অনুসন্ধিৎসুগণ Apteএর অভিধান দেখিতে পারেন)। বহুরূপীশব্দের অনুরূপ "অনেকরূপ" শব্দটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া "পুরুরূপ" বলিয়া আরও একটী সমার্থ-বাচক শব্দ ঋক সংহিতায় কয়েক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (৬।৪৭।১৮), "স্থিরেভিরঙ্গৈঃ পুরুরূপ উগ্রো" (২।৩৩।৯) ইত্যাদি। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

* "চিত্রকৃ চিত্রকর-লেখক-গেয়সক্তান্
রূপোপজীবি-নিষমকহিরণ্য পণ্যান্।
গৌড়েশ্চ কৈকয়মনামণ চাণ্ডকাংশ্চ
তাপঃ শশ শক্রময়পোষত্র বিচিত্র বর্ষী॥" (৫।৭৪)

নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

২৯শে শ্রাবণ, ১৪ই আগষ্ট শনিবার রাত্রি ৭৷৷০ টায়

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের
শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(নবপর্য্যায় সপ্তম অভিনয়)

ভীম, বৃহন্নলা ও ব্রাহ্মণের পরস্পরবিরোধী তিনটি ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় উত্তর—শ্রীমতী চারুশীলা
কীচক—শ্রী.গোপালদাস ভট্টাচার্য্য যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
বিরাট—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য অভিমন্যু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
দ্রৌপদী—শ্রীমতী প্রভা উত্তরা—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

৩০শে শ্রাবণ, ১৫ই আগষ্ট, রবিবার বৈকাল ৫৷৷০ টায়

জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিশ্রুত নাটক

বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন!!

(দ্বাদশ অভিনয় রজনী)

জয়সিংহ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রঘুপতি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

রাজা—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য চাঁদপাল—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
রাণী—শ্রীমতী চারুশীলা অপর্ণা—শ্রীমতী ঊষা (পটল)

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে।
পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

কলিকাতা ২২, শুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত
নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ১৩শ সংখ্যা | সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ৩রা ভাদ্র ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মজুর প্রতিনিধি হিসাবে সরকারের মনোনীত সভ্য শ্রীযুক্ত কে, সি, রায়চৌধুরী এম, এল, সি মহাশয় ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার মজুরদের 'ধর্ম্মঘট' মেটাবার চেষ্টা করে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন, তাঁর নবরচিত "ধর্ম্মঘট" নাটকে তিনি সেই মালমশলাই ব্যবহার ক'রেছেন কিনা, অথবা তাঁর এই নাটকে বিলাতী Labour Strike আমদানী ক'রছেন—আমরা সে সম্বন্ধে এখনও কিছু জানতে পারিনি। চৌধুরী মহাশয় ইতিপূর্ব্বে আর কোনও নাটক লিখেছিলেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই সুতরাং নাটক হিসাবে তাঁর "ধর্ম্মঘট" কেমন হয়েছে বা হ'তে পারে সে সম্বন্ধে কোনও অনুমান করাও আমাদের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে না, কারণ অখ্যাত অজ্ঞাত অনেক লেখকদের রচনাও রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন উৎরে যেতে দেখা যায়!

ব্যাপিকা বিদায়ে সঞ্জীব চৌধুরীর ভূমিকায়—
শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী

সেগুলির 'সেকেলে' ছাঁচ, ও 'থেলো' গুণ, আর আধুনিক দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে পারছে না। রঙ্গালয়ের হাটে আজ খরিদ্দারের অভাবের এও একটা প্রধান কারণ।

*

আমরা শ্রমিকদের লেখী শ্রীমতী সন্তোষকুমারী গুপ্তাকে অনুরোধ করি তিনি 'শ্রমিক' নাম দিয়ে এমন একখানি নাটক লিখুন যা দেখে এখানকার শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোকের আর কিছু জানতে বাকী থাকবেনা। শ্রমিকদের নিয়ে তিনি ত অনেকদিন রয়েছেন,—তাদের জীবনের নিত্য স্রোতের সুখদুঃখ অভাবঅভিযোগ বেদনা আঘাত সবেরই সঙ্গে আশা করি তিনি সুপরিচিতা! আমাদের এ অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তা'হলে শ্রমিকদের সম্বন্ধে নাটক লেখবার যোগ্যতা তাঁর যতটা আছে অন্য কারুর তা নেই। শ্রীযুক্ত কে, সি, রায়চৌধুরী বাঙালা ভাষায় কখন কলম না ধরেও যদি 'ধর্ম্মঘট' রচনা করে উঠতে পেরে থাকেন, তিনি 'শ্রমিক' কাগজের সম্পাদিকা হ'য়ে অনায়াসেই এটা পারবেন মনে হয়!

*

মিনার্ভা থিয়েটার এই 'ধর্ম্মঘট' নাটকের অভিনয় অয়োজন ক'রেছেন, এজন্য তাঁরা জনসাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হবেন। এই রকমেরই সব বর্ত্তমান অবস্থা সংক্রান্তও আজকের যা সমস্যা তৎসম্বন্ধীয় নাটকের আবির্ভাবই এদেশের রঙ্গালয়ের পক্ষে এখন প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে। শহরের আমোদ বিপনি গুলির বাতায়ন পথে আজ যে সকল পুরাতণ পণ্য সুসজ্জিত করে রাখা হচ্ছে

*

কৃষকদের বন্ধু শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার মহাশয়ও কেন 'কৃষিক্ষেত্রে' বা 'চাষার আশা' ইত্যাদি নামে একখানা (কৃষি বিষয়ক নয়!) কৃষকদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধীয় নাটক রচনা ক'রে ফেলুন না। বাঙ্‌লা রচনায় তাঁরও যথেষ্ট সুনাম ও সুযশ আছে। শহরের লোকেরা চাষা মজুরের নাম শুনেছে বটে কিন্তু তাদের অধিকাংশই চাষাদের গৃহের

আভ্যন্তরীন অবস্থা, তাদের সামাজিক ও অন্যান্য অবস্থা, তাদের দৈন্য, দুর্দ্দশা, মহাজনের ও জমীদারের দৈত্য পেষণে তাদের দুর্ব্বহ জীবনের করুণ কাহিনী—যদি হেমন্তবাবুর যথার্থ কিছু জানা থাকে, তিনি লিখুন সেই নাটক যা এই শহরকে চাষাদের সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলবে।

*

এ দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিত ছেলেদের অভিশপ্ত জীবনের Tragedy নিয়ে কি কেউই আজও একখানা নাটক রচনা করা প্রয়োজন ব'লে মনে ক'রছেন না! আমরা ডাঃ দীনেশ সেনকে অনুরোধ করছি। তিনি ত'সব রকমই বই লিখলেন, নাটকটা আর বাকী থাকে কেন? তিনি লিখুন এবার 'ময়মনসিংহ গীতিকা' নয়—২৪ পরগনার নাটিকা—যা-দেখে ছেলেদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'লে, এই শহরে স্কুল কলেজ ও হোষ্টেলের খরচ চাই, শুধু বেতন ও খাইখরচ এবং সিট ভাড়া নয়—রাশিকৃত মোটা-মোটা ভারি ভারি দুর্ম্মূল্য বইয়ের দাম দিতে হবে প্রতিবৎসর! পার্কার ড্যুয়োফোলড্ কিম্বা ওয়াটারম্যানস্ আইডিয়াল ফাউন্টেন-পেন চাই। ভাল বাঁধানো এক্সারসাইজ বুক চাই! টেনিশ না খেল্‌লেও টেনিশসু ও টেনিশ সার্ট চাই,—টেনিশ খেললে তার র‍্যাকেট, র‍্যাকেট প্রেস, র‍্যাকেট হোল্ডার ও র‍্যাকেট কভার চাই। রবি বাবুর গান গাইবার জন্য এস্রাজ বেহালা কিম্বা বাঁশী চাই, প্রত্যহ সংবাদ পত্র, ফি সপ্তাহে সাপ্তাহিক, প্রতি মাসে মাসিক পত্র কেনবার ও মাঝে মাঝে কন্‌টিনেন্টাল লিটারেচার সিরিজের—বই কিনবার আবশ্যক। পান, সিগারেট, সোডা, লেমনেড, নস্যি, চা, কেক, বিস্কুট হোটেলে খাওয়া, থিয়েটারে যাওয়া, বায়োস্কোপ দেখা, ফুটবল ম্যাচ্, ট্রাম ট্যাক্সী ষ্টীমার ও বাস্ ভাড়া এবং মাঝে মাঝে কাছাকাছি ষ্টেশনের ট্রেন ভাড়া ইত্যাদিরও খরচ যোগাতে হবে। ডায়িং ক্লিনিংএর সাপ্তাহিক ব্যয়, হেয়ার কাটারের ফি রোজ কামাবার জন্য 'ভ্যালেট' কি 'জিলেট' সেফ্‌টি 'রেজার' পাউডার হেজলিন, এসেন্স, সাবান, সুগন্ধ তৈল, টুথপাউডার, ব্রাশ!—ক্লাবের চাঁদা, লাইব্রেরীর চাঁদা ইত্যাদি ইত্যাদি তার একশ' আট রকম খরচ সরবরাহ ক'রতে করতে বাপ আর শ্বশুর দুজনেই যখন সর্ব্বস্বান্ত হয়ে মারা যায়, ছেলে তখন হয়ত পাশ ক'রে বা পাশ ক'রতে না পেরে কয়েকটি শিশু সন্তান ও স্ত্রী নিয়ে বেকার অবস্থায় কী ভাবে যে জীবন কাটায় এ সমস্যাটা নাটকীয় হয়ে উঠেনি কি? সম্প্রতি এম-এ, পাশ করা যুবক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায়ের আত্মহত্যার পর, এর উত্তরে আর 'না' বলা চলে না!

*

সেদিন সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভ্যরা ইউনিভার্সিটি ইনস্‌ষ্টিটিউটের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মহাকবি কালিদাসের স্মৃতি উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করেছেন। সে দিনের উৎসব ক্ষেত্রের সব চেয়ে বেশী আকর্ষণ ছিল মহা মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কালিদাস সম্বন্ধে আলোচনা এবং মহাকবির রচিত "শকুন্তলা" নাটকের অভিনয়। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভ্যবৃন্দ এই অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন। সমগ্র নাটকখানি অভিনয় না করে তাঁরা কেবল 'প্রত্যাখ্যান' দৃশ্য থেকে 'পুনর্মিলন' পর্য্যন্ত অভিনয় করেছিলেন। ঋষি বালকদ্বয়ের সঙ্গীত পরম উপভোগ্য হ'য়েছিল। কণ্ব মুনি ও শকুন্তলার অভিনয় মন্দ হয় নি। ধীবরের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর অভিনয়ের বৈচিত্র্যে ও স্বাভাবিকতায় দর্শকেরা মুগ্ধ হয়েছিল। মিলন দৃশ্যে সর্ব্বদমনের অভিনয় বেশ সরল শিশু জনোচিত মনে হোলো। দুষ্মন্তের অভিনয় স্থানে স্থানে হৃদয়গ্রাহী লাগলো। প্রিয়ংবদা ও অনসূয়াকে রূপসজ্জার দিক দিয়ে অতি সুন্দর মানিয়েছিল।

*

আজ প্রায় দশ বৎসর হ'লো এই সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি বৎসরই এঁরা কোনও না কোন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের অভিনয় আয়োজন করেন। প্রত্যেক বার অভিনয়ে তাঁরা যে সুযশ ও কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন এবারও তাঁদের সে গৌরব একটুও ক্ষুন্ন হয় নি। আমরা শুনে সুখী হলুম যে আগামী ২৮শে ও ২৯শে আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারতীয় সংস্কৃত মহাসম্মেলন উপলক্ষে তাঁরা 'শকুন্তলা' ও 'মৃচ্ছকটিকে'র পুনরভিনয় করবেন। ভট্টনারায়ণের 'বেণী সংহার', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক', বিশাখদত্তের 'মুদ্রা রাক্ষস', শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ', ভাসের 'দূত বাক্য' প্রভৃতি কঠিন নাটকগুলির সংস্কৃত অভিনয়ে তাঁরা যে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা সত্যই বিস্ময়কর। আমরা এই প্রতিষ্ঠানটীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি।

*

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে একই রাত্রে একসঙ্গে "ভীম" ও "বৃহন্নলার" মতো দুটী কঠিনতম শ্রেষ্ঠ ভূমিকা ও তৎসঙ্গে "ব্রাহ্মণের" অংশে অবতীর্ণ হ'য়ে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাট্য-জগতের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করলেন। "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস" নাটকে সেকালের বড় বড় অভিনেতারা অনেকেই একরাত্রে একসঙ্গে একাধিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বটে, কিন্তু 'ভীম' ও 'বৃহন্নলা' এই দুটি প্রধান ভূমিকায় একসঙ্গে অভিনয় করবার সাহস ত দূরের কথা কল্পনাও বোধ হয় কেহ কখনও করেন নি! এ অনন্য সাধারণ গৌরব যেন এতকাল শিশিরকুমারেরই ন্যায় একজন শক্তিশালী নটের প্রতিভার অপেক্ষা করছিল!

*

শিশিরবাবুর 'ভীমের' ভূমিকার অভিনয়ের আর নূতন করে পরিচয় দেবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 'ব্রাহ্মণ' সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে, সে অভিনয় যে কী অনুপম ও অননুকরণীয় তা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন। আজ আমরা শুধু তাঁর 'বৃহন্নলা' অভিনয়ের পরিচয় দেবো। একসঙ্গে এই দুটী ভূমিকায় অভিনয় করার পক্ষে নাটকে যেটুকু বাধা ছিল, দৃশ্যাবলীর ঈষৎ পরিবর্ত্তনের দ্বারা শিশিরকুমার সে অন্তরায় দূর করে দেওয়ায় কোথাও আর কোনও অসুবিধা তাঁকে ভোগ করতে হয় নি, এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলে নাটকের সৌষ্ঠবও পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে উন্নত হয়ে উঠেছে।

*

দানীবাবু তাঁর দৃপ্ত যৌবনে 'বৃহন্নলা'র ভূমিকায় যে অপূর্ব্ব অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন স্বর্গীয় বিহারীলালের 'বৃহন্নলা'র যশোভাতি তার কাছে ম্লানজ্যোতি হয়ে প'ড়েছিল। অনেকের এমনও ধারণা হ'য়ে গেছল যে দানীবাবু 'বৃহন্নলার' ভূমিকায় যে বিস্ময়কর অভিনয় কৌশল দেখিয়েছেন তার চেয়ে বৃহন্নলা অংশের আর শ্রেষ্ঠতম অভিনয় করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়! কিন্তু শিশিরবাবু তাঁদের সে ভ্রম দূর করেছেন। একাধারে ভীম ও অর্জ্জুনের অংশ নিয়ে শিশিরবাবু দেখিয়েছেন যে একজন প্রচণ্ড বলশালী বীর—যে উচ্চশিক্ষায় উৎকর্ষ (Culture) লাভের চেয়ে শারীরিক শক্তি অর্জ্জনেই অধিক মনোযোগী থাকায় সহজেই ক্রোধে বিচলিত হয়ে পড়তো, কারণ আপনার সেই অপরিমিত দেহের বলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় সে সর্ব্বদা অকুতোভয় ও জয় সম্বন্ধে কৃত নিশ্চয় ছিল! কিন্তু অর্জ্জুন সে চরিত্রের (Type) নয় সেও শক্তিশালী বটে—কিন্তু মার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন, নানা বিদ্যায় উচ্চশিক্ষিত ও সুকুমার কলাভিজ্ঞ। মধ্যম পাণ্ডবের চেয়ে সে সর্ব্ববিষয়ে উন্নত মানুষ! অর্জ্জুনের Culture তাকে এই শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিল; তাই সে বিপদে বিচলিত হয় না, ক্রোধে অধীর হয় না, সৌভাগ্যে চঞ্চল হ'য়ে প'ড়ে না। সে স্থির ধীর গম্ভীর

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী, সুবিবেচক ও অদ্বিতীয় সাহসী সমরকুশল বীর, রণাঙ্গণে একা অগণ্য শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও সে নির্ভিক হৃদয়ে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে। ভয় কাকে ব'লে সে জানে না, তার গুরুর নিষেধ! এ হেন বীরের বর্ষকাল ক্লীবত্বের অভিশাপ ভোগ, বার বার দ্রৌপদীর অপমানেও নিরুপায় হয়ে থাকায় যে দুঃখ—তার যে গ্লানী—সেই সঙ্গে বিরাট রাজকুমারী উত্তরার প্রতি তাঁর একটী সহজাত অসীম স্নেহমমতা—এই সমস্ত জটিলতাগুলি শিশিরকুমার তাঁর 'বৃহন্নলার' ভূমিকায় এমন চমৎকার ফুটিয়ে তুলে ছিলেন যা কেবল তাঁর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিভাবান অভিনেতার পক্ষেই দেখানো সম্ভব! সেদিন শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহন রায়ের অভিনয়ও বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল!

*

মিত্র থিয়েটার "জয়দেব" খুলবেন বলে ঘোষণা করেছেন। অনেক দিন পরে 'জয়দেবের' পুনরভিনয় মন্দ লাগবে না। 'পরাশরের' প্রভাবে এবং মিত্র থিয়েটারের উৎসাহী প্রয়োগ কর্তাদের গুণে হয়ত' নাটকখানি নবজীবন লাভ করলেও ক'রতে পারে, যদি তাঁরা একে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তোলবার প্রকৃতই মনোযোগের সহিত যত্নবান হন।

*

আশ্চর্য্য! যে বিবিধ প্রাচীর পত্রে সঘনে ঘোষণা হবার পূর্ব্বেই ষ্টার থিয়েটারে এ সপ্তাহের প্রমোদ-সূচীর মধ্যে দেখা গেল "দেবী চৌধুরাণী!" পরে অবশ্য সুবৃহৎ ঘোষণাপত্রও প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেমন কোনও নাটক অভিনয় করবার কল্পনা হ'তে না হতেই তাঁরা প্রাচীর গাত্রে ঘোষণা দিতেন এবার ঠিক সেটার বিপরীত কার্য্য করেছেন। ষ্টার থিয়েটারের ক্রমেই সুমতি উদয়ের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে! আসরে নেমে কতকটা মহলা না দিয়ে, এমন কি নাটক পর্য্যন্ত হাতে না পেয়েও ঘোষণা দেওয়ার ফলে অপরেশ চন্দ্রের "রক্ত-রাখী" আজও লোকলোচনের প্রত্যক্ষিভূত হ'লনা এবং "লাখটাকা" "শোধবোধ" ও "মুক্তির উপায়ের" পাশাপাশি আঁটা তিনখানি বিজ্ঞাপনের মধ্যে শেষের নাটকখানির মুক্তির আজও কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না! হায়, দশচক্র!

*

গত রবিবার নাট্যমন্দিরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের অভিনয়ে সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় "রঘুপতির" অংশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রবাবু রঘুপতির ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় ক'রে আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছেন। পূর্ব্বে "জয়সিংহের" ভূমিকায় ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু তার চেয়েও যেন এঁর 'রঘুপতি'র অভিনয় অনেক ভাল হয়েছে বলে মনে হ'লো! সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে রবি বাবুর রঘুপতির মধ্যে কোথাও শিশিরবাবুর 'রঘুপতির' ছাপ এসে পড়ে নি। তাঁর রূপ সজ্জা ও অভিনয় ভঙ্গী দুই-ই নূতন ও উপভোগ্য হয়েছিল। এর ফলে বিসর্জ্জনের অভিনয় সৌন্দর্য্য এবার অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে।

——

রঙ্গরেণু

—:•:—

বায়স্কোপের জন্ম আমেরিকায় যদি কোন নাটক অভিনয় করতে হয় তবে আজকাল সিনেমা করপোরেশনদের হাতে ছবির পুরা স্বত্ব ছেড়ে না দিয়ে উপায় নেই। ইংলণ্ডেও এই প্রথা ঢুকছে। সেখানেও কিছু টাকার বিনিময়ে থিয়েটার কোম্পানীরা সিনেমা কোম্পানীদের কাছে ফিল্মের দাবী ছেড়ে দিচ্ছেন। এই টাকার অর্দ্ধেক নাকি সিনেমা কোম্পানীর ম্যানেজারের পকেটে যায় কমিশন রূপ ধরে। এর ফলে আমেরিকায় অভিনেতাদেরও এক সঙ্ঘ তৈরী হচ্ছে।

*

প্রসিদ্ধ মার্কিন নট মিঃ উইল রোজার্স এখন লণ্ডনে। সেখানে সবাই তাঁর অভিনয় খুব পছন্দ করছে।

*

লণ্ডন ও তার উপকণ্ঠে আড়াইশ' বা তিনশ' সিনেমা বাড়ী আছে। পূর্ব্বে রবিবারে রবিবারে ছবি দেখান হ'ত না। কয়েক বছর হ'ল ঠিক হয়েছে যে রবিবারে ছবি দেখান চলবে, তবে কতকটা টাকা খয়রাতিতে দিতে হবে। এখন প্রতি রবিবারে লণ্ডনে প্রায় দুই লক্ষ লোক সিনেমা দেখতে যায়। প্রতি বছর এই রবিবারেরই আয় থেকে সিনেমা কোম্পানীরা ৭০ থেকে ৮০ হাজার পাউণ্ড দান করছে। উত্তর ইংল্যাণ্ডে ও স্কটল্যাণ্ডে রবিবার সিনেমা খুলবার জো'নেই। লণ্ডনে এদিন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্য্যন্ত ছবি দেখান হয়।

*

এমিল বোরিও নামজাদা হাস্যরসের অভিনেতা। ইনি শীঘ্রই এক স্কুল খুলবেন, তাতে মুখভঙ্গী শেখান' হবে। ফরাসী অভিনেতারা বলেন যে, মার্কিন নটেরা মুখের ভঙ্গীদিয়ে ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না। মিঃ এমিল বোরিও তাই এই অভাব এবার দূর করবেন বলেছেন।

•

মস্কোতে আটশ' শ্রমিকদের ক্লাব আছে, আর প্রত্যেক ক্লাবের সঙ্গেই একটা করে ছোট খাট থিয়েটার আছে।

•

চার্লি চ্যাপলিনের অনেক দিন ইচ্ছা যে তিনি হ্যামলেটের অভিনয় করে দেখিয়ে দেন। সে ইচ্ছাকে সংযত করে তিনি নাকি একখানা নাটকে নেপোলিয়ন সেজে নামছেন। দুনিয়ার কেউ কিন্তু এসংবাদ বিশ্বাস করতে চাচ্ছে না।

•

ব্যবসার জন্য খোঁয়াড় ক'রে সিংহ পোষা হ'য়েছে খালি দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়ায়। এই খোঁয়াড়ে বা ফার্ম্মে ৭৪টি সিংহ আছে। বায়স্কোপের জন্য এখান থেকে সিংহ ভাড়া দেওয়া হয়। একটি সিংহী এই করে' ৪০০ পাউণ্ড রোজগার করেছে।

•

বার্লিনে সম্প্রতি মস্ত এক রুশ ফিলম দেখান হয়েছে। ১৯০৫ সালে রাশিয়ান নৌবহরের এক জাহাজের মাঝি মাল্লারা বিদ্রোহী হয়। ছবিতে সেই বিদ্রোহেরই ঘটনা আঁকা। জার্ম্মনরা বলছে, অদ্ভুত ছবি। প্রত্যহ সিনেমা বাড়ী গুলিতে বিশ্রী রকমের জনতা হচ্ছে। একদল রাজনীতিক বলছে, ছবি বন্ধ করে দাও। মন্ত্রীরা বলছে তা হবে না।

•

ডাগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্ক সম্প্রতি কিছুদিন বার্লিনে ছিলেন। তিনি এই ছবি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন, এবং বলেছেন যে এই প্রভাব তাঁর অভিনয়ে হয় ত এসে পড়বে। ছবি খানির নাম "আর্ম্মার্ড ক্রু'জার পোটেম কিন।"

•

ও দেশে থিয়েটার বায়স্কোপে গিয়ে চুরুট খাওয়া নিষেধ ছিল। সম্প্রতি আমেরিকার কলাম্বিয়া থিয়েটার স্থির করেছেন যে মহিলারা ধূম পান করতে পারবেন। আবার আসছে শীতে বন্দোবস্ত হচ্ছে যে মেয়ে পুরুষ সবাই মিলে বিনা পয়সায় থিয়েটারে বসে চা ও কফি খেতে পাবেন।

মিঃ সি, কে মুনরো একজন উদীয় মান ব্রিটিশ নাট্যকার। মিসেস বীমস্" ও "দি খিউমার" এই দু'খানি নাটকেই তাঁর বেশ নাম হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর নতুন নাটক "দি মাউণ্টেন" অনেক জায়গায় অভিনীত হচ্ছে। বইখানা নাকি তত ভাল নয়।

শ্রীতারানাথ রায়।

রূপদক্ষ না শিল্পী

এইবার দুই একটি অপূর্ব্ব অর্থবাচক "রূপ" শব্দের উদাহরণ আমরা দিব। অর্থশাস্ত্রে কয়েকস্থলে "রূপদর্শক" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় **। কিন্তু ইহার অর্থ "স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা পরীক্ষক" (Inspector of the Mint)। এখানেও "রূপ" শব্দের 'কলা' অর্থ নহে।

Rhys Davids তাঁহার নবপ্রকাশিত পালি অভিধানে 'রূপদক্‌খ' বলিয়া একটি শব্দ ধরিয়াছেন, কিন্তু অর্থ সম্বন্ধে তিনি বড়ই গোলযোগে পড়িয়াছেন—Rupadakkha—one clever in forms, viz an artist (accountant ?) Miln 344 (in the Dhammanagara).

মিলিন্দপনুহের উক্ত স্থলে বিনয়বিৎ বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণকে ধর্ম্মনগরের "রূপ্পদক্‌খ" বলা হইয়াছে। এ "রূপদক্‌খ" শব্দটি অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য তবে ইহাও যে 'শিল্পী' অর্থের বোধক নহে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ

* "রূপদর্শকস্থাপিতাং পণ্যযাত্রাম্‌..." (৪।১।৭৬) অ, শা,
রূপদর্শকবিশুদ্ধং হিরণ্যং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ (২।৫।২৪) অ, শা,
ইহার অর্থ "রূপ-পরীক্ষক-মুখেন বিজ্ঞাতশুদ্ধিকম্‌।"

ধৰ্ম্মনগরের বিচারকার্য্যনির্ব্বাহ প্রসঙ্গে এই শব্দটির উল্লেখ হইয়াছে *। এইজন্য Keith সাহেব বলেন যে, শিল্পী' অর্থ ত দূরে থাকুক, ছায়ানাট্যবিশারদ বা পুত্তলিকানর্ত্তক প্রভৃতি কোন প্রকার স্পষ্ট অর্থই ইহা হইতে পাওয়া যায় না। সুতরাং 'লুপদখের' একমাত্র জুড়ী এই 'রূপদক্ষ' শব্দটি নবাবিষ্কারকগণের কতদূর কার্য্যে লাগিয়াছে, তাহা সুধীগণই বিবেচনা করিবেন।

"রূপ" শব্দটি, যত রকমেই বিচার করিয়া দেখা যায়, শিল্প বা কলাবিদ্যার ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে 'রূপদক্ষ' শব্দটি 'শিল্পী' বা "কারু" শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যুক্তি এবং বিচার সঙ্গত নহে। "রূপ" শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্রই আমাদের মনে প্রকৃত পক্ষে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের কথাই উদিত হয়, পঞ্চশতাধিক বাহ্যভাস্কর কলা বা শিল্পের কথা মনে হয় না। যদি আমাদিগের বিরুদ্ধবাদিগণ, "রূপ" শব্দ 'শিল্প' বা 'কলা' অর্থে সংস্কৃত, প্রাকৃত বা পালিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা দেখাইতে পারেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই আমাদের ভ্রম স্বীকার করিয়া "রূপদক্ষ" অর্থে artist মানিয়া লইব। আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "রূপদক্ষে"র প্রকৃত অর্থ যদি কারু বা শিল্পীই হয়, তবে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য মধ্যে শব্দটি ঐ অর্থে কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই কেন? কেবল একটি শিলালিপিদর্শনে উক্ত শব্দের প্রস্তাবিত অর্থসম্বন্ধে নিশ্চয়তা প্রমাণিত হইতে হইতে পারে না।*

পুতুলনাচ বা ছায়াচিত্রপ্রদর্শন 'রূপ' শব্দের অর্থ না হইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। দ্রষ্টব্যমাত্র এইটুকু যে, নাট্যোৎপত্তির ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উহার অর্থ—'পুতুলনাচ,' 'ছায়ানাট্য' বা 'প্রকৃত অভিনয়' করিয়াছেন; 'রূপ' অর্থে 'শিল্প' বা 'কলা' কেহই করেন নাই; অভিধানেও তাহা পাওয়া যায় না†। তবে যেহেতু রূপদক্ষ (অভিনেতা) ও একজন শিল্পী, অতএব শিল্পীও রূপদক্ষ এরূপ ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থ বাহির করা অসম্ভব নহে। কিন্তু তাহা অপেক্ষা সহজ সরলভাবে "রূপদক্ষ" শব্দের প্রকৃষ্ট অর্থ "অভিনেতা" বলিয়া স্বীকার করাই সত্যরক্ষার প্রকৃত পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয় না কি?

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য।

* "And farthermore, O king, those of the Bhikkhus who are learned in the Vinaya (Rules of Order, Canon Law), wise in the Vinaya, skilled in detecting the source of offences, skilled in deciding whether any act is an offence or not......who are perfect masters in the Vinaya, such Bhikkhus are called, O king, 'The Rupadakshas' in the Blessed One's city of Righteousness."

["Literally, skilled in form, shape, beauty. The Simhalese repeats thiis ambiguous expression adding the qualification amatyayo, ministers officials. One would think that these would have been the judges, but our author has already made the Arhats the judges in his Dhammanagarha. This only leaves him some minor official post to give away to those learned in Canon Law, and he has chosen one as unintelligible in Ceylon as it is to me."]

Mil Pan. Tr. by Rhys Davids, Sacred Books of the East Vol. 36.

* কৌটিল্য বরাবর "কারু" ও "শিল্পী" শব্দ উক্ত অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

† Appearance, colour, form. shape, dream, phantom shapes, likeness, images, reflections, drama, etc. Pract. Sans Dic—A. A. Macdonell.

আলোচনা

—:*:—

'ইংলিশ রিভিউ' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় দেখিতেছিলাম যে গত কয়েক মাস ধরিয়া বিলাতের নাট্যমঞ্চগুলিতে শেকস্‌পীয়ের নাটকের প্রতিপত্তি ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ ছ'সাত বছর আগে যখন শেকস্‌পীয়ের 'তিনটি বোন' নামে নাটকটী মাত্র একরাত্রির জন্য প্রথম অভিনীত হইয়াছিল,—তখন সেটা হইয়াছিল অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। দর্শকবৃন্দের মধ্যে যে একেবারেই উৎসাহের অভাব ছিল,—তা নয়; কিন্তু সে উৎসাহের প্রকাশ হইয়াছিল, উপহাস ও বিদ্রূপের মধ্যে,—গুণগ্রাহিতার মধ্যে নয়। দু' একজন বিজ্ঞ দর্শক অনুগ্রহব্যঞ্জক সমবেদনার সুরে বলিয়াছিলেন, শেকস্‌পীয়ের নাটক ত ইংরাজের জন্য নয়,—ইংরাজ রুচিতে উহা খাপ খাইবে কেন? আজকাল কিন্তু ঐ নাটকখানিরই অভিনয় দেখিবার জন্য বার্ণস্ থিয়েটারে লোক ধরিতেছে না।

দর্শকেরা বসে গদ গদ, সম্ভ্রমে মৌন ও গম্ভীর। এমন কি,—এত যে সমৃদ্ধিশালিনী ইংরেজী ভাষা,—তাহারও দীনতা সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। প্রশংসাসূচক সমস্ত বিশেষণগুলি নিঃশেষ করিয়াও কাগজওয়ালারা এখনো তাঁহাদের বক্তব্যটুকু বলিয়া শেষ করিতে পারেন নাই।

* * *

'তিনটী বোন' নাটকখানি একটু নূতন ধরণের—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণের বিশ্বাস যে নাটকে একটা গল্প থাকিতেই হইবে,—কিন্তু শেকভ তাঁহার নাটকে কোনো গল্প বলেন নাই। সামাজিক বা রাজনৈতিক কোনো সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা বা সাধারণ জীবন যাত্রার উপযোগী কোনো নীতি-প্রচার অথবা কোনো রকম বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মতের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস,—এ সবের কিছুই শেকভের নাটকটীতে নাই,—আছে শুধু মানুষের সুখ দুঃখের কথা। জীবনে কত রকমের ছোটখাট আশার উদ্রেক, কত রকমের বাসনার ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যর্থতার বেদনা, সফলতার দেমাক্—এই সবই শেকভ অপূর্ব্ব কৌশলে সাধারণ কথা বার্ত্তার ভিতর দিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন—কোনো গল্পের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই।

* * *

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই ত হাসিয়া খেলিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, খাইয়া, শুইয়া, বসিয়া সাধ-আহ্লাদ করিয়া, গল্প গুজব করিয়া জীবনটা কাটাইয়া দিই—আমাদের কয়জনের জীবনের মধ্যে আর একটি করিয়া গল্প থাকে? তাই অতি সাধারণভাবে, সাধারণ কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়াই কতকগুলি সুস্পষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিয়া শেকভ যখন সুনিপুণহস্তে দেখাইয়াছেন—মানুষের গোপন আকাঙ্ক্ষা, অনন্ত ব্যর্থতার মধ্যেও ভবিষ্যতের উপর মানুষের আশা,—এক কথায়, মানুষের জীবনের সার সত্যটুকু,—তখন সেটা হইয়াছে বাস্তবতার সহিত আর্টের পরিপূর্ণ মিলন। এই মিলনে আমাদের ভিতরকার নিগূঢ় প্রাণটা দোল খাইতে থাকে—সৃষ্টির আনন্দ ও বাস্তবের বেদনার মাঝখানে;

একদিকে আমরা শিল্পীর নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার চেতনার উচ্চস্তরে উঠিয়া সুন্দরের সমাহিত প্রজ্ঞায় বিভোর হইয়া থাকি, অপরদিকে ব্যথার ব্যথী আমরা,—আমাদেরই মত নরনারীর দুঃখে ও বেদনায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকি।

* * *

নাটকখানির শেষ অংশ হইতে খানিকটা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। জীবনের ব্যথাভরা নৈরাশ্য গুলি মাথায় পাতিয়া লইয়া তিন বোনে যখন পরস্পর আলিঙ্গন ও সমবেদনার মধ্যে শান্ত হইতেছে—তখন মধ্যমা বলিতেছে,—

ঐ শোন বাঁশীর সুর। সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল। একজন ত জন্মের মত চলে গেল। আমরাই পড়ে রইলুম,—জীবনটাকে আবার নূতন করে গুছিয়ে নেবার জন্য। বাঁচতে যে আমাদের হবেই,—বাঁচা যে চাই।"

কনিষ্ঠা। (জ্যেষ্ঠের বুকে মাথা রাখিয়া) 'একদিন আস্‌বে—সেদিন সকলে বুঝ্‌বে,—কেন এই খেলা,—কিসের জন্য এত দুঃখ। তখন আর কোনো রহস্য থাক্‌বে না,—সবই সহজ সরল হ'য়ে যাবে। কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত ত আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হবে—কাজ কর্ত্তে হবে—শুধু কাজই কর্ত্তে হবে। কাল আমি একাই যাব, স্কুলে পড়াব, সারা জীবনটা যার কাজে লাগে,—তারই কাজে লাগাব। আজ এখন শরৎ, শীঘ্রই শীত আস্‌বে, চারিদিক্‌ বরফে ঢেকে ফেলবে—আর আমি কাজ করে যাব,—শুধু কাজই করে যাব।"

জ্যেষ্ঠা। (দুটী বোনকে আলিঙ্গন করিয়া) ঐ শোন্‌ বাঁশীর সুর। ওর মধ্যে কত আনন্দ, কত আশ্বাস। তাই ত মানুষের বেঁচে থাকার সাধ হয়। বছরের পর বছর কেটে যাবে,—আমরাও চলে যাব,—চির বিদায় নিয়ে,—পৃথিবী থেকে, মানুষের স্মৃতি থেকে। আমাদের চিহ্নটা মিশে যাবে মাটীর সঙ্গে, কণ্ঠস্বর মিলিয়ে যাবে বাতাসের সঙ্গে,—কিন্তু আমাদের ব্যথা সব আনন্দ হয়ে ফুটে উঠ্‌বে, আমাদের পরে যারা আসবে তাদের প্রাণে। সুখের রাজ্যে শান্তির রাজ্যে জীবনখানি কাটিয়ে তারা আমাদের আশীর্ব্বাদ কর্ব্বে,—তাদেরই জন্য আমরা যে বেঁচেছিলুম! ওরে—আমাদের প্রাণ ত এখনো ফুরোয় নি। ঐ শোন্‌ সঙ্গীতের ঝঙ্কার—কত আনন্দময়,—মনে হয় যেন আর একটু হ'লেই আমরা সব বুঝে নিতে পারতুম—কেন আমাদের এ জীবন,—কিসের জন্য এত বেদনা। ওরে,—আর ঐটুকু হ'লেই যে বুঝতে পারতুম রে,—হায় যদি বুঝতুম—যদি জানতুম!"

নমঃ নটনাথায়

নাট্যমন্দির

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

৪ঠা ভাদ্র, ২১শে আগষ্ট শনিবার রাত্রি ৭॥০ টায়

নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের
শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

(নবপর্য্যায় অষ্টম অভিনয়)

বিশেষ অনুরোধে কেবলমাত্র আর একরাত্রির জন্য

ভীম, বৃহন্নলা ও ব্রাহ্মণের পরস্পরবিরোধী তিনটি বিভিন্ন ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

কীচক ও শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়

শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী (এই প্রথম)

উত্তর—শ্রীমতী চারুশীলা দ্রৌপদী—শ্রীমতী প্রভা

উত্তরা—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)

পরদিন ৫ই ভাদ্র, ২২শে আগষ্ট, রবিবার বৈকাল ৪॥০ টায়

জগদ্বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিশ্রুত নাটক

বিসর্জ্জন! বিসর্জ্জন!!

(ত্রয়োদশ অভিনয় রজনী)

জয়সিংহ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রঘুপতি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

রাজা—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

রাণী—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত
নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১০ই ভাদ্র
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—:•:—

ভাল নাটকের ভাল অভিনয় করতে পারলে যে রঙ্গালয়ে দর্শকের অভাব হয় না আমাদের এই অতি সাধারণ ও সহজ সত্য কথাটা দেখছি কোনও কোনও নাট্যশালার সাপ্তাহিক পত্র স্বীকার করতে চান নি। তাঁরা বলছেন যে ভাল নাটক ভাল ক'রে অভিনয় করেও দেখা গেছে যে লোক হচ্ছে না! এবং তাঁরা যে ভাল নাটক ভাল ক'রে অভিনয় করেছেন, তার প্রমাণ স্বরূপ 'নাচঘরে' সেই সেই নাটক অভিনয়ের প্রশংসাই প্রকাশিত হ'য়েছিল বলে নজীর দিচ্ছেন। কিন্তু সে প্রশংসা নাটক ও অভিনয় দু'য়েরই বা কেবল নাটকের কিম্বা কেবল অভিনয়ের সেটার কিন্তু তাঁরা কিছু উল্লেখ করেন নি!

•

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁরা যদি 'নাচঘরের' সমালোচনাগুলি একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করে পড়ে দেখেন তাহ'লে দেখতে পাবেন যে 'নাচঘর' গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলালের সব নাটকই অন্ধ ভক্তের মতো ভাল নাটক বলে স্বীকার করে নি, এমন কি রবীন্দ্রনাথের শোধবোধকেও শেষ দৃশ্যের পিস্তল কাণ্ডের জন্য তারা ভাল নাটক বলতে কুণ্ঠিত! তবে আমরা প্রত্যেক রঙ্গালয়েরই হিতাকাঙ্খী ও তাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখতে ইচ্ছা করি বলেই—মাত্র কয়েক বৎসর আগেও যে দেশের রঙ্গালয়ের অবস্থা ছিল অনেকটা 'পাগলা-গারোদের' মতো, যে দেশের রঙ্গমঞ্চে যে কোনও নাটকে যে কোনও দৃশ্যপট ও যেমন তেমন পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হতো, মঞ্চের উপর আসবাব ও সরঞ্জামের কোনও বালাই ছিল না, আলোকপাতের প্রয়োজন ছিল না; রূপসজ্জার (make up) হাঙ্গামা ছিল না, গানের সুরের স্বাধীনতাকে যারা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর করে তুলেছিল; নৃত্যকলাকে বিদেশীভাবে বিকৃত ক'রে যারা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর রূপান্তর মাত্রে পরিণত করেছিল, যেখানে অভিনয় করা মানে কেবল ছিল শুধু সুর ক'রে চেঁচিয়ে যাওয়া—অর্থাৎ প্রাচীন কৃষ্ণ-যাত্রার উন্নত সংস্করণ মাত্র!—কি সামাজিক কি ঐতিহাসিক কি পৌরাণিক সর্ব্বপ্রকার নাটকের অভিনয়ে যেখানে সমস্ত অভিনেতাদের মুখেই একই ধরণের বক্তৃতা শোনা যেতো—সেখানে আজ নাটকের স্থান কাল নির্ণয় করে তদ্দেশ ও তৎকালোপযোগী সুচিত্রিত দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করবার কতকটা চেষ্টা চলছে দেখে, রঙ্গমঞ্চে কলাসম্মত ও নাটকীয় ঘটনার সমকালীন আসবাব পত্র ও সরঞ্জাম ব্যবহারের কিছু কিছু চেষ্টা চলছে দেখে, গানের সুরের মধ্যে ক্রমশঃ একটা শৃঙ্খলার বাঁধ আসছে ও নাচের ভঙ্গীর মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সুচারু কমনীয়তা দেখা দিচ্ছে লক্ষ্য করে—আমরা তার সহস্র অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিকে অগ্রাহ্য করেও অসীম সহানুভূতির সঙ্গে সেই নবীনের সঙ্গিবনী অভিযানকে—সেই তরুণের অরুণোদয়কে—সেই সবুজের সচেতন প্রভাতকে—সানন্দে বরণ করে নিয়েছি'—তাকে প্রশংসায় উৎসাহিত করেছি—যশোগানে অভিনন্দিত করেছি—জয়ধ্বনি করে তার আগমনীকে আবাহন করে নিয়েছি।

•

আমাদের রঙ্গমঞ্চে নবীন নাট্যশিল্প ও কালোপযোগী অভিনয় কলার এই প্রথম পেলব উষায়—আমরা তীব্র সমালোচনার কঠিন কষাঘাতে তাকে জর্জ্জরিত করে তার মহান্ ভবিষ্যৎকে অন্ধকার করে ফেলতে ইচ্ছা করিনি! নিয়ত নিন্দার নিদারুণ বাণক্ষেপে আমরা তাকে নিরুৎসাহ করে তুলে উন্নতির নব নব পথে তার বিজয় যাত্রাকে ব্যর্থ করে দিতে চাইনি। আমরা চাই সপ্রেমে ও সমাদরে তার হাতখানি ধরে উন্নতির উচ্চ পথে আরও একটু তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে—সস্নেহে তার দোষটুকুর প্রতি তাকে সজাগ করে দিতে—তার যতকিছু ত্রুটী বিচ্যুতির দিকেই আমাদের খর দৃষ্টিকে সর্ব্বদা ত্রপেক্ষ্ণ অধিকার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে আমরা তার নব-বিকাশের আনন্দ রসটুকু উপলব্ধি করে প্রীত

হতে চাই! তার সাধ্যের অতিরিক্ত চেষ্টাকে তার প্রাপ্য সম্মান দিয়ে আমরা তাকে বড় ও সার্থক করে তুলতে চাই।

*

এদেশের নাট্যশালার নবযুগের এইত সবে প্রারম্ভ—এইত সবে প্রথম সূত্রপাত—এইত তার সত্য রূপান্তর সুরু হয়েছে মাত্র! এই নব বিকাশোন্মুখ কিশলয় প্রতিম কোমল কলিকার এটা যে লালনের সময়—এখনও তো তাকে তাড়না করবার সময় আসেনি! সুতরাং আজকের যে সমালোচনা সেইটাকেই আদর্শ অভিনয়ের সমালোচনা বলে ভুল করলে চলবে না। আজকের যে অভিনয় সেটাকেও অভিনয় কলার চরম উৎকর্ষ বলে মনে করলে প্রকাণ্ড ভুল করা হবে! আজকের নাটককে ও নাট্যরচনার শেষ ও সম্পূর্ণ দান বলে বিচার করলে মস্ত অবিচার করা হবে। কেন না আজ শুধু সেই পথে এদেশের প্রথম পাদক্ষেপ মাত্র—আজ শুধু সেই উচ্চ লক্ষ্যের প্রতি এ জাতের প্রথম দৃষ্টিপাত মাত্র! আজ শুধু সেই পাঠশালায় এ পারের শিল্পীদের প্রথম হাতে খড়ি।

*

সুতরাং ভাল বই পেয়েছি ও তার ভাল অভিনয় করেছি বলে গর্ব্ব করবার দিন এ দেশের রঙ্গালয়ের এখনও আসেনি। গত কয়েক বৎসর দেখা যাচ্ছে যে ভাল নাটকের একান্ত অভাব সত্ত্বেও কিন্তু অভিনয়ের দিক দিয়ে রঙ্গমঞ্চের অনেকটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। তবে অভিনয় অনেকটা ভাল হলেও নাটকের দোষে কোনও কোনও বই দর্শকদের বেশী দিন আকর্ষণ করতে পারেনি বটে। আবার যা এক-আধ খানা ভাল বই এসেছিল তার অভিনয় আশানুরূপ না হওয়াতে সে বইও দীর্ঘজিবী হ'তে পারেনি। আবার নাটক হিসাবে খুব ভাল না হ'লেও তার মধ্যে দর্শককে মাতাবার মত কিছু বস্তুও অন্ততঃ যদি থাকে এবং অভিনয়ের দিক দিয়ে ও প্রয়োগ নৈপুণ্যের কৌশলে সে নাটকখানির যদি একটু সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে পারা যায় তাহলে সেরকম নাটককেও যে দীর্ঘায়ু করে তুলতে পারা যায় এ প্রমাণ পাওয়া গেছে 'কর্ণার্জ্জুন' 'সীতা' ও 'আত্মদর্শনে'র সাফল্য থেকে।

*

উপস্থিত ক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের আর একটা মস্ত অসুবিধা হচ্ছে যে এদেশের অধিকাংশ দর্শকদের রুচি এখনও আশানুরূপ উন্নত ও মার্জ্জিত হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের শিক্ষা ও উৎকর্ষের অভাবে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রসবোধের যে কতখানি অসদ্ভাব তারও প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের নাটকাভিনয়ে সাধারণ দর্শকের অভাব থেকে। "রাজারাণী" তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। 'গৃহপ্রবেশ' তারা বুঝতে পারে না। 'বিসর্জ্জনের' তারা মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে না! কিন্তু "মোগল পাঠান" তাদের উত্তেজিত করে! 'মিসর কুমারী' তাদের মুগ্ধ করে! 'বঙ্গে বর্গী' তাদের টানে! এস্থলে রঙ্গালয়ের কর্ত্তাপক্ষেরা যদি তাদের জন্ত একেবারে পোলাও কালিয়ার ব্যবস্থা করেন তাহলে সেই পান্তভোজী শান্ত বেচারীদের উপর একটু দৌরাত্ম্য করা হয় বইকি!

*

এই সব দর্শকদের রুচি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত করে দিতে হবে। ক্রম-বিকাশের ভিতর দিয়ে তাদের রস-বোধকে মার্জ্জিত ও উন্নত করে তুলতে হবে। এ ভার রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের উপর। একতলার এঁদো ঘরের অধিবাসীদের একেবারে তেতলার খোলা ছাদের আলো বাতাসের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে চলবে না। সে তাদের ধাতে সইবে না। তাদের দিন কতক দোতলায় থাকা অভ্যাস করিয়ে নিতে হবে। সেই জন্য সপ্তাহে তিন চার দিন অভিনয়ের মধ্যে একটা দিন কেবল মাত্র উচ্চ অঙ্গের নাটকের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয়ের জন্ত নির্দ্দিষ্ট রেখে অন্য দিন গুলিতে সাধারণ দর্শকদের তৃপ্তি দেবার জন্য এমন নাটক সন্ধান করে নিতে হবে যা কিছুতে নিকৃষ্ট না হয় অথচ তাদের মনোবৃত্তি ও রসবোধের সীমারও বাহিরে না গিয়ে পড়ে!

*

আমাদের মনে হয় যে এমনিই একটা কিছু সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে চলতে পারলে হয়ত রঙ্গালয়ের এ দুর্দ্দিন অচিরে দূর হতে পারে। দুর্দ্দিনে দ'মে গিয়ে জলমগ্ন লোকের মত অস্থির ও আত্মহারা হয়ে তৃণখণ্ড বা গলিত শবদেহ ধরে বাঁচবার চেষ্টা করলে কূলে এসে পৌছবার আশা দুরাশা মাত্র! স্থির ধীর ভাবে বিবেচনা করে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও দর্শকদের মনোভাব বিশেষ করে অনুশীলন করে, অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত না হয়ে ও ফাঁকি দিয়ে অর্থাগমের চেষ্টা একেবারে পরিহার করে এমন কোনও একখানি নূতন নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করবার চেষ্টা করা হোক্ যা নাট্যজগতকে চমকিত করে দিয়ে একটা নূতনের সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারবে।

*

আর একটা কথা বলে আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ কর'বো। আজকাল সমস্ত থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরাই প্রায় সব পত্রিকা সম্পাদকদেরই নূতন নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের এই কর্ত্তব্যটুকু তাঁরা যে নিষ্ঠার সহিত পালন করেন এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উক্ত কাগজ-ওয়ালাদের সমালোচনার মধ্যে কেবল প্রশংসা আছে কিনা এইটেই শুধু তাঁরা সর্ব্বাগ্রে হাতড়ে নিয়ে সংগ্রহ করেন এবং অচিরাৎ কোনও বিশেষ বিজ্ঞাপনের মধ্যে, হাণ্ডবিলে, এমনকি প্রাচীর গাত্রের প্রমোদ-সূচীর মধ্যেও কাগজ ওয়ালা-দের সেই 'অভিমত' আজকাল তাঁরা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন অথচ সেই সমালোচনার মধ্যেই যাঁরা বন্ধুভাবে তাঁদের দোষ ত্রুটীর উল্লেখ করেন ও সং-শোধনের উপদেশ দেন, অভিনয়ের ফাঁকি ধরিয়ে দেন এবং তাঁহাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন, ও তাঁদের সর্ব্বপ্রকার খেয়ালেরই পোষকতা করেন না—সেখানে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষরা তৎক্ষণাৎ তাঁদের শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন এবং তাদের উল্লিখিত দোষ ত্রুটী গুলির সংশোধন করে নিতে তো মোটেই উৎসুক হননা, বরং তৎপরিবর্ত্তে সেই দোষ ঢাকবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ভুল প্রতিবাদ করে নিজেদের অপরাধ আরও বৃদ্ধি করেন মাত্র! তাঁদের এ মনোভাব সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। নিন্দাতে নিজেদের অজ্ঞানত হ'য়ে অনিন্দ্য হবার চেষ্টা করা উচিত। বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখলেই অমনি ক্রোধে আত্মহারা হলে চলবেনা! সমালোচকেরা যে দোষ ত্রুটীগুলি দেখিয়ে দেন সেগুলি অস্বীকার করে বা তার বিরুদ্ধে সাফাই গাইবার চেষ্টা না ক'রে সে সম্বন্ধে বিবেচনা ক'রে তাঁদের মত যদি সমিচীন বলে মনে হয় তাহ'লে অবিলম্বে তদনুযায়ী ত্রুটী সংশোধন ক'রে নেওয়া উচিত। 'অমুক সম্পাদক দোকানদার, অমুক সম্পাদক কেরাণী, অমুক সম্পাদক বস্তি—অতএব তারা আমাদের চেয়ে থিয়েটার কি বোঝে এই যুক্তজনোচিত স্পর্দ্ধা ও দাম্ভিকতা ভুলে গিয়ে শিখতে হবে যে একটা কীটের কাছেও জ্ঞান লাভ হতে পারে।

*

মিত্র ও মিনার্ভা একত্র মিলিত হ'য়ে এই যে 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের আয়োজন করেছেন তাঁদের এ প্রচেষ্টার মূলে যে উদ্দেশ্যই থাকনা কেন, এরূপ সম্মিলন যে সুখের স্বাস্থ্যকর ও অভিপ্রেত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। প্রতি বৎসর এদেশে প্রথম রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণ করে এখানে একটা বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হওয়া উচিত এবং সেই বার্ষিক নাট্যমেলার দিন শহরের সমস্ত থিয়েটার গুলি একত্রিত হয়ে প্রতিবৎসর

তাঁদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে এক একখানি নাটকের অভিনয় করুন এবং তার বিক্রয় লব্ধ টাকা শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্মৃতি রক্ষার জন্য বা মৃত নাট্যজীবীর দুঃস্থ পরিবারবর্গের সাহায্যের জন্য একটা বিশেষ ভাণ্ডার স্থাপন করে তাইতে সঞ্চিত করুন। উচ্চশিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা রঙ্গমঞ্চের সম্পর্কে এসে কি আজ এটুকুও সম্ভব করে তুলতে পারবেন না?

*

নাট্য মন্দিরে গত সপ্তাহে "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী 'কীচক ও শ্রীকৃষ্ণের' ভূমিকায় অতি মনোজ্ঞ অভিনয় করেছেন। এই সম্পর্কে সহযোগী 'বিজলী' এই একজন শিল্পীর একই নাটকে একাধিক ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করেছেন আমরাও তা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। রসোপভোগের দিক দিয়েও এতে অনেক খানি বাধা উপস্থিত হয়। চলচ্চিত্রে এটা রূপসজ্জার গুণে চলতে পারে, কারণ আমরা তাতে অভিনেতৃদের কথা শুনতে পাইনি, কিন্তু রঙ্গালয়ে স্বর পরিবর্ত্তন ও আকৃতিরও অতশীঘ্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়ে ওঠেনা বলে একই লোকের বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া দর্শকদের কাছে মোটেই প্রীতিকর নয়।

*

খুবসম্ভব আগামী ৪ঠা সেপ্টেম্বর নাট্যমন্দিরে 'মুক্তার মুক্তি' ও 'সধবার একাদশী' অভিনীত হবে। দু'একখানি পত্রিকায় 'সধবার একাদশী'র যে ভূমিকা লিপি প্রকাশিত হয়েছে তাতে এক-আধটা ভুল হয়েছে দেখা গেল। আমরা শুনছি নাকি 'অটলের' ভূমিকায় নামছেন স্থ অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী শিশিরকুমার নিমচাঁদের এক নূতন ছবি দেখাবেন। 'সধবার একাদশী' নাটকের অশ্লীলতা দূর করবার চেষ্টাতেই নাকি শিশিরবাবুর এত বিলম্ব হয়ে গেল। কিন্তু আমরা জানি এ নাটকের অশ্লীলতা এতই অপরিহার্য্য যে সেটা মুক্ত হওয়া দুঃসাধ্য! 'মুক্তার মুক্তি' নাটিকায় আমরা শুনছি যে শিশিরকুমার 'রতন চাঁদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, 'রাজা' সাজবেন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়, 'অঞ্জনার' ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী 'প্রধানা' সখি শ্রীমতী প্রভা। নৃত্যগীত ও ঐক্যতান বাজনার দিক দিয়েও এই গীতিনাট্যখানিতে নাকি অনেক অভিনবত্ব থাকবে।

রঙ্গ-রেণু

জগৎ প্রসিদ্ধ প্রেমিক অভিনেতা রুডল্‌ফ্ ভ্যালাটিনো দেহত্যাগ করেছেন। দিনপনেরো আগে তাঁর অঙ্গে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল। সমস্ত আমেরিকা তাঁর অসুখে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাঁর স্বাস্থ্য সংবাদ দেবার জন্য হাসপাতালে পৃথক টেলিফোনের বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

*

রুডল্‌ফ্ তাঁর ভাই এলবার্টো গুগলিমে কে দেখতে নিউইয়র্ক গেছলেন। কথাছিল সেখান থেকে যাবেন প্যারী তাঁর ফিল্ম গুলো পৃথিবীর কোথায় কিভাবে বিলি হচ্ছে তার খবর নিতে। 'দি সন অব দি শেখ' নাটকে তাঁর শীগগির নামবার কথা ছিল।

*

কে একজন রুডল্‌ফ্‌কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি নিউইয়র্ক ছেড়ে গেলে শ্রীমতী পোলা নেগরী কি করবেন? রুডল্‌ফ জবাব দেন আমার বিরহে পোলা নতুন এক ছবিতে নামবেন।" কিন্তু হায়, কে জানত এ চির বিরহ হবে।

*

মেরী পিক্‌ফোর্ড ও ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক ইউরোপে অভিনয় করতে গেছলেন। কিন্তু সেখানে অভিনয় করা হ'ল না। মেরীর মা মিসেস্ শার্লোট অসুস্থা বলে তাঁরা আমেরিকায় ফিরেছেন। প্যারী থেকে প্রথমে যাবেন রুশিয়ায় কয়েক হপ্তার জন্য, সেখান থেকে ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড থেকে ষ্টিমারে চড়বেন। নিউইয়র্কে এসে মিসেস শার্লোটকে হোলীউডে এনে একটু সুস্থকরেই স্বামী স্ত্রীতে চীনে জাপানে বেড়াতে বের হবেন।

*

আমেরিকার এক একটা নাটকের উপর্য্যুপরি অভিনয় হয় মাসের পর মাস ধরে। অভিনেতারাও ক্লান্ত হয় না; দর্শকও না। স্যার হ্যারিসের ব্যঙ্গ নাটক "ক্রেডল্ স্ন্যাচার্স" (Cradle snatchers) এর অভিনয় ৩৭০ পার হয়ে গেছে। লিরিক থিয়েটারে "দি কোকোনাট" নাটকের আড়াই শতের উপর অভিনয় হয়েছে। ডন মুলেলীর প্রহসন "লাফ দ্যাট অফ" (Laff That off) দিনে তিনবারেরও বেশী রঙ্গমঞ্চে উঠেছে, অনেকদিন ধরে।

*

শ্রীমতী ডোরোথি গীস্ হাস্যরসের স্বাভাবিক অভিনয় করেন। অনেক দিন পর তিনি "Nell Gwyn" নাটকে নেমেছেন। আমেরিকানরা বলছে ছবি ভাল তবে বড্ড লম্বা।

*

"দার অনার অব দি গবর্ণার" ছবিতে বিখ্যাত অভিনেত্রী পালিন ফ্রেডারিক শ্রেষ্ঠাংশে নামেন, খারাপ নাটক অভিনয়ের দিক দিয়ে কেমন করে ভাল করা যায় তাই ইনি দেখিয়েছেন।

*

জার্মাণ সিনেমা বিশেষজ্ঞ মিঃ এফ, ডবলু মুর্ণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ফিল্ম ডিরেক্টরদের অন্যতম। আমেরিকানরা তাঁকে নিয়ে সম্প্রতি মেতে উঠেছে।

*

গ্রেটা নিশেন বর্ত্তমান মার্কিন রঙ্গালয়ের একজন শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নর্ত্তকী। এঁর প্যান্টোমিমিক নৃত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি কেউ নাই।

*

ইংরাজী ফিল্ম "সাম্‌বডিজ ডার্লিং" নাকি যে কোনও মার্কিণ ফিল্মের সঙ্গে তুলনীয়। শ্রেষ্ঠাংশে নেমেছেন বেটি ব্যালফুর। অভিনয় তত ভাল হয় নি।

*

জাপানের অপেরা সুন্দরী জুয়াগা হাৎসু হাঙ্গেরিয়ান সঙ্গীতজ্ঞ ওয়াল্টার মিস্তরকে বিয়ে করেছেন। গুণীদের মধ্যে জাতিভেদ নেই!

*

আর্ল ক্যারলের "ভ্যানিটিজ" নাটকে ১৬৮ জন অভিনেতার প্রয়োজন। ষ্টেজ ম্যানেজার বলেছেন যে অভিনেতাদের মধ্যে একজন মাত্র ঠিক ঠিক সময় এসে রিহার্সালে যোগ দেন। ২৩শে আগষ্ট এর অভিনয়ের কথা ছিল। নাটকের সাজ পোষাকেই খরচ লেগেছে ৩০ হাজার ডলারের উপর।

*

নিউ ইয়র্ক এ্যাপোলো থিয়েটারে জর্জ হোয়াইটের "স্ক্যাণ্ডালস্" অভিনীত হচ্ছে। এর প্রধান অভিনেতা মিঃ উইলী হাওয়ার্ড বলেছেন যে হাসির নাটকে নামতে হ'লে শুধু ছ্যাবলামীতে চলে না, একটু একাগ্রতা চাই।

*

এজিথ প্রাইক্ বিখ্যাত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান অভিনেত্রী। ইনি সম্প্রতি আমেরিকা বেড়িয়ে ফিরে গেছেন।

*

২৬শে জুলাই ইংলণ্ডের রাণী ও কনটের যুবরাজ্ঞী হে মার্কেট থিয়েটারে "দি উয়োম্যান বিজনেস" নাটক দেখতে গেছলেন।

*

Trajectoryতে চালির প্রতিদ্বন্দ্বী বড় একটা কেউ নেই। হ্যারল্ড লয়েড, বাষ্টার কীটন, টম মিক্স, বা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর পার্থক্য যথেষ্ট। চাপলিনের একটা নিজের বিশেষত্ব আছে। এমনি বিশেষত্ব এ বিষয়ে আছে রুশ অভিনেতা আইভান মোসজুকিনের (Ivan Mosjeukine)। চাপলিন বলেন, আইভানের কাছে trajectory একেবারে স্বাভাবিক। Kean, Le Braser Ardent, The Late Mathew Pascal, The Lion of the Mongols প্রভৃতিতে আইভান যে অভিনয় করেছেন তা সম্পূর্ণ অভিনব।

*

জন্ গলসওয়ার্দির নতুন নাটক "এস্কেপ" (Escape) ১২ই আগষ্ট অভিনীত হয়েছে। লেখক রঙ্গালয়কে এই শেষ দান দিলেন বলে গুজব। "এস্কেপে" নেমেছেন নিকোলাস্ হানেন, মার্গারেট পুলষ্টান, মলি কার ইত্যাদি। দৃশ্যপট এঁকেছেন ষ্টাফোর্ড হিলিয়ার্ড।

শ্রীতারানাথ রায়

সমালোচনার ধারা

সমালোচক যে শুধু রসের সৃষ্টি-মাধুর্য্যই অনুভব করিতে পারেন তাহা নহে, তিনি রসের স্রষ্টাও—তিনি রসের মল্লিনাথ ও কালিদাস উভয়ই। রূপ-শিল্পীর দক্ষতা তাঁর কাছে যেমন প্রতিভাত হ'য়ে থাকে—সেই শিল্প-দক্ষতার বিভিন্ন রসের আহরণ করাও তাঁর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শিল্পী নিজেই যা' অনুভব করিতে পারেন না, সে মাধুর্য্যের পরিণতি তাঁর অজ্ঞাতসারেই রূপভোক্তাদের হৃদয়-মনকে বিস্মিত বিহ্বল করিয়া তুলে, সেই মাধুর্য্য রূপ পায় সমালোচকের সমালোচনায়! রূপকে ভাষায় সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করাই সমালোচকের কৃতিত্ব—এই খানেই তাঁর সৃষ্টি! এই সৃষ্টির দক্ষতা লইয়াই সমালোচক স্রষ্টা!

রূপদক্ষ যেখানে তাঁর হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির সাহায্যে রূপকে ফুটাইয়া তোলেন, যে যে রূপের অভিব্যক্তি হৃদয় মনকে আচ্ছন্ন করে, অন্তরকে সৌন্দর্য্যের আবেশে মুগ্ধ করিয়া তুলে, সেই অভিব্যক্তির মূল সূত্রটুকু ধরিতে হইবে সমালোচককে! যে অসামান্য প্রেরণায় শিল্পীর শিল্প-মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহা অনুভব করিতে হইলে ধ্যান ও অনুভূতির সম্যক্ অধিকার থাকা চাই—বাহ্য ও অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা থাকা চাই। রূপকার যেখানে তাঁহার অসামান্য প্রতিভায় অন্তর প্রকৃতির ঘাত-প্রতিঘাত ফুটাইয়া তুলেন, সে অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অপরূপ লীলাবিলাস বুঝিতে হইলে সমালোচককে শিল্পী-প্রাণ লইয়াই বুঝিতে হইবে! কোথায় তাহার ত্রুটী ঘটিল এ দৃষ্টি সমালোচকের নহে, দণ্ড-কর্ত্তার! সমালোচক দণ্ডবিধানকারী নহেন, তিনি শিল্পীর অন্তরের সুহৃদ্—তিনি চাটুকার

নহেন, শিল্পীর মঙ্গলকামী! চরিত্রের সত্যমূর্ত্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সমালোচক তাহার সমালোচনার গৌরব দাবী করিতে পারেন না। তিনি হয়ত যুক্তি, তর্ক ও বিচার বুদ্ধির দ্বারা যাহা বুঝেন, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু চরিত্রের সত্যমূর্ত্তি টুকু বুঝিতে পারেন নাই! এ ক্ষেত্রে তাহার সমালোচনার কোনো সার্থকতা নাই! উপরন্তু তিনি সাধারণের সৌন্দর্য্য ও রসানুভবের পরিপন্থী!

সমালোচনার দ্বারা দেশের রঙ্গালয়কে সাহায্য করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা সমালোচক মাত্রেরই কর্ত্তব্য! প্রথমতঃ আপনার ব্যক্তিগত ক্ষমতা আছে কিনা জানা চাই—একটা biassed notion কিংবা সাধারণ সমালোচনার ধারার সহিত নিজের মত জাহির করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে! নিজে বুঝিয়া আপনার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রসানুভূতির দ্বারা সমালোচনা করিতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য! আপনার মতামতের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা থাকা চাই! Johnson বলিয়া গিয়াছেন—criticism is a Study by which men grow important and formidable at a very Small expense...···He whom nature has made weak and idleness kept ignorant may yet Support his Vanity by the name of a critic "(Dick Minim the critic)"—যাহারা না বুঝিয়া কিংবা কোনও ক্ষমতার অধিকারী না হইয়া সমালোচনা করিতে যান—তাঁদের এ উক্তিটুকু স্মরণ করিয়া লজ্জিত হওয়া উচিত!

সমালোচকের প্রধানগুণ রসগ্রহণতা! তাঁহার এই রসপ্রবণ প্রাণের সহিত শিল্পীর প্রাণ এক সুরে বাঁধা থাকা চাই! শিল্পীর প্রাণের রূপসায়রে যে বিভিন্ন রসের ঢেউ বহিয়া যায়, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার ক্ষমতা থাকা চাই সমালোচকের মধ্যে। রসের মর্ম্মস্থলে পৌছিতে না পারিলে রসাস্বাদ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

'নাটক বিশ্বরসের প্রতীক—আর নাটকের অভিনয় সে রসস্ফূর্ত্তির সহায়ক। সুতরাং অভিনয় বুঝিতে হইলে নাটকের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য! নাটকের সমালোচনা ও নাটকের অভিনয় পরস্পর পরস্পরের রসবিকাশের সহায়ক! নাটকীয় চরিত্র আদর্শ ও বাস্তবে আর চরিত্রের অভিনয় ভাব ও বাস্তবে। বুদ্ধি ও মন দ্বারা এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া সমালোচনা করা রসবোধের পরিচয়! নাটকীয় চরিত্র ও তাহার অভিনয়ে বিরোধ সম্পর্ক দেখিলেই যে কোনটার গৌরব ক্ষুন্ন করা হইয়াছে এইরূপ ধারনা করা উচিত নহে! ছুটীর মধ্যে রসের অভাবই—দুষ্টস্থল নহে, রসের প্রাচুর্য্য যেখানে তাহাই লক্ষ্যস্থল! রসের যেখানে দৈন্য, তাহা আপনার গৌরব আপনিই হারাইয়া ফেলে! নাটকের উদ্দেশ্য যখন রসসৃষ্টি তখন রসপ্রবণতার দ্বারাই তাহা উপভোগ করা উচিৎ! অন্তর্জ্জগৎ আলোড়িত করিয়া নাটকের যে রস ফুটিয়া উঠে তাহার অনুভূতি মর্ম্মে মর্ম্মে! নাটকের কেন্দ্রগত রসের (central energy) অনুভূতি ধ্যান সাপেক্ষ—সমালোচক ও অভিনেতা উভয়েরই পক্ষে-নাটকের Central energy টুকু বোধগম্য হওয়া চাই! নতুবা অভিনেতার পক্ষে 'মনস্তত্ত্বের ভাব প্রকাশের বাহিরের দ্যোতনা (expression) একেবারে অসম্ভব, আর সমালোচকের পক্ষেও সে ক্ষেত্রে রসানুভূতির বিশেষ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে! অভিনয় ও সমালোচনা মনোবিজ্ঞান সম্মত হওয়া চাই—যে রূপদক্ষ নাটকীয় চরিত্রকে নাট্যকার-চিত্রিত চরিত্র অপেক্ষাও অধিকতর মনোজ্ঞ ও psychological করিতে পারেন-তিনিই বাস্তবিক রূপস্রষ্টা—তাঁহার আসন নাট্যকার হইতেও উর্দ্ধে! আর যেখানে ইহার ব্যতিক্রম অর্থাৎ নাট্যকারের উচ্চ আদর্শের চরিত্র যেখানে অভিনেতার Conception এর বাহিরে সেই খানেই অভিনেতার পরাজয় ও নাট্যকারের বিড়ম্বনা! নাট্যকার ও অভিনেতার এই ভাববিরুদ্ধতায় যে অপূর্ব্বরসের সৃষ্টি তাহাই নাট্য কলার উচ্চপরিণতি. অপরপক্ষে অভিনেতার চরিত্রের ভাবগ্রাহীতার অক্ষমতাই নাটকের—মৃত্যুর কারণ! যিনি যথার্থ সমালোচক তাহার উপর নির্ভর করে এ দ্বন্দ্বক্রিয়ার মীমাংসা! যিনি আপন পরিনত বিচারশক্তি ও সূক্ষ্মপ্রবণতার দ্বারা এই বিরোধ সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রসানুবোধ করিয়া সুবিচারের পরিচয় দেন তাঁহারই সমালোচনা সার্থক ও যথার্থ মূল্যবান্!

শিল্পী—তিনি নাট্যকারই হউন বা অভিনেতাই হউন তিনি চান তাঁর অঙ্গুল স্পর্শে আমাদের অন্তরের সুপ্ত সৌন্দর্য্যানুভূতিকে জাগাইতে, মনকে সুন্দরের চেতনায় প্রবুদ্ধ করিতে—It is not the eye, it is mind which the painter of genius desires to address" সুতরাং প্রত্যক্ষ দর্শন ছাড়াও অভিনয় সমালোচনার মূলসূত্র অন্তরে নিহিত। পাশ্চাত্য দেশের অভিনয়ের মূল সূত্র "Learn how to feel" সমালোচনার পক্ষেও এ কথার মূল্য অনেক!

অভিনয়ের উদ্দেশ্য রসের পরিপুষ্টি। আর সেই পরিপুষ্টি ফুটিয়া ওঠে art ও artifice"এর সাহায্যে। অভিনেতা এই "Art ও artifice"এর সাহায্যেই নাটকের জীবনকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারেন। অতঃ প্রকৃতির দ্বারা অন্তর-

প্রকৃতি কিরূপে পরিচালিত হইতেছে, নাটকীয় চরিত্রের মানসিক আবেগ বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত কিরূপে সম্যক্‌ পরিস্ফুট হইতে পারে—ইহাই অভিনেতার অনুভূতি ও ধ্যানের বিষয় আর যেখানে তিনি চরিত্রানুযায়ী মনোবৃত্তির পরিস্ফুটন করিতে পারেন সেইখানেই তাঁহার সফলতা। চরিত্র পরিস্ফুটনের এই যে ক্ষমতা ইহার সাহায্যকারী অভিনেতার আকার, অবয়ব, কণ্ঠস্বর, ভাবের দিকে লক্ষ্য, অঙ্গভঙ্গী, make up, বিচার শক্তি ইত্যাদি—সুঅভিনেতার পক্ষে এই সকল গুণ থাকা চাই নতুবা তাঁহার পক্ষে চরিত্রের Perfect conception সুদূর পরাহত—আর যে রূপদক্ষ এই সকল গুণের অধিকারী তাঁহার পক্ষেই "A magician in the Realm of the stage" হওয়া সম্ভব।

যাঁহারা সমালোচক তাঁহারা অভিনেতার এই দক্ষতার অনুশীলন করিবেন ইহাই বাঞ্ছনীয়। সমালোচককে আরও দেখিতে হইবে যে, চরিত্রের অভিব্যক্তি নাটকের Central energyর পরিপুষ্টি সাধন করে কি না—ইহা বোধগম্য করিতে হইলে সমালোচকের পক্ষে কিরূপ শিক্ষার আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য।

আর একটী কথা, art এর উপর কতটা দাবী করা যাইতে পারে এই সম্বন্ধে সমালোচককে মনে রাখিতে হইবে "The highest thing that art can do is to set before us the true image·……It has never done more than this and it ought not to do the less" অভিনয় সমালোচনার পক্ষে এ কথাটার মূল্য অনেক, ইহা হইতেই Artist এর নিকট আমাদের পাওনাটুকুর বোঝাপড়া হইয়া যায়। যিনি যে চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই চরিত্রের সম্যক্‌ ও পূর্ণ পরিস্ফুটনই তাঁহার অভিনয় কলার চরম উন্নতি। তবে, এই খানেই art এর রসগ্রাহীদের একটু পরীক্ষা হইয়া যায়। অভিনেতা বিভিন্ন চরিত্রের যে বিভিন্ন Interpretation করেন তাহা বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি বা মনোবৃত্তি সম্পন্ন সমালোচকের নিকট বিভিন্ন রূপ ধারণ করে—কাহারও নিকট তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বলিয়া মনে হয় আবার কোথাও বা উহা সমালোচকের মনের সহিত কোন সামঞ্জস্য রাখে না। এ ক্ষেত্রে অবস্থা অনেকটা সঙ্কটজনকই বটে তবে art এর বিষয়ীভূত বস্তুটীকে বিশেষ ভাবে বুঝিয়া থাকিলে অবস্থা তাদৃশ সঙ্কটজনক হয় না—বরং তাহাতে সুফলই ফলে। কারণ সে ক্ষেত্রে অভিনেতার অভিব্যক্তির সহিত সমালোচকের মনোগত মূর্ত্তিটুকু না মিলিলেও, সমালোচক আপনার চিন্তাশীলতার একান্ত নির্ভরতায় অভিনেতার ত্রুটী দেখাইতে পারেন এবং তাঁহার সে সুচিন্তিত মতামত অভিনেতার পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। এ কথা অতি সত্য যে "You will never love art well, till you know what she mirrors better যে চরিত্রের অভিনয় অভিনেতা তাঁহার কলা কৌশল ও ধ্যানানুভূতির দ্বারা ফুটাইয়া তুলেন—সে চরিত্রের স্বরূপ না বুঝিয়া কেবল নিরর্থক সমালোচনায় মাতিয়া রহিলাম ইহা ঠিক সমালোচনার ধারা নহে।

অভিনেতাদের সমালোচনার (অবশ্য যাহা যথার্থ ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়) প্রতিবাদ কিংবা প্রত্যুত্তর করা উচিৎ কারণ ইহাতে সত্য নিরূপিত হয়। ডেভিড্‌ গ্যারিক সম্বন্ধে আমরা শুনিতে পাই তিনি তাঁহার অভিনয়ের

সমালোচনা সুচিন্তিত ও যুক্তিসঙ্গত হইলে তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া সংশয়ের নিরাকরণ করিতেন।

নাটকের ভাব ও ভাষা, চরিত্রের অভিনয় ও তাহার পরিস্ফুটন, ঘটনা সমাবেশ, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা—ইত্যাদি সমালোচকের লক্ষ্য স্থল বটে কিন্তু বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে "চরিত্রের সত্যমূর্ত্তির অভিব্যক্তির ক্ষমতার কথা—কারণ অভিনয় বুঝিতে হইলে সত্যমূর্ত্তিটুকুর সম্বন্ধে কোন ধারণা না করিয়া, কেবল মাত্র অভিনয় হিসাবে তাহার রসগ্রহণ করা রসহীনতা মাত্র। অনেককে দেখি এই সত্যমূর্ত্তির ধারণাটী হৃদয়ঙ্গম করেন অভিনয়ের তুলনা মূলক সমালোচনার দ্বারা। মনে রাখা উচিৎ তুলনা মূলক সমালোচনা artএর প্রসারকে খর্ব্ব করে। হয় ত একের অভিব্যক্তি অন্য হইতে পৃথক, কতকটা নূতন ধরণের, সেইখানেই আমাদের ভুল বুঝিয়া বসা সম্ভব! তুলনা মূলক সমালোচনা যদি করিতে হয় তবে উহা একান্ত নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক নতুবা তাহা সহজেই বিদ্বেষ দুষ্ট হইয়া পড়ে। সমালোচকের "the first and foremost duty' চরিত্রের সত্যমূর্ত্তির ("true image") ধ্যান ইহার সাধনাতেই তিনি তাঁহার সমালোচনায় আত্মশক্তির সাহায্য পান এবং মৌলিকতার প্রভাবে আবহমান ধারার সহিত না মিশিলেও—তাঁহার সমালোচনায় রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ১৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৭ই ভাদ্র ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—:*:—

ষ্টার থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর ‘দেবী চৌধুরাণীর’ অভিনয় ভালই হ’য়েছে বলে খবর পাওয়া গেল। বঙ্কিমবাবুর বইগুলি এখনও দর্শকদের বেশ আকৃষ্ট করে। বঙ্কিম বাবুর দু’ চারখানা বই যদি যত্ন করে প্রয়োগ নৈপুণ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে এবং নাটকের পাণ্ডুলিপি বর্ত্তমানের রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করে নিয়ে অভিনয় করা হয় তাহ’লে এদেশের রঙ্গালয়গুলি এখনও কিছুদিন তাঁদের প্রেক্ষাগার দর্শকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে তাঁরা কেউই এখন তেমন ভাবে আর সে চেষ্টা করেন না।

*

‘ষ্টারে’ ‘মৃণালিনী’ ‘বিষবৃক্ষ’ প্রভৃতি অভিনয়ের সময় আমরা তাঁদের এ ত্রুটী লক্ষ্য করেছিলুম। এবার ‘মিত্র থিয়েটারে’ ‘দুর্গেশনন্দিনীর’ অভিনয়েও এই ত্রুটি আরও বেশী রকম দেখতে পাওয়া গেছে। এই ভাবে যদি বঙ্কিমবাবুর বইগুলি আর কিছুদিন অভিনয় হয়, তাহ’লে বঙ্কিমবাবুর বইয়ের নাটকাকারে অভিনয় দেখবার আগ্রহ যে দর্শকদের মোটেই থাকবে না তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। বঙ্কিমবাবুর বইগুলিকে কালোপযোগী নাটকে রূপান্তরিত করে নেবার ও তার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করবার যোগ্যতা যে যে নাট্যসম্প্রদায়ের নেই তাদের উচিত নয় বঙ্কিমবাবুর প্রতিভাকে হত্যা করা।

*

মিত্র থিয়েটার বঙ্কিমবাবুর “কৃষ্ণকান্তের উইল” অভিনয় করবেন বলে ঘোষণা করেছেন কিন্তু কৃষ্ণকান্তের উইলের যে ভূমিকা লিপি সহযোগী “শিশির” পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তা আমাদের মোটেই লোভনীয় বলে মনে হ’ল না। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু নটকুল-বৃদ্ধ বটে এবং যদিও তিনি কোনও দিনই নাট্য-জগতের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেননা তবে উপস্থিত তিনি যে নট-গোষ্ঠির পিতামহ স্বরূপ তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু জরার প্রকোপে তাঁর বাণী একালে এতই অস্পষ্ট ও জড়িত হয়ে প’ড়েছে যে তাঁকে নিয়ে এখন বায়োস্কোপের নির্ব্বাক মূক অভিনয় হয়ত’ কোনও রকমে চলতে পারে, কিন্তু রঙ্গমঞ্চে নামিয়ে এই অশক্ত বৃদ্ধকে অপদস্থ করার আমরা মোটেই পক্ষপাতী নই।
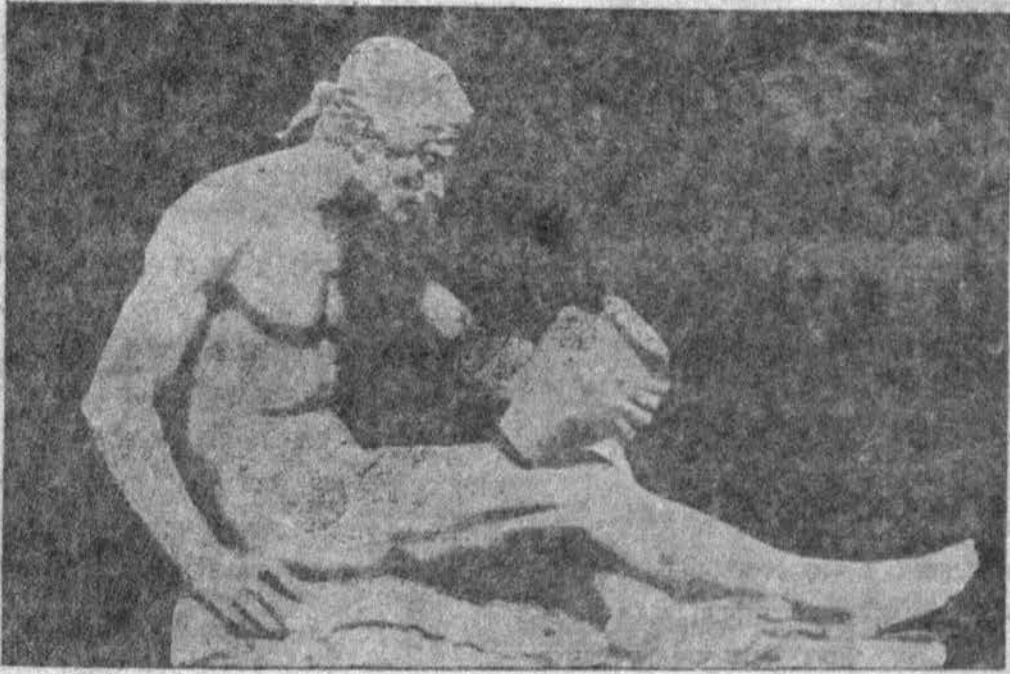
*

মিত্র থিয়েটার “কৃষ্ণকান্তের উইলে” এই প্রাচীন নটবরকে ‘কৃষ্ণকান্তের’ ভূমিকায় নাচাবেন স্থির করেছেন। অবশ্য বয়স হিসাবে “উইল” করবার অধিকার যে তাঁর অনেকদিনই হয়েছে, একথা আমরা অস্বীকার করিনি কিন্তু সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণ করবার সময়ও যে তাঁর বহুপূর্ব্বে উপস্থিত হয়েছে এ কথায় বোধ হয় একবাক্যে সবাই সমর্থন করবেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ‘ষ্টারে’ শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বিরাজ বউ”নাটকে তাঁর “নীলাম্বরের” ভূমিকার অভিনয় দেখেই দর্শকেরা তাঁর রঙ্গমঞ্চ থেকে অবসর গ্রহণের সময় হয়েছে বুঝেছিল।

*

তারপর ‘রোহিণী’ ও ‘ভ্রমরের’ ভূমিকা যথাক্রমে শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী গ্রহণ করবেন শুনে আমরা একেবারে দমে গেছি! সহযোগী ‘আত্মশক্তি’ এ সম্বন্ধে যে উপাদের ‘টিপ্পনী’ দিয়েছেন সে যেন একেবারে আমাদেরই অন্তরের প্রতিধ্বনি! তবে আমরা শুধু একটা কথা

অতিরিক্ত এই বলতে চাই, যে শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে দিয়ে 'রোহিণীর' অভিনয় করানো ছাড়া যদি আর কোনও উপায় না থাকে তাহ'লে নাটকটা ঈষৎ একটু পরিবর্ত্তন করে নিয়ে ঐ গোবিন্দলাল কর্ত্তৃক পিস্তলের গুলিতে রোহিণীর হত্যা ব্যাপারটাকেই যেন নাটকের সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য ক'রে নেওয়া হয়!

*

'চন্দ্রশেখরের' আদিম অভিনয়ের যুগে যে সকল অভিনেতৃ উহার 'আদি' ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যারা আজও জীবিত আছেন তাঁদেরই দ্বারা এই 'চন্দ্রশেখর' অভিনয় করানো হবে শুনে আমরা বিশেষ আনন্দিত হলুম। একরাত্রের জন্য এরূপ আয়োজন করা বেশ একটা অভিনব ব্যাপার বটে! এইদিন আমাদের মনে হয়—যেসকল দর্শক আজ বয়োবৃদ্ধ ও প্রাচীন হয়েছেন ব'লে বহুকাল হ'ল থিয়েটার দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, এবং আপনাদের যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে আজ ছেলেদের থিয়েটারে যেতে নিষেধ করেন—যেমন তাঁদের পিতৃপুরুষেরা তাঁদের করতেন—তাঁরা যেন সদলে সে অভিনয় দেখতে আসেন! কারণ নবীন দর্শকদের চেয়ে তাঁরাই এটা উপভোগ করতে পারবেন অনেক বেশী!

*

বঙ্কিমবাবুর প্রত্যেক বইগুলি যেমন সে যুগের রঙ্গালয়ে একে একে নাটকাকারে রূপান্তরিত হ'য়ে অভিনয় হয়েছিল, আমাদের মনে হয়, আজ শরৎচন্দ্রের প্রত্যেক বইখানিও তেমনি এ যুগের রঙ্গমঞ্চে নাটকাকারে রূপান্তরিত হ'য়ে অভিনয় হওয়া উচিত। কলিকাতার একটি সৌখীন সম্প্রদায় আজ কয়েক বৎসর ধরে এই কাজ ক'রে তাঁদের পথ নির্দ্দেশ করছেন, কিন্তু এমনিই রসজ্ঞানবর্জ্জিত এদেশের নাট্যমঞ্চাধিকারীবর্গ যে তাঁরা এখনও এটা করা উচিত বিবেচনা করছেন না! বহুবাজারের আনন্দ-পরিষদ "চন্দ্রনাথ" 'দেবদাস' 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি একে একে অভিনয় ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন যে এগুলির অভিনয় কত ভাল হ'তে পারে।

*

'আনন্দ পরিষদের' রসজ্ঞ শিল্পীরা আজকে আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' অভিনয় করবেন। 'গৃহদাহে'র মধ্যে যে অন্তর্নিহিত নাটকীয় বস্তু আছে তার প্রত্যক্ষ অভিনয় করা বড় কঠিন কাজ। জানি না 'আনন্দ পরিষদ' এতে কতখানি কৃতকার্য্য হবেন, তবে তাঁদের অতীত সাফল্য স্মরণ করে আমাদের মনে হয় 'গৃহদাহের' 'অচলা' 'মহিম,' 'সুরেশ' প্রভৃতিকে আমরা রঙ্গমঞ্চের উপর জীবন্ত দেখতে পাবো। কিন্তু আমাদের মনে হয় এঁরা যদি "দত্তা" বা "বামুনের মেয়ে" নিয়ে আগে চেষ্টা করতেন তাহলে তাঁদের দায়িত্ব অনেকটা সহজ সাধ্য হ'তে পারতো, কারণ এ বইগুলি শরৎবাবুর প্রায় নাটকাকারেই লেখা আছে! অভিনয়োপযোগী নাটকে রূপান্তরিত করে নিতে পারার অক্ষমতার জন্য 'আনন্দ-পরিষদে'র যে অসুবিধা টুকু এখন ভোগ করতে হয় সেটুকু আর হতো না!

*

সাধারণ রঙ্গালয় গুলির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা ক্রমেই হতাশ হ'য়ে প'ড়ছি! কবে সে নাট্যকার জন্মাবে—কবে এদেশে সেই যথার্থ শিল্পীর আবির্ভাব হবে যাঁরা সম্মিলিত হয়ে লাভালাভ ক্ষতি অক্ষতির প্রতি দৃক্‌পাত না ক'রে রঙ্গমঞ্চকে ভেঙে গড়তে পারবে যুগ নটরাজের নৃত্য-বেদীর যোগ্য করে! এ দেশের দর্শক সাধারণের কবে সে সুশিক্ষা হবে যাতে তাদের শিল্পরুচি ও কলানুরাগ ততটা উন্নত হয়ে উঠতে পারবে যাতে তারা ভাল নাটক ও ভাল অভিনয় কাকে বলে সহজে বুঝতে পারবে।

*

'নাট্যমন্দিরে' এবার নাকি যত শীঘ্র সম্ভব শরৎচন্দ্রের 'পল্লী সমাজের' অভিনয় হবে। এ কথা আমরা আজ বৎসরাধিক কাল শুনে আসছি, সুতরাং না হওয়া পর্য্যন্ত আর এ সংবাদে প্রত্যয় করতে পারছিনি। প্রথমে শোনা গেছল যে 'আর্ট থিয়েটার' এই বইখানি অভিনয় করবেন, কিন্তু বহুদিন অপেক্ষা করেও দেখা গেল যে তাঁদের সেরূপ কোনও অসদভিপ্রায় নেই, তারপর শোনা গেল যে শরৎবাবু নাকি বিরক্ত হয়ে "পল্লী সমাজ" 'আর্ট থিয়েটারে'র নিকট হ'তে ফেরত এনে শিশিরবাবুকে দিয়ে গেছেন। কিন্তু সেও প্রায় আর এক বৎসর হয়ে এলো। শিশিরবাবু "সধবার একাদশী" অভিনয় করবার পর এইবার নাকি 'পল্লী সমাজের' প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন। দেখা যাক সে আবার কতদিন লাগে!

*

'ষ্টার থিয়েটার' যখন সৌরীন্দ্র মোহনের "দশচক্রকে" রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" অভিনয় হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন আমরা তখন তাঁদের এরূপ অন্যায় আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেম। এবার দেখছি নাট্যমন্দিরও সেই অন্যায় করেছেন। তবে এঁরা খানিকটা বলে করেছেন এই—যে—ক্ষীরোদ প্রসাদেরই নূতন নাটক! কিন্তু সেই 'বৃন্দাবন বিলাস'ই যে আজ 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ধারণ করেছে এ কথার উল্লেখ প্রাচীর পত্রে কোথাও দেখা গেল না! আমরা রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের এই চাতুরীর মোটেই অনুমোদন করতে পারছিনি। চলচ্চিত্রজগতে পুস্তকের নাম পরিবর্ত্তন করে অভিনয় করবার প্রথা প্রচলিত আছে বটে কিন্তু নাট্যজগতেও সেটা চলা উচিত বলে আমরা মনে করিনি। এতে দর্শক সাধারণেকে প্রতারিত হয়।

*

আমরা শুনে সুখী হ'লাম যে 'মিনার্ভা'র কর্ত্তৃপক্ষ আগামী মঙ্গলবার ৭ই সেপ্টেম্বর যশস্বী নাট্যকার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্তকে একটী সম্মান রজনী প্রদান করছেন। এই উপলক্ষে তাঁরা অভিনয় তালিকাটীও যথাসম্ভব দীর্ঘ এবং মনোরম করেছেন। 'মিনার্ভা' গুণের আদর দেখিয়ে তাঁদের উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন। বরদাবাবু অনেকদিন ধরে বাঙ্গালী নাট্যামোদী-গণকে আনন্দ দান করে আসছেন। সুতরাং দর্শকগণের কর্ত্তব্য হবে সদলবলে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে 'মিনার্ভা'র এই উদ্যমকে সাফল্যমণ্ডিত করা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা সে কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করবেন।

———

রঙ্গরেণু

—:*:—

সরেণ্টো ম্যাক্সিম গোর্কীর বাড়ীতে নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ প্রডুসার মিঃ মরিস গেষ্ট সম্প্রতি গিয়ে গোর্কীকে বলেন আমার সঙ্গে আমেরিকা চলুন,আমেরিকান ইউনাইটেড আর্টিষ্টস্ করপোরেসনের (The American United Artists Corporation) জন্য একখানা ভাল সিনেরিও লিখে দেবেন। গোর্কী এখন রুশের ঐতিহাসিক একখানা নভেল লিখ্‌ছেন বলে স্বীকার পান নি। এই নভেল শেষ করতে আরও দেড় বছর লাগবে। তবে তিনি ইউরোপে মিঃ গেষ্টকে "মেকী টাকা" (The false Coin) নামে একখানা নাটক অভিনয় করতে দিয়েছেন। ইউরোপে এই নাটকের অভিনয় অধিকার Herr Max Reinhardt এর,

*

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী পেগীও রুডলফ্ ভ্যালাণ্টিনোর শোকে দেহত্যাগ করেছেন, ভ্যালাণ্টিনোর সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। ভ্যালাণ্টিনোর মৃত্যুতে তিনি বড় আঘাত পেয়েছিলেন।

*

আমেরিকার মেট্রোপলিটান থিয়েটারের অভিনেত্রী লিলিয়ান টাস্‌ম্যান এই অজুহাতে কাজ ছেড়ে দিচ্ছেন যে তাঁকে খালি দ্বিতীয় স্তরের অভিনেত্রীদের ভূমিকা দেওয়া হয়। আসল কথা লিলিয়ান তার স্বামী এডমণ্ড লোর সঙ্গেফক্স্ কোম্পানীর নতুন ফিল্ম "ওয়ান ইনক্রিজিং পারপাসে" অভিনয় (One Increasing Purpose) অভিনয় করতে বিলাত যাবেন।

•

মার্কিনে কনসাস্ সিটির দি লিবার্টি বায়স্কোপ কোম্পানী দর্শকদের তিন পয়সার আইসক্রীম খেতে দিচ্ছেন।

•

ভ্রাস্কো আইবানেজের নাটক্ "যাদুকরী" (The Temptress) শীঘ্রই অভিনীত হবে। নর্ত্তকীর অংশ গ্রহণ করবেন প্রসিদ্ধা নটী গেবী আর্ণল্ড।

•

শ্রেষ্ঠ রুশ অভিনেত্রী নাগুভাকে নতুন নাটক "দি গ্রীনউইচ ভিলেজ ফলিজ"এ অভিনয় কর্ব্বার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

•

সুবিখ্যাত চিত্রনাটক "পীরামিডস্"এর নাট্যকারের নাম স্যামুয়েল রাফিন গলডিং। নাটকের প্রডুসার হলেন ওয়ালেস ও মার্টিন্‌স। এঁরা নাট্যকারের নতুন এক হাসির নাটকের অভিনয় করবেন।

•

বিলাতে নিউ গ্যালারী থিয়েটারে সম্প্রতি "আমরা একেলে" (We Moderns) ও "নিরাশ দ্বীপ" (The Island of Despair) এই দুইখানা ছবি দেখান হয়েছে। আগের নাটকখানা লিখেছেন মিঃ ইজরায়েল জাঙ্গুইল। কোলীন মুর নাটকখানাতে ভাল অভিনয় করেছেন। "দি আইল্যাণ্ড অব ডেসপেয়ার" খাঁটি ইংরাজী নাটক। এর প্রধান অংশ নিয়েছিলেন Matheson Lang.

•

মিঃ এইচ, এফ, রুবিন্‌ষ্টিন আজ কাল বিলাতে নাটক লিখে বেশ নাম করেছেন। সম্প্রতি "দি হাউস" নামে তাঁর তিন অঙ্কের এক নাটক বেরিয়েছে।

•

বিলাতে "রিয়াল্‌টো" থিয়েটরে "দি ম্যারেজ ক্লজ" নামে এক ছবি দেখান হয়েছে। প্রধান অংশে নেমেছিলেন ফ্রান্সিস্ এক্স বুসম্যান। নায়িকার অংশ নিয়েছিলেন বিলী ডভ্। ছবিখানি ভাল।

শ্রীতারানাথ রায়।

সমালোচনার ধারা

—:০:—

"সধবার একাদশীতে আমরা দেখিতে পাই নিমচাঁদের চরিত্র এক জটিলতার আবরণে সমাচ্ছন্ন—দুইটী পরস্পর বিষম পদার্থ লইয়াই নিমে দত্তর প্রকৃতি—তন্মধ্যে একটী দেবোচিত, একটী পিশাচোচিত। পিশাচোচিত ভাগ প্রবল হইয়া দেবোচিত ভাগকে পরাভূত করিয়াছে; দেবোচিত ভাগ পরাভূত হইয়াও রোষানল বিস্তার পূর্ব্বক পিশাচোচিত ভাগকে তাড়না করিতেছে। সে তাড়নায় পিশাচোচিত ভাগ আরও উত্তেজিত হইতেছে আরও প্রবল হইবার চেষ্টা করিতেছে, আরও প্রখর করিতেছে। এই নিমে দত্ত, এই নরক!" (৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য)

দোষ গুণের সমন্বয়ে দীনবন্ধু বাবু এই চরিত্রে যে অপূর্ব্ব রস সমন্বয়ে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অনুভূতির বিষয়—"নিমে দত্তর গভীর ও অন্তুভাগ জড়িত প্রকৃতির উপর আবরণ স্বরূপ একটী তরল ভাব আছে" তরলতার আবরণে থাকিয়াও তাহার অন্তঃপ্রকৃতির বিচিত্র রূপটী যে ভাবে মধ্যে মধ্যে ফুটিয়া উঠে তাহা বাস্তবিকই লেখকের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! নিমে দত্তর চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে—বারান্তরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল

এখন, যিনি এই চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে চান—তাঁহাকে বিশেষ করিয়াই চরিত্রটীর অন্তঃপ্রকৃতির ও তাহার বহিরাবরণের সহিত বিরোধ সম্পর্কের মূল সূত্র টুকু ধরিতে হইবে! নতুবা তাঁহার পক্ষে চরিত্রের সত্যমূর্ত্তিটুকু ধারণা করা অসম্ভব!

সম্রাট নেপোলিয়ন একজন বিখ্যাত সমালোচক ছিলেন এ কথা অনেকেই জানেন। তাঁহার সময়ে টাল্‌মা একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। সেই টাল্‌মার সিজারের ভূমিকা দেখিয়া সম্রাট বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হয়, তুমি সিজারের চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পার নাই—সিংহাসন তাঁহার একান্ত লক্ষ্য ছিল বটে কিন্তু চতুর্দ্দিকে রোমানরা ছিল বলিয়া তিনি এমন ভাব দেখাইতেন যেন তিনি সিংহাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ উদার, অন্য কোন আকাঙ্খাই করেন না। তোমার অভিনয় দেখিয়া কিন্তু এই কথাটিই আমার মনে বিশেষ করিয়া জাগিতেছে যে সিংহাসনের প্রতি বাস্তবিকই বোধহয় সিজারের আন্তরিক উপেক্ষা ছিল কারণ তাঁহার অন্তরের মধ্যে সিংহাসন

ছিল্‌। যে প্রবল ছিল তুমি তোমার অভিনয়ের মধ্যে সে ভাবটা ফুটাইয়া তুলিতে পার নাই!" ...রুমা সম্রাটের উপদেশানুসারে অভিনয়ের ধারা বদলাইয়া ফেলিলেন, এবার সম্রাট তাহার অভিনয় দেখিয়া বলিলেন হাঁ এইবার আমি প্রকৃত সিজারকে রঙ্গমঞ্চের উপর মূর্ত্ত দেখিলাম। চরিত্রের সত্যমূর্ত্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যে সমালোচনার জন্য কতটা আবশ্যক—তাহা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে দু' একটা কথা বলিয়া শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অভিনয় বুঝিতে হইলে নাটকের সমালোচনা করা কর্ত্তব্য! কিন্তু দেখিতে পাই যে নাটকের সমালোচনা আজকাল এরূপ রূপধারণ করে যে কোনও নাটকের অভিনয় যে এককালে আমাদিগকে কোন আনন্দ দান করিতে পারে সমালোচনা পাঠের পর প্রথমতঃ ইহা ধারণাতেই আনিতে পারা যায় না। কোনও প্রকারে নথি পুঁথি ঘাঁটিয়া নাটকের গৌরব ক্ষুণ্ণ করাই এই প্রকার সমালোচকের উদ্দেশ্য অথচ ইহাঁরাই হয়তো Hall-mark প্রাপ্ত সাহিত্যসেবী ও সমালোচক বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ইহাদের মনে রাখা উচিত নাটকের উদ্দেশ্য অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়ার অভিব্যক্তি ও তাহার মূলমন্ত্র "রসো বৈসঃ" নাটক সামাজিকই হউক ঐতিহাসিকই হউক বা পৌরাণিকই হউক—চরিত্রের পরিস্ফুটন নাট্যকারকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিস্ফুটনের সাহায্যে—অবস্থায় ও চরিত্রে দ্বন্দ্বসৃষ্টিই নাটকের রূপ আর চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশও (Idealisation) হইয়া থাকে ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বের বিকাশ মাধুর্য্যে!

কথা প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ একটি সমালোচনার (?) কথা বলিব। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের "সীতা" নাটক লইয়া এক শ্রেণীর সমালোচকদের মধ্যে* এখনও খুব Log-rolling চলিতেছে! তাঁহারা বলিতে চান ইহাতে না কি রাম চরিত্রের অবমাননা করা হইয়াছে—তিনি প্রজারঞ্জক আদর্শ নরপতি তিনি কি না সীতার বিরহে কাতর! কোথায় তিনি অন্তরের ব্যথা অন্তরে চাপিয়া রাজকার্য্য করিয়া যাইবেন না অযথা রাজকার্য্যের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ!' ইহা কি পুরাণ কল্পিত রাম চরিত্রের প্রতিচ্ছবি না—"O peevish tempered young Bengalee Babu pining and repenting in his harem for the banishment of Seeta against her will"

এই সকল কথার উত্তর করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা! এদের মনে রাখা উচিত নাটক নাটকই তাহা পুরাণও নহে কিংবা ইতিহাসও নহে। পুরাণ অবলম্বনে লিখিত হইলেও তাহা পুরাণের পকেট সংস্করণ নহে! পৌরাণিক মাহাত্ম্যটুকু বজায় রাখিয়া নাট্যকার ইচ্ছা মত পাত্র পাত্রীর চরিত্রের প্রাণদান করিতে পারেন। অন্তঃপ্রকৃতির দ্বন্দ্বসৃষ্ট তরঙ্গায়িত আবেগের উচ্ছ্বাস মনের হেলা-দোলা অবস্থা ও চরিত্রের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, অন্তঃপ্রকৃতির দ্বারা অন্তঃপ্রকৃতির কিরূপে পরিচালনা হয় ইত্যাদির রূপের সৃষ্টি মাধুর্য্যই সে নাটকের প্রাণ—মনীষিবর্গের নাটক বিবৃতি হইতে, ইহার প্রমাণ পাইয়া থাকি। যোগেশবাবুর "সীতা"য় এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া অপরূপ লীলাচ্ছন্দে ফুটিয়া উঠিয়াছে—"রাম সীতা বিরহের নির্ঝরিণী ধারা" নয়নাশ্রুর ন্যায় আপনা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে! এত করুণ এত মর্ম্মস্পৃক নাটক বাঙলা সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সীতার বিরহে রামচন্দ্রের হৃদয় যে সর্ব্বদাই অশান্তি অনলে দগ্ধ হইতেছিল, "জনকনন্দিনীর বিরহে সতীহারা পশুপতির ন্যায় শুধু অধীর নন, তিনি যে অনেকটা উন্মাদও হয়ে উঠেছিলেন" বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, মধুসূদন, রঘুনন্দন, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাদের প্রত্যেকেরই সৃষ্ট রাম ইহার প্রমাণ ছিল। রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেও নীরস রাজকর্ত্তব্যের প্রতি তাহার হৃদয় যে সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল না এ কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ হয়। যোগেশ বাবুর সীতায় নাটকের এই সত্যরূপটুকু অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে! অন্তরের বাণীর সহিত বাহ্য জগতের ঘাত প্রতিঘাত পূতবারিধারাসমা নিষ্কলঙ্কা সীতাদেবীকে বিসর্জ্জন হেতু তাঁহার অন্তরের মধ্যে রাজকর্ত্তব্যের বিরুদ্ধে সে আত্মবিদ্রোহ এই নাটকখানি তাহারই একটী বহির্ম্মুখী দ্যোতনা! "সত্য ও সংস্কারের বিরোধ" লইয়াই এই নাটকখানির মাধুর্য্য ও সৃষ্টি—শিল্পীর অতুল লেখনী সম্পাতে ঐ সৃষ্টি মাধুর্য্যের রসধারা পূতসলিলা ভাগরথীর ন্যায় বহিয়া চলিয়াছে!

রস বিকাশ লইয়াই নাটকের মাধুর্য্য সুতরাং রসগ্রাহীর প্রাণ লইয়াই সমালোচনা করা কর্ত্তব্য! Adair Fitzgerald তাঁহার "The power of

* পাঠকগণকে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীনরেন্দ্র দেব মহাশয়ের "নাচঘরে" প্রকাশিত "বাঙলা নাট্য সাহিত্যে "সীতা" নামক প্রবন্ধটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি! (লেখক)

Cri icism নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"The power of criticism is to awaken strength, to suggest improvement, to give impetus to the aspirning and the struggling dramatist and librettist, not to crush or pulverize him and his efforts eternally***There is far too much fault finding, too much abuse and too little praise in the crticism of the age. Most critics are men of course but it is not every critic who has sufficient confidence to be manly in the pursuit of their avocation" —সমালোচনা করা আবশ্যক কিন্তু তাহা ন্যায়সঙ্গত হওয়া দরকার—অন্যায় ভাবে সমালোচনা করা কিংবা রসবোধের হীনতা প্রদর্শন করা সমালোচনার গৌরব নহে। সমালোচনায় উদ্দেশ্য কেবল দোষটুকু খুঁজিয়া বাহির করাই নহে If criticism is to be of any advantage, it must be just while condemning the faults, may be the follies of writer is his works, a wise discration should prompt a critic to praise where the good qualities are themselves evident" সদ্‌গুণ গুলিকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া কেবল দোষটুকু টানিয়া টানিয়া বাহির করিয়া সমালোচনার বিদ্যা জাহির করা নীতি-সঙ্গত নহে। আশা করি আধুনিক সমালোচকগণ এ কথাগুলি মনে রাখিবেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন যে তাঁহারা রক্তচক্ষু-পাহারাওয়ালা নন, তাঁহারা গুণ্ডা নন, তাঁহারা সহানুভূতিসম্পন্ন, শিল্পের মর্ম্মের মর্ম্মী প্রকৃত দরদী!

আমাদের দেশে রঙ্গালয়গুলি জয়শ্রী মণ্ডিত হোক্ ইহাই আমার কামনা—রঙ্গালয়ের সংস্কার করিতে হইলে (Rebirth of theatre as an art) সমালোচনার আবশ্যকতা আছে বটে কিন্তু সে সমালোচনা নিরপেক্ষ সরল ও সহানুভূতিপূর্ণ হওয়া চাই। সমালোচকরা গুণের সমাদর করুন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়। তাঁহারা রসগ্রাহী ত বটেই সাধারণ রুচির প্রবর্ত্তনাও তাঁহাদের দ্বারাই সম্ভব।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

ডেভিড গ্যারিক্ (David Garrick)

১৭১৬ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর নাট্য-জগতের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় দিন। ঐ দিনে Hereford নগরে Huguenot বংশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা ডেভিড্ গ্যারিকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা, লেফ টনেণ্ট পিটার গ্যারিক, মাতা, আরাবেলা ক্লাক্ (Arabella clough) মাতামহ Linchfield Cathedral এর পুরোহিত (vicar); মাতামহী, একজন

আইরিশ রমণী। ডেভিডের পিতা ছিলেন খুব গরীব। ছেলেকে মানুষ করা লেখাপড়া শেখানো প্রভৃতি পেরে উঠতেন না। কাজেই ডেভিডকে তাঁহার লিস্‌বনে এক বড়লোক ভাই ছিল তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বালক ডেভিড সেখানে বেশীদিন থাকতে পেলে না। ওকালতী ব্যবসায় ঢোকাবার জন্য তাহাকে আইন পড়াবার উদ্যোগ চলছিল এমন সময় ডেভিডের পিতার মৃত্যু হয়। পিতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডেভিড তাহার কাকাকেও হারায়। কাজেই তার আইন পড়ার সম্বন্ধে সব মতলব গুলিয়ে গেল। কিন্তু কাকার মৃত্যুতে কিছু টাকা ডেভিডের হাতে এসে পড়লো এবং সেই টাকাতে একটি মদের দোকান খোলার সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড বেশ একজন রীতিমত রঙ্গালয়ের দর্শক হয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে তখনকার নট নটী রঙ্গাধ্যক্ষদের সঙ্গে বেশ পরিচিত হয়ে উঠলেন। এই হ'লো তাঁর ভবিষ্যৎ নটজীবনের পূর্ব্বাভাস।

এইবার আমরা গ্যারিকের সাধারণ সমক্ষে প্রথম অভিনয়ের কথা বলবো। কিন্তু সে একটা গল্প বিশেষ। একদিন Goodman's Fielcs Theatreএ "The Harlequin Student" নামে একখানি প্রহসন দেখতে গেছেন। কন্‌সার্ট অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে, লোকে লোকারণ্য, কিন্তু যবনিকা উত্তোলনের কোন চিহ্ন নেই। ব্যাপার গুরুতর বুঝে গ্যারিক নিজেই চলে গেলেন রঙ্গপীঠের ভিতর এবং ম্যানেজার Mr Giffordএর কাছে শুনলেন যে সেদিনকার প্রধান অভিনেতাই অনুপস্থিত এবং অন্য কেহ সে অংশ অভিনয় করতে সাহসী নন। ওদিকে গ্যারিকেরও নটজীবনের যবনিকা ওঠবার বোধ হয় সময় হয়ে এসেছিল। তিনি নিজে ঐ অংশ অভিনয় করবার সৎসাহস ম্যানেজারকে জানালে ম্যানেজার আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিলেন। গ্যারিক সেদিনকার মত কর্ম্মকর্ত্তাদের মুখ রক্ষা করলেন। এইখানেই তাঁর নটজীবন আরম্ভ হ'লো।

তারপর গ্যারিক একটি ভ্রাম্যমান দলে থেকে Lydell নাম নিয়ে "Oronooko" নাটকে "Aboan"এর অংশ অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ঠিক এরই পরে "The Orphan" নাটকে "Chamout," "Recruiting Officer"এ "Captain Brazen" এর ভূমিকা অভিনয় করেন। Shakespeare এর "Richard III"এ Richard III নিয়ে গ্যারিক প্রথম লণ্ডন দর্শকের সামনে আসেন। এবং সেইদিন প্রোগ্রামে "A gentleman who had never appeared before on any stage" বলে নিজের পরিচয় দেন। সেটা হচ্ছে ১৭৪১ সালের ১৯শে অক্টোবর। বলা বাহুল্য যে গ্যারিকের অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গেরই হয়েছিল। Richard III এর পর তিনি "Pamela"তে "Jac smatter," "Fop's Fortune"এ "Clodyo"র অংশ গ্রহণ করেন। তারপর "Othello"এ Othello, "The Rehearsal"এ "Bayes"এর ভূমিকা অভিনয় করেন। কিন্তু গ্যারিকের Othello তাঁর ব্যর্থতার একটি সাক্ষী। তাঁর 'Antony,' 'Romeo,' 'Hotspur,' ও 'Othello'র দলে। তারপর তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের ভিতর "King Lear"এর অভিনয় শ্রেষ্ঠতম। অভিশাপ-দৃশ্যে গ্যারিকের Learকে এখনও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। এই দৃশ্যটি একেবারে অদ্ভুত!—চমৎকার!! "This was so terrible that the audience is said to have seemed to shrink away and cower from it as if from a lighting flash and the preparations—his throwing awa/ his crutch, clasping his hands, and turning his eyes to heaven—inspired a strange forecast of terror".

এই সূত্রে একটী ছোট ঘটনার সাহায্যে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে গ্যারিকের observation কি গভীর ছিল। Lear অভিনয়ের যখন প্রচেষ্টা চলছিলো Garrick একদিন দেখতে পেলেন যে একটী পাগল

আসছে। সেই পাগলটীর একটী ছেলে নাকি জানালা থেকে পড়ে গিয়ে মারা গেছে এবং সেই অবধি লোকটীর ঐ রকম অবস্থা। Lear এর Mad scene এর জন্ত তখন গ্যারিক প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি অমনি পাগলটীর হাব ভাব চলন ভঙ্গী খুব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলেন এবং সেই লক্ষ্যের ফল যে কি দাঁড়িয়েছিল তা তাঁর Lear এর সমালোচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়!

গ্যারিক চরিত্রের উল্লেখ যোগ্য একটা প্রধান জিনিস হচ্ছে যে কেউ তাঁর সম্বন্ধে হাজার অপ্রিয় সমালোচনা করেও তাঁকে চটাতে পারতেন না। তিনি সে গুলি বেশ মন দিয়ে পড়তেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেশ তলিয়ে বুঝতেন। তিনি নিজেকে সব-জান্‌তা গোছের একটা কিছু মনে করতেন না। এ সম্বন্ধে গ্যারিক নিজেই লিখে গেছেন "I must assure you that I have more pleasure than uneasiness when I read a true, well-intended criticism, though against myself; for I always flatter myself that I can attain the mark which my friends may point to me, and I really think myself neither too old nor to wise to learn" কিন্তু তিনি খোষামদী মোটেই ভালবাসতেন না। বরং তিনি তাঁর অন্ধ ভক্তদের ঘৃণা করতেন। তাঁর এক পরিচিত তরুন নট সবে মাত্র তখন খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি বৃদ্ধ গ্যারিককে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। গ্যারিক তাঁকে লিখে পাঠালেন "Those friends who have made you idle will be the first to forsake you. Guard against splitting the ears of the groundlings who are capable of nothing but dumb show and noise. Do not trust your taste to the and feeling to the applause of the multitude. A true genius will convert an audience to his manner, rather than be converted by them to what is false and unnatural.

আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৪শে ভাদ্র
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—:•:—

কিছুদিন আগেও য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সভ্যদের অভিনয় বহু দর্শকদের তৃপ্তি দিয়েছে। তাঁদের অভিনয়ের মধ্যে অনেকস্থলে সূক্ষ্ম নাট্যকলার আশ্চর্য্য বিকাশ দেখে মুগ্ধ হ'তে হ'য়েছে। তাঁদের উচ্চ অঙ্গের রঙ্গ-নৈপুণ্য ও রূপ-দক্ষতার মৌলিকতা কতবার কতজনকে মুগ্ধ করেছে! কলকাতার মতো এতবড় একটি সহরের স্কুল কলেজের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের সম্মিলিত চেষ্টায় যে অভিনয় তা যেমন উচ্চ অঙ্গের হওয়া উচিত এতাবৎকাল তাই হ'য়ে আসছিল কিন্তু সেদিন ইন্‌স্টিটিউটের সভ্যদের দ্বারা শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত "লাখটাকা" নাটকখানির অভিনয় দেখে আমরা অত্যন্ত হতাশ হয়েছি।

•

ইন্‌স্টিটিউটের সভ্যগণ আমাদের সেদিন 'লাখটাকা'র, যে অভিনয় দেখিয়েছেন তা নিতান্ত নিম্নশ্রেণীর। সহরের উচ্চশিক্ষিত যুবকদের নাট্য-কলাবোধের যে অপরিসীম দীনতা সেদিনের অভিনয়ে প্রকাশ পেয়েছে তা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। তাঁরা অভিনয়-নৈপুণ্যে মৌলিকতার পরিচয় দেওয়া দূরে থাক্ বরং সাধারণ রঙ্গালয়ের অভিনয়-ভঙ্গীকে, এমন কি পাত্র পাত্রীর সাজ পোষাক ও রূপ সজ্জার দিক দিয়েও এত বেশী অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন যে তাঁদের অভিনয় দেখে মনে হলো তাঁরা যেন 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনীত 'লাখটাকার' ব্যঙ্গ অনুকৃতি (Caricature) ক'রছেন!

•

শ্রীমণি মুখোপাধ্যায় 'ফকীরামের' ভূমিকায় ছ্যাবলামীর বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করেছেন। শ্রীমাধব ঘোষ 'রজনীকান্তে'র ভূমিকায় প্রাণপণে অহীন্দ্র বাবুর অনুকরণ করবার চেষ্টা করেছেন এমন কি শ্রীসুশীল মজুমদার 'বেয়াক্কেলের' ভূমিকায় অবশেষে সন্তোষ পাল মহাশয়েরও সেই খোঁচা দাড়ী ও গালের জরুলটি পর্য্যন্ত ধার করেছেন! য়ুনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সভ্যগণ যে নাট্য-কলায় এতটা নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছেন তা আমাদের ধারণা ছিল না! পাওনাদারের দল এতই অপটু যে তাঁদের দ্বারা টাকার তাগাদা মোটেই চলে না। কাবুলীওয়ালাটি মন্দ হয়নি কিন্তু তিনি হিন্দুস্থানীদের মতো খৈনী খেয়ে নিজ দুষ্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন।

•

স্ত্রী ভূমিকা-গুলির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন 'খোস্তামাসী'র ভূমিকায় শ্রীনিতাই মিত্র। শ্রীহরিসাধন গুপ্তর চপলাও আমাদের ভাল লেগেছে কিন্তু শ্রীমধুসূদন ক্ষেত্রীর 'ভুজঙ্গিনী' অচল এবং শ্রীচিত্ত অধিকারীর 'জমাদারনী' নিতান্তই দৃষ্টিকটু হ'য়েছিল। গান এঁরা না গাইলেই ভাল করতেন। ইন্‌স্টিটিউটের এই অধঃপতন দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হ'য়েছি। একদিন ইন্‌স্টিটিউটের অভিনয় শিক্ষিত সমাজের গর্ব্ব করবার জিনিস ছিল। আজ তাঁরা যদি এ প্রতিষ্ঠানটির পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করতে এতই অক্ষম হয়ে থাকেন, তাহ'লে আমাদের মতে তাঁদের এখন আর কিছুদিন অভিনয় না করাই উচিত।

•

আমরা যা আশা করেছিলুম তার অতিরিক্ত আনন্দ আমাদের দিয়েছেন সেদিন 'আনন্দ পরিষদের' সভ্যগণ। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহের' ন্যায় একখানি কঠিন সামাজিক বইয়ের এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় যে শহরের এক সৌখীন সম্প্রদায়ের দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে এ হয়ত অনেকের ধারণাই হবেনা, কারণ

তাঁরা বরাবর যে সব সখের দলের অভিনয় দেখে এসেছেন তার অধিকাংশই পেশাদার থিয়েটারওয়ালাদের ব্যর্থ নকল মাত্র। আনন্দ-পরিষদের সভ্যগণ কিন্তু দেশের নাট্য সম্প্রদায় গুলিকে নূতন আদর্শের সন্ধান দিচ্ছেন। তাঁরা আজ বাঙলা দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীর অপূর্ব্ব রচনাগুলি একে একে নাটকাকারের রূপান্তরিত করে নিয়ে সাধারণের সম্মুখে অভিনয় করে দেখাচ্ছেন যে ভাল নাটক পাওয়া যায় না বলে যে নাট্য সম্প্রদায়গুলি আক্ষেপ করেন তাঁদের ভাল নাটক অভিনয় করবার কোনও আন্তরিক আগ্রহ নেই, তা যদি থাকত তাহ'লে নামজাদা নাট্যকারদের অনেক তৃতীয় শ্রেণীর নাটকের অভিনয় না করে তাঁরা আজ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সর্ব্বাগ্রে নাটকাকারে রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে অভিনয় করতেন।

*

সেদিন 'আনন্দ পরিষদে'র অভিনয় দেখতে দেখতে কেবল এই কথাই মনে হ'চ্ছিল যেন শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' বইখানির প্রত্যেক পাতা থেকে আজ অচলা, মহিম, সুরেশ, কেদারবাবু, ভবানী, মৃণাল, রামবাবু, নৃপেন প্রভৃতি কোন্ মায়া মন্ত্র প্রভাবে সজীব হয়ে উঠে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন!

*

আনন্দ-পরিষদের প্রধান শিল্পী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ মিত্র স্বয়ং এবার 'গৃহদাহ' বইখানিকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করায় নাটকের দোষে যে অসুবিধাটুকু তাঁদের পূর্ব্বে ভোগ করতে হ'য়েছিল এবার আর সে অসুবিধাটুকু একেবারেই ছিল না। দু'টি দুইতিন দৃশ্য ছাড়া আমাদের মনে হ'ল এবার আনন্দ পরিষদের 'গৃহদাহ', নাটক হিসাবে একেবারে নির্দ্দোষ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। বিশেষ তাঁরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি প্রাণস্পর্শী সঙ্গীত এমন নিপুণতার সঙ্গে নির্ব্বাচন করে নিয়ে এমন যোগ্যতম স্থানে প্রয়োগ করেছেন যে এই গান ক'খানি 'গৃহদাহ' অভিনয়ের সুরটিকে একটী বিশেষ রূপ দিয়ে তাকে আরও আকুল ও মর্ম্মছোঁয়া ক'রে তুলেছিল!

*

গৃহদাহের প্রধান নায়ক সুরেশের ভূমিকায় সু-অভিনয়-কুশলী শিল্পী লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন্। বুকের ভিতরের ভাব বন্যার প্রচণ্ড তাড়নে মাঝে মাঝে উদ্দাম হ'য়ে ওঠা—এই নির্ভীক পরোপকারী প্রেমিক যুবকের বিচিত্র অদ্ভুত চরিত্রটি লক্ষ্মীবাবু আপনার প্রতিভার সাহায্যে একেবারে মূর্ত্ত ও জীবন্ত করে তুলেছিলেন। কেদারবাবুর বাসায় এসে সেই অচলার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনই সুরেশ যে কাণ্ড ক'রে ব'সল—তারপর একদিন অচলার ব্যবহারে তার সেই ক্রোধে ক্ষোভে অভিমানে অপমানে রুদ্রমূর্ত্তি;—তারপর মহিমের দেশে রাজপুরে তার অচলার সন্ধানে অভিযান—অগ্নিকাণ্ডে গৃহশূন্য মহিম ও অচলাকে আপন আশ্রয়ে নিয়ে এসে সেই সযত্নে চিকিৎসা তারপর সেই হঠাৎ জব্বলপুর যাওয়া সেই ঝড়ের রাত্রে ডিহীর রেল ষ্টেশনে অচলাকে পথের মাঝে নামিয়ে নেওয়া, রামবাবুর বাসায় নিজের নূতন বাংলায় প্লেগ মহামারী সমাচ্ছন্ন মাড়ুলীর রোগশয্যায় সর্ব্বত্রই সুরেশকে আমরা নিখুঁৎ অভিনয় করতে দেখিছি! আমাদের মনে হয় এই শক্তিশালী নট যদি কোনও সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন তাহ'লে এঁর দ্বারা নাট্যজগতের অনেক উন্নতি সাধিত হ'তে পারে।

*

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বসুর মহিম আগাগোড়া ভাল না হ'লেও স্থানে স্থানে এতো ভাল হয়েছিল যে তার তুলনা হয় না. তাঁর দোষের মধ্যে শুধু দেখলুম তিনি সাজ পরিবর্ত্তনের দিকে একেবারেই অমনোযোগী। যে জুতো মোজা ও ফ্লানেলের জামা গায়ে দিয়ে তিনি তৃতীয় অঙ্কে দেখা দিয়েছিলেন—সেই সাজেই তাঁকে চতুর্থ অঙ্কেও মৃনালদের বাড়ী দেখা গেছে—ডিহিরীতে রামবাবুর বাড়ীও দেখা গেছে, এমন কি পঞ্চম অঙ্কেও তিনি তার পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন বোধ করেন নি! এটা আমরা মোটেই অনুমোদন করতে পারলুম না। তাছাড়া গোড়ার দিকেও তিনি একবার যেরকম একটি পা'পর্য্যন্ত ঝুলে পড়া সিল্কের পাঞ্জাবী পরে ও হাতে রিষ্ট ওয়াচ বেঁধে দেখা দিয়েছিলেন সেটা মহিমের যোগ্য সাজ মোটেই হয় নি!

*

সু-অভিনয়ের দিক দিয়ে শ্রীযুক্ত শরদিন্দু ঘোষের 'কেদার' অতি চমৎকার হয়েছে! তাঁর ভূমিকা একেবারে নিখুঁৎ হ'তে পারতো যদি তিনি স্থানে স্থানে ভাব প্রকাশের আতিশয্য না দেখিয়ে—আরও একটু সংযতভাবে অভিনয় করতেন। পোষাক পরিবর্ত্তন ও রূপসজ্জার দিকে এই শিল্পীর সূক্ষ্ম মনোযোগ বিশেষ প্রশংসনীয়!

*

মৃণালের স্বামী বৃদ্ধ ভবানীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করেছেন। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাউল' ও 'উদাসী' বেশে তাঁর সুললিতকণ্ঠের সুমধুর সঙ্গীতধারায় দর্শকদের বারম্বার মুগ্ধ করেছেন।

*

স্ত্রী ভূমিকায় শ্রীমান্ কেশবচন্দ্র দেব ও তারকনাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে 'মৃণাল' ও 'অচলার' ভূমিকায় যে বিস্ময়কর অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নারী অভিনেত্রীরাও তাদের স্বাভাবিক ভূমিকায় নাট্যকলার এত সুন্দর ও অপূর্ব্বলীলা দেখাতে পারেন না। বিশেষ করে শ্রীমান্ কেশব দেবের 'মৃণাল' সর্ব্বসাধারণকে বড্ড বেশী মুগ্ধ করেছিল। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষের 'বীণার' ভূমিকার চেয়ে 'পিসিমার' অভিনয়ই অধিকতর সুন্দর হয়েছিল। পুরুষের দ্বারা স্ত্রীলোকের ভূমিকা অভিনয় করবার যে নিদারুণ দুর্ভাগ্য এদেশের সৌখীন নাট্যসমাজকে বহন করতে হয়, তার অবশ্যম্ভাবী ফলে প্রায়ই দেখা যায় এদিকটায় তাঁদের দীনতাই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেদিন আনন্দ-পরিষদের শিল্পীরা নারী চরিত্রের অভিনয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন তা সচরাচর দেখা যায় না।

*

ছোট ছোট ভূমিকার মধ্যে একমাত্র সুরেশের সরকার "আশুর" ভূমিকা ছাড়া অন্য সবগুলিই বেশ চলন সই হয়েছিল, তার মধ্যে শ্রীযুক্ত গৌরমোহন ধরের 'ক্যাবলার' অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য! সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের আরও একটা প্রধান অসুবিধা ভোগ করতে হয় রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, দৃশ্যপট ও নাট্যপীঠের আসবাব ও সরঞ্জাম নিয়ে। কারণ তারা মাত্র একরাত্রির জন্য অভিনয় করতে আসেন বলে ওদিককার আয়োজন করে ওঠা তাঁদের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য ব্যাপার হয়ে ওঠে! কিন্তু এদিকদিয়েও আমরা আনন্দ পরিষদের অদ্ভুত আয়োজন দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। যে ঘরখানি যেমন করে সাজানো উচিত, তাঁরা একরাত্রির জন্য অভিনয় করতে এসেও সেদিকের কিছুমাত্র ত্রুটী ঘটতে দেননি। আমরা তাঁদের এই অভিনয় সাফল্য দেখে মুগ্ধ হয়েছি। আশা করি তাঁরা আরও দু'একরাত্রির 'গৃহদাহের' পুনরাভিনয় আয়োজন করে এদেশের অন্যান্য সৌখীন নাট্যসম্প্রদায় ও সাধারণ রঙ্গালয়গুলিকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দিয়ে দিন যে ভালনাটক কি করে পাওয়া যেতে পারে এবং ভাল অভিনয় কাকে বলে!

*

'গৃহদাহে' প্রত্যেক অঙ্কের যবনিকা নাট্যকলা কৌশলে এমন ঘটনার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছিল যে দর্শকদের মনের মধ্যে প্রতিবারই সেদৃশ্য একটা প্রবল ছাপ এঁকে রেখে যাচ্ছিল। বিশেষ শেষ দৃশ্যে সুরেশের মৃত্যু ছায়াতলে যখন পরিত্যক্ত অচলাকে মৃণাল এসে বুকে তুলে নিলে এবং দূর হ'তে ভেসে আসা উদাসীর কণ্ঠে কেঁদে উঠতে লাগল। সেই গান "বুকে দোলে তার বিরহ ব্যথার মালা!"—তারই মধ্যে ধীরে ধীরে পটক্ষেপ অতি সুন্দর সুরুচিসঙ্গত ও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল।

রঙ্গরেণু

—:o:—

কাউণ্ট টলষ্টয়ের বই রিসারেক্সন্ (Resurrection) নিউইয়র্কে অভিনীত হবে। এ সম্বন্ধে রিসার্চ করছেন ডিরেক্টর এডুইন কারু।

•

P. N. Krasskoff এর নূতন নভেল "From Double Eagle to Red Flag" শীঘ্রই অভিনীত হবে। এই ছবিতে সাম্রাজ্যবাদের পতন ও বলশেভীবাদের উত্থান দেখান হবে। রুশদিকটা গড়েপিটে নিবেন ডিরেক্টর (Arzen Czerophy) আরজেন জারোফি। ছবির নাম রাখা হবে "দি প্যাশান অব এ নেশন" (The passion of a Nation).

•

"পিরামিডের" লেখক স্যামুয়েল রাস্কিন গল্‌ডিং নিজে এটর্নি। আপনার নাটকের অভিনয় দেখাবার জন্য ১৫০জন আইন ছাত্রকে তিনি নিমন্ত্রণ করেন। অভিনয়ের পর তাঁর নাটকের আইনী ব্যাপার সম্বন্ধে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন।

•

"কিটির চুম" (Kithy's Kisses) নাটকে নিকলংএর নাচনা নাকি মারাত্মক। এই গীতি নাটকের একশ রাতের অভিনয় হয়ে গেছে গত ২রা আগষ্ট।

•

ফ্লোরেন্স ভিডরের প্রথম চমকপ্রদ চিত্রনাটক "মেয়েদের চেনই না" (you Never Know women) আমেরিকার ব্রডওয়ে থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছে।

•

মেয়ে প্রডুসার লই ওয়েবার (Lois Weber) "সেন্‌সেসন্ শীকার" নামে নতুন ছবি তৈরী করেছেন। তাঁর স্বামী ফিলিপ স্মলে প্রধান ভূমিকায় নামবেন।

•

Sam A. Harris তাঁর ব্যঙ্গ নাটক "ক্রেড্‌ল্ স্ন্যাচার্স" ও "দি কোকোনাট" এর সিদ্ধিতে উৎফুল্ল হয়ে এক ডজন নতুন প্রহসন ও একখানা গম্ভীর নাটক লিখছেন।

•

প্রসিদ্ধ চীনা নাটক "খড়ির ঘের" (The Circle of Chalk) ইংরাজিতে অনুদিত হয়ে বিলাতে শীঘ্রই অভিনীত হবে।

•

এই মাসেই লণ্ডন থিয়েটারে মার্গারেট কেনেডীর প্রসিদ্ধ নভেল "The Constant Nymph" অভিনীত হবে।

•

প্রসিদ্ধ ইংরাজ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ইজরায়েল জ্যাঙ্গুইল দেহ ত্যাগ করেছেন।

•

গত মাসে বিলাতে যে কয়টা ভাল চিত্র নাটক হয়েছে তার মধ্যে Tony Runswild ভাল। শ্রেষ্ঠাংশে নেমেছিলেন টম্ মিক্স্।

•

ইংরাজ নাট্যকার মিঃ চার্লস্ রন্ কেনেডী আমেরিকায় বসে নাটক লিখছেন। এ নাটক বোধ হয় মার্কিনেই অভিনীত হবে। নাট্যকারও তাঁর স্ত্রী দুটো বড় ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

•

শীঘ্রই চমকপ্রদ নতুন ছবি "The Green Archer" প্রকাশিত হবে। ছবিখানা Edgar Wallace এর নভেল থেকে নেওয়া। বড় বড় পার্ট নিয়ে নামবেন Allene Ray ও Walter Miller.

•

প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কন্‌ষ্টান্স্ ট্যালমেজ সেদিন ইংরাজ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সঙ্গে নেচেছেন। স্বদেশ স্কটল্যাণ্ড ঘুরে স্বামীর সঙ্গে ইনি আমেরিকা গেছেন।

•

আমেরিকার এক নাটকের অভিনয় তত্ত্বাবধানের জন্য রুষিয়া থেকে ইউরোপ প্রসিদ্ধ চিত্র অভিনেত্রী Natholie. Kovanko ও ডিরেক্টর তুর্জানস্কিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

•

নর্মা টেলর শিকাগোর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী, সম্প্রতি তিনি "সানী" (Sunny) নামে এক নাটকে নামছেন। বয়স আঠার। এতদিন জায়গায় জায়গায় নাচনা দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মার্কিণ দর্শক মহলে সাড়া পড়ে গেছে।

শ্রীনারায়ণ রায়

ডেভিড্ গ্যারিক্

—:o:—

এইবার আমরা রঙ্গালয়ের প্রবর্ত্তক হিসাবে গ্যারিকের স্থানের কথা আলোচনা করবো। গ্যারিক যখন রঙ্গালয়ে যোগ দেন তখন বিলাতের রঙ্গালয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তখন নাটক অভিনয় করতে গেলে রাজতরফ থেকে অনুমতি নিতে হতো এবং সে অভিনয়ও নির্দ্দিষ্ট স্থানের গণ্ডীর বাহিরে হতে পারতো না। তাছাড়া অভিনেতাদের উপর কড়া আইন জারী করাছিল—সেটা হচ্ছে ১৭৩৭ সালের আইন (Act of 1737—Rogue and Vagabonds Act এর একটু সামান্য পরিবর্ত্তন মাত্র)। সমাজের কাছ থেকেও অভিনেতারা ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই পেতো না। এই তো গেল রঙ্গালয়ের বাহিরের কথা। ভিতরটাও বাহিরের সামিল। সজ্জা-গৃহে (Green room) সকলকারই অবাধ গতি ছিল এমন কি নাট্যমঞ্চের উপর ও যাতায়াতের পথে ভিড়ে ভিড় হয়ে যেতো। একদিন একটী অভিনেতার সাহায্য-রজনী উপলক্ষে "হ্যাম্‌লেট" অভিনীত হচ্ছিল। হ্যামলেট তার পিতার প্রেত দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে টুপি ফেলে দিয়ে ভীতি-অভিনয় করছিল এমন সময় একজন দর্শক এসে তার মাথায় টুপিটা আবার পরিয়ে দিয়ে দিল। যেন উড়ে যাত্রার আসরে রাণীর তামাক খাওয়া।

কিন্তু গ্যারিকের হাতে যখন Drury Lane Theatre এর ভার পড়লো তিনি এই সব বদ প্রথা একেবারে বন্ধ করে দিলেন। নাট্যমঞ্চের উপর আর দর্শকের আসন রইল না, সজ্জা-গৃহের পথ বাহিরের লোকের কাছে দুর্গম হয়ে উঠলো। তারপর গ্যারিক Shakespeareকে নাট্যমঞ্চে পুনর্জ্জীবিত করতে লাগলেন। শুধু তাই নয় তিনি প্রয়োজন মত Shakespeare এর নাটকের অনেক অদল বদল করে দিলেন। তাঁর রঙ্গালয়ে যে 'হ্যাম্‌লেট' অভিনীত হতো তার উপর Shakespeare ছাড়া আরও চার জনের কলম পড়েছিল। তরুণ অভিনেতাদের গড়ে মানুষ করে তোলায় তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাতে আনন্দই পেতেন।

১৭৭৬ সালের ১০ই জুন তারিখে গ্যারিকের নট জীবনের যবনিকা পড়ে এবং সেই যবনিকার অন্তরালেও আরও কয়েক বৎসর থেকে ১৭৭৯ সালে ১০ই জানুয়ারী তারিখে সংসার-নাট্যমঞ্চ থেকে শেষ বিদায় নেন। তাঁর শেষ অভিনয় দেখতে Hannah Moone Bristol থেকে এসে বলে গিছলেন "I pity those who have not seen him. Posterity will never be able to form the slightest idea of his perfections. The more I see of him, the more I admire."

গ্যারিকের সম্বন্ধে Churchill যে কবিতা লিখেছিলেন তারই কয়েক

লাইন উদ্ধৃত করে দিয়ে আমরা গ্যারিকের নটজীবনের ক্ষুদ্র ইতিহাস শেষ করবো। লাইন কটি এই :—

"If manly sense ; if nature linked with art ;
If thorough knowledge of the human heart ;
If powers of acting, vast and unconfined ;
If fervent faults with greatest beauties joined ;
If strong expression and strange power's which lie
Within the magic circle of the eye ;
If feelings which few hearts like his know
Deserve the preference—Garrick take the chair,
Nor quit it till thou place an epuil there."

সংগ্রাহক :—

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ

পাদপ্রদীপের আলোকে

কোন একখানি নাটকের এক-সুরে-বাঁধা সম্পূর্ণ-নিখুঁৎ অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য, এদেশে বোধহয় এখনো অনেকদিন হবে না। এর কারণ যা দেখতে পাই, তা হচ্ছে উচ্চশ্রেণীর কলাবিদের অভাব।

*

আর এক কারণ, উপযোগী শিক্ষার অভাব। এদেশে এমন নটের সংখ্যাই বেশী বলে বোধ হয়, যাঁদের ভিতরে মৌলিক চিন্তাশক্তি বা নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রকাশ দেখা যায় খুব কম। কিন্তু তাঁদের এমন শক্তি আছে, ভালো শিক্ষা পেলে ভালো ক'রেই তাঁরা তা প্রকাশ করতে পারেন।

*

গ্রামোফোন রেকর্ডের দোষ-গুণ যেমন গায়কের দোষ-গুণের উপরেই নির্ভর করে, তথাকথিত নাট্টুয়াদের অভিনয়েরও ভালো মন্দ নির্ভর করে তেমনি শিক্ষকদের শক্তির তারতম্যের উপরে : সৎগুরুর দৌলতে অতি সাধারণ নটেরও অভিনয় যে প্রথম শ্রেণীর উপযোগী হতে পারে, এ সত্যটা আমি প্রত্যক্ষ করেছি একাধিক বার।

*

কিন্তু এ দেশে ব্যক্তিগত প্রতিভা বা শক্তির প্রকাশ দেখা যায় যথেষ্ট। এবং প্রত্যেক বাংলা রঙ্গালয়ে এমন লোক দু-চারজন আছেন ব'লেই অভিনয় দেখবার আনন্দ থেকে আমরা বঞ্চিত হই না। নিম্নশ্রেণীর নাট্টুয়াদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে আমরা যখন পলায়ন করতে উদ্যত হই, তখন আমাদের সেই প্রায়-পলাতক মন আবার রঙ্গমঞ্চের উপরে ফিরে আসে, ঐ-সব ব্যক্তিগত প্রতিভা এবং শক্তির আবির্ভাবে।

*

গেল মাসখানেকের মধ্যে এমন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ নট-নটীর অভিনয় দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছি। যে-সব নাটকে তাঁরা ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন, সেগুলির সম্পূর্ণ অভিনয়ের নিরপেক্ষ সমালোচনা যদি এখানে করি, তাহ'লে হয়তো আমি অনেকেরই মনোবেদনার কারণ হব। কিন্তু নীরভাগ ত্যাগ এবং ক্ষীরভাগ গ্রহণ ক'রে রাজহংস যখন প্রসিদ্ধ হয়েছে, এখানে তখন তাকেই অনুসরণ করলে মন্দ হবে না। কারণ এই পন্থাই হচ্ছে সমধিক নিরাপদ।

*

সর্ব্বপ্রথমেই যাঁর নাম মনে আসা স্বাভাবিক, সেই শিশিরকুমারের কথাই আমি সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করব। "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" তিনি একাই ভীম, বৃহন্নলা, শ্রীকৃষ্ণ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং "বিসর্জ্জনে" তিনি নিয়েছেন জয়সিংহের ভূমিকা (তাঁর "রঘুপতি"র অভিনয় আমি দেখি-নি)।

*

একই সময়ে এতগুলি অন্যোন্যবিরোধী ভূমিকার এমন নিখুঁৎ অভিনয় যে বর্ত্তমানে আর কোন বাঙালী অভিনেতার দ্বারা সম্ভব হ'তে পারে, এ-কথা আমি বিশ্বাস করিনা। এবং বিশ্বাস না-করার কারণ হচ্ছে এই, শ্রেষ্ঠতম অভিনেতার উপযোগী যতগুলি গুণ একাধারে তাঁর মধ্যে আছে, এখনকার আর কোন বাঙালী অভিনেতার মধ্যে তা নেই। চেহারা, গলার আওয়াজ, ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্টিক্ষমতা—একসঙ্গে এই কয়েকটি বিশেষত্ব থাকার জন্যেই বর্ত্তমান বাংলা রঙ্গালয়ে তিনি একেবারে অতুলনীয়। তিনি যদি কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত দুইখানি নাটকে অভিনয় ক'রেই রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণ করতেন, তাহ'লেও এদেশে অমর হয়ে থাকতেন।

*

শিশিরকুমারের অপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর যে পরস্পর-বিরোধী কত ভাবে, কত রকমে খেলে, পূর্ব্বোক্ত ভূমিকা গুলিতেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দু-একটি অনিবার্য্য মুদ্রাদোষ (অনিবার্য্য বললুম এই জন্যে যে, অদ্যাবধি কোন কলাবিদকেই বিশিষ্ট কতকগুলি মুদ্রাদোষ থেকে মুক্ত দেখলুম না) ছাড়া পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক ভূমিকাতেই তাঁর ভাব ভঙ্গিও হয় ভিন্ন রকম।

*

শিশিরকুমারের "বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ",—এ এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি! তাঁর কৃতিত্বগুণে সমগ্র কুরুক্ষেত্রের নিষ্ঠুর বিভীষিকা ও অমঙ্গলের ভাব যেন এই ক্ষুদ্র চরিত্রে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে! আর তাঁর সেই অমানুষিক "কা-কা" রব, জীবনে তা ভুলব না! চিরন্তন কুরুক্ষেত্রের রক্তাক্ত আত্মা যেন সেই ধ্বনির মধ্যে জাগ্রৎ হয়ে উঠে—শ্রোতার বুকের ভিতরটা পর্য্যন্ত তোলপাড় ক'রে! এ ভূমিকার অন্তর্গূঢ় রস কয়জনে বুঝেছেন তা জানি না, কিন্তু এতটুকু ভূমিকায় আমি যে বিরাট ভাবের আভাস পেয়েছি, সেজন্যে শিশিরকুমারের অদ্ভুত প্রতিভা আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে!

•

"বৃহন্নলা" ও "জয়সিংহে"র ভূমিকায় শিশিরকুমারের আবৃত্তি-শক্তির আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। চটুল ও গম্ভীর এবং শান্ত ও রুদ্র রসের পরিচয় দিবার সময়ে তাঁর কণ্ঠস্বর যে কি-রকম অভাবিতরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাও একটা মস্ত লক্ষ্য করবার বিষয়। আবার স্থূলরস-প্রধান "ভীমের" ভূমিকাতেও তাঁর কণ্ঠ কোথাও হার মানে নি। এবং সে সময়ে তাঁর ভাব-ভঙ্গিও হয়েছে একেবারে অন্যরকম! শিশিরকুমারের এই কয়টি নকার অভিনয় সম্বন্ধে বলবার কথা ছিল অনেক, কিন্তু স্থানাভাবের জন্যে আমি ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আর কিছু বলতে পারলুম না।

•

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর "কীচক" ও "শ্রীকৃষ্ণে"র ভূমিকাও আমাকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছে। আমার মনে হয়, এই নবীন নট এখনো পর্য্যন্ত তাঁর সমগ্র শক্তি প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ লাভ করেন নি—যদিও এজন্যে তাঁর ভাগ্য ছাড়া আর কারুকেই আমি দায়ী করতে চাই না! ইতিমধ্যে তিনি আরো-বেশী বিখ্যাত হতে প্যারতেন, কিন্তু তাঁর সমধিক ক্ষমতাবান এবং তুলনাহীন শিল্পী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আওতায় প'ড়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রধান ভূমিকায় তিনি বিশেষরূপে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি!

•

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!!

সর্ব্বজন পরিচিত অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়

শান্তি-সম্মিলন

কর্ত্তৃক

দ্বিজেন্দ্রলালের

চির নূতন ঐতিহাসিক নাটক

চন্দ্রগুপ্ত

নাট্যামোদী সুধীবৃন্দের সম্বর্দ্ধনার জন্য

মহাসমারোহে শীঘ্রই অভিনীত হইবে।

কে কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবেন জানেন?

চাণক্য—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মুস্তফী

কাত্যায়ণ—শ্রীভুবনেশচন্দ্র মুস্তফী

চন্দ্রগুপ্ত—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় বি, এ,

এন্টিগোনাস—শ্রীভুমেন রায়

বাচাল—শ্রীরাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

মুরা—শ্রীজীতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি. এ,

হেলেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আত্রেয়ী—**Miss Mustafi.**

কবে? কোথায়? প্রতীক্ষায় থাকুন?

সম্পাদক— —অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাচরণ লাহা শ্রীভুমেন রায়

বিশ্বনাথের "শ্রীকৃষ্ণ" যে শিশিরকুমারের "শ্রীকৃষ্ণে"র চেয়ে নিকৃষ্ট, এ কথা আমার মনে হ'ল না। এর চেয়ে প্রশংসার কথা, তাঁর পক্ষে বোধ হয় আর কিছু নেই। "কীচকে"র ভূমিকাতেও তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "কীচকের ভূমিকাকে অনেকে হাস্যরসপ্রধান ও "Vulgar" ক'রে তোলেন এবং এটি হচ্ছে সাংঘাতিক ভ্রম। কীচক ছিলেন বিরাট রাজার প্রধান সেনাপতি এবং তাঁরই বাহুবলে রাজার রাজ্যরক্ষা হ'ত,—এমন-কি স্বয়ং রাজা পর্য্যন্ত তাঁর মানরক্ষা করে চলতেন। এ থেকেই বেশ বুঝা যায়, কীচকের মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং পদ-মর্য্যাদার উপযোগী একটা dignity বা গাম্ভীর্য্যের অভাব ছিল না। কীচকের সেই উপযোগী ভাবটি বিশ্বনাথ চমৎকার ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। আমার বিশ্বাস অন্যান্য নাটকেও বিশ্বনাথকে বৃহত্তর ভূমিকা দিলে তিনি তার অমর্য্যাদা করবেন না। এবং এটা নিশ্চয়ই আমার ভুল বিশ্বাস নয়, কারণ বিশ্বনাথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকার অভিনয়েও আমি উচ্চতর শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছি।

*

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের "রাজা"র "(বিসর্জ্জনে)" ভূমিকা আমার খুব ভালো লেগেছে। রাজার করুণা, স্নেহপেলব হৃদয়, শান্ত অথচ কর্ত্তব্যে কঠিন চরিত্র—এ সমস্তই তাঁর অভিনয়ে যতদূর ফুটবার, তা ফুটেছে। রাজার ভূমিকায় এর চেয়ে ভালো অভিনয় বোধ হয় সম্ভব নয়।

*

"বিসর্জ্জনে" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর অভিনয়ও যথেষ্ট প্রশংসার যোগ্য হয়েছে।

*

"বিসর্জ্জনে" রাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা যে অভিনয় করেছেন, তা অতি সুন্দর। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ভূমিকায় অভিনয়ে শ্রীমতী চারুশীলা সবচেয়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, তার মধ্যে এটিও একটি প্রধান ভূমিকা বলে গণ্য হবে। শ্রীমতী উষার "অপর্ণা"ও স্থানে স্থানে আমার ভালো লাগল। "অজ্ঞাতবাসে" উত্তরার ভূমিকায় শ্রীমতী শেফালিকার অভিনয় দেখে মনে হ'ল, শিশিরবাবু আর একটি শক্তিমতী নূতন অভিনেত্রীকে আবিষ্কার করেছেন। কি উপভোগ্য এই "উত্তরা"র অভিনয়!

*

ষ্টার থিয়েটারে রবীন্দ্রনাথের "শোধবোধে"র অভিনয়ে কয়েকজন নট-নটীকে আমার খুব মনে ধরেছে। "শোধবোধ" যে নাটক হিসাবে বিশেষ উচ্চশ্রেণীর তা আমার মনে হ'ল না—উপন্যাস বা গল্প হিসাবেই এর সার্থকতা ছিল বেশী। আমার বোধ হয়, এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেছেন। কিন্তু থাক্ সে কথা।

*

অভিনয় ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য হিসাবে "শোধবোধে" ষ্টার থিয়েটারের কৃতিত্বই প্রকাশ পেয়েছে। সকল ভূমিকাতেই অভিনয়ের উচ্চ আদর্শ সমানভাবে রক্ষিত না হ'লেও অভিনেতৃদের মধ্যে কারুকেই অচল ব'লে মনে হ'ল না—বাংলা রঙ্গালয়ের পক্ষে যা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। এ নাট্যাভিনয়ের শিক্ষাগুরু কে তা জানি না, কিন্তু তিনি যিনিই হোন, নিশ্চয়ই পাকা লোক। তাঁর শিক্ষাদান সার্থক হয়েছে।

*

"শোধবোধে"র অভিনয়ে সব-চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের আদব-কায়দা দুরস্ত নমুনা মিঃ নন্দীর এবং সতীশের স্নেহশীল, স্ত্রী-ভক্ত ও কর্ত্তব্যপরায়ণ মেশোমহাশয়ের ভূমিকার মধ্যে রসের তফাৎ আছে আকাশ-পাতাল; কিন্তু রাধিকাবাবু এই পরস্পর-

বিরোধী ভূমিকা দুটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে এবং সমান নিপুণতার সহিত অভিনয় ক'রে নটচর্য্যায় তাঁর অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এমন কি এই দুই ভূমিকায় যে একই অভিনেতা অবতীর্ণ হয়েছেন, তাঁর অভিনয় দেখলে কোথাও একথা মনে হয় না এবং এটা একটা মস্ত বাহাদুরির কথা!

*

কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন, সতীশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধু র অভিনয় তেমন উচ্চশ্রেণীর হয়-নি। আমি এ মত সমর্থন করি না। সতীশের ভূমিকার অভিনয় যেমনধারা হওয়া উচিত, অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় হয়েছে ঠিক সেই রকমই। সকল ভূমিকাতেই চমকদার অভিনয়ের প্রত্যাশা করা রসিকের লক্ষণ নয় এবং সতীশের ভূমিকার উপরে অহীন্দ্রবাবু যে অতিরিক্ত রং চড়াননি, এতে তাঁর সূক্ষ্ম কলাকুশলতাই প্রকাশ পেয়েছে।

*

মিঃ লাহিড়ীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কনকেন্দ্রনারায়ণের চেষ্টাহীন পরম স্বাভাবিক অভিনয় অত্যন্ত উপভোগ্য। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি, অনতিবিলম্বেই ইনি যশের অধিকারী হবেন।

*

শ্রীমতী নিহারবালা তাঁর অভিনয়ের দ্বারা নলিনীর ভূমিকাটি চোখের সামনে জীবন্ত ক'রে তুলতে পেরেছেন। তাঁর গানের ভাবাভিব্যক্তিও হৃদয়কে স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিতে কঠিন ভূমিকাভিনয়ে এই অভিনেত্রীটি সংপ্রতি যে অপূর্ব্ব যোগ্যতার প্রমাণ দিচ্ছেন, সেজন্যে মুক্তকণ্ঠে তাঁর সুখ্যাতি না ক'রে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর গূঢ় রস অনেক শিক্ষিত মস্তিষ্ককেও সিক্ত করতে পারে না, কিন্তু তিনি যে তার মর্ম্মোদ্ভেদে সক্ষম হয়েছেন, তাঁর নাট-নৈপুণ্যের মধ্যেই এ নিদর্শন পেতে বিলম্ব হয় না।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ১৭শ সংখ্যা | সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

মৃত্যু যখন অতর্কিতে এসে প'ড়ে আমাদের ভিতর থেকে অকস্মাৎ কাউকে তার হিম-শীতল আঁধার-বক্ষে টেনে নিয়ে নিমেষে চলে যায় তখন সে আচম্বিতে যে বজ্রাঘাত ক'রে যায় তার শোকাগ্নি অসহ্য বিদ্যুৎ তাড়নের মতোই দেহ মনকে অবসন্ন করে ফেলে! ঠিক সেই তড়িতসংঘাতের মতোই বজ্রাহত হ'য়ে পড়েছিল আমাদের বুক, যখন আমরা শুনলেম যে সেই সুরসাধন-সিদ্ধ কিন্নর-কণ্ঠ গায়ক গুরুদাস আর এ মর-জগতে নেই!

*

গত ২১শে ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রে সহসা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হ'য়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে! সেই মহাযাত্রার দিনেও রাত্রি আটটা নটা পর্য্যন্ত তিনি তাঁর মধুকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীত ধারায় বন্ধু বান্ধবদের আনন্দ দিয়ে সুস্থ শরীরেই গৃহে ফিরেছিলেন। কেউ জানতোনা যে এই স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরের সেদিন সেই মুহূর্ত্তেই সহসা স্বলোকে ডাক পড়বে! তাই পরদিন প্রভাতে যারা এ দুঃসংবাদ শুনলে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল; বিশ্বাস করতে পারলে না!

*

কিন্তু কঠোর সত্য চিরদিনই নিষ্ঠুর, চিরদিনই নির্ম্মম! চিরদিনই অকরুণ! অচিরেই তারা জানলে যে গুরুদাসের মতো গুণীজনকে হতভাগ্য বাংলাদেশ সত্যই অকালে চিরদিনের জন্য হারিয়েছে। সে নাই, সে নাই! সুরের সে যাদুকর, সঙ্গীতের সে মায়াধর, নানাবাদ্য যন্ত্রের সে নিপুণ-যন্ত্রী আজ বহুজনের মর্ম্মতন্ত্রী ছিন্ন করে আচম্বিতে চলে গেছে! এই উদীয়মান সুরশিল্পীর অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা যে একদিন বাংলাদেশের গীত বাদ্যের ঐক্যতানকে এক নবীন রূপ দিয়ে, নূতন প্রাণ দিয়ে, সঞ্জীবিত করে তুলবে এ আশা এ বিশ্বাস এ ভরসা আমাদের অনেকখানি ছিল তার উপর। তার অভাব তাই বড় কঠিন হ'য়েই বেজেছে আমাদের বুকে।

*

বিশ্ববিশ্রুতখ্যাতি সঙ্গীতাচার্য্য স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ছিলেন গুরুদাসের মাতামহ। তার পিতা ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও একজন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত বিশারদ ছিলেন। এই কলাবিদ পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহন করে আশৈশব সঙ্গীত বিদ্যার আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'য়ে গুরুদাস বাল্যকাল থেকেই একজন প্রকৃত সুরশিল্পী হ'য়ে গড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল। সে শুধু দেশীয় সঙ্গীতেই সুশিক্ষিত ছিল না য়ুরোপীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানেও তার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল! পিয়ানো হারমোনিয়াম বেহালা সেতার এস্রাজ শরদ বীণ প্রভৃতি নানা দেশী ও বিলাতী বাদ্য যন্ত্রে তার আশ্চর্য্য অধিকার ছিল। সে অভিনয় কৌশলেও সুদক্ষ ছিল। বন্ধু মহলের সৌখীন নাট্যাভিনয়ে অনেকবার তাকে আমরা অবতীর্ণ হতে দেখেছি।

*

জননী পত্নী ও শিশু কন্যাদের চিরদিনের জন্য অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে দিয়ে যৌবনের এই প্রথম প্রহরেই তরুণশিল্পী আজ তনুত্যাগ করে চলে গেল! আমরা আজ সজলনেত্রে তার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি। এ হতভাগ্য বাংলা দেশ আজ যে রত্নকে হারালে তার স্থান আর সে কোনও দিন পূর্ণ করতে পারবে কিনা সন্দেহ! সরল অমায়িক মিষ্টভাষী বন্ধুবৎসল সদা-হাস্যমুখ সতত প্রফুল্ল আনন্দময় পুরুষ ছিল সে। সে শুধু সঙ্গীতজ্ঞই ছিল না, সে ছিল কবি, সে ছিল গীতিনাট্য-রচয়িতা, সে ছিল একজন সুরসিক সাহিত্যিক। তার স্বরচিত বহু গান গেয়ে সে আমাদের শুনিয়েছে! সে বলে না দিলে সে গান রবীন্দ্রনাথের ব'লে অনেকেই ভুল করতেন। তার রচিত একাধিক অতুলনীয় গীতিনাট্যের পাণ্ডুলিপি আমরা দেখেছি। তার সুরচিত সারবান ও গভীর গবেষণাপূর্ণ সঙ্গীতকলা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ নাচঘরে অনেকবার প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর তিন চারদিন পূর্ব্বেও সে আমাদের "থিয়েটার অচল কেন?" শীর্ষক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ "নাচঘরে"র পূজার সংখ্যার জন্য দিয়ে গেছে! শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তার মুক্তি" গীতিকার শ্রবণাভিরাম সুরসংযোগ তিনিই

করে নিয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত শিশির ভাদুড়ীর "নাট্যমন্দিরে"র সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম মাত্র ৩৪ বৎসর হয়েছিল।

•

সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের মধ্যে 'মৃচ্ছকটিক' একখানি শ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অখিল ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতার সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ য়ুনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে উক্ত নাটক খানির অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত নাটকের এরূপ সুন্দর অভিনয় দেখবার সুযোগ এ দেশে বড় কমই পাওয়া যায়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে পরিষদের সভ্যগণ এই আয়োজন করে বিশেষ ভাবে সকলের ধন্যবাদ ভাজন হয়েছেন। তাঁদের 'মৃচ্ছকটিক' অভিনয়ের আশাতীত সাফল্য পরিষদকে গৌরব মণ্ডিত করেছে।

•

প্রথমেই 'নান্দীর' কথা বলা যেতে পারে যে সে বেশ সুষ্ঠু গীত হয়েছিল। 'সূত্রধার' ও 'নটী'কে যেমন মানিয়েছিল ভাল, তাঁরা অভিনয়ও করেছেন তেমনই সুন্দর! 'চারুদত্ত' নাটকের নায়ক। তিনি তাঁর অভিনয়ের প্রথম ভাগে আমাদের যতখানি হতাশ করেছিলেন, নাটকের মধ্যভাগে তেমনি আমাদের সকলকে অপ্রত্যাশিত রকম মুগ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষভাগে তাঁর একান্ত ভাবাতিশয্যবশতঃ অভিনয়ের মধ্যে একটা বিহ্বলতা এসে পড়েছিল। 'বিদূষক' স্থানে স্থানে উত্তম অভিনয় করলেও আগা গোড়া ঠিক সমান সুরে তাঁর অভিব্যক্তির তাল রেখে চলতে পারেন নি। শকারের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ অতি চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তাঁর অভিনয়ও বেশ হৃদয়গ্রাহী কিন্তু তিনি শেষ রক্ষে ক'রতে পারেন নি। শার্বিলকের ভূমিকায় যিনি অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন তাঁর অভিনয়ও অতুলনীয় বলা যেতে পারে, কিন্তু তিনিও শেষ বরাবর কেমন যেন নিরেশ হ'য়ে পড়েছিলেন। শেষের দিকে প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর কিছুনা কিছু ত্রুটি দেখে মনে হ'ল শেষের দিকের এঁরা এখনও মহলা সম্পূর্ণ করতে না পেরেই নেমেছেন।

•

এই শেষের দিকটা ভাল না লাগার আর একটা প্রধান কারণ অনেক অধিক রাত্র পর্য্যন্ত অভিনয় করা। এই অন্যায়ের ফলে অভিনেতৃবর্গও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন এবং দর্শকদেরও অবসাদ আসে। সেই জন্য আমাদের মনে হয় কোনও নাটকেরই তিনচার ঘণ্টার বেশী অভিনয় হওয়া উচিত নয়। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণ একটি মস্ত ভুল করেছিলেন নাটকখানিকে কেটে ছেঁটে বাদসাধ দিয়ে অভিনয়োপযোগী হ্রস্ব করে না নিয়ে। এইটুকু কর্ত্তব্যবোধের অভাব আমাদের কোনও কোনও সাধারণ নাট্যশালায় শ্রেষ্ঠ নাটকের অভিনয়ও দর্শকদের শেষ পর্য্যন্ত দেখবার ধৈর্য্য হরণ করে।

•

'বসন্তসেনা'র অভিনয় এত সুন্দর ও সুচারু হয়ে ছিল যে এই ভূমিকায় যে একজন পুরুষ অভিনেতা অবতীর্ণ হয়েছেন একথা দর্শকেরা বিস্মৃত হয়ে গেছল। দোষের মধ্যে এঁর সঙ্গীত তেমন শ্রুতিমধুর হয় নি। মদনিকা, মাধবিকা ও রদনিকার অভিনয়ও মন্দ হয় নি। 'ধূতার' ভূমিকা ক্ষুদ্র হ'লেও অভিনয় বেশ নিখুঁৎ হয়ে ছিল। পুরুষের দ্বারা স্ত্রী ভূমিকা অভিনয় করবার একান্ত অসুবিধা সত্ত্বেও এঁরা যে এতগুলি স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় অনিন্দ্য ক'রতে পেরেছেন এটা পরিষদের বড় অল্প বাহাদুরী নয়।

•

'বীরক' 'চন্দনকের' কলহ, 'বসন্তসেনার' হত্যা, শার্বিলক মদনিকা সংবাদ ও চণ্ডালগণের ঘোষণার দৃশ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বসন্তসেনার মাতা' ও 'রোহসেনের' অভিনয়ও মন্দ নয় কিন্তু কুম্ভীলকের অভিনয় মোটেই ভাল হয় নি। গাড়ীচালানোর ছেলেখেলা ও 'আলিবাবার' ছ্যাবলামীগুলি সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে না দেখানই উচিত ছিল। মেঘের ডাকের মধ্যে বিটের গান বেশ রমণীয় হয়ে ছিল। শেষ দৃশ্যের অভিনয় সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই যবনিকাপতন অত্যন্ত অশোভন হয়েছিল। শার্বিলক, বসন্তসেনা, ও শকার সু-অভিনয়ের জন্য স্বর্ণপদক পেয়েছেন দেখে আমরা খুসী হয়েছি।

•

নটকুলবৃদ্ধ শ্রদ্ধাস্পদ অমৃতলালকে এই তাঁর জীবনের জরাজীর্ণ সন্ধ্যায় বিরামকক্ষের অবসর শয্যা থেকে টেনে নিয়ে এসে মিত্র থিয়েটার রঙ্গমঞ্চে নামিয়ে যে খুব ভাল কাজ করেন নি আমাদের এই সহজ সরল সত্য কথাটায় তাঁরা বিরক্ত হয়ে 'শিশির' পত্রিকায় এর বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তিহীন অসার আপত্তি করেছেন। শিক্ষক হিসাবে ও নাট্যকার হিসাবে হয়ত অমৃতলাল এখনও বাংলার নাট্যশালাকে অনেক কিছু দিতে পারেন কিন্তু অভিনেতা হিসাবে দৃপ্ত যৌবনেও যিনি বিশেষ কিছু এদেশকে দেখাতে পারেন নি, কতকগুলি চুটকী ভূমিকা ছাড়া নায়কের ভূমিকায় কদাচিৎ যাঁকে দেখা গেছে আজ এই জীবনের অবেলায় আবার নটের বেশে আমরা তাঁর কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারি?

•

'শিশির'পত্রিকা আরও একটা সংবাদ দিয়েছেন যে শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাকি নাট্যমন্দিরে অমৃতলালকে গ্রহণ করবার জন্য তাঁর দ্বারস্থ হ'য়েছিলেন। এ সংবাদ আমরা না জানলেও শুনে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হলুম না! নাট্য-মন্দির উপস্থিত একটি লিমিটেড কোম্পানীর। তাঁরা ব্যবসা বুদ্ধির দিক দিয়ে মিত্রথিয়েটারের মতই হয়ত মনে করেছেন যে বৃদ্ধ অমৃতলালকে এই সময় exploit করতে পারলে টিকিট বিক্রীর দিক দিয়ে হয়ত কিছু সুবিধে হতে পারে। অথবা তাঁরা হয়ত' এই প্রাচীন ও অভিজ্ঞ হালকা রসের শিল্পীকে কেবলমাত্র তাঁদের নাট্যাচার্য্যের পদেই বরণ করবার জন্য ইচ্ছুক হ'য়েছিলেন। কিন্তু কারণ যাই হোক্ তাঁকে এই বয়সে যাঁরাই 'নাচাবেন' তাঁরাই যে অমৃতলালের প্রতি ঘোরতর অন্যায় করবেন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! যদি বলেন—তিনি নিজে কেন নামছেন? তাহ'লে আমরা বল্‌বো—'ভীমরতি' আর কাকে বলে!

•

নাট্যমন্দিরে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের "মুক্তারমুক্তি"র অভিনয় হবে বলে একখানি সচিত্র প্রাচীর পত্র প্রকাশিত হয়েছে! এখানি দেখে আমাদের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় দেখা সেই 'নেত্রবিন্দু' বা চক্ষুরোগের মহৌষধের কথা মনে পড়েছিল! আমরা বিজ্ঞাপনখানির পরিকল্পনার প্রশংসা করতে পারলুম না! অঞ্জনার আঁখির রুদ্ধ অশ্রুমুক্তার মুক্তিই যদি এই শিল্পীর কল্পনা হয়—তা'হলে তিনি কেবলমাত্র একটি চোখ এঁকে 'একচক্ষুর'ই পরিচয় দিয়েছেন।

•

ষ্টার থিয়েটার 'নবযৌবন' লাভের চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ বলে উঠেছেন এটা "শাস্তি কি শান্তি?" 'মুক্তির উপায়' খুঁজে পাচ্ছেন না বোধ হয়।

•

'সয়তান' মিত্র থিয়েটারের ঘাড়ে চেপে বসেছে—'সীতারাম' 'প্রফুল্ল' 'কমলাকান্ত' 'প্রতাপাদিত্য' চারখানা নাটকের ঘোষণা পড়েছে!

•

'চন্দ্রশেখর' বোধ হয় আর হ'ল না! শ্রীমতী তারা সুন্দরীর "সম্মান রজনী"ও ভোর হয়ে এল নাকি

—

চিত্র-জগৎ

—:•:—

শ্রীমতী লিয়া ডি পাট্টি (Lya de putti) চিত্র জগতের ভাগ্যবতী অভিনেত্রী; একখানি ছবিতে অভিনয় কোরেই তিনি যশস্বিনী হোয়ে প'ড়েছেন। শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস ও শ্রীযুক্ত ওয়ারউইক ওয়ার্ডও তাঁর সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন। তাঁর বিশেষ বিবরণ কিন্তু রহস্যে আবৃত— এর কারণ বোধ হয় যে এই অভিনেত্রিটী এখনো ইংরাজী ভাষায় অধিকার লাভ করেন নি।

•

"কালো স্বর্গদূত" (Dark Angel) নামক প্রসিদ্ধ চলচ্ছবিটী এতদিন পরে এখানে আসছে আর স্থানীয় পিক্‌চার প্যালেসে দেখানো হবে। এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি আর শ্রীযুত রোণাল্ড কোল্‌ম্যান আবির্ভূত হোয়েছেন। এই চলচ্চিত্রে শ্রীমতী ব্যাঙ্কির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হোয়েই, পরলোকগত রাডলফ ভ্যালেনটিনো তাঁকে তাঁর 'শ্যেন' (The Eagle) নামক ছবিতে নায়িকার ভূমিকা দেন। ঐ ছবি দেখবার আগে শ্রীযুক্ত ভ্যালেনটিনো ও শ্রীমতী ব্যাঙ্কির পরিচয় ছিল না।

•

'রাজার রাজা' (The king of kings) বোলে শ্রীযুক্ত সেশিল ডি মিল যে নূতন ছবির কাজে ব্রতী হোয়েছেন তার আখ্যানভাগ বাইবেলের বিষয়। এতে শ্রীযুক্ত জোসেফ শিল্ডক্রট জুডাস্ ইস্কারিয়টের ভূমিকায় নামবেন। শ্রীযুক্ত জোসেফের বাবা শ্রীযুক্ত রডল্‌ফ শিল্ডক্রট দেবেন প্রধান পুরোহিত ক্যাইয়াফাসের ভূমিকা। শ্রীযুক্ত রডল্‌ফের পঁয়ত্রিশ বছর ব্যাপী রঙ্গ ও চিত্র জগতের অভিজ্ঞতা আছে।

•

অচিরেই একখানি খুব ভালো ছবি বেরুবে—তার নাম হোলো "অ্যানি লরি" (Annie Laurie) এতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় যথাক্রমে শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্ ও শ্রীযুক্ত নরম্যান কেরি অভিনয় কোরেছেন।

•

চিত্রজগতের সব চেয়ে মোটা অভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়ালটার হায়ার্স্‌এর সঙ্গে চিত্রজগতের সবচেয়ে রোগা প্রযোজক (director) শ্রীযুক্ত উইলিয়াম বোডাইনএর ভারি এক মজার বাজি হোয়েছে। বোডাইন যেই এক পাউণ্ড কমবেন হায়ার্স তাঁকে পাঁচ ডলার দেবেন, আর হায়ার্স যেই এক পাউণ্ড বাড়বেন প্রযোজকটি তাঁকে পাঁচ ডলার দেবেন!

•

শ্রীযুক্ত চার্লি-চ্যাপলিনের দ্বিতীয় পুত্রের নাম হবে সিডনি আর্ল।

•

প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ট্যাম লয়েল এই গল্পটি বোলেছেন। নাপিতের দোকানে চুল্‌কাটতে গেলে, কোনো ভদ্রলোককে নাপিতটি একটি কেশ বৰ্দ্ধক তেল নেবার জন্যে ধরেন। ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করেন সত্যিই সে তেলের গুণ আছে বোলে নাপিতটি কথা দিতে পারে কিনা। উত্তরে সে ব'লে "নিশ্চয়। সেদিন একজন লোক এই তেল একশিশি নিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে তার ছিপি খুলেছিল। সকালে উঠে সে দেখে যে তার মুখ গোঁফে ভরে গেছে।

•

শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কির বয়েস তেইশ বছর। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী হাঙ্গেরীতে তিনি জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন। শ্রীমতী কলিন মূরের বয়েস ২৬ বছর। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তিনি আমেরিকার মিচিগানে পোর্ট হুরন নামক স্থানে জন্মেছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ক্যাথলিন্ মরিসান।

•

শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস্ মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষায় ব্রতী হোয়েছেন।

ভাবী রঙ্গমঞ্চের কথা

Edward Gordon Craigয়ের নাম 'নাচঘরের' পাঠকদের কাছে অজানা নয়। ইউরোপের রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য তিনি বহুদিন থেকে চেষ্টা করে আসছেন। এ সম্বন্ধে ১৯০৫ সালে তিনি তাঁর মনঃকল্পিত একজন রঙ্গাচার্য্য ও দর্শক, এই দু'জনের কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে তখনকার দিনের ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চের অবস্থা আলোচনা করেন এবং সেই সঙ্গে কেমন করে রঙ্গমঞ্চে কলা-সম্মত উন্নতি করা যেতে পারে এই বিষয়ে তাঁর নিজের মতও প্রকাশ করেন। তাঁর মত শুনে তখনকার দিনের তথা-কথিত পুরাতন-পন্থীর দল হেসে উঠে'ছিল, কিন্তু প্রকৃত কলাবিদ রসজ্ঞ শিল্পীরা তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। বিশ বৎসর আগে ইউরোপের রঙ্গমঞ্চের যে অবস্থা ছিল আমাদের দেশের আজকের রঙ্গমঞ্চের অবস্থা তার চেয়ে উন্নত নয়। সুতরাং তাঁর রঙ্গাচার্য্য যে প্রশ্ন করেছিলেন, সে প্রশ্ন আমাদের দেশেও খাটতে পারে—তাঁর মত আমাদের কাছে হয়ত অনেক সময় অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু সেটা আমাদের আনাড়ী মনেরই দোষ। প্রকৃত নাট্যকলা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর সেই প্রচেষ্টার একটু পরিচয় আমরা নাচঘরের পাঠকদের উপহার দিচ্ছি—রঙ্গাচার্য্যের প্রথম প্রশ্ন—নাট্যকলার রূপটী কোথায়?

তখনকার দিনের দর্শক উত্তর করলে—অভিনয়েই হল তার আসল রূপ।

আচার্য্য তখন প্রশ্ন করলেন—দেহের একটা অংশই কি সমগ্র দেহ?

দর্শক—না তা নয় বটে। তাহ'লে অভিনয়ের আসল রূপটী লুকিয়ে আছে নাটকের মধ্যে।

আচার্য্য—নাটক হচ্ছে সাহিত্য। সাহিত্য আর অভিনয়-শিল্প ত এক জিনিষ নয়!

দর্শক—অভিনয় বা নাটক যদি নাট্যকলা না হয় তাহ'লে এ শিল্পটী হচ্ছে দৃশ্যপট ও নৃত্যগীতের। কিন্তু একথা আপনি মেনে নেবেন বলে মনে হয় না।

আচার্য্য—না, তাও নয়। খালি অভিনয়, বা নাটক, কিংবা শুধু দৃশ্যপট বা নৃত্যগীত, কেউই এককভাবে নাট্যশিল্পের রূপটী দিতে পারে না। এর সব কটিই সমগ্রভাবে নাট্যশিল্পের মূর্ত্তি পরিগ্রহণে সাহায্য করে। লীলা সংঘাত (action) হচ্ছে অভিনয়ের মূল সূত্র, কথা হচ্ছে নাটকের দেহ, বর্ণরেখা হচ্ছে দৃশ্যপটের প্রাণ, আর ছন্দতাল হচ্ছে নৃত্যগীতের রস।

দ—লীলাসংঘাত, বাক্য, বর্ণরেখা, ছন্দতাল এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান? কি

আ—প্রধান এদের মধ্যে কেউ নয়। গায়ক বা চিত্রকরের কাছে স্বরসপ্তক বা বর্ণসপ্তক প্রত্যেকেরই দাম সমান। এখানেও ঠিক তাই। তবে একদিক থেকে বলতে গেলে লীলাসংঘাত হচ্ছে এ বিষয়ে একটা প্রধান অংশ। চিত্রের মধ্যে রেখার, গানের মধ্যে সুরের খেলার, যতটা দাম অভিনয় শিল্পে লীলাসংঘাতের মূল্য তার চেয়ে কম নয়। অভিনয় শিল্পের উদ্ভব হচ্ছে এই লীলাসংঘাত—গতিমাধুর্য্য—নৃত্য থেকে।

দ—আমার কিন্তু ধারণা ছিল—নাট্যশিল্পের জন্ম বক্তৃতা থেকে এবং রঙ্গালয়ের জন্মদাতা হচ্ছে কবি।

আ—তাই বোধ হয় জনসাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু এর মধ্যে একটু প্রবেশ করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে। কবি সুনির্ব্বাচিত কথার মধ্যে দিয়ে তাঁর ভাবটীকে মূর্ত্তি দেন। সেই কাব্য গানের বা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে আমাদের কল্পনার রাজ্যে একটা রূপ সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর কাব্য আবৃত্তি করেন, তাহলে ফল কি আরও ভাল হয় না ব্যাপারটা হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়?

দ—অবশ্য গীতি-কবিতার আবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি খুব দোষাবহ, বুঝি, কিন্তু নাট্য-কাব্য সম্বন্ধে কি একথা খাটে?

আ—নিশ্চয়ই। নাট্য কাব্য ও নাটক দুটী বিভিন্ন জিনিষ। নাট্য-কাব্য হচ্ছে পড়বার জন্য আর নাটক, শ্রোতব্য নয় দ্রষ্টব্য। নাটকের আবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি অপরিহার্য্য। কাব্যের সঙ্গে অঙ্গভঙ্গির কোনও সম্বন্ধ নেই। কবি লেখেন পাঠক বা শ্রাবকের জন্য আর নাট্যকার রচনা করেন দর্শকদের জন্য। নাট্যকারের পূর্ব্বপুরুষ কে জান কি?

দ—না, তবে আমার মনে হয় নাটককারের আদিমরূপ নাট্য-কাব্য লেখকের মধ্যে।

আ—তা নয়। নর্ত্তক হচ্ছে নাট্যকারের আদিপুরুষ। আচ্ছা, তার রচনার প্রকাশ কিসে হয় বলত?

দ—কথায়।

আ—না, যে নাট্যকলার কিছুই জানে না, একথা বলবে সে। নাট্যকার তার রচনাকে প্রকাশ করে লীলাসংঘাত, বাক্য, বর্ণ রেখা ও ছন্দের মধ্যে দিয়ে। এই পাঁচটীর সাহায্যে সে তার রচনাকে শ্রবণ ও নয়নানন্দকর করে তুলে।

দ—তারপর?

আ—আগেই বলেছি নাট্যকারের আদিপুরুষ হচ্ছে নর্ত্তক। কিন্তু আজকালকার নাট্যকারের জ্ঞাতিভ্রাতা হচ্ছেন কবি, আদিপুরুষের সঙ্গে তাঁদের কোন সম্বন্ধ নেই। তাঁদের লক্ষ্য হচ্ছে রচনাটীকে শ্রোতব্য করে তোলা।

কিন্তু এটা ত ঠিক যে এখনও লোকে অভিনয় দেখতে যায় শুধু শুনতে নয়। কবির কাব্য তাদের চিত্ত হরণ করে কিন্তু তবু তারা তাদের দৃষ্টির তৃপ্তি চায়। আমায় ভুল বুঝোনা। আমি বলছি না, নাট্যকার হিসাবে কবির কোন দাম নেই কিংবা কবির প্রভাব রঙ্গালয়ের ক্ষতিকর। আমি বলতে চাই কবির সঙ্গে নাট্যমঞ্চের সম্বন্ধ বিশেষ নেই, কবি নাট্যমঞ্চের নয়, নাট্যমঞ্চও কবির জন্য নয়। সুতরাং কাব্য নাট্যমঞ্চের নয়। লোকে নাট্যালয়ে যায় দেখতে। এই বিষয়ে দর্শকদের কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে দর্শক পরিবর্ত্তন হয়নি কিন্তু নাট্যকার ও নাটকের পরিবর্ত্তন ঘটেছে। এখনকার নাটকের মধ্যে লীলাসংঘাত, বাক্য, নৃত্য ও দৃশ্যের সমতা বড় দেখা যায় না। এখনকার নাটক হয় শুধু কথাসর্ব্বস্ব নয় দৃশ্যসর্ব্বস্ব। যেমন ধর Shakespeare য়ের নাটকের সঙ্গে মধ্যযুগের বাইবেলের ঘটনা নিয়ে লেখা নাটকের সঙ্গে অনেক প্রভেদ। এগুলি হচ্ছে রঙ্গালয়ের জন্য লেখা। কিন্তু Shakespeare য়ের Hamlet অভিনয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নয়। তাঁর এই ধরণের নাটক হচ্ছে কাব্য, পড়লেই তার সমগ্র ছবিটি পূর্ণভাবে আমাদের মনের মধ্যে জেগে ওঠে কিন্তু সেই কাব্যের যখন অভিনয় হয় তখন আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। পড়ার সময় 'হ্যামলেট' কখনও নীরস বা অসম্পূর্ণ মনে হয় না। কিন্তু অভিনয়ে মনে হয় এত সেক্সপীয়রের 'হ্যামলেট' নয়। যখন কোনো জিনিষের উৎকর্ষের জন্যে আর কিছুরই প্রয়োজন নেই তখনই তা সর্ব্বাঙ্গীন, সম্পূর্ণ। 'Hamlet'য়ের শেষ লাইনটি লেখার সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। এর সঙ্গে অঙ্গভঙ্গী, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা বা নৃত্যগীত সংযোগ করা মানেই এগুলি এর প্রয়োজন ছিল।

দ—তাহ'লে আপনি বলতে চান 'Hamlet' অভিনয় হবার দরকার নেই?

আ—কী দরকার। অবশ্য এখনও কিছুদিন লোকে Hamlet য়ের অভিনয় কর্ব্বে এবং এইভাবে তাদের উৎকর্ষ দেখাবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই রকম নাটকের অভিনয় করলে হবে না, রঙ্গালয়ের নাট্যকলার সাহায্য প্রার্থী রচনার অভিনয় করতে হবে।

দর্শক—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে ধরণের রচনা মাত্র মুদ্রিত অবস্থায় বা শুধু আবৃত্তির পক্ষে অসম্পূর্ণ।

আ—নিশ্চয়—এবং সে রচনার অসম্পূর্ণতার দূর হবে শুধু নাট্যমঞ্চে। এ রচনা শুধু পড়ে বা শুনে কোনো তৃপ্তি পাওয়া যাবে না কারণ লীলাসংঘাত, বর্ণরেখা ছন্দতাল প্রভৃতির অবর্ত্তমানে এ রচনা প্রাণহীন অসম্পূর্ণ।

দ—আপনার কথায় চমকও লাগে আবার আনন্দও পাই

আ—তাই যদি হয়, তাহলে আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই নতুন ঠেকছে। আমার কোন্ কথায় আপনি চমকিত হচ্ছেন বলুন ত?

দ—দেখুন আমি অনেক সময়েই ভাবি যে নাট্যকলার আসল রূপটী কি? অনেকেরই কাছে এটা একটা আনন্দের বিষয়!

আ—আর আপনার কাছে।

দ—এ আমার কাছে একটা ধ্যান ধারণা, একটা আনন্দ একটা চিন্তার অনুশীলনের বিষয়। এর দৃশ্য দেখে আমি আনন্দ পাই, অভিনয় থেকে শিক্ষা পাই।

আ—অর্থাৎ এর মধ্যে থেকে আপনি একটা অসম্পূর্ণ তৃপ্তি পান। এ হচ্ছে অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন একটা কিছু দেখা বা শোনার ফল।

দ—কিন্তু আমি এমনও অভিনয় দেখেছি যা দেখে আমার তৃপ্তি হয়েছে।

আ—তার কারণ এও ত হতে পারে যে আপনি যেখানে খুব মাঝামাঝি ধরণের একটা কিছু আশা করেছিলেন, সেখানে আপনি তার চেয়ে ভাল একটু কিছু পেয়েছেন। ব্যাপারটা কি রকম জানেন জীবনে যে কোনো দিন গান বাজনা শোনেনি তার কাছে পথ-ভিখারীর গান আর বেহালার সঙ্গত খুব ভাল লাগতে পারে। কিন্তু এটাত ঠিক-যে প্রকৃত সঙ্গীত কলা এর চেয়ে অনেক উঁচু দরের জিনিষ। তেমনি আমাদের এই নাট্যকলা। প্রকৃত নাট্যকলার বিকশিত রূপটী জানা থাকলে, এখন যা দেখছেন এতে আর মন উঠবে না। প্রকৃত নাট্যকলার বিকাশ যে কেন হয় না তার কারণ কি জানেন? অভাব, কিসের অভাব বলতে পারেন? অভাব সুদক্ষ কারিকরের নয় অভাব নাট্যকলা-অভিজ্ঞ একজন শিল্পীর। এই শিল্পী হবে মঞ্চাচার্য্য। আমি জানি ভাল ছুতোর, চুলওয়ালা, দর্জ্জি, পটুয়া এমন কি অভিনেতারও অভাব নেই কিন্তু তাদের চালিয়ে নিয়ে বেড়াবার মতো শিল্পী কই? সে রকম একজন শিল্পী পেলেই রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সুরু হবে।

দ—তাহলে আপনি প্রথম স্থান দিচ্ছেন—মঞ্চাচার্য্যকে?

আ—নিশ্চয়। মঞ্চাচার্য্যের সঙ্গে অভিনেতার সম্বন্ধ কি রকম জান? জুড়ীর গানে মহড়াধারীর যতটা স্থান এও ঠিক তাই। মঞ্চাচার্য্য যখন তাঁর অভিনেতা, পটুয়া প্রভৃতিদের সাহায্যে নাট্যকারের রচনাকে বিকশিত করেন তখন তিনি হচ্ছেন একজন উচ্চশ্রেণীর [illegible], কিন্তু যখন তিনি লীলাসংঘাত বর্ণরেখা ছন্দতাল প্রভৃতি সমস্তই নিজের আয়ত্বাধীন করেছেন তখনই তিনি শিল্পী। তখন আর নাট্য রচয়িতার প্রয়োজন নেই। তখন তাঁর কলাজ্ঞান স্বয়ং পূর্ণ—সম্পূর্ণ।

দ—তাহলে আপনি বলতে চান যে নাট্যকলার নবযুগ নির্ভর করে মঞ্চাচার্য্যের উপর।

আ—নিশ্চয়ই, এতে আর কোন ভুল নেই।

দ—আচ্ছা, মঞ্চাচার্য্যের কি কি কাজ?

(ক্রমশঃ)

সমালোচনার সততা

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় গত সংখ্যায় 'নাচঘরে' যা লিখেছেন তা তাঁর যোগ্যই হোয়েছে। তবে তিনি ক্ষীরই শুধু গ্রহণ কোরেছেন বোলেছেন, নীর একেবারেই পরিত্যাগ কোরেছেন। এক দিয়ে দেখলে এর সমর্থন করা যায়। বাঙলার রঙ্গমঞ্চের এই উন্নতির সময়ে স্বভাবতঃই আগ্রহহীন বাঙালীকে আর অভিনয়ের কালো দিক্‌টার দিকে নজর না করানোই ভালো। কিন্তু দোষগুণ যথাযথভাবে বিবৃত না কোরলে আবার, অভিনয়ের ত্রুটি অসংশোধিতই থেকে যেতে পারে আর পাঠকদের কাছে ও নিজের বিবেকের কাছে সত্য গোপন কর্‌বার জন্যে অপরাধী হতে হয়।

যতগুলি রঙ্গমঞ্চ-সম্বন্ধীয় পত্র আছে তার মধ্যে একমাত্র 'নাচঘর'ই এমন লোক সম্পাদন করেন যিনি কোনো নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। সুতরাং, 'নাচঘর'ই একমাত্র নিরপেক্ষ সমালোচনার সম্ভাবনা রাখেন। যিনি প্রকৃত রসিক, তিনি যেখানে রসমাধুর্য্য ও কলাসৌন্দর্য্য দেখেন সেখানেই তুষ্ট হন, মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে ক, খ, গ, ঘ সবই সমান। ক'য়ের দুর্ব্বল অভিনয়কে তিনি আমল দেন না, খ'য়ের দক্ষ অভিনয়ের তিনি উদার হৃদয়ে, মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন—এ বিষয়ে তাঁর শত্রুমিত্র ভেদ থাকেনা অন্ততঃ না থাকাই উচিত। 'নাচঘরে' হেমেন্দ্রবাবুর মন্তব্য প্রকাশিত হওয়া ঠিকই হোয়েছে।

'বিসর্জ্জন' দেখবার সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি। তবে 'শোধবোধ' আমি বহুবার দেখেছি। হেমেন্দ্র বাবু যথার্থই বোলেছেন যে, কোনো অভিনয়ে সব ভূমিকালিপির অভিনয়ই ভালো হওয়া প্রশংসার কথা। আমিও জানিনা কার সুন্দরী ও শক্তিময়ী শিক্ষায় এ জিনিস সম্ভব হোয়েছে। তিনি আমাদের প্রণম্য আর তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করবার মতো নিপুণতা ও রসচাতুর্য্য যাঁদের আছে, প্রশংসার মস্ত বড় একটা ভাগ, তাঁদের নিঃসন্দেহ প্রাপ্য।

রাধিকাবাবু, অহীন্দ্রবাবু, ও শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় সম্বন্ধে হেমেন্দ্র বাবু যেন আমার বলবার কথাটুকু আগেই বোলে ফেলেছেন। শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়, অঙ্গহার, বাচন, সঙ্গীত সমস্তই উচুদরের। গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কোথাও তিনি দুর্ব্বল অভিনয় করেন নি। সমস্ত খানি অভিনয় তাঁর রুচিতে দীপ্তিমান হোয়ে উঠেছে। ব্রেস্‌লেট খুলে দেবার দৃশ্যে দর্শকরা আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ না কোরেই পারেনি। তারপর সতীশের বাবার মরার খবর যখন নলিনীর বাবা দিয়ে গেল আর সে জান্‌লে সতীশ সে খবর পাইনি তখন থেকে সেই সতীশের অন্তরের প্রিয়াটির ভাবাভিব্যক্তি অত্যন্ত চমৎকার। বাড়ীতে গিয়ে সতীশ খেতে পাবেনা জেনে তাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা, তাকে প্রতিবাদ কোরতে নিষেধ করা, তাকে সঙ্গে কোরে এগিয়ে দেওয়া, প্রেমের এই কর্ত্তব্যগুলি পালন করবার সময়ে শ্রীমতী নীহারবালার ছল ছল চক্ষু, বাষ্পাকুল কণ্ঠস্বর, স্নেহের অমৃতময় পরশ অনুপম সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ও কলাদক্ষতায় ওতঃপ্রোত। যখন নেলি সতীশকে বাহু পাশে আবদ্ধ কোরে এগিয়ে দিতে চ'লেছিল, পিতার মৃত্যুর সংবাদ-না-পাওয়া ও নেলির প্রেমালিঙ্গনের সৌভাগ্যে দীপ্ত সতীশের হর্ষ হিল্লোলিত মুখ'ভাব আর নলিনীর ভারি চোখের ও ম্লানমুখের আর্ত্ত ছবিখানি আমার কি মনোজ্ঞই লেগেছিল! এই ধারাঘন নীরদের অপর দিকে অরুণের কনক কিরণ, এই কালোকেশের মাঝে তারাহার, এই অশ্রুহাসির বিচিত্র সম্মিলন কবির, চিত্রকরের, রসিকের, রূপদক্ষের মনে গেঁথে নেবার মত ব্যাপার!

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসুর ভাবের কাঠিন্য আমার সব সময়ে ভালো লাগেনি। যখন তিনি গৃহিণীকে বোল্‌ছেন যে তাঁকে তিনি তাঁর সংসারমরুর আরবঘোড়া জ্ঞান করেন, যখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জানাচ্ছেন যে তাঁকে বাদ দিলে সব বাদ প্রতিবাদ একেবারে বন্ধ হোয়ে যাবে আর এ বয়সে বহুদিনের সে অভ্যাস গেলে সহ্য হবেনা তখনও তাঁর expression ভারি stiff। এই রহস্যের কথাগুলি বল্‌বার সময়ে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি, চোখের কোণে একটু উজ্জলতা, মুখের ভাবে একটু কোমলতা অবশ্যই চাই।

শ্রীমতী সরস্বতীর বাণীজড়িমা ও "মিষ্টার নন্দী" বল্‌বার রকম অত্যন্ত শ্রুতিকটু এ কথা বোল্‌তেই হবে। এর সঙ্গতি সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ আমি পেয়েছিলুম কিন্তু তা' আমার মনে লাগেনি।

'নাচঘরের' সম্পাদক মহাশয় ও হেমেন্দ্রকুমার দুজনেই দেখছি নাটক হিসাবে "শোধবোধ"কে অপকৃষ্ট বিবেচনা করেন। হেমেন্দ্রকুমার এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অসতর্কতাও আন্দাজ কোরেছেন দেখছি। আমরা সাধারণ দর্শক অভিনয়ের কথাই বোল্‌তে পারি। রবীন্দ্রনাথের অসতর্কতা বা পিত্তল আমদানি কোরে নাটককে নীচু করার আলোচনা কর্‌বার মতো সাহিত্য-শক্তি আমরা কোথায় পাবো? বিশ্ববরেণ্য নাট্যকার ফিরে এলে তাঁরই কাছ থেকে এ বিষয়ের মীমাংসা হবে, এই আশা নিয়েই অপেক্ষা কোর্‌ছি।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

ডাকঘর

গেল ২৭ শে আগষ্ট তারিখে করিন্থিয়ান থিয়েটারে হাইকোর্ট ক্লাবের সরলা অভিনয় দেখতে গেছলুম। সাধারণতঃ সখের অভিনয় সম্প্রদায়ের যে বিপদ উপস্থিত হয় এঁদের ভাগ্য তা হ'তে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে দেখা গেল। স্ত্রী ভূমিকা এঁদের এক রকম সুন্দরই হয়েছিল। তবে আমার কথায় মধ্যে একটু সরলতা আনাটা দরকার ছিল। প্রমদা, সরলা অতি সুন্দর তবে প্রমদার মা আর ঠানদি এদের কাছে বড়ই নিষ্প্রভ হয়ে পড়ছিলেন।

পুরুষ অভিনেতা গণের মধ্যে শশীভূষণ আর বিধুভূষণ বেশ চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। তবে গদাধর আমাদের অনেকটা নিরাশ করে দিচ্ছিলেন আর একেবারে হতাশ করে দিচ্ছিলেন নীলকমল। এ রকম নীলকমল পাড়াগাঁয়ে চল্‌তে পারে এবং হয়তো হাততালি ও পেতে পারে কিন্তু কল্‌কাতায়—বিশেষতঃ এই রকম দলের সঙ্গে একেবারেই পাল্লা দিতে পারে না।

আমরা বল্‌তে চাই না যে দানী বাবু এ রকম করেছিলেন, অমুক বাবু এ রকম দেখিয়েছিলেন, আমরা শুধু এই বল্‌তে চাই যে যিনি যে চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি যেন সেই চরিত্র বেশ করে আয়ত্ব করে নেন—তাতে অভিনয় ভাল না হলেও বিসদৃশ হবে না। চরিত্র না বুঝে নাম্‌লে, আসরে কতদূর মূর্খ হয়ে পড়তে হয় তার দৃষ্টান্ত গদাধরের মুখে গান—তাও আবার ভগ্নীপতির বৈঠক খানায় মদের বোতল হাতে। আর চরিত্র খুব ভাল করে বুঝে নাম্‌লে সামান্ত অভিনয়ে যতদূর সুনাম নেওয়া যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কালীঘাট দৃশ্যে খোঁড়া ভিখারীর অভিনয়, এঁর অভিনয়ের কাছে সকল অভিনয়ই যেন ম্লান হ'য়ে পড়ছিল—যেমন অঙ্গ সজ্জা, তেমন কথা তেমন হাবভাব সবই একেবারে নিখুঁত তুলনাহীন। এঁদের অভিনয় দেখে মনে হ'লো, চেষ্টা করলে এবং জনবল বুঝে নাটক নির্ব্বাচন করলে খুবই সুন্দর অভিনয় করতে পারবেন, সেই আশাতেই এতগুলি কথা বল্‌লুম। আমরা চাই এই সব শিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের কাছে নূতন কিছু উপহার দিন।

ইতি

শ্রীসুবিমল রায়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ	সম্পাদক :—	৭ই আশ্বিন
১৮-শ সংখ্যা	শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

একমাত্র ষ্টার থিয়েটার এখনও শনিবারেও ম্যাটিনী অভিনয়ের প্রবর্ত্তন করেননি। তাঁদের এই সুবিবেচনা দেখে আমরা খুশী হয়েছি। অন্য থিয়েটারগুলি সকলেই একে একে শনিবারেও ম্যাটিনী অভিনয়ের আয়োজন ক'রেছেন। মিত্র থিয়েটার সর্ব্বপ্রথম এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় তাঁদের ওদিকটা রাত্রে নিরাপদ নয় বিবেচনা ক'রে তাঁরা যখন এই ব্যবস্থা ক'রেছিলেন তখন তাঁদের পক্ষে এরূপ করার একান্ত প্রয়োজন হ'য়েছিল। তাঁদের শনিবারের 'ম্যাটিনীর' সাফল্য দেখে মিনার্ভা থিয়েটার অনতিবিলম্বে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন এবং কিছুদিন পরেই নাট্যমন্দির এ সুযোগ অবহেলা ক'রলেন না। তাই সেদিন মিনার্ভাকে এই শনিবারের 'ম্যাটিনীর' মৌলিকতা দাবী ক'রতে দেখে আমরা হাস্য সম্বরণ ক'রতে পারিনি।

•

মিত্র থিয়েটারে শনিবারের ম্যাটিনীতে উপস্থিত অধিকতর দর্শকসমাগম হচ্ছে দেখে অপর দু'টি থিয়েটার সেই পথে পা দেওয়া সত্ত্বেও ষ্টার থিয়েটার যে তাঁদের বনিয়াদি চাল বিস্মৃত হ'ননি এবং হয়ত ক্ষতি স্বীকার করেও এই যে তাঁরা এখনও শনিবার রাত্রেই অভিনয় করার নিয়ম বাহাল রেখেছেন এটা দর্শকদের সুবিধা অসুবিধার দিকে তাঁদের সচেতনতাই সপ্রমাণ ক'রছে। জানি না তাঁরা কতদিন এই শনিবারের ম্যাটিনীকে অগ্রাহ্য করে চ'লতে পারবেন, কিন্তু পারলে যে তাঁরা একদল দর্শকদের চিরকৃতজ্ঞতা-ভাজন হবেন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কারণ অভিভাবকদের ভয়ে ন'টার মধ্যে থিয়েটার দেখে বাড়ী ফিরে আসার প্রয়োজনটা সকলের আছে ব'লে আমরা মনে করি না।

কলিকাতা শহরের সমস্ত দর্শকই কিছু নাবালক স্কুলের ছাত্র নন। এবং যাঁরা নন তাঁদের পক্ষে শনি রবি দু'দিনই 'ম্যাটিনী' অভিনয় থাকলে থিয়েটার দেখা একটু অসুবিধা-জনক হ'য়ে পড়ে। শহরে এমন একদল দর্শক আছেন যাঁরা রাত্রের অভিনয়ই পছন্দ করেন। সুতরাং 'ম্যাটিনী' অনেকের পক্ষে সুবিধাজনক হ'লেও সকলের পক্ষে নয়।

আমাদের মনে হয় শনিবারের অভিনয় বরং রাত্রি সাড়ে সাতটার পরিবর্ত্তে রাত্রি সাড়ে আটটা বা ন'টায় আরম্ভ হওয়া উচিত, কারণ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে থিয়েটার দেখতে যাওয়া সকলের পক্ষে ঘ'টে ওঠেনা এবং ফিরে এসে খাওয়ার পক্ষেও অনেক রাত হয়ে যায়। ফলে থিয়েটার দেখতে গিয়ে বাজারের খাবার খেয়ে অসুস্থ হ'য়ে পড়তে হয়।

•

সকাল সকাল থিয়েটার দেখতে যাওয়া মেয়েদের পক্ষেও বিশেষ কষ্টকর। তাঁদের ঘরকন্নার কাজকর্ম্ম সেরে, ছেলে মেয়েদের খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেতে পারলেই সুবিধা। কচি ছেলে মেয়েদের নিয়ে থিয়েটারে যাওয়া যে কী ঝকমারী তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। শিশু দস্যুরা যে কেবল তাদের জননীদেরই অভিনয় দেখার ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাই নয়, সাধারণ দর্শকেরাও তাদের অত্যাচারে উত্যক্ত হন। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটার মধ্যে থিয়েটারে হাজির হ'তে হ'লে মেয়েদের পক্ষে বেশ নিশ্চিন্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট হ'য়ে থিয়েটারে যাওয়া সম্ভব হয় না। ম্যাটিনীতে যাওয়ার তো তাঁদের আরও অসুবিধা। যাঁরা অফিসের চাকুরে বাবু তাঁরা সাড়ে সাতটার মধ্যেও তৈরী হ'য়ে উঠতে পারেন না, সুতরাং শনিবারের ম্যাটিনীতে উপস্থিত হওয়া তাঁদের পক্ষেও সুবিধাজনক নয়। এই সব নানা কারণে উপর্য্যুপরি দু'দিন 'ম্যাটিনী' অভিনয় করাকে আমরা সমর্থন করি না। এবং আমাদের বিশ্বাস শনিবারের 'ম্যাটিনী' বেশীদিন চ'লবেনা।

•

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সম্মান রজনী উপলক্ষে মিত্র থিয়েটারে বিরাট আয়োজন করছেন শোনা গেল। প্রথমে স্থির হ'য়েছিল যে চারটি থিয়েটারেরই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা এই নটী কুলরাণীর সম্মানার্থ একত্র হ'য়ে একখানি নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করবেন। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি তরুণ যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-রাও এই রঙ্গরাজ্যের সম্রাজ্ঞীকে তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিতে আনন্দের সঙ্গে এই অভিনয়ে যোগদান করতে সম্মত হ'য়েছিলেন, কিন্তু দানীবাবু এই অভিনয়ে যোগদান করতে অস্বীকৃত হওয়ায় সে প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে হয়েছে।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সম্মান রজনী উপলক্ষে শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃবর্গের এই সম্মিলিত অভিনয়ে যোগদান করতে অসম্মত হ'য়ে দানীবাবু যে কারণ দেখিয়েছেন সেটা নিতান্তই হাস্যকর! দানীবাবুর নিজের সম্মান রজনী উপলক্ষে পূর্ব্বে শ্রীমতী তারাসুন্দরী দু'বার অভিনয় করেছিলেন ব'লে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল দানী বাবু নিশ্চয়ই এতে যোগ দেবেন। দানীবাবুও যে একেবারেই নামতে অস্বীকৃত হ'য়েছিলেন একথা ব'ললে এই জনপ্রিয় প্রবীন নটের প্রতি অবিচার করা হবে। তিনি এই অভিনয়ে যোগদান করতে সম্পূর্ণ রাজি ছিলেন এই কড়ারে যে যদি শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই অভিনয়ে কোনও অংশ গ্রহণ না করেন। তিনি ব'লেছেন শিশিরবাবুর সঙ্গে একসঙ্গে তিনি অভিনয় করবেন না। কিন্তু শিশিরবাবু তাঁর সঙ্গে একত্র অভিনয় করতে মোটেই পশ্চাৎপদ হ'ন নি! সে যাইহোক তারাসুন্দরীর প্রতি অবিচার করলেও দানীবাবু যে নিজের অক্ষমতা বোঝেন এ পরিচয় পেয়ে আমরা আশ্চর্য্য হয়েছি!

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরী দানীবাবুর এই ব্যবহারে এতদূর ক্ষুণ্ণ ও মর্ম্মাহত হ'য়ে পড়েছিলেন যে তিনি এ আয়োজন তৎক্ষণাৎ বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। মিত্র থিয়েটার কিন্তু তাঁর সম্মান রজনীকে উপেক্ষা না ক'রে অন্য প্রকার আয়োজন ক'রছেন।

*

শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে বহুকাল পরে আবার শৈবলিনীর ভূমিকায় নামিয়ে মিত্র থিয়েটার মহাসমারোহে "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের আয়োজন করছেন। নাট্য-জগতে 'চন্দ্রশেখরের' অভিনয় একদিন যুগান্তর এনে দিয়েছিল। এই 'শৈবলিনীর' ভূমিকায় অভিনয় করেই শ্রীমতী তারাসুন্দরী অক্ষয় যশের চির অম্লান জয়মাল্য পেয়েছিলেন। আজ আবার এই বয়সে তিনি তাঁর সেই প্রসিদ্ধ ভূমিকাতে অবতীর্ণ হ'তে সাহসিনী হয়েছেন শুনে আমরা হয়ত তাঁকে 'প্রতাপের' সঙ্গে গঙ্গার জলে ডুবে মরতেই অনুরোধ করতুম, কিন্তু সম্প্রতি তাঁর 'রোহিণী'র ভূমিকার আশ্চর্য্য অভিনয় দেখে আমরা আর জোর করে সে কথা বলতে পারলুম না। 'রোহিণী'র চমৎকার রূপসজ্জায় ও মনোহর অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় সম্ভবতঃ তাঁর "শৈবলিনী" অভিনয়ে সে পূর্ব্ব খ্যাতি তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবেন।

*

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "নবযৌবন" নাটকখানির অভিনয় করে মিনার্ভা থিয়েটার সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তথাপি ষ্টার থিয়েটার সেই নাটক খানিরই পুনরাভিনয় আয়োজন করছেন শুনে আমরা একটু বিস্মিত ও কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছিলেম। ষ্টার থিয়েটারে যে সকল সুনিপুণ অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশ আছে তাঁদের সাহায্যে নবযৌবনের অভিনয় যে ভালই হবে সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু নাটকখানির নিকৃষ্টতার জন্য উহার জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ আশঙ্কা ছিল। আমরা শুনে আশ্বস্ত হলুম যে ষ্টার থিয়েটার "নবযৌবন" নাটকখানিকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে আধুনিক যুগের উপযোগী ক'রে পরিবর্ত্তন করে নিয়ে এবং তাতে বর্ত্তমানের সমস্ত উন্নত প্রয়োগ কৌশল আরোপ ক'রে এই নাটক ও নাটকের অভিনয়কেও নবযৌবনে সুসমৃদ্ধ ক'রে তুলছেন। সুতরাং আশা করা যায় মিনার্ভা একদিন এই নাটকের অভিনয়ে অকৃতকার্য্য হ'লেও এঁরা সম্ভবতঃ সাফল্যলাভ ক'রতে পারবেন।

*

শোনা যাচ্ছে যে আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহেই নাকি নাট্য-মন্দিরে এবার নিশ্চয়ই "সধবার একাদশী" ও "মুক্তার মুক্তি"র অভিনয় দেখতে পাওয়া যাবে। আমরা কিন্তু এ সংবাদে আর একটুও আস্থা স্থাপন করতে পারছিনি। এতবার এর দিন পিছিয়ে পিছিয়ে গেছে যে অভিনয়ের তারিখ ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সাধারণকে এ বিষয়ে কোনও রূপ নিশ্চয়তারই আশা দিতে পারছিনি। তবে পূজার মরশুম আসন্ন ব'লে হয়ত এবার সত্যই রাখালের বাঘ এসে পড়তে পারে!

*

'উদীপুরীর' ভূমিকায় সর্ব্বপ্রথম আমরা শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে অভিনয় করতে দেখি। তারপর স্বর্গীয়া শ্রীমতী মালিনী এই ভূমিকায় অভিনয় ক'রে যশস্বিনী হ'য়েছিলেন। শ্রীমতী নীরদাও উদীপুরীর ভূমিকায় সু-অভিনয়ই করে গেছেন। তারপর আমরা অভিনেত্রীকুলরাণী শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখেছি। এবার শ্রীমতী চারুশীলা এই ভূমিকায় অভিনয় কোরছেন; আমরা সেদিন তাঁর উদীপুরীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে এসেছি। কাশ্মীরের যে নর্ত্তকীর কন্যা ভাগ্যবশে দিল্লীর বাদশাহ মহিষীর গৌরব লাভ ক'রে এবং 'উদীপুরী' বেগমের আখ্যা পেয়ে ঐ নামটিকে মোগল হারেমের মধ্যে রাজস্থানের সমস্ত মহিমা গৌরব ও মর্য্যাদায় মণ্ডিত করে তুলেছিলেন,—শ্রীমতী চারুশীলা সেই ভূমিকার সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এই বৃহৎ চরিত্রেও প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাবটিকে তিনি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন।

*

মিনার্ভা 'মহাসমারোহে' মিশরকুমারীর পুনরাভিনয় আয়োজন ক'রছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মিশরের দৃশ্যপট সাজসরঞ্জাম ও আসবাব প্রভৃতির জন্য তাঁরা মিশরীয় চিত্র ও টুটেনখামেনের নবাবিষ্কৃত কবরে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির সাহায্য নিচ্ছেন ব'লে সাধারণকে জানিয়েছেন। তাঁদের এ চেষ্টা ও উদ্যম যে কাঁচা সবুজদেরই প্রভাবে একথা তাঁরা অস্বীকার করলেও সাধারণের বুঝতে বাকী থাকবে না। কথামালায় একটা গল্প আছে যে কোনও শৃগাল দ্রাক্ষাফল দুর্লভ দেখে তাকে তিক্ত বলে কটূক্তি করেছিল। এঁদেরও অবস্থা দেখছি সেই রকমই দাঁড়িয়েছে। নির্ম্মলেন্দু গেলনা, অহীন্দ্র গেলনা, মনোরঞ্জন গেলনা, তুলসী ছেড়ে দিলে, শেষ জীবনকুমারকেই ধরেছেন, জীবনরক্ষার জন্যে!

*

গত রবিবারে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ ভবনে একটী বালকসমিতি ভাসের "মধ্যমব্যায়োগম" ও পরিষদ-আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপদ তর্কাচার্য্যের "জাত-কোদ্ধারম্" অভিনয় ক'রেছেন। তাঁদের অভিনয় প্রশংসনীয়। আমরা তাঁদের উন্নতি কামনা করি।

চিত্র-জগৎ

—:•:—

ইংরাজ অভিনেতা শ্রীযুক্ত ওয়াল্‌টার পিজান (Walter Pidgeon) যিনি মাত্র এগারো মাস আগে হলিউডে পৌঁচেছেন, এর মধ্যেই এমন নাম কোরেছেন যে শ্রীমতী কনষ্টান্স টালমাজ তাঁর নোতুন ছবি রেশমী এ্যান্-এ (Silky Anne) নায়কের অংশে অভিনয় করবার জন্যে এঁকে নির্ব্বাচিত কোরেছেন।

*

"এথেন্সের নারী" (My Lady of Athens) নামক ছবিতে শ্রীমতী ক্লারা বো ও শ্রীযুক্ত ডোনাল্ড কিথ্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা

নিয়েছিলেন। এই ছবির কাজ শেষ হোতেই তাঁদের প   র বার্ত্তা বিঘোষিত হোয়েছে। অভিনয়ক্ষেত্র থেকে বাস্তব রঙ্গমঞ্চে আসা খুবই সহজ দেখ্‌ছি। শুধু প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় কোরে এদের তৃপ্তি হয়নি।

*

নায়িকার অভিনয় কোরতে পারে এমন নোতুন নোতুন সুন্দরী আবিষ্কার করা শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের বাতিক। লস্ এঞ্জেলেসে শ্রীমতী মর্‌না কেনেডিকে ইনি কোনো গীতিনাট্যে অভিনয় কোরতে দেখে, তাঁর সৌন্দর্য্যে এমন মুগ্ধ হন যে 'সার্কাস' নামক নিজের নোতুন ছবিতে, ইনি শ্রীমতীকে একেবারে নায়িকার ভূমিকা দিয়ে ফেলেন।

*

বিখ্যাত প্রযোজক রবার্ট লিওনার্ডের সঙ্গে সুবিখ্যাতা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী জার্ট্রুড ওমষ্টেডের অচিরেই বিবাহ হবার সম্বাদ প্রচারিত হোয়েছে। ওনার্ড এককালে শ্রীমতী মে মারের স্বামী ছিলেন। গত বছরে এঁদে   হ বন্ধন ছিন্ন হয়।

*

"প্রেমের জুয়াখেলা" (The Love Gamble) ছবির প্রযোজক হ'লেন শ্রীযুক্ত ই, জে সেণ্ট। এই চিত্র নাট্য খানিতে লিলিয়ান রিচ, রবার্ট ফ্রেজার পলিন গারোঁ, ক্যাথলিন ক্লিফোর্ড, বনি হিল, ল্যারি ষ্টিয়ার্স, আর্থার র‍্যাঙ্কিন প্রভৃতি বহু অভিনেত্রী ও অভিনেতা বিবিধ ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছেন।

*

শ্রীযুক্ত ক্রিষ্টি ক্যাব্যানের (W. Christy Cabanne) প্রযোজন-কর্ত্তৃত্বে "প্রেমই কি সর্ব্বস্ব" (Is love everything?) নামক চিত্রনাট্যখানি অভিনীত হোয়েছে। এতেও শ্রীমতী আলমা রুবেনস্, মারি শেলার, আইরিন হাউলি ও শ্রীযুক্ত ফ্রাঙ্ক মেয়ো, শ্রীযুক্ত ওয়ালটার ম্যাক্ গ্রেল, শ্রীযুক্ত এইচ. বি. ওয়ার্ণার প্রভৃতি নামজাদা ব্যক্তিরা অভিনয় কোরেছেন।

*

শ্রীযুক্ত জ্যাক্ মালহলের স্ত্রী শ্রীমতী এভ্‌লিন মালহল, কিকি নামক শ্রীমতী নর্‌মা টালমাজের ছবিতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় নেমেছেন। চিত্রক্ষেত্রে এঁর এই প্রথম আবির্ভাব।

*

শ্রীমতী লুইসি লাভলির (Louise Lovely) অনেক দিন কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এখন জানা গেছে তিনি তাঁর জন্মভূমি অষ্ট্রেলিয়াতে গিয়ে "মণিময় রাত্রি" (Jewelled nights) নাম দিয়ে একখানি ছবি বের কোরেছেন।

*

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট রোম্ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় কোরবেন এমন কথা শোনা যাচ্ছে। শ্রীযুক্ত রোম্ এ সম্বাদের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও, চিত্রবিষয়ক পত্র পত্রিকা এ খবর সত্য বোলে বিশ্বাস করেন।

*

আগামী কাল (শনিবার) স্থানীয় "পিকচার প্যালেসে" সুবিখ্যাত প্রযোজক ডিমিট্রি বুশোয়েস্কির (Dimitri Buchowetzki) তত্ত্বাবধানে তৈরী "মাঝরাতের সূর্য্য" (The Midnight Sun) নামক প্রসিদ্ধ চলচ্ছবিটি দেখানো হবে। শ্রীযুক্ত প্যাট ওম্যালি ও শ্রীমতী লরা লা প্ল্যাণ্ট ছাড়া এতে শ্রীযুক্ত রেমণ্ড কীন্, জর্জ্জ সিগম্যান, আর্ল মেটক্যাফ এবং শ্রীমতী নিনা রোম্যানো প্রভৃতি অভিনয় কোরেছেন। রুশের অভিজাত-কেন্দ্রের ব্যাপার এতে উজ্জ্বল ও জমকালোভাবে প্রকটিত হোয়েছে। এর মূল ব্যাপার হোলো রুষের একজন গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে সেখানকার প্রধানা নর্ত্তকীর প্রেম।

রঙ্গ-রেণু

—:•:—

ডষ্টোভেস্কীর "দি ইডিয়ট" বিলাতে বার্ণেস থিয়েটারে অভিনীত হবে ব'লে উদ্যোগ আয়োজন হচ্ছে।

*

লণ্ডন ষ্ট্রাণ্ড থিয়েটারে রুষ অভিনেত্রী ম্যাডাম কার্জ্জাভিনা "দি ট্রুথ এবাউট দি রাশান ব্যালেট" নাটকে নামছেন। নাটকের পর তাঁর "সোলো" নাচনার আয়োজন আছে।

*

বিখ্যাত ব্রিটীশ নাট্যকার ইজরায়েল জ্যাঙ্গুইলের জীবনী নিয়ে উইলিয়ম পার্লম্যান একখানা নাটক লিখছেন। মরবার আগে স্বর্গীয় নাট্যকার লেখাটার প্রশংসা করে গেছেন।

*

হাঙ্গেরীর সুবিখ্যাতা সুন্দরী অভিনেত্রী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি সম্প্রতি আমেরিকায় অভিনয় করছেন। তিনি বলেছেন যে, রুডল্‌ফ ভ্যালান্টিনো অভিনয় করতে করতে এত মেতে যেতেন যে সেদিন "দি সন্ অব দি শেখ" নাটকখানার প্রেম দৃশ্যে আগ্রহের ভরে তাঁকে চিমটিই কেটে ফেলেছিলেন।

*

"দি উইলডার্ণেস উওম্যান" (The Wilderness Woman) অভিনয়ে যে যে সব ভালুক নামান হয়েছিল তার একটা খেপে অভিনেতাদের তাড়া করে।

*

রুইসেল গ্রিফিথ সাতবছরের ছেলে। সম্প্রতি "দি হোয়াইট মঙ্কি" নাটকে একটা ছোট্ট পার্ট নিয়ে যে টাকা সে রোজগার করেছে তা দিয়ে সে মাকে বাড়ী এনেও ব্যাঙ্কে জমা করেছে।

*

জোসেফ কনরাডের প্রসিদ্ধ নভেল "লর্ড জিম" ছবিতে দেখান হচ্ছে। ছবিখানি অত্যন্ত চমৎকার হয়েছে।

*

রয়েলটি থিয়েটারে ইবসেনের "পিলার্স অব সোসাইটি" অভিনীত হচ্ছে।

*

১৪ই আগষ্ট শনিবার বিলাতে কোর্ট থিয়েটারে "দি ফার্ম্মার্স ওয়াইফ" নাটকের ১১১১তম অভিনয় হয়ে গেছে।

*

ব্রিটিশ ন্যাশান্যাল পিকচার্স মার্কিন প্যারামাউন্ট কর্পোরেশনের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রেছে যে তিনখানা ব্রিটিশ ফিল্‌ম মার্কিন কর্পোরেশনের যোগে গোটা দুনিয়ায় বিতরণ করা হবে। মার্কিনরা নাকি নতুন নতুন ইংরাজী ফিল্‌ম দেখতে চায়।

*

হেরল্‌ড লয়েড অদ্ভুত মানুষ। যেমন তিনি অভিনেতা তেমনি একাধারে যাদুকর, দাবাখেলায় ওস্তাদ, ফুটবল ক্রিকেটের ভাল খেলোয়াড়। তাঁর সব চাইতে প্রিয় ক্রীড়া হ'ল হাতবল খেলা।

শ্রীতারানাথ রায়

পাদপ্রদীপের আলোকে

—:•:—

মিত্রের আসরে "কৃষ্ণকান্তের উইল" দেখতে গিয়েছিলুম।

•

প্রথমেই দেখলুম, রঙ্গালয়ে পূর্ব্ব অভিনীত "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র সঙ্গে এ নাটকের তফাৎ আছে বিস্তর। প্রথম তিন অঙ্ক নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের পাকা হাতের পরীক্ষিত কলমের গুণে একেবারে নূতন আকার লাভ করেছে। প্রায় অবিকৃত আছে শেষ দুই অঙ্ক। এ পরিবর্ত্তন ভালো লাগল।

•

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল সেজেছিলেন কৃষ্ণকান্ত। তাঁর এই প্রাচীন বয়সের অপটু দেহের অভিনয় আমি সমালোচকের চোখে দেখবার চেষ্টা করিনি এবং করা উচিত নয়। কাজেই তাঁর অভিনয় আমার কাছে মন্দ লাগেনি মৃত্যু-দৃশ্যে তাঁর অভিনয় সত্য সত্যই নিখুঁৎ হয়েছিল।

•

গোবিন্দলালের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী যে অভিনয় করেছেন, তা উচ্চশ্রেণীর বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না। নির্ম্মলেন্দুর শক্তি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ প্রকাশ চলবে না, কারণ পরীক্ষার পর পরীক্ষায় তিনি প্রশংসার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন। রোহিণীর হত্যা-দৃশ্যে মনোমোহন রঙ্গালয়ে দানীবাবু স্বর্গীয় অমরেন্দ্রনাথের আবৃত্তি-পদ্ধতির নকল হুবহু করতেন। নির্ম্মলেন্দু এখানেও উপভোগ্য নূতনত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

•

বয়সের জন্যে তারাসুন্দরীকে রোহিণীর ভূমিকায় মানাবে না, যাঁরা এমন কথা বলছেন, মিত্র থিয়েটারে গিয়ে তাঁরা চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন ক'রে আসুন। আমি একথা বলছি না যে, রোহিণীকে দেখিয়েছিল ঠিক ষোড়শীর মতন। 'মেক-আপ' বা অঙ্গরাগের ইন্দ্রজালে রোহিণী-রূপিনী তারাসুন্দরী

দর্শকের চোখকে কোথাও যে আঘাত দেননি, এটা খুবই সত্য কথা। তাঁর অভিনয় সম্বন্ধে বেশী আর কি বলব—এক কথায় তা চমৎকার!

কিন্তু কুসুমকুমারীকে ঠিক ভ্রমরের মতন দেখাচ্ছিল না এবং তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, তাঁর পক্ষে অঙ্গরাগের সাহায্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। স্থানে স্থানে তাঁরও অভিনয় বেশ হয়েছে। এই সূত্রে একটি কথা বলা দরকার মনে করি। এতদিন অভিনয় করবার পরেও গম্ভীর রস নিবেদনের সময়ে তিনি তাঁর পুরাণো কৃত্রিম সুর বর্জ্জন ক'রতে পারলেন না কেন?

*

নিশাকরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় অল্পের মধ্যে বেশ মনোজ্ঞ হ'য়েছিল।

*

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উড়ে মালীর ভূমিকায় অপূর্ব্ব অঙ্গরাগ কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর অভিনয়ও ভালো লাগল। শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসুর গৃহীত হ'রে চাকরের ভূমিকাটিও বেশ জমেছে। ব্রহ্মানন্দের তারিফ করতে পারি না। দেবকণ্ঠবাবুর "ওস্তাদ" একেবারেই অচল।

*

ষ্টার থিয়েটারে "অলীকবাবু"র পুনরাভিনয় বাস্তবিকই একটা দেখবার মতন ব্যাপার হয়েছে। আমি "অলীকবাবু"র পুরাতন অভিনয়ও দেখেছি। কিন্তু পুরাতনের সঙ্গে তুলনায় নূতনকে নিকৃষ্ট ব'লে মনে হ'ল না। তিনকড়ি বাবু, রাধিকাবাবু, অহীন্দ্রবাবু, সুশীলাসুন্দরী ও নীহারবালা,—এঁরা কয়জনেই দর্শকের চিত্তকে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত হাস্য-রসের মাধুর্য্যে সিক্ত ক'রে রাখতে পারেন। কারুর অভিনয়েই নিন্দার কিছু পেলুম না এবং এমন কথা বলবার সুযোগ বড় মেলে না।

*

আর একখানি উপভোগ্য নাটিকা হয়েছে নাট্যমন্দিরের "রাধাকৃষ্ণ"। ক্ষীরোদপ্রসাদের পুরাতন ভাণ্ডার থেকে শিশিরকুমার এই লুপ্তরত্নোদ্ধার ক'রে আমাদের মনে একটা অভাবিত বিস্ময়ের চমক এনে দিয়েছেন।

*

যেমন সুন্দর নাটিকা, অভিনয়ও হয়েছে তার উপযোগী। শ্রীমতী প্রভার "কৃষ্ণ" ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর "রাধা",—কাকে রেখে কার প্রশংসা করব বলতে পারি না। দুজনেরই গান, আবৃত্তি ও ভাবাভিনয় হয়েছে পরম মনোরম। শ্রীমতী সুশীলা আজ পর্য্যন্ত যতগুলি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, এই "কুটিলা"র ভূমিকাটি তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আয়ানের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র পালের ভক্তিরসাশ্রিত গান ও অভিনয় আমার যারপর নাই ভালো লাগল। তাছাড়া শ্রীমতী পান্নার "জটিলা", শ্রীমতী উষার "সুদাম" শ্রীমতী উমার "বৃন্দা" এবং গায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের "নারদ"ও সকলকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। সখীদলের নাচের পরিকল্পনাও হয়েছে মধুর ও রুচিসঙ্গত।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

ডাযকর

গত সপ্তাহে ঢাকাতে "লাইট্ অব এশিয়া" দেখান হইয়াছে। চিত্রটী বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। কি অভিনয়ের দিক দিয়া, কি ফটোগ্রাফির দিক দিয়া, সব দিক দিয়াই ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে আপনার "নাচ ঘরে" ইহার একটী সমালোচনা বাহির হইয়াছিল। সমালোচনাটী যথার্থ নিরপেক্ষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যতদূর মনে হয়, সমালোচক মহাশয় লিখিয়াছেন যে সারদা উকিলের "শুদ্ধোদনে"র অভিনয় প্রফুল্ল বাবুর

"দেবদত্তে"র অভিনয়, গীতা দেবীর "গোপা"র অভিনয় ভাল হয় নাই। আর ফটোগ্রাফি সুস্পষ্ট হয় নাই বলিয়া তিনি অভিমত দিয়াছেন। আমি দুই দিন চিত্রটী দেখিতে গিয়াছিলাম। উপযুক্ত সমালোচনা একেবারেই যথার্থ বলিয়া মনে হয় না। প্রফুল্ল বাবুর ঈর্ষাগর্ভ প্রতিহিংসার অভিনয় বড়ই সুন্দর হইয়াছে। সারদা বাবুর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও ভালই হইয়াছে। হিমাংশু বাবুর "বুদ্ধ"রূপ দেখিয়া স্বতঃই সেই জগতের উপকারার্থে সর্ব্বত্যাগী পরদুঃখকাতর বুদ্ধ দেবের কথা মনে জাগিয়াছে। গোপার সংযত সরলতাপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শকদের মুগ্ধ করিয়াছে, সকলের প্রাণে একটা দৈব ভাব জাগাইয়াছে। মোটের উপর অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। তবে টাইটল্ গুলি বাঙ্গলা ভাষায় হইলে আরও ভাল হইত। ইতি—

শ্রীহৃদয়বন্ধু মজুমদার।
রূপলাল হাউস্।
ঢাকা।

মান্যবর শ্রীযুক্ত

"নাচঘর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

আপনার পত্রিকাতে আমার বক্তব্য বিষয়ের জন্যে একটু স্থান প্রার্থনা করি।

আজকাল বাজারে দৈনিক ও সাপ্তাহিকের যেরূপ ছড়াছড়ি মনে হয় বাংলা সাহিত্যে দুর্ভিক্ষের আর সম্ভাবনা নাই। আপামর জনসাধারণ আজকাল দুনিয়ার খবর রাখতে ব্যস্ত। অন্ততঃ আশেপাশে চোখের সামনে যে সব ব্যাপার দৈনন্দিন ঘটে আসচে তার চর্চ্চা করতে সদাই উৎসুক। মানুষের এই মানসিক গতির সঙ্গে পাল্লা দিবার জন্যে খ্যাত অখ্যাত অনেক সাহিত্যিক মালমসলা নিয়ে হাজির হ'য়েছেন এবং তাঁহাদের কল্যাণে নিত্য নূতন নূতন পত্রিকার আমদানী হচ্ছে। দৈনিকে দুনিয়ার খবর অনেক মেলে কিন্তু সাপ্তাহিকে টুকিটাকি সংবাদ ছাড়া বিশেষ আলোচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার নাট্যসমাজ, নাট্যকার, নট এবং নটী সম্প্রদায়। সাপ্তাহিকী সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নাটক, সাহিত্যের একটা অঙ্গ। একদিক থেকে দেখ্‌লে একটা বিশেষ অঙ্গ বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ জীবনের নিগূঢ় রহস্য—নানান অবস্থায় (situations) ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি ভাব (expressions) ও ভাষার সাহায্যে ফুটিয়ে তোলাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং নাটক ও তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা খুবই প্রশংসাজনক সন্দেহ নাই। তবে দুঃখের বিষয় এই যে উঁচুদরের নাটকের অভ্যুদয় যত বিরল হচ্ছে নাটকের সমালোচনা ততই বেড়ে চলেছে। তর্কশাস্ত্রে যাকে বলে—process of concommitant varliation সমালোচনাতে যে শক্তির অপব্যয় আজকাল লক্ষিত হ'য়ে থাকে সে শক্তি যদি নাটক প্রণয়ণে নিয়োজিত হতো তাহ'লে চাই কি দু' একটা ভাল নাটকের সৃষ্টি অসম্ভব হ'তো না।

এখন আমি বলতে চাই যে, সমালোচনা নিছক গালাগালি নয়। দোষ গুণ বিচার করতে হ'লে আমাদের একটা stnadard বেছে নিতে হবে এবং সমালোচনার সঙ্গে সেই standardএর সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে; প্রশংসা বা নিন্দা করতে গিয়ে অমরা সেটা যেন ভুলে না যাই। প্রশংসাটা যেন স্তুতিবাদ হ'য়ে ন দাঁড়ায় এবং নিন্দাটা যেন গালাগালিতে রূপান্তরিত না হয়। একজন লোককে যদি মাতাল বলি তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের standard (আদর্শ) হচ্ছে একজন পানদোষ বর্জ্জিত সংযত ব্যক্তি। মাতালের সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের এই standard থেকে বিচ্যুত হ'লে চলব না। অপরকে মাতাল বলতে গিয়ে নিজে যদি মাতলামীর লক্ষণ প্রকাশ হয়ে যায় তাহ'লে সে মতের কোন মূল্যই থাকে না। "মাতালের মুখে হরিনাম বলে একটা কথা আছে। এটাও যেন ঠিক তাই হ'য়ে দাঁড়ায়।

কোন নাটকের ত্রুটি, ভাষা ও ভাবের অসামঞ্জস্য, রুচি ও সৌন্দর্য্যের বিকার,নাট্যকার বা নটনটীর প্রতিভাএবং বিকাশের অভাব এতৎসম্বন্ধে বিচার করায় সকলের তুল্য অধিকার আছে। কারণ এরূপ সমালোচনা সংস্কার মূলক। সংস্কার ও শুদ্ধি পূর্ণতার উপাদান, কিন্তু অশ্লীলতা ও কুরুচির সমালোচনা প্রসঙ্গে আমরা নিজেরাই যদি ভাষায় অশ্লীলতা ও কুরুচির কদর্য্য ইঙ্গিত করি তাহ'লে সমালোচকের আসনে বস্‌বার যোগ্যতা আমাদের থাকে না। তখন অনধিকারচর্চ্চা হ'য় দাঁড়ায়।

খোঁজ ক'রে দেখলে এরকম ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত এই দরের সাপ্তাহিকে পাওয়া যাবে। ঈদৃশ সমালোচনা মোটেইবাঞ্ছনীয় নয়। নিরপেক্ষ বিচারে মার্জ্জিত ভাষায় ত্রুটির মস্তকে তীব্র কশাত হয় আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু বিরলকেশ মস্তিষ্ক নিয়ে টাকের বিদ্রূপ করা শোভা পায় না। একটা বিন্দুর তারতম্যে "রঙ্গদর্শন" এবং "বঙ্গদর্শন" এ সাহিত্যচর্চ্চার এত তারতম্য হ'তে পারে এ কথন কল্পনা করা যায় নি।

শ্রীভবাণীকিঙ্কর বসু, এম্ এ

কলিকাতা ২৩, অকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীশনীমোহন রায়চে কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ১৯শ সংখ্যা | সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৪ই আশ্বিন ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

প্রায় সতেরো আঠারো বৎসর পূর্ব্বে অধুনা বিলুপ্ত কলিকাতা ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণ এক রাত্রির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" অভিনয় করেছিলেন। বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী তখন ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্য ছিলেন এবং এই "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ে তিনি সেই সময় দেবেন্দ্র দত্তের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই রাত্রে ইভ্‌নিং ক্লাবের "বিষবৃক্ষ" অভিনয় দেখবার জন্য যে সকল ভাগ্যবান দর্শক রঙ্গালয়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সেদিনের সেই নবীন রূপদক্ষ তিনকড়ি বাবুর দেবেন্দ্র দত্তের অপূর্ব্ব অভিনয় দেখে বিস্ময়ে আনন্দে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

*

কলিকাতা ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক এই "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ের একটু ইতিহাস আছে। চোরবাগান ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়নের কয়েক জন উৎসাহী ও প্রতিভাবান সভ্য কোনও কারণে উক্ত এফ. ডি. ইউনিয়নের সঙ্গে তাঁদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে আসেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই 'কলিকাতা ইভ্‌নিং ক্লাব' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এফ্. ডি. ইউনিয়নের সভ্যগণ "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন শু'নে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় "বিষবৃক্ষ" অভিনয় করবার জন্য ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণও প্রস্তুত হন, এবং যে সপ্তাহে এফ্. ডি. ইউনিয়ন "বিষবৃক্ষ" অভিনয় করেন, ঠিক তার পরের সপ্তাহেই ইভ্‌নিং ক্লাবের সভ্যগণও "বিষবৃক্ষ" অভিনয় করেন।

*

কলিকাতার তদানীন্তন দু'টি শ্রেষ্ঠ সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতায় এই "বিষবৃক্ষের" অভিনয় তখনকার দিনে সহরের নাট্যামোদীদের মধ্যে একটা খুবই সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। উভয় সম্প্রদায়েই অভিনয় দেখবার জন্য অসম্ভব রকম দর্শকের ভিড় হয়েছিল। এফ্. ডি. ইউনিয়নের "বিষবৃক্ষ" অভিনয় দেখে যাঁরা পূর্ব্ব সপ্তাহে বলেছিলেন "হাঁ বেশ সুন্দর অভিনয় দেখলুম বটে" তারাই পর সপ্তাহে যখন আবার ইভ্‌নিং ক্লাবের "বিষবৃক্ষ" দেখলেন একেবারে আশ্চর্য্য ও চমৎকৃত হ'য়ে বললেন "বাহবা! অতি সুন্দর—অতি চমৎকার অভিনয় দেখলুম! সৌখীন সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত অভিনয় ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কখনও এমন উচ্চ অঙ্গের ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'তে দেখিনি! এ দেবেন্দ্র দত্তের এমন অপূর্ব্ব অভিনয় করছেন কে?"

*

সহস্র কণ্ঠে সেদিন এই প্রশ্নই শোনা গেছ্‌ল ইভ্‌নিংক্লাবে ঐ দেবেন্দ্র দত্ত সেজেছেন কে? কে এই দীর্ঘকায় প্রিয়দর্শন সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা? দেখতে দেখতে সেদিন সহরময় বিঘোষিত হয়ে গেল যে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যিনি ইভ্‌নিং ক্লাবের বিষবৃক্ষে 'দেবেন্দ্র দত্তের' ভূমিকা অভিনয় করেছেন তাঁর মত অভিনয়-নৈপুণ্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও আমরা বহুকাল দেখ্‌তে পাইনি। সেদিনের অভিনয়ে শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী যে অক্ষয় যশের অধিকারী হ'য়েছিলেন তাঁর সে যশোভাতি আজও লোকের মনে উজ্জ্বল হ'য়ে রয়েছে। সে "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ের আর সবই হয়ত লোকে এতদিনে ভুলে গেছে কিন্তু 'দেবেন্দ্র দত্তকে আজও কেউ ভুলতে পারেনি।

*

গত সপ্তাহে ষ্টারথিয়েটার "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন এবং

বহুকাল পরে সেই তিনকড়ি বাবু আবার সেদিন তাঁর সেই প্রসিদ্ধ ভূমিকা "দেবেন্দ্র দত্তের" অংশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় দেখে মনে হ'লো সেই আঠারো বৎসর পূর্ব্বের 'দেবেন্দ্র দত্ত' যেন আবার অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই ফিরে এসেছে। তাঁর সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় ও সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীতসুধা যাঁরাই পান করেছেন তাঁরাই একবাক্যে বলেছেন এমনটি আর দেখিনি এমনটি আর শুনিনি! দেবেন্দ্রদত্তের এমন সুরুচি-সঙ্গত সুচারু ও মনোজ্ঞ অভিনয় রঙ্গমঞ্চে 'বিষবৃক্ষের' অভিনয় সুরু পর্য্যন্ত যে কখন হয়নি একথা আমরা জোর ক'রে ব'লতে পারি। হরিদাসী বৈষ্ণবী-রূপে, সুরেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে, কুন্দনন্দিনীর অকৃত্রিম প্রেমিকরূপে, হীরের কপট প্রণয়ীরূপে, মাতাল দেবেন্দ্র দত্ত, লম্পট দেবেন্দ্র দত্ত, জমিদার দেবেন্দ্র দত্ত, বিলাসী দেবেন্দ্র দত্ত, তিনকড়ি বাবু যা দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না।

*

অশীতিপর প্রাচীন নট শ্রদ্ধেয় অমৃতলাল বসু মহাশয় যে স্বয়ং কোনও দিনই 'ভীম'তুল্য অভিনেতা ছিলেন না, লঘু হাস্যরসের কতকগুলি চুটকী ভূমিকার অতুলনীয় অভিনয় ছাড়া নায়কের ভূমিকায় কদাচিৎ তাঁকে দেখা গেছে—এই অতি সত্যকথাটুকু আমরা সাহস ক'রে পত্রস্থ করেছিলেম ব'লে বিভিন্ন থিয়েটারের মুখপত্রগুলি 'নাচঘরকে' কেবল মারতে বাকী রেখেছেন। তাঁরা অবশ্য অমৃতলালকে একজন দিগ্‌গজ অভিনেতা-রূপে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রে তাঁদের কর্ত্তব্যই পালন করেছেন কারণ বাংলাদেশে থিয়েটারের জনকত্ব দাবী করেন যাঁরা অমৃতলাল তাঁদেরই মধ্যে একজন; অতএব থিয়েটারওয়ালাদের কাগজগুলির এই উত্তেজনা যে সুপুত্রেরই উপযুক্ত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁরা কেউ কেউ এই নটকুল বৃদ্ধের অভিনীত শ্রেষ্ঠ ভূমিকাগুলির একটি তালিকা প্রকাশ ক'রে ভয়ানক ভুল করেছেন। কারণ সেই তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করবামাত্র বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝতে পারবেন, যে 'নাচঘর' ঠিকই বলেছিল। তালিকায় সবগুলিই প্রায় চুটকী পার্ট কেবল একমাত্র 'শক্তসিংহ' ছাড়া আর কোনও 'শক্ত' ভূমিকাতেই "তারা" চিহ্ন পড়েনি! আমরা নাচঘরের পাঠকদের জন্য উক্ত তালিকাটি এখানে পুনর্মুদ্রিত করলুম। এই তালিকা প্রকাশ করার অন্তরালে পত্রান্তরের কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে ব'লে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে! লোকচক্ষে এই শ্রদ্ধেয় প্রাচীন নট যাতে 'হেয়' প্রতিপন্ন না হ'ন সেই সৎ ইচ্ছা বশতঃই আমরা তাঁর এই বয়সে আবার রঙ্গমঞ্চে পুনরাবির্ভাবের বিরোধী! কিন্তু যাঁরা তাঁর প্রাচীনতা হেতু দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁকে 'নাচিয়ে' দিয়ে তাঁর অতীত যশ ও খ্যাতিকে আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পণ্য করতে চান এবং যাঁরা বৃদ্ধের এই বুদ্ধিভ্রংশতার পোষকতা করেন আমাদের মনে হয় অমৃতলাল অচিরে বুঝ্‌তে পারবেন তাঁরা বসুজার যথার্থ হিতৈষী ও বন্ধু নন। 'নাচঘরই' তাঁকে যথার্থ ভালবাসে।

*

আমরা নীচে অমৃতলাল কি কি ভূমিকাভিনয় করেছেন তার একটি তালিকা দিলাম এবং যে সব ভূমিকায় তিনি তার শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ করে চিহ্নিত করলাম।

যতদূর জানি বিডন ষ্ট্রীটে ষ্টার থিয়েটার থাকবার সময় নিম্নলিখিত ভূমিকায় অমৃতলাল নেমেছিলেন।

দক্ষযজ্ঞ	দধীচি
বিবাহ বিভ্রাট	মিঃ সিং *
বেল্লিক বাজার	দোকড়ি *
চৈতন্যলীলা	প্রতিবেশী
নলদময়ন্তী	বিদূষক *
চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে	চাটুয্যে *

ষ্টার হাতী বাগানে স্থানান্তরিত হলে অমৃতলাল নেমেছিলেন

নসীরাম	নসীরাম
প্রফুল্ল	রমেশ *
তরুবালা	বেহারী খুড়ো *
চণ্ড	ভাট *
বাবু	তিনকড়ি *
রাণাপ্রতাপ	শক্ত *
খাসদখল	নিতাই *

এ ছাড়াও অমৃতলাল নেমেছিলেন

হারানিধি	অঘোর
সরলা	নীলকমল *
বিষবৃক্ষ	নগেন্দ্রনাথ
চন্দ্রশেখর	চন্দ্রশেখর
	ফষ্টর *

*

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের মর্ম্মর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় আনুকূল্য করবার জন্য ষ্টার থিয়েটার আজ অগ্রণী হ'য়েছেন। অপরেশচন্দ্রের এই সৎদৃষ্টান্তের অনুসরণ করে অন্যান্য থিয়েটারগুলিরও অচিরে এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্য তৎপর হওয়া উচিত। এ দেশের জনসাধারণের চেয়ে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের দায়িত্বও এ সম্বন্ধে একটুও কম নয়। সাধারণ যদি এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্ত হস্ত হয়ে তাঁদের কর্ত্তব্য না পালন করে থাকেন তবে নাট্যশালার অধিকারীদেরই সে ভার আপন স্কন্ধে তুলে নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। অপরেশচন্দ্র তাঁর রঙ্গালয়ে গিরিশ স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা ক'রে সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন এবং স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁর অকপট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিচয় দিয়েছেন! প্রভু রামকৃষ্ণদেব তাঁর মঙ্গল করবেন।

*

আমাদের অনেকেই প্রশ্ন করছেন যে শ্রীমতী তারাসুন্দরীর সম্মানরজনী উপলক্ষে যে সম্মিলিত অভিনয় আয়োজন হ'য়েছিল তাতে দানীবাবু শিশির বাবুর সঙ্গে এক সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে নামতে ভয় পেলেন কেন? দানীবাবুতো সচ্ছন্দে তার এমন কোনও একটা স্বাভাবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তে পারতেন যে ভূমিকার অভিনয়ে জগতের কোনবাবুই তাঁকে এক ইঞ্চি দমাতে পারতো না—যেমন "গভাচর চণ্ড"! কিম্বা 'দুলালচাঁদ'! এর উত্তর আমরা তাঁদের দানীবাবুকেই জিজ্ঞাসা করতে বলেছি।

*

সুপ্রসিদ্ধ 'শান্তি সম্মিলন' আগামী ১৮ই আশ্বিন নাট্যমন্দিরে "চন্দ্রগুপ্ত" অভিনয় কোরবেন। ভূমিকালিপিতে বহু কৃতী অভিনেতার নাম দেখে, আমাদের মনে হোচ্ছে, সম্মিলন কলা নৈপুণ্যে তাঁদের যশোজ্যাতি অম্লান রাখবেন।

*

আমরা গত বুধবারে নাট্যমন্দিরে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' আবার দেখে এসেছি। সমস্ত ভূমিকাই আগের মতো চমৎকারভাবে অভিনীত হোচ্ছে। ভীমের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মনোজ্ঞ অভিনয় কোরে দর্শকদের দ্বারা সেদিন বার বার অভিনন্দিত হোয়েছেন। শিশিরকুমারের অভিনীত ভূমিকালিপিতে এই দক্ষতা কত বড় প্রশংসার কথা তা অনুভবই করা যেতে পারে। বৃহন্নলার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবি রায়ের বিচিত্র অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

চিত্রজগৎ

—:•:—

"এই তা হোলে প্যারিস" (So this is Paris) নামক চলচ্ছবিটির কাজ শ্রীযুক্ত আর্ণষ্ট লুবিশের কর্তৃত্বাধীনে শেষ হোয়েছে। শোনা যাচ্ছে ওয়ার্ণার চিত্রসঙ্ঘের জন্যে এবার তিনি অনেকগুলি ছবি তৈরী কর্ব্বার ব্যবস্থা কোরবেন। এই সব ছবির বিষয় নির্ব্বাচন এখনো হয় নি।

*

শ্রীযুক্ত গ্রিফিথের হস্তে "শয়তানের শোক" (The sorrows of Satan) ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হোয়ে এলো। তার ভূমিকা লিপি এইরকম :—

শয়তান ("প্রিন্স")—আডল্‌ফে মঞ্জু
মেভিস্ ক্লেয়ার্—ক্যারল ডেম্পষ্টার
জেফ্‌রি টেম্‌পেষ্ট—রিকার্ডো কর্টেজ
লেডি সিবিল—লিয়া ডি পাটি
এমিয়েল—জঁা লেবেডেফ
বাড়ীওয়ালী মাতা রেকস্—মার্সিয়া হ্যারিস্

*

সুপ্রসিদ্ধ কলাদক্ষ শ্রীযুক্ত মরিস্ জেষ্ট, যাঁর জন্যে "মিরাক্‌ল্" নাটকের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় সম্ভব হোয়েছিল, "যুক্ত শিল্পীসঙ্ঘের" (United Artists) সঙ্গে চলচ্ছবি-প্রস্তুতের জন্যে চুক্তিবদ্ধ হোয়েছেন। ছয় বছরের চুক্তি —প্রতি বছরে একখানি কোরে ছবি তাঁকে বের কোরতে হবে। প্রথম ছবিটির নাম হবে "দেবতাদের প্রিয়" (The Darling of the Gods) জন্ লুথার ও ডেভিড্ বেলাস্কো রচিত প্রাচীন জাপান সম্বন্ধীয় বিখ্যাত নাটক থেকে এর আখ্যান-ভাগ গৃহীত হোয়েছে। প্রকাশ যে রাজকুমারী ইয়ো-সান্‌এর ভূমিকা নেবেন শ্রীমতী নরমা টাল্‌মাজ।

*

শ্রীমতী এ্যাগনেস্ আয়ার্স ও তাঁর স্বামী শ্রীযুক্ত ম্যানুয়েল রিয়াকিকে (Manuel Reachi) তাঁদের একটী কন্যা হবার জন্যে আমরা অভিনন্দিত কোরছি।

*

"মাণ্ডালে যাবার রাস্তা" (The Road to Mandalay) নামক ছবিতে চোখে ছানি পড়েছে এমন একজন ব্যক্তির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত লন্ চ্যানিকে নামতে হোচ্ছে। শুন্‌লুম এই ছানি পড়া চোখের অপূর্ব্ব অনুকরণে শ্রীযুক্ত চ্যানি সকলকে বিস্মিত কোরবেন।

*

"কাজ কাতুরে মেয়ে" (The Girl who wouldn't work) একখানি চমৎকার ছবি। এতে একজন বিপণিবালার সঙ্গে একজন অর্থসম্পন্ন প্রণয়-ব্যবসায়ীর মিলনের ব্যাপার দেখানো হোয়েছে। ধনীব্যক্তিটি এবার সত্যিই আন্তরিক প্রেমে প'ড়েছিল! শ্রীমতী মার্‌গারিত্ দেলামত্ ও শ্রীযুক্ত লায়নেল ব্যারিমোর যথাক্রমে এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় কোরেছেন।

*

"স্বর্গ" (Paradise) নামক ছবিতে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী বেটি ব্রন্‌সন্ আর শ্রীযুক্ত মিল্‌টন্ সিল্‌স্।

*

ইউনিভার্স্যাল্ চিত্রসঙ্ঘ "লোম কি রিত্" (যে মানুষ হাসে) নামক ভিক্টর হুগোর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত কোরছেন। এখন কেবল জানা গেছে যে 'দিয়া'র ভূমিকা নেবেন শ্রীমতী মেরি ফিল্‌বিন্। শ্রীমতী মেরি আপাততঃ 'রোমিও ও জুলিয়েত' ছবিতে নিযুক্ত আছেন। শ্রীমতী হোলেন জুলিয়েত, সুতরাং শ্রীযুক্ত নর্ম্যান কেরি যে রোমিওর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন, একথা না বোল্‌লেও চলে।

ভাবী রঙ্গমঞ্চের কথা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আ—অনাবশ্যক টীকার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ মঞ্চাচার্য্যের এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শেখবার কিছুই নেই। তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধ।

দ—আমি ঠিক আপনার কথা বুঝতে পারছি না। আপনি কি বলতে চান। লেখক কষ্ট করে দৃশ্যপটাদি সম্বন্ধে যা লিখেছেন, শিল্পাচার্য্য তা উপেক্ষা করে যাবেন।

আ—লেখক কি লিখেছেন না লিখেছেন তা তার পক্ষে দেখা না দেখা দুই-ই সমান। তাঁর কাজ হচ্ছে রচনার কথার ও ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে দৃশ্যপটাদির স্থাপন। লেখকের কাজ হচ্ছে নাটকীয় কুশীলবের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে স্থান কাল প্রভৃতির প্রকাশ করা যেমন—চন্দ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় দৃশ্যের আরম্ভ—চাণক্য—ঐ বদ্ধজলার উপর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।………… ঘেয়ো কুকুরের …………পরিত্যক্ত প্রান্তরের স্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। প্রভাতের সর্ব্বাঙ্গে যা।…………*

শিল্পাচার্য্যের পক্ষে দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনার এই ক'টি কথা যথেষ্ট। এই থেকেই তিনি বুঝবেন যে কাল প্রভাত, স্থান – দূরে বদ্ধজলা পুরোভাগে পরিত্যক্ত প্রান্তর। এর উপর আর দৃশ্যকলাদির পরিচয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

দ—তাহ'লে আপনি বলতে চান যে গ্রন্থকারের পক্ষে মঞ্চসজ্জার পরিচয় দান দোষের? কিন্তু কেন?

আ—বলছি, কিন্তু আগে বলুন ত অভিনেতা কেমন করে গ্রন্থকারের ওপর অবিচার কর্ত্তে পারে?

দ—মন্দ অভিনয় করে।

আ—তাতে বোঝা যাবে সে অভিনেতা ভাল নয়।

দ—তবে।

আ—গ্রন্থকারের ওপর সব চেয়ে অবিচার করা হয়, অভিনেতা যদি তাঁর লেখা কোনো অংশ বাদ দেয়, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত অংশ যোগ করে। এ হচ্ছে অভিনেতার অধিকারের বাইরে। তেমনি গ্রন্থকারের পক্ষেও মঞ্চসজ্জার পরিচয় দেওয়া তাঁর অধিকারের বাইরে, এতে শিল্পাচার্য্যের অমর্য্যাদা করা হয়।

দ—তাহ'লে আপনি বলতে চান কোনো রকম দৃশ্যাদির পরিচয় সম্পূর্ণ অনাবশ্যক।

আ—সাধারণ পাঠকের কাছে হয় ত আবশ্যক হ'তে পারে, কিন্তু শিল্পাচার্য্য বা অভিনেতার কাছে নিশ্চয়ই অনাবশ্যক।

দ—আচ্ছা, শিল্পাচার্য্যের আর কি কাজ থাকতে পারে বলুন।

আ—আমি বলেছি যে শিল্পাচার্য্যের প্রথম কাজ হচ্ছে বইটী ভাল ক'রে পড়ে তার অর্থ পরিগ্রহ করা, তার পর বই রেখে তার দৃশ্যপটাদির রঙীন ছবি মনের পাতায় ফুটিয়ে তোলা। এইবার বইখানিকে তাঁর দ্বিতীয়বার পড়া দরকার। প্রথমবার পড়ে তার যেখানে ধারণা অস্পষ্ট ছিল, এবারে পড়ার ফলে হয়ত তা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। এইবার তাঁর ধারণাকে কালি কলম রঙের আঁচড়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন। একাজে হয়ত তাঁর দেরী হ'তে পারে, কারণ সমস্ত জিনিসটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটিয়ে তুলতে হয়ত তাঁকে আরও দশ বিশবার বইটিকে পড়তে হবে।

* মূলে এইখানে Shakespeare'র Hamlet'এর প্রথম দৃশ্যের আরম্ভ ভাগ উদ্ধার করা আছে। বাংলা পাঠকদের সুবিধার জন্যে সর্ব্বজন পঠিত চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশের উল্লেখ করে দিলাম।

দ—সেকি! আমার ধারণা ছিল, এ তার শিল্পাচার্য্যের নয়। দৃশ্যপটের পরিকল্পনা কর্ব্বে পটুয়া।

আ—এখন তাই হয় বটে, কিন্তু এইটাই হচ্ছে এখনকার রঙ্গমঞ্চের প্রথম ভুল।

দ—তাহ'লে আপনি বলতে চান যে মঞ্চাচার্য্য এজন্যে পটুয়াকে ডেকে তাঁকে আঁকতে না ব'লে, নিজেই দৃশ্যাদির পরিকল্পনা করবেন।

আ—নিশ্চয়ই। মঞ্চাচার্য্য যে শুধু ঐতিহাসিক সত্য অনুসারে সুন্দর দ্বার ও বাতায়ন-বিশিষ্ট দৃশ্য আঁকলেই হ'য়ে যাবে তা নয়, রচনার ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার উপরে কোথায় কি ভাবে বর্ণ-সম্পাতে সমস্ত সঙ্গতি রক্ষা হবে সে দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি থাকা চাই। দৃশ্যপটের মূলবস্তু যেমন একটি দ্বার, একটি বাতায়ন বা একটি তোরণ সম্যক্‌ভাবে স্থাপিত করার পর ধীরে ধীরে আর যে সব দ্রব্য প্রয়োজন হতে পারে, সেগুলিকে সুসমঞ্জসভাবে সজ্জিত করে তাঁর লক্ষ্য হবে এই নাটকীয় চরিত্রের পোষাকপরিচ্ছদের প্রতি। প্রত্যেকটি চরিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে তার পরিচ্ছদের পরিকল্পনা ও বর্ণ সমাবেশ করতে হবে। এজন্যে হয়ত তাঁকে আবার প্রথম থেকে খাটতে হ'তে পারে কিন্তু তাহ'লে তাঁর প্রধান লক্ষ্য এই সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে যেন একটা সমতা (harmony) থাকে। এইভাবে দৃশ্যপটাদির পরিকল্পনা হ'য়ে গেলে, আরম্ভ হবে তাঁর আসল কাজ।

দ—আমার ত ধারণা ছিল আপনি এতক্ষণ যেসব কাজের কথা বলছিলেন সেগুলিই তাঁর আসল কাজ।

আ—হ্যাঁ এইবার আসল কাজ হ'ল তাঁর এই পরিকল্পনা গুলিকে অভিজ্ঞ কারিকরের সাহায্যে রঙ্গপীঠের উপযুক্ত ক'রে তোলা।

দ—তা'হলে পীঠনায়কের নিজে হাতে তুলি ধ'রে ছবি আঁকতে বা ছুঁচ নিয়ে পোষাক সেলাই নাও করতে হতে পারে?

আ—না, সবক্ষেত্রেই যে তাঁকে নিজের হাতে সব করতে হবে তা নয়, তবে এক সময় তাঁকে এসব কাজে অভিজ্ঞ হ'তে হ'য়েছে। এসব কাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি কেমন ক'রে ওস্তাদ কারিকরদের সাহায্যে তাঁর মনের মতো জিনিষ তৈরি করিয়ে নেবেন। এইভাবে যখন দৃশ্যপটাদির অঙ্কন আরম্ভ হ'য়ে গেছে তখন নাটকের ভূমিকা লিপি যথাযথভাবে বিতরণ করা হবে। এবং অভিনেতারা প্রথম মহলা হবার পূর্ব্বে তাঁদের গৃহীত ভূমিকাগুলিকে ভালো ক'রে পাঠ ক'রে আসবেন। ইতি-মধ্যে দৃশ্যপটাদি অঙ্কন হয়ত শেষ হ'য়ে যাবে। কিন্তু এইবার হবে পীঠনায়কের পক্ষে সকলের চেয়ে কঠিন কার্য্যের সূচনা!

দ—পীঠনায়কের কাজ কি শেষ হ'ল না? আমার ধারণা পীঠনায়কের কাজ হচ্ছে দৃশ্যপট ও সাজ পোষাকাদি তৈরি করা পর্য্যন্ত। বাকী কাজ ত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের।

আ—না, এইবারই ত পীঠনায়কের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ আরম্ভ হ'ল। মঞ্চসজ্জা শেষ হ'য়ে গেছে, নাটকীয় চরিত্রগুলিকেও সুসজ্জিত করে তার কল্পনার ছবিকে খানিকটা রূপ দিয়েছেন। এইবার তাঁর কাজ হচ্ছে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত বিবিধবর্ণের আলোক সম্পাতে সমগ্র ব্যাপারটিকে উজ্জ্বল ক'রে তোলা।

দ—এই আলো ফেলার কাজটি কি তড়িৎ-বিদের নয়? *

আ—অবশ্য কাজ সম্পাদন করবে তড়িৎ-বিদ্, কিন্তু কি এবং কেমন ক'রে করতে হ'বে সে কাজ, তার পন্থা বাৎলে দেবেন এই পীঠনায়ক। আগেই বলেছি সব বিষয়েই পীঠনায়কের জ্ঞান থাকবে এবং আগাগোড়া সব জিনিষের মধ্যেই একটা সুসঙ্গতি রাখাই হ'বে তাঁর লক্ষ্য। অবশ্য এই সুসঙ্গতি জিনিষটার বালাই না থাকলে ওকাজ তড়িৎ-বিদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারত।

দ—তাহ'লে দেখছি পীঠ-নায়কের এতটা জ্ঞান থাকা দরকার, যে তিনি তাঁর তড়িৎ-বিদ্‌কে ব'লে দেবেন—যে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের আলোকের উজ্জ্বলতা বা পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নাহসিত অন্তঃপুরের প্রভা, কেমন ক'রে রঙ্গপীঠে প্রতিফলিত করা যেতে পারে।

আ—না, আমি সেকথা বলছি না। স্বভাবকে প্রতিবিম্বিত করার চেষ্টা বিড়ম্বনা বই আর কিছু না। স্বভাবকে অনুকরণ করলে চলবে না, স্বভাব প্রকৃতি আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে। রঙ্গপীঠে প্রকৃতিকে প্রতি-

* এমনি একটা বোকা দর্শককে এসব গল্পে কেন সময় নষ্ট কর।' একটা মহিলা এই প্রশ্ন করে তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই চলে গেল। উত্তর অবশ্য পড়েই রয়েছে—জ্ঞানী লোককে ত এসব শোনাবার প্রয়োজন নেই তাঁর কাছে প্রয়োজন হচ্ছে সব কথা শোনার।

ফলিত করতে এক ভগবান ছাড়া আর কেউ পারে না। পীঠনায়ক ত শুধু শিল্পী ভগবান ত সে নয়, কাজেই প্রকৃতিকে বন্দী করার দুরাশা তাকে ত্যাগ করতে হবে।

দ—আপনার কথা আমি ঠিক মতো বুঝতে পারছি না। তিনি কি ভাবে এ কাজ কর্ব্বেন?

আ—তিনি এমন রঙের এবং এমন ভাবের আলোর ব্যবস্থা করবেন যাতে, দৃশ্যপট, পোষাক, এবং নাটকের কথার সঙ্গে তার একটা সুর-সঙ্গতি থাকে।

দ—আচ্ছা, আমাকে বুঝিয়ে দিন ত যে তিনি ঠিক কি ভাবে কাজ কর্ব্বেন?

আ—আপনি কোনটির কথা জানতে চান বলুন।

দ—আচ্ছা, রঙ্গপীঠের সামনের জমিতে পাদ-প্রদীপ দেবার উদ্দেশ্য কি?

আ—আজ পর্য্যন্ত যারা রঙ্গপীঠ সংস্কার করবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের কেউই স্পষ্টভাবে কোন উত্তর দিতে পারেন নি, কারণ এর কোন উত্তর নেই। আর এর উদ্দেশ্য যে কি আজ পর্য্যন্ত কেউই জানে না আর জানবে না; কারণ এর কোনো উদ্দেশ্য নেই। এখন সবচেয়ে সোজা উত্তর হচ্ছে ও গুলি যত শীঘ্র পারা যায় একেবারে নির্ব্বাসিত করে, ও সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন উঠবার সুযোগ না দেওয়া।

দ—আমার একবন্ধু অভিনেতা বলেছিলেন যে পাদ-প্রদীপ না থাকলে, অভিনেতাদের মুখ নাকি বিশ্রী দেখায়?

আ—তিনি ও কথা বলেছিলেন তার কারণ বোধ হয় তিনি জানতেন না যে ও উপায় ছাড়া অন্য উপায়েও অভিনেতাদের মুখ সুশ্রী দেখাবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই সোজা কথাটা এঁদের কোনও দিন মনে হয় না যে অভিনয় ছাড়া আরও দু' একটা জিনিষ শেখা উচিত।

দ—অভিনেতারা কি রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধীয় আর কোনও ব্যাপারই শেখেন না?

আ—হ্যাঁ সাধারণতঃ মনে হয় যে অভিনয় জীবনের সঙ্গে অভিনয় সম্পর্কিত অন্য ব্যাপারের সংযোগ বোধ হয় সম্পর্ক বিরুদ্ধ একটা কিছু। যদি কোন বুদ্ধিমান অভিনেতা, নাট্যশালা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় জানতে আরম্ভ করেন তা হ'লে তাঁর অভিনয় করা বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে তিনিই হবেন পীঠ নায়ক (Stage director)

দ—কিন্তু আমার বন্ধু বলেন যে পাদ-প্রদীপ না থাকলে অভিনেতাদের মুখের ভাব-বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

ক্রমশঃ।

থিয়েটার অচল কেনো?

সেদিন রঙ্গালয় পত্রিকায় দেখিলাম, আমাদের দেশীয় থিয়েটারগুলি কেনো আজ অচল, এবং বায়স্কোপ কেনো একাধিপত্য করিতেছে, সে বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। যথার্থই এ বিষয় আলোচনা করিবার সময় এখন আসিয়াছে; কলিকাতায় এখন চারিটি থিয়েটার বর্ত্তমান, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটীও ভালো রকম সচল নহে। আমি নিজে কিছুকাল থিয়েটারের সহিত লিপ্ত ছিলাম, এবং সেই কয়দিনের অভিজ্ঞতার ফলে এই অচলতার কারণ

যাহা নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী বুঝিয়াছি, তাহা আজ সর্ব্বসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণকে জানাইতে অগ্রসর হইতেছি। জানি না আমার এই আলোচনার কোন মূল্য আছে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিবেন কি না; কিন্তু সকলেরই এক একটা বিষয়ে, স্বাধীন মত আছে, এবং বোধ হয় তাহা জানাইবারো অধিকার আছে। সেই হেতু আপনার পত্রিকায় আমার এই আলোচনা পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। সম্ভবতঃ প্রবন্ধটী একটু দীর্ঘ হইয়াছে, কিন্তু বলা বাহুল্য যে এতো বড়ো একটা বিষয় দুই কথায় বোঝানো একটু কঠিন।

আমার মনে হয়, থিয়েটারগুলির জনপ্রিয়তার অভাবের যতগুলি কারণ আছে তাহার ভিতর প্রধান কারণ তিনটী; এবং এই তিনটি বিষয় লইয়াই আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ। প্রথমতঃ আমার মনে হয়, পৌরাণিক এবং প্রাচীন যুগের নাটকাবলি অভিনয়ের দিকে অতিমাত্রায় ঝোঁক এই অচলতার একটা প্রধান কারণ। এই সকল নাটকের দৃশ্যাবলি এবং পরিচ্ছদাদির কাল্পনিক সংস্থান, নূতন নূতন লোকের চোখে একটা illusion সৃষ্টি করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী। এই সকল দৃশ্যাদির সহিত বাস্তবের কোন সংযোগ নাই; বাস্তব অর্থাৎ মিউজিয়াম, বা যাদুঘরে সংরক্ষিত বর্ম্ম, পোষাক, বা প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের কথা বলিতেছি না; যাহা আধুনিক যুগে সর্ব্বদা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমি সেই বাস্তবের কথাই বলিতেছি। প্রাচীন যুগের নিদর্শন অনুযায়ী দৃশ্যসজ্জার শিল্পবিদ্যার ছাত্র, বা প্রত্নতত্ত্ব-প্রেমিকগণের কাছে মূল্যবান, এবং অভিনব ঠেকিতে পারে, কিন্তু সাধারণের কাছে ইহা প্রথমটা অদ্ভুত, এবং পরে একঘেয়ে বলিয়াই প্রতীয়মান হয় বলিয়াই আমার বিশ্বাস। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, পূজনীয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিগুলির আমাদের সাধারণের বুঝিবার অক্ষমতা!

ক্রমশঃ।

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই আনা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৬৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২১শে আশ্বিন
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে!" কবির এ উক্তির প্রতিবর্ণ যে কতখানি সত্য সে বিষয়ে আর কোনও ভুল নেই। আনন্দময়ীর আগমনে সত্যই আজ আনন্দে দেশ ছেয়ে গেছে! সমস্ত অভাব সমস্ত দুঃখ ভুলে এই কটা দিন যেন এদেশের লোকেরা জগজ্জননীর পূজা নিয়ে একেবারে মেতে থাকে! জাতির এই বার্ষিক মহাপূজার উৎসবের দাবী পূর্ণ করতে হয়ত অনেকেরই হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়, কিন্তু তবু তারা তাদের সেই রক্তাক্ত বক্ষ শরতের নবীন উত্তরীয়তে ঢেকে রেখে স্নিগ্ধ শুভ্র হাস্যে, উৎসব অঙ্গ উজ্জ্বল ক'রে তোলে। পূজার ধূপ দীপ জ্বেলে আনে। সচন্দন পুষ্পপুষ্প দেবীর চরণে নিবেদন করে দেয়।

*

নাট্যজগতেও পূজার উৎসবের ঢেউ লেগেছে। সাহায্য রজনী, প্রতিভার পুরস্কার, অজ্ঞাত বিশেষ অভিনয় রজনী, সত্বাধিকারীদের ও তৎপুত্রগণের প্রাপ্য রজনী এমন কি স্মৃতি রজনীতেও উপস্থিত প্রতি রাত্রেই সাধারণ নাট্যশালাগুলি পূর্ণ হচ্ছে। এছাড়া সৌখীন অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়, ক্লাব, লাইব্রেরী, স্কুল কলেজ প্রভৃতির ও শারদীয় উৎসব উপলক্ষে নানাস্থানে অভিনয় সুরু হয়ে গেছে! এর উপর আবার মেদিনীপুরের বন্যার জন্যও অভিনয় আমোদ প্রমোদ ও সঙ্গীত জলসা প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন নানা দিকে অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে। সুতরাং শরতের আনন্দোৎসব, যে এবারও শহরে খুব জাঁকিয়ে উঠেছে, একথা আত্মঅস্বীকার করবার উপায় নেই।

*

এই সব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা নানাস্থান হ'তে নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলেম সেজন্য সর্ব্বাগ্রে আমরা তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সময়াভাবে আমরা সর্ব্বত্র গিয়ে যোগদান ক'রতে পারিনি। যাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠেনি, তাঁদের আমরা আন্তরিক দুঃখ জানিয়ে ক্ষমা চাইছি। যে কয়টি অনুষ্ঠানে আমরা যোগ দিতে পেরেছিলেম তাদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ ক'রে আমরা এবারকার মতো আমাদের কর্ত্তব্য শেষ ক'রবো।

*
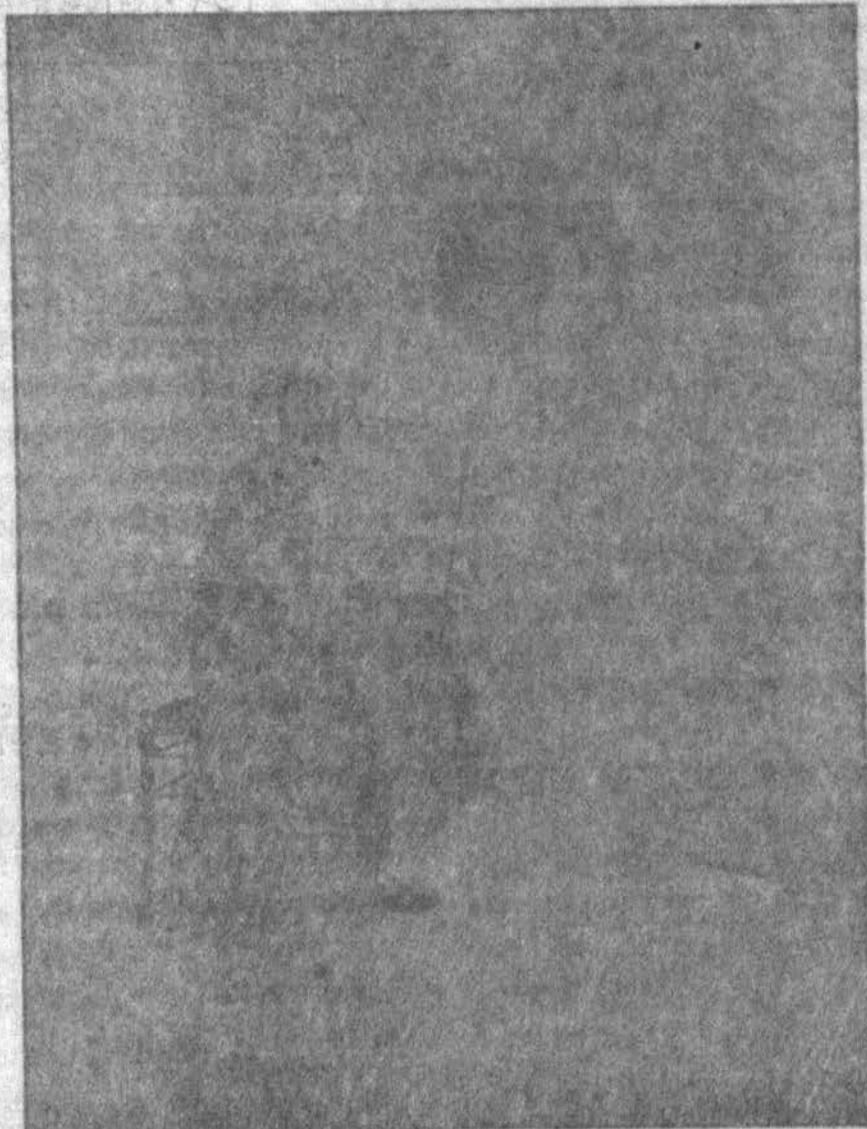
প্রথমেই প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেদের বার্ষিক শারদীয় সম্মিলন উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জন" নাটক অভিনয়ের কথা উল্লেখযোগ্য। শহরের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণ প্রতিবারই অভিনয়ের জন্য রবীন্দ্রনাথেরই নাটক নির্ব্বাচন করে যে সুরুচি সুশিক্ষা ও রসবোধের উৎকর্ষের পরিচয় দেন তাহা যথার্থই প্রশংসনীয়। প্রায়ই দেখা যায় যে ইস্কুল কলেজের ছেলেরা অভিনয়ের জন্য অতি নিম্ন শ্রেণীর নাটকই নির্ব্বাচন করেন। মেডিকেল কলেজের ছেলেরাই এবিষয়ে সকলের চেয়ে অগ্রণী। তাঁরা এমন সব নাটকের অভিনয় করেছেন যা শিক্ষিত ও উন্নত রুচির ছেলেদের দ্বারা অভিনয়ের জন্য

খেলা
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কেমন করে যে নির্ব্বাচিত হতে পারে সে আমাদের ধারণাই হয় না! স্কুল কলেজের ছেলেরা বৎসরে একদিন সখ করে একখানি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন। তাঁদের উচিৎ সেই সব শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির মধ্যে এমন এক খানির অভিনয় আয়োজন করা যা সাধারণ নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষরা অভিনয় ক'রতে সাহস করেন না—বেশীদিন হয়ত' চলবে না এই ভয়ে! তা না'করে তাঁরা করেন সেই সব খেলো নাটকের অভিনয় যা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে উচ্চরসজ্ঞানহীন স্থূল-বোধ দর্শকদের সকলের চেয়ে বেশী আকর্ষণ করে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

*

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেরা 'কল্লোল' ও 'বিজলী' সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন-দাশগুপ্তের নিপুণ শিক্ষকতায় সেদিন রবীন্দ্রনাথের "বিসর্জ্জনের" অতি সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। মন্দিরের দৃশ্যটি এবং নাটকের পাত্র পাত্রীর সাজ সজ্জা বেশ রুচিসঙ্গত হয়েছিল। রাণীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত প্রবোধেন্দু ঠাকুরের উচ্চাঙ্গের অভিনয় আমাদের সকলের চেয়ে মুগ্ধ করে ছিল! তাঁর রূপসজ্জা, পোষাক, অলঙ্কার, চলা ফেরা, হাত পা নাড়া সমস্তই রাণীর মতই সুন্দর উপযোগী ও লীলা-মধুর হ'য়েছিল! জয়-সিংহের ভূমিকায় তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত শৈলেশ দাশ গুপ্তের সুঅভিনয় বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল। শ্রীমান প্রতুল গুপ্তের 'অপর্ণার' আমরা খুব প্রশংসা করতে পারতুম যদি তিনি অতটা বেশী লীলায়িত ভঙ্গীতে তাঁর সমস্ত দেহকে সর্ব্বদা দোদুল্য করে না তুলতেন। তাঁকে মানিয়েছিল বেশ এবং তাঁর কথা-গুলিও মিষ্ট লেগেছিল। শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ সেনগুপ্তের 'রঘুপতি'র অভিনয় যে বেশ আশানুরূপ সফল হ'য়েছিল একথা বলা চলেনা। শ্রীমান অতীশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের 'নয়নরায়ের' মধ্যে সেনাপতির গাম্ভীর্য্য টুকু বেশ প্রবল মাত্রায় দেখা গেছল! 'হাসি' 'তাতা'র ছোট ছোট দুটি ভূমিকা মন্দ হয়নি! 'চাঁদ পাল' ও 'নক্ষত্র রায়' চলন সই রকমের। জনতার অপটুতা, কি সঙ্গীতে কি অভিনয়ে, আমাদের সকলের চেয়ে বেশী পীড়া দিয়েছিল। সমস্ত বিসর্জ্জনের অভিনয়টিকে সেদিন প্রাণবন্ত ও চিত্তগ্রাহী করে রেখেছিল শ্রীমান সুশীল দের সুকণ্ঠে গীত রবীন্দ্র সঙ্গীতের কলস্বনা ঝর্ণা। ছেলেদের নিজেদের ঐক্যতান বাদ্যও এদের একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

*

সংস্কৃতসাহিত্যপরিষদের সভ্যগণ পুনরায় সেদিন নাট্যমন্দিরে 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে তাঁর এই নাটকখানির যখন অভিনয় করেন তখনই আমরা তাঁদের সে অভিনয়ের বিশদ সমালোচনা প্রকাশ করেছিলেম। নাট্যমন্দিরে রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে অনেকগুলি সুবিধা পাওয়াতে তাঁদের এবারকার অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। একমাত্র গরুর গাড়ী নিয়ে বিব্রত হওয়া ছাড়া তাঁদের অভিনয় এবার সর্ব্বপ্রকারেই সাফল্য মণ্ডিত হয়েছিল বলা যায়।

*

'শান্তি সম্মিলনের' সভ্যগণ গত মঙ্গলবার নাট্য-মন্দিরে 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। নাট্য-মন্দিরের নূতন রঙ্গমঞ্চে চন্দ্রগুপ্ত অভিনয় হয় নি সেজন্ত দৃশ্যপটের দিক দিয়ে এঁদের অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সাজসজ্জার দিক দিয়ে এঁদের বিশেষ কিছু ত্রুটি হয় নি। যে সব অভিজ্ঞ শিল্পীর সম্মিলনে এঁরা চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়ের আয়ো-জন করেছিলেন সে হিসাবে এদের অভিনয় যতটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া উচিত ছিল তা নাহ'লেও কোথাও যে বিশেষ খারাপ হয়েছে একথা বলা চলে না। শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের আন্টিগোনসের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় দর্শকদের সকলকে যতখানি বিস্মিত ও মুগ্ধ করে দিয়েছিল ততখানি হতাশ করেছিল তাদের শ্রীযুক্ত প্রকাশ চন্দ্র দত্তর চাণক্যের সাদাসিধে অভিনয়। শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'কাত্যায়ন' চমৎকার অভিনয় হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টো-পাধ্যায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" চলনসই রকমের। তাঁর অভিনয়ের মধ্যে কোনও বিশেষত্ব ছিল না। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর 'মুরা ও 'এন্টিগোনাসের মাতৃ' ভালই অভিনয় হয়েছে। সুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়ের 'হেলেন' ও রবিন বাবুর 'সেলুকাস' আমাদের ভাল লাগেনি। শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র বসুর 'ছায়া' মন্দ হয় নি। শ্রীমতী নীহার মুস্তফীর আত্রেয়ী বেশ হয়েছে। ভিক্ষুক ও ছায়ার গান খুব ভাল হয়েছে বলা চলে না। 'গোড়ায় গলদ' রাত্রি অধিক হওয়াতে আমরা আর দেখে আসতে পারিনি।

*

সাধনা লাইব্রেরীর সভ্যগণ সেদিন রামমোহন লাইব্রেরী হলে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও উপন্যাসিক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'লাখ টাকা' নাটক খানির অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। 'সাধনা' লাইব্রেরীর 'লাখ টাকা'র অভিনয় মোটের উপর খুব খারাপ হয়েছে বলা যায় না।

*

এবার পূজার বাজারে কোনও নাট্যশালাই নূতন নাটকের অভিনয় আয়ো-জন করেন নি, কিন্তু সকলেই এক একখানি পুরাতন নাটকের আবার নূতন ক'রে অভিনয় আয়োজন করেছেন। 'ষ্টার' 'নবযৌবন" উদ্ভাসিত করেছেন 'মিত্র' রাজ্যে 'প্রতাপাদিত্যের' উদয় হয়েছে। 'মিনার্ভা' 'মিসরকুমারী'কে টেনে এনেছেন, কেবল 'নাট্যমন্দির' নীরব। তাঁদের অঙ্গনে কি মহামায়ার উৎসবের সাড়া জাগল না? 'বিসর্জ্জনের' পর সেখানে কিছু না হওয়া খুব স্বাভাবিক বটে।

চিত্র-কৌতুক

প্রথম অভিনেত্রী—আগেকার জায়গা থেকে তোমার চাকরী গেল কেন?

২য়—কোনো চিত্রনাট্যে আমি নায়িকার অভিনয় কোরছিলুম। প্রযোজক আমাকে মনে রাখতে বলেন যে নায়ক আমার প্রণয়ী আর আমিও যে তাঁর অনুরাগিনী তা জানাতে তাঁকে চুম্বন করবার সময় আমার আগ্রহ ও আন্তরিকতা যেন প্রকাশ পায়। আমি কিছুতেই তা ব্যক্ত ক'রতে পারলুম না।

১ম—কেন?

২য়—কারণ নায়কের অংশে অভিনয় ক'রছিলেন আমার স্বামী।

*

১ম অভিনেত্রী—সেদিন আমাদের চিত্রসঙ্ঘের সভাপতি মশায় এসেছিলেন। তিনি যে ঘরে কার্য্যাধ্যক্ষ মশায়ের সঙ্গে কথা কইছিলেন, তার পাশের ঘরেই আমরা ছিলুম—অনেক অভিনেতাও ছিলেন। আমাদের ঘরে খুব গোলমাল হ'চ্ছিল—সভাপতি মশায় তাতে ধৈর্য্যচ্যুত হোয়ে ক্রুদ্ধভাবে আমাদের ঘরে ঢুকেই, একজন ছোকরা মতন লোকের কান পাকড়ে নিয়ে যান ও তাকে একটা ঘরে আটকে রাখেন।

২য়—আহা বেচারী! সে কিসের ভূমিকা নিয়েছিল?

১ম—শোনো তারপর ; কিছুক্ষণ বাদে তিনি এসে ব'ল্লেন তোমাদের ছবি নেওয়ার কাজ হোচ্ছে না কেন? আমি খুব নরম ভাবে বোল্লুম আপনি আলোকচিত্রকরকে ধরে বন্ধ কোরে রেখেছেন বো'লে।

*

প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীযুক্ত হ্যারি ল্যাংডন বলেন, যে অভিনেতা অন্য অভিনেতার কাছ থেকে সিগারেট চাইবার আগেই দেশলাইয়ের কাটি জেলে বসেন, সেই অভিনেতাই হোচ্ছে সুখবাদী।

*

আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা এই গল্পটি বোলেছেন :—

১ম নাপিত—সেদিন হরিবাবুকে কামাতে গিয়ে তুমি তার গালটি বেশী একটু কেটেছিলে?

২য় নাপিত—আমি ই'চ্ছে কোরেই তা' কোরেছিলুম ; হরিবাবুর চাক্‌রাণীর সঙ্গে আমার প্রণয় চ'ল্‌ছে। আমাদের সঙ্কেত ছিল যে হরিবাবুর মুখের কোনো জায়গায় কামাতে কামাতে যদি কোনো দিন আমি ক্ষুর বসিয়ে দিই, তা হোলে সে বুঝবে যে সেদিন রাতে আমার স্ত্রী বাড়ীতে থাকবে না।

*

একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা তাঁর ছোটো ছেলেটিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। কেশহীন মস্তক কোনো লোককে দেখে ছেলে চেঁচিয়ে বোলে উঠলো,বাবা, ঐ দেখো একজন টেকো লোক। "বাবা বোললেন "চুপ চুপ"—ও শুন্‌তে পাবে।" ছেলে বোল্‌লে "ও বুঝি এখনো জান্‌তে পারেনি?"

*

১ম অভিনেত্রী—অভিজ্ঞ লোকেরা বলেন যে যা ক'রবে সে বিষয়ে যদি সে পাগল হোয়ে না যায় তো তার সাধনা অসম্পূর্ণ থাকে। আচ্ছা, অভিনয় সম্বন্ধেও কি তাই? অভিনয় কোর্‌তে গেলে কি পাগল হোতে হবে?

২য় অ—দিন কতক অভিনয় করবার পর, নিশ্চয়ই হোতে হবে।

*

১ম সখী—নলিন বোলেছিল আমি যতবার বলি, সে আমাকে কখনো ততবার চুমো খায়নি।

২য় স—তোমাকে তা হোলে মিথ্যাবাদী বোললে! তুমি এর কি ব্যবস্থা কোর্‌লে?

১ম স—আমি বোল্লুম "আচ্ছা এবার থেকে তুমি প্রতিবার চুম্বনের সময় আমার ঘরের দরজায় একটা কোরে খড়ির দাগ দিয়ো।"

২য় স—তারপর?

১ম—সাতদিন বাদে খড়ির দাগে দরজা একেবারে উহ্য হোয়ে গেল।

আর্টীয় যৎকিঞ্চিৎ

আর্ট কাকে বলে? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা সোজা কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। আর্টের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতিগত জীবনের কোনো সম্বন্ধ আছে কি? এর উত্তর চেষ্টা করলে এক কথায় দেওয়া চলতে পারে। অর্থাৎ—হাঁ আছে। কিন্তু এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক দল বলেন যে, আর্ট আমাদের জীবনকে মহত্তর পথে চালিত করে, আর্টের ভিতর দিয়ে আমরা অরূপের আভাষ পাই। এই বিশ্বে প্রকৃতি বিভিন্ন রূপ ও রেখায় যে নিজেকে প্রকাশ করছে, আর্ট যে, সে তার মর্ম্ম বুঝতে পারে এবং তারই অনুকরণে সে নিজকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে—রেখা দিয়ে, লেখা দিয়ে আর নানা উপায়ে। আর একদল আছেন যাঁরা আর্টকে জীবনের ক্ষেত্রে টেনে আনতে অত্যন্ত নারাজ। তাঁরা বলেন Art for Art's sake, এদের বক্তব্য এই যে, আর্ট জিনিষটা এত পবিত্র, মহৎ ও পেলব, যে, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের হাসি কান্না সুখ দুঃখ ন্যায় অন্যায়ের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে এনে তার বিচার করতে শুধু যে তার মর্য্যাদার হানি হয় তা নয় সেটা একটা অপরাধ।

কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে এই দুটি মতের মধ্যের খুব কম পার্থক্যই দেখা যায়। আর্ট যত মহান ও যত পবিত্রই হোক না কেন, সেটা মানুষেরই কোন একটা অনুভূতির অভিব্যক্তি এবং মানুষের অনুভূতি দিয়েই তার মর্ম্ম গ্রহণ করা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কাজেই আর্ট যতই পেলব এবং পবিত্র হোক না কেন সে যখন মানুষের অনুভূতির গ্রাহ্য তখন সেই অনুভূতির উপর সে যে কোনো প্রভাব বিস্তার করে না অথবা করবার ক্ষমতা তার নেই এ কথা বলা যায় না।

ভারতবর্ষের যে ললিতকলা এবং ললিতশিল্প তার উদ্ভব হয়েছিল ভারতবর্ষের ধর্ম্ম থেকে। সেই জন্য এক সময়ে আর্টের সঙ্গে ভারতবাসী জনসাধারণের সম্বন্ধে অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। সেই জন্যই এখানকার লোকের পক্ষে সাড়ে তিন হাত কি তার চাইতে নীচু ঘরে বাস করে সহস্র সহস্র লোকে মিলে শত শত বৎসর ধরে মরুভূমির মধ্যে অভ্রভেদী মন্দির খাড়া করা সম্ভব হয়েছে।

টলষ্টয় একজায়গায় এমন একটা কথা বলেছেন যার মোদ্দা কথা এই যে—যে আর্ট থেকে যত বেশী লোক রস সংগ্রহ করতে পারে সেই আর্টই তত বড়। অবশ্য আর্টের পার্থকতা তার ব্যপকতার ওপর নির্ভর করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আজিকার যুগে টলষ্টয়ের সে কথা নির্ব্বিচারে জেনে নিতে পারা যায় না।

আর্ট থেকে রস গ্রহণ করবার শক্তি প্রত্যেকের প্রাণে নিহিত থাকলেও প্রত্যেক দেশেরই আর্ট আজ যে স্তরে এসে পৌঁচেছে তাতে কেবলমাত্র রস গ্রহণ করবার সেই সহজাত শক্তি দিয়ে আর্টের রস সংগ্রহ করা অসম্ভব। একটা উদাহরণের আশ্রয় নেওয়া যাক। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষা আগমনী সঙ্গীত শুনে তার মধ্যে যতটুকু রস আছে তার আস্বাদন গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সেই ব্যক্তিই সুরবাহারে আসোয়ারী রাগিনীর আলাপের সম্পূর্ণ রস গ্রহণ করতে সক্ষম হবে না। কালীঘাটের পট থেকে সে ব্যক্তি যতটা আনন্দ পাবে অবনীন্দ্রনাথের "যাঁখি পাখী ধায়" দেখে তার শতাংশের একাংশ আনন্দও সে পাবে না। তার কারণ শেষোক্ত শ্রেণীর আর্ট বোঝবার জন্য যে শিক্ষা দরকার তার সে শিক্ষা হয়নি। ঠিক এই একই কারণে রবীন্দ্রনাথ শেলি অথবা ব্রাউনিংয়ের কবিতা অনেকে বুঝতে পারেন না। অনেকে আবার সারা জীবন ধরে আর্ট বোঝবার সাধনা কোরেও সিদ্ধির পথে অতি অল্পই অগ্রসর হোতে পারেন। এই জন্যই আমাদের দেশের পুরানো লোকেরা রসের স্রষ্টিকর্ত্তার চেয়ে রসিকের আসন নিয়ে নির্দ্দিষ্ট করেন-নি।

আর্টের নানা রকম শ্রেণী আছে। এই শ্রেণীকে অনেক ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। এই শ্রেণী-বিচার করবার মাপকাটি হচ্ছে রসিকের মন। ভাল কবিতা, ছবি, উপন্যাস বা আর্টের যে কোনো অভিব্যক্তি—কাকে বলে তার সূত্র রসিকেরা নানানভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যেখানেই তার শ্রেণী-বিচার করবার সময় উপস্থিত হয়েছে সেইখানেই তাঁরা রসিকের রস গ্রহণ করবার শক্তির ওপর সে ভার ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে যদি কোনো একটা বাঁধা formula থাকত তা হোলে আজকে আর্টের বিচার নিয়ে নাচঘরের লেখকদের এত হাঙ্গামা করতে হোতো না। Formulaতে ফেলে টপ কোরে তাঁরা বলে দিতে পারতেন নাট্যমন্দিরের আলমগীর অথবা আর্ট থিয়েটারের শ্রীকৃষ্ণ নাটক ও তার অভিনয়কে কোন শ্রেণীর আর্ট বলা যেতে পারে। অবশ্য বিচার তাঁরা করেছেন তবে সেই বিচারের ফলে যে তর্কের ধূলি উড়েছে তা ওড়া আর সম্ভব পর হোতো না।

আর্ট বিচার (আর্টের শ্রেণী বিচার নয়, জিনিষটা আদৌ আর্ট কিনা তারই বিচার) করতে হোলে তাকে সমগ্র ভাবে দেখতে হবে।

ধরুন একজন শিল্পী পাথর কেটে নারীদেহের একটি আদর্শ মূর্ত্তি তৈরী করলেন। একজন সমালোচক সেটাকে দেখে বল্লেন যে, মূর্ত্তিটি নারীদেহের আদর্শ হয়েছে। এর তুলনা নাই। তবে কিনা মূর্ত্তিটির বাঁ পা অপেক্ষা ডান পাটা বিঘৎ পরিমাণে বড় হয়েছে, আর কাণ দুটোর একটা হয়েছে মানুষের মত আর একটা হয়েছে খরগোসের মত তা না হোলে মূর্ত্তিটি যা হয়েছে তার তুলনা নাই। কিন্তু রসিক যিনি তিনি বলবেন যে নারীদেহের সৌন্দর্য্য এ দেহের মধ্যে নাই এবং সেইদিক দিয়ে মূর্ত্তিটি কিছুই হয় নি।

নাটক ও অভিনয়ের কথা ধরা যাক্। প্রায়ই শুনতে পাই যে অমুক থিয়েটারে একখানা নাটক অভিনয় হচ্ছে। নাটকখানা কিছু নয় বটে কিন্তু অভিনয় হচ্ছে অতি সুন্দর! ব্যাপারটা পরম বিস্ময়কর! আমার মনে হয় যে এই রকম নাটক যাঁরা সুন্দর অভিনয় করেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা এর মধ্যে সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করেন তাঁদের বাহাদুরী অনেক বেশী।

বিভীষিকা দৃশ্য।

আলমগীরের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

খারাপ নাটকের ভাল অভিনয় খুব বিস্ময়কর ব্যাপার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার মাত্রই আর্ট কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সামান্য চেষ্টা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের রঙ্গালয়গুলির প্রধান চেষ্টা হচ্ছে দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করা! রঙ্গালয়ের কর্ত্তারা বলতে পারেন—মশায়, লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করাটাও বড় সহজ ব্যাপার নয়। তার সঙ্গে আরও একটি সত্য এই যে বিস্ময়কর ব্যাপার দেখলে লোকে যত শীগগীর পয়সা বার করে আর্ট, দেখবার জন্য তা করে না, আর পয়সা না হোলে থিয়েটার চলে না। আপনার মতন যারা আর্ট আর্ট বলে চেঁচায় তাদের অধিকাংশই থিয়েটার দেখে বিনা মূল্যে। আপনাদের দলে যদি বেশী লোক থাকত, আর তাদের দিয়ে যদি থিয়েটার চল্‌ত তা হোলে তো আমরা আর্টই দেখতুম—ম্যাজিক কিংবা সার্কাস দেখবার ঝোঁক আমাদের থাকৃত না।

রঙ্গালয়ের কর্ত্তাদের কথাগুলি খুবই সত্য। তবে তাঁরা যে জিনিষ দেখাবেন তাকে যদি 'আর্টনয়' বলা হয় তবে তাঁরা যেন আর রাগ না করেন। আর সেই সঙ্গে এ কথাও বলা কর্ত্তব্য যে, আর্টিষ্টের কাজ প্রতিদিন আর্টকে বধ করা নয়, তার ধর্ম্ম হচ্ছে আর্টকে রক্ষা করা। তাঁরা যা করছেন তা না কোরে তাঁদের উপায় নাই। কিন্তু সেগুলো আর্টও নয় এবং আর্টিষ্টের কাজও তা নয়।

শ্রীমতী কমলবাসিনী দেবী

ষ্টারে "নবযৌবন"

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রাচীন ব্যর্থ নাটক "নবযৌবন" খানিকে যথাসাধ্য নবীন ও সার্থক ক'রে তোলবার চেষ্টায় ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা আগা গোড়া ঢেলে সেজেছেন দেখা গেল! এই বহু দৃশ্যে বিভক্ত ও অযথা দীর্ঘ কলেবর নাটকখানিকে তাঁরা অনেকখানি সঙ্ক্ষেপ ক'রে মাত্র চার অঙ্কে ও পাঁচটি দৃশ্যে শেষ করেছেন কিন্তু তথাপি দেখা গেল এখনও এমন সব বাজে কথা ও বদরসিকতা এর মধ্যে রয়ে গেছে যে এক একটি দৃশ্যে এক একটি অঙ্ক শেষ করা সত্বেও প্রত্যেক দৃশ্যগুলি অত্যন্ত দীর্ঘ ও পীড়াদায়ক বলে মনে হচ্ছিল। আমরা তাঁদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করছি যে তারা যখন যথার্থ রসজ্ঞের মতো নাটকখানির এতটা উন্নতি বিধানই করেছেন তখন আর একটু সাহস করে আরও খানিকটা নির্ম্মম ভাবে বাদ দিয়ে নাটকখানিকে নির্দ্দোষ করে ফেলুন।

প্রয়োগ-নৈপুণ্যের দিক দিয়ে 'নবযৌবনের' অভিনয়ে ষ্টার থিয়েটার যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন মিনার্ভায় অভিনীত 'ব্যাপিকা বিদায়' ছাড়া অমৃতলালের আর কোনও নাটকের অভিনয়ে পূর্ব্বে কখনও সেরূপ হয়নি। 'নবযৌবনের' অপূর্ব্ব দৃশ্যপট ও নয়নাভিরাম সাজসজ্জা 'ব্যাপিকা বিদায়ের' মঞ্চ-মাধুর্য্যকে সর্ব্ব রকমে পরাস্ত ক'রেছে দেখা গেল! বিশেষভাবে এই নাটকের অভিনয়ে যে 'মেলা'র দৃশ্য দেখানো হ'য়েছে, বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের জন্ম হ'য়ে পর্য্যন্ত কখন এ দেশের কোনও রঙ্গালয়ে সেরূপ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়নি। সারি সারি হোগলার ঘর বাঁধা বিরাট মেলা-ক্ষেত্র। কোথাও পাখীর হাট বসেছে, কোথাও চিত্রিত হাঁড়ী কলসী বিক্রয় হ'চ্ছে, কোথাও ফলমূল বিক্রয় হ'চ্ছে, কোথাও চানাচুরওয়ালা বসে গেছে, কোথাও সাপুড়ের সাপ খেলানো চলছে, কোথাও খেমটাওয়ালীদের নাচগান হ'চ্ছে, কোথাও মাদল বাজিয়ে সাঁওতালদের দল চলেছে, কোথাও সেই'বালক কৃষ্ণ'সেজে ছেলেরা নেচে গেয়ে ভিক্ষা করছে' পানের দোকানও বসেছে, নানা জাতের নানা রকমের দর্শক ও যাত্রীদের জনতায় মেলাস্থল পরিপূর্ণ। সে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর চমৎকার দৃশ্য। রঙ্গমঞ্চে প্রয়োগ-কৌশলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। দর্পনারায়ণের প্রাসাদ-তুল্য দ্বিতল অট্টালিকা ও তৎসংলগ্ন উদ্যানের দৃশ্যও বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অভিনয় সকলের চেয়ে ভাল করেছেন 'অলকার' ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা। শ্রীমতী ফিরোজার 'সুকুমার'ও সুন্দর হয়েছে। রাণীসুন্দরীর 'তুলসী'ও চমৎকার। দর্পনারায়ণের ভূমিকায় 'মেক্‌আপে'র রাজা অহীন্দ্রবাবুর রূপসজ্জা যেমনি সুন্দর হয়েছিল তার অভিনয়ও ততোধিক চিত্তাকর্ষক। 'ফুলচাঁদের' ভূমিকায় রাধিকাবাবুর অভিনয়ও ভাল হয়েছে। কেবল 'তিলকচাঁদের' ভূমিকায় কুমার কনকনারায়ণ, ও 'তেজবাহাদুরের' ভূমিকায় দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর অভিনয় তেমন ভাল হয়নি। 'ভজনলালে'র ভূমিকায় কাশীবাবু একেবারে অচল। এই অংশ সন্তোষকুমার দাসকে দিলে আমাদের মনে হয় অনেক ভাল হ'তো।

মালির ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরীর অভিনয় মনোজ্ঞ। রোমান্সের অপমৃত ঘটিয়ে, 'ষ্টারে' এতগুলি তরুণ অভিনেতা থাকতেও,একজন অভিনেত্রকে ভূমিকা দেওয়া হোলো কেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

পাদপ্রদীপের আলোকে

—:•:—

বিলাতের বিশেষজ্ঞ বলছেনঃ—Endeavour t› keep acting, speech gesture,costume, scenery and lighting all focussed iu the same psycho-logical direction."—বাংলাদেশে প্রয়োগ-পটুতার কথা নিয়ে আকাশভেদী চীৎকার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কোন-একখানি নূতন নাটকের অভিনয়ের সময়ে বাঙালী প্রয়োগকর্ত্তারা ঠিক উপর-উক্ত বিষয়গুলির দিকে কতটুকু দৃষ্টি রাখেন, সেটা জানবার জন্যে আমার আগ্রহের অভাব নেই।

•

আমার মতে, প্রয়োগপটুতার দিক দিয়ে বাংলাদেশে এই কয়খানি নাটকের অভিনয় হয়েছে অনেকটা নির্খুৎ :—'নাট্যমন্দিরে'র "সীতা" ও "জনা" এবং 'ষ্টারে'র "চিরকুমার সভা," "গৃহপ্রবেশ" ও "শোধবোধ"। Alfred Jarry'র লেখা"Ubu Roi"ফরাসী রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে। আর্থার সিমন্সের "Studies in Seven arts"এ ঐ নাটকখানির বিশেষত্বের পরিচয় আছে। ওখানি "symbolist farce" ব'লে কথিত হয়েছে এবং আনাতোল ফ্রান্স-প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্য-শিল্পীরাও তার প্রশংসা না ক'রে পারেন নি।

•

পুতুল নাচের পুতুলরা মানুষের অভিনয়ের নকল করে। কিন্তু ঐ "সিম্বলিষ্ট ফার্সে" মানুষরাই পুতুল সেজে অভিনয় দেখায়। বর্ত্তমান সভ্যতা ও মানবতাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে নাট্যকার এই নূতন উপায় অবলম্বন করেছেন। এদেশেও কি এই ধরণের প্রহসনের অভিনয় সম্ভব নয়?

•

কিছুদিন আগে একখানি "fantastic melodrama" পড়েছিলুম, তার নাম "R.U.R." নাট্যকারের নাম কারেল কাপেক। এক ব্যক্তি মনুষ্য-যন্ত্র সৃষ্টি করেছে এবং এই যন্ত্রের নাম "রোবট"। দরকার হলেই কারখানায় লক্ষ লক্ষ স্ত্রী ও পুরুষ রোবট প্রস্তুত করা চলে। এই রোবটরা মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু তাদের ভিতরে না আছে ব্যক্তিত্ব, না আছে অনুভূতি। মানুষের আজ্ঞায় তারা চলে ফেরে ওঠে বসে।

•

পরে এই কলের মানুষদের ভিতরে যখন ব্যক্তিত্ব ও অনুভূতির সঞ্চার হ'ল, তখন তাহারা বিদ্রোহ প্রকাশ করল এবং পরিণামে যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত মনুষ্য জাতি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। নাট্যকার এখানে যন্ত্রবিজ্ঞান-চালিত বর্ত্তমান সভ্যতার একটি সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। য়ুরোপের দেশে দেশে এখন এই বিচিত্র নাটকের অভিনয় চলছে।

"নাট্য-মন্দিরে "বিসর্জ্জন"
জয়সিংহ—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

•

কেবল ঐ "Ubu Roi" বা "R. U. R." নয়, পাশ্চাত্য দেশের অসংখ্য নাট্যকার এখন এমনি সব নব নব ভাবের তন্ত্রীতে আঘাত দিবার চেষ্টা করেন। আমরাই কেবল পুরাণ আর ইতিহাসের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্ব-সাহিত্যের শত শত আদর্শ বিদ্যমান, কিন্তু বাঙালী নাট্যকারের চিন্তাশক্তি তবু কেন জাগ্রৎ হয়ে উঠছে না?

•

বাঙালী গান শুনতে ভালোবাসে এবং বিনা গানে এখানে কোন নাটক জনপ্রিয় হয় না, কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ে তবু গায়ক-গায়িকার এমন শোচনীয় অভাব

কেন? য়ুরোপে কারুসো, অলিভ ক্রেমষ্টাড, জেরাল্ডাইন ফারার, মেরি গার্ডেন, কিপ্রডোর শালিয়াপাইন, মেরিয়েট মাজারিন ও এভেট গিলবার্ট প্রভৃতির মতন নটচর্য্যায় কুশল গায়ক ও গায়িকাকে আমরা কি কখনো বাংলা রঙ্গমঞ্চের উপরে আবির্ভূত হ'তে দেখব?

*

নবযুগে বাংলা রঙ্গালয়ে সবচেয়ে বড় উন্নতি হয়েছে, দৃশ্যপট এবং সাজ-পোষাকের ক্ষেত্রে। আগেকার দৃশ্যপট ও সাজ-পোষাক কোন একটা বিশেষ যুগকে প্রকাশ করতে পারত না। তখনকার মঞ্চশিল্পীর তুলির টানে সূক্ষ্মতা, কবিত্ব ও ভাবের গভীরতাও এখনকার মতন ফুটে উঠত না। এ বিভাগে এত শীঘ্র বাংলা রঙ্গালয়ের অভ্যুদয়কে একরকম অভাবিত বললেও অত্যুক্তি হবে না।

*

এদেশে সর্ব্বপ্রথমে যে মঞ্চশিল্পী বিশেষরূপে এদিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন, তাঁর নাম অমরনাথ সিংহ-রায়। পুরাতন মিনার্ভার "মিসর-কুমারী" ও "লক্ষ্মণসেন" প্রভৃতি নাটকের দৃশ্যপটে ও সাজ-পোষাকে তিনি তাঁর কলানিপুণতা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা রঙ্গালয়ের দুর্ভাগ্য এই যে, প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশের আগেই, পিতৃদত্ত নামকে ব্যর্থ ক'রে অমরবাবু অত্যন্ত অকালে পরলোকে প্রস্থান করেছেন। তাঁর অভাব চিরদিন আমার মনে থাকবে।

*

সংপ্রতি আরো দুজন নবীন ও শক্তিধর মঞ্চশিল্পীর আত্মপ্রকাশ দেখে আশান্বিত হয়েছি। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ যথাক্রমে নাট্যমন্দিরের "বিসর্জ্জন" ও মিত্র থিয়েটারের "জয়শ্রী"র দৃশ্যপটাদিতে উপভোগ্য ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। আমি এঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করছি, কারণ এঁদের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

জাপানে চলচ্চিত্র

—:০:—

পুলিশ ও ফিল্ম সেন্সরের নানা প্রকার কঠিন আইন থাকা সত্ত্বেও চেরীকুল শোভিত প্রাচ্যের গৌরব জাপানে বছর ছয়েকের মধ্যে চলচ্চিত্রের এত বেশী আদর হ'য়ে উঠেছে, যে আজ ঐ মনোমুগ্ধকর অত্যাশ্চর্য্য বস্তুটির স্থান আমোদ প্রমোদ বিভাগে সব চেয়ে উচুঁতে।

আইনের কড়া হুকুমে জাপানে ছায়াচিত্রে চুম্বনযুক্ত দৃশ্য দেখানো নিষিদ্ধ,—কারণ জাপানী ফিল্ম সেন্সরের মতে আলিঙ্গন ও প্রেম-দৃশ্য সাধারণের মানসিক শান্তির অন্তরায় হয় ও নৈতিক চরিত্রকে শিথিল ক'রে দেয়; কিন্তু কিছুকাল হ'ল এক নতুন আইন বিধিবদ্ধ হ'য়েছে, তাতে বিদেশী ছবি, উপরিল্লিখিত দৃশ্য থাক্‌লেও সাধারণের সমক্ষে আলো-ছায়ার খেলা দেখাতে পারে।

বিদ্রোহের দৃশ্য—বিশেষতঃ কোনো মুকুটধারী নরপতির বিদ্রোহ-দৃশ্য ফিল্মে দেখানো সেখানে নিষেধ, পুলিশের তীক্ষ্ন দৃষ্টি ঐ দিকে লক্ষ্য রাখে।

নানা বাধা বিপত্তি থাক্‌লেও বায়স্কোপ জাপানীদের অতি প্রিয় হ'য়ে উঠেছে,—আজ ক্ষুদ্র জাপান-সাম্রাজ্যে মোট ছয় শত সিনেমা হাউস বর্ত্তমান; অথচ আশ্চর্য্যের কথা এই যে পনের বছর পূর্ব্বে এর একটারও কোন্ অস্তিত্ব ছিল না। জাপানী সিনেমা হাউসে দর্শকদের স্থান তিন অংশে বিভক্ত; প্রথম অংশে ব'সতে পারেন কেবল পুরুষ ও বালকরা, দ্বিতীয় অংশ শুধু স্ত্রীলোক ও বালিকাদের জন্যে এবং তৃতীয় অংশ বিবাহিত দম্পতীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট।

যাতে এই আইনটির খ্যাতি মর্য্যাদা রক্ষা হয় সে জন্যে প্রত্যেক চলচ্চিত্রাগারে প্রত্যহ পুলিশ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকেন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যখন দেখা গেল যে প্রেম-দৃশ্য দেখানোর সময় সাধারণতঃ দর্শকরা কিঞ্চিৎ চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, তখন থেকেই এই অভিনব আইনটির জন্ম।

নাট্যমন্দিরে "বিসর্জ্জন"
মন্দির পথে—হাসি, তাতা ও রাজা
রাজা—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

তুলনায় একজন জাপানী একজন মার্কিনের দ্বিগুণ ছবি দেখে কারণ, জাপানে প্রত্যেক সিনেমা গৃহে এককালে দু'তিন খানি বই, একটা হাস্যরসযুক্ত বই অর্থাৎ কমিক, সাধারণ খবরের ছবি অর্থাৎ আমরা যাকে বলি টপিকাল বাজেট এই এতগুলো ছবি একবারে দেখানো হয়।

আজ কাল সাধারণের চক্ষুর হিতের জন্যে নতুন আইনে সেখানে একেবারে তিরিশ রিলের বেশী ছবি দেখানো বারণ।

আমেরিকায় বায়স্কোপ দেখ্‌বার সময়, যে সাব্‌টাইটেল (sub-title) চেঁচিয়ে পড়ে তাকে সকলে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, কিন্তু জাপানদেশে তার আদর খুব বেশী, প্রতি সিনেমা গৃহের কর্তৃপক্ষরা চীৎকার ক'রে পড়বার জন্য এই রকম পেশাদার লোক নিযুক্ত করেন।

আজ জাপানে মোট আট হাজার ঐ শ্রেণীর লোক শুধু এই কাজ ক'রে জীবিকা-নির্ব্বাহ ক'রছে। তাদের কাজ ছবির লেখা প'ড়ে ঘটনার বর্ণনা ক'রে যাওয়া। বিদেশী ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শককে, বিদেশী ছবি দেখতে, এরা খুব সাহায্য করে।

প্রায় বারো বছর পূর্ব্বে জাপানে প্রথম ছায়াচিত্র প্রস্তুত হয়।—জাপানী সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অধিকাংশ স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করেন পুরুষ অভিনেতারা কিন্তু ফিল্মের উচ্চ আসন গোড়া থেকেই মেয়েরা দখল ক'রেছেন।

রাজধানী টোকিও সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থিয়েটারে একটি অভিনেত্রীও নেই আবার তেমি ফিল্ম ষ্টুডিয়োতে পুরুষ অভিনেতার সংখ্যা অতি অল্প।

পাশ্চাত্য জগৎ প্রেম ব'লতে যা বোঝে তা ফিল্মের আগমনে জাপানীরা বুঝতে পারছে, তার ফলে চুম্বনকে তারা আর এক ঘরে ক'রে রাখতে চাইছে না:—আজ জাপানী ফিল্মের জন্য, জাপানী চরিত্র অনুযায়ী আলাদা বই লিখতে হচ্ছে—তবে এটা স্থির নিশ্চয় যে এই জাপান ভবিষ্যতে একদিন পোলা নেগ্রীর অভিনীত "প্যাসানের" (Passion) মত ছবি তৈরী ক'রবে।

এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শ্রেষ্ঠ জাপানী অভিনেতা সেসু হেয়াকাওয়া (Sessu Hayakawa) আমেরিকান যশের মালা গলায় পরলেও স্বদেশে মোটেই প্রিয় নন।

জাপানে চলচ্চিত্রের প্রধানা অভিনেত্রীর নাম সুমিকো কুরুসিমা, (Sumiko kurusima); তাঁর বেতন এক হাজার ইয়েন (প্রায় দেড় হাজার টাকা)। জাপানী ফিল্মে এই বেতন সব চেয়ে বেশী,—আজ কাল জাপানে যত ছবি দেখানো হয়, তার মধ্যে শত করা চল্লিশ ভাগ ছায়াচিত্র স্বদেশে প্রস্তুত হয় আর বাকী ষাট ভাগ বিদেশ থেকে আমদানী হয়—বেশীর ভাগ আমেরিকা থেকে।

শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত

দর্শক দর্পণ

—:০:—

ষ্টার থিয়েটারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ" অভিনয় হচ্ছিল। থিয়েটারের একজন ধনী পরিচালকের বাড়ীর সরকার চাকর বামুন ও দারবানেরা—বাবুর কাছ থেকে থিয়েটার দেখতে যাবার পাশ পেয়ে সেজে গুজে গিয়ে সেদিন থিয়েটারে উপস্থিত হয়েছিল। বাবু তাঁদের থিয়েটারে যাবার ছুটি দিয়ে বাড়ীতেই বসেছিলেন। আধঘন্টার মধ্যেই তারা সদলবলে বিষন্নমুখে বাড়ী ফিরে এলো দেখে তিনি সরকার মহাশয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি? সব ফিরে এলে যে! খুব ভিড় হয়েছে নাকি? জায়গা পেলে না বসতে?—" সরকার জোড় হাত করে বললে—"আজ্ঞে না হুজুর, আমাদের বরাত মন্দ তার কি হবে। লোক

জনের ভিড় মোটেই নেই দেখে আমার তখনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল যে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে :—কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি যে তা বুঝতে পারিনি। গিয়ে দেখলুম অহীন্দ্র বাবুর বড় অসুখ! তিনি ষ্টেজের উপরই একখানা ইজি-চেয়ারে প'ড়ে কাতরাচ্ছেন। পাশের টেবিলে মেলাই ঔষধ পত্র রয়েছে! তিনকড়ি বাবু আর দিদিমণিরা সবাই তাঁর সেবা শুশ্রূষা নিয়ে ভারি ব্যস্ত! আজ থিয়েটার বন্ধ! তাই চলে এলুম!

*

নাট্যমন্দিরে "সীতা" অভিনয় হচ্ছে। খুব ভিড়। সকলেই তন্ময় হয়ে অভিনয় দেখছে। কিন্তু বিলম্বে আগত জন কতক দর্শকের মধ্যে একটা বিশেষ চাঞ্চল্য ভাব দেখা যাচ্ছিল। তারা হনুমান কখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে তারই অপেক্ষায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল! একজন দর্শক পিছন থেকে তাদের বললে—এটা যাত্রা নয় মশাই, এ থিয়েটার—এর মধ্যে হনুমান নেই। তারা সে কথা বিশ্বাসই করলে না। বললে—তাকি হয় মশাই? হনুমান ছাড়া রামায়ণ কথা হতেই পারে না—তা হলে হনুমান বাদ দিলে যে হিন্দুধর্ম্মের হানি হবে!—বলতে বলতে হঠাৎ তারা প্রফুল্ল হয়ে হাত তালি দিয়ে বলে উঠল—"হ্যাঁ বাঃ বীর হনুমানই বটেতো—ওই দেখুন 'মহাবীর' এসেছেন আপনি বলেছিলেন হনুমান এ বইতেই নাই! তাও কি হয়? তাও কি হয়? সীতার কাহিনীতে তিনি না থাকলে সে যে সৃষ্টিছাড়া অহিন্দু কাণ্ড হ'তো!

পশ্চাতের দর্শকটি কৌতুক বিস্ময়ে ষ্টেজের উপর চেয়ে দেখলেন তারা রামানুচর 'দুর্ম্মুখ'কে রামদাস হনুমান বলে ভুল ক'রছে—তাই প্রতিবাদ করে বললেন "না না ওযে দুর্ম্মুখ!"

তারা এবার দৃঢ়স্বরে বললে—হ্যাঁ 'পোড়ার মুখ' না ক'রে 'দুর্ম্মুখ' ক'রেছেন। চেহারা দেখে মালুম করছেন না ওই—তো সাক্ষাৎ হনুমান, কেবল লাঙ্গুলটা গোপন করে রেখেছেন বলে আপনারা চিনতে পারছেন না!

পশ্চাতের দর্শকটি এবার হতাশভাবে চেয়ারে ঠেশ দিয়ে এলিয়ে পড়লেন!

*

মিত্র থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনী" অভিনয় হচ্ছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী আয়েষার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ওসমান্ ও জগৎসিংহের ভূমিকায় যথাক্রমে নির্ম্মলেন্দুবাবু ও তুলসীবাবু অভিনয় ক'রছিলেন। পিটের দর্শকদের মধ্যে শোনা গেল একটি ছেলে তার অগ্রজকে জিজ্ঞাসা করছে—"হ্যাঁ দাদা, ওরা দু'জনে ওদের দিদিমাকে নিয়ে ঝগড়া ক'রছে, না?

*

প্রেসিডেন্সী কলেজের ছেলেরা য়ুনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন অভিনয় করছেন। অনেক বড় বড় প্রোফেসর অধ্যাপক শিক্ষক ও শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ দর্শক হিসাবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রথম অঙ্কের অভিনয় শেষ হবার পর যখন যবনিকা পড়ল তখন দেখা গেল যবনিকার প্রচ্ছদ-পটে পুরাতন কোহিনুর থিয়েটারের অনুকরণে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর সেই প্রসিদ্ধ ও বহু পরিচিত অশ্বারোহী মূর্ত্তিটি অঙ্কিত রয়েছে। সেই ছবিখানি দেখে একজন ইংরাজী পোষাক পরা প্রফেসার-জাতীয় দর্শক শোনা গেল তাঁর পার্শ্বস্থ বন্ধুটিকে বলছেন—দেখ হে, ঔরঙ্গজেবের চেহারাটা কিন্তু একেবারে ঠিক এঁকেছে ঐ সিনটাতে, না? বন্ধুটি একটু কিন্তু ভাবাপন্ন হ'য়ে ব'ললেন—আমি যে তবে শুনলুম কে একজন বলছিলেন যে ওটা নাকি শিবাজীর ছবি?—আরে দূর! একেবারে বাদশাহী মুসলমানী দাড়ী—ও ঔরঙ্গজেব না হ'য়ে যায় না!—তা হ'তেও পারে কিছু বলা যায় না! এই সময় সামনে থেকে আর একজন — "আজ্ঞে মাপ করবেন, ওটি শিবাজীও নন,—ঔরঙ্গজেবও নন—ওটি [illegible]তাপ সিংহের ছবি তাঁর প্রিয়তম অশ্ব 'চৈতকে'র উপর চড়ে তিনি আরাবল্লী পর্ব্বতে চলেছেন! পূর্ব্বের দর্শক দুটি ছবিখানির এত সবিশেষ পরিচয় পেয়ে একটু ভড়কে গেল! শিবাজী পক্ষের দর্শক ত অবিশ্বাস করতেই পারলেন না কেবল ঔরঙ্গজেবের দলের লোকটি একবার বিড় বিড় করে যেন বললেন কিন্তু ওই দাড়ীটা যে—বাধা দিয়ে—রাণাপ্রতাপের দলের লোকটি বললে দাড়ী ত হবেই, চিতোর উদ্ধার না হওয়া পর্য্যন্ত যে প্রতাপ সিংহ অশৌচ পালন করেছিলেন!

*

কোনও একটি নূতন রঙ্গালয়ে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রয়োজন হওয়াতে তাঁরা কতকগুলি অবসর-প্রাপ্ত প্রসিদ্ধ প্রাচীন নট নটীকে মহাসমাদরে ও বহু মূল্য দিয়ে নিয়ে এসে বহুকাল পরে আবার রঙ্গমঞ্চে নামিয়ে ছিলেন। সেই সব 'অপ্রতিদ্বন্দ্বী' অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সমাবেশে নাট্য-জগতে একটা বেশ সাড়া পড়ে গেছল! তাঁদের "চন্দ্রশেখর" অভিনয় দেখতে গিয়ে একজন দর্শক আর একজনকে বলছিলেন, আচ্ছা এখানেত' সেকালের অভিনেতৃ প্রায় সবাইকেই দেখতে পাচ্ছি কেবল দুটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী এখনও এখানে না এসে অন্য দলে রয়েছেন কেন? তাঁর সঙ্গী আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন এর উপর আবার আরও দু'জন চাস? কে তাঁরা শুনি? তিনি বললেন—বাঃ দানীবাবু আর কাশীবাবুর কি এই দলে চলে আসা উচিত নয়?—তা হলে 'সেট্ কমপ্লিট' হতো! সঙ্গী এবার চমকে উঠে বললে "রক্ষা কর দাদা—তাহলে আর "চন্দ্রশেখর" দেখতে হবে না! এখানে এসে দেখবে 'নরমেধ যজ্ঞ' প্লে হচ্ছে!

*

মিনার্ভা থিয়েটারে 'ব্যাপিকা বিদায়' ও 'নারীরাজ্য' অভিনয় হচ্ছিল। দু একজন দর্শক 'ব্যাপিকা বিদায়' দেখতে দেখতে পরস্পর বলাবলি করছিল—ওরে বড়ো ঠকে গেছি ভাই! এ ব্যাপিকা বিদায়ে আর নতুনত্ব কি? সেই খাদদখলের দলকে দল দেখছি নাম ভাঁড়িয়ে ভোল ফিরিয়ে এই বই'য়ে দেখা দিয়েছেন! দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে—সেকি! কই আমি তো চিনতে পারছিনি? প্রথম ব্যক্তি বললে—চোখ থাকলে তো চিনতে পারবে এই দেখ আমি চিনিয়ে দিচ্ছি—ওই ঠাকুরদাদা হচ্ছে সঞ্জীব চৌধুরী, ওই নিতাই হচ্ছে ঘনশ্যাম, ওই গিরিবালা হচ্ছে চমৎকার—বাধা দিয়ে তার সঙ্গী সমুৎসাহে বলে উঠল—হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক চেনা যাচ্ছে! কি ধাপ্পাই দিয়েছিল হে!

———

নেপথ্যে।

ব্যক্তিগণ।

বিপিন … লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ও সৌখীন নাট্য সমালোচক।

অমল … বিপিনের বিলাত ফেরত ধনী বন্ধু।

পারুল … বিলাতি শিক্ষায় শিক্ষিতা, বিপিনের তরুণী পত্নী।

ঘটনাস্থল :—কলিকাতা। কাল :—এ কাল। সময় :—রাত্রি আটটার পর।

দৃশ্য :—বিপিনের drawing room বা বসিবার ঘর। ঘরখানি সবুজ রঙে ডিসটেম্পার করা ; দুইটি দ্বার, একটি মাঝের দেওয়ালে, এবং একটি দক্ষিণ পার্শ্বে। মাঝের দ্বারটি খুব প্রশস্ত এবং উন্মুক্ত, তাহার ভিতর দিয়া খানার ঘর বা dining room স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দ্বারটি এরূপ প্রশস্ত যে তাহার ভিতর দিয়া খানার ঘরে ডাইনিং টেবিলটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। দক্ষিণ পার্শ্বের দ্বারটি বাড়ির বাহিরে যাইবার জন্য। বাম দিকের দেওয়ালে একটি ভিনিসিয়ান জানালা, তাহার ভিতর দিয়া বাগানের কতক অংশ দেখা যাইতেছিল। ঘর খানি বিলাতি কায়দায় সজ্জিত, কিন্তু আড়ম্বর কিছু নাই। বামদিকের দেওয়ালের কোনে একটি বেবিগ্রাণ্ড পিয়ানো, মাঝের দ্বারের পাশে একটি ছোট সাইড্ টেবিল, তাহার উপর রূপার থালায় পান, সিগারেট, সিগার প্রভৃতি রহিয়াছে। মধ্যস্থলে একটি আট কোনা (octagonal) বিচিত্র কারুকার্য্য করা চন্দন-কাঠের টেবিল ; তাহার চারিদিকে স্প্রিং চেষ্টারফিল্ড্ কৌচ কেদারা ; দক্ষিণ পার্শ্বের দেওয়ালের কাছে এক খানা খুব লম্বা সোফা, এবং দেওয়ালের গায়ে ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত খানকয়েক ছবি টাঙানো রহিয়াছে। পিয়ানো ও মাঝের টেবিলের উপর পিতলের ফুলদানে যথেষ্ট পরিমাণ সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুল, বর্ণের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ছড়াইতেছিল। ঘর খানি দেখিলেই মনে হয় যে ইহার অধিকারী খুব সুরুচিসম্পন্ন।

যবনিকা উঠিলে দেখা গেলো, ভিতরে ঘরে খানার টেবিলের কাছে বিপিন দাঁড়াইয়া কাঁচের গেলাস হাতে সোডা বরফ খাইতেছিল, এবং তাহার পাশে তাহার বন্ধু অমল দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইতেছিল। একটু দূরে পারুল, বাইশ, তেইশ বছরের অতি সুন্দরী, দাঁড়াইয়া বাবুর্চ্চির সহিত কথা কহিতেছিল। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহারা সবে মাত্র আহার শেষ করিয়া উঠিয়াছে। বিপিনের বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর, শ্যাম বর্ণ, মুখে খুব প্রতিভার দীপ্তি, এবং অত্যন্ত সাদা সিধা রকম পোষাক পরিচ্ছদ ; দেখিলেই বোঝা যায় যে বাবুগিরির কোন চিহ্নই তাহার ভিতর নাই। অমল বিপিন অপেক্ষা পাঁচ ছয় বছরের ছোট, খুব সুপুরুষ, এবং তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে অত্যন্ত বাবু এবং সৌখীন। বিপিন গেলাসটি নিঃশেষ করিয়া, টেবিলের উপর সেটি রাখিয়া, অমলের সহিত কথা কহিতে কহিতে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল।—

বিপিন :—সত্য বলছি অমল, গোড়ায় যদি একটুও বুঝতে পারতেম, আমি কিছুতেই রাজি হতেম না! মনে করলেম ভারি সম্মান বাড়লো আমার! কলকাতার অত বড়ো প্রসিদ্ধ থিয়েটার "রঙ্গমঞ্চের" নাট্য নির্ব্বাচক সমিতির অবৈতনিক সভাপতি আমি! এ সম্মান কি যা তা! তার পর যখন, থিয়েটারের ম্যানেজিং ডিরেক্টার পিঠ চাপড়ে হেসে বল্লেন, কলকাতার যত থিয়েটার আছে, সে সবগুলো নিয়মিত আমার দেখা দরকার! তা না হলে কোথায় কি নতুনত্ব হচ্ছে না হচ্ছে তা আমি ঠিক বুঝতে পারবো না!……… ঠিক কথা! তার পর প্রবীন, নবীন কাঁচা, পাকা, যত নাট্যকার আছেন, তাঁদের সকলের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, সমস্ত লেখা আমাকে খুঁটিয়ে পড়ে সমালোচনা করতে হবে। তখন মালুম পেলুম সভাপতিত্ব মানেটা আসলে কি!………… আরে ছ্যা ছ্যা—অদৃষ্টের কথা কতো আর বলবো বলো! নিজের কাজ কর্ম্ম চুলোয় যাক, আদালত, মক্কেল যাহান্নমে যাক, দিবা রাত্রি কেবল দুনিয়ার নাটক পড়ো, আর অভিনয় দেখো! কোন কথা বলবার যো নেই, সাধ করে ঘাড়ে জোয়াল টেনে নিয়েছি, ভারি সম্মান, ভারি খ্যাতি আমার!……… সত্যি বলছি অমল এই অবৈতনিক সভাপতিত্ব, আমাকে হত্যা না করে ছাড়বেনা দেখছি!

অমল :—কাজটায় তোমার এতোই যদি বিরক্ত, ছেড়ে দিলেই ত' পারো! আমি হলে কিন্তু খুব আমোদ পেতেম এতে!

বিপিন :—হাঃ হাঃ হাঃ! খুবই আমোদ পেতে তুমি!………ওহে উপর থেকে দেখে সবাই ওই কথা বলে বটে! কিন্তু জানো না তো বন্ধু, কি বিষম প্যাঁচ!………এই সপ্তাহে আমার অদৃষ্টে চারটে প্রথম অভিনয় জুটেছে— Four first nights! একটা গত রাত্রে গেছে, একটা আছে আজ, একটা কাল, আর একটা পরশু!………যেতেই হবে কারণ ফার্ষ্ট নাইট্!……… দিনের বেলা নাটক পড়ি, আর রাত্রে তার অভিনয় দেখি! বছরে প্রায় দুহাজার নাটক পড়তে হয় আমাকে ; সে খবর রাখ কি? দুহাজারকে তিনশো পঁয়ষট্টি দিয়ে ভাগ করে দেখ তা হলে প্যাঁচের বহর বুঝতে পারবে কতকটা!……এর উপর ওকালতি আছে!

অমল :—যাই বলো বিপিন, আমার মনে হয় কাজটায় যথেষ্ট আমোদ আছে—it's a pleasant work after all.

বিপিন :—তা আর বলতে! আমোদের চোটে প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে!……নিত্য রাত্রি একটার আগে বাড়ি ফিরতে পারিনি কোনো দিন! মানুষের নিজের ঘর বলেও ত' একটা পদার্থ আছে! নিজকে তার থেকে বঞ্চিত করে কাঁহাতক চলে বলো!

(পারুল মাঝের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার হাতে বিপিনের চাদর ও লাঠি।)

পারুল :—যদি থিয়েটারে যেতেই হয় ত' এই বেলা বেরিয়ে পড়ো। পশ্চিম দিকটায় ভারি মেঘ করেছে।

বিপিন :—মেঘ হোক, ঝড় হোক, পৃথিবী রসাতলে যাক, তবু আমাকে থিয়েটারে যেতেই হবে! এ যে সখের চাকরি, মানের কাজ পারুল।

পারুল :—তা হলে আর দেরি করো না ; ফটকে তোমার মোটর দাঁড়িয়ে আছে।

বিপিন :—না :—আর দেরি করবোনা ;—পারুল, ডিয়ার, আমার চাদরটা দাও!……আমি চল্লেম অমল bye bye old man……তুমি পারুলের সঙ্গে বসে গল্প করো ; গান শেখাও ওকে। আমার অনুরোধ, পালিও না তুমি। আহা পারুল বেচারা একেবারে একা। keep her company for a bit… পারুল, ডার্লিং, আমি চল্লেম তা হলে! আমার জন্য জেগে বসে থাকবার কোন দরকার নেই তোমার। ঘুম পেলে তুমি ঘুমোতে যেও ; বুঝলে?……গুড নাইট অমল।

(পারুলের হাত হইতে চাদর ও লাঠি লইয়া, দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল। বিপিনের মোটরের আওয়াজ না হওয়া পর্য্যন্ত, পারুল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অমল একখানা চেষ্টার-ফিল্ড চেয়ারে যাইয়া বসিল। মোটর চলিয়া যাইবার পর পারুল ধীরে ধীরে অমলের চেয়ারের হাতলে আসিয়া বসিল।)

পারুল :—(অমলের কাঁধে হাত রাখিয়া খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে) আহা বেচারা ও। নিজের খেয়ালেই পাগল।

অমল :—(অন্যমনস্ক ভাবে)……ঠিক তাই।

পারুল :—যখন ও থিয়েটারের কথা নিয়ে গজ গজ করছিল, তোমার বিরক্ত বোধ হচ্ছিল না ? (হাত খানা ক্রমশঃ অমলের গলায় উঠিল।) নয় কি ?

অমল :—(সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিয়া) well yes, হচ্ছিল বিরক্ত বোধ।

পারুল :—(আবেশ ভরে) like it·········আমার কিন্তু বেশ লাগে। (অমলের গায়ে ঢলিয়া পড়িল।)

অমল:—পারুল।

পারুল :—সত্যি বলছি। ওর ওই পাগলের মতো বকুনি আমার বড়ো ভালো লাগে।······ভাগ্যে থিয়েটারে ওর ঝোঁক ছিল, তাই আজো আমি বেঁচে আছি।

অমল :—(চেয়ার হইতে উঠিতে চেষ্টা করিয়া) পারুল—

পারুল :—(তাহাকে বাধা দিয়া, শক্ত করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল) উঠছো, কেনো, বসো বসো।—······বেচারা বিপিন।······ভাবো দেখি অমল, এখন যদি সে আমাদের দেখতে পেতো।······আমাদের উপর ওর একটুও সন্দেহ নেই। এই টুকুই ত' হলো মজা। I think it's lovely, really I do রাতের পর রাত আমাদের দুজনকে এক সঙ্গে রেখে ও চলে যায়। মনে মনে ভাবে, আমি তোমার কাছে গান শিখছি। যেনো গান শেখাতেই তুমি রোজ এসো এখানে।

অমল :—(অস্থির ভাবে) সত্যই আমি রোজ সেই জন্যই আসি। গান শেখানোই আমার যথার্থ উদ্দেশ্য পারুল।······চলো চলো পিয়ানোর কাছে।

পারুল :—নিষ্ঠুর কোথাকার।······কত গান তুমি আমায় শিখিয়েছো বলো ত' ?···মনে রেখো বারোটার আগে আজ তোমাকে ছাড়ছি না আমি।······ আমার মাষ্টার তুমি—you are my Master ; arn't you ?

অমল :—(অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) জানিনা আমি তোমার কে।······I don't know what I am.

পারুল:—oh yes, you do.—তুমি ঠিক জানো।······তুমি—তুমি আমার সব। (তাহার কাঁধে মাথা রাখিল।) বেচারা বিপিন।······এখন সে থিয়েটারে বসে ভাবছে, কত বড়ো প্রতিভা তার, কত খানি সম্মান, কতবড়ো পণ্ডিত সে, নাটক নভেলে তার কি অসাধারণ জ্ঞান।

অমল :—(অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে, তাহার কাঁধ হইতে পারুলের মাথা সরাইয়া দিয়া) না-না-পারুল, এ সব আর আমার ভালোলাগে না। মনে মনে ভেবে দেখো দেখি, বিপিনের কতখানি বিশ্বাস আমাদের উপর।

পারুল :—আমি ত' সে কথা অস্বীকার করছিনে।······বিশ্বাস কেনো সে করবেনা বলো ? তুমি হচ্ছো তার সব চেয়ে পুরানো বন্ধু। তোমাকে সে বিশ্বাস করবে না ত' করবে কাকে ?······বলো দেখি অমল, তুমি তার সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে পুরানো বন্ধু কিনা ?

অমল :—আমার যখন সাত বছর বয়স, তখন থেকে তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব।

পারুল :—ঠিক তাই। তার একমাত্র বন্ধু তুমি, যার সঙ্গে সে আমার পরিচয় করে দিয়েছিল। মনে পড়ে ? সেই আমার ফুলশয্যার রাত্রের কথা ? সেই যে দিন জীবনে তোমায় আমায় প্রথম চেনা চিনি হয় ? সবে তার দুদিন আগে তুমি বিলাত থেকে ফিরে এসেছিলে।

অমল :—(অত্যন্ত বিচলিত হইয়া) সে কথা স্মরণ করবার কোন দরকার নেই আজ।

পারুল :—ও কি কথা। সে দিনের কথা কি ভুলতে পারবো আমি কখনো ?······তারপর থেকে তুমি প্রায়ই আসতে যেতে ; কত গল্প করতেম তোমার সঙ্গে। তোমার ঘরের কথা, তোমার জীবনের কথা, তোমার স্বর্গীয়া স্ত্রীর কথা। তোমার গল্প করবার রকমটা আমার ভারি ভালো লাগতো। কত গান গাইতে তুমি, আমি মুগ্ধ হয়ে বসে শুনতেম। বইয়ে পড়েছি, অ্যামেরিকায় এক রকম সাপ আছে, তারা ল্যাজে করে এক রকম আওয়াজ করে, সেই আওয়াজ শুনে মুগ্ধ হয়ে, গাছ থেকে পাখি গান গাইতে গাইতে সাপের মুখের কাছে ঝাঁপিয়ে পড়ে ; মরণের ভয় একটুও করে না ······················তার পর তোমাকে বুঝতে আমার বেশীদিন লাগলো না। একটু একটু করে তোমার ভিতরটা আমি অতি অল্প দিনেই আবিষ্কার করে ফেলেছিলেম। বুঝেছিলেম, তোমার গানের ভিতর কোন্ কথা লুকিয়ে উঁকি মারছে।

অমল :—কিন্তু আমি ত' বড়ো একটা তোমাদের এখানে আসতেম না। বিপিনের অনুরোধেই আমাকে আসতে যেতে হয়েছে।

পারুল :—না—আসতে যেতে না। কারণ, যাওয়া আসা করবার সাহস ছিলনা তোমার। অবশ্য এ কথা আমি পরে বুঝেছিলেম।·········আমি মনে মনে ভাবতেম, কী মূর্খ তুমি·····তার পর একদিন দুপুর বেলা, বিপিন তোমাকে নিমন্ত্রণ করে। খাওয়ার পর তুমি, এই ঘরে বসে গান গেয়ে শোনাচ্ছিলে আমাকে, আমি এই চেয়ার খানায় বসে শুনছিলেম। তোমার গান শেষ হবার পর, বিপিন তোমাকে বলে, আমাকে গান শেখাতে। আমি ভালো বাঙলা গান জানতেম না বলে সে কেবল অনুযোগ করতো। তুমি তার অনুরোধ এড়াতে না পেরে, খুব উৎসাহের সঙ্গে মাষ্টারী করতে রাজি হও। সেই থেকে তোমার রোজ আসা যাওয়া হোল······মনে পড়ে ? (অমল সহসা পারুলকে ঠেলিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িল)——কি হ'ল – লাফিয়ে উঠলে কেনো ?

অমল :—(পারুলের দিকে পিছু ফিরিয়া, সোজা পিয়ানোর কাছে যাইয়া) তোমার সঙ্গে ও সব কথা কইতে আর আমি রাজি নই পারুল। I hate hearing you talk like this.

পারুল :—(ভঙ্গী সহকারে মৃদু হাসিয়া) নির্মম কোথাকার। (সে ধীরে ধীরে উঠিয়া সোফার পিছনে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। অমল পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া, ধরাইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।)······মেয়ে মানুষে এই রকম কথাই তাদের ভালবাসার লোকের কাছে কয়ে থাকে ! তারা অন্য রকম কথা কয় তাদের স্বামীদের কাছে ;—সেই জন্যেই স্বামীরা চোখ থাকতে অন্ধ, সেই জন্যই তারা নিশ্চিন্ত মনে ষ্টলে বসে অভিনয় দেখে তার সমালোচনা করে, ; শুধু চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে দেখে না কিন্তু !

অমল :—(অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া) পারুল, আমি তোমাকে আজ একটা সীরিয়াস কথা বলতে চাই ······

পারুল :—(খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে) আমার কথাগুলো কি সীরিয়াস নয় ?

অমল :—আমার বয়স প্রায় ত্রিশ বত্রিশ বছর—

পারুল :—(তাহাকে বাধা দিয়া, হাসিয়া) ঠিক তাই ! কিন্তু কি হয়েছে সে জন্য ?

অমল :—কখনো কি তুমি মনে ভেবেছো——(সে থামিয়া গেলো।)

পারুল :—কি ভেবেছি ?

(অমল তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, কথা বলিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। অবশেষে, সজোরে পা ফেলিয়া জানালার কাছে যাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। পারুল সমভাবেই দাঁড়াইয়া অমলের গতি বিধি লক্ষ্য করিতেছিল। সহসা অমল ফিরিয়া, সজোরে মাটিতে পদাঘাত করিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে:—)

অমল :—Damn it—Oh, D A M N it !

পারুল :—(অমলের উত্তেজিত ভাব লক্ষ্য করিয়া একটু ভীত ভাবে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া) কি হলো তোমার ?

অমল :—(খুব উচ্চ মাথা তুলিয়া) আমি—আবার বিয়ে করছি !

পারুল :—(টেবিলের কাছে নিশ্চল ভাবে থামিয়া) তুমি······

অমল :—(রূঢ় স্বর) হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি ফের দ্বিতীয়বার বিবাহ করছি ! বুঝলে আমার কথা ?

(পারুল নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা সে বলিতে পারিল না, শুধু দাঁড়াইয়া অমলের দিকে চাহিয়া রহিল। অমল ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অবশেষে মুষ্টি-বদ্ধ করিয়া পারুলের দিকে বিকট নেত্রে চাহিয়া বলিল :—)

অমল :—অদ্ভুত তোমরা স্ত্রী জাতি! সৃষ্টির অদ্ভুত বিকাশ তোমরা! জানো কেবল আমাদের বাঁদর বানিয়ে, মনুষ্যত্ব হরণ করে পায়ের তলায় টিপে রাখতে! কত দিন এই কথাটা তোমার কানের কাছে বলতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি,—I have not had the pluck·········Well—আজ আমি বলবো তোমায়! শুনতে পাচ্ছো কি আমার কথা?

(পারুল নীরব). চুপ করে রইলে যে? ঈশ্বরের দিব্য কথা কও, যা হয় কিছু বলো—

পারুল :—(অমলের দিকে অসহায় ভাবে চাহিয়া) তুমি আবার·········

অমল :—হ্যাঁ—আমি—আমি আবার বিয়ে করছি! আমার মতো বয়সে স্ত্রী মরে গেলে, সাধারণে যেমন আবার বিয়ে করে থাকে, সংসার পাতবার বাসনায়, হারানো শান্তি ফিরে পাবার আশায়, ঠিক সেই রকমই, আবার আমি বিয়ে করতে এগিয়েছি পারুল! জানিনা,—হয় তো বিপিনের মতো আমিও প্রতারিত হবো! তবুও ফের আমি বিবাহ করবো! প্রতারিত হওয়াই আমার ন্যায্য শাস্তি, I deserve it! I am tired—সত্যি বলছি পারুল, আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি!

পারুল :—আমার জন্য?

অমল :—যে ভাবে আমার জীবনটা কাটাচ্ছি, এই পশুভাবের জীবনটাকে নিয়ে আমি তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছি! এ আমি আর সহ্য করতে পারছি নে!·········শূন্য সংসার, শূন্যঘর, আত্মীয় বলতে কেউ নেই, হোটেলে খাওয়া, বাইরে বাইরে দিন কাটানো কেবল আড্ডা দিয়ে। অথচ টাকার অভাব কিছু নেই আমার! নাঃ এ অসহ্য, এ অসহ্য! যদি আমাকে বিবাহ করতে হয়, ত' এই হলো ঠিক সময়—it's now or never.

পারুল : (একটু নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে)·········তা হলে আমার কি হবে?

অমল :—(আশ্চর্য্য ভাবে)·········তোমার?

পারুল :—(ব্যাকুল স্বরে) হ্যাঁ—আমার—আমার!·····বলো তুমি আমার কি হবে?

অমল :—(তাচ্ছিল্য সহকারে) একথা তুমি নিশ্চয় ধারণা করোনি, যে আমাদের এই অবৈধ সম্পর্কটা চিরস্থায়ী হবে!

পারুল :—(ছেলেমানুষের মতো ঘাড় নাড়িয়া) হ্যাঁ—আমি সেই ধারণাই করেছিলাম!·········সত্যি বলছি, আমার বিশ্বাস তোমায় আমায় কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না! বলো তুমি, কেনো তা হবে?

অমল :—(ক্রুদ্ধস্বরে) কেন তা হবে?······তুমি জিগ্যেস করছো, কেনো তোমায় আমায় ছাড়া ছাড়ি হবে?······এ কথা জিগ্যেস করতে পারো বটে! তোমার ঘর আছে, সংসার আছে, স্বামী আছে! আমি হচ্ছি তোমার কাছে বাড়তির ভাগ,as an annexe, দরকার মাফিক টেলিফোন করে ডাকবে, আর আমি চলে আসবো! যখন খুসি তুমি তুড়ি দেবে, আর সেই তুড়ি শুনে আমি আমার সব ফেলে ছুটে আসবো! শুধু এই টুকুই কি অভিযোগ? না, পারুল তা নয়! হাজার হোক বিপিন আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু! পারুল, যখন এই কথা আমার মনে হয়, আমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলে ওঠে তখন! আমি তখন পাগলের মতো আমার শূন্য ঘরের মাঝে ছুটে বেড়াই, আর ভাবি, এ আমি কি করছি!·····না—না—পারুল, এ আর আমি হতে দেবো না!

পারুল :—(অত্যন্ত শান্ত ভাবে) কিন্তু একদিন তোমার মাথার ভিতর আগুন জ্বলে ওঠেনি! বিপিন, সে দিনো তোমার ছেলেবেলাকারই বন্ধু ছিল! মনে পড়ে সে দিনের কথা ও ঘরে বাইরে তখন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত জল ঝরছিল, তোমার বাল্যবন্ধু তখন আদালতে মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত! গান শেখাতে শেখাতে ওই পিয়ানোর কাছে দাঁড়িয়ে তুমি সহসা বলে ওঠো—"পারুল, আমি আর সামলাতে পারছিনে! এখানকার সমস্ত সম্পর্ক আমাকে ছিঁড়ে ফেলতেই হবে! তা না হলে মহা সর্ব্বনাশ হবে পারুল!···সে দিন বোধ হয় তুমি পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটে বেড়িয়ে ভাবোনি যে, তুমি—"একি করলে?"···যাক এখন সে কথা!···কাকে বিয়ে করছো?

অমল :—(তাচ্ছিল্য স্বরে) Oh that doesn't matter—সে যাকেই হোক না কেনো! সে কথায় তোমার কোন' দরকার নেই!

পারুল :—খুব দরকার আছে!··কে সে?

অমল :—তার কথা শুনে তোমার লাভ কি?

পারুল :—লাভ লোকসান জানি না, কিন্তু আমি শুনতে চাই! I am entitled to know,

অমল : (অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া) হেওয়ার্থ কোম্পানীর পার্টনার মিষ্টার ব্যানার্জির মেয়ে লিলি!

পারুল :—(একটু আশ্চর্য্য হইয়া) লিলি?

অমল :—(দৃঢ়স্বরে) হ্যাঁ—লিলি!

পারুল :—আমারই বন্ধু সে! আমিই তার সঙ্গে তোমার আলাপ করে দিয়েছিলেম!

অমল :—(বিরক্ত হইয়া) তাতে কি হয়েছে? তা ছাড়া—(পারুলের শান্ত ভাব লক্ষ্য করিয়া, ধীরে ধীরে তাহার কাছে যাইয়া অত্যন্ত কোমল স্বরে) তুমি অবুঝ হয়ো না পারুল; যা বলি বেশ করে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বিবেচনা করে দেখো তুমি! আমি হচ্ছি অতি হতভাগা বখাটে বদমাইশ! আগে আমি এমন ছিলেম না, হয়েছি যে দিন থেকে আমার স্ত্রী মারা গেছে! তবু, মন্দের থেকে মানুষ ভালোও ত' হতে পারে! যখন দেখছি, সত্যই ঝোঁকের মাথায় আমরা একটা অন্যায় করে ফেলেছি, কিন্তু শুধরাবারও যথেষ্ট সামর্থ্য আমাদের আছে, তখন পরস্পর সামলে যাওয়াই কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়? এই সব ভেবেই, আমি লিলির মত নিয়ে তার বাপের কাছে বিয়ের কথা প্রস্তাব করেছিলেম। তিনি রাজিও হয়েছেন! তোমাকে অনেক আগেই এ কথা আমার বলা উচিত ছিল, কিন্তু অতি মূর্খ আমি, তাই এতো দিন সাহস করিনি! তুমি আলাপ করে দেবার পর, লিলি প্রায়ই আমাকে চায়ে নিমন্ত্রণ করতো, ক্রমশঃ যাওয়া আসা করে আমি তার মনের ভাব বুঝেছিলেম, তাই তার কাছে বিয়ের কথা প্রোপোজ করেছিলেম, and she has accepted···কিন্তু তাই বলে এ কথা তুমি মনে করো না পারুল, যে, তোমার সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক কাটাচ্ছি! তুমি আর আমি, আমরা দুজনে থাকবো যথার্থ বন্ধু হয়ে! তোমাকে আমি ভুলবো, এ কথা তুমি স্বপ্নেও ভেবো না! আমি বিয়ে করছি, কারণ একেবারে ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াই আমি, ঘর সংসার বলতে কিছু নেই আমার! এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যই আমি ফের বিয়ে করছি! ভালোবাসা—প্রেম? তার সম্পূর্ণ অধিকার রইল তোমার, আমার প্রেমের অধিকারিণী,হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তুমি—একমাত্র তুমি পারুল!

পারুল :—(শুষ্কভাবে হাসিয়া) লিলিকে কি এসব কথা বলেছো তুমি?

অমল :—পাগল হয়েছো? তাকে এসব কথা বলতে পারি আমি!

পারুল :—তাকে বলো তুমি, সেই হচ্ছে তোমার প্রেমের একমাত্র অধিকারিণী! তাকেই তুমি যথার্থ ভালোবাসো! এমন কি, তার মতো তুমি তোমার স্বর্গীয়া স্ত্রীকেও ভাল বাসতে না!

অমল :-(বিরক্ত হইয়া) তাকে কি বলবো না বলবো, সে আলোচনা এখন যেতে দাও !···বলো পারুল, তুমি আমাকে সম্মতি দিচ্ছ ?

পারুল :—কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর এখনও দিলে না !···তা হলে, আমার কি হবে ?

অমল :—(ক্রুদ্ধ ভাবে) তোমার কি হবে !······এসব বাজে কথা ছেড়ে দাও পারুল—Don't talk such nonsense. সত্যই এ তোমার ভারি অন্যায় ! তুমি যা আছো তাই থাকবে !

পারুল :—তার মানে ?

অমল :—তার মানে বিপিনের স্ত্রী !

পারুল :—এর পরেও?···স্ত্রী কথার মানে কি অমল ? আত্মীয় স্বজন সাক্ষী রেখে, কতকগুলো মন্ত্র পড়ে, এক জনের হাত ধরে তার সঙ্গে চলে গেলেই কি স্ত্রী হয় ?···তোমার আমার এই ব্যাপারের পরেও কি আমি সত্যই বিপিনের স্ত্রী ?

অমল :—নিশ্চয়ই তাই ! বুঝে দেখো পারুল, বিপিনের কি দোষ ? অথচ কত বড়ো অবিচার আমরা তার উপর করেছি ! কি ভীষণ বিশ্বাসঘাতক আমরা ! যা করেছি তা করেছি, কিন্তু পারুল, আর নয়, এখন আমাদের সামলাতেই হবে ! পারুল তুমিও দোষী, আমিও দোষী ! আমাদের প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে ! আমাদের মাঝে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অবৈধ, আজ এইখানেই তার সমাপ্তি হোক ! এসো পারুল, আমারা দুজনে মনে করি যেন একটা দুঃস্বপ্ন, প্রচণ্ড ঝড়ের রাতের শেষে, ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখ থেকে মুছে গেলো আজ ! এর পর থেকে বিপিনের সামনে আমরা সরল প্রাণে মুখ তুলে চাইতে পারবো !

পারুল :—(শান্ত কণ্ঠে) তুমি তা পারবে বটে ! কিন্তু—আমি নয় !

অমল :—তার মানে ? What do you mean ?

পারুল :—তুমি পারবে,কারণ তোমার গিলি আছে !···আমি জানি, এর পর বড়ো জোর দুচার দিন তুমি এখানে আর আসবে ; তার পর ডুব দেবে অতল সাগরে ! মনে মনে ভাববে তুমি, আমার মতো চরিত্রহীনার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব, ঘনিষ্ঠতা না থাকাই সঙ্গত !

অমল :—ছি ছি পারুল ! এ সব তুমি কি বলছো ? আমি কি একটা পাষণ্ড যে তোমার সম্বন্ধে ওই কথা ভাববো ? যতদিন আমি বাঁচবো আমি তোমার যথার্থ বন্ধু হয়েই থাকবো ! প্রথম থেকেই আমার তাই হয়ে থাকাই উচিত ছিল ! কিন্তু কি করবো, রক্ত মাংসের তৈরী মানুষ আমি ক্ষণিকের দুর্বলতায় আমি সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেম, তাই আজ এতোটা !··· কিন্তু আজ আমার মনের ভার নেমে গেলো ! আমার চোখে আজ তুমি অন্য মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছো পারুল !······বিপিন ! যখনি তার কথা মনে হয়েছে বুকের মাঝে একটা বেদনা লুকিয়ে আমাকে আঘাত করেছে বারে বার ! আজ আর তা করছে না পারুল ! আজ আমি সত্যিই মানুষ, যথার্থ মনুষ্যত্ব পেয়েছি আমি !

পারুল :—(শান্ত কণ্ঠে) মিথ্যাবাদী তুমি !

অমল :—(হতাশ ভাবে) পারুল—

পারুল :—নিশ্চয় মিথ্যাবাদী তুমি ! যখন আমার হাত ধরে পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলে, —"পারুল, তুমিও গেলে, আমিও গেলেম !" তখন তোমার বুকের মাঝে বিপিনের কথা কোথায় ছিল অমল ?

অমল :—সে সব কথার কোন দরকার নেই এখন !

পারুল :—খুব দরকার আছে !······আজ তোমায় আমায় বোঝা পড়ার দিন !—···তোমাকে আমার ভালো লাগতো ! সে কথা গোড়াতেই বলেছি আজ, কিন্তু আমার ভিতর কপটতা ছিল না। তাই যখন তুমি ওই কথা বলে চলে যেতে চেয়েছিলে, আমি তোমার হাত খানা চেপে ধরে বলেছিলেম, "না তুমি চলে যেও না !" হঠাৎ আমার অজান্তে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ! তখন ভাবিনি এতটা দাঁড়াবে ! মনে হলো, এ বেশ মজা ! তোমাকে নিয়ে একটু খেলা করা যাক ! Just flirting a bit, কিন্তু তুমি ? আমি স্ত্রীলোক; ভগবান জ্ঞান বুদ্ধি জিনিষটা আমাদের চেয়ে, তোমাদের মাথাতেই বেশী করে দিয়েছেন : সে সময় কেনো তুমি আমাকে এই সুবুদ্ধি গুলো দাওনি অমল ? তখন কি বুঝতে পারনি, কত বড় অন্যায় তুমি করছো ? তোমার ছেলেবেলার বন্ধু, তোমাকে বিশ্বাস করে তার স্ত্রীকে ছেড়ে দিলে তোমার কাছে ! আর দুদিন যেতে না যেতে, যেই তুমি সুযোগ পেয়েছো, অমনি তার কানের কাছে বলে বসলে,"তুমি আর নিজেকে সামলাতে পারছো না !" কত বড় বিশ্বাসঘাতক তুমি ! কে তোমাকে ও কথা বলবার জন্যে মাথার দিব্য দিয়েছিল ? এতোই যদি তুমি বিপিনের শুভাকাঙ্ক্ষী, ওই কথাটা আমার কানের কাছে না বলে চলে গেলেই ত পারতে ! আমার মনে কালির আঁচড় পড়েছিল, আপনি সে দাগ ধুয়ে যেতো ! কিন্তু আজ !·· ওঃ তুমি কি !—(একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল)

অমল :—কত বার বলবো পারুল, যে ও সব কথা আলোচনা করবার কোন দরকার নেই আজ !

পারুল :—(কাতর কণ্ঠে) দরকার নেই ? এ কথা তুমি কেমন করে বলছো অমল ? তুমি পুরুষ মানুষ ; তুমি কি বুঝবে আমার ব্যথা কতখানি তীব্র ! তুমি কি বুঝবে, যে ভালবাসা জিনিষটা স্ত্রীলোকের একমাত্র সম্পদ, তার সারা জীবনের সম্বল ! রমনীর কাছে ভালবাসা, ক্ষনিকের দুর্ব্বলতা নয় ! যখন তার বুকে সে একবার এসে উঁকি মারে, তখন থেকেই সে চিরস্থায়ী ভাবেই সেই খানে তার বাসা বাঁধে ! কিন্তু তোমাদের প্রেম ? সে শুধু ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা ! সে আসে আবার চলে যায় ! যদি সমাজ তৈরি করবার ভার স্ত্রীজাতি পেতো, যদি শাস্ত্র প্রচার করবার অধিকার তার থাকতো, তাহলে এমন করে এই অসহায় জাতটাকে তোমাদের লালসার মুখে টেনে নিয়ে গিয়ে, শেষে ছেঁড়া পাতার মতো ঝড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারতে না তোমরা ! আসল কপট হচ্ছো তোমরা ! নীচ স্বার্থপর তোমরা !·········না, তোমাকে ছাড়বো না আমি ;— আমার কথার উত্তর তোমাকে দিতেই হবে !·········বলো অমল, এখন আমার কি হবে ?

অমল :—তুমি পাগল, না হয় তুমি শয়তানি !······আমি তোমাকে আমার লালসার মুখে টেনে এনেছি ? বরং আমি তোমাকে বলছি, অন্যায় থেকে বিরত হতে ! আমি এ কথা বলছি নে যে আমি অপরাধী নই ! দোষ তোমারো আছে, আমারো আছে ! মানুষ মাত্রেরই দুর্ব্বলতা আছে পারুল ; সে দুর্ব্বলতাকে অতি অল্প লোকেই জয় করতে পারে ! আমিও পারি নি ! হাজার হোক রক্ত মাংসের গড়া মানুষ আমি ! কিন্তু তাই বলে সেই দুর্ব্বলতাকে চিরদিন প্রশ্রয় দিতে হবে এ যুক্তি অতি অসঙ্গত ! অন্যায় করেছি আমরা, এখন তার প্রতিকার করতে হবে ! কিন্তু তুমি তা বুঝেও বুঝছো না, উল্টে, আমাকেই তোমার বাসনার স্রোতে জোর করে টানছো ! তুমি বলছো কপটতা নেই তোমর ! যে মুহূর্ত্তে বিপিন এদিকে পিছু ফিরেছে; তুমি সেই মুহূর্ত্তে আমার গলা ধরে ঘৃণিত প্রেমের অভিনয় সুরু করে দিয়েছো !

পারুল :—ঘৃণিত প্রেম। তোমার কাছে আজ এ ঘৃণিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। হোক অবৈধ, তবু এ আমার বুকের মাঝে ফোটা বিচিত্র রঙের শতদল—বড় পবিত্র এ আমার কাছে। কিন্তু অমল, সঙ্গত হোক, অসঙ্গত হোক, ঘৃণিতই হোক বা পবিত্রই হোক, গোড়াতে কে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল ? ·····হয়তো বিপিনকে নিয়ে একদিন না একদিন আমি সত্যি সুখী হতে পারতেম। কিন্তু এখন ? উঠতে বসতে বুকের ভিতর কাঁটা বিঁধবে না কি আমার ? ওঃ কি শয়তান তুমি।

অমল :—শয়তান আমি ? তুমি এ কথা বলতে পারো।······কেনো

পারুল, আমাদের খোলাখুলি কথা হবার প্রথম দিনেই আমি কি তোমাকে বলি নি,যে, এ আমরা অত্যন্ত অন্যায় করছি, সময় থাকতে আমাদের সামলে যাওয়া উচিত। তা না হলে বড়ো ভীষণ ফল হবে ভবিষ্যতে।

পারুল :—হ্যাঁ-তা বলেছিলে বটে। একটু একটু করে বিষ খাইয়ে যখন দেখেছিলে, আমি জগত ভুলতে বসেছি, সেই সময় তোমার গোপন আসক্তিটুকু আমার কানের কাছে জানিয়ে দিয়ে, তুমি বলেছিলে বটে সামলে নিতে। ওঃ তুমি কি পাথর? তোমার নিষ্ঠুরতার কি শেষ নেই? শয়তান তুমি, পাপ তুমি!·········

অমল :—আমাদের মুখে সত্যি কথা শুনলে, তোমরা গালা-গালই দিয়ে থাকো! এ হলো তোমাদের জাতের বিশেষত্ব। আমাদের বেলাতেই যত দোষ, আর তোমাদের বেলা, তরলমতি অবলা সরলা নারী। আমার কথা কইবার রকমটা তোমার ভালো লাগতো। আমার গানের ভিতর কথা লুকিয়ে উঁকি মারতো। কই আমি নিজে তো তা কখনো বুঝতে পারিনি পারুল? আমার কথা কইবার ভঙ্গীর ভিতর কি বৈচিত্র্য ঢাকা থাকতো, আমার গানের ভিতর কোন্ গোপন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন থাকতো,তা আমি নিজেই জানতেম না,অথচ তুমি তা আবিষ্কার করে ফেলেছিলে·········"আপনি কেনো এতো সুন্দর গান গাইতে পারেন,গান লিখতে পারেন, তা আমি জানি!" তোমার এই কথা শুনে, যখন আমি জিজ্ঞেস করেছিলেম,—"কেনো বলুন তো?" তুমি মুচকে হেসে, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলেছিলে—"তা বলবো না!"······কেনো বলবে না তুমি? যদি তোমার মনে পাপ লুকানো না থাকতো পারুল, তুমি নির্ভীক ভাবে আমার মুখের উপর কারণটা বলে দিতে পারতে! তখন ত' আমি তোমার হাত ধরে বলতে যাই নি যে, আমি সামলাতে পারছি না নিজেকে, আমি ডুবতে বসেছি পারুল!·········আসল পাপী তুমি,—আসল শয়তানী তোমার! তোমারই সংস্পর্শে আমি শয়তান হয়ে উঠেছিলেম, নিজের সংযম হারিয়ে ফেলেছিলেম; মোহের অঞ্জন আমার চোখে গোপনে তুমি' টেনে দিয়েছিলে পারুল! I was duped—and you did that.

পারুল :—তোমার যা খুসি আমাকে বলতে পারো তুমি! কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি! আমার ভালবাসার উপর এমনি করেই কি কালি ঢেলে দেওয়া তোমার উচিত? প্রেমের কি কোন পবিত্রতা নেই?

অমল :—(ঘৃণা ভরে) ভালোবাসো!

পারুল :—(দৃঢ়স্বরে) হ্যা—হঁ্যা—নিষ্ঠুর, সত্যিই তোমাকে আমি ভালো-বাসি। কি বুঝবে তুমি কত খানি সত্যি সে ভালোবাসা। অমল আমি বেঁচে আছি তোমার মুখ চেয়ে। জগতের সব সুখ, সব শান্তি, তোমার জন্ত আমি এখনি ছাড়তে পারি। সমাজ মানি না, ধর্ম মানি না, কিছু মানি না আমি, শুধু জানি তোমাকে।———তুমি সংসারের সুখ চাও? বেশ আমি তা দেবো তোমাকে। নতুন করে সংসার পাতবো আমি তোমার সঙ্গে।——তোমার টাকার অভাব নেই, চলো—আমরা দুজনে কোথাও পালাই।

অমল :—ছি—ছি—ছি! এ কি কথা বলছো পারুল? সমাজ আছে, আত্মীয় স্বজন আছে, সবার উপর বিপিন আছে!

পারুল :—আমি যদি তোমার জন্ত সব ছেড়ে কলঙ্কের ডালা মাথায় তুলে নিতে পারি, তুমি কি আমার জন্ত কিছু ছাড়তে পারো না অমল?······কেউ জানবে না আমি কোথায় গেছি, কার সঙ্গে চলে গেছি, অমল—অমল—আমি সারা জীবন তোমার জন্ত বদ্ধ ঘরে পর্দানশীন হয়ে থাকবো! বেড়িও তুমি খোলা হাওয়ায়, তুমি দেখো নয়ন ভরে ধরণীর শোভা, মিশো তুমি সমাজের মাঝে সহস্র বান্ধবের সাথে! শুধু আমাকে পরিত্যাগ করে যেয়ো না তুমি! না গো না—আমি তা সহ্য করতে পারবো না!

অমল :—এ তোমার মহা অসম্ভব কথা পারুল! এই সহরের বুকের মাঝে—ছি—ছি—ছি! তা ছাড়া আমার নিজের একটা বংশমর্য্যাদা আছে, মনুষ্যত্ব আছে! সারা জীবন তোমার আমায় স্বামী স্ত্রীর মতো কাটানো অসম্ভব! বিশেষতঃ এ দেশে!

পারুল :—চলো, আমরা বিলাত যাই দুজনে!

অমল :—(ঘৃণা ভরে) Impossible—I say really it is impossible একবার ভবিষ্যতের দিকে তুমি চাইছো না পারুল? তা ছাড়া সারা জীবন বিলাতে বসবাস করবার মতো টাকা আমার নেই।

পারুল :—(সহসা মাথা তুলিয়া) লিলির বাপের অনেক টাকা আছে! কি বলো? আর লিলি হচ্ছে তাঁর এক মাত্র মেয়ে!

অমল :—লিলির টাকা দেখে তাকে আমি বিয়ে কর্তে যাচ্ছিনে! আমার নিজের যা আছে পারুল, তাতে বিয়ে করে এ দেশে, যথেষ্ট বাবুগিরি করে জীবন কেটে যেতে পারে!

পারুল :—(চমকিত হইয়া) তা হলে, তুমি লিলিকে ভালবেসেছো?

অমল :—(অধোবদনে) সত্যি—তাই, পারুল!

পারুল :—(কাঁপিয়া) সত্যি?·· ...তোমার এ কথা সত্যি?

অমল :—(অধোবদনে) পারুল—পারুল—আমাকে ক্ষমা করো!

পারুল :—(কাঁদ' কাঁদ' স্বরে) তাহলে আমাকে তুমি আর ভালোবাস না?

অমল :—না—না—তা নয় পারুল—তবে কি জানো—It's not that I don't love you. But—

পারুল :—না—আমি বুঝেছি! তুমি আর আমাকে ভালোবাসো না অমল! তুমি লিলিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছো! ওঃ তাই আজ এতো লেকচার, এতো ধর্মজ্ঞান!

(পারুল বেদনায় মুহ্যমান হইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া উঠিল। কিছু দূরে জানালার কাছে বাহিরের দিকে চাহিয়া অমল নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া। একটু পরে বাহিরে মোটরের আওয়াজ হইল। পারুল দ্রুত পিয়ানোর কাছে যাইয়া তাহার ডালাটা খুলিয়া বাজাইবার ভঙ্গীতে বসিয়া পড়িল। অমল চমকাইয়া উঠিল।)

পারুল :—(চাপা গলায়) শীগ্ গির—শীগ্ গির চলে এসো এদিকে অমল!·· বিপিন এসে পড়েছে!

(অমল তাড়াতাড়ি পিয়ানোর কাছে যাইয়া একখানা গতের বই লইয়া পারুলের পাশে দাঁড়াইল। পারুল ধীরে ধীরে Chopinএর Nocturne বাজাইতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহারা সামলাইয়া লইল। একটু পরে পাশের দ্বার দিয়া বিপিন প্রবেশ করিল। ভারি প্রফুল্ল সে।)

পারুল :—(ব্যস্তভাবে বাজনা বন্ধ করিয়া উঠিয়া) এতো শীগ্ গির চলে এলে যে? কোন অসুখ করেনি তোমার?

বিপিন :—(চেয়ারের উপর চাদর ও লাঠি রাখিয়া) না ডিয়ার, অসুখ কিছু করেনি আমার!··আজ আমার বড়ো জোর বরাত!···অভিনয় আজ হলো না! (চেয়ারে বসিল) থিয়েটারে গিয়ে শুনলেম, প্রধান অভিনেতা গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেছেন, তাই আজ অভিনয় স্থগিত রইল। আঘাত বিশেষ কিছু লাগেনি, যদিও কপালটা একটু কেটে গেছে মাত্র, কিন্তু অভিনয় আজ বন্ধ রইল!...আমার আজ বরাতটা খুবই জবর!

অমল :—(সচেষ্ট হাসি হাসিয়া) কিন্তু তোমার অভিনেতার বরাতটা বিশেষ ভালো বলে মনে হচ্ছে না বিপিন!

বিপিন :—তার বরাতই সব চেয়ে জোর! তুমি বুঝছো না অমল! রোজ রোজ রাত জাগা! তারো ত' স্ত্রী পুত্র রয়েছে ঘরে। বেচারা কিছুদিনের জন্ত বেঁচে গেলো এখন ······আমি জুতোটা বদলে আসি অমল। তার পর তোমার গান শুনবো আজ; অনেক দিন ভালো করে তোমার গান শুনিনি আমি। কি নতুন গান টান লিখেছো আজ ভালো করে শুনবো। আমার পারুলের গানো আজ ভালো করে শুনতে হবে, দেখি কি রকম মাষ্টারি

করছো তুমি ;...তোমরা গুরুশিষ্যে আজ পরীক্ষা দাও আমার কাছে, আমি এখনি আসছি—বুঝলে? (মাঝের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল।

পারুল :—(খুব চাপা গলায়) ভারি সামলে নেওয়া গেছে।

অমল :—(নিশ্চিন্ত মনে) ঠিক তাই।

পারুল :—তোমার পক্ষে ভালোই হলো; বিপিন এসে পড়্লো, তুমি নিশ্চিন্ত হলে।

অমল :—(ক্ষুব্ধ কণ্ঠে) পারুল—

পারুল :—সত্যি কথা। তুমি ভাবছো, আর আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না।...কিন্তু মস্ত বড়ো ভুল তোমার।

অমল :—পারুল তোমার উদ্দেশ্য কি?

পারুল :—তোমাকে ছেড়ে যেতে দেবো না আমি।

অমল :—এ অসম্ভব—এ হতে পারে না।

পারুল :—হতে পারে না? অসম্ভব? বেশ—আমিও দেখবো অমল কেমন করে তুমি লিলিকে বিয়ে করে সুখী হতে পারো।

অমল :—(মিনতির স্বরে) পারুল—

পারুল :—(দৃঢ়স্বরে) আজ থেকে আমি ব্রত নিলেম অমল, যেমন করে পারি তোমার সুখের পথে আমি কাঁটা হয়ে দাঁড়াবো!...ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, অপমান, সমস্ত তুচ্ছ করে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিলেম আজ আমি! যদি কালি মাখলেম, তবে ভালো করেই মাখি! (ধীরে ধীরে দর্পণের কাছে যাইয়া চুল ঠিক করিতে লাগিল, অমল ভীতভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া।)

(মাঝের দ্বার খুলিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে বিপিনের পুনঃ প্রবেশ)।

বিপিন :—(চেয়ারে খুব আরাম করিয়া বসিয়া) এখন একটু সঙ্গীত চর্চা হোক তা হলে!...আঃ! বাড়ীর সুখ না থাকলে; আমাদের অস্তিত্ব নিশ্চয় লোপ পেতো!...আগে তোমার ছাত্রীর গান শোনা যাক! কি বলো অমল?

অমল :—(অতি কষ্টে মৃদু হাসিয়া) As you like!

পারুল :—আমি ত গাইব না!

বিপিন :—(অত্যন্ত কোমল ভাবে অনুরোধ করিয়া) না—ডিয়ার, তা হবে না—গাইতেই হবে তোমাকে!

পারুল :—না...তা ছাড়া, তোমার সঙ্গে অমলের একটা বিশেষ কথা আছে!

বিপিন :—অমলের কথা আছে?

পারুল :—হ্যাঁ—

বিপিন :—(উৎসুখ ভাবে অমলের দিকে চাহিয়া) কি কথা হে অমল?

পারুল :—(ব্যঙ্গস্বরে) অমলের আবার বিয়ে!

বিপিন :—একথা আমি বিশ্বাস করি না! কি বন্ধু, এ কথা সত্য নাকি?

অমলঃ—(একটু বিচলিত হইয়া)...সত্যি!

বিপিন :—(অত্যন্ত আনন্দিত স্বরে) তাই নাকি?...তুমি একটা বাঁদর! আমাকে এতো দিন একথা বলোনি কেনো? পারুল, ডিয়ার, এ বড়ো সুখবর! উল্লুক, আমাকে লুকিয়ে এই কাজ করছো?...বলি সে সুন্দরী ভাগ্যবতীটি কে হে?

অমল :—তুমি বোধ হয় তাকে চেনো।...পারুলেরই এক বন্ধু সে!

বিপিন :—তাই নাকি? very glad to hear that. কি নাম তার?

পারুল :—লিলি ব্যানার্জ্জি। হেওয়ার্থ কোম্পানীর পাটনার মিষ্টার ব্যানার্জির মেয়ে! অনেক টাকা তার!

বিপিন :—(একটু চিন্তা করিয়া) লিলি—লিলি...হয়তো দেখেছি কিন্তু মনে পড়ছে না!...তা হলে—টাকার লোভেই ফের বিয়ে করছো?

পারুল :—না তার সঙ্গে অমলের প্রণয় ঘটেছে!

বিপিন :—বটে?...শুনে ভারি সুখী হলেম! কেমন দেখতে মেয়েটিকে?

অমল :—So-so—চলন সই!

পারুল :—চমৎকার দেখতে! টক্‌টকে রঙ, টানা চোক, কোঁকড়া চুলের রাশি মাথায়, ছিপ ছিপে লম্বা, খুব সুন্দরী!

বিপিন :—যাক—এতো দিন পরে অমলের বৈধব্য ঘুচলো তা হলে!...well I congratulate you heartily...কবে বিয়ে?

অমল :—এই মাসেই; তবে দিনটা এখনো ঠিক হয়নি!

বিপিন :—(উচ্ছসিত কণ্ঠে) পারুল—ডার্লিং, আজ বড়ো আনন্দের দিন! যদিও অমলকে আমরা সব সময় পাবো না আর, তবু—তুমি আজ বড়ো সুখবর দিয়েছো; আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে! আজ তোমাকে গান গাইতেই হবে পারুল!

পারুল :—না—

বিপিন :—(একটু আশ্চর্য্য হইয়া) কি রকম? অমলের বিয়ে, এমন আনন্দের খবর, তুমি গান গাইবে না?

পারুল :—না—

বিপিন :—কেনো?

পারুল :—তা আমি বলবো না!

বিপিন :—(খুব কোমল ভাবে) আমি তোমায় ছাড়বো না, বলতেই হবে তোমাকে!

পারুল :—(অন্তদিকে মুখ ফিরাইয়া) কারণ এটা আমার আনন্দের খবর নয়!

বিপিন :—(অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে) কি রকম?

পারুল :—(সহসা আত্মহারা হইয়া তীব্রস্বরে) কারণ, আজ দুবছর হলো অমলের সঙ্গে আমি গোপনে প্রণয়বদ্ধ!...

বিপিন :—(অবাক হইয়া) তার মানে?

পারুল :—সত্যি কথা! অমলের সঙ্গে আমার অবৈধ প্রণয় আছে! (অমল শুষ্ক বদনে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিল)!

বিপিন :—(কথাটা বুঝিতে না পারিয়া) অমলের সঙ্গে তোমার—

পারুল :—(অমলের দিকে ফিরিয়া) অমল—এইবার আমি সরল প্রাণে মুখ তুলে বিপিনের দিকে চাইতে পারবো! আর আমার কোন সঙ্কোচ নেই!

বিপিন :—(হতভম্ব হইয়া) তুমি কি বলছো পারুল?

পারুল :—কতবার বলবো তোমায়? ও রকম আশ্চর্য্য ভাবে আমার দিকে চেয়ো না!...যা বলেছি তা সত্যি কথাই বলেছি তোমাকে—! আমি তোমার কাছে বিচার ভিক্ষা করছি! অমল তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, আর আমি তোমার স্ত্রী! দুজনেরই সমান অধিকার তোমার উপর!...অমলের সঙ্গে আজ দুবছর আমার গোপনে প্রণয় চলছিল, আমাকে ও বলেছিল ও আমায় বড়ো ভালোবাসে, আমিও বলেছিলেম বড়ো ভালোবাসি ওকে! আজ কিন্তু অমল, আর এক জনকে ভালোবেসেছে, তাকে বিয়ে করবে বলে সঙ্কল্প করেছে! আমি তোমার কাছে এর বিচার চাইছি!

বিপিন :—(অত্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা ভাবে) অমল—তুমি? (অমল নির্ব্বাক) বলো অমল, পারুল যা বলছে, এ কথা কি সত্যি? কিংবা তোমরা আমার সঙ্গে রহস্য করছো!

পারুল :—না—না—মোটেই রহস্য নয়!

বিপিন :—(অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে) চুপ!...সত্যি কথা বলো অমল—(অমল নিতান্ত অসহায় ভাবে একবার মুখ তুলিল, কিন্তু কথা বলিতে পারিল না, আবার ঘাড় হেঁট করিল)।...ও—বুঝেছি...তা হলে সত্যি কথা!...ওঃ এতো বড়ো শয়তান তুমি, Such an accomplished villain! চোর তুমি, বিশ্বাস-ঘাতক তুমি!...আমি তোমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, the very best friend!

সেই জন্ম তুমি আমারই স্ত্রীর সঙ্গে গোপনে প্রণয়াবদ্ধ! কি চমৎকার তোমার বন্ধুত্ব!...তারপর, যার সঙ্গে তোমার প্রণয়, এখন তুমি নিঃসঙ্কোচে তার মুখে লাথি মেরে; আর এক জনকে বিয়ে করতে যাচ্ছো! অতি তুচ্ছ কথা এ—so simple! কি বলো? (পারুলের দিকে ফিরিয়া) তুমি বিচার চাও?...বেশ তা তুমি পাবে! সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার পাবে তুমি পারুল! (উঠিয়া অমলের প্রতি)...এ দিকে এসো—শুনতে পাচ্ছো আমার কথা? এদিকে এসো—এই চেয়ার-খানায়! (অমল নিশ্চল) তোমাকে কি টেনে আনতে হবে?...আমি তোমাকে ছুঁতে চাই না! তোমাকে স্পর্শ করাও পাপ! এসো বলছি—(অমল যন্ত্র-চালিতের মতো যাইয়া, বিপিনের নির্দ্দেশ মতো বসিল। পন কম্পিত কণ্ঠে পারুলকে বলিল) তুমি—কাগজ কলম নিয়ে এসো!—

পারুল:—(অত্যন্ত ভীতা হইয়া, শুষ্ককণ্ঠে) কেনো?

বিপিন:—(ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করিয়া) তুমি কাগজ কলম আনবে কি না?...সাবধান, আমার কথার উপর কথা বলো না, বলছি!...যাও, নিয়ে এসো কাগজ কলম।

(পারুল কাঁপিতে কাঁপিতে মাঝের দার দিয়া প্রস্থান করিল)।

বিপিন:—(অমলের দিকে ফিরিয়া) ওঃ তুমি এতো বড়ো বিশ্বাসঘাতক? আমি যে বড়ো বিশ্বাস করে পারুলকে তোমার কাছে ছেড়ে দিয়েছিলেম। চোর তুমি। Of the very worst kind—the blackest. আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলেম, তুমি ভদ্রলোক বলে, তুমি আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু বলে।...You spawn—you thing of the gutter। তুমি যদি তোমার স্ত্রীকে আমার কাছে এমনি বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে, আর ঠিক এই ব্যাপার আমি করে বসতেম, তোমার মনের ভিতরটা কি হতো বলো দেখি?—you—you—scoundrel. (পারুল কাগজ কলম লইয়া প্রবেশ করিল)...নিয়ে এসো এদিকে। (অমলের প্রতি) যে কাজ তুমি করেছো—তার ক্ষতিপূরণ করতে হবে তোমাকে। you shall pay for it, my fine fellow you are going to pay—now.

(পারুল টেবিলের উপর কাগজ কলম রাখিল; বিপিন তাহা অমলের দিকে সরাইয়া দিল; পারুল ঘরের এক কোনে পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

বিপিন:—(অমলের প্রতি) নাও কাগজ কলম; লেখো...শুনতে পাচ্ছো? আমি যা বলি লেখো—word for word...কি নাম তার?

অমল:—(ভীত নেত্রে) কার নাম?

বিপিন:—(চীৎকার করিয়া) বাপের...যাকে তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো তার বাপের!

অমল:—(বিস্ফারিত নেত্রে) লিলির বাপের নাম?

বিপিন:—(দৃঢ় স্বরে) ঠিক তাই; বলো—কি নাম তার?

অমল:—তুমি আমাকে লিখতে বলছো লিলির বাপকে?

বিপিন:—নিশ্চয় তাই!...সমস্ত কথা স্বীকার করে তুমি লিখবে তাকে এখনি! A confession—আমি তা পেয়েছি;—কিন্তু লিলির বাপ তা পান নি এখনো!

অমল:—(কলম রাখিয়া) আমি লিখবো না।—

বিপিন:—(ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া) নিশ্চয় লিখবে তুমি।...এ আমার হুকুম! আমি যদি বলি, তুমি দাঁতে করে এখনি আমার জুতো তুলে আনতে পারো!...নাও কলম, লেখো—Go on—I say go on—D'you hear? (অমল হতভম্ব হইয়া পুনরায় কলম তুলিয়া লইল।) এখন বলো কি নাম তার।...চুপ করে রইলে যে? বলো বলছি কি নাম—

অমল:—(শুষ্ককণ্ঠে) শৈলেন্দ্রনাথ।

বিপিন:—very well—লেখো—শ্রীযুক্ত বাবু শৈলেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু—আপনার কন্যা মিস্ লিলির সহিত আমার বিবাহ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।...লিখলে?...কারণ, আমি আমার বাল্য-বন্ধু বিপিন ঘোষালের স্ত্রীর সঙ্গে বহুদিন যাবত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ। এই রমণীকে আমি ভুলিয়েছি I have seduced her...

অমল:—(কাতর কণ্ঠে) বিপিন—

বিপিন:—(সজোরে তাহার ঘাড় ধরিয়া) যা যা বলেছি লেখা হয়েছে?...লেখো বলছি—(অমল নীরবে লিখিল)। Thats all right.—লেখো—, সেই কারণে, আমার বন্ধুর স্ত্রীকে আজই রাত্রে, আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি আমি।

পারুল:—(ব্যাকুল ভাবে চিৎকার করিয়া) না না

বিপিন:—(পাগলের মতো) চুপ—চুপ—কোন কথা নয়।...এই হলো সুবিচার। যার সঙ্গে তোমার প্রণয় তার সঙ্গেই তোমাকে জীবন কাটাতে হবে। যাও তুমি তোমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নাও। জীবনে আর কখনো এখানে মুখ দেখিও না। (অমলের প্রতি) চুপ করে রইলে যে? লেখো বলছি—আজই—রাত্রে—তাকে—আমার—সঙ্গে—নিয়ে যেতে—বাধ্য হচ্ছি—আমি।

পারুল:—(কাঁপিয়া) না—কিছুতেই নয়।

বিপিন:—(পারুলের দিকে ফিরিয়া) তুমি যে এখনো এখানে দাঁড়িয়ে? আমার কথা শুনতে পাচ্ছো না?...যদি তোমার জিনিষ পত্র না গুছিয়ে নাও, যেমন আছো, এই এক কাপড়েই তোমাকে এ বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে,...এ বাড়ির বাহিরে তুমি তোমার জুড়িদার অনেক দেখতে পাবে;—রাস্তার দুধারে সহরের মাঝে তোমার মতো চরিত্র-হীনার অভাব নেই!...না—তুমি তাদের চেয়েও নীচ। তারা তোমার মতো, স্বামীর পিছনে, আত্মীয় স্বজনের চোখের আড়ালে এমন করে গোপনে প্রণয় চালায় না, নিজের লালসা চরিতার্থ করে না। তোমার তুলনায় তারা দেবী। তারা যা করে, পেটের দায়ে করে।..... কেনো তুমি এই ভদ্রলোককে dupe করলে? যা করেছো তার ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে।...(অমলের প্রতি) তোমার লেখা হলো? আমি আর বেশীক্ষণ সামলাতে পারবো না। দেরি করলে সকলকেই মরতে হবে জেনো।...আমার ঘাড়ে খুন চাপছে একটু একটু করে। আমি খুন করবো তোমাকে—এঃ আমার হাত নিস্‌পিস্ করছে। অমল—অমল—লেখো বলছি—যদি বাঁচতে চাও লেখো শীগ্‌গীর—

(অমল ধীরে ধীরে লিখিতে লাগিল, বিপিন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া। ক্ষণিক নীরবতার পর পারুল সহসা অত্যন্ত চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সে চেয়ারে গড়াইয়া পড়িল।)

বিপিন:—(পাগলের মতো) কি হাসছো তুমি? (অমলকে ছাড়িয়া পারুলের কাছে যাইল।) হাসছো কেনো?

পারুল:—(প্রফুল্ল নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া) হাসবো না ত' কি কাঁদবো...তোমার মতো গর্দ্দভচন্দ্র আরো কি আছে?

বিপিন:—(অবাক হইয়া) তার মানে?

পারুল:—নাটক পড়ে আর থিয়েটার দেখে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! বলি, ঠাট্টা বোঝবারো কি ক্ষমতা নেই তোমার?

বিপিন:—(সম্পূর্ণ হতভম্ব হইয়া) ঠাট্টা?———

পারুল:—(হাসিতে হাসিতে) হ্যাঁ গো—হ্যাঁ—ঠাট্টা!———"রঙ্গমঞ্চে" নাটকের অভিনয়। বুঝলে পণ্ডিত মশাই?

অমল:—(ব্যাপার বুঝিয়া অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া) ছি-ছি-পারুল এতো শীগ্‌গির ওকে ছেড়ে দিয়ে ভালো করলে না। আরো খানিকক্ষণ রগড় চালানো উচিত ছিল তোমার।

পারুল:—এতো শীগ্‌গির।———আর একটু রগড় চালালেই, দেরাজের

ভিতর থেকে পিস্তল বেরোত'। এ রকম গুণ্ডা চোয়াড় কখনো দেখেছো তুমি ———"দেরি করলে সকলকে মরতে হবে। আমার ঘাড়ে খুন চেপেছে!" একেবারে ভীষণ ট্রাজিডি।

অমল :—"এখনি তোমার জিনিষ পত্র গুছিয়ে নাও! তা না হলে, এক কাপড়েই তোমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে!" হাঃ হাঃ হাঃ যেনো ঝি চাকর।

পারুল :—"চোর তুমি—বিশ্বাসঘাতক তুমি—শয়তান তুমি। লেখো বলছি—a confession!" ও হো কি মজা!—...—সমালোচক মশাই, অভিনয়টা কেমন লাগলো?

(বিপিন নির্ব্বাক নিস্পন্দ থাকিয়া, সহসা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে সে গড়াইয়া পড়িল; তাহার চোখ দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল ঝরিতে লাগিল। সকলেই হাসিতে লাগিল।)

অমল :—ওঃ কি জোরে আমার ঘাড়টা চেপে ধরেছিল। বাড়ি গিয়ে মালিশ করতে হবে, তা না হলে ব্যথা কমবে না!——

বিপিন :—(হাঁপাইতে হাঁপাইতে) বদমাইশ—ছোট লোক কাঁহেকা। এ কি ঠাট্টা তোমাদের। ছি ছি এমন করেও মানুষকে ক্ষেপাতে আছে।

পারুল :—(হাসিতে হাসিতে) তুমি ক্ষেপলে কেনো? এটুকু বুদ্ধি তোমার মাথায় এলো না, যে, যে স্ত্রী গোপনে আর এক জনের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ, সে কখনো নিজের মুখে তার স্বামীর কাছে অযাচিত ভাবে তার অপরাধ স্বীকার করতে পারে? কি মূর্খ তুমি।

বিপিন :—সত্যি ডিয়ার, আমি অতি মূর্খ! রাত জেগে জেগে, অনবরত বই পড়ে পড়ে, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে!...অমল অমল—ভাই—তুই এত বড়ো বাঁদর! এমনি করেই কি বন্ধুর সঙ্গে ঠাট্টা করতে হয়? আমায় মাপ করো অমল—খেয়ালের ঝোঁকে—না বুঝে যা তা বলেছি তোমাকে!—পারুল আমার পারুল, আমার কাছে এসো ডিয়ার! ছি—ছি—ছি! আমি লজ্জায় এখন মরে যাচ্ছি!

পারুল :—সব চেয়ে মজা হয়েছে, লিলিকে নিয়ে।...কি করে তুমি বিশ্বাস করলে যে লিলির সঙ্গে অমলের বিয়ের ঠিক হয়েছে? লিলির সঙ্গে অমলের কোন' পরিচয় নেই! (সহসা অমলের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল।)

অমল :—(বিরক্ত স্বরে) পারুল—

পারুল :—না—না—আর লুকোচুরির দরকার কি অমল!—জানো না গো লিলির বাপ অমলের সঙ্গে লিলির বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু অমল আর বিবাহ করবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! ও একমাত্র ওর স্বর্গীয়া স্ত্রীকেই ভালবাসে, আর কাউকে বিয়ে করা ওর পক্ষে অসম্ভব! বিশেষতঃ লিলিকে ও ঘৃণা করে! ও বলে, লিলি যেন গুণ্ডা গোছের মেয়েমানুষ!...কি মজা! অমল লিলিকে বিয়ে করছে, এ কথা কখনো বিশ্বাস ক'রো না তুমি! সে কথা যদি তুমি বিশ্বাস করো কি কখনো শোন, তাহলে এ কথাও তুমি বিশ্বাস ক'রো যে আজকের এই ঠাট্টাও অতি সত্যি কথা! জানলে গো? কি বলো অমল? (অমল কোন কথা না বলিয়া গম্ভীর ভাবে একটা সিগারেট ধরাইল।) বলো ত' অমল লিলিকে তুমি ঘৃণা করো কিনা?

অমল :—(অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া) লিলির কথা ছেড়ে দাও পারুল!

পারুল :—সে কি কথা—! লিলিকে তুমি ঘৃণা করো বলেই তো এই ঠাট্টার মধ্যে জড়িয়েছিলে। Oh how funny! কাল লিলিকে নিমন্ত্রণ করে আজকের রগড়টা শুনিয়ে দেবো! সে ভারি আমোদ পাবে! ওহো কি মজা!

বিপিন :—(হাসিতে হাসিতে) অমলটা অতি হতভাগা! সত্যি পারুল, ও ফের বিয়ে করছে শুনে আমার ভারি আনন্দ হয়েছিল! (অমলের লেখা কাগজটা তুলিয়া লইয়া) এটা এখানে পড়ে থাকা সঙ্গত নয়! ছি—ছি—ছি—how you pulled my legs! (কাগজটা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।) পারুল ডিয়ার, আমাকে একটু হুইস্কি দেবে? কি থাক—আমিই বাটলারকে বলছি! অমল তোমাকে একটা বিয়ার দিক, কি বলো?

অমল :—(গম্ভীর ভাবে) I don't mind. (বিপিন উঠিয়া মাঝের দ্বার খুলিয়া, চৌকাট হইতে বলিল :—)

বিপিন :—বাটলার, একঠো ছোটা পেগ, আউর একঠো 'বিয়ার লে আও; জলদি। (পুনরায় চেয়ারে আসিয়া বসিল।) ওঃ কি দুষ্টুমিই তোমরা করতে জানো!...Oh Lord—it was a night-mare. ছি—ছি—অমল—ছি পারুল! খানসামা ট্রে করিয়া সাইফন, বোতল, গেলাস প্রভৃতি রাখিয়া গেলো।)

বিপিন :—(গেলাসে পেগ ঢালিয়া) পারুল, এইবার তুমি একটা গান শোনাও!—

পারুল :—নিশ্চয় শোনাবো!

বিপিন :—নাও অমল, তোমার গেলাস নাও, charge your glass man. (অমলকে গেলাস দিয়া, নিজের গেলাস তুলিয়া লইয়া) এখন, প্রিয় বন্ধু অমলের শুভার্থে...To অমল the dachelor! (একটু পান করিয়া গেলাসটা টেবিলে রাখিল) অমল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়)

পারুল :—(পিয়ানোর কাছে যাইতে যাতে) bachelor অমল নয়, widows অমল!

বিপিন :—(হাসিয়া) ঠিক, ঠিক, আমার ভুল হয়ে গেছে! (পারুল পিয়ানোর কাছে যাইয়া, ডালা খুলিয়া দুই একটা কর্ড দিতে লাগিল, বিপিন গান শুনিবার জন্যই উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, অমল গেলাস হাতে গম্ভীর নিরানন্দ ভাবে বসিয়া)

বিপিন :—ঘরের সুখে যে কি, তা, অনেক দিন পরে টের পাচ্ছি আমি আজ! (পারুলের কর্ডের সঙ্গে সঙ্গে যবনিকা পড়িল।)

—যবনিকা—

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-রঙ্গ

কোনও রঙ্গালয়ের মালিক তাঁর থিয়েটারের জন্য ভাল অভিনেতার সন্ধান করছিলেন। সংবাদ পত্রের "কর্ম্মখালি" স্তম্ভে বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। ফলে সেদিন অনেকগুলি এ্যামেচার ক্লাবের থিয়েটার-বায়ুগ্রস্ত ছোকরা অভিনেতা পদপ্রার্থী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিল। তিনি তাদের মধ্যে থেকে একটি ঘাড় ছাঁটা কিন্তু সামনে চুলের গোছা, মুখটি চাঁচা পোঁচা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—

—কিহে, সব রকম পার্ট প্লে করতে পারবে তো?

—আজ্ঞে হাঁ, আমাদের 'ড্রামাটিক ক্লাবে আমি 'ফিমেল' পার্ট থেকে সুরু করে একেবারে 'হিরো' পর্য্যন্ত সেজেছি!

—বেশ! বেশ! তাহলে—বাবা মুস্তাফা থেকে সুরু করে 'চণ্ডীবর' পর্য্যন্ত তোমার দ্বারা 'প্লে' করানো যাবে—কি বলো?

—আজ্ঞে সে আর মুখে বলে কি করবো, 'পার্ট' দিয়ে দেখে নেবেন।

—কিন্তু, আমার যেন বোধ হ'চ্ছে তুমি সব পার্ট 'প্লে' করতে পারবেনা।

—আজ্ঞে বলেন কি? আলবাৎ পারবো। আপনি আমার 'ভরত নাট্য সমিতি'তে এক রাত্রে আটটা পার্ট প্লে করা বোধ হয় দেখেননি?

—না বাপু। এক রাত্রে আটটা পার্ট তুমি 'প্লে' করেছিলে?...কি-কি?—

—আজ্ঞে—পথিক, প্রহরী, প্রতিহারী, দূত, কাটাসৈন্য, প্রতিবেশিনী, পরিচারিকা ও ভৃত্য।

—আচ্ছা, —পরশু এসে দেখা কোরো। "যে আজ্ঞে।" বলে সে ছোকরা চলে যাবার পর তিনি একজন "শ্রীকৃষ্ণ" ষ্টাইলের বাবরী চুলওলা গোঁফ কামানো নাক টিকোলো ছেলেকে ডেকে বললেন—

—কিহে, সব রকম পার্ট প্লে ক'রতে পারবে ত?

—আজ্ঞে, আপনি হুকুম করলে কি না পারি? নাচতে গাইতে বাজাতে এ্যাক্ট ক'রতে সিন ও পোষাকের ডিজাইন ক'রতে, এ্যাক্টর এ্যাক্ট্রেসদের পেন্ট ক'রতে, সিন আঁকতে যার সিফটার না এলে সিন সিফ্‌ট ক'রতে প্রম্পটার না এলে প্রম্পট্‌ ক'রতে লাইট ফোকাস্‌ ক'রতে এমন কি 'বুকিং' অফিস বসে টিকিট বেচতে, ফ্রী পাশ ওয়ালাদের তাড়াতে এবং থিয়েটারে লোক না হ'লে টেলিফোঁ করে সিট ভরে দিতেও পারি! নাট্যকারদের মাথায় হাত বুলিয়ে ভাল বই যোগাড় করতে পারি নিজেও ড্রামাটাইজ করতে জানি!

—বটে বটে! তবে তো তুমি খুব কাজের লোক দেখছি!

"ওই 'মিত্র' বন্ধুর পকেট থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে!
শুনে কুসুম ফোটে তারা ওঠে নির্ম্মলেন্দু পরকাশে!
ওরে, আয়রে ছুটে আয়রে তোরা
হেথা নাইক' মৃত্যু নাইক' জরা—!"

—আজ্ঞে সে আপনারই আশীর্ব্বাদে। ধরুন যদি দৈবাৎ আপনাদের হাতে টাকা কড়ি কম পড়ে তাহলে হুণ্ডী কাটিয়ে মাড়োয়াড়ী বা ভাটিয়াদের কাছ থেকে টাকার যোগাড় করেও আনতে পারি। বিজ্ঞাপন লিখে দিতে পারি, হ্যাণ্ডবিল বিলি করতে পারি, খবরের কাগজে প্লে'র রিভিউ বার করিয়ে দিতে পারি, এমন কি আফগানিস্থান ব্যাঙ্ক ছাড়াও অন্যব্যাঙ্কে 'ওভারড্রাফ্‌টের' ব্যবস্থা করে দিতে পারি! কেবল মই শিঁড়িতে উঠতে পারিনি বলে প্ল্যাকার্ড মারতে পারিনি!—

—বলো কি হে? তোমার মত লোক দেখছি এ বাজারে—সব থিয়েটারেই দু' একজন করে থাকলে ভাল হয়।

—আজ্ঞে সে আপনাদের ইচ্ছে হ'লে কি না হ'তে পারে বলুন। আমরা আপনাদেরই পায়ের ধুলো!—দরকার হলে অধীন থিয়েটারের 'হিরোইন' এ্যাকট্রেস্‌ তৈরি করেতুলতে পারে। সখীর ব্যাচকে বশে রাখবার গুণ জানে—বাধাদিয়ে নাগিক বললেন—ও কাজটার ভার আমার পরই থাক্‌। অন্য কাজ গুলোয় তুমি আজ থেকেই লেগে যাও!

—

সাইমুম

[August Strindberg এর Samum হইতে]

চরিত্র

বিষকারা, আরব্য বালিকা—সুন্দরী
য়ুসুফ, বালকার প্রণয়ী—বলিষ্ঠ ও সুন্দর
ত্র্যম্বকসিং, শিখদলের নেতা

[এই নাট্যব্যাপারটী এখন হইতে ৩৬ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা]

উপাসনা মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ। মেঝের মাঝখানে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত কবরের উপর ইসলাম মারাবুতের স্মৃতিস্তম্ভ। মারাবুত তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ স্থানেই অবস্থান করিতেন। কতকগুলি উপাসনার আসন মেঝের উপর বিছানো রহিয়াছে। দক্ষিণদিকের পশ্চাৎ ভাগে একটী-শব-কঙ্কাল সংরক্ষণ-আগার।

পিছনের দেওয়ালের মাঝখান দিয়া আসিবার দ্বার আছে। দ্বারের পাশা দুটি বন্ধ এবং তাহা একটি পর্দ্দা দ্বারা আবৃত। দ্বারের উভয় পাশাতেই গর্ত্ত আছে। মেঝের এখানে সেখানে ছোট ছোট বালির স্তূপ দেখা যাইতেছে। ওষধি গাছ কতকগুলি খেজুর পাতা এবং রসুম ঘাস এক যায়গায় এক সঙ্গে জড়ো করা রহিয়াছে।

বিষকারা প্রবেশ করিল। তাহার বোরখার ঘোমটাটী এমন ভাবে মাথার উপর টানা রহিয়াছে যে ইহা প্রায় তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিষকারার পৃষ্ঠদেশেএকটী "শরদ" লম্বমান। উপাসনা আসনের একটীতে বসিয়া পড়িয়া বালিকা অঞ্জলিবদ্ধ হাতদু'খানি বুকের উপর রাখিয়া প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। বাহিরে প্রবল ঝড় ছুটিয়া চলিতেছিল।

—

বিষকারা। লা ইলাহ ইল্লা'ল্লা!

য়ুসুফ। [দ্রুত প্রবেশ করিল] ওই সাইমুম আসছে! সেই শিখ্‌টা কোথায়?

বিষকরা। এক্ষুণি সে এখানে এসে পড়'বে।

য়ুসুফ। তুমি তা'র বুকে ছুরি বসিয়ে দিলে না কেন—এমন একটা সুবিধা যখন পেলে?

বিষকারা। কারণ একাজ তা'কে নিজের হাতেই ক'ত্তে হবে। আমায় যদি এ কঠোর হত্যা ক'ত্তে হয়—আমাদের সমস্ত জাতি মৃত্যুর কবলে প'ড়্‌বে,—শিখেরা আমায় আলি—সকলের নায়ক—ব'লেই জানে, যদিও তারা জানে না আমি বিষকারা—কিশোরী—রমণী।

য়ুসুফ। সে এ কাজ নিজে ক'র্‌বে—তুমি বলছ? কি ক'রে তা ঘটে উঠ্‌বে?

বিষকারা। তুমি জানো না বুঝি—সাইমুম শিখেদের মস্তিষ্ক রোদেপোড়া খেজুরের মত শুকিয়ে দেয়, তাইতে,—তাদের চোখের সামনে ভীষণ

ভীষণ ছবি ভেসে ওঠে—ধোঁয়ার মত দেখায় এই সুন্দরী প্রকৃতি—এই ভয়াল দৃশ্য তাদের অতিষ্ঠ করে তোলে, তাদের কাছে জীবন দুর্ব্বহভার বলে বোধ হয়—শেষে সেই মহান্ অজানাতে তাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর গতি থাকে না।

য়ুসুফ। হ্যাঁ—আমি ও রকম কথা শুনেছি, আর এই শেষ সমরে—যুদ্ধ আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই ছ'জন শিখ নিজেদের বুকে নিজেরাই ছুরি বসালে—নিজেরাই নিজেদের প্রাণ হরণ কল্লে! আজকে কিন্তু সাইমুমের ওপর অতোদুর বিশ্বাস রেখো না, সমস্ত পাহাড়ের গায়ে তুষারপাত হ'য়েছে, আর ঝড়—তা' বোধ হয় আধ ঘন্টার ভেতর একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে যাবে। - বিষকারা! কেমন ক'রে ঘৃণা ক'ত্তে হয়—জানো—এখনো পর্য্যন্ত কি জানো?

পরে—আরও পরে,—যখন তুমি আপনার ব্রতসাধন ক'রে বখশিস অর্জ্জন ক'ত্তে পারবে—তখন!

বিষকারা। গর্ব্বিত শেখ! দর্পমদে মাতাল!

য়ুসুফ। হ্যাঁ—তাই! যে রমনী তার হৃদয়ের ভেতর আমার আত্মজকে বই হবে—তাকে দেখাতে হবে—সেই সম্মানের সে উপযুক্ত কি—না! সেই হবে আমার সাকি!

বিষকারা। আমিই সেই রমণী—আমি—তোমার সাকি—আর কেউ নয়গো—আমিই য়ুসুফের আত্মজকে বুকে বইবো। আমি—ওগো আমি—বিষকারা—ঘৃণিতা—কুরূপা—কিন্তু বলবতী—সেই সোহাগময়ী বীরা বিষকারাই সে—

"লিখিবে পড়িবে মরিবে দুখে।
মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে॥"

বড় বড় ফেলি টোপ তবু মাছ খায়না
আজকাল নাহি বুঝি আটের কি বায়না!

বিষকারা। কি ক'রে ঘৃণা ক'ত্তে হয়—যদি জানতুম?—আমার ঘৃণা—এই তপ্ত মরুর মত সীমাহীন, সূর্য্যের মত জলন্ত, আর আমার হৃদয়ের ভালবাসার চেয়েও আরো অনেক দৃঢ়। আলির হত্যার পর—আমার কাছ হ'তে—আমার জীবনের এক এক মুহূর্ত্তের আনন্দ-টুকু পর্য্যন্ত হরণ ক'রে নেওয়া হ'য়েছে—আমার বুকের ভেতরে সে সকল বেদনা জমা হ'য়ে গেছে, বিষধর তক্ষকের বিষের থলির মত। ঐ সাইমুম যা' ক'ত্তে পারে না, আমি নিজে তা'—ই ক'ত্তে পারি।

য়ুসুফ। সাবাস—বিষকারা—এই দৃঢ় ব্রত তোমারই। প্রথম যেদিন তোমার উপর আমার দৃষ্টি প'ড়লো—সে দিন হ'তেই দেখলুম—আমার অন্তরের ঘৃণা—শরতে রসুম ঘাসের মত ক্রমে ক্রমে ম'রে যেতে লাগলো। আমার নিকট হ'তে বল নাও—সাকি—আর তুমি আমার ধনুকের তীক্ষ্ণ তীর হও। আমার বর্শার তুমি ফলা হও।

বিষকারা।—আমায় বুকে করে নাও—আমায় আলিঙ্গন করো—য়ুসুফ আমায় বুকে করো—আলিঙ্গন করো!

য়ুসুফ।—এখানে নয়, এই মহাপুরুষের সামনে নয়, এখনও সময় হয়নি

য়ুসুফ। চমৎকার! এখন আমি ঝরণার ধারে ঘুমুতে যাচ্ছি। ঝরণার নর্ম্ম নূপুরের কল-গুঞ্জনের সঙ্গে আমি ধ্বংসের গান গাইবো। তুমি সেই মহান্ মারাবুত সিদি-শেখের কাছে যে-সব গুপ্ত মন্ত্র বা কৌশল শিখেছিলে - যেগুলো তুমি বাল্যকাল হ'তেই মেলায় পরখ ক'ত্তে—আরও বেশী কিছু কি তোমায় সে সব শিক্ষা দিয়ে দেবো!

বিষকারা। ওঃ—তার আর দরকার নেই। বিভীষিকা, দেখিয়ে একটা কাপুরুষ শিখের জীবন ভীতি-তিক্ত ক'রে তোল্‌বার যত গোপন মন্ত্র দরকার—আমি সবই জানি। ঐ যে নীচ পৌরুষহীন কাপুরুষের মতন শত্রুদের আক্রমণ ক'রে বর্শা দিয়ে মাথা—ও—হো—তলোয়ার দিয়ে গর্দ্দান উড়িয়ে দেয়—মাথার ভেতর গুলি চালিয়ে দেয়। ওগো আমি সব জানি—পেটের মধ্য হ'তে বিকট স্বর তোল্‌বার কৌশল পর্য্যন্ত আমি জানি। আর যা আমার শক্তির আমার কলাকৌশলের বাইরে যাবে সে-তো ঐ জলন্ত সূর্য্য—ঐ আগুনের ডেলা পূরণ ক'রবে—জানো তো—সূর্য্য য়ুসুফ ও বিষকারার দিকে—সে-যে তাদের বন্ধু!

য়ুসুফ। হ্যাঁ—ঐ প্রচণ্ড তপন মোসলেমদের দোসর,—কিন্তু ওর ওপরে

তো নির্ভর করা চলে না। তুমি ঐ অনলবর্ষীর তাপে পুড়ে ঝল্‌সে যেতে পারো—বালা! আগে এক চুমুক্ জল পান করো,—ওই যে—তোমার হাত দুটো কেমন সিঁটকে গেছে, আর—

[সে একটা আসন তুলিয়া লইল এবং ভূনিম্নস্থ একটী ক্ষুদ্র কক্ষে নামিয়া গেল ; সেথান হইতে এক পেয়ালা জল পূর্ণ করিয়া আনিল ; ইহা সে বিষকারার হাতে দিল।]

বিষকারা। [পেয়ালাটী আপনার মুখের উপর তুলিয়া] আর আমার—চোখে রক্ত ফেটে প'ড়ছে—সব জিনিষ রক্তের মত লাল দেখতে সুরু ক'রেছে—এরই মধ্যে আমার হৃৎপিণ্ড তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে উঠলো—কাঠের মত শুক্‌নো হ'য়ে যাচ্ছে;—হ্যাঁ—আমি শুন্‌চি—ঐ আমি শুন্‌চি তুমি কি দেখতে পাচ্ছো কেমন ক'রে বালির তরঙ্গ ছাদকে ডিঙিয়ে ছুটে চ'লেছে—আমার শরদের তন্ত্রীগুলো কড়কড় ঝন্ ঝন্ ক'রে বেজে উঠচে—ঐ যে সাইমুম এখানে এলোরে! কিন্তু এ সময়ে সে শিখ কই! সে-তো নেই!

একটা রক্তবর্ণ আলোকদীপ্তি ঘরটাকে আলোকিত করিয়া তুলিল ; কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনার সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই এই লালদীপ্তি হরিদ্রারঙের আলোকে পরিবর্ত্তিত হইল।]

বিষকারা। ঐ শিখ আস্‌ছে,—আব—সাইমুমও এখানে আগুয়ান!—যাও—যাও!

য়ুসুফ। আধঘন্টার ভেতরেই আমাকে আবার দেখতে পাবে। [একটী বালুকাস্তূপের দিকে দেখাইয়া] ঐ তোমার কাল-নিরূপণ-যন্ত্র। স্বর্গ নিজে পাপাত্মা নীচদের আবাস নরকের জন্তে ঐরূপে সময় মেপে দিচ্ছে।

[সেই ভূমিগৃহে নামিয়া গেল]

* * * * *

(বিষকারা। ত্র্যম্বক সিং ম্লানমুখে প্রবেশ করিল ; সে হোঁচট খাইল,তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সে নিম্নস্বরে কথা কহিতেছিল।)

নাট্যযুগাবতারের বিশ্বরূপ!
"একা রামে রক্ষে নেই—!"

য়ুসুফ। বিষকারা—এখানে নেমে এসো, শিখ—ও আপনা আপনিই ম'রবে।

বিষকারা। না—না—আগে নরক, তারপর সর্ব্বনাশা মরণ! তুমি কি ভেবেচো আমি দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়বো—আমার মন ভেঙে যাবে? [একটী বালির স্তূপে সেই জল ঢালিয়া দিল] আমি বালুকায় জল সেচন ক'রবো, তাহ'লে এর ভেতর থেকেই প্রতিহিংসানাগিনী তীব্র ফণা নিয়ে জেগে উঠবে, আর—তাই জন্তেই তো আমার হৃদয়কে—আমার—হ্যাঁ আমার এই বুককে শুকিয়ে তুলচি। জাগো—ঘৃণা—জাগো! ঈর্ষা জ্ব'লে ওঠো দ্বিগুণ তেজে,—আগুনের ঝড় বইয়ে নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দাও রে ভীম প্রভঞ্জন!

য়ুসুফ। জয়ী হও—বীরজননী—তুমিই য়ুসুফের কুমারকে বুকে ধারণ ক'রবে,—প্রতিহিংসাপরায়ণা—তুমিই—বিষকারা।

[বাত্যা বাড়িয়াই চলিল। দ্বারসম্মুখে লম্বমান পর্দ্দাটী উড়িতে লাগিল।

ত্র্যম্বক। এখানে সাইমুমের প্রকোপ বেড়েছে!—আমার দলের লোকদের কি ঘটলো তুমি ব'লতে পারো?

বিষকারা। আমি তাদের পশ্চিমদিক হ'তে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলুম।

ত্র্যম্বক। পশ্চিম হ'তে পূবে!—দাঁড়াও—দেখতে দাও!—ঐ হ'চ্ছে সোজা—ঠিক পূর্ব্বদিক—আর ঐ পশ্চিম!—ওঃ, আমাকে একটা উঁচু আসনে বসিয়ে দাও, আর একটু জল!

বিষকারা। [ত্র্যম্বককে একটী বালুকাস্তূপের কাছে লইয়া গেল এবং বালির উপর পদদ্বয় স্থাপন করাইয়া তাহাকে ভূমির উপর শয়ন করাইল] এখন তুমি সুস্থ হ'য়েছো?

ত্র্যম্বক। [তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া] আমার মনে হ'চ্ছে আমার সমস্ত দেহ যেন মুচড়ে উঠচে। আমার মাথার নীচে একটা কিছু দাও।

বিষকারা। [তাহার পায়ের তলায় বালির আরও বড় করিয়া একটী ঢিপি করিয়া দিয়া] এইবার তোমার মাথার জন্যে বালিস্ তৈরী ক'রে দিয়েছি।

ত্র্যম্বক। মাথা? সে-কি! কেন—আমার পা দু'টো তো ঐখানে ওই নীচু দিকে ছড়ানো র'য়েছে—ও-কি আমার চরণ নয়?

বিষকারা। নিশ্চয়ই!

ত্র্যম্বক। আমিও তাই ভেবেছিলুম। টের-ও পেলুম তাই। এখন একটা ছোট্ট চৌকি আমার মাথার নীচে দাও।

বিষকারা। [ওষধি গাছটী টানিয়া লইয়া ত্র্যম্বকের পায়ের তলা দিয়া ঠেলিয়া দিল] এবার চৌকি পেয়েছ?

ত্র্যম্বক। আর—আর—এবার—জল! জল!

বিষকারা। [শূন্য পাত্রটী বালিতে পূর্ণ করিয়া ত্র্যম্বকের হাতে তুলিয়া দিল] শীতল হ'লে পান ক'রো।

ত্র্যম্বক। [পেয়ালায় মুখ দিয়া] এ-তো শীতল—তবুও কেন আমার তৃষ্ণা নিবারণ করে না! আমি এ-যে পান ক'ত্তে পাচ্ছি না—আমি জল ঘৃণা করি—নিয়ে যাও এ-জল!

বিষকারা। হ্যাঁ—সেই যে-সেই কুকুরটা তোমায় দংশন ক'রেছিল!

ত্র্যম্বক। কুকুর? কুকুর? কোন্ কুকুর? কোনো কুকুরই কোনো কালেই আমায় দংশন করেনি।

শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল!
সবুজের বিদ্বেষী—দ্রাক্ষাফল মোটেই সুস্বাদু নয়!

বিষকারা। সাইমুম-ই তোমার স্মরণশক্তি কুঁকড়ে হীনবল ক'রে তুলেছে—সাবধান—সাইমুম তোমার চোখের সাম্‌নে কত আশা মরীচিকা কত প্রহেলিকা সৃজন ক'র্‌বে! মনে প'ড়চে না—সেই পাগলা গ্রেহাউণ্ড—ব্যাবেল-ওয়্যাদের সেই শেষ শিকার যখন হয়—তোমায় কামড়ায় নি?

ত্র্যম্বক। ব্যাবে—ল—ওয়্যাদে শিকার? ওহো—হ্যাঁ! ঠিক হ'য়েছে!—ঝাঁকড়া চুলো বিভোর—রজীন্—?

মুদিত কমল

বিষকারা। কুকুরী? হ্যাঁ।—তাহ'লে তুমি দেখতে পাচ্ছো—বুঝেছ এবার? সে তোমার পায়ের উরুতে কাম্‌ড়েছিল। সেই ক্ষতের ব্যথা তুমি অনুভব করতে পাচ্ছো না?

ত্র্যম্বক। [একটা হস্তদ্বারা সেই ক্ষতস্থান অনুভব করিতে গিয়া আপনা আপনি সেই ওষধিগাছ কুটাইল]। হ্যাঁ, আমি বুঝতে পাচ্ছি!—ওঃ—জল! জল!

বিষকারা। [বালিপূর্ণ পাত্রটী তাহার হাতে দিয়া] পিয়ো! পিয়ো!

ত্র্যম্বক। না, আমি পারি না! মা—গো! গুরুজী! আমার জলাতঙ্ক হ'য়েছে!

বিষকারা। ভয় পেয়ো না! আমি তোমায় ভাল ক'রে দেবো,—আর তোমার ঘাড়ে যে ভূত চেপেছে তা—কে গান গেয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছি, এক নিমিষে আমি তা' পার্‌বো, সঙ্গীত যে সর্ব্বশক্তিমান। শোনো, ভাল করে এক মনে শোনো।

ত্র্যম্বক। [চীৎকার করিয়া] আলি! আলি! গান নয়! সঙ্গীত নয়; আমি এ সব সহ্য ক'রতে পারবো না! কি ক'রে তোমার গান আমায় শান্তি দেবে—কি ক'রে আমায় সুস্থ ক'রবে?

বিষকারা। সঙ্গীত যদি সর্পের হিংস্র স্বভাব নরম ক'রে দিতে পারে, তুমি কি মনে ক'রো এই বিশল্যকরণী জলাতঙ্কের ভূত একটা মস্তান কুকুরকে জয় ক'ত্তে পার্‌বে না? শোনো একমনে! [সে গান গাহিল এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে শরদ বাজাইতে লাগিল]

বিষকারা—বিষকারা,
বিষকারা—বিষকারা,
বিষকারা—বিষকারা!
সাইমুম! সাইমুম!

য়ুসুফ। [নীচে হইতে সাড়া দিয়া] সাইমুম! সাইমুম!

ত্র্যম্বক। তুমি কি গাইচো, আলি?

বিষকারা। আমি গাইছিলুম? এবার দেখো এদিকে—এখন আমি আমার মুখে খেজুর পাতা দিচ্ছি। [সে এক খণ্ড পাতা তাহার দাঁতের মধ্যে রাখিল, সেই গান উপরে আকাশ হইতে আসিতেছে বলিয়া বোধ হইল]

বিষকারা—বিষকারা
বিষকারা—বিষকারা
বিষকারা—বিষকারা!

য়ুসুফ [নিম্ন হইতে] সাইমুম! সাইমুম!

ত্র্যম্বক। এ কি! কোন্ নারকী-ভোজবাজী!

বিষকারা। এবার আমি গাইচি!

বিষকারা ও য়ুসুফ। (একসঙ্গে)

বিষকারা—বিষকারা!
বিষকারা—বিষকারা!
বিষকারা—বিষকারা!
সাইমুম্! সাইমুম্!

ত্র্যম্বক। (উঠিয়া) কে তুমি? রাক্ষসী তুমি—দু'টো গলায় গান গাইচো—কি ক'রে? তুমি পুরুষ না স্ত্রীলোক? না উভয়ের মিলনে তোমার গঠন?

বিষকারা। আমি আলি, সেই পথ দেখাবার আলি—নায়ক আলি। তোমার ইন্দ্রিয় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে—এতদূর হীনবল হ'য়ে প'ড়েছে—যে মি আমায় চিনতে পারোনি। যদি দৃষ্টি বা চিন্তার দ্বারা লীলায়িত কৌশল হ'তে আপনাকে বাঁচাতে চাও—আমার ওপর তোমার অটুট বিশ্বাস রাখতেই হবে—আমি যা বলি তা'ই তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে, এবং যা' ব'লবো তখনই তা' করা চাই।

পাগলিণী

ত্র্যম্বক। তুমি অনর্থক এ কথাগুলো আমায় বল্‌ছো, কারণ তুমি যা' যা' ব'লো—প্রত্যেকটাই তো তাই দেখতে পাই।

বিষকারা। তবে তাই দেখচ! শোনো—মূর্ত্তিপূজারী!

ত্র্যম্বক। কি! আমি মূর্ত্তির উপাসক?

বিষকারা। হ্যাঁ, তোমার বুকে যে মূর্ত্তি বহন ক'রে বেড়াও—সেইটাকে বার ক'রে ফেলে দাও।

[ত্র্যম্বক একটা হার বাহির করিল)

বিষকারা। এখনই ওটাকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গুঁড়ো ক'রে দাও, তারপর সেই এক খোদা, সেই দয়ার দরিয়া খোদায় প্রতি ইমান রেখে—সেই করুণার অবতারকে তস্‌লিম্ দাও—তাঁকে কেবল তাঁকেই ডাকো?

ত্র্যম্বক। [ইতস্ততঃ করিয়া] "অলখ নিরঞ্জন"—শঙ্করজী আমার একমাত্র দেবতা!

ছোটবউ (রাঁধতে রাঁধতে)
নারীরাজ্যে নাচটা সেদিন
ভারী চমৎ কার হয়েছিল!

বিষকারা। তিনি কি তোমায় রক্ষা ক'ত্তে পারেন? পারেন কি বলো?

ত্র্যম্বক। না, পারেন না! [জাগিয়া উঠিয়া] হ্যাঁ—তিনি পারেন! আলি! পারেন—তোমার খোদাকে কৃপাণ দিয়ে খুন ক'ত্তে—এঁ্যা—এঁ্যা—আ—লি—আ—লি; কি বল্‌চি—হ্যাঁ—পারেন—সব ক'ত্তে পারেন—তিনি পারেন—

বিষকারা। আচ্ছা দেখা যাক্!

[বিষকারা ঘারের পাখা দুটী উদ্ঘাটন করিল; পর্দ্দা ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতে লাগিল এবং ভূমির উপর ঘাসগুলি আন্দোলিত হইল।]

ত্র্যম্বক। [মুখ আবরণ করিয়া] দ্বার বন্ধ করো!

বিষকারা। ঐ মূর্ত্তিটা ফেলে দাও!

ত্র্যম্বক। না—আমি পারবো না—কখনই পারবো না।

বিষকারা। দেখতে পাচ্ছো? সাইমুম আমার কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'চ্ছে না, কিন্তু তোমার কি দশা, শয়তান, সাইমুম তোমায় খুন ক'ত্তে উদ্যত হ'য়েছে! ফেলে দাও—পুতুলের ঐ মূর্ত্তিটা!

ত্র্যম্বক। [ভূমির উপর হারটি ফেলিয়া দিল] জল! আমার প্রাণ যায়!

বিষকারা। ডাকো—সেই এক খোদা জগৎপাতা—মেহেরবানের অবতার।

ত্র্যম্বক। কেমন ক'রে আমায় ডাকতে হ'বে?

বিষকারা। আমি যা' বলি—তাই তুমি সঙ্গে সঙ্গে বলো!

ত্র্যম্বক। বলে যাও!

বিষকারা। একজন কেবল একজন খোদা আছেন: আল্লা ছাড়া আর কোন দেবতা নেই—এই দুনিয়ায়—সেই মেহেরবাণীর দরিয়া ছাড়া আর কেউ নেই!

ত্র্যম্বক। "একজন কেবল একজন খোদা আছেন, আল্লা ছাড়া আর কোন দেবতা নেই—এই দুনিয়ায় সেই মেহেরবানীর দরিয়া ছাড়া আর কেউ নেই।"

বিষকারা। মেঝের ওপর শয়ন ক'রো।

[ত্র্যম্বক অনিচ্ছায় শয়ন করিল]

বিষকারা। তুমি কী শুন্‌তে পাচ্ছো ?

ত্র্যম্বক। ঝর্‌নার মর্ম্মরগান শুন্‌চি!

[নিম্ন হইতে এই বাণী গানের সুরে উঠিতেছিল;—"সাল্লাল্লাহ আলায় হি সালাম"]

ত্র্যম্বক। এ—কি! ধ্বংসের সুর মেশানো ঝর্‌নার কলকল্লোলের সঙ্গে!

বিষকারা। কি ?—এ—"দরুদ"—খোদার শান্তিবাণী!

ত্র্যম্বক। শান্তিবাণী? হ্যা—শুন্‌চি শান্তিবাণী! তার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্‌নার কলতান মোহন সুরে বাজছে।

বিষকারা। তাহ'লে দেখতে পাচ্ছো! খোদা এক, সেই খোদা ছাড়া আর কোনও ঈশ্বর নেই, দয়াবান—স্নেহাপরায়ণ সেই এক খোদা!—তুমি কি দেখছো ?

ত্র্যম্বক। আমি শুন্‌চি ঝর্‌নার গান—দেখচি—পরিষ্কার শ্বেতপ্রস্তরের পথের উপর—সবুজপাখাযুক্ত একটী জানালায় দীপ্ত এক প্রদীপের আলো—

ত্র্যম্বক। কি ব'ল্‌চো, দীর্ঘ শুভ্রশ্মশ্রু?—ওঃ—ঐ তো আমার শয়নে স্বপনের মিত্র—বামদেব।

বিষকারা। তোমার সাকি শচীর গলা জড়িয়ে কে পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে র'য়েছে ?

ত্র্যম্বক। ওঃ—শয়তান!

বিষকারা। তোমার ছেলেকে দেখচো ?

ত্র্যম্বক। না—আমি তো তার তাকে দেখচি না।

বিষকারা। [তাহার শরদ—বাজাইয়া ঠিক মারণগান ও মরণসূচক ঘন্টার মত সুর বাহির করিল] তুমি কি দেখচো এখন ?

ত্র্যম্বক। আমি দেখচি ঘন্টা বাজচে—মরামানুষের স্বাদ আমার মুখে লেগে—আর শবের গন্ধ পচা ননির মত দুর্গন্ধে আমার মুখ ভ'রে গেলো—রাম—রাম—থু—থু—!

বিষকারা। একটী মৃত শিশুর আত্মার মুক্তির জন্যে পুরোহিত মন্ত্র প'ড়চে—শুনতে পাচ্ছো না ?

ইনিই—না-অমুক থিয়েটারে 'হিরোইন' সাজেন ?

বিষকারা। কে জানালার উপর ব'সে রয়েছে ?

ত্র্যম্বক। আমার ললনা—'শচী'!

বিষকারা। পর্দ্দার পিছনে তোমার সাকির গলায় হাত জড়িয়ে কে দাঁড়িয়ে আছে ?

ত্র্যম্বক। ঐতো আমার ছেলে শঙ্কর।

বিষকারা। তোমার ছেলের বয়স কত ?

ত্র্যম্বক। রাখীবন্ধনের দিন চার বৎসরে প'ড়েছিল।

বিষকারা। আর সে এখনই এত অল্প সময়েই পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে র'য়েছে সোহাগ করে একজন পরস্ত্রীর কাঁধে হাত রেখে ?

ত্র্যম্বক। না—না—সে এ—তো হ'তে পারে না—আমার ছেলে শঙ্কর—কিন্তু এ—তো সে—ই!

বিষকারা। চার বছরের তুমি ব'লচো, আর এরি মধ্যে তার মুখ দীর্ঘ শুভ্রশ্মশ্রুদ্বারা প্রপীড়িত হ'য়ে প'ড়লো ?

ত্র্যম্বক। চুপ করো!—কই—আমি শুন্‌তে পাচ্ছি না তো—[সোৎসুকে] কিন্তু তোমার ইচ্ছা—আমি শুনি? হ্যা—ওই—ওই!—আমি শুন্‌তে পেয়েছি!

বিষকারা। মৃতদেহের ওপর ফুলের মালাটা দেখতে পাচ্ছো?

ত্র্যম্বক। হ্যা—

বিষকারা। ঐ দেখো—মালাটা গেরুয়া রঙের ফিতে দিয়ে জড়ানো—আর ঐ রূপালিতে আঁকা র'য়েছে—"বিদায় পরাণপুতলি শঙ্কর আমারি—তোমার পিতার কাছ হ'তে বিদায়!"

ত্র্যম্বক। হ্যা—তাই তো? (সে কাঁদিতে লাগিল)—আমার শঙ্কর, আমার প্রিয়পুত্র শঙ্কর!—শচী—প্রিয়া—স্ত্রী আমারি—আমাকে কি তুমি সান্ত্বনা দিতেও পারছো না? ওহো, আমায় রক্ষা করো! [অন্ধকারে যেমন হাতড়াইয়া অনুভব করে—সে তেমনি চারিদিক খুঁজিতে লাগিল] শচী—কোথায় তুমি? তুমি কি আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে?—উত্তর দাও! তোমার মধুরস্বরে তোমার প্রিয়তমের নাম ধ'রে একবার ডাকো!

একটী স্বর। [ছাদ হইতে আসিল] বামদেব ! বামদেব ? প্রিয়তম ! হৃদয়সর্ব্বস্ব !

ত্র্যম্বক। বামদেব ! কিন্তু—আমার নাম—আমার নামটা কি ? হ্যা— সে—তো—ত্র্যম্বক। আর বামদেব তা'র প্রিয়তম, হৃদয়সর্ব্বস্ব ! ওঃ—শচী— শচী—প্রিয়া আমার—জীবনতোষিনী—বলো—তোমার আত্মা এখানে এসেছে আমি বুঝতে পাচ্ছি ওগো তুমি যে ব'লেছিলে আর কাউকেই তুমি ভালবাসবে না—

[সেই স্বর অট্টহাস্যে পরিণত হইল]

ত্র্যম্বক। এ—কি বিকট হাসি ! কে হাস্‌চে ?

বিষকান্না। কেন ? তোমার স্ত্রী—শচী গো।

ত্র্যম্বক। ওঃ—আর না—আমাকে খুন করো ! আমি আর বাঁচতে চাই না ! জলন্ত সাঁড়াশি এনে আমাকে পুড়িয়ে মারো ! বাজ্রদগ্ধ বৃক্ষের মত আমার জীবন শূন্য—তপ্ত !—রাখীবন্ধনের দিন ছিন্নরাখীর মতন আমার জীবন নিষ্ফল !—শুন্‌চো—দুর্ম্মুখ আলি—শয়তান শুন্‌তে পাচ্চো—রাখীবন্ধন কা'কে বলে—জানো—প্রেত ? শূয়োরের মাস ! [সে থুতু ফেলিতে চেষ্টা করিল] এক ফোঁটাও লালা নেই মুখে !—জল—জল—জল—জল দাও—নাহ'লে তোমায় কামড়ে ছিঁড়ে দেবো !

[বাহিরে বাত্যা এক্ষণে তুমুল ঝঞ্ঝায় পরিণত হইয়াছে]

বিষকান্না। পূর্ণপ্রলয়গর্জ্জনে ঝঞ্ঝা ছুটে চ'লেচে। সাইমুম আমার ! সাইমুম আমার ! [তাহার মুখে হাত প্রবেশ করিয়া দিয়া কাশিল] এখন তুমি মরণোন্মুখ, ত্র্যম্বক। মরণ তোমায় ডাকচে ! এখনো বেকালে সময় আছে—তোমার শেষ ইচ্ছা—লিখে দাও—তোমার সেই সাধের লেফাফাটি কই ?

ত্র্যম্বক। [একটী লিপিপুস্তিকা ও একটী লেখনী বাহির করিল] কি লিখ্‌তে হবে বলো ?

বিষকান্না। যখন মানুষ মর্‌তে বসে, সে কেবল তা'র স্ত্রীর কথাই ভাবে আর তার ছেলের চিন্তা বুককে আঁকড়ে ধরে !

ত্র্যম্বক। [লিখিল] "শচী—আমি তোমায় অভিশাপ দিচ্চি ! তোমার অভিশপ্ত আত্মা কখনো সুখ পাবে না ! সাইমুম আমি ম'লুম—"

বিষকান্না। তারপর স্বাক্ষর করো, তা'নাহ'লেতো ও—কোরাণের মত সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে না।

ত্র্যম্বক। কী স্বাক্ষর ক'রবো আমি ?

বিষকান্না। লেখো লা ইলাহ ইল্লা'ল্লা। [নিম্ন হইতে তীব্র স্বর ধ্বনিত হইল ; মনে হইল স্বরটী খুব দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে—

নটরাজ

"সাল্লাল্লাহু আলায় হি সাল্লাম"]

ত্র্যম্বক। [লিখিয়া] লেখা হ'লো।—এবারে আমায় শান্তিতে ম'র্‌তে দেবে কি ?

বিষকান্না। এখন তুমি মরণের ডাকে সাড়া দিতে পারো—এবারে অনায়াসে মর্‌তে পারো—একজন হীনবীর্য্য কাপুরুষ সৈনিকের মত—যে সৈনিক আপনার লোকদের ত্যাগ ক'রে মরণকে কাপুরুষের মত আলিঙ্গন ক'রে নেয়। আর—নিশ্চয় জানি আমি—তোমার অতি চমৎকার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সাধিত হবে—ক্ষুধিত ফেরুর দল তোমার শবদেহের ওপর নৃত্য ক'রে তোমার নরকগমনের সময় দুন্দুভি বাজাবে, তোমায় 'মরদে' শোনাবে। হাঃ হাঃ হাঃ ! [সে "মরদে" আক্রমণকালীন সঙ্কেত ঝঙ্কারিয়া তুলিল] দামামা শুন্‌তে পাচ্চো—আক্রমণ সুরু হ'য়েছে—

ত্র্যম্বক। কাদের আক্রমণ ?

বিষকান্না।—যা'রা কাফের নয় তাদের আক্রমণ—যা'রা বিশ্বাসহন্তা নয়

তাদের আক্রমণ—যাদের দিকে সূর্য্য আর সাইমুম—তা'রা এখন তাদের লুকাবার জায়গা হ'তে অগ্রসর হ'চ্চে—[সে "শরদে" একটী তীব্র এলোমেলো ঝঙ্কার তুলিল]—শিখরা একেবারেই একদলের উপর গুলি ছুঁড়ছে তা'রা টোটা ভর্ত্তি করবার সময় পাবেনা—আরবীরা—ঐ—সময় বুঝে গুলি ক'রছে—ঐ—ঐ—শিখেরা পালাচ্চে—হোঃ—হোঃ—হোঃ…!

ত্র্যম্বক। [উঠিয়া] না—শিখরা কখনও পালায় না—তা'রা কি কখনো পিঠ দেখায়?

বিষকারা। যখন তা'রা প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কেত শুনতে পাবে—তখন তা'রা পালাবেই পালাবে।

[সে "প্রত্যাবর্ত্তন"-সূচক সঙ্কেত-ভেরী বাজাইয়া দিল; ভেরীটী সে তার ঘোরখার মধ্য হইতে বাহির করিল]

ত্র্যম্বক। তা'রা পিছন ফিরে চলে যাচ্চে—ঐ-তো সঙ্কেতভেরী—আর—আমি,—আমি এখানে প'ড়ে রয়েছি—[সে অধিনায়কের চিহ্ন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল, কৃপাণ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল] আমি মৃত!

[সে ভূমিতে পড়িয়া গেল]

ভালোবাসতো? ভোজের সময় তোমার প্রিয় শকর এইখানে তোমার কর্ণমূলে আদর ক'রে চুম্বন কত্তো?—এই দিকে দেখতে পাচ্চোনা—এইখানে এই গলদেশে পরশুর দাগ?—কে করেছিল? ইবলিস্ সে—একজন ঘাতক—নির্ম্মম—নিষ্ঠুর! যখন সে এই স্বজনপরিত্যক্ত মরুবাসীর মাথা কেটে ফেলেছিল—

[ত্র্যম্বক তাহার বিচিত্র গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল এবং বিভীষিকায় আত্মহারা হইয়া তাহার কথাগুলি একাগ্রমনে শুনিতেছিল, সে অবসন্ন প্রাণে ঢলিয়া পড়িল, পরে মৃত্যু হইল]

বিষকারা। [নতজানু হইয়া বসিয়াছিল, তাহার নাড়ী অনুভব করিল; তার পরে সে উঠিয়া পড়িয়া গান আরম্ভ করিল]

সাইমুন! সাইমুম!
ফিরদৌস্ পাঠাতা লালী!
মর গৈইল্ জঞ্জালী!
সাইমুন! সাইমুম!

রংমহালে

বিষকারা।—হ্যাঁ,—তুমি মৃত!—এখনো পর্য্যন্ত তুমি জানতে পারোনি যে তুমি অনেক আগে ম'রেছ!

[সে শবের কঙ্কাল-সংরক্ষণ-আগারের নিকট গমন করিয়া ইহার ভিতর হইতে একটী নরকপাল গ্রহণ করিল]

ত্র্যম্বক। আমি কি সত্যই ম'রেছি? না—বেঁচে—ম'রে র'য়েছি!

[সে আপনার মুখমণ্ডল হাত দিয়া অনুভব করিল]

বিষকারা। অনেক অনেক আগে—মরেছ—বুঝতে পাচ্চোনা!—এদিকে চেয়ে দেখ তোমার নিজের দিকে—এই আর্শির ভেতরে!

[সে নরকপালটি তাহার সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিল]

ত্র্যম্বক। এঁ্যা!—ঐ আমি!

বিষকারা। তুমি কি তোমার নিজের উঁচু হনু—এই দীর্ঘ চোয়াল দেখতে পাচ্চোনা? এই চোখ দেখতে পাচ্চোনা—শকুনিতে যা' ঠুক্‌রে তুলে নিয়েছে? দেখচো না—এই ফাঁকটা যেখান হ'তে তোমার দাঁত উপ্‌ড়ে ফেলা হয়েছিল? এই যে দাড়িটী—এ কি চোখে পড়ছে না—যেখান থেকে তোমার শ্মশ্রু বেরিয়েছিল, যে শ্মশ্রু তোমার প্রিয়তমা সাকি শচী নাড়তে

[নিম্ন হইতে সুর উঠিল]
খুন জোশীকে তাবেঙ্গন মস্তান—
কুর্শির লালী নূরে আওরে মেরিজান—
সাইমুন! সাইমুম!
[বিষকারা গাহিল]
ইসরাফিল্ কা শিঙা বাজারে "দীন্" "দীন্",—
কাঁহারে কাঁহারে য়ুসুফকে ওয়ারেশীন্—
সাইমুম! সাইমুন!
[নিম্ন হইতে]
দোজক্ গৈইল রুহ্ ইব্‌লিস সে জীন্।
সাইমুম! সাইমুন!
[বিষকারা ও য়ুসুক একস্বরে]
নাহি গমি নাহি গমি
কুছ নেহি কমি—
রে মেরিজান্—
আল্লা লেতা সাচ্চারই বোরহান্
আসমানসে রুহ্‌তে মেহেরবান্
হো মেহেরবান্!
সাইমুন! সাইমুম!

বিষকারা। [বিষকারা দুইটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল; পর্দ্দাটী বাত্যাতাড়িত ধ্বজার মত উড়িতে লাগিল; সে তাহার মুখের উপর হাত রাখিয়া চীৎকার করিতে করিতে পিছনে সরিয়া গেল]—যুসুফ!

*

বিষকারা। ত্র্যম্বক সিং (মৃত)। যুসুফ ভূমিগৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল।

যুসুফ। [ত্র্যম্বকের দেহ পরীক্ষা করিয়া—সে বিষকারাকে খুঁজিতে লাগিল] বিষকারা! [সে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া তাহার বুকের মধ্যে তুলিয়া লইল] তুমি কি বেঁচে আছ—সাকি?

বিষকারা। শিখনেতা কি মরেছে?

"সত্য নাকি প্রিয়তমে!"

আলমগীরের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

যুসুফ। যদি এখনো সে ম'রে না থাকে, সে শীঘ্রই ম'রবে। সাইমুন! সাইমুন!

বিষকারা। না—না—ব্যস—থামো। আমার নারীহৃদয়ে আঘাত লেগেছে—আর সহ্য ক'র্ত্তে পারবো না।

যুসুফ। কী রক্ত-পাগলিনী—প্রতিহিংসা-পাগলিনী—ব্যথা লেগেছে?—সাইমুন মেরেছে ঐ শিখকে!

বিষকারা। তাহ'লে আমি বাঁচতে পারবো! তবে আমায় একটু জল দাও!

যুসুফ। [ভূমিগৃহের কাছে টানিয়া লইয়া গিয়া] ভরপুর পেয়ালা পিও সাকি! এই যে এইখানে আছে!—এবারে যুসুফ তোমার—মেরিজান!

বিষকারা। আর বিষকারা তোমার ছেলের জননী হবে; ও যুসুফ, মহান্ যুসুফ!—যুসুফ, যুসুফ—আমার দম্ আটকে আসছে! —ঐ সাইমুন্!

যুসুফ। বিষকারা আমার—বলবতী—বীরা! সাইমুনের চেয়েও বীরা!—সাইমুন তোমার কি করবে!

বিষকারা। [বিষকারা গাহিল]

সাইমুন! সাইমুন!
খুনজোশীকে তাবেঈন মস্তান—
কুর্শির লালী নূরে আওরে মেরিজান—
সাইমুন! সাইমুন!

[যুসুফ বিষকারাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বন করিল]

আল্লালেতা সাক্কারই বোরহান্
আসমান সে বরতে মেহেরবান্ হো
মেহেরবান্

সাইমুন! সাইমুন!

[বিষকারার মুখ দিয়া এক ঝলক রক্ত উঠিল]

যুসুফ। বিষকারা! মেরিজান্।

বিষকারা। (ক্ষীণস্বরে)

"লা ইলাহ ইল্লাল্লা"!
যুসুফ! —সেই "দরুদ"!

যুসুফ। (তাহার চোখে প্রেমের দৃষ্টি; বিষকারার চোখে ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল)

"সাল্লাল্লাহ আলায়-হি সাল্লাম"

[বিষকারা 'শরদ' ধীরে বাজাইতে লাগিল]

বিষকারা। [গাহিল]।

বিষকারা—বিষকারা!
বিষকারা—বিষকারা!
বিষকারা—বিষকারা!
সাইমুন! সাইমুন!

য়ুসুফ। [কাঁদিতে কাঁদিতে] "সাল্লাল্লাহ আলায়-হি সাল্লাম"

বিষকারা।—য়ুসুফ—শোনরে—

গমি হ্যায়—গমি হ্যায়
(গমি হরদম) ভরপুর!
লা ইল্লাহ ইল্লা'ল্লা!
কমি নাই কমি নাই
গমি হরদম ভরপুর
লা ইল্লাহ ইল্লা'ল্লা!

য়ুসুফ। বিষকারা! বিষকারা! (আসন্ন মৃত্যুর জন্য বিহ্বলা বালা অবসন্ন হইয়া পড়িল)

(চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

বিষকারা। [সেই দরুদ গাইতে ইঙ্গিত করিল]

য়ুসুফ। "সাল্লাল্লাহু আলায় হি সাল্লাম।"

[বিষকারার হাত ধীরে ধীরে শরদের উপর চলিতে লাগিল পরে হাত অবশ হইয়া আসিল, শেষে নীরব হইয়া গেল।]

য়ুসুফ। বিষকারা! সাকি!

"সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি"
দাদা ও নব যৌবনের দল—ফাল্গুনী।

[য়ুসুফ একটি তলোয়ার কটি হইতে বাহির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কবরকে আঘাত করিতে গেল, পুনরায় ভিতিচকিত-প্রাণে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিষকারার দিকে চাহিয়া দেখিল। তখন রক্তবর্ণ দীপ্তিতে ঘরটী উদ্দীপ্ত। সে গুমরিয়া উঠিল, বুকে একটা ব্যথা অনুভব করিল। পরে বিষকারার প্রতি এক-বার চাহিল। ঊর্দ্ধে তলোয়ার উত্তোলন করিয়া তাহার প্রতি কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল—তৎক্ষণাৎ তাহা বুকে বসাইতে যাইতেই—দূরে একটা তীব্র শিঙা বাজিয়া উঠিল। সে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই শরদের এলোমেলো ঝঙ্কার কোথা'হইতে ভাসিয়া আসিল। সে দৃঢ় হইয়া পুনর্ব্বার তলোয়ার লক্ষ্য করিল; এবং তাহার পরবর্ত্তী কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই যবনিকা পড়িয়া গেল।*

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

* কুঞ্চিকা :—
সাইমুন—আরব দেশের একপ্রকার ভীষণ ঝড় ; মস্তান, মস্তানা—উন্মত্ত, পাগল ; আস্‌সালাম্‌-সেলাম;—শরদ—তারের যন্ত্র ; দরুদ—শান্তিবাণী ; ইবলিস—শয়তান; জীন—ডেভিল, দৈত্য; কাবেজান—আত্মাবাহী, ফিরদৌস্—স্বর্গ, লালী—শোনিমা ; খুনজোশী—রক্তের উত্তেজনা ; জঞ্জালী—জঞ্জাল ; খুশি—খোদার আসন ; নুরে—জ্যোতিতে ; ইসরাফিল—বিষাণের মুখে এক ফেরে শব্দ; হরদম্‌—সদাসর্ব্বদা ; দোজখ্—নরক ; রূহ—আত্মা ; গমি—দুঃখ ; কমি—অপূর্ণ ; জোহান্ প্রয়াণ।

নটের ইঙ্গিত

—•—

যদি খুব বড় ভীষ্মতুল্য অভিনেতা হ'তে চাও তো মাথার চুলগুলি পাকিয়ে ফেলো—তা'ও যদি না সম্ভব হয়—নিদেন একটা পাকা পরচুলার অর্ডার দাও।

*

কোন পুরাকালের পেঁচি নট যদি আজ নাট্যাচার্য্য হ'য়ে আর্ট দেখাতে আসে—তুমি "বৃদ্ধস্যবচনম্ অগ্রাহ্যম্"—নীতির শরণাপন্ন হোয়ো।

*

যদি 'হিরো' এ্যাকটার হ'তে চাও তাহ'লে থিয়েটারের মালিকদের—টাকা ধার দিও দেখবে—তোমার নাম খুব বড় বড় অক্ষরে দেয়ালের গায়ে শোভা পাচ্ছে,—যথা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে এই একমাত্র নটকুল-চূড়া বজ্রের মতন কণ্ঠস্বর—তাহার মত্তহস্তীলাঞ্ছনগতি সমভিব্যাহারে—আজ এই বান্ধব থিয়েটারে বজ্র সম্পাতের মত আবির্ভূত হবেন। তাঁহার প্রতিভার তেজ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নকালের মার্ত্তণ্ডের চেয়েও অধিকতর প্রচণ্ড। তাঁহার গর্জ্জনে আপনাদের হৃৎকম্প হইবে—আপনার ক্রন্দনে—তন্দ্রা ভাদ্রের মত অশ্রুবর্ষণ থিয়েটারে প্লাবন আনিবে—ইত্যাদি।

*

যদি নিজে প্রয়োগশিল্পী ব'লে নাম কিনতে চাও তো—বড় বড় আর্টিষ্টদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখবে। তাদের কাছে স্বামী-স্বজনের অয়েলপেন্টিং তৈরী করতে দিও ;—আর কোন সুকুমার আর্টিষ্ট দিন একে দিয়ে যদি প্রয়োগশিল্পের যশের দাবী করে তাহ'লে তাকে তাড়িয়ে দিলেই তোমার পথের সকল কণ্টকই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

*

বড় নট হ'তে যদি ইচ্ছে থাকে তো দু'চারখানা কটো ঝুলিয়ে রাখা চাই,—সম্পাদকদের তাগিদ না এলেও—প্রত্যেক কাগজে বেনামা একজন admirer-এর নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

*

আলমগীরের ভূমিকায়—শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

যদি একাধারে epochmaking কমিডিয়ান ও ট্রাজিডিয়ান হ'তে চাও—তো—কমিক অভিনয় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে শ্রোতৃদের কাঁদিয়ে দেবে—আর ট্রাজিডির অভিনয় ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে দর্শকদের হাসাতে হাসাতে চোখের জল ফেলাবে! এতেই তোমার striking originality-র প্রকাশ পাওয়া যাবে।

*

নাট্যকার ব'লে নাম ক'র্ত্তে চাও তো—কতকগুলি ফরাসী ভাষার কমিডি যোগাড় করো। তারপর তিন চারখানা খিচুড়ি ক'রে বেমালুম আত্মসাৎ ক'রো।

*

যদি নিজের খুব সুখ্যাতি শুনতে চাও তো জলস্রোতের মত ডান হাত বাঁ হাত পান সিগারেট ছাড়ো, হোটেলে খাওয়াও জোড় দাও পার্টি ক'র্ত্তে দিয়ে দেখবে—তোমার একটা হাত তালি দেবার দল প্রবল হ'য়ে উঠেছে।

*

যদি নটরাজ হ'তে চাও তো দিবারাত্র পঞ্চম'কারের দ্বারস্থ হও।

*

যদি principal actor এর সম্মান লাভ ক'র্ত্তে চাও তো—"আঙ্গুর ফল টকে'র দলে ঢোকো।

*

যদি "নাট্য বিশারদের" কদর পেতে চাও তো বড় বড় দু'একটা ইংরেজী গৎ মুখস্থ রেখে দিও।

*

যদি হাত তালি নিয়ে বড় নট হ'তে চাও তো মাঝে মাঝে এ্যাক্‌টিং ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে হঠাৎ চেঁচিয়ে বাড়ী মাৎ ক'রে তুলবে।

*

পেটে "ক" অক্ষর না থেকেও নাট্যাচার্য্য হ'তে যদি ইচ্ছে থাকে তো—কোন এক লিমিটেড কোম্পানীর থিয়েটারে ঢুকে পড়'।

*

বুড়ো বয়সে যদি নিজের দর বাড়াতে চাও তো থিয়েটারের প্রোপ্রাইটারদের কাছে বয়স খুব বাড়িয়ে বলবে।

ডাকঘর

ইউনিভারসিটি কোরের বার্ষিক সম্মিলন।

শ্রীযুক্ত নাচঘর সম্পাদক মহাশয় সমীপে নিবেদন :—

গত সোমবার স্থানীয় কোরিন্থিয়ন রঙ্গমঞ্চে ইউনিভারসিটি কোরের বার্ষিক সম্মিলন হয়ে গিয়েছে। প্রতি বৎসরের মত এবারেও বিচিত্র আমোদ প্রমোদের সঙ্গে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল।

কোরের সভ্যেরা শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের সামাজিক প্রহসন "খাসদখলের" অভিনয় করেছেন। খাসদখলের অভিনয়ে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল "নিতায়ের" ভূমিকায় আমাদের কোরের ঠাকুরদা'র অভিনয় মন্দ হয় নি। Lieut. বিভূতি সরকারের গৃহীত মোক্ষদার অভিনয় ভালই হয়েছিল—যদিও তাঁকে খুব ভাল নানায়নি। গিরিবালার ভূমিকায় L. Sergent ষোড়শী রায়কে মানিয়েছিল চমৎকার। তাঁর গান এবং অভিনয়ও ভাল হয়েছিল। আর আর ভূমিকার অভিনয় হয়েছিল চলন সই রকমের। ছোট ভূমিকার ভেতর খোঁড়া ভদ্র লোক ও বাঙালের অভিনয় ভাল হয়েছিল। একই ব্যক্তি ডাক্তার মিত্র, গোকুল ও মাইতির অভিনয় মন্দ হয়নি। মাত্র একটি দৃশ্যে সন্ন্যাসীরূপে অবতীর্ণ হয়ে L. cpl. অম্বিকা মজুমদার তাঁর সুমধুর স্বর লহরীর ঝঙ্কারে দর্শকদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

সোদোর ভাসান।

"খগেনদার" (C. Q. M. S. খগেন ঘোষ) অভিনয়। যাকে বলে আসর মাত করে দেওয়া, ইনি তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্থানে স্থানে এঁর অভিনয় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। মোহিতের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন তাঁরও অভিনয় খুব চমৎকার হয়েছিল। মোহিত যে একজন কবি —এ ভাবটা আগাগোড়া ইনি তাঁর অভিনয়ে বজায় রেখে অনিন্দনিয় অভিনয় করেছিলেন। সকলের চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী হয়েছিল মোহিতের শেষ দৃশ্যের অভিনয় সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের অসামঞ্জস্য প্রভৃতি কতকগুলি ছোটখাট ত্রুটী বাদ দিয়ে মোটের উপর অভিনয় চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। এবং অনেকেই অভিনয়ের শেষ পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন।

নিবেদক—
Pte. মৃণালকান্তি বসু।
৮নং প্লেটুন। C. U. T. C

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য

আজ আপনাদিগকে সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। তবে যাঁহারা এ বিষয়ে চর্চ্চা করিয়া থাকেন, অথবা শিরোলিপি দেখিয়াই প্রবন্ধটি নীরস বলিয়া যাঁহাদের ধারণা হইবে, তাঁহাদের প্রতি অনুরোধ যেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাতা উল্টাইয়া যান। আর যাঁহারা এ বিষয়ে একটুও কৌতূহল প্রকাশ করিবেন, তাঁহারা যদি ধৈর্য্য ধরিয়া প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাহা হইলে নিজ শ্রম সার্থক মনে করিব।

সংস্কৃত কাব্য প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) দৃশ্যকাব্য, ও (২) শ্রব্যকাব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তল, বেণীসংহার, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক, প্রতিমা, প্রবোধচন্দ্রোদয়, উত্তররামচরিত, মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, রত্নাবলী, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতিকে দৃশ্যকাব্য, ও রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধচরিত প্রভৃতিকে শ্রব্যকাব্য বলা হইয়া থাকে। দৃশ্যকাব্য অভিনেয়—রঙ্গমঞ্চে তাহার প্রয়োগ হইতে পারে; কিন্তু শ্রব্যকাব্য এরূপ নহে—অধ্যয়ন, অধ্যাপনা অথবা আবৃত্তি ব্যতীত স্বরূপতঃ উহার অভিনয় কদাচ সম্ভব নহে।

সংস্কৃতে "রূপক" শব্দটি "দৃশ্যকাব্যে"র পর্য্যায়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপদক্ষ নটে রামাদি কবিবর্ণিত চরিত্রের স্বরূপ আরোপিত হয় বলিয়া দৃশ্যকাব্যের অপর নাম রূপক। পাছে "রূপক" অলঙ্কারের সহিত এই "রূপকে"র (play) কোনরূপ গোলমাল ঘটে, এইজন্য এখানে এতকথা বলিতে হইল। ইহা ছাড়া, সংস্কৃতে দৃশ্যকাব্য মাত্রেই রূপক (allegory), এরূপ ধারণা যাহাতে কাহারও না জন্মে সে জন্যও এই প্রসঙ্গের অবতারণা। অবশ্য allegorical "রূপক" যে সংস্কৃতে নাই একথা বলিতেছি না; "প্রবোধচন্দ্রোদয়" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দৃশ্যকাব্যের সাধারণ নাম "রূপক"। আবার উহাকে যে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, তাহার প্রথম ভাগের নাম ও "রূপক"। দৃশ্যকাব্যের দুইটি বিভাগ—

(১) রূপক (Principal plays), (২) উপরূপক (minor plays); 'উপ' শব্দের প্রয়োগেই বোধ হয় পাঠকগণ বুঝিয়াছেন যে, দৃশ্যকাব্য হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর কদর কিছু কম। বস্তুতঃ নাটিকা, ত্রোটক ও সট্টক ছাড়া অন্য কোনরূপ উপরূপক আজকাল আর বড় দেখিতে ও পাওয়া যায় না।

রূপক * আবার দশবিধ—

(১) নাটক,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, উত্তররামচরিত,
বীরচরিত, নাগানন্দ, মুদ্রারাক্ষস, চণ্ডকৌশিক,
বেণীসংহার, প্রবোধচন্দ্রোদয়, বালরামায়ণ, প্রতিমা
প্রভৃতি।

আমরা সাধারণতঃ বাঙলাভাষায় Drama বলিতে "নাটক" বুঝি; কিন্তু "নাটকে"র পরিবর্ত্তে "রূপক" শব্দের ব্যবহার করিলে, বোধ হয়, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে।

(২) প্রকরণ—অনেকটা "গার্হস্থ্য নাটকে"র অনুরূপ,—মৃচ্ছকটিক, চারুদত্ত, শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ, মালতীমাধব প্রভৃতি।

(৩) ভাণ—monologue,—কর্পূরচরিত প্রভৃতি। সম্প্রতি "চতুর্ভাণী" বলিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বররুচি, শ্যামিলক, শূদ্রক ও ঈশ্বরদত্ত—এই চারিজন কবির প্রত্যেকের এক একখানি 'ভাণ' আছে।

(৪) ব্যায়োগ,—মধ্যমব্যায়োগ, সৌগন্ধিকাহরণ, ধনঞ্জয়বিজয় প্রভৃতি।

(৫) সমবকার—Supernatural,—সমুদ্রমথন প্রভৃতি।

(৬) ডিম—Supernatural,—ত্রিপুরদাহ প্রভৃতি।

মহর্ষি ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে যে ত্রিপুরদাহ ডিমের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখন পাওয়া যায় না। তবে ঐ নামে যে গ্রন্থ এখন প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত আধুনিক—শ'সাতেক বছর পূর্ব্বের লেখা।

(৭) ঈহামৃগ,—রুক্মিণীহরণ প্রভৃতি।

(৮) অঙ্ক অথবা উৎসৃষ্টিকাঙ্ক,—উরুভঙ্গ প্রভৃতি।

রূপকাঙ্ক 'অঙ্কে'র (Act) সহিত যাহাতে ইহার গোলমাল না ঘটে, সেই জন্য কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন "উৎসৃষ্টিকাঙ্ক"।

[৯] বীথী,—*

[১০] প্রহসন,—মত্তবিলাস, ভগবদজ্জুকীয়, লটকমেলক, হাস্যার্ণব প্রভৃতি।

উপরূপক অষ্টাদশবিধ—

[১] নাটিকা,— রত্নাবলী, বিদ্ধশালভঞ্জিকা প্রভৃতি।

[২] ত্রোটক,—বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি।

৩। গোষ্ঠী—

৪। সট্টক—কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি।

৫। নাট্যরাসক—

৬। প্রস্থান—

৭। উল্লাপ্য—

৮। কাব্য—

সাধারণ কাব্যের (poetry) সহিত ইহার পার্থক্য মনে রাখিতে হইবে।

৯। প্রেক্ষণ,—

১০। রাসক—

১১। সংলাপক—

১২। শ্রীগদিত—

১৩। শিল্পক—

১৪। বিলাসিকা—

১৫। দুর্ম্মল্লিকা—

১৬। প্রকরণিকা—

১৭। হল্লীশ—

১৮। ভাণিকা—

বলা বাহুল্য যে এই অষ্টাবিংশতি প্রকার দৃশ্যকাব্যের মধ্যে "নাটক"ই প্রধান, এই জন্য নাটককে **প্রকৃতি** ও অপর সাতাশটিকে **বিকৃতি** বলা হয়। গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল্ সিরিজে **রূপকষট্‌কম্** বলিয়া একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। কলিঙ্গরাজ পরমর্দ্দিদেবের মন্ত্রী বৎসরাজ (দ্বাদশ শতাব্দী—ত্রয়োদশ শতাব্দী) ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থখানি দেখিলে ছয়খানি নূতন রূপকের স্বরূপ সহজে জানা যাইতে পারে।

---

* আজকাল যে রূপকগুলির সচরাচর চলন দেখিতে পাওয়া যায়, উদাহরণ হিসাবে সেই গুলিরই নাম দেওয়া গেল।

* এই শ্রেণীর রূপক এখন আর সচরাচর দৃষ্ট হয় না। নাট্যশাস্ত্রাদিতে ইহার উদাহরণ থাকিলেও অপ্রসিদ্ধ বলিয়া সে নাম এখানে দেওয়া হইল না। অপ্রসিদ্ধস্থলে এই রীতিই অনুসৃত হইবে।

দেবদাসী

সম্প্রতি আর দুইখানি নূতন দৃশ্যকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভগবদজ্জুকীয় প্রহসনের প্রস্তাবনাতে নাটক ও প্রকরণের নাম ব্যতীত আরও দশটি দৃশ্যকাব্যের নাম পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে আটটি রূপক—ঈহামৃগ প্রভৃতি। অপর দুইটিকে রূপক বলা হইবে কি উপরূপক বলা হইবে, তাহা লইয়া পণ্ডিত সমাজে বেশ মতভেদ চলিতেছে। ঐ দুইখানির নাম—(১) **বার**, ও (২) **সল্লাপ**। বিশ্ববিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিত Prof Winternitz বলেন যে, সংলাপক ও সল্লাপ একই বস্তু, নামে সামান্য ভেদমাত্র। আমাদের কিন্তু তাহা মনে হয় না। যেমন উপরূপক 'নাটিকা' রূপক 'নাটক' হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, যেমন উপরূপক 'প্রকরণিকা' রূপক 'প্রকরণ' হইতে পৃথক, উপরূপক 'ভানিকা'ও রূপক 'ভাণ' এক নহে তেমনি উপরূপক 'সংলাপক' ও "সল্লাপে"র পার্থক্য সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। 'ক' প্রত্যয় "স্বার্থে" না হইয়া "ক্ষুদ্রার্থে" অথবা অন্য কোন অর্থেও ত হইতে পারে। বিশেষতঃ নাটক, প্রকরণ ও ঈহামৃগাদি অপর আটটি রূপকের সান্নিধ্যও সংসর্গবশতঃ ইহাকে উপরূপক না বলিয়া রূপক বলাই সমীচীন মনে হয়। ঠিক এইরূপ যুক্তিদ্বারা "বার"কেও রূপক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অবশ্য নাট্যশাস্ত্রে, দশরূপকে অথবা সাহিত্য-দর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বার ও সল্লাপের কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়াই উক্ত প্রহসনকার অমূলক কথা বলিয়াছেন তাহা বলা যায় না। হয়ত, গ্রন্থান্তরে ইহাদের লক্ষণ মিলিতে পারে। যতদিন পর্যন্ত বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন উক্ত দৃশ্যকাব্যদ্বয়কে "রূপক" বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বিশেষ কোন বাধা দেখি না।

অতএব এখন হইতে দশ রূপক না বলিয়া **দ্বাদশ রূপক** বলাই অধিকতর সঙ্গত হইবে না কি?

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

এড্‌মাণ্ড কীন্ (Edmund Kean)

(জন্ম-৪ঠা নভেম্বর ১৭৮৭ সাল মৃত্যু-১৫ই মে ১৮৩৩ সাল)

কীনের জীবন কথা বিশেষতঃ তার ছেলেবেলাকার ইতিহাসটা একটা করুণ কাহিনী। সংসারের ঝড় ঝাপটা তাঁকে অতি অল্প বয়স থেকেই মাথা পেতে নিতে হয়েছিল এবং তাঁর প্রায় সারা জীবনটাই কেটে গিয়েছিলো দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে। তাই সহানুভূতি জানিয়ে সেই সময়কার একটা 'কাগজ' লিখেছিলেন "In all Romance, in all literature, nothing is more utterly tragic than the story of the career of Edmund Kean. So bitter and weary a struggle for chance, so splendid and belwildering a success, so sad a waste of genius and fortune, so lamentable a fall, can hardly be found among all the records of the fellies and sins and misfortunes of genius."

১৭৮৭ সালে ৪ঠা নভেম্বরে কীনের জন্ম। তাঁর মা Any Carey, বাপ Aoron Kean। তাঁরা দুজনেই ছিলেন অভিনেতৃ সম্প্রদায়ের লোক। ভ্রাম্যমান দলে থেকে আজ এখানে কাল সেখানে অভিনয় করে বেড়াতেন। কাজে কাজেই শিশু কীন্ তাঁদের কাছে অনেকটা "un-welcome little stranger" হয়েই এলো—একটা বোঝা বিশেষ! তাঁরা সে বোঝা বইতে ইচ্ছা করলেন না। জন্মের তিন মাস পরেই তাঁরা কীনকে "cold, hungry and desolate অবস্থায় একজনদের দোরে ফেলে রেখে চলে যান। এই রকমে কীন্ মা থাকা সত্ত্বেও মায়ের স্নেহটুকুতে বঞ্চিত হ'লো। যাই হোক ওদিকে ভাগ্যক্রমে সেই বাড়ীর লোকেরা কীন্‌কে ঐ অবস্থায় দেখে যত্ন করে তুলে নিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। এই রকমে কীনের জীবনের প্রথম দুটো বছর কাটে।

ওদিকে ছেলে একটু বড় হয়েছে জেনে কীনের মা এসে মাতৃত্বের দাবী দিয়ে ছেলেটীকে নিয়ে যান রঙ্গালয়ের কাজে লাগিয়ে দিয়ে টাকা পেতে। এবং কাজেও তাই করেছিলেন। সেই অল্প বয়সেই cupidএর অংশে কীন প্রথম রঙ্গপীঠ পা দেন। তখন তাঁর বয়স সবে তিন বছর। তার পর তাকে "বাচ্ছা ভূতের" অংশে নামান হয়।

এই রকম করে আরও চার পাঁচ বছর কাটে। তারপর কীন্ তার মার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে Ports-mouthএ এক জাহাজে কাজ নিয়ে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু দিন কতক পরে বুঝলেন যে একাজ তাঁর পোষাবে না। কিন্তু ছাড়বারও কোন উপায় নেই। তিনি এক মতলব আঁটলেন। একদিন কাপ্তেনকে গিয়ে বললেন যে ভয়ানক সর্দ্দিতে তাঁর কান হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে—কিছু শুনতে পাচ্ছেন না। সঙ্গে সঙ্গে এমন হাব ভাবও আরম্ভ

করলেন যে সবাই বুঝলো যে বাস্তবিক তিনি কানে কমই শুনছেন। কিন্তু শুধু কালা সেজে কাজের হাত থেকে রেহাই পেলেন না দেখে তিনি হঠাৎ এমনি একদিন খোঁড়াতে লাগলেন যে কাপ্তেন পর্য্যন্ত ভয় পেয়ে তাকে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে রেহাই দিয়ে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়েও কীন্ তেমনি কালা ও খোঁড়া সেজে বসে রইলেন। ডাক্তারদের চিকিৎসা বৃথা গেল। তখন তারা কীন্‌কে বিলাতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। তাঁকে ধরাধরি করে জাহাজে তোলা হ'লো। জাহাজ চল্লো। কিন্তু পথে ভীষণ ঝড়—যাত্রীরা সবভয়ে কাটা। কীন্ কিন্তু ঠিক তেমনি শুয়ে—কানে যেন তার কিছুই পৌঁছোচ্ছে না পা যেন অবশ। তারপর তাকে Portsmouthএ নাবিয়ে দেওয়া হ'লো এবং নামানোর সঙ্গে সঙ্গে এমন এক ছুট দিলেন যে জাহাজের লোকেরা তো অবাক।

তখন তার বয়স আট বছর।

তারপর লণ্ডনে এক কাকার বাসায় গিয়ে কীন্ উঠলেন। সেখানে অভিনেত্রী Miss Tidswellএর সংস্পর্শে থেকে অভিনয় কলা চর্চ্চা করে তিনি এক ভ্রাম্যমান দলে থেকে অভিনয় করে বেড়াতে লাগলেন।

১৮১৪ সালে ২৬শে জানুয়ারীতে কীনের জীবনে সবচেয়ে বড় সুযোগ এসেছিলো। সেই দিন কীন Drury Lane এ Shylock এর ভূমিকা প্রথম অভিনয় করে নট হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি পান এবং সেই অভিনয়ই নাকি তাঁর নটপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। তার পর Richard III, Othello, Overreach প্রভৃতি ভূমিকা বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। গ্যারিকের মত "Lear" এর ভূমিকায় ও কীনের বেশ নাম আছে।

গ্যারিকের মত Kean এর observationও খুব close ছিল। ডাক্তার Francis তাঁর সম্বন্ধে বলে গেছেন "Wheever he was, he was all eye, all ear. Everything around him or wherever he moved, fell within his cognizance." "Lear" এর অভিনয়ের আগে যখন কীন্ Mad Scene এর জন্য তৈরী হচ্ছিলেন তখন একদিন Sluke এবং Benthlehem Hospital এ গিয়েছিলেন উন্মাদের হাবভাব লক্ষ্য করতে এবং তাই লক্ষ্য করে আয়ত্ত করতে করতে এমন আপনাকে করে ফেলেছিলেন যে যারা নাকি তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরাও ভয় পেয়ে গেলেন বুঝিবা কীনই উন্মাদ হয়ে উঠলেন। তারপর যখন তাঁর দেখা শেষ হয়ে গেল তখন তাঁকে পুনরায় প্রকৃতিস্থ দেখে তাঁরা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁরা কীন্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন "আপনি কিরকম করে ওরকম হয়ে গিয়েছিলেন?" উত্তরে কীন্ একটু হেসে বললেন "এতো খুব সোজা—আমার সিংহীর বাচ্চাটাকে পোষ মানাবার মতই।"

কীনের একটা পোষা সিংহ শিশু ছিল। আর একদিন কীন্ Castle Hotelএ গিয়েছলেন। সেখানে দেখেন যে একটা ভদ্রলোক অতিরিক্ত মদ্যপান করেও সাধ্যমত তা লুকোবার চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। কীন্ বসে বসে একদৃষ্টে তাই দেখছিলেন। কীন্‌কে ওরকম ভাবে লক্ষ্য করতে দেখে তাঁর এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন "কি হে মাতলামো আবার কি দেখছো? উত্তরে কীন্ বললেন" নাহে আমি ওর কাছে থেকে cassioর part শিখছি।"

এই রকম কত না পরিশ্রম করেই তবে কীন একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে গণ্য হয়েছিলেন। কিন্তু এই রকম পরিশ্রম তিনি যে কেবল নাম করবার আগে পর্য্যন্তই করেছিলেন তা নয়! বড় হওয়ার অনেক পরেও নাকি তিনি এই রকম পরিশ্রম করতেন। "It is well known that during his early years and while at the zenith of his fame his industry was unfatiguable; he would sometimes remain up all night before the pier glass, endeavouring to realise the modulation, gesture action and conception which he had arried." তাই আজ পাশ্চাত্য অভিনেতার মধ্যে কীনের এত খ্যাতি এবং সেই জন্যই বোধ হয় সমালোচকেরা কীন্‌কে বলতেন "Kean was amongst actors what Byron is among poets, Napoleon amongst generals."

বয়সে ছোট হলেও কীনের সমসাময়িক আর একজন প্রতিভাবান্ অভিনেতা ছিলেন। তিনি চার্লস্ ম্যাক্‌রেডি। ম্যাকরেডীর সঙ্গে কীনের তুলনা সমালোচকেরা প্রায়ই করে থাকেন। বারান্তরে তা করবার ইচ্ছা আমাদেরও রইলো।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দোপাধ্যায় বি, এ,

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৭নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৭ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ২১শ সংখ্যা | সম্পাদক:— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ২৬শে কার্ত্তিক ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

নাচঘরের পাঠক পাঠিকা গ্রাহক অনুগ্রাহকবর্গ বন্ধু ও হিতৈষীদের সকলকে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ জানিয়ে মহাপূজার দীর্ঘ অবকাশের পর আজ আবার নূতন ক'রে আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছি। প্রণম্যদের শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে, বয়স্যদের সাদর আলিঙ্গন দিয়ে, কল্যাণীয়দের আশীর্ব্বাদ করে আমরা পুনরায় আমাদের কর্ত্তব্য ভার মাথায় করে নিলুম। সম্বৎসরের মধ্যে হয়ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হ'য়ে আমরা বহুজনের মনে ব্যথা দিয়েছি, কর্ত্তব্যের গুরুদায়িত্ব বহন করতে গিয়ে সত্যের খাতিরে হয়ত আমরা একাধিক লোকের অসন্তোষ উৎপাদন করেছি,তাদের বিরাগভাজন হয়েছি। আজ আমরা পুণ্য বিজয়ার প্রীতি-সম্মিলন স্মরণ করে তাঁদের সকলের কাছে করজোড়ে বিনীত ভাবে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। যাঁদের আমরা নিন্দা করতে বাধ্য হ'য়েছি তাঁদের প্রতি আমরা মনে কোনও বিদ্বেষ পোষণ করি না, যাঁদের স্তুতি করেছি তাদের আমরা তোষামোদ করি না। নিন্দা করিছি দোষ দেখিয়ে দিয়ে ত্রুটী সংশোধন করবার সদভিপ্রায়ে—স্তুতি করেছি গুণের আদর ক'রে শিল্পীকে উৎসাহিত করবার সাধুউদ্দেশ্যে। আমাদের সনির্ব্বন্ধ মিনতি ও বিনীত অনুরোধ আমাদের যেন কেউ ভুল বুঝবেন না।

*

আমরা নূতনের পক্ষপাতী বটে কিন্তু কোনও নাট্যশালাবিশেষের মুখপত্র নই, একথা আমরা বারবার বলেছি এবং আবার ব'লছি কারণ আমাদের কাণে এসেছে যে কেউ কেউ নাকি আমাদের কোনও নাট্যশালা বিশেষের একান্ত পক্ষপাতী বলে মনে করেন। তাঁহাদের এ ভ্রান্ত ধারণার প্রধান কারণ আমরা যেখানে নূতন ও শ্রেষ্ঠ অভিনয় কলা ও নাট্য শিল্পের উচ্চাঙ্গের অভিব্যক্তি দেখেছি মুক্ত কণ্ঠে তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও জয়গান করিছি। যথার্থ যিনি যোগ্যতম গুণী তাঁকে যোগ্য সমাদর ক'রতে 'নাচঘর' কোনও দিনই কার্পণ্য করেনি। সে যেখানে যার যেটুকু ভাল পেয়েছে তখনই তার সেটুকুর উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা করেছে। নাচঘর কোনও দিনই দলাদলির ধার ধারেনি। কোনও দিন ধারবেও না। সে যা কিছু প্রশংসনীয় দেখবে অকুণ্ঠিত চিত্তে তার প্রশংসা করবে' যা নিন্দনীয় দেখবে তার নিন্দা করতে কখনও দ্বিধা বোধ ক'রবে না। এই সংকল্প নিয়েই সে নাট্য-সমালোচনার দুরূহ পথে যাত্রা করেছি।

নাচঘরের মতামতই যে একমাত্র অভ্রান্ত সত্য এমন স্পর্দ্ধার কথা সে কোনও দিন জোর ক'রে বলবে না, কারণ সকলের সঙ্গেই যে তাদের মতের মিল হবে এমন অসম্ভব ব্যাপার সে কল্পনাতেও স্থান দেয় না। মতভেদ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, বিশেষ নাচঘরের দৃষ্টি যে আদর্শকে কেন্দ্র করে যে দিকের কোন থেকে দেখতে চায় অনেকের দৃষ্টি হয়ত ঠিক সেই কোন থেকে সেই আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে দেখে না, তাই একটি দৃশ্য আমরা দেখি যে আলোছায়ার মধ্যে যে বর্ণ বিন্যাসের শোভায় অন্যে হয়ত' সেটি ঠিক সে ভাবে দেখে না এই জন্যই ভিন্ন ভিন্ন দর্শকদের মধ্যে অধিকার ভেদে রসানুভূতির যে প্রভেদ লক্ষ্য হয় কাগজে কলমে তাদের সে পৃথক পৃথক রসোপলব্ধির রেখাপাত হ'লেই বিভিন্ন মতের একটা বিরোধ উপস্থিত হয়, বিশেষ করে যেখানে নূতন ও পুরাতনের সংঘাত বর্ত্তমান থাকে সেখানে এই বিরোধও সাঙ্ঘাতিক হ'য়ে উঠে।

*

আমরা জরাজীর্ণ পুরাতনের মোহে অন্ধ হয়ে প্রাণময় নূতনের সজীব যৌবনকে অবহেলা করতে পারিনি, আমরা তাকে শঙ্খ বাজিয়ে নবযুগের অগ্রদূত বলে বরণ ক'রে নিই। সবুজের নবীন চারাটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে বড় করে তোলবার মধ্যে আমরা যে প্রাণশক্তির লীলা দেখে আনন্দ পাই, পুরাতন প্রাচীন মহাবটের বিরাটমূলে সিন্দুর লেপন করে আমাদের সে সার্থকতার সুখ অনুভূত হয় না। তাই আমরা তরুণের পূজারী!—কাঁচা সবুজের মন্ত্রেই দীক্ষিত ক'রতে চাই সারা দেশকে। সবুজই তো প্রাণের নিশানা—জীবনের প্রতীক! তাই বিশ্বরাজ্যের জয় পতাকা ব'য়ে নিয়ে যায় চিরদিনই তরুণেরদল!

*

পূজার বাজারে এবার কোনও থিয়েটারেই তেমন সুবিধা হয়নি, এমনিই একটা কথা শোনা যাচ্ছে। আমরা যতদূর জানি পূজার বাজারে থিয়েটারগুলি কোনও কালেই বিশেষ লাভবান হ'তে পারেন না। থিয়েটারের পরব—দুর্গাপূজা নয়, বড়দিন! বড়দিনের ছুটির সময় প্রত্যেক থিয়েটার যে টাকাটা উপার্জ্জন করেন সারা বৎসরের মধ্যে আর কোনও সময়ে তাঁদের হাতে এত টাকা আসে না। জন্মাষ্টমী এবং শিবরাত্রি এই দুই দিন থিয়েটারের মালিকরা দর্শকসমাগম সম্বন্ধে যেমন নিশ্চিন্ত থাকেন পূজার ক'দিন তাঁদের সেরূপ আয়ের কোনও ভরসা থাকে না, তবে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই ক'দিনেই থিয়েটারে লোক সমাগম একটু বেশীরকমই হয়ে থাকে।

*

একেত' থিয়েটারের 'মন্দাবাজার' (dull season) পূজা পর্য্যন্ত গড়িয়ে আসেই, এবার আবার কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামার পর থেকে থিয়েটারের

ঝোঁকটা যেন সবারই অনেকখানি কমে গেছে বলে মনে হয়! তাই ভাল নাটকের ভাল অভিনয় দেখবার জন্যও এখন আর রঙ্গালয়ে আশানুরূপ দর্শক সমাগম হচ্ছে না। এতে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষরা একটু ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছেন। 'আমোদ কর' (amusment tax) উঠে গিয়ে তাঁদের যে সুবিধাটুকু হ'য়েছিল, বাজার খারাপ হ'য়ে পড়ায় তাঁদের সে সুযোগ আর কোনও কাজে এল না। নিত্য নূতন বই খুলে নূতন নূতন পোষাক ও নব নব ব্যয়সাধ্য দৃশ্যপট প্রস্তুত ক'রে তাঁদের ক্ষতির পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এই ভাবে আর বেশী দিন চ'ললে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ যে বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বড়দিনেও যদি এদের সুদিন না আসে তা'হলে কানও কোনও থিয়েটারকে হয়ত অচিরে 'লালবাতী' জ্বালতে হবে। বাঙলা দেশের লজ্জা ও সেই লাল আলোর সঙ্গে আরও খানিকটা বাড়বে।

*

ষ্টার থিয়েটার "চণ্ডীদাসের" প্রাচীর পত্র দিয়েছেন। চণ্ডীদাসের কাহিনী ভক্ত ও ভাবুকের চিত্তগ্রাহী গাথা। প্রবীন ও সুদক্ষ নাট্যকার অপরেশ চন্দ্রের লিপিকুশলতায় চণ্ডীদাসের ইতিহাস যে আর একখানি চমৎকার 'দৃশ্যকাব্যে' রূপান্তরিত হ'য়ে উঠবে তাতে আর কোনও ভুল নেই! কাব্যের চণ্ডীদাস ও নাটকের চণ্ডীদাসে যে প্রভেদটুকু রাখা দরকার আশা করি অভিজ্ঞ নাট্যকার সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাস এবং তাঁর ঈশ্বরী রজকিনীকে কি ভাবে রঙ্গপীঠের উপর জীবন্ত ক'রে তুলতে হবে, সেই কৃতিত্বটুকুরই গোপন রহস্যের মধ্যে 'চণ্ডীদাসের' সফলতা ও 'জুবিলির' সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রছে! চণ্ডীদাস সম্বন্ধে বাঙলায় বহু কাব্য ও নাটক ইতিপূর্ব্বে রচিত হ'য়েছে। সুতরাং অপরেশ চন্দ্রের এই নাটক খানি আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'বে বলেই আশা ক'রছি।

মিত্র:থিয়েটার 'সীতারামের' ঘোষণা পত্র দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই 'সীতারাম' বহুকাল বাঙলার রঙ্গমঞ্চ থেকে নির্ব্বাসিত হয়েছিল। মিত্র থিয়েটার এই প্রায় ভুলে যাওয়া বাঙ্গালী বীরকে অনেকদিন পরে আবার ফিরিয়ে আনবার আয়োজন করে নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ ও দেশবাসীর যে অশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন হবেন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। তবে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁরা যেন নাটকখানিকে বর্ত্তমান যুগের রুচি অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত করে নেন এবং একটু মনোযোগ দিয়ে অভিনয় যাতে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখেন; নইলে অল্পদিনের মধ্যেই সীতারামকে আবার পুণর্নির্ব্বাসিত হতে হবে।

*

মিনার্ভায় "ধর্ম্মঘটের ধ্বজা উড়েছে। 'ধর্ম্মঘট' আজ শ্রমিক জগতের একটা বিশ্বব্যাপী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং 'ধর্ম্মঘট' যে বহুদর্শক আকর্ষণ করবে তাতে আর কোনও ভুল নেই। 'শ্রমিকে'র সংখ্যাও কলিকাতার ও তার আশেপাশে বড় কম নেই। নাটকখানি যদি সাধারণের পক্ষে সহজ বোধ্য ও চিত্তাকর্ষক হয় তাহ'লে মিনার্ভার 'ধর্ম্মঘট' যে ব্যর্থ হবেনা একথা নিঃসন্দেহ বলা চলে"।

*

নাট্যমন্দির যে " সধবার একাদশী" ও "মুক্তার মুক্তি" অভিনয় করবেন বলে ইস্তাহার জারি করেছিলেন সে কথা সম্ভবতঃ তাঁরা একেবারেই ভুলে গেছেন। বোধ হয় তাঁদের প্রচার পত্র গুলি অন্যান্য থিয়েটারের নূতন নূতন নাটকের বিজ্ঞাপনে চাপা পড়ে যাওয়াতে তাঁদের আর ওই নাটক দুখানির কথা কিছু মনেই নেই! ইতিমধ্যে তাঁরা কিন্তু আবার পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের রচিত নূতন পৌরণিক নাটক " নর-নারায়নের " বিজ্ঞাপন দিয়েছেন আমরা আশা করছি উপরোক্ত বই দু'খানির আগেই সম্ভবতঃ "নর-নারায়ণের আবির্ভাব হবে। শোনা যাচ্ছে তাঁরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "ষোড়শী" নাটকখানি শীঘ্রই অভিনয় করবেন। ষ্টার থিয়েটারও নাকি এই নাটকখানির অভিনয়ে তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করবেন। শরৎ বাবুর " দেনা পাওনা " উপন্যাসখানি পূজার সংখ্যা ' ভারতী'তে নাটকাকারে "ষোড়শী" নামে প্রকাশিত হয়েছে।

*

" দি সিমলা ইয়ং মেন্‌স অ্যাসোসিয়েসন্ " বিগত ২রা কার্ত্তিক মঙ্গলবার সায়াহ্নে সমিতির ষষ্ঠ বার্ষিক বিজয়া সম্মিলন উৎসব উপলক্ষে যে জলসার আয়োজন করেছিলেন তা সার্থক হয়েছিল। এঁদের নামটা ইংরাজী বটে কিন্তু এই " সিমলার তরুণ সমিতি " তাঁদের আমন্ত্রণ লিপি বাঙলায় ছেপেছেন দেখে বেশ খুশী হওয়া গেল। নামটা কি কোনও শুদ্ধি মন্ত্রে পরিবর্ত্তন করা যায় না? এখন এ দেশের সভা সমিতির এ রকম সব নাম যে দেশবাসীর কলঙ্ক ঘোষণা করে!

*

অনেকে বলছেন নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর "নবজাত শিশুটি" নাকি ভূমিষ্ঠ হ'য়েই ঘুমে মেতেছে! আমরা এখনও তাঁর এই প্রাচীন বয়সের সন্তানটির মুখ দেখতে যেতে পারিনি। দেখে এসে 'শিশুর' সংবাদ দেবো।

চিত্র জগৎ।

টমকাকার কুটীর (Uncle Toms Cabin) চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হোয়েছে। মোনা রে নাম্নী একটি পনেরো বছরের মেয়েকে এতে অভিনয় করবার জন্য নিযুক্ত করা হোয়েছে। ন' মাস ধরে সমস্ত যুক্তরাজ্য খুঁজে এই কিশোরীই আবিষ্কৃত হোয়েছে। এর অভিনয় নাকি অপূর্ব্ব সুন্দর—সব্যায়াম নৃত্য হোলো এর বিশেষত্ব।

*

বিলাতের বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত এইচ জি ওয়েলসের পুত্র শ্রীযুক্ত ফ্র্যাঙ্ক ওয়েলস চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের জ্ঞানলাভ করবার মানসে আমেরিকায় গেছেন। তাঁর বয়েস কুড়ি এবং তিনি ভবিষ্যতে প্রযোজকের বৃত্তি অবলম্বন করতে চান।

*

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত হ্যাল রোচের (Hal Roach) নির্দ্দেশে প্যার্থ চিত্রসঙ্ঘের দ্বারা প্রস্তুত একখানি মিলনান্ত চীনদেশের ব্যাপার লইয়া চিত্রনাটক সত্বর প্রকাশিত ও চলচ্ছবিতে দেখানো হবে। শ্রীমতী এ্যানা মে উয়ং এতে নায়িকার ভূমিকা নেবেন।

*

সমুদ্রের জানোয়ার (The Sea Beast) চলচ্চিত্র জগতে চমক লাগিয়ে দিয়েছে এর অভিনয়, দৃশ্যাবলি, আখ্যান ভাগ, সবই আশ্চর্য্য রকমের চমৎকার। শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোর এতে নায়কের অংশে যে অপূর্ব্ব অভিনয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা রসজ্ঞদের একেবারে মুগ্ধ কোরেছে। নায়িকার অংশে শ্রীমতী (Dolores Costello) খুব ভালো অভিনয় কোরেছেন।

সুন্দরী বিদ্রোহী (The Beautiful Rebel) নামক নব-প্রকাশিত ছবিটিও মনোজ্ঞ হয়েছে। শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস আর শ্রীযুক্ত হ্যারিসান ফোর্ড এতে

যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকায় নেবেছেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সময়ের ঘটনা থেকে এর আখ্যান ভাগ নেওয়া হয়েছে।

•

সুবিখ্যাত চিত্রাভিনেতা হ্যারি ল্যাংডন নানাবিষয়ে নিপুণতা লাভ কোরেছেন। চিত্র ও অভিনয়কলা, সঙ্গীত ও রচনা বিদ্যা তাঁকে যশস্বী তো কোরেছেই এখন আবার মূর্ত্তিশিল্প (modelling) শিক্ষায় তিনি মনঃ সংযোগ কোরেছেন এবং এর মধ্যেই তাতে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

•

দুজন প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা…টম্ কেনেডি ও গানবোট স্মিথ—চলচ্চিত্রে অভিনয়—করবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হোয়েছেন।

•

এ্যানা কিউ নীলসনের নামের ঐ (Q) অক্ষরটি এতদিন রহস্য ঢাকা ছিল। সকলেই জানতে চাইতো ওটি কি নামের সংক্ষেপ, কিন্তু নামের অধিকারিনী সে কৌতুহল চরিতার্থ করতেন না। এখন জানা গেছে ঐ কিউর বিস্তৃত শব্দ হোলো "কোয়রেনশিয়া" (Querentia)

•

'তার নৃত্যসঙ্গী' (Her dancing partner) একখানি জার্ম্মান চলচ্ছবি। এতে শ্রীমতী মেরিয়া কর্ডা (Maria Corda) লঘুচরিত্র স্ত্রীর ও শ্রীযুক্ত ভিক্টর ভারকোনি (Victor Varconi) উপেক্ষিত স্বামীর ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

•

শ্রীমতী লিলিয়ান গিসের নোতুন ছবি "এ্যানিলরিতে" (Anie Lawrie) একদল হাইল্যাণ্ড সেনার পোষাকের জন্যে বিশেষ তাঁত আটাশ হাজার গজ কাপড় বুনতে হোয়েছে।

•

যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত রডলা রক্ একটি জেবরা চড়তে গিয়ে বিপন্ন হোয়ে পড়েছিলেন। জেবরাটি দাঁত মুখ খিচিয়ে তাঁকে এমন তাড়া করে যে কোনোমতে পালিয়ে তিনি রক্ষা পান।

ভাবীরঙ্গমঞ্চের কথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আ—Henry Irving বা Elenora Duse যদি বলতেন যে পাদপ্রদীপ না থাকলে মুখের ভাব বৈচিত্র্য দেখা যায় না, তা'হলে বরং তার একটা মানে পাওয়া যায়। সাধারণ অভিনেতার মুখে ও কথার কোনো মূল্য নেই। তাদের জন্য ঐ পাদপ্রদীপ কেন রঙ্গমঞ্চের সকল প্রদীপই নিভিয়ে দেওয়া ভাল। কথায় কথায় পাদপ্রদীপের উদ্ভবের কথা বলি। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপীঠ প্রভৃতি ঝাড় লণ্ঠনের সাহায্যে আলোকিত করা হ'ত। আর যাদের ঝাড় লণ্ঠন টাঙ্গাবার ক্ষমতা ছিল না, তারা রঙ্গপীঠে সারি সারি চর্ব্বির বাতি জালিয়ে ঐ কাজ সম্পাদন করত। এটা অবশ্য মস্ত একটা ভুল, কিন্তু যারা টিকিট বেচা পয়সার দিকে সারাক্ষণ চোখ রেখেছে, তারা আলোর জন্যে এর চেয়ে বেশী পয়সা খরচ করতে নারাজ। কিন্তু যাক্ সে কথা—আমি বলছিলাম এই যে পীঠনায়কের এইবার প্রধান লক্ষ্য হবে অভিনেতাদের গতি ও আবৃত্তির দিকে। আপনি শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছিলেন যে অভিনয়টাও অভিনেতারা নিজেদের ইচ্ছা মতো করতে পারেন না। কিন্তু ভাবুন দেখি পীঠনায়ক এতক্ষণ পর্য্যন্ত দৃশ্য পট পোষাক আলোক প্রভৃতিতে যে এক ঐক্যতা গড়ে তুলেছিলেন অভিনেতার খাপছাড়া অভিনয়ে তিনিত তা নষ্ট হতে দিতে পারেন না।

দঃ—আপনি ঠিক বলছেন, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, কিন্তু অভিনেতা যে কেমন করে তাঁর গড়েতোলা জিনিষটা নষ্ট করবে তা বুঝতে পারছি না।

আ—অভিনেতা কি আর ইচ্ছে করে নষ্ট কর্ব্বে? তানয়! হয়ত তার অজ্ঞাতে সে সমস্ত জিনিষের সঙ্গে বেসুরো ভাবে অভিনয় করে ফেলবে। এ বিষয়ে কারো কারো এমন সহজ একটা জ্ঞান থাকে যাথেকে কতটা কি করা উচিত তা তারা জানে, আবার এমন অভিনেতাও আছে, যাদের মাত্রাজ্ঞান মোটেই নেই। অবশ্য মাত্রাজ্ঞান যাদের আছে, এমন অভিনেতাও পীঠ-নায়কের উপদেশ না পেলে বেসুরো অভিনয় করে ফেলতে পারে।

দঃ—তা'হলে আপনি বলতে চান যে বড় অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁদের নিজের মনোমত ভাবে চলাফেরা করতে পারবেন না। এ কি তাঁরা মেনে নেবেন?

আ—নিশ্চয়ই, যে অভিনেতা যত বুদ্ধিমান ও মার্জ্জিত রুচি, তাঁকে আয়ত্বাধীন করা তত সোজা। আমি অবশ্য এমন একটা রঙ্গমঞ্চের কথা বলছি যার প্রত্যেক অভিনেতাই রুচিসম্পন্ন, যার পীঠ-নায়ক এ সকল গুণির অধিকারী।

দঃ—তাহলে এই সকল অভিনেতার সঙ্গে পুতুলের প্রভেদ কি?

আ—এ অবশ্য শক্ত প্রশ্ন, আর এধরণের প্রশ্ন কর্ব্বে এমন অভিনেতা, যাদের আত্মশক্তিতে বিশ্বাস নেই। পুতুল হচ্ছে পুতুল নাচের জন্য। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে তাদের পুতুলের চেয়েও বেশী হতে হবে। অব অনেক অভিনেতাই এই ধরণের কথা ভাবেন যে পীঠনায়ক সুতো টেনে পুতুল নাচাবার মতো আমাদের নাচাচ্ছেন। এতে তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে করেন।

দ—তা অবশ্য হবারই কথা, এটা আমি বুঝতে পারি।

আ—আর এটাও কেন বুঝতে পারছেন না যে তাদের খানিকটা কার্য্যও হওয়া দরকার। আচ্ছা, জাহাজের মাল্লামাঝির সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের লোকের তুলনা দিয়ে আপনাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। জাহাজে কারা কারা কাজ করে বলুন ত?

দ—একটা জাহাজে ত অনেক লোকেই কাজ করে। মাল্লামাঝি থেকে যন্ত্রচালক, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় নানা শ্রেণীর নায়ক ও সকলের ওপর জাহাজের নিয়ামক (Captain.)

আ—আচ্ছা, জাহাজ যখন চলে, তখন সকলে নিজেদের খুসী মতো কাজ করে না নিয়ামকের নির্দ্দেশ মতো? এতে ব্যক্তিত্ব হারাবার ভয় নেই, এ হচ্ছে নিয়মানুবর্ত্তিতা। (discipline.)

দ—অভিনেতা, পটুয়া এবং মঞ্চপীঠের অন্যান্য কারিকরেরা কি পীঠ-নায়কের বশ্যতা স্বীকার করে না?

আ—না, এটা অবশ্য বললে অন্যায় হবে। এরা সকলেই পীঠ-নায়কের খুবই বাধ্য। তারা সকলেই খুব উৎসাহী। তবে ব্যাপারটা হচ্ছে এই তারা মাঝে মাঝে অবাধ্য হয়ে পড়ে, আর তার কারণ হচ্ছে তাদের বিবেচনার দোষ। এরা ইচ্ছে করলেই অভিনয় উঁচুদরের বা নীচুদরের হতে পারে। এখন অভিনয়ের তিনটী শত্রু আছে—অশ্লীল অভিনয়, সাধারণের অনভিজ্ঞতা ও নীচুদরের কলাজ্ঞান। আমাদের এই তিনটার বিরুদ্ধে সব সময়ে যুদ্ধ করতে হবে। আমাদের অভিনেতারা এখন এই কথাটা বুঝতে পারেনা যে—উচ্চ আদর্শ এবং সেই আদর্শ-জ্ঞান-সম্পন্ন পীঠ-নায়কের মূল্য কতখানি?

দ—আচ্ছা পীঠ-নায়কের পটুয়া বা অভিনেতা হতে বাধা কি?

আ—পীঠনায়ক হতে হলে তাকে সবই জানতে হবে, কিন্তু তাকে অভিনয় বা ঐ সব কিছু করবার দরকার নেই।

দ—কিন্তু আমি জানি এমন অনেক রঙ্গমঞ্চ আছে, যেখানে প্রধান নট ও পীঠনায়ক একই লোক।

আ—তা আছে আমি জানি। কিন্তু সেজন্যে সেখানে কোনো গোলমাল হয়না এমন কথা বলতে পারা যায় না। এসব ছেড়েও তার কাজত বড় কম নয়। যদি কোনো অভিনেতা পীঠনায়কের ...
সব অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনেতা হন, তাহলে তার স্বভাব হবে নিজকে প্রধান করে সব ব্যবস্থা করা! তার মনে হবে যে সে নিজে প্রধান অংশ না নিলে অভিনয় খেলো হয়ে যাবে! সে সমগ্র অভিনয়ের থেকে নিজের অংশের প্রতিই বেশী মনোযোগ দেবে; ফলে জিনিষটা সমগ্র ভাবে অপূর্ব্বত্ব লাভ না করে আংশিক সুন্দর হবে। নাট্য কলার সমগ্ররূপটী এ ভাবে কখন ও পরিস্ফুট হতে পারে না।

দ—কিন্তু এমন অভিনেতা ও থাকতে পারেন, যিনি এত বড় শিল্পী, যে পীঠ নায়করূপে তিনি নিজেকেও আর পাঁচজন অভিনেতার সমপর্য্যায়ে ফেলে তবে ব্যবস্থা করবেন!

আ—জগতে সবই সম্ভব, কিন্তু আপনি যা বললেন সেই ভাবে কাজ করা কোনো অভিনেতার পক্ষে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, পীঠ-নায়ক রূপে সে কাজ করা সম্ভব নয়, আর মানুষ একই সময়ে দুটী কাজ কখনও করতে পারে না। আমি ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছি—অভিনেতার স্থান হচ্ছে রঙ্গপীঠে দৃশ্যপটাদির মধ্যে, তিনি তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে ভাবের অভিব্যক্তি প্রকাশ করবেন। পীঠ-নায়কের কাজ হচ্ছে অভিনেতার সুমুখে থেকে তার হাবভাব গতি-বিন্যাস প্রভৃতি দৃশ্য-পটাদির সঙ্গে সমান সুরে যথাযত ভাবে হচ্ছে কিনা দেখা। তাঁকে সমস্ত জিনিষটা সমগ্র ভাবে দেখতে হবে। কাজেই দেখুন আপনার কথামতো শিল্পী পাওয়া গেলেও তাঁরপক্ষে একসঙ্গে এইদুটো কাজ করা সম্ভব না।

দ—রঙ্গপীঠে তাহলে আপনি এক পীঠ-নায়ক ছাড়া আর কারুকেই অধিনায়কত্ব করতে দেবেন না।

আ—ঐ কাজের ভার নেবার্ ত উপযুক্ত লোক আর নেই।

দ—কেন, নাট্যকার কি সে ভার নিতে পারে না।

আ—নাট্যকার যখন অভিনয়, চিত্রবিদ্যা, পোষাক—পরিচ্ছদ ও আলোক ব্যবহার বিধি, নৃত্য প্রভৃতি নাট্য কলার সমস্ত অঙ্গ সম্যক্‌রূপে জানবেন তখনই তিনি এভার নেবার উপযুক্ত লোক। এসব শেখবার আগে তাঁর এভার নেবার কোনো অধিকার নেই। কিন্তু নাট্যকারদের রঙ্গপীঠের এইসব কাজ শেখবার সুযোগত খুব বেশী হয় না।

দ—কিন্তু রঙ্গপীঠে শিল্পীর যে বিশেষ কদর আছে এমন ত মনে হয় না।

আ—আমাদের রঙ্গমঞ্চ এবং নাট্যকলা সম্বন্ধে এমন কথা বলা শক্ত নয়। যে জিনিষটার পুনরুত্থান আশা না করা যায় লোকে তাকে কোনো আঘাত করে না। আমাদের পশ্চিম জগতের রঙ্গমঞ্চ অনেক অনেক নেমে গেছে। আমি আমাদের রঙ্গমঞ্চে নবযুগের আশা করি।

দ—নবযুগ আসবে কেমন করে।

আ—নাট্যকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ শিল্পীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গালয়ে নবযুগের সূচনা হবে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ রঙ্গমঞ্চের একটা একটা অংশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। অবশ্য এর মূল্য যে বেশী তা নয়। আমি নাট্যকলার অখণ্ড বিভাগগুলি বলেছি, এবং রঙ্গমঞ্চে তখনই উন্নতির সূত্রপাত হবে, যখন সেই সমস্ত বিভাগগুলির সর্ব্বাঙ্গীন ও সমগ্র ভাবে উন্নতি হবে। এবং এই প্রকারের উন্নতি সম্পাদন করতে সে পারবে, যে এই সমস্ত বিষয়গুলি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করেছে।

দ—তা হলে এমন লোকই হচ্ছে আপনার আদর্শ পীঠনায়ক।

আ—হ্যাঁ, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে রঙ্গমঞ্চের নবযুগ আনতে হ'লে নতুনযুগের পীঠনায়ককে আসতে হবে। তেমন পীঠ-নায়কের অভাব যখন রঙ্গমঞ্চে থাকবে না তখনই নাট্যকলা তাঁর স্বরূপে স্বয়ং পূর্ণ রূপে প্রতিভাত হবে, তখনই আর নাট্যকলাকে মাত্র অভিব্যক্তির শিল্পরূপ মনে হবে না।

শ্রীভূপতি চৌধুরী।

সমালোচনার-রূপ

নাট্যমঞ্চে নবযুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়ের এক নূতন ধারা, তাহার আবৃত্তি-কৌশল, নূতন ভাবভঙ্গী, নূতন অঙ্গ ভঙ্গীর উপহার লইয়া রঙ্গ মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে। সেই নূতন ধারার মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-রাশি নিহিত আছে, তাহাকে সজীব মূর্ত্তি দান করিয়া লোকচক্ষুর সমক্ষে ধারণ করিবার শক্তি এবং অধিকার আছে একমাত্র সমালোচকের। তাই এবার যখন শ্রীযুক্ত প্রমোদ রঞ্জন দাস গুপ্ত এম্ এ মহোদয় এই কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন অত্যন্ত আশান্বিত হইয়াছিলাম এই ভাবিয়া যে নাট্যমঞ্চের নবযুগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমালোচনা এইবার দেখিতে পাইব। প্রথমে কতকটা ফলও পাইয়াছিলাম, কিন্তু নবযুগের অভিনেতাদের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে যাইয়া প্রমোদবাবু যে বিরাট অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে আমরা হতাশ হইয়াছি।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে '২৪ পরগণা বার্ত্তাবহে" এক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে প্রকৃত আন্তরিকতার অভাব। • তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই বাহ্যাড়ম্বরময়, তাহা কান দিয়া মরমে পরশে না"। শিশির বাবুর সম্বন্ধে যেন প্রমোদ বাবুও ঠিক এইরকম ভাবেই কথা বলিয়াছেন। 'জনমত জড়পদার্থ, তাই শিশিরবাবু জনপ্রিয় হইলেও তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নাই, তাঁহার মধ্যে অভিনেতার যেটী প্রথম ও প্রধানগুণ-চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা-তাহা তাঁহার নাই, তাঁহার আছে এক পেটেন্ট কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গী ও এক বাহ্য চাকচিক্য যাহার জন্য তিনি আজ এত জনপ্রিয় হইয়াছেন।' শিক্ষিত ব্যক্তির মুখে এরূপ মতামত অদ্ভুত বটে! প্রথমে প্রমোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় এই জনমত বলিতে তিনি কাহাদের মত বুঝেন। আমাদের মনে হয় যে যাঁরা শিশির বাবুর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন, নিশ্চয়ই তাঁহাদের মতকে তিনি জনমত বলেন। ইহাই যদি জনমত হয় তবে স্বর্গীয় দেশবন্ধু, স্বর্গীয় জগদিন্দ্রনাথ, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শিল্পীপ্রবর অবনীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার ইহাদের সকলের মতই কি জনমতের জড়ত্বের পর্য্যায় ভুক্ত? আর কেবল প্রমোদ বাবুর মতই জনমতের জড়ত্বের বাহিরে? এমন দাম্ভিকতার পরিচয় পূর্ব্বে অতি অল্পই পাইয়াছি।

জনমত জড় হইতে পারে কিন্তু সেই মত জনসাধারণের মধ্যে infuse করেন উচ্চশ্রেণীর বোদ্ধবর্গ। তাঁহারাই প্রথমে আর্টিষ্টদের মধ্য হইতে শ্রেষ্ঠ আর্টিষ্টদের বাছিয়া বাহির করিয়া জন সাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া দেন। যখন শিশির বাবু সর্ব্বপ্রথম ষ্টেজে নামেন তখন যাহারা প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রার ন্যায় অভিনয় দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হন, তাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই এবং এখনও পারেন না। যে কয়েকজন মনীষী তাঁহার প্রতিভার প্রচণ্ড দীপ্তি অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন তাঁহারা অকপটে সে কথা স্বীকার করে গেছেন। এই বিজ্ঞ জনমতকে জড়ের মত বলিয়া cultured societyর মতকে প্রমোদবাবুর ন্যায় শিক্ষিত ব্যক্তি কিরূপে তুচ্ছ জ্ঞান করিলেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এইরূপ জনমত, আজ কালিদাস, সেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, গ্যারিক্ কীন্, ইহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, এই সময় যদি কেহ জনমতের জড়ত্বকে উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিভাহীন বলিয়া অভিহিত করেন তাহা হইলে জনসাধারণ সেই সমালোচককে কি বলিয়া অভিহিত করিবে! তাহার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে বলিবে না কি?

তার পর চরিত্র সৃষ্টির কথা। এতদিন জানিতাম যে অভিনেতার প্রথম ও প্রধানগুণ নাটকীয় চরিত্র সম্যক্ পরিস্ফুটন। অথচ প্রমোদ বাবু এক্ষণে বলিতেছেন যে অভিনেতার প্রথম ও প্রধান গুণ চরিত্র সৃষ্টি, তাঁহার মতে এই চরিত্রসৃষ্টি জিনিষটী কি? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আর্ট মানেই হচ্চে সীমার মধ্যে একটী অসীম সৌন্দর্য্যের আদর্শ দেওয়া"। অভিনেতার পক্ষে এই কথাটী অত্যন্ত সত্য। অভিনেতা নাট্যকারের চিত্রিত চরিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া ঐ চরিত্রে প্রাণ দিতে হইবে। কিন্তু ঐ 'অসীম সৌন্দর্য্যের পরশ' কয়জন অভিনেতা দান করিতে পারেন? যিনি পারেন

আর নাই পারুন শিশিরবাবু তাঁর একাধিক বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয়ে দেখিয়েছেন যে তিনি তা—পারেন! তাই দেশের ছোটবড় মনীষী ও জনসাধারণ আজ তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ' আর্টিষ্ট" বলে স্বীকার করে নিয়েছে!

প্রমোদ বাবু আরও বলিয়াছেন যে এই চরিত্রসৃষ্টি (?) শিশিরবাবু করিতে পারেন না বলিয়াই তিনি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না! এই স্থলে যে প্রশ্ন স্বতঃই আমাদের মনে উদিত হয় প্রমোদবাবু অতি চতুরতার সহিত তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন। যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে শিশিরবাবু যদি প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাই না হইবেন তবে তাঁহার অভিনয় দেখিয়া আমরা এত মুগ্ধ হই কেন? ইহার উত্তরে প্রমোদবাবু বলিয়াছেন যে শিশিরবাবুর অভিনয়ে এমন এক বাহ্য চাক্‌চিক্য আছে যাহা দর্শকদিগকে মুগ্ধ করে। আমরা না হয় জনসাধারণ—আমাদের মত জড় (?)—আমরা না হয় এই বা, চাক্‌চিক্যরূপ চালাকি নাই-ই ধরিতে পারিলাম; কিন্তু প্রমোদবাবু যিনি জন সাধারণের একজন নহেন (?) তিনি ধরিতে পারিয়াছেন ত? এক্ষণে প্রমোদবাবু বলিয়া দিবেন কি শিশিরবাবু কোন্ নাটকের কোন্ ভূমিকায় কোন্ অংশে এবং কিরূপ ভাবে এই বাহ্য চাক্‌চিক্য প্রকাশ করেন? তারপর আরও একটী কথা, প্রমোদবাবু এতশীঘ্র শিশিরবাবুর যে চালাকিটা আবিষ্কার করিলেন, স্বর্গীয় দেশবন্ধু, স্বর্গীয় জগদীন্দ্রনাথ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের য়ুরোপ প্রত্যাগত দীলিপকুমার পর্য্যন্ত কেহ কি তাহা ধরিতে পারিলেন না। তাঁহাদের বোধ-শক্তিও কি এত অল্প?

অঙ্গভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের সম্বন্ধে প্রমোদরঞ্জন বাবু বলিয়াছেন যে 'এক 'আলমগীর' চরিত্রেই তাহার পেটেন্ট কণ্ঠস্বর ও পেটেন্ট অঙ্গভঙ্গী খাপ খাইয়াছিল বলিয়াই 'আলমগীর' ভূমিকার অভিনয় এত সুন্দর, অন্য কোন ভূমিকায় শিশিরবাবুর সে কণ্ঠস্বর খাপ খায় নাই, অঙ্গভঙ্গীর মধ্যেও বৈচিত্র্য নাই।" এই মন্তব্য হইতে এই বুঝা যায় যে, হয় তিনি অন্য কোন ভূমিকায় শিশিরবাবুকে দেখেন নাই না হয় তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সত্য গোপন করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে চান। modulation of voice এই শক্তির উপর শিশিরবাবুর যেরূপ অসাধারণ দখল আছে তাহা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারই উপযুক্ত; তবে change of voice এর (কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন) কথা যদি প্রমোদবাবু বলেন তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে" একমাত্র 'ব্রাহ্মণের' ভূমিকা ছাড়া আমরা শিশির বাবুকে এখনও সে শক্তির পরিচয় দিতে দেখিনি! কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে যদি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হওয়া যায় তাহা হইলে বলিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়। কারণ চরিত্রের সৃষ্টি, make up, এবং বিভিন্ন কণ্ঠস্বর তিনি যেরূপ ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন অন্য কেহ তাহা পারে না।

পরিশেষে এই বলা যাইতে পারে যে জগতে এক শ্রেণীর জীব আছে যাহাদের নিকট খদ্যোতের আলোক অত্যন্ত সুমধুর, আর সূর্য্যের কিরণ অত্যন্ত অসহ্য। এ দেশেও ঠিক এই রকম একদল সমালোচক আছেন যাঁহারা প্রতিভার দীপ্ত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া চক্ষু মুদিয়া সর্ব্বদাই পরিত্রাহী চীৎকার করিতে থাকেন। তাহাদের এই অন্যায় চীৎকারে যে সময় সময় বিরক্তির উদ্রেক হয় না তাহা নহে,—তবে তাহাতে অধিকাংশ সময়ই সহানুভূতির উদ্রেক হয়।

শ্রীসুরথমোহন ঘোষ

থিয়েটার অচল হয় কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সাধারণ দর্শক থিয়েটার দেখিতে আসেন, চিত্রশিল্পের বা স্থাপত্য-শিল্পের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লইয়া নহে, তাঁহারা আসেন, এ্যাক্‌টিং শুনিতে, নাচ দেখিতে, গান শুনিতে। এই সকল নাচ, গান, এ্যাক্‌টিং প্রভৃতি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দৃশ্য, পোষাক প্রভৃতির দরকার হইয়া থাকে; কিন্তু সে দিকে যদি কেবলি প্রাচীন এবং পৌরানিক যুগ লইয়া নাড়া চাড়া চলিতে থাকে, তবে ক্রমশঃ তাহা monotonous হইয়া উঠে বই কি? হয়তো প্রাচীনযুগ সম্বন্ধে বিশারদ কেহ কেহ বলিবেন, "যে সব দৃশ্য দেখান হয়, সে সমস্তই কি এক? সীতার দৃশ্য অজন্তার অনুকৃতি, কিন্তু ঋষিমেয়ের দৃশ্যাবলি, অন্ধ্রকলার নকল; (আমি কথার কথা বলিলাম)। এই দুই শিল্পই কি এক?" আমি স্বীকার করি এক নহে; কিন্তু এই পার্থক্য বিচার করিয়া বুঝিয়া আনন্দ পাইতে হইলে দর্শকগণকেও সকল বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থিয়েটার দেখিতে আসিতে হইবে; অন্যথায় তাঁহাদের কাছে সমস্তই এক ঘেয়ে ঠেকিবে। সাধারণ দর্শক এই সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার করিয়া থিয়েটার দেখেন না, তাঁহারা দেখেন সাধারণ আবহাওয়া, (general aspect)। সে কালের রাম সীতা, বা দেবদত্ত প্রভৃতির অভিনব সাজ-সজ্জা, আচার ব্যবহার দেখিয়া বোধ হয় কেহই তৃপ্তি পান না; তাঁহারা তৃপ্তি পান, আনন্দ পান অভিনেতার কৃতীত্ব দেখিয়া।। কিন্তু সাধারণ আবহাওয়া একঘেয়ে হইলে (অর্থাৎ বাস্তবের সহিত ঐক্য না থাকিলে) অভিনয় যতোই ভালো হোক না কেনো, তাহাও এক ঘেয়ে ঠেকিবে। বায়স্কোপ আজ লোক টানিতেছে, তাহার কারণ, বাস্তবের বৈচিত্র আছে। ছবিতে যাহা কিছু দেখি, তাহা পুরাপুরি real. তাহার ঘর, বাড়ী, নদী, সাগর, প্রভৃতি সমস্তই বাস্তব, তাহা দর্শকের সামনে পটে আঁকা রঙের ছোপ্ নহে এবং পাখার হাওয়ায় তাহা নড়িতে থাকে না! এই সমস্ত বাস্তব দৃশ্যের ভিতর নাটকের চরিত্র সমূহ বাস্তব অভিনয় করিতেছে, দর্শকের চোখে তাই সে অভিনয় সজীব হইয়া উঠে। অবশ্য যথার্থ আর্ট হিসাবে ইহার স্থান অতি নিম্নে; কিন্তু আমাদের রঙ্গালয় সমূহ পেশাদার, টাকা তাঁহাদের চাইই; অতএব সাধারণের নাড়ি বুঝিয়া কাজ করাই সঙ্গত নহে কি? বাস্তবের সহিত এই যে সংযোগ, আমার মনে হয় যেন ইহাই হইল বায়স্কোপের একমাত্র আকর্ষণ। কিন্তু দেখিতে পাই, এই বাস্তবের সংযোগেও বায়স্কোপে পৌরাণিক এবং প্রাচীন যুগের ছবিগুলি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের পৌরাণিক ছবির কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কারণ তাহা সুঅভিনীত নহে, কিন্তু ইউরোপের প্রাচীনযুগের অত্যুৎকৃষ্ট অভিনীত ছবি "কুয়োভ্যাডিস", "লাষ্ট ডেজ অফ পাম্পি", "লাভ অফ ফ্যারো" প্রভৃতি আজ আর তেমন লোক আকর্ষণ করিতে পারে না; কিন্তু মনে পড়ে এক সময় এই সব ছবি কত দর্শক টানিয়াছে। কিছুকাল লোক আকর্ষণ করিয়াছিল কারণ লোকের চোখে ইহারা নূতন নূতন একটা illusion সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বাস্তবতার সহিত শেষ সংযোগ না থাকায়, ক্রমশঃ এ গুলো এক ঘেয়ে হইয়া অচল হইয়া উঠিয়াছে! এই সব ছবি আজ লোক টানিতে অক্ষম, কিন্তু একটা ডিটেক্‌টিভ্ সীরিয়াল্ বা সামাজিক চিত্র লক্ষ লক্ষ দর্শক আজ টানিতেছে। আমার মনে হয় পৌরাণিক বা প্রাচীন ব্যাপার যাহা কিছু লোক আজ টানে, তাহা এই সকলের কলাসম্মত দৃশ্য, পোষাক বা পরিচ্ছদাদির জন্য নহে; এই সকল নাটকের একমাত্র আকর্ষণের কারণ, তাহার চরিত্র সমূহের অন্তর্নিহিত হৃদয় বৃত্তির যে লীলা, তাহা চিরন্তন; তাহা রামের ভিতরো আছে, আবার আধুনিক হরিহরের ভিতরো আছে। কিন্তু সাধারণে তাহা বিশেষ

যা অনুভব করিতে পারে না, ঐ সকল চরিত্র তাঁহাদের সম্মুখে অদ্ভুত রূপে আসিয়া দেখা দেয় ; তাই সকলে মনে করেন, এই সকল চরিত্র মানবে সম্ভব নহে, ইহারা অতিমানব, বা দেবতা। তথাপি লোকে পৌরাণিক নাটকদেখিয়া যে আনন্দটুকু পায়, তাহা কেবল ঐ সমস্ত চরিত্রের অন্তর্নিহীত সত্যটুকুর জন্য, এবং তাহা চিরন্তন ও সর্ব্বযুগের। আবার এ কথাও বলিয়াছি কিন্তু এই সত্য আমরা সহজে ধরিতে পারি না, ইহা কেমন চেনা অচেনার দোটানায় পড়িয়া থাকে, কারণ যে আবরণের এই সত্য আছে, তাহা হয় শিখিপুচ্ছধারী নবঘনশ্যাম মুর্ত্তি, অথবা তাহার দশটি মাথা পঞ্চাশটি হাত, এবং রক্তের মত টকটকে লালবর্ণ, এবং বাস্তব জগতের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই! কাজেই যাহা সত্য তাহা সাধারণের কাছে গোপন থাকিয়া যায়, বাহ্যিক আবরণ একঘেয়ে হইয়া উঠে, তাঁহারা সরিয়া পড়েন, কিংবা যদি কোন লেখক বা অভিনেতা, সেই চরিত্র-গত সত্য ঐরূপ অদ্ভুত আবরণের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার প্রয়াস করেন, তিনি সাধারণের চোখে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী, শাস্ত্র হন্তারক, স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন, এবং সাধারণের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হন। আজ "প্রফুল্ল" বায়স্কোপে লোক টানিতেছে ; কিন্তু সে দিন আর্ট থিয়েটার ইহা অভিনয় করিয়া জমাইতে পারিলেন না ; অভিনয় ভালোই হইয়াছিল, তথাপি জমিল না। আমার মনে হয়, জমিল না কারণ, "প্রফুল্লর" ভিতর যে সমস্ত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত আছে তাহা উপন্যাসোচিত, নাটকোচিত নহে। এবং ইহার general aspect সম্পূর্ণ বাস্তবকে লইয়া গঠিত না হইলে, ইহা জমান অতি কঠিন। কিন্তু প্রফুল্লের মতো নাটককে বাস্তবের আবরণ দিয়া দেখানো রঙ্গালয়ের পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব। বায়োস্কোপের প্রফুল্ল, পুরাপুরি বাস্তবকে লইয়া গঠিত, তাই আজ এতো জীবন্ত। প্রফুল্লর কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম, কারণ একে তাহা বাঙালির নিজের জিনিষ, তাহার উপর দেশীয় সমাজ চিত্রের ছবিতে একপ্রকার ইহা প্রথম, তাই নূতনের আকর্ষণে লোকে দেখিতে যায়। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজচিত্র গুলো, এতো লোক টানে কি করিয়া? তাহার ঘটনা, স্থান, পাত্র general aspect কিছুই আমাদের নহে, তবু লোকে দেখিতে যায়! আমার বিশ্বাস, ইহা আধুনিক শিক্ষা রুচি বৃত্তির অনুরূপ খোরাক দেয় বলিয়া লোকে যায়। এই বিষয় লইয়া অনেকের সহিত আমার কথা হইয়াছে, কেহ আমার সহিত একমত হইয়াছেন, আবার কেহ নাক সীটকাইয়া বলিয়াছেন ;—"এই রকম বড্ড বিলাতী ভাবাপন্ন বই কি সাধারণের ভালো লাগবে? কারণ, এই সব নাটকে সামাজিক জীবনের চিত্রই দরকার, কিন্তু বাঙালীর জীবনে বৈচিত্র কোথা? তার নারী সম্প্রদায় চিরকাল ঘরে বন্ধ, সেখানে কি নূতনত্ব পাওয়া যাবে? কাজেই এই রকম বাস্তবকে নিয়ে বই লিখতে গেলে, হয় একটা সম্পূর্ণ আধুনিক স্বাধীন সমাজ সৃষ্টি করতে হবে, বা আধা-বাঙালী, আধা-সাহেবী রুচি সম্পন্ন একটা সমাজকে ধ'রে বই লিখতে হবে। কিন্তু এই রকম, অত্যন্ত স্বাধীন, অথবা বাহিরে বাঙালী ভিতরে সাহেবী ভাবাপন্ন সমাজের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় নাই ব'ললেই চলে ; এ ক্ষেত্রে বোধ হয় সাধারণের তা ভালো লাগবে না। কিন্তু, পৌরাণিক ব্যাপার, প্রাচীন রূপকথা প্রভৃতির সঙ্গে আমরা বাল্যকাল থেকে পরিচিত, তাই তার চরিতাবলিও আমাদের পরিচিত, সেই জন্যই যদি চলে তো ঐ সব নাটকই চলবে!"···তাই যদি হয়, তবে প্রাচিন, ঐতিহাসিক, কিংবা পৌরাণিক যুগের নাটক থিয়েটারে লোক টানিতে পারিতেছে না কেনো? অভিনয় আজকাল একরূপ কলা সম্মত নির্দ্দোষ ভাবেই হইয়া থাকে, তথাপী দেখিবার দর্শক জুটে না। কিন্তু বায়স্কোপের বিলাতি ব্যাপার বিলাতি চরিত্রাবলির আচার ব্যবহার, আমাদের কাছে নব্য স্বাধীন বাঙালী সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশী অপরিচিত, অথচ তাহাই বিদেশের ধন ভাণ্ডারে আজ কোটি কোটি টাকা ঢালিয়া দিতেছে! ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু আছে বলিয়া মনে করি না ; কারণ তথাকথিত পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, আজ আমাদের রুচিবৃত্তি সমস্তই বদলাইয়া গিয়াছে। আজ যে আমাদের জাতীয় জাগরণের ঝোঁক—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও আমার বোধ হয় ওই পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবেই আমরা পাইয়াছি। যে বাঙালী, সেকালে চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া ঠাকুর দাদার কাছে পুরাণের গল্প, রূপকথা শুনিয়া আনন্দ পাইত, আজ আর সে বাঙালী নাই! সে এখন পুরাণের কথা শুনিয়া আমোদ পায় না, সে আমোদ পায়, বিদেশীয় টিমের সহিত ফুটবলের প্রতিযোগীতায়! পুরাণের কথা সে আজ পড়ে না, সে এখন, শেলী, ব্রাউনিং, কীটস্ পড়িয়া রসভোগ করে। যে বাঙালী নারী, সেকালে গৃহকর্ম্ম করিয়া পূজা ব্রত করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে দিন কাটাইতেন, তাঁহাদের স্থানে, এখন, আধুনিক নারী সম্প্রদায় আমোদ পান, গান গাহিয়া, পীয়ানো বাজাইয়া, বেহালা সেতার বাজাইয়া, ছবি আঁকিয়া, নভেল পড়িয়া, কবিতা লিখিয়া ; এ সকলকে আমি দোষ দিতেছি না, ইহাই হওয়া চাই, এবং হইবে, কারণ ইহাই হইল যুগধর্ম্ম! কাজেই নূতন সম্প্রদায়কে লইয়া লিখিত নূতন নাটক কেনো চলিবে না, তা বুঝিতে পারি না। আমার ধারণা, যদি নব্য সম্প্রদায় অবলম্বন করিয়া ভালো নাটক (নক্সা, কেচ্ছা, বা গালাগালি নহে)! লিখিত হইয়া, নির্দ্দোষ ভাবে অভিনীত হয়, যদি তাহার প্রয়োগ নৈপুণ্যে এতোটুকু খুঁৎ না থাকে, তবে তাহা নিশ্চয়ই লোক আকর্ষণ করিবে। তাহার প্রয়োগ নৈপুণ্যের কথায় একটা কথা মনে পড়িয়া গেলো ;—সেদিন মিনার্ভা থিয়েটারে "ব্যাপিকা বিদায়ের" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম ; অভিনয় বা পুস্তক সম্বন্ধে এখানে কোন কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, যাহা কিছু বলিব তাহা কেবল দৃশ্য সম্বন্ধেই। ব্যাপিকা বিদায়ের productionএ এতো বেশী দোষ যে তাহা কহতব্য নহে। অভ্য-র্থনা কক্ষ বা drawing room, তাহার দেওয়ালে কাঠের ড্যাডো, এবং সৌখীন আসবাব পত্রে কক্ষটি সজ্জিত। যদি দেওয়ালে কাঠের ড্যাডো দেখাতেই হয়, তবে তাহা যাহাতে সত্যের মতো দেখিতে হয় মিনার্ভার producer এর তাহা করাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাহা রঙ দিয়া আঁকিয়া দেওয়ায়, দৃশ্যের সমস্ত plastic effect নষ্ট হইয়া পটের effect হইয়াছে ; ইহা না করিয়া যদি কোনও এক রঙের দেওয়াল দেখানো হইত, তাহা হইলে ঢের বেশী effective হইত নিশ্চয়।

ক্রমশঃ

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৪নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২২শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৩রা অগ্রহায়ণ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

নাট্য মন্দিরে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের নূতন পৌরাণিক নাটক "নরনারায়ণ" শীঘ্রই অভি হবে এই মর্ম্মে গত সপ্তাহে শহরের চারিদিকে একখানি প্রাচীর পত্র পড়েছে! পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের এই নূতন নাটকের নাম নিয়ে নাট্যামোদী ও নাট্য-রসিকদের মহলে বেশ একটু সাড়া পড়েগেছে! "নরনারায়ণ" সম্বন্ধে অনেক বৈঠকেই তর্ক ও বাজী চলেছে শোনা গেল!

*

কেউ বলছেন "নরনারায়ণ" নিশ্চয়ই "শ্রীকৃষ্ণ"! কিছুদিন পূর্ব্বে শোনা গেছল যে পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কুরু-ক্ষেত্রের প্রধান নায়ক—মহাভারতের এই বিরাট পুরুষের অতিমানবীয় চরিত্র নিয়ে এক খানি নূতন নাটক রচনা ক'রচেন! কিন্তু এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অপরেশ চন্দ্রেরও "শ্রীকৃষ্ণ"-নাটকের ঘোষণা পত্র প্রকাশ হয়েছিল। ষ্টারে অপরেশ চন্দ্রের সেই "শ্রীকৃষ্ণ" আজ পঞ্চাশ রজনী অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে তাই বোধ হয় ক্ষীরোদ বাবু তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' নাটকের নাম পরিবর্ত্তন করে "নরনারায়ণ" রেখেছেন। অতএব 'নরনারায়ণ' যে শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর মাত্র তাতে আর কোনও ভুল নাই! শ্রীকৃষ্ণই যে নররূপী নারায়ণ একথা আর কে না জানে?

*

আর একদল কিন্তু বলছেন 'নরনারায়ণ' শ্রীকৃষ্ণ কেন? 'নরনারায়ণ' ত মন অর্জ্জুন! শ্রীকৃষ্ণ ত' স্বয়ং নারায়ণ আর তাঁর প্রিয় সখা যে অর্জ্জুন তিনিই হচ্ছেন মহাভরতের 'নরনারায়ণ'! অতএব এই নূতন পৌরাণিক নাটকখানি কৃষ্ণের নয়—'অর্জ্জুনের' চরিত্র নিয়েই রচিত হয়েছে! কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথ 'অর্জ্জুন' নামে একখানি নাটক রচনা করছেন ব'লে মাঝে একটা গুজব খুবই শোনা গেছল;—সম্ভবতঃ সেটা পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদেরই এই 'অর্জ্জুন' ভুল ক্রমে রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচার হয়েছিল! এ 'নরনারায়ণ' সেই অর্জ্জুন।

*

অন্য একদল বলছেন 'তাইবা কেমন করে হ'তে পারে? 'নরনারায়ন' অর্থে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়কেই বোঝায়! এইরূপ অর্থে পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় নিজেই তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকের একস্থানে শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন—কুরুক্ষেত্র সমরপ্রাঙ্গনে যেখানে কৃষ্ণার্জ্জুনকে একত্রে দেখতে পেয়ে পিতামহ ভীষ্ম বলছেন যে "এতক্ষণে পাইয়াছি একরথে নরনারায়ণে!" সেখানে ত' নরনারায়ণ" অর্থে স্পষ্টই 'কৃষ্ণার্জ্জুনকে বোঝায়। অতএব এই 'নরনারায়ণ' নাটকখানি নিশ্চয় 'কৃষ্ণার্জ্জুন'—অর্থাৎ ষ্টারের 'কর্ণার্জ্জুণের যে পাল্টা জবাব তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই!

*

অপর একদল বলছেন 'তা হতেই পারে না। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা বিনোদ মহাশয়ের এতটা মাথা খারাপ হয়নি এখনও যে ষ্টারে প্রায় তিন শত রাত্রি 'কর্ণার্জ্জুন চলবার পর তিনি এত দিন বাদে আবার সেই ধরণেরই এক 'কৃষ্ণার্জ্জুন' নাটক রচনা করে তাঁর সময় ও প্রতিভার অপব্যয় করবেন! আর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়ও এতটা আহাম্মক নন যে কর্ণার্জ্জুন ধরণেরই লেখা এক নাটক অভিনয়ের আয়োজন ক'রে কতকগুলা টাকার শ্রাদ্ধ করবেন। তবে এটা যে মহাভারতীয় ঘটনামূলক কোনও নাটক নিশ্চয়ই তাতে আর কোনও ভুল নেই। কারণ 'নরনারায়ণ অর্থে 'শ্রীকৃষ্ণই' হোক, আর 'অর্জ্জুণই' হোক কিম্বা 'কৃষ্ণার্জ্জুণ' উভয়ই হোক্ কোনওটাইত' আর ত্রেতা যুগের রামায়ণে বর্ণিত চরিত্র নয়!

*

সম্ভবতঃ কথাটা ঠিক! আমাদেরও এই রকমই মনে হয়েছে। পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদের এই নূতন নাটক 'নরনারায়ণ' নিশ্চয়ই দ্বাপর যুগের এমন একটি পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হয়েছে যাতে অর্জ্জুন এবং শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই বিশেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলিপ্ত আছেন। কারণ সেই ধরণের যে কোনও নাটকের নামই 'নরনারায়ণ' রাখা চলতে পারে! কিন্তু এ ছাড়াও আর একটা কথা কেবলই আমাদের মনে উঁকি মারছে যে এই 'নরনারায়ণ' নাটকখানি পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের লিখিত সেই অপূর্ব্ব সুন্দর নাট্য-কাব্য 'কর্ণ' অবলম্বনে রচিত নয়ত?

*

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত 'কর্ণ' নাট্যমন্দিরে অভিনয় হবে বলে অনেকদিন থেকেই আমরা শুনে আসছিলুম। ক্ষীরোদ বাবুর এই 'কর্ণ' কাব্যের মধ্যে আমরা পড়ে দেখেছি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বড় অল্প স্থান অধিকার করে নেই। সুতরাং তার নাম 'নরনারায়ণ' হওয়াত কিছু বিচিত্র নয়? সহজাত কবচ কুণ্ডল ধারী সূতপুত্র অধিরথ কর্ণ—জামদগ্ন্য শিষ্য অমিততেজা মহাবীর কর্ণ—দানবীর জ্ঞানবীর মিত্রবৎসল রথীশ্রেষ্ঠ কর্ণ—কুরুক্ষেত্রের মহা প্রদীপ্ত গ্রহ—সূর্য্য-বীর্য্যবান অঙ্গরাজ কর্ণ—পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের অমৃত লেখনীর স্পর্শে এমন সজীব এমন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছে যে পড়তে পড়তে আমাদের মনে হয়েছিল যেন আমরা সেই বহুদিনের বিস্মৃত দ্বাপর যুগের মধ্যে আজ আবার নবজন্ম লাভ করিছি!

*

সেই 'কর্ণ' কাব্যই যদি আজ 'নরনারায়ণ' শীর্ষক নাটকে রূপান্তরিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে আজ সানন্দে স্বাগত অভিনন্দন জানাচ্ছি! কারণ আমরা 'কর্ণ' কাব্যের যে পরিচয় পেয়েছিলেম তাতে এ বিশ্বাস আমাদের দৃঢ় হয়েছিল যে এ যদি শিশির বাবুর মত একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে নাটকীয় গুণে অলঙ্কৃত হ'য়ে রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ হয়—তাহ'লে বাঙ্‌লার নাট্যমোদী দর্শক বৃন্দেরা বহুকাল পরে একখানি উচ্চশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটকের অভিনয় দেখে তৃপ্ত ও পুলকিত হবেন। এই 'কর্ণ' কাব্যের মধ্যেই আমরা দেখেছি 'শ্রীকৃষ্ণ যথার্থই নররূপী নারায়ণ কিনা' এই নিয়ে কর্ণের অন্তরে সে কি বিষম দ্বন্দ্ব চলেছে! নরনারায়ণের রহস্য নির্ণয়ে কত বিনিদ্র রজনীই দুশ্চিন্তায় কেটেছে এই বীরের! সুতরাং হতে পারে সেই কর্ণই আজ নাট্যমন্দিরে 'নরণারায়ণ' নামে অভিনীত হবে। এ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল। সম্ভবতঃ আগামী ১লা ডিসেম্বর বুধবার 'নরনারায়ণ' প্রথম অভিনীত হবে।

*

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসুর এই অতি প্রাচীন বয়সের নবজাত শিশুটিকে সেদিন দেখে এলুম। দেখে তেমন খুশী হ'তে পারলুম না! ছেলেটা মোটেই বাপের মতন হয়নি। এমনকি তার সাবাস্ আটাশ রাজাবাহাদুর বাবু ভা'য়েদের পায়ের ন'খেরও যোগ্য নয়! ওদের ভাই বলে যেন চেনাই যায় না! ভাগ্যে শেষ দিকটায় একটু বাপের ছাপ পড়েছে নইলে 'বন্দে মাতরম্'কে সত্যই 'বোসজা' কিনা এইবলে সন্দেহ হ'তে পারতো! ষ্টার থিয়েটার বৃদ্ধের এই নবজাত শিশুটিকে যথাসাধ্য সুসজ্জিত করেই দর্শকদের সাম্‌নে ধরেছেন বটে কিন্তু রসাবতারের বুড়া বয়সের পলকা ছেলেটা এতই ক্ষীণজীবি হয়েছে যে কাতুকুতু দিয়ে হাসালে তবে সে একটু হাসছে! তার মুখে যেন সুস্থ সবল সুজাত শিশুর সহজ সরল অনাবিল হাসি নেই!

*

'বন্দে মাতরম' ভোট সংক্রান্ত একখানি চুটকী হসন্তিকা রচনার ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র! এর ভিতর থেকে ভোটের বিবিধ রঙ্গরস বাদ পড়ে গিয়ে এমন সব বাজে জিনিস ঢুকে পড়েছে যাতে মাঝে মাঝে হাসির তালকেটে গিয়ে একটা বিরক্তির ভাব জেগে উঠে! বিশেষ এর বদ্‌রসিকতাগুলি একাধিক স্থানে অত্যন্ত vulgar লাগে। নিতান্তই অমৃত লাল বসুর রচনা বলেই ষ্টার থিয়েটার বোধ হয় এখানকে অর্থ ব্যয় করে গ্রহণ করেছেন ও যত্নপূর্ব্বক অভিনয় করচেন!—অপর কোন লোকের রচনা হলে এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণীর বই তাঁরা যে কখনই নিতেন না, তাতে আর সন্দেহ নেই।

*

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপর মোটর গাড়ী এসে দাঁড়ানো এই বোধ হয় প্রথম। ষ্টার থিয়েটার যে নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে তাঁদের একাধিক নূতন কীর্ত্তি রেখে যাবেন তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। পানের দোকানটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছে! একেবারে রাস্তার ধারের একটি আস্তপানের দোকান যেন তুলে এনে বসানো হ'য়েছে! ভাল্লুক নাচটিও বেশ সুন্দর! গোষ্ঠযাত্রার গানটির প্যারডী মন্দ নয়। উড়িনীদের নাচটা কিন্তু এত বেশী বিকৃত করা হয়েছে যে সেটা রসোপভোগের সীমা ছাড়িয়ে প্রায় পীড়াদায়ক হ'য়ে পড়েছে! গঙ্গার ঘাটের দৃশ্যটি মুখরোচক। বাউলের গানের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ের বাঁয়া বাজানো একটা বেশ উপভোগ্য ব্যাপার! এই মেয়েটিই 'নবযৌবনের' সেই অতুলনীয় মেলার দৃশ্যে চমৎকার বাঁয়া তবলা বাজিয়ে দর্শককে বিস্মিত ও চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল।

*

রাজবাহাদুরের ভূমিকায় অহীন্দ্র বাবুর অভিনয় বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। হিন্দুস্থানী জেনানার ভূমিকায় নন্দরাণীর অভিনয় মন্দ নয়। মুড়ির চাকতি ওয়ালা ও চানাচুর ওয়ালা ছাড়া আর কোনও ফেরি ওয়ালা তেমন নিখুঁৎ অভিনয় করতে পারেন নি। ভোট ক্যান্‌ভাসার দু'জন (মনিবাবু ও ব্রজেন বাবু) বড্ড বেশী 'থিয়েটার' করে ফেলছিলেন। তাঁদের অভিনয় মোটেই স্বাভাবিক হয়নি। অন্যান্য ভূমিকার মধ্যে গঙ্গাতীরের পকেট মারা ভিক্ষুক ছুটির মু[illegible] অভিনয় ছাড়া আর কারুর অভিনয় তেমন উল্লেখ যোগ্য হয় নি! কোন রকম একটা কিছু প্লটের সূত্র না থাকায় জিনিষটা এত বেশী খাপছাড়া হয়ে[illegible] যে দর্শকের পক্ষে তার মাথামুণ্ড নির্ণয় করা কঠিন।

*

মনমোহোন থিয়েটার—পরিচালক মিত্র থিয়েটার! অকস্মাৎ রাজপ[illegible] সেদিন এই ঘোষণাপত্র দেখে অনেকে বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করছেন যে মি[illegible] থিয়েটার কি তবে এ্যালফ্রেড ও মনমোহন দুই রঙ্গমঞ্চই অধিকার ক[illegible] থাকবেন? আমরা যতদূর সংবাদ পেয়েছি তাতে জানা গেল যে মিত্র থি[illegible] টার মনমোহন রঙ্গালয় হস্তগত ক'রেই এ্যালফ্রেড থিয়েটার পরিত্যাগ করবে[illegible] দুইটি রঙ্গালয় পরিচালিত করবার ইচ্ছা তাঁদের আপাততঃ নাই। উপ[illegible] মিত্র সম্প্রদায় শহরের বাহিরে অভিনয়ার্থ আহুত হ'য়ে চলে গেছেন। ত[illegible] যতদিন না শহরে আবার ফিরে আসেন ততদিন না কি ষ্টার থিয়েটার তাদের[illegible] টিমের জন্য উক্ত রঙ্গমঞ্চ ব্যবহার করবেন—এইরূপ একটা আপোষে নিষ্প[illegible] কথাও কানে এসেছে। দেখা যাক্ কতদূর কি হয়। সম্ভবতঃ বড়দিনের সময় [illegible] থিয়েটার বিডন ষ্ট্রীটের আসরে নামতে পারবেন। এখানে তাঁরা যদি আ[illegible] নূতন করে নবপর্য্যায়ে নবউৎসাহে যথারীতি নিয়মানুবর্ত্তী হ'য়ে অভিনয় [illegible] করেন তাহ'লে 'মনমোহন' নামের 'পয়'টুকু চাইকি তাঁদেরও অর্শাতে পারে।

*

১লা অগ্রহায়ণ বুধবার মিনার্ভায় প্রথম ধর্ম্মঘট অভিনয় হয়ে গেছে। সে[illegible] শহরে হুলস্থূল ব্যাপার! কাউন্সিল এসেম্বলীর সদস্য পদপ্রার্থীদের ভ[illegible] নির্ণয়ের দিন। সম্ভবতঃ কোনও থিয়েটারে দর্শক সমাগম সেদিন আশানু[illegible] হয় নি। আমরা 'ধর্ম্মঘট' দেখে এসে পাঠকদের ঘটের ভিতরে কী ক[illegible] উপুড় ক'রে দেখাবো।

*

মিনার্ভায় 'জয়দেব' প্রণেতা হরিপদ বাবুর রচিত নূতন নাটক "তুলসীদাস" শীঘ্রই মহাসমারোহে অভিনীত হবে, তার পরেই নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসুর পৌরাণিক নাটক "যাজ্ঞসেনীর" পালা!

*

ষ্টারে 'চণ্ডীদাসের' আবির্ভাব আসন্ন হ'য়ে উঠেছে!

চিত্র-জগৎ

—•—

যুক্ত শিল্পী-সঙ্ঘ (United Artists) প্রথম শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ানসনকে নিয়ে যে ছবি তৈরি কোর্‌বেন তাতে প্রধান একটি ভূমিকায় নামবেন শ্রীযুক্ত হিউমিলার। স্থানীয় চলচ্ছবি দর্শকরা "ক্লড ভূতাল" নামক ছবিতে শ্রীমতী ফে কম্পটনের সঙ্গে আর "বনি প্রিন্স চার্লি" নামক ছবিতে শ্রীমতী গ্ল্যাডিস কুপারের সঙ্গে এঁকে নিশ্চয়ই অভিনেতারূপে দেখেছেন। এই দুখানি ছবিই বিলাতী। আর শ্রীযুক্ত মিলারও বিলাতী অভিনেতা।

*

সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী করিন গ্রিফিথ একজন ছোটো খাটো ভূস্বামিনী হোয়ে দাঁড়াচ্ছেন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় লক্ষাধিক ডলার মূল্যের জমির তিনি অধিকারিনী তো আছেনই, সম্প্রতি আবার বেভারলি শৈলের জন বহুল স্থানে তিনি আটতলা একখানি বাড়ী তৈরী করাবেন মনস্থ কোরেছেন। সেই বাড়ীর সব উপর তলায় তিনি স্বয়ং অবস্থান কোর্‌বেন।

*

"ম্যানন্ লেস্কট" (Manon Lescaut) নামক চলচ্ছবিতে যুবতী ও সুন্দরী নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী লিয়া ডি পাট্টি (Lya De Putti) মনোজ্ঞ বেশে সজ্জিত কোরেছেন।

*

শ্রীযুক্ত সিডনি অলকটের প্রয়োগ কর্ত্তৃত্বে "শ্বেত কৃষ্ণ মেষ" (The White black sheep) নামে যে ছবিটা তৈরী হোচ্ছে তাতে শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেল মেস এশিয়া মাইনরের একজন ছিন্নবসন ভিক্ষুকের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

"বার্‌বারা ওয়ার্থের মনোহরণ" (The Winning of Barbara Worth) একখানি নোতুন ছবি। এতে শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি 'নায়িকা ও তার মা' দুজনেরই ভূমিকা নিয়েছেন। শ্রীযুক্ত রাডলফ ভ্যালেনটিনোর শেষ ছবি "শেখের ছেলেরা" (The sons of the sheik) শ্রীমতী ভিলমা ব্যাঙ্কিকে নায়িকা কোরেই প্রস্তুত হোয়েছে। ভ্যালেনটিনোও তাতে বাপের ও ছেলের যুগ্ম ভূমিকায় নেমেছিলেন।

*

"আহাম্মক" (The Boob) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত জর্জ্জ আর্থার ও চার্লস মারে এবং শ্রীমতী গার্ট্রুড অম্‌ষ্টেড ও শ্রীমতী জোয়ান ক্রফর্ড অভিনয় কোরেছেন।

*

শ্রীমতী কন্‌ষ্টান্স টাল্‌মাজ 'যুক্ত শিল্পী সঙ্ঘে' শীঘ্রই যোগদান কোর্‌বেন। শ্রীমতী মেরি পিকফোর্ড, নর্‌মা টাল্‌মাজ, গ্লোরিয়া সোয়ানসন এবং শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস, জন ব্যারিমোর, বাষ্টার কিটন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীরা এই সঙ্ঘেরই অন্তর্ভুক্ত।

*

শ্রীযুক্ত জেমিসন টমাস খুব অল্পসময়ে বেশ নাম কোরেছেন। 'গর্ত্তের মাকড়সা' (The Caven Spider) 'প্রেমের কন্যা' (A daughter of love) 'স্বর্ণওষধি' (The Gold cure) প্রভৃতি চলচ্চিত্রে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় কোরেছেন।

*

"নারীরা কেন ভালোবাসে" (Why women love) নামক নবযুক্ত চলচ্ছবিতে শ্রীমতী ব্লাঞ্চ স্বইট, ডোরথি সিবাস্টিয়ান ও শ্রীযুক্ত রবার্ট ফ্রেজার প্রধান তিনটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছেন।

*

'রিন্-টিন্-টিন্' নামক যে কুকুরটি চলচ্চিত্র অভিনয়ে অদ্ভুত নৈপুণ্য দেখিয়েছে, তার এবার আট বছর বয়েস হোলো। পাঁচ বছর বয়েসে সে প্রথম চিত্রাভিনয় আরম্ভ করে।

রামচন্দ্রের মানহানির মামলা

——:০:——

রামচন্দ্রের অবমাননায় ব্যথিত একজন প্রখ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক রামভক্তির অপরূপ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। বৈশাখ সংখ্যা "মানসী ও মর্ম্মবাণী"তে লেখক 'আত্মবিস্মৃত হিন্দু সন্তানদের মনে জাতীয় ভাব জাগ্রত ক'রে 'হিন্দু জাতির আরাধ্য দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি আবার ভক্তিভাব উদ্দীপিত, করবার মানসে বদ্ধ পরিকর হ'য়েছেন বিশেষভাবে তিনি নাকি অধঃপতিত হিন্দু সন্তানদের মুক্তির পথ দেখাবার জন্যই এই ব্রত নিয়েছেন। নাটক হিসাবে যোগেশ বাবুর "সীতার" সম্বন্ধে যে কথা উঠেছে—তার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনা। এ বিষয়ে আলোচনা এর পূর্ব্বে অনেকবার হ'য়েগেছে। তবে সাধারণের অবগতির জন্য শ্রীনরেন্দ্রদেবের দু'চারিটী লাইন তুলে দিচ্ছি—"এই সীতা নাটক খানি যোগেশবাবুর প্রথম রচনা হ'লেও আমার মনে হয় এর তিনটী অসাধারণ বিশেষত্বের জন্য এই নাটকখানি বাঙ্গলা নাট্য সাহিত্যের দরবারে চিরদিনের জন্য একটা স্থায়ী আসন লাভ ক'র্‌বে। এর প্রথম বিশেষত্ব হ'চ্ছে—শিল্পী রামের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'চ্ছে—অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে পিতা পুত্রের অভূতপূর্ব্ব সম্মিলন, এবং তৃতীয় ও প্রধান বিশেষত্ব হ'চ্ছে জননী বসুধার সেই প্রাণস্পর্শী আহ্বান :—

ধরারমেয়ে! ধরার মেয়ে! আয়গো ধরার মেয়ে!"—

এখন দেখা যাক্—রামচন্দ্রের কতদূর অবমাননা হয়েছে—এই "সীতা" নাটকে।

আমরা জানি মূলগ্রন্থের বর্ণিত উন্নত চরিত্রকে হীন ক'রে আঁক্‌বার কোন কবিরই অধিকার নেই—কিন্তু এটা বেশ ভাল ক'রে বিচার ক'র্ত্তে হবে নিরপেক্ষ ভাবে—যে কবি সেই চির-আরাধ্য দেবতা—ভারতবাসীর—হৃদয়ের সম্রাট রাম লক্ষ্মণকে সত্য সত্যই হীনবর্ণে চিত্রিত করেছেন কি না! শ্রীরামচন্দ্রের এরূপ অবমাননা যোগেশবাবুর সীতায় একেবারেই নাই। এই আলোচ্য নাটকে শ্রীরামের চরিত্র একেবারেই খর্ব্ব করা হয়নি। এই নাটক হ'তে দৃষ্টান্ত দিয়ে—এ বিষয় আলোচনা করা যাবে।

এক্ষণে আদিকবি বাল্মীকি—কি বলছেন সেই দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। সীতার বনবাসের জন্য রামের কিরূপ অবস্থা হয়েছিল তাহা বোধগম্য হবে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি হতে :—

"এবমুক্তা তু কাকুৎস্থো বাষ্পেণ পিহিতেক্ষণঃ
সংবিবেশ স ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ
শোকসংবিগ্ন-হৃদয়ো নিশশ্বাস যথা দ্বীপঃ।"

অর্থাৎ—"সেই ধর্ম্মাত্মা কাকুৎস্থ রাম এই কথা বলিয়া ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং নেত্রজলে নিরুদ্ধনেত্র হইয়া শোকসন্তপ্ত হস্তীর ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন" (উত্তর কাণ্ড পঞ্চ পঞ্চাশঃ সর্গঃ)

বাল্মীকির রাম সীতাবিরহে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন, তিনি একেবারেই রাজসভাতে যাচ্ছেন না। লক্ষ্মণ সীতা বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরে এলেন। তাঁর রথ মধ্যাহ্নকালে হৃষ্ট পুষ্ট জন পূর্ণ রত্নপূর্ণ অযোধ্যা নগরে উপস্থিত হল তখন মহামতি সুমিত্রা নন্দন লক্ষ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হয়ে ভাবলেন—"আমি রামের নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁকে কি বল্‌বো"। এরূপ চিন্তা করে তিনি রামের চন্দ্রতুল্য পরম রমণীয় ভবন দ্বারে রথ হতে অবতীর্ণ হ'য়ে অধোবদনে দুঃখিত চিত্তে অবারিত ভাবে রামচন্দ্রের গৃহে প্রবেশ করলেন।" তিনি এসে কী দেখলেন?—'লক্ষ্মণ দিব্য আসনে উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে—অশ্রুপূর্ণ-নেত্র এবং দীন ভাবাপন্ন দেখে ব্যথিত হলেন। রামায়ণের কথাগুলো এই—

"তচৈন্যবং চিন্তয়ানস্ত ভবনং শশিসন্নিভম্।
রামস্ত পরমোদারং পুরস্তাৎ সমদৃশ্যতে॥
রাজস্ত ভবনদ্বারি সোঽবতীর্য্য নরোত্তমঃ।
অবাঙ্মুখো দীনমনাঃ প্রবিবেশানিবারিতঃ॥
সদৃষ্ট্বা রাঘবং দীনমাসীনং পরমাসনে।
নেত্রাভ্যামশ্রু পূর্ণাভ্যাং দদর্শাগ্রজমগ্রতঃ॥

রাম এমনই শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে ছিলেন যে লক্ষ্মণ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে ব'ল্‌লেন—

"নেদৃশেষু বিমুহ্যন্তি ত্বদ্বিধাঃ পুরুষর্ষভঃ
অপবাদঃ স কিল তে পুরেষ্যতি রাঘব॥
যদর্থং মৈথিলী ত্যক্তা অপবাদ ভয়ান্নৃপ।
সোঽপবাদঃ পুরে রাজন্ ভবিষ্যতি নসংশয়ঃ।"

ইহার অর্থ—

"রঘুনন্দন আপনার ন্যায় মহাপুরুষেরা এইরূপ শোকে অধীর হননা। রাজন্! আপনি যে অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছেন যদি সেই পরগৃহ নিবাসিনী পত্নীর জন্য নিয়ত শোক করেন, তাহাহইলে আপনার অপবাদ দূর হওয়া দূরে থাকুক, তাহা পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে নগরমধ্যে নিশ্চয়ই বিঘোষিত হইবে।" [উত্তর কাণ্ড—দ্বিষষ্টিতমঃ সর্গঃ]

আবার—

"পৌর কার্য্যাণি যো রাজা ন করোতি দিনে দিনে।
সংবৃতে নরকে ঘোরে পতিতো নাত্র সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ—"যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি বায়ুসঞ্চার শূন্য ঘোর নরকে নিপতিত হন। ইহাতে সন্দেহ নাই।"

[উত্তরকাণ্ড—ত্রিষষ্টিতমঃ সর্গঃ]

বাল্মীকির রামচন্দ্র এতদূর অব্যবস্থিত চিত্ত ও গভীর শোকে উন্মত্ত হয়েছিলেন যে তাঁকে এইরূপ ভাবে সান্ত্বনা দিতে হ'য়েছিল প্রকৃতিস্থ করবার জন্য। রাম ছিলেন মানুষ—তবে তিনি অতিমানুষ (superman) হ'তে পারেন—তাঁর "মহতো মহীয়ান্" ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে—কিন্তু তা' ব'লে যে তাঁর মানুষের সুখদুঃখ প্রভৃতি দুর্ব্বলতা—স্নেহ প্রেম দয়ামায়া মমতা ছিলনা একথা বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে কোন বড় কবিই ব'লে যাননি। রামচন্দ্র প্রকৃত মানুষ ছিলেন ব'লেই—আজ তিনি এতবড়—তিনি মানুষ হ'য়ে এরূপ অসহনীয় শোক দুঃখ সহ্য ক'র্ত্তে পেরেছিলেন,সকল স্বার্থ বলি দিয়ে এরূপ কঠোর কর্ত্তব্য পালন করেছিলেন—ব'লেই—তিনি আজ অবতার। যে রামচন্দ্র প্রাণে প্রাণে বুঝেছেন—সীতা সতী—পদ্মদলশোভিত শিশির বিন্দুর মত নির্ম্মল—সেই রাম নিরুপায় হ'য়ে—নিরস কর্ত্তব্যপালনের নিমিত্ত আপনার হৃদয়ের সত্তাকে বিসর্জ্জন দিয়ে আপনার সুখ শান্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে—প্রজানুরঞ্জন করলেন। তিনি খুব হাসিমুখে এ কাজগুলি করেননি। তাঁর কার্য্যে রাজবাড়ীর কেহই সন্তুষ্ট হয়নি তা' প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্মণের মনোভাবে।—তাহা এই—

"ততো দুঃখতরং ভূয়ঃ সীতায়া বিপ্রবাসনম্।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা নৃশংসং প্রতিভাতি মে॥
কোহু ধর্ম্মাশ্রয়ঃ সূত কর্ম্মণ্যস্মিন্ যশোহরে।
মৈথিলীং সমনুপ্রাপ্তঃ পৌরৈর্হী নাথ বাদিভিঃ॥

এর অর্থ—"কিন্তু পুরবাসিগণের কথা শুনিয়া রামচন্দ্র যে সীতাদেবীকে পুনরায় নির্ব্বাসিত করিলেন, ইহা বড়ই কষ্টের কথা আমি ইহা অতি নৃশংস কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছি। সুমন্ত্র! পৌরগণের অন্যায় কথায় এই অযশস্কর সীতাপরিত্যাগরূপ কার্য্য করিয়া রাম কোন্ ধর্ম্মরক্ষা করিলেন?

[উত্তর কাণ্ড ষেষ্ঠিতমঃ সর্গঃ]

বাল্মীকি লক্ষ্মণের মুখে এই কথা প্রকাশ ক'রেছেন। বাল্মীকি ব'ল্‌ছেন—

রামের এ কার্য্য ক্ষত্রিয়োচিত নয়। যোগেশবাবু রামকে নৃশংস ক'রে আঁকেন নি ব'লেই কি—তিনি রামচরিত্রের অপমান ক'রেছেন? সীতানির্ব্বাসন যে সত্যবলিদান…এ কথা তো বাল্মীকির রাম এক আধ যায়গায় নয় অনেক যায়গায় ব'লেছেন। (ব্যাখ্যাকার ম'শায়দের রামায়নের উত্তরাকাণ্ডটা একবার ভাল ক'রে চোখ খুলে প'ড়ে দেখতে অনুরোধ করি।) ভবভূতির রামতো একেবারে সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে এই সংবাদেই উন্মত্ত হ'য়ে ওঠেন। ভবভূতির উত্তর রামচরিতে আছে—

"উন্মুচ্য প্রিয়গৃহিণীং গৃহস্যশোভাম্।
আতঙ্কস্ফুরিতকঠোরগর্ভগুর্ব্বীং
ক্রব্যাদ্ভো বলিমিব নিঘৃণঃ ক্ষিপামি॥

[সীতায়াঃ পাদৌঃ শিরসি কৃত্বা] দেবি দেবি অয়ং পশ্চিমস্তে রামস্য শিরসা পাদপঙ্কজস্পর্শঃ। (রোদিতি)।"

অন্বয়ার্থ—যে নিষ্ঠুর আমি বিশ্বাস বশতঃ আমার বক্ষের উপরে নিদ্রিতা উদ্বেগবশতঃ কম্পিত পূর্ণগর্ভভারে চলিতে অশক্তা, গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আম মাংসভোজী ব্যাঘ্র প্রভৃতিকে উপহাররূপে প্রদান করিতেছি।

(সীতার পাদদ্বয় মস্তকে লইয়া) রামের মস্তক দ্বারা তোমার পাদকমলের এই শেষস্পর্শ হইল (রোদন করিলেন)।"

বাল্মীকির রাম ও ভবভূতির রাম কি পত্নীশোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে যান নি?

যখন অষ্টাবক্র ঋষি রামকে বল্লেন—

"শ্রূয়তাম্।
জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধাস্তং বাল এবাসি নবঞ্চ রাজ্যম্।
যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্যাস্তস্মাদ্যশো যৎপরমং ধনং বঃ॥"

রাম তখন এই উত্তর দিলেন—

"যথাহ ভগবান্ মৈত্রাবরুণিঃ।
স্নেহং দয়াং তথাং সৌখ্যং যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকস্য মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা॥"

অন্বয়ার্থ—"ভগবান বশিষ্ঠদেব যে আজ্ঞা করিয়াছেন। প্রজাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য স্নেহ, দয়া, ও সুখ কিম্বা জানকীকেও যদি ত্যাগ করিতে হয়, তাহাতেও আমার ক্লেশ নাই।"

যোগেশ বাবুর সীতায় রাম ব'লছেন—

"মুনিবর—
… … … …
সর্ব্ব ধর্ম্ম সাধনার ফল
কর্ম্মলব্ধ উচ্চগতি যদি থাকে কিছু
জীবনের সর্ব্ব কাম্য কামনার ধন—
লোকান্তরে স্বর্গ-মোক্ষ ইষ্ট আরাধনা—
প্রজার মঙ্গলহেতু—
এখনি ত্যজিতে পারি।
অধিক কি কব আর দেব,
হ'লে প্রয়োজন, প্রজানুরঞ্জন তরে—
সর্ব্বকাম্য সর্ব্ব স্বর্গ সর্ব্ব ইষ্ট সর্ব্ব কামনার শ্রেষ্ঠ—
… … … …
সহস্র জীবনাধিক—
মোর জানকীরে এই দণ্ডে বিসর্জ্জন দিতে পারি।"—

রামের মুখের কথাটাই আমরা বড় করে দেখছি—তাঁর হৃদয়ের সত্য প্রতিজ্ঞা শুনতে পাচ্ছি না। প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে—রাম তাঁর কথার অর্থাৎ পণের ওপর অতো জোর দিয়ে ছিলেন কেন? হৃদয়ের পণ বা দৃঢ়তা না থাক্‌লে সামান্য একটা কথার ওপর জোর দিয়ে কি পণ রক্ষা হয়?

রাঘব ধুরন্ধর সূর্য্যবংশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজার মুখ হ'তে যে-কথা একবার বাহির হয় তাহা পণই ত বটে—এবং তাহাই তার হৃদয়ের যথার্থ কথা। রাম যদি প্রাণে প্রাণে এ কথা না বল্‌তেন তাহ'লে তিনি নিশ্চয় এই ব'লেই শেষ কর্ত্তেন—দেব সাধ্যমত প্রজানুরঞ্জন কর্ব্বো ?

ভবভূতি রামের মুখ দিয়ে যে কথাগুলি বার করিয়েছেন তাতে স্পষ্টই কি বোঝা যায় না যে রাম সত্য পণে আবদ্ধ হ'লেন। সত্যপণ অর্থে—হৃদয়ের অকপট প্রতিজ্ঞা, মুখের নহে। রামচন্দ্রের মত অতিমানবের কথাই প্রতিজ্ঞা। আর রাম আপন কথায় গুরুত্ব আরোপ করবার জন্যে সীতাকে বিসর্জ্জন দেবেন এই কথা উচ্চারণ করেন। তাঁর মত নির্ম্মল দেবচিত্ত কখনও ভাবতে পারেন নি যে সীতার মত সতীকেও লোকে অসতী বলতে এমন কি মনে ভাবতেও সাহস করে! মানুষ এতদূর নীচ হ'তে পারে! তিনি এ কথা না ব'ললে সীতানির্ব্বাসন দিতেন না—এমন কিছু প্রমান নাই। উত্তরচরিতে রাম ব'লছেন—

"সম্প্রত্যেব ভগবতা বশিষ্ঠেন সন্দিষ্টম"—এইমাত্র ভগবান বশিষ্ঠ দেবও আজ্ঞা করিয়াছেন—অর্থাৎ প্রজানুরঞ্জনার্থ সীতা পরিত্যাগই আমার কর্ত্তব্য। যোগেশ বাবুর রামও সত্যসত্যই স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি—কল্পনাতেও ভাবেন নি—"সে প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হবে! অসম্ভব হইবে সম্ভব! (সে প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ সীতা নির্ব্বাসন।) রামের ব্রত ছিল সর্ব্ব ব্রতের চেয়ে বড় ব্রত—প্রজানুরঞ্জন।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

চার্লস্ ম্যাক্‌রেডী

(জন্ম—৩রা মার্চ্চ ১৭৯৩,—মৃত্যু—২৭ শে এপ্রিল ১৮৭৩)

গ্যারিকের মৃত্যুর ঠিক পরেই যেসব খ্যাতনামা অভিনেতারা বিলাতী রঙ্গালয়ে অভিনয় করতেন উইলিয়াম্ চার্লস্ ম্যাকরেডী তাঁদের মধ্যে একজন। ম্যাক্‌রেডীর পিতাও ছিলেন একজন অভিনেতা—খুব নাম জাদা না হলেও বিশেষ প্রয়োজনীয় (useful actor)। লণ্ডনে ম্যাকরেডীর জন্ম হয় এবং জীবনের গোড়ার ক-বছর kensingtonএর ছোট-খাট স্কুলেই কেটে যায়। তারপর হঠাৎ তাঁহার পিতার Midland circuit এর ম্যানেজার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌রেডীকেও Kensington ছেড়ে Birmingham এ যেতে হয়। সেখানে St Paul's Square এর স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু বালক ম্যাক্‌রেডী লেখা পড়ার চেয়ে আবৃত্তিতেই খ্যাতিলাভ করলো। বাস্তবিক সে স্কুলে আবৃত্তিতে তার সঙ্গে কেউ পেরে উঠতো না। তাছাড়া স্মরণ-শক্তিও ছিল ম্যাক্‌রেডীর অদ্ভুত। বালক অবস্থাতেই ম্যাকরেডী সেক্সপীয়র, মিল্‌টন্., পোপ্., ইয়ং প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখকদের বই থেকে অনর্গল মুখস্থ বলে' যেতে পারতেন। ম্যাক্‌রেডী নিজেই বলে গেছেন "Reminiscences have been of some service to me accustoming my ear to the enjoyment of the melody of the rhythm" মুখস্থ ছাড়া স্বরবোধও তাঁর বেশ ছিল এবং সেই সুরজ্ঞান ম্যাক্‌রেডী তাঁর মা'র কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অনেকে দোষ দেন ম্যাকরেডীর নাকি সুর-বোধ মোটেই ছিলনা কেননা অমিত্রাক্ষর ছন্দকে তিনি কেটে কেটে গদ্য করে বলতেন। আসলে কিন্তু তা মোটেই সত্যি নয়। ম্যাক্‌রেডীর সুর-বোধ ছিল যথেষ্ট কিন্তু তাই বলে তিনে 'অর্থকে 'সুরের' পায়ে বলি দিতেন না। অর্থ বজায় রেখে সুরের দ্বারা যা সম্ভব তাই তিনি করতেন।

১৮০৩ সালে ম্যাক্‌রেডীকে Rugby Schoolএ ভর্তিকরে দেওয়া হ'লো। এতদিন অভিনয় করার যে সাধ আবৃত্তি করার' সাথে সাথে ঘুরছিল এইবার তা মেটাবার সুযোগ এলো। এই স্কুলের ছেলেরা প্রায়ই অভিনয়ের বন্দোবস্ত করতো এবং ম্যাক্‌রেডী ভর্ত্তি হ'য়েই প্রথম প্রথম স্ত্রী-ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন এবং সেখানেও আবৃত্তিতে একজন ছাড়া তিনি সবাইকে পরাস্ত করলেন। ওদিকে ম্যাক্‌রেডীর পিতা অত্যাধিক লাভের আশায় বড় করে ব্যবসা ফাঁদতে গিয়ে বিশেষ লোক-সান দেন এবং তাঁর আর্থিক অবস্থা এমন খারাপ হয় যে তিনি ছেলের স্কুলের মাহিনা পর্য্যন্ত দিতে অক্ষম হন। তখন ম্যাকরেডীর বয়স ষোলো। তিনি পিতার দুরবস্থা দেখে স্বেচ্ছায় স্কুল পরিত্যাগ ক'রে পিতার সঙ্গে থিয়েটারের কাজে ঢুকে গেলেন। কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধা হ'লো না। ঋনের দায়ে ম্যাক্‌রেডীর পিতাকে কারা-বরন করে নিতে হ'লো। অগত্যা ম্যাকরেডীকে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে হলো। এই রকম সুখ দুঃখের ভিতর ম্যাকরেডীর কয়েক বছর কাটলো। পরের বছর (১৮১০ সাল) তাঁর পিতা মুক্তি পেয়ে Birminghamএর রঙ্গালয়ের ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং ঠিক সেই খানেই ৭ই জুন তারিখে ম্যাক্‌রেডী "Romeo juliet"এ Romeo'র অংশে রঙ্গপীঠে প্রথম অবতীর্ণ হন। সেদিনকার প্রোগ্রামে লেখা ছিল "the part of Romeo by a Young gentleman, being his first appear-ance on the stage"! ম্যাক্‌রেডীর এই প্রথম অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি বেরিয়ে ছিল এবং তার পর থেকে বড় বড় ভূমিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছিলো। ম্যাক-রেডীকে জীবনে কখনও ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় নি।

Birmingham থেকে Bath এবং Bath থেকে এদিক ওদিক হ'য়ে ক্রমে London এ এসে ম্যাক্‌রেডী উপস্থিত হ'লেন এবং ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮১৬ সালে "Distressed Mother"এ Orestes এর ভূমিকায় লণ্ডন দর্শককে তিনি প্রথম অভিবাদন করেন। Convent Gardenএ Rob Roy (১২ই মার্চ্চ ১৮১৮) এবং Richard III (২৫শে অক্টোবর ১৮১৯) অভিনয় ক'রে বড় Tragedian হিসাবে যশঅর্জ্জন করেন। তারপর ম্যাক্‌রেডী মার্কিন যাত্রা করেন।

মার্কিন গিয়ে প্রথমে তিনি New-yorkএ অভিনয় করেন এবং তারপর এদেশ ওদেশ ঘুরেঘুরে অভিনয় করতে লাগলেন। মার্কিন পর্য্যটনের ফলে ম্যাক্‌-রেডীর ৫৫০০ পাউণ্ড লাভ হয় 'হ্যামলেটে' তিনি সেখানে সবচেয়ে বেশী নাম পেয়েছিলেন। তারপর ম্যাকরেডী ইংলণ্ডে ফিরে আসেন এবং দিন কতক

ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে ১৮৪৮ সালে জুন মাসে আবার মার্কিন যাত্রা করেন এবং বছর খানেক পরেই আবার ফিরে আসেন। ১৮৫১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ম্যাকরেডী রঙ্গপীঠ থেকে বিদায় নেন।

ম্যাক্‌রেডীর সঙ্গে অভিনেতা কীনের তুলনা সমালোচকেরা প্রায়ই করে থাকেন। ম্যাক্‌রেডী যখন সবে অভিনয় সুরু করেছেন কীন্ তখন তাঁহার গৌরবের উচ্চ-শিখরে। কীনের প্রতিভা বলে একটা জিনিষ ছিল সেটা নাকি ম্যাকরেডীতে পাওয়া যেত না। "Kean was gifted with a genius to which Macready could lay no Claim"। ম্যাকরেডী রঙ্গপীঠে এসেছিলেন অভাবের তাড়নায়, কীন্ এসেছিলেন তাঁর প্রতিভার তাড়নায়। অধ্যবসায়ের গুণে ম্যাকরেডী যে সফলতা লাভ করতেন কীন প্রতিভাবলে তা অল্প চেষ্টাতেই পেতেন। ম্যাকরেডীর সম্বন্ধে George Henry Lewes বলে গেছেন "In Edmund Kean and Rachel we recognize types of genius; in Macready I see only a man of talent so marked an individual that it approaches very near to genius."

বাস্তবিকই উন্নতি করবার চেষ্টা ছিল ম্যাকরেডীর অসীম Merchant of Venice এর III Actএ একটী দৃশ্য আছে যেখানে Shylock নিজের কন্যার পলায়ন সংবাদ পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে রঙ্গপীঠে প্রবেশ করে। এই দৃশ্যে অনেকে অনেক রকম অভিনয় করেন কিন্তু ঠিক প্রাণ যেন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। ম্যাকরেডী ভেবে ভেবে এক উপায় বের করলেন, তিনি এই দৃশ্যে অবতীর্ণ হবার আগে ভিতরে দেওয়ালের-সঙ্গে লাগানো একটা মইকে প্রাণপণে ঝাঁকুনি দিতেন কিন্তু আটকানো থাকার জন্য সেটাকে তুলতে পারতেন না। এই করে ভিতরে ভিতরে রাগ জমিয়ে নিয়েই একেবারে যথাসময়ে দর্শকদের সামনে আসতেন কাজে কাজেই তাঁর ক্রোধের অভিনয়টা খুব ভালই হ'তো।

এই রকম আর একটী গল্প শোনা যায়। একবার মার্কিন থেকে একটী Senator Londonএ এসে Macreadyর বাড়ীর কাছে একটী হোটেলে উঠে ছিলেন। একদিন ভদ্রলোক রাত্তিরে ঘুমোচ্ছেন হঠাৎ "Murder, Murder শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তখুনি বন্দুক নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে সাড়া দিলেন কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। এমন সময় গৃহকর্ত্রী উপর থেকে ঝুঁকে তাঁকে বললেন যে ও কিছুনয়, Tragedian Macready Macbeth এর ভূমিকা অভ্যাস করছেন।

ম্যাকরেডী তখন সবেমাত্র রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছেন, একদিন স্বপ্নে তাঁর এক মৃত বন্ধুকে দেখতে পান—সে যেন তাঁকে খুব বকছে। তারপর যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্‌লো তখন তাঁর মনটা একটা অবসাদে ছেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু স্বপ্নদেশে এই অবসাদের রসাস্বাদন তাঁর বৃথা যায় নি। পরে তিনি যখন "হ্যামলেট" অভিনয় করতেন তখন এই ঘটনাটি মনে করে আগেকার সেই মনের অবস্থাটা চেষ্টার বলে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। তাতে তাঁর অভিনয়ে বেশ প্রাণের সাড়া পাওয়া যেত। তাছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম না করে কোনও ভূমিকা অভিনয় করতেন না। যখন থিয়েটার বন্ধ থাকতো তখনও তিনি চাবি নিয়ে থিয়েটার খুলে নিজের অংশ অভ্যাস করতেন এবং Wings থেকে ক'পা এগিয়ে এসে কোন কথা বললে বেশ শোভন হয় তাও তিনি গুনে ঠিক করে রাখতেন। গলার জোর বাড়াতে তিনি সমুদ্রের ধারে গিয়ে আবৃত্তি করতেন বলে শোনা যায়।

শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,

থিয়েটার অচল কেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Producerএর জানা উচিত, বিলাতি রুচিসম্পন্ন ধনীলোকের drawing roomএ বেতের চেয়ার টেবিল বেতের ইজি চেয়ার প্রভৃতি সজ্জিত থাকেন, ও সকল আসবাব, বরিডোরে ব্যবহার্য্য। সবার উপর drawing roomএ এক লম্বা উঁচু কাঠের ঘোড়াকি, বা দালালের আপীসের দাঁড়াইয়া লিখিবার টেবিল, প্রবেশ করাইয়া, কুরুচির চূড়ান্ত নিদর্শন দেখানো হইয়াছে! তাহার পর ভিতরের পক্ষে এক বিচিত্র কারুকার্য্য করা অঙ্কিত টেবিল, ঐ সকল আসবাবের সহিত এতো বেখাপ হইয়াছিল, তাহা বলিবার বাহিরে! শেষ দৃশ্যে ঐ সকল দোষ ত্রুটির সহিত, দেওয়ালের গায়ে এক বিরাট বুকশেলফ্ আঁকিবার কি সার্থকতা ছিল বুঝিলাম না। এই অদ্ভুত বুককেসের জন্য, ঘরের সমস্ত বাস্তব আবহাওয়া সম্পূর্ণ ভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। Psoducer মহাশয়ের যদি লাইব্রেরি কক্ষ দেখাইবার বাসনা হইয়া থাকে, তিনি ঐ অঙ্কিত সেল্‌ফ্‌টি বাদ দিয়া একটা সস্তা ছোট বুকসেল্‌ফ্ ঘরে সাজাইয়া ভলো ভাবে সুন্দর করিয়া দেখাইতে পারিতেন। এই সকল দোষ ত্রুটি production হিসাবে অমার্জ্জনীয় এবং অক্ষমতা ও কুরুচির পরিচায়ক। ইহা অতি সহজেই সংশোধন করা যাইত, এবং তাহার জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয়ও হইতনা নিশ্চয়। এই রকম drawiny room এবং Library অতি অল্পব্যয়ে কত সুন্দর করিয়া দেশী stageএ সাজানো যাইতে পারে, যাঁহারা পাথুরিয়া ঘাটা ইউনাইটেড ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত অপরেশ বাবুর "শুভদৃষ্টি" দেখিয়াছেন তাঁহারা বুঝিবেন। অবশ্য বই খানার ল্যাজা মুড়ো কাটিয়া ছাটিয়া অভিনয় করা হইয়াছিল, এবং তাহা না করিলে অভিনয় ভালোও হইত না। সে অভিনয়ে কলিকাতার সমগ্র সম্ভ্রান্ত ধনী, এবং বিদ্বান মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, এবং সকলেই একবাক্য বলিয়াছিলেন, যে সেরকম নিখুঁৎ production দেশী থিয়েটারে সেই প্রথম এবং সাধারণ থিয়েটার কোন দিন সে রকম দৃশ্য দেখাইতে পারেন নাই, সৌখীন সম্প্রদায় ত দূরের কথা! আমি নিজে সে অভিনয়ের এক প্রধান পাণ্ডা ছিলাম, কাজেই বলিতে পারি তাহাতে যে পরিমান অর্থব্যয় হইয়াছিল তাহার দশ গুণ অর্থব্যয় করিয়াছেন আধুনিক সাধারণ রঙ্গালয়, তাহা সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হইতেছে! আমার মনে হয়, এই সকল দোষ ত্রুটির কারণ, অবহেলা, এবং আধুনিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ, অক্ষম লোকের হাতে productionএর ভার দেওয়া। কিন্তু বায়স্কোপে এই সকল খুটিনাটি ব্যাপার এতো নিখুঁৎ ভাবে লক্ষ্য করা হয় যে সমালোচক বা দর্শক শত চেষ্টাতেও কোন দোষ ধরিতে পারেন না। সে দিন বন্ধুবর শিশির বাবুর সহিত এই সকল বিষয়ে কথা হইতেছিল; তিনি বলিলেন, "এদেশে পয়সা দিয়ে থিয়েটার দেখবার লোক নেই! তা না হলে দেখাতেম, কেমন না পৌরাণিক বা প্রাচিন যুগের বই চলে!" এ কথার মানে আমি বুঝিনা। যদি পয়সা দিয়ে দুই তিন ঘণ্টা ছবি দেখিবার লোকের অভাব না হয়, তবে লোকে যাহা চায়, বা দেখাইবার মতো জিনিষ দেখাইলে পাঁচ ঘণ্টা লোকে তাহা দেখিবে না? যদি রঙ্গালয় লোকমুগ্ধ করিতে না পারেন, সে জন্য লোকে দোষী নহে। ইহাতে রঙ্গালয়ের অক্ষমতাই প্রকাশিত হইতেছে! তাই আমার মনে হয় সাধারণের রুচি দেখিয়া কাজ করাই রঙ্গালয়ের কর্ত্তব্য। যিনিই বলিবেন আমি publicকে tone করিব, তিনিই গোলে পড়িবেন। অবশ্য অসাধারন প্রতিভার কথা আলাদা।

ক্রমশঃ

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২৩নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২৪ নং (দোতলা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ২৩শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

শহরের ছোট বড় ডাক্তার বাবুরা বছরে একদিন ক'রে তাঁদের রুগীদের ভগবানের হাতে ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন সকলে রঙ্গপীঠে সমবেত হ'য়ে নটরাজের পূজা করতে! রুগীদেখার মতো অস্বাস্থ্যকর্ম নিরানন্দ কাজে বৎসরের মধ্যে তিনশ'পঁয়ষট্টিদিন যাদের ষ্টেথিস কোপ আর থার্ম্মোমিটার নিয়ে কেবলই মৃত্যুমলিন যাতনা পাণ্ডুর রোগশয্যা প্রদক্ষিণ ক'রে বেড়াতে হয় তাঁদের কাছে বৎসরের এই নাট্য-পূজার দিনটি যেন স্বর্গীয় সুষমায় সুন্দর হ'য়ে আসে! এই দিনটি যেন তাঁদের আসল ছুটীর দিন! এদিনে বৃদ্ধ প্রৌঢ় তরুণ কিশোর সকল বয়সের সকল অবস্থার চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা নিজেদের ভিতরের সকল ব্যবধান ভুলে একত্রে হাত ধরাধরি করে এসে আনন্দোৎসবে যোগ দেন।

•

এবার তাঁদের সেই পূজার মণ্ডপ হ'য়েছিল নবলঙ্কৃত মনমোহন রঙ্গমঞ্চ। সুসংস্কৃত, এই বিরাট নাট্যশালায় তাঁরাই প্রথম বোধন বসালেন। তাঁদের পূজার থালে এবার যে উপচার নিয়ে তাঁরা উপস্থিত হ'য়েছিলেন সে আমাদের স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক "পরপারে"। তাঁরা 'পরপারে' নাটকখানি অভিনয় করবেন শুনে কেউ কেউ বলেছিলেন যে ডাক্তার বাবুদের এবার নৈবেদ্য নির্ব্বাচন তেমন ভাল হয়নি, কিন্তু আমরা ভেবে দেখলুম যে ডাক্তার বাবুদের পক্ষে 'পরপারের' চেয়ে যোগ্য নৈবেদ্য আর কিছু হ'তে পারে না। যাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে এবং কখন কখন বিনা পারিশ্রমিকেও শহরের অসংখ্য লোককে 'পরপারে' পাঠাতে সাহায্য করেন, তাঁরা যে এই নাটকখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করতে পারবেন তাতে আর আমাদের কোনও সন্দেহ ছিল না।

•

অভিনয় সুরু হবার কথা ছিল সাড়ে ছটায় কিন্তু পুরন্দর ঐক্যতানবাদক সম্প্রদায়ের আসতে বিলম্ব হওয়ায় তাঁরা সাতটার আগে যবনিকা তুলতে পারেন নি। নাটক অভিনয় সুরু হবার পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই একটি করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়া হয় নিমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এবং যাঁরা যাঁরা আজকের দিনে তাঁদের আনন্দ-উৎসব সর্ব্বরকমে সার্থক করে তুলবার জন্য সাহায্য করেন তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ দেবার জন্য। এবারও সে অনুষ্ঠানটি বাদ পড়েনি, তবে প্রতি বৎসর এই বক্তার ভূমিকায় অভিনয় করতেন দেওয়ান বাহাদুর হীরালাল বসু কিন্তু এবারে তাঁর পরিবর্ত্তে ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর ইংরাজী পোষাকে ইংরাজী ভাষায় অভিনয় করতেন কিন্তু নরেন বাবু এবার বাঙালীর পোষাকে বাঙলা ভাষায় এই অভিনয় ক'রে একটা দীর্ঘকালের অন্যায় আচরণের প্রতিবিধান করেছেন দেখে খুশী হওয়া গেল, কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও স্বীকার করতেই হবে যে তিনি সু-অভিনেতা হ'লেও সুবক্তা মোটেই নন। বসু মহাশয়ের বাঙলা ভাষা জ্ঞানের অভাব ও কণ্ঠস্বরের দৈন্য বশতঃ তাঁর বক্তৃতাটি সকলের কর্ণগোচর ও মর্ম্মগোচর হওয়া সম্ভব হয় নি। প্রতি বৎসর বক্তৃতায় যে সব কথা বলা হয়

ডাক্তার বন্ধু এবার তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু বলেছিলেন! তিনি আজকালকার অভিনয় সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি এবং সেই প্রসঙ্গে সমালোচকদের প্রতি একটু ঈষৎ কটাক্ষপাত করতেও ছাড়েন নি। কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেননা, যে সমালোচকরা কারুর চোখ রাঙানীকে ভয় করে না। সমালোচকরা অসুখে পড়লে ডাক্তার বাবুরা যদি তাদের বয়কট করেন তাহ'লেও সমালোচকদের মুখ বন্ধ হবে না।

•

যাক্ সেকথা, ডাক্তার বাবুরা যাই বলুন না কেন, অভিনয় করতে নামলেই আজকাল সমালোচনার হাত এড়িয়ে যাবার তাঁদের কোনও উপায় নেই। অভিনয়ের নিন্দা বা প্রশংসা শোনবার জন্ত তাঁদের প্রস্তুত থাকতেই হবে। তাঁদের 'পরপারের' অভিনয় যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া উচিত বলে আমরা আশা করেছিলুম আমাদের সে আশা সফল হয়েছে দেখে আমরা সত্যই খুব খুশী হয়েছি। সত্যকথা ব'লতে কি ডাক্তার বাবুদের 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ের পর অনেক দিন আমরা আর তাঁদের এত ভাল অভিনয় করতে দেখিনি! তাঁদের 'রিজিয়া' 'প্রতাপাদিত্য' 'রঘুবীর' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় দেখতে দেখতে আমরা ক্রমেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ছিলুম কিন্তু এবার তাঁরা তাঁদের অভিনয়ের সে পূর্ব্ব গৌরব ও সুনাম সম্পূর্ণরূপে পুনরাধিকার করেছেন দেখা গেল!

•

ডাক্তার বাবুদের এবারকার অভিনয় দেখতে গিয়ে একটা জিনিষ বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। আমরা তাঁদের দলের অনেকগুলি 'পুরাতন পাপীকে' এবার আর দেখতে পেলুম না! তাঁদের পরিবর্ত্তে একাধিক 'New Blood' এই দলের শক্তি বৃদ্ধি ক'রে এদের নবযৌবন, নূতন প্রাণ ও নবীন শ্রী দান করেছেন দেখা গেল! আমরা এই নবাগত শিল্পীদের দীর্ঘায়ু কামনা করি। এদেরই সাহায্যে তাঁদের অভিনয় যে এবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও উপভোগ্য হয়েছিল তাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই! অন্যান্য বারে প্রমোদ সূচীতে (Programme) নাট্যাচার্য্যের পরিচয় দেওয়া থাকতো, এবারকার প্রমোদসূচী কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সাহায্য করেনি। এবারকার নাট্যাচার্য্য মহাশয় সম্ভবতঃ আত্মগোপন ক'রেই থাকতে চেয়েছেন।

•

নাট্যাচার্য্য যিনিই হো'ন, সেই অজ্ঞাত কর্ম্মীকে তাঁর সাফল্যের জন্ত আমরা আজ অভিনন্দিত করছি। যাঁকে যে ভূমিকা দিলে শোভন হয়, যিনি যে অংশের অভিনয় ভাল করতে পারবেন, এবার যেন বাছাই করে সেই সেই লোককে সেই সেই ভূমিকা দিয়ে নামানো হয়েছিল! পুরুষের দ্বারা নারী চরিত্রের অভিনয় করানো যে কতখানি কঠিন সৌখীন সম্প্রদায় মাত্রেই তার খবর রাখেন, বিশেষ এই ডাক্তার বাবুদের দলের নাকি একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পণ আছে যে নায়ক নায়িকা থেকে আরম্ভ করে' মায় চাকর দাসী পাহারাওয়ালা জমীদার পর্য্যন্ত সব ভূমিকাতেই ডাক্তার ছাড়া অপর কাউকে সাজানো হবে না! এই কঠোর পণ থাকা সত্ত্বেও তাঁরা যে চারটি কঠিন স্ত্রী ভূমিকায় চারটি তরুণ প্রিয়দর্শন ও সু-অভিনেতা ডাক্তার সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিলেন এ যাঁদের বড় কম বাহাদুরী নয়।

'পরপারের' অভিনয়ে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন 'সরযু'র ভূমিকায় ডাক্তার হীরণকুমার! সরযু ধনী জমিদারের একমাত্র আদরের নাতনী হ'লেও সে হিন্দু গৃহের আদর্শ সতী। পতির প্রতি অবিচল কর্ত্তব্য পরায়ণতায় ইনি হাসি ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিতে পেরেছিলেন। হীরণ বাবুর চলা-ফেরা, দ্বারা-দাঁড়ানো, নড়া-চড়া, চাউনি, হাসি, প্রভৃতির মধ্যেই এমন একটি সুন্দর নারী-সুলভ লালিত্য ও লীলায়িত ভঙ্গী ছিল যে এঁকে পুরুষ বলে চেনাই যাচ্ছিল না। তার উপর এর সুমধুর কণ্ঠস্বর ও উচ্চ অঙ্গের অভিনয় দক্ষতা সমস্ত দর্শককে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। বিভিন্ন অবস্থায় মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইনি তাঁর কণ্ঠস্বরের যে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ক'রছিলেন এবং চোখে মুখে আকারে ইঙ্গিতে যে অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশ করছিলেন তা নারীচরিত্রবিদ্ ও নাট্যকলায় বিশেষভাবে অভিজ্ঞ একজন উচ্চ শ্রেণীর শিল্পীর উপযুক্ত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অনেক সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী স্ত্রীলোকের ভূমিকায় এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সুষ্ঠু অভিনয় করতে পারেন কিনা সন্দেহ। পুরুষ হ'য়ে তাঁর এ কৃতিত্ব অসাধারণ!

•

ডাক্তার সমর বাবুর 'হিরন্ময়ীর' ভূমিকাও অতি সুন্দর অভিনয় হয়েছে। পুরুষের বিশ্বাস ঘাতকতায় ধর্ম্মচ্যুতা, সমাজ-পরিত্যক্তা, গৃহহারা সমাজ-বঞ্চিতা এই অভাগিনী পাগলিনীর যে রূপটী তিনি আমাদের চ'খের সামনে ধরেছিলেন তা হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর কেবল সেই সুপরিহিত সুসন্নিবিষ্ট সুন্দর শাড়ীখানি আমরা অনুমোদন করতে পারলুম না। মহিমারঞ্জনের মাতার ভূমিকা নিয়ে ডাক্তার সৌরেন বাবু অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি পাকা অভিনেতা। রঘুবীরে সথার মা'র ভূমিকায় তিনি যে যশ অর্জ্জন করেছিলেন মহিমারঞ্জনের মা' হ'য়ে তিনি তাঁর সুনাম সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন। মা' হওয়া পুরুষ অভিনেতার পক্ষে বড় শক্ত কাজ। 'বাবা'র ভূমিকা তাঁরা অনেকই তাঁদের বাস্তব জীবনে অভিনয় ক'রছেন, কিন্তু 'মা' হ'তে পারেন ক'জন? 'প্রসব না ক'রেই কানাইয়ের মা' হওয়া বড় কঠিন। তার উপর এ মা একমাত্র পুত্রের অবহেলা ও লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত দুঃখিনী মা—কিন্তু সৌরেন বাবু এই কঠিন কার্য্যেও সিদ্ধিলাভ করেছেন।

•

জননীর জীবনের ভুলে ও সমাজের নিষ্ঠুর বিধি-বিধানের গুণে বেশ্যার কলঙ্কটিকা ললাটে নিয়ে যে দুর্ভাগিনী নারীকে আজীবন পঙ্কের মধ্যে বেড়ে উঠতে হ'য়েছিল তথাপি যে পঙ্কিল হ'য়ে উঠেনি, পঙ্কজিনীর মতোই জলের উপর তার নির্ম্মল মুখপদ্ম তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল—সেই 'শান্তা' বেশ্যার অশান্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন ডাক্তার হীরেনবাবু। তাঁর সঙ্গীত সকলকে সুধা বিতরণ করেছিল, তাঁর অভিনয়ও মোটের উপর মন্দ হয়নি। ভাবের বন্যায় উচ্ছ্বসিত, দ্বন্দ্ব ও দ্বিধার মধ্যে আন্দোলিত অথচ কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণা এই অদ্ভুত নারী চরিত্রের কঠিন ভূমিকায় হীরেন বাবু বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও যশের সহিত যে উত্তীর্ণ হয়েছেন একথা বলতেই হবে। মোটের উপর স্ত্রী ভূমিকা সবগুলিই এবার অতি সুন্দর অভিনয় হয়েছে! স্ত্রী-অভিনেতার অভাবে এই সব সখের দলের অভিনয় উপভোগের পক্ষে অনেক স্থলে দর্শকদের অত্যন্ত বাধা পেতে হয়। ডাক্তার বাবুদের এবারকার অভিনয়ে কিন্তু সে ব্যাঘাত সম্পূর্ণ বিদূরিত হ'য়েছিল। ডাক্তার বাবুরা নিজেরাই যখন এমন সুন্দর স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করতে পারেন, তখন, তাঁদের আর লেডী ডাক্তারদের সাহায্য নিতে হবেনা বোধ হয়!

•

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে 'বিশ্বেশ্বরের' ভূমিকায় ডাক্তার বটুবাবু ও 'দয়ালের' ভূমিকায় ডাক্তার দেবেন বাবু সর্ব্বোৎকৃষ্ট অভিনয় করেছেন! এই দুই বৃদ্ধ বাল্যবন্ধু সেদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সমস্ত গৌরব একচেটে করে নিয়েছিলেন। এদের অভিনয় এত স্বাভাবিক ও প্রাণস্পর্শী হচ্ছিল যে এদের সহযোগী 'মহাজন পার্ব্বতীর' ভূমিকায় ডাক্তার ইন্দুবাবুর অভিনয় villain হিসাবে খুব ভাল হ'লেও দর্শকদের তেমন মুগ্ধ করতে পারেনি! মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক! পাজী লোককে কেউই দেখতে পারেনা। সুতরাং ইন্দু বাবুর অভিনয় সেদিন দর্শকদের যদি মর্ম্মস্পর্শ ক'রতে না পেরে থাকে তবে সেটা তাঁর অভিনয় সাফল্যেরই লক্ষণ ব'লতে হবে।

•

মহিমারঞ্জনের ভূমিকায় সুদর্শন তরুণ ডাক্তার সনৎবাবু অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁর মাতৃভক্তিও যেমন চমৎকার ফুটে উঠেছিল, তাঁর মায়ের প্রতি অভক্তিও তেমনই চমৎকার হয়েছিল। সুবিবাহিতা পত্নীর রূপ যৌবনের প্রতি প্রেমের ছদ্মবেশে তার সেই বিপুল লালসা সনৎবাবু যেমন দেখাতে পেরেছেন—স্ত্রীর প্রতি অবহেলা ও লাঞ্ছনাও তিনি তেমনিই সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। সুচরিত্র শান্ত-স্বভাব সুখী মহিমারঞ্জন এবং লম্পট মদ্যপ বেশ্যাসক্ত হত্যাকারী দীনদুঃখী মহিমারঞ্জন এই উভয় অবস্থাতেই সনৎবাবু তাঁর অভিনয়ে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পরেশের ভূমিকায় ডাক্তার শ্যামবাবু এবং চারু ও বিনোদের ভূমিকায় ডাক্তার খগেন ও গুরুপদ বাবুও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করেছেন। বিশেষ 'চারু ও বিনোদ' যেন একেবারে 'মাণিকজোড়' হ'য়েছিল। কালীচরণের ভূমিকায় আমাদের চির পরিচিত 'বৃদ্ধ যুবক' ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু (অধীন) স্বয়ং অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। নরেনবাবু 'দিলদারের' মতো কালীচরণের যে সুন্দর দার্শনিক মূর্ত্তিটী ফুটিয়ে তুলেছিলেন আমাদের মনে হয় এইটী খুব সমিচীন হয়েছিল। তাঁর অভিনয় সকলকে প্রীত ও মুগ্ধ করেছে। আমরা এই 'বৃদ্ধ যুবকটীর' আরও দীর্ঘ যৌবন কামনা করি।

*

ভবানীপ্রসাদের ভূমিকায় প্রবীন ডাক্তার বীরেশ্বর বাবুর অভিনয় ও সঙ্গীত বেশ উপভোগ্য হ'য়েছিল। জজ উকীল দারোগা জুরি কনেষ্টবল, ওস্তাদজী সেয়ারা জেলার বাবু জহ্লাদ এ সমস্ত ভূমিকাতেই শহরের ভাল ভাল ডাক্তার বাবুরা নেমে পড়াতে কোন অংশটির অভিনয়ই বিশেষ নিন্দনীয় হয় নি। আমরা আগামী বৎসর এঁদের আবার নূতন অভিনয় দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলেম।

*

একটা অপ্রিয় ঘটনার উল্লেখ না ক'রে আমরা এই ডাক্তার বাবুদের অভিনয়ের কথা শেষ ক'রতে পারছিনি। দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে যেখানে পার্ব্বতীর বাগান বাটিতে বন্ধুবর্গ বেষ্টিত পার্ব্বতী কালীচরণ চারু বিনোদ প্রভৃতি মদ্যপান করে শান্তা বাঈজীকে নিয়ে আমোদ করবার উদ্যোগ করছে সেই দৃশ্যটির অভিনয় যখন বেশ জমে এসেছে—পাগলিনী হিরন্ময়ীর ঠিক সেই দৃশ্যে সেইখানে প্রবেশের পূর্ব্বেই হঠাৎ মাঝখানে প্রেক্ষা গৃহের সম্মুখের আসন থেকে দু'একজন নীতি ও রুচি-পাগল হোমরা-চোমরা ডাক্তার দর্শক উঠে পড়ে যে তাণ্ডব অভিনয় করলেন সে যে বিনা মাদক দ্রব্য সেবনে কোনও ভদ্রলোক ক'রতে পারেন এ আমাদের ধারণাই ছিল না। দেখা গেল 'অখাদ্য' ডাক্তার উঠে বলছেন এ দৃশ্য এখনই বন্ধ করা হোক্। এ দৃশ্য আমরা দেখবো না। সঙ্গে সঙ্গে 'ষ্টার থিয়েটার কোন দিকে জানলেও যোসব না' সম্প্রদায়ের জনৈক প্রবীন ডাক্তার উঠেও ষ্টেজের উপর কালীচরণ বেশে অভিনয় করতে নিযুক্ত ডাক্তার নরেন বাবুকে সম্বোধন করে বলে উঠলেন—'নরেন তুমি এসব দৃশ্য অভিনয় করবেই যদি জানো তবে আমাদের নিমন্ত্রণ করে আনলে কেন? বন্ধ কর এ অভিনয়। আমরা এরূপ দৃশ্য দেখতে চাইনি। আমরা এ স্থান পরিত্যাগ করে চলে যাব।

*

নীতির উৎকট গোঁড়ামী ও শুচিবায়ু গ্রস্ত রুচি বিকার শিক্ষিত ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকদেরও সময়ে সময়ে যে কি শোচনীয় অসভ্য ও বর্ব্বর ক'রে তোলে তার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বড় সহজে কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না, যেমন সৌভাগ্য বশতঃ মনমোহন রঙ্গমঞ্চে আমরা সেদিন দেখতে পেলুম। সংস্কৃত সাহিত্যে একটা প্রবাদ বাক্য বহুকাল থেকে চলে আসছে যে—'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—শিরসি মা' লিখ, মা' লিখ'—! একথাটা যে কত সত্য তা প্রমাণ ক'রেছে সেদিন ঐ দুটি ডাক্তার 'অখাদ্য' ও 'অনার্য্য'! 'অখাদ্য' ডাক্তার ও ডাক্তার অনার্য্য মহাশয় সেদিন রঙ্গালয়ে নাট্যাভিনয়ের রসোপভোগে শুধু যে তাদের বিরাট অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন তা' নয়—সভ্য সমাজে প্রচলিত সমস্ত শিষ্টাচারের বহির্ভূত অতি গর্হিত ও অমার্জ্জনীয় অন্যায় আচরণ ক'রে মানুষ হিসাবে নিজেদের অসীম দৈন্য ও সঙ্কীর্ণতার অনাস্থ হেয় ও অশ্রদ্ধেয় চিত্র প্রকাশ করেছেন।

*

অভিনয় যদি কোনও শিক্ষিত ভদ্র দর্শকের ভাল না লাগে তাহ'লে তিনি প্রেক্ষাগৃহ পরিত্যাগ করে নীরবে প্রস্থান করেন। তিনি দর্শকের আসনে উঠে দাঁড়িয়ে অভিনেতাদের সম্বোধন করে কিছু বলে গোলমাল বাঁধিয়ে অভিনয়ে বাধা দেন না এবং অন্যান্য দর্শকগণের আনন্দ উপভোগে ব্যাঘাত উৎপাদন করেন না! এই হ'ল রঙ্গালয়ের প্রচলিত শিষ্টাচার। কোনও দর্শক সুরাপান করে প্রমত্ত অবস্থায় রঙ্গালয়ে এসে যদি নেশার খেয়ালে কখন কচিৎ এরকম কিছু ক'রে ফেলেন তাহ'লে রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই অযোগ্য দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহ থেকে নিষ্কাশিত করে দেন। সেদিন এই দুই পক্ককেশ বৃদ্ধ ডাক্তার যে ব্যবহার করেছেন সেটা অপরাধ হিসাবে সুরামত্ত দর্শকের অত্যাচারের চেয়েও হীন ও অমার্জ্জনীয় কারণ তাঁরা অপ্রমত্ত অবস্থায় করেছেন!

*

বাগানবাড়ীর দৃশ্যাভিনয়টি যদি সত্যই তাঁদের রুচি ও নীতির বিরোধী বলে বোধ হয়েছিল তবে মুখ টিপে নিঃশব্দ চরণে তাঁরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন না কেন? সেই ত শোভন ও উপযুক্ত হ'তো! তা না করে দর্শকের আসনে উঠে দাঁড়িয়ে সভ্যতার বিধি লঙ্ঘন করে গোলমাল করে অভিনয়ে বাধা দিয়ে অন্যান্য দর্শকদের আনন্দে ব্যাঘাত উৎপাদন ক'রে তাঁরাও একটা দৃশ্যাভিনয় করতে লাগলেন। কর্ত্তৃপক্ষের তখন উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ সবিনয় তাঁদের স্থানত্যাগ করবার জন্য অনুরোধ করা। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু যখন রঙ্গমঞ্চের উপর 'কালীচরণ' বেশে অভিনয় করছেন তখন দর্শকের আসন থেকে তাঁকে নাম ধ'রে ডেকে কিছু বলবার বা চোখ রাঙাবার অধিকার কোনও দর্শকের নাই, এ জ্ঞানটুকুরও যাদের অভাব সেই সব শুক্লকেশ অসামাজিক অর্ব্বাচীনদের কথার উত্তরে কিছু না বলে নরেন বাবুর উচিত ছিল দলের অধ্যক্ষ বা সম্পাদককে আদেশ করা—তাঁদের নিঃশব্দে তুলে বার করে দিয়ে আসবার জন্য। তিনি সেটী না ক'রে অত্যন্ত ভুল করেছেন! দর্শকদের মধ্য থেকে কে একজন ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে তাঁকে বারম্বার এই অনুরোধই করেছিলেন এবং তাঁর আশে পাশের আমরা অনেকেই ভদ্রলোকটির সেই সাধু প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছিলুম কিন্তু বড় বড় ডাক্তারদের বড় বড় কাণ্ড দেখে তিনি ভড়কে গিয়ে তাঁদের প্রলাপের উত্তর দিতে চেষ্টা করে ও পরে যবনিকা ফেলে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলেন। যাই হোক্, কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই যখন যবনিকা উঠলো তখন, সেই দুটি মাত্র প্রাণীর আপত্তিকর দৃশ্যটীই আবার অভিনয় হচ্ছে দেখে দু'হাজার দর্শকবৃন্দ আনন্দে করতালি দিয়ে তাঁদের সাদর অভিনন্দন জানালেম। আমরা উঁকি মেরে দেখলুম আপত্তিকারীরা এবার বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র ও লক্ষ্মী ছেলের মতোই ব'সে অভিনয় দেখতে লাগলেন! উঠে যাবার কোনও চেষ্টাই মোটে করলেন না। তখন বোঝা গেল যে এরা বোধ হয় প্রকাশ্যভাবে বহুলোকের সম্মুখে নিজেদের সুরুচি ও সুনীতির অবতার বলে প্রচার করবার বা বিজ্ঞাপিত হবার দুরভিসন্ধি নিয়েই এই কার্য্য করেছিলেন।

*

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন নক্সা 'ডারবি টিকিট' ও স্বর্গীয় মনমোহন গোস্বামীর 'সংসার' নাটক নিয়ে মিত্র থিয়েটার আগামী ১লা

ডিসেম্বর নব-সংস্কৃত মনমোহন রঙ্গমঞ্চে নবপর্য্যায়ে তাঁদের অভিনয় সুরু করবেন। নূতন গৃহে আমরা তাঁদের নবীন সৌভাগ্য কামনা করি।

*

ষ্টার থিয়েটার বহুদিন পূর্ব্বে অপরেশচন্দ্রের ‘রক্তরাখী’ নামে একখানি নূতন নাটক অভিনয় করবেন বলে বিজ্ঞাপন প্রচার করেছিলেন, বোধ হয় সে আর হ’য়ে উঠলো না দেখে তার পরিবর্ত্তে তাঁরা আজ অপরেশ চন্দ্রের ‘রাখী-বন্ধন’ পরিবেষন করবেন বলে আর একখানি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। যাক্ ‘রাখী’ পেলেই হোল’, তবে রক্তহীন এই যা! রাখীবন্ধন অপরেশচন্দ্রের একখানি স্বরচিত পুরাতন নাটক। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য লেখক ইবসেনের ‘ওয়ারীয়ার্স অফ হেলজীল্যাণ্ড’ অবলম্বনে লিখিত। এই নাটকখানি আর্ট থিয়েটারের জন্মলাভের পূর্ব্বে ষ্টারে প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। শ্রীমতী তারাসুন্দরী এই নাটকে ‘ধারা’র ভূমিকায় যে অপূর্ব্ব অভিনয় করতেন, সে আর অন্যের দ্বারা হওয়া সম্ভব কিনা আমরা চোখে না দেখলে মনে করতে পারিনি। তবে অন্যান্য ভূমিকা যে সেবারের চেয়ে আরও অনেক ভাল হবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

*

শোনা যাচ্ছে ‘নাট্যমন্দির ‘নরনারায়ণ’কে আবাহন করে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই শরৎচন্দ্রের ‘ষোড়শী’ সাধনার আয়োজন করবেন।—‘নরনারায়ণে’ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাকি তাঁর গৃহীত ভূমিকার অভিনয়ে এক নূতন চরিত্র সৃষ্টি করে দেখাবেন! আগামী বুধবার প্রথম রজনীর অভিনয় দেখে এসে আমরা সে খবর দেবো!

রামচন্দ্রের মানহানির মামলা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্বাস্থ্যকার রামভক্ত সিংহ ম’শায় এর ভিতরে কোথায় রামের “বৈকাস প্রতিজ্ঞা” দেখলেন? এর মধ্যে বৈকাসত্ব কোথায় প্রকাশ পেয়েছে? বাল্মীকির রাম সীতা নির্ব্বাসনে যে কতদূর শোকোন্মত্ত হয়েছিলেন তা পূর্ব্বেই দেখিয়েছি। ভবভূতির রাম যে কতদূর বিচলিত চিত্ত পত্নী-শোকাতুর পাগলের মত হয়েছিলেন—তার পরিচয় ভবভূতির উত্তরচরিতে প্রতি পাতায় পাতায় দৃষ্ট হবে, বিশেষতঃ “ছায়া” নামক তৃতীয় অঙ্কে তাহা পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। বাল্মীকির রাম অনেক স্থানেই বলেছেন যে তিনি সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন—কেবলমাত্র রাজার কর্ত্তব্যের অনুরোধে! তিনি নিজ মুখে স্বীকার ক’রেছেন—যে তিনি এ কাজ ক’রে পুণ্যের বদলে পাপ অর্জ্জন করেছেন মহাঅপরাধ ক’রেছেন। প্রাণের সত্যকে বাধ্য হয়ে জর্জ্জরিত করে তুলেছিলেন। রামায়ণে রামের নিম্নলিখিত কথাতেই ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। বাল্মীকি যখন রামকে ব’ললেন—‘সীতার পঞ্চভূতের সমষ্টি-স্বরূপ শরীর, মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে বিন্দুমাত্র পাপ নাই।” “রাম মহামুনি বাল্মীকির নিকট তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইলেন—রামায়ণে রামের কথাগুলি এই—

“লোকাপবাদো বলবান্ যেন ত্যক্তা হি মৈথিলী
সেয়ং লোকভয়াদ্ব্রহ্মন্নপাপেত্যভিজানতা।
পরিত্যক্তাময়া সীতা তদ্ভবান্ ক্ষন্তুমর্হতি॥”

অর্থাৎ—“ব্রহ্মণ! লোকনিন্দা অতি বলবান্; সেই ভয়েই আমি সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করুন।”

রামের উক্তিগুলি পড়লে বোধগম্য হবে—যোগেশবাবুর রাম কপটতার ধার দিয়ে একেবারেই যান নি। তিনি রামের মহৎ চরিত্রকে মহত্তর করেছেন। দৃষ্টান্ত দিতেছি—

রাম। প্রিয়ে ক্ষমাযোগ্য নহে অপরাধ
তবু ক্ষমা চাই।
দেবী তুমি, ক্ষমা করিবে না?
শোন প্রিয়ে কহি সত্য কথা—
রূঢ়-সত্য অতীব কঠোর!
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠ-বিষ সম—হলাহল
আকণ্ঠ করেছি পান—
অতি তীব্র বিষবহ্নি! জ্বালায় তাহার
মর্ম্ম মোর দহে নিরন্তর;
তবু বিষ উগারিতে নারি। ইত্যাদি

সীতা। নাথ—
বুঝিলাম সব
কালচক্র নিয়ত ঘুরিছে
সেই চক্রে নিপতিত আমি।
তোমার কিছুই দোষ নাহি,
আমি কি জানিনে নাথ
কত তুমি ভালবাস দাসীরে তোমার।
আমি সহধর্ম্মিণী তোমার
ধর্ম্মকার্য্যে সত্যের পালনে
কভু বাধা নাহি হব।

রাম। সীতা—সীত—প্রাণেশ্বরি!

সীতা। দেবতা আমার,
প্রভু রাজ রাজেশ্বর—!
তুমি দণ্ড দিয়াছ দাসীরে
নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিনু
দণ্ডাদেশ।
প্রেম, ঘৃণা, কৃপা, অকরুণা
তোমার সকলি প্রিয়, ওগো প্রিয়তম।

সীতা। প্রাণনাথ—
যাই তবে দেহ পদধূলি
তোমার বিদায় বাণী
অবশিষ্ট জীবনের পাথের আমার
বঞ্চনা ক'রোনা তায়।

রাম। সীতা প্রাণেশ্বরী!
—হে বরেণ্য সবিতা দেবতা
তুমি সাক্ষী, তুমি
জানো মোর অপরাধ
বিনা দোষে রূঢ় অবিচারে
হৃদয়ের ধন, বলে
ডালি দিই—
তুমি রক্ষা কর দেব—তব কুলবধূ।"

এ হ'তে প্রকৃষ্ট রূপে বোঝা যায় যোগেশবাবু রামকে কতদূর উন্নত ও মহৎ ক'রে এঁকেছেন। রাম এখানে কীরূপ দৃঢ়প্রতীজ্ঞ তাঁর কর্ত্তব্য সাধন ক'র্ত্তে—কিন্তু এতে ক'রে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে;—এস্থলে রামের বজ্রকঠোর মূর্ত্তি প্রকাশিত হ'য়েছে—অথচ এই কঠোরতার তলে তলে কি কোমলতার অমিয় নির্ঝরধারা!

যোগেশবাবুর সীতা বাল্মীকির সীতার ঠিক প্রতিচ্ছবি বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সীতা নির্ব্বাসিত হবার পর লক্ষ্মণকে বল্‌ছেন—

শিরসা বন্দ্য চরণৌ কুশলং ব্রুহি পার্থিবম্
বক্তব্যশ্চাপি নৃপতির্দ্ধর্ম্মেষু সুসমাহিতঃ॥
জানাসি চ যথা শুদ্ধা সীতা তত্ত্বেন রাঘব
উক্ত্যা চ পরয়াযুক্তা যা হিতা তব নিত্যশঃ॥
অহং ত্যক্তা চ তে বীর অযশো ভীরুণা জনে।
যচ্চতে চাণীয়ং স্যাদপবাদঃ সমুত্থিতঃ॥
ময়া হি পরিহর্ত্তব্যং ত্বং হি মে পরমা গতিঃ।
বক্তাব্যশ্চৈব নৃপতি ধর্ম্মেণ সুসমাহিতঃ॥
যথা ভ্রাতৃষু বর্ত্তেথস্তথা পৌরেষু নিত্যদা
পরম হ্যেষ ধর্ম্মস্তে তস্মাৎ কীর্ত্তিরনুত্তমা॥"

যোগেশবাবুর সীতা রামকে এতগুলি কথা বলেন নি বটে—তবে তিনি হৃদয়-রুদ্ধ বেদনার দু'একটী সত্যবাণী ব'লে চিরআরাধ্য স্বামীর চরণ হ'তে বিদায় গ্রহণ করেন। বাল্মীকি যে tragic situation সৃষ্টি ক'রেছেন তার চেয়ে আলোচ্য নাটকে সীতার বিদায় দৃশ্য কি অধিকতর হৃদয় বিদারক? নাটকে এই tragedy প্রয়োজন আছে কাব্যে না থাকতে পারে! (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

পাথে কোম্পানীর ছায়াচিত্র

আজকালকার দিনে ছায়াচিত্রের কদর যে কতখানি তা বোধ হয় কাউকে বুঝিয়ে ব'লতে হবে না। পৃথিবীর সভ্যতা যেখানেই বিস্তৃত হয়েছে সেখানেই ছায়াচিত্রের রীতিমত আদর! এটা যে শুধু মানুষের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির একটা খোরাক মাত্র তা বলা যায়না এটা সকলের জীবনযাত্রার একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ বল্লেও অত্যুক্তি হয়না। আমোদ মানুষের জীবনীশক্তিকে বর্দ্ধিত ক'রে তোলে, পরিশ্রম ও চিন্তার ভারে কাতর হয়ে মানুষের মন স্বভাবতঃই বিশ্রাম খোঁজে এবং সেই বিশ্রামের মুহূর্ত্ত গুলিকে সুখকর করে তোলে নির্দ্দোষ আমোদে। ছায়াচিত্রকে এ বিষয়ে প্রাধান্য দিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। একাধারে জ্ঞান ও চিত্তের আনন্দ বর্দ্ধিত ক'রে মানুষের মনকে প্রসারিত করবার ক্ষমতা ছায়াচিত্রের আছে অসাধারণ! দেশ বিদেশের অমূল্য সাহিত্যের বিচিত্র সৃষ্টিকে, বিশ্ব প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য রাশিকে নিমেষে চক্ষের সম্মুখে সে যখন বাস্তব রূপে ফুটিয়ে তোলে তখন মনে হয় যেন রূপ-কথার রাজকন্যা সোনার কাঠির পরশে জেগে উঠ্‌লো।

অথচ দর্শকদের সেই অনুপাতে যা দর্শনী দিতে হয় তা বিনামূল্যের কোঠায় অনায়াসে ফেল্‌তে পারা যায়।

পাশ্চাত্যদেশে এর আদর আমাদের চেয়েও অধিক এবং ছায়াচিত্রের উন্নতির জন্য সে দেশের লোকে অর্থ ও পরিশ্রম দিতে একটুও কার্পণ্য করে না। বায়স্কোপের চিত্র এদেশে প্রথম আমদানী করেন সুবিখ্যাত পাথে কোম্পানী। পাথে কোম্পানীর নাম জগতের ছায়াচিত্রের ইতিহাসে চিরস্মরনীয়! বিশেষতঃ ভারতে। এই কোম্পানীই ভারতবর্ষে বহুস্থানে সুবিখ্যাত চিত্র সুন্দরভাবে প্রদর্শন করান সর্ব্বপ্রথম এবং তাঁদের "পাথে গেজেটে" দুনিয়ার প্রয়োজনীয় ঘটনা গুলিকে চিত্রে গ্রথিত ক'রে দেখাবার যে সুন্দর আয়োজন করেছেন তা' শুধু বর্ত্তমানের নয় ভবিষ্যতের ইতিহাসেও অমর হয়ে থাকবে।

বায়স্কোপ জিনিষটা যে কি তা ভারতের জনসাধারণের নিকট যখন তাঁরা প্রথম প্রদর্শন করান তখন থেকেই তাঁরা বিশেষ ভাবে তাদরও উৎসাহ পেয়ে আসছেন। ক্রমে ক্রমে এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখ্‌বার জন্য সকলের এত আগ্রহ হয় যে প্রতি প্রদেশেই এদের তার জন্য আয়োজন কর্ত্তে হ'ল।

১৯০৭ সালে মিঃ হেগের (Mr. Hague) তত্বাবধানে বোম্বায়ে অফিস খোলা হ'ল। তারই সুদক্ষ পরিচালনায় অতি সামান্য অবস্থা থেকে কোম্পানীর শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়্‌লো সমস্ত ভারতময়। এখনও মিঃ হেগ্‌ পাথের উন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে পরিশ্রম করেন। তাঁরাই একমাত্র ভারতের সমস্ত চিত্র ব্যবসায়ীদের ফিল্ম ভাড়া দিয়ে থাকেন।

এই কোম্পানীর প্রচেষ্টা দেখেই ম্যাডান সাহেব একটি ভারতীয় কোম্পানী গঠন করেন এবং এখনও তাঁদের কাছ থেকে অনেক উৎকৃষ্ট ফিল্ম ভাড়া নিয়ে দেশ বিদেশে প্রদর্শন করান।

শুধু যে ভারতেই "পাথের" প্রতিষ্ঠা তা' নয় জগতের প্রায় সমস্ত স্থানেই এদের সম্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট এবং এমন স্থান খুব কমই আছে যেখানে এদের কোন অফিস নেই। বোম্বায়ে এপোলো ষ্ট্রীটে একটা ছোট্ট বাড়ীতে আগে এরা অফিস করেছিলেন এখন ব্যালার্ড ষ্ট্রীটে এরা বায়স্কোপের জিনিষ পত্র যাতে উৎকৃষ্ট ভাবে সংরক্ষিত হতে পারে এমন ভাবে এক সুবৃহৎ বাড়ী প্রস্তুত করেছেন সমস্ত বাড়ীটাই (Fire Proof) অগ্নিবারক! আগুন লাগলেও কিছুমাত্র ক্ষতি হইবেনা। হাজার হাজার ফিল্ম্‌ দেশ বিদেশে চালান হচ্চে, প্রতিদিন সেই গুলিকে সুরক্ষিত করে রাখবার বন্দোবস্তও অভিনব। তা ছাড়া চিত্রপ্রদর্শনী গৃহটিও চমৎকার, যাঁরা ফিল্ম এদের কাছ থেকে ভাড়া নেন তাঁদের ছবি দেখাবার জন্যে এটা প্রস্তুত হয়েছে। এরকম বায়স্কোপের অফিস এবং বায়স্কোপের বিচিত্র সরঞ্জাম ও সংরক্ষণ-স্থান সমস্ত প্রাচ্যে মাত্র এই একটি। লাখ লাখ ফিট ফিল্ম্‌ এদের আড়তে মজুত রয়েছে।

বায়স্কোপের ফিল্ম বিক্রয়ই এদের একমাত্র ব্যবসা নয়, বায়স্কোপ তুলতে, দেখাতে, তৈরী করতে যে কোন জিনিষ দরকার তা সমস্তই এদের কাছে মজুত। ছবি তুলতেও এরা রীতিমত ওস্তাদ! তাই "পাথের" ছবি কখনও অযত্ন হয়না কারণ এ বিষয়ে তাঁরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জগতের কোন সিনেমা হাউসেই তাদের ছবি অনাদরণীয় হয়নি।

আর একটা বিষয়ে এখনও জগতের সমস্ত ছায়াচিত্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে এরা শ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন—বহুবর্ণের ছবি তোলবার জন্যে। এই coloured pictures তুলতে যে কি কঠোর পরিশ্রম দরকার তা বায়স্কোপ কোম্পানীওয়ালারাই জানেন। যাঁরা 'পাথের' বর্ণচিত্র দেখেছেন তাঁরা বুঝবেন এই সব ছবি কত সুন্দর দেখতে। এই বিচিত্র ছবি যখন চোখের সামনে ভেসে উঠে, তখন মনে হয় যেন স্বপনপুরীর কোন এক অজানা অপূর্ব্ব দেশের দুয়ার খুলে গেল চোখের সাম্‌নে। 'Pathe Serial' ও এখনও জগতে অদ্বিতীয়!

বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ চিত্র তুলে স্কুল কলেজের ছাত্রদের জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত করবার সবিশেষ আয়োজন এরা করেছেন। এই সমস্ত "Interest Film"এর কদর বিলেতের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে। ফুল কি করে' ফুটছে, রোগের আক্রমণ কি ভাবে হয়, বড় কারখানা কি ভাবে চল্‌ছে তার প্রত্যেক খুটি-নাটি এরা তুলে নিচ্ছেন ছবিতে। সুদক্ষ কারিগর দিয়ে বায়স্কোপের কল এরা তৈরী করছেন প্রত্যেকেই যাতে প্রতিদিন অতি অল্প আয়াসে আনন্দ বিতরণ করতে পারে।

আর একটা অপূর্ব্ব জিনিষ এরা তৈরী করেছেন "Pathe Baby" নাম দিয়ে একটা অতিক্ষুদ্র কল-যার সাহায্যে বেশ মাঝারী গোছের ছবি দেখান যায়। শুধু এটা ছবি দেখাবার কল নয় এর দ্বারা চলচ্চিত্র তোলা যায়, আবার সাধারণ ক্যামেরার কাজও চলে। বৈদ্যুতিকশক্তি সঞ্চার করবার যন্ত্রও এরই সঙ্গে লাগিয়ে কিম্বা ইলেক্‌ট্রিক প্লাগে লাগিয়েও কাজ চলে। ঘরে ঘরে লোকে যাতে আমোদ উপভোগ করতে পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। এই কলটী অনায়াসে পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যায়। এরই জন্যে আজকাল অনেক (Film) ফিল্ম তৈরী হচ্ছে! শেষ হলেই বাজারে খুবই অল্পদামে ছাড়া হবে। এ বিষয়ে যাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী তাঁরা Ballased Estate, Bombay এই ঠিকানায় পত্র লিখে জানতে পাবেন। 'পাথের' সমস্ত প্রচেষ্টা যিনি জয়যুক্ত করেছেন তার নাম (Mr. Alex Hague) এলেক্স হেগ। এই ভদ্রলোকের কঠোর পরিশ্রমে ভারতের আনন্দ নিকেতনের প্রধান ভিত্তি পাকা হয়ে রইল।—

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

থিয়েটার অচল কেন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এইবার আমি নাটকের কথা বলিব। সাধারণে সর্ব্বদাই অভিযোগ করেন, "কি ছাই থিয়েটার দেখতে যাবো! ভালো বই কোথা? যা সেই মামুলী তাই চলছে! এই অভিযোগের জন্য নাট্যকারের চেয়ে থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণই বেশী দোষী। কিরকম নাটক জনপ্রিয় হইবে সে ধারণা তাঁহাদের নাই। ভালো নাটক থিয়েটারে অভিনীত না হইলে কিছুতেই থিয়েটার চলিবে না।—কিন্তু ভালো নাটক কাহাকে বলে? রবীন্দ্রনাথের বিসর্জ্জন, দ্বিজেন্দ্রলালের সীতা, কি গিরিশচন্দ্রের অশোক, এ সকল কি ভালো নাটক নহে? অবশ্য এগুলি ভালো নাটক; কিন্তু এগুলি নাটকের চেয়ে কাব্যই বেশী করিয়া। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, নাটক, কাব্য, এবং রূপক এক জিনিষ নহে। একের সহিত অন্যের যোগ আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেকটীর একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট আছে। কাব্য এবং রূপক জাতীয় জিনিষ রঙ্গালয়ে সাধারণ দর্শকের কাছে স্থান পাইবে না। শুনিয়াছি সেকালে লোকে যাত্রা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া আকুল হইত। কি এযুগে যাত্রার কিম্বা কীর্ত্তনের নামে লোকে পিছাইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয় পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে, এখন সকলেরই রুচিনীতি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, এখন এই স্বাধীনতা পীয়াসী যুগে, লোকে খোলা গাড়ি করিয়া স্ত্রী কন্যা, পুত্রবধুকে লইয়া থিয়েটার দেখিতে আসেন, সাধারণের সহিত একাসনে পাশাপাশি বসিয়া দেখিতে মোটেই কুণ্ঠিত হন না; এই যে cultur এর যুগ, এ যুগের নাটক এই যুগোপযোগী না হইলে লোকে দেখিবে কেনো? এখনকার যুগ industrial যুগ; এ যুগে কল্পলোকের কাব্য কাহিনী লোকে থিয়েটারে বসিয়া দেখিবে না, তাহার রস উপভোগ করিবে, আপনার গৃহে বসিয়া পড়িয়া, ক্লাবে পাঁচজনের সহিত আলোচনা করিয়া। ধরুণ যদি শেলীর Prometheus lenbound, কি Hellas, কিংবা কালিদাসের মেঘদূত হেঁচ্‌ড়ে টানিয়া আনিয়া অভিনয় করা হয়, লোকে পড়িয়া তাহার যে রস পান, কল্পনায় তাহার যে দৃশ্য আঁকেন, তাহার এক অংশও কি পাইবেন? কাজেই সে অভিনয়ে পয়সার আশা করা বিড়ম্বনা। তাই আমার মনে হয়, এই কবিতা-প্রধান দৃশ্যকাব্য গুলির ক্রমান্বয় অভিনয়ের ফলে, রঙ্গালয় দর্শকগণের কাছে এক-ঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইহাও অচলতার একটা কারণ। এখন যদি আমরা উপন্যাস জগতের (আমাদের দেশের) ক্রমবিকাশের কথা আলোচনা করি, তাহা হইলে স্পষ্ট দেখি যে, দুর্গেশনন্দিনী, রাজসিংহ, বা মৃণালিনী, কিংবা মাধবীকঙ্কন প্রভৃতির যুগ আজ আর নাই; এখন আসিয়াছে, পল্লীসমাজ, দত্তা পরিনীতা, দেবদাস, পোষ্যপুত্র প্রভৃতির যুগ, এখন আসিয়াছে, নরেশ বাবু চারুবাবু, প্রভাত বাবু, মাননীয়া সীতাদেবী, শান্তা দেবী প্রভৃতির যুগ! তেমনি, ইউরোপের নাটকের ক্রমবিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যায়, সেক্সপীয়ার, বেনজনসন্, শেরিডেন প্রভৃতির যুগ ভাসিয়া গিয়াছে, এখন আসিয়াছে ইবসেন্ বারনার্ড শ, গলস্ওয়াদি, প্রভৃতির যুগ। এখানে, আমি মেটারলিঙ্ক, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ,ইয়েট্স্ প্রভৃতিকে বাদ দিলাম, কারণ যাহা Mystic, এবং খুববেশী intelectual তাহা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সুবিধার জিনিষ নহে। আমাদের দেশে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমান, Art থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত বিশ্বকবির গৃহ প্রবেশ।

(ক্রমশঃ)

ডাকঘর

শ্রদ্ধেয় নাচঘর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

"লেখা"র প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে বসে শ্রীযুক্ত প্রমোদ রঞ্জন দাশ গুপ্ত মহাশয় প্রথমেই শিশির বাবুর অভিনয়ের তীব্রসমালোচনা ক'রে তাকে বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা তো দূরের কথা, তাকে প্রথম শ্রেণীর নট বলতেও অস্বীকার করেছিলেন। হয়ত' উদ্দেশ্য ছিল আটঘাট বেঁধে পরে তিনি তাঁর আদর্শের গুনগান করবেন। এইবার তিনি তার যথার্থ মত "লেখায়" প্রকাশ করেছেন। তার মতে যথার্থ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হচ্ছেন একমাত্র শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। অবশ্য এ আমরা বহুপূর্ব্বেই অনুমান করেছিলুম।

কিন্তু হঠাৎ নাট্য সমালোচক হবার প্রবল ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে প্রমোদবাবু যে সব যুক্তির অবতারণা করেছেন সেগুলি নেহাৎ যেন 'নীলকমলের বেহালা বাজানোর' মত! তিনি তাঁর নিজস্ব মত তাঁদের নিজস্ব পত্রিকা মারফৎ ব্যক্ত করেছেন—তার এ প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু তার ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে প্রমোদ বাবুর যখন যা মনে এসেছে তাই তিনি বলে গেছেন অবাধে। কখনও বলেছেন—বিভিন্ন চরিত্র অভিনয় করতে বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে,অর্থাৎ অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের উপযুক্ততার যথেষ্ট প্রয়োজন; আবার কখনও বলছেন—"কণ্ঠস্বর অভিনয়ের একটা খুব বড় জিনিষ নয়"। কারণ, তাঁর আদর্শ অহীন্দ্র বাবুর ঐ জিনিষটার একান্ত অভাব! একস্থানে প্রমোদ বাবু বলছেন—"অভিনয়কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে তুলতে সব যায়গায়ই যে মিষ্ট কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন তার কোন মানে নেই"; আবার অপর জায়গায় বলছেন—"দেব চরিত্র অভিনয় করতে মিষ্ট কণ্ঠস্বর অত্যাবশ্যক" তার আদর্শ অভিনেতার কণ্ঠস্বর যে কর্কশ এ সত্য তিনি স্বীকার করেছেন এবং এও স্বীকার করেছেন যে 'কুমার সেন' 'প্রবীর' ও 'দারার' ভূমিকায় সে কণ্ঠস্বর অতি বিশ্রী রকম বেমানান হয়েছিল, এবং সব চেয়ে হাসির কথা এই যে হাস্য-রসের ভূমিকায় অহীন্দ্র বাবুর শক্তির পরিচয় এখনও তিনি পাননি, কিন্তু তত্রাচ প্রমোদবাবু বলছেন—"অহীন্দ্র বাবুর শক্তিকে যদি সর্ব্বতোমুখী বলা যায় তাহলে খুব বেশী অতিরঞ্জিত হবে না"!

কেবল মাত্র বৃদ্ধের ভূমিকায় অহীন্দ্র বাবুর কণ্ঠস্বর চমৎকার খাপখেয়ে যায়! যুবকের ভূমিকায় সে কণ্ঠস্বর কিন্তু মোটেই মানায় না, বরং কানে অত্যন্ত কটু লাগে! তাই তাঁর সাজাহান, চন্দ্রবাবু, সেলুকাসের আমরা—প্রভূত প্রশংসা করি, কিন্তু কুমারসেন, প্রবীর, নগেন্দ্রদত্তর নয়।

প্রবন্ধের শেষের দিকে প্রমোদবাবু বলেছেন—"অহীন্দ্রবাবু দেশের কাছ থেকে এখনও তাঁর প্রাপ্য সম্মান পাননি"—এবিষয়ে আমাদের যথেষ্ট মত-ভেদ আছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এই নবীন অভিনেতা যে সম্মান দেশের কাছ থেকে পেয়েছেন তা অতি অল্প নটের ভাগ্যেই ঘটে; তবে প্রমোদবাবুর যা মনোগত ইচ্ছা—সে ইচ্ছা কোনদিন পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে! তাই সেদিন আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু প্রমোদবাবুর লেখাটি পড়ে শচীন বাবুর সেই কথা কয়টির পুনরুক্তি করে বলছিলেন—অহীন্দ্র বাবুর অকপট ভক্তের এই নিষ্ফল স্তোত্র গাওয়া has been a tragedy of pious intention self defeated.

ইতি—

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৮ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

দেখে এলুম—মিনার্ভার "ধর্ম্মঘট" একটা বিরাট ফাঁকি। নাটক বা অভিনয়ের দিক দিয়ে নয়,—ফাঁকি যা কিছু ঐ চিত্তাকর্ষক নামটার পিছনেই! নাটক খানি রচনা ক'রতে শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় চৌধুরী এম-এল-সি মহাশয় হয়ত' যথা সাধ্য পরিশ্রমই করেছেন, কোথাও এতটুকুও ফাঁকি দেবার চেষ্টা সম্ভবতঃ করেন নি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিব গ'ড়তে গিয়ে, তিনি বানর গড়ে বসেছেন। "ধর্ম্মঘট" বা "Strike ব'লতে যা বোঝায় সেই 'ষ্ট্রাইকের' কোনও রকম Striking featureএর মধ্যে নেই! এ 'ধর্ম্মঘট' কোনও খনির মজুরদের নয়, কোনও কলের কুলিদের নয়, কোন কারখানার কারিকরদের নয়, কোনও কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের নয়!"

*

অর্থাৎ কিনা—যত রকম শ্রমিকদের 'ধর্ম্মঘট' আজ পর্য্যন্ত ঘটেছে এই দুনিয়ার চতুর্দ্দিকে—এবং যেগুলোর সঙ্গে দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিতসকলেরই কিছু না কিছু পরিচয় আছে, শ্রীযুক্ত কে সি রায় চৌধুরী দেখলুম অতি সযত্নে সে গুলি পরিহার ক'রেছেন! এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে—তবে তিনি কী নিয়ে এই 'ধর্ম্মঘট' সৃষ্টি করলেন?—সে কথার উত্তরে আমরা ব'লবো—সেইখানেই তো এই রাষ্ট্রসভার শ্রমিক প্রতিনিধি রুপী রায় চৌধুরী মহাশয় অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন!

*

যে সমস্যা এদেশে কেন—যুরোপেও এখনও ঘনিয়ে উঠেনি, তিনি তারই সম্ভাবনা কল্পনা ক'রে এই 'ধর্ম্মঘট' স্থাপন করেছেন। কুলি মজুর কারিকর

আমিন—চিত্রকর উইলিয়ম ও টলষ্টয়

মিস্ত্রী বা কর্ম্মচারীদের ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সম্ভবতঃ নূতন হবে বলে যিনি যত চাকর দাসীদের জড় করে এই 'ধর্ম্মঘট' আমদানী করেছেন। তবে একথা ঠিক যে তিনি ঝী চাকরদের যে সব অভিযোগের অবতারণা করেছেন তা একেবারে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলা চলেনা তবে তাদের দাবী দাওয়া গুলো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়াতে এবং বইখানি তিনি বেশ গুছিয়ে লিখতে না পারার দোষে ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেছে যেন 'ধর্ম্মঘটের' এক প্রহসন।

*

যাঁরা এই 'ধর্ম্মঘটের' মধ্যে বর্ত্তমান যুগের শ্রমিক সমস্যার একটা কিছু গুরুতর আলোচনা, তার সমাধান বা কোন প্রকার পথ নির্দ্দেশের সঙ্কেত দেখতে পাবেন আশা করে যাবেন তাঁদের নিরতিশয় হতাশ হতে হবে, কারণ এই বইখানি দেখা গেল একেবারেই সে জাতীয় নয়! এর মধ্যে চিন্তাপূর্ণ গম্ভীর তত্ত্ব কিছু নেই! এ বইখানি একেবারেই হাস্যরস প্রধান একটি চুট্‌কী নক্সা—যার মধ্যে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার দৌড়টাই বেশী আত্মপ্রকাশ করেছে! সুতরাং শ্রীযুক্ত কে, সি, রায় চৌধুরী এম এল সি মহাশয়ের এই 'ধর্ম্মঘট' শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের কোনও কাজ আসবেনা। এ কেবল লঘু-চিত্ত নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দকে একটু স্ফূর্ত্তি দেবে মাত্র।

*

'ধর্ম্মঘটের' গল্পাংশ হ'চ্ছে জমীদার কিশোরবাবুর একমাত্র পুত্র মনিষী বিলাত থেকে 'সোশ্যালিষ্ট' হয়ে ফিরে এসে এ দেশেও 'সোশ্যালিজম্' প্রচার ক'রতে উদ্যত হ'ল। এখানকার চা-বাগানের পাটকলের কয়লার খনির কুলি মজুরদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তার প্রাণ কেঁদে উঠল! সে তাদের কষ্টের

প্রতীকার করবার জন্ত বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠল এবং তারই হাতে খড়ি স্বরূপ সে প্রথমেই শহরের ঝী চাকরদের সঙ্ঘবদ্ধ ক'রে তাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বুঝিয়ে তাদের 'ধর্ম্মঘট' ঘোষণা করতে প্রবৃত্ত ক'রলে

*

মনিষীর পিতা কিশোরীবাবু মাতা জাহ্নবী দেবী ও ভগিনী নির্ম্মলা এমন কি তার বন্ধু ও প্রতিবেশীরাও তার এ কার্য্যের অনুমোদন না ক'রে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন,—কেবলমাত্র তার এই দুরূহ কার্য্যের সহায় হ'লেন অযাচিত ভাবে এসে মিসেস গুহা! তিনি একজন স্বদেশ সেবিকা! (রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই স্বদেশ সেবিকা মিসেস গুহা কলিকাতার জনৈক খ্যাতনাম্নী শ্রমজীবী নেত্রীর কথা দর্শকদের অত্যন্ত স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের মনে হয় এ চরিত্রটি টেনে আনা রায় চৌধুরী মহাশয়ের উচিত হয় নি!) সে যাই হোক্ তারপর সেই ঝী চাকরদের 'ধর্ম্মঘট', গৃহস্থদের পল্লী-গ্রাম থেকে নূতন নূতন দাসদাসী আমদানী করাতেই, একটা ভীষণ দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে ভেঙে গেল, এবং সেই দাঙ্গার ফলে মনিষী অতর্কিত ভাবে হঠাৎ আহত হ'য়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। এই খানেই নাটকখানির যবনিকা টানা হয়েছে।

*

'ধর্ম্মঘট' অভিনয়ের দিক দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার অয়োজনের বিশেষ কিছু ক্রটী করেন নি। কুঞ্জবাবু, কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি মিনার্ভার মহারথীরা সকলেই প্রায় ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্ত্রীলোকের ভূমিকায় গায়িকার প্রয়োজন না থাকায় সুবাসিনী ও আঙ্গুরবালা ছাড়া মিনার্ভার সাজঘর শূন্য করে সমস্ত অভিনেত্রীই এতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। বর্ত্তমান যুগে বিগত-বৈভব বীডন ষ্ট্রীটের যিনি Primadona অর্থাৎ প্রধানা নটী সেই শ্রীমতী শশীমুখীই এতে নায়িকা সেজেছিলেন। নায়কের ভূমিকায় নাট্যমন্দিরের ভূতপূর্ব্ব নব শ্রীযুক্ত জীবন কুমার গাঙ্গুলীকে দেখা গেল।

*

জমীদার কিশোরীবাবুর ভূমিকায় কুঞ্জবাবু অতি পরিপাটী অভিনয় করেছেন। কিন্তু জমীদার পুত্র মনিষী রূপে জীবনকুমারকে দেখলুম যেন 'কোট পেণ্টালুনস' পরা সেই ঋষিপালিত বন্য-প্রকৃতির লব, তিনি যে বিলাত প্রত্যাগত একজন 'সোশ্যালিষ্ট' এবং 'লেবারলীডার' বা শ্রমিকদের নেতা সেই দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তির গম্ভীর চরিত্রটি তিনি সম্যক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। তাঁর প্রধান অসুবিধা হ'য়েছিল তাঁর মুখের লম্বা লম্বা কলেজ-স্কোয়ার-বক্তৃতা 'ধর্ম্মঘট'সভায় হ'লে হয়ত শুনতে খারাপ লাগত না কিন্তু নাট্যকার তাঁর নায়কের জনান্তিক বক্তব্যের মধ্যে সেই সব দেড়পাতা ক'রে কু-রচিত উচ্ছ্বাস পুরে দিয়ে নায়ককে তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর হত্যা ক'রেছেন! কাজে কাজেই সেই সঙ্গে জীবন-বাবুও হত হয়েছেন! তাঁর অভিনয় ভাল না লাগার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী ধর্ম্ম ঘটের কুম্ভকার নিজেই! দ্বিতীয়তঃ দোষী মিনার্ভার প্রয়োগ কর্ত্তা! তাঁর উচিত ছিল জীবন বাবুর শক্তি সামর্থ্য হিসাব ক'রে ঐ সব নিকৃষ্ট ভাষা বিপর্য্যয় সংঘটিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা গুলি কেটে বাতিল ক'রে দেওয়া!

*

শ্রীশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুরেন রায় মহাশয়ের অভিনয় যে কোথাও নিন্দনীয় হয়েছিল এমন কথা বলা যায় না কিন্তু তাঁর বিকৃত কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গীর দোষে তিনি দর্শকদের মনের মধ্যে বিরাগ ছাড়া কোনও ছাপ দিতে পারেন নি। ধনী মালিকদের মধ্যে কয়লাখনির অধিকারী মিঃ ব্যানার্জ্জীর অংশে হীরালাল বাবুর অভিনয় আশানুরূপ ভাল হয় নি বরং তাঁর সহযোগী পাট কলের মালিক মাড়োয়ারী মহাজন সার রূপীচাঁদের ভূমিকায় কড়ি বাবুর অভিনয় ও রূপসজ্জা আমাদের বেশ ভাল লাগল, কেবল তিনি তাঁর বাংলা কথা বলার মধ্যে একটু বিকানিয়ারী টান রাখতে পারলে ভাল করতেন। চা-বাগানের মালিক মিঃ মিটার অচল! খোপার অংশে যিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাঁকে মানিয়েছিল যেমন চমৎকার তিনি অভিনয়ও করেছিলেন তেমনি সুন্দর। চাকরদের মধ্যে 'গোপাল' 'নফর' 'হরি' খুব ভালই হয়েছিল। প্রতিবেশীরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ডাক্তারবাবুর pulse কথাটার ভুল ইংরাজী উচ্চারণ একটা শোকের দৃশ্যকে হাস্যকর করে তুলে ছিল। 'মুটের' ভূমিকায় যে যুবক অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হলো, কারণ তাঁর রূপসজ্জা ও মুকাভিনয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

*

জাহ্নবীর ভূমিকায় নগেন্দ্র বালার অভিনয় অতি সুন্দর, কিন্তু তাঁর কন্যা নির্ম্মলার অংশে শ্রমতী নবতারার অভিনয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তিনি যেন প্রাণহীন জড়পুত্তলিকা কলে কথা কইছেন! ঝীয়ের ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী শরৎ ও শ্রীমতী কুমুদ দুজনেই অতি চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই দুই ভূমিকায়এদের দু'জনকে মানিয়েছিল যেমন সুন্দর, এরা অভিনয়ও করেছেন তেমনি স্বাভাবিক। শ্রীমতী শশিমুখীর মিসেস গুহা বিশেষ মন্দ নয়। তবে তাঁর মধ্যে থিয়েটারী ঢংটা বড্ড বেশী থাকায় খুব ভাল লাগছিল না। নৃত্য গীত একটাও বেশ উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চ অঙ্গের নয় দেখে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।

*

বাঙলার তরুণ দলের শ্রেষ্ঠতম কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অকালে দেহত্যাগ করবার কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভারতী' মাসিক পত্রে একটী অতি সুন্দর নাটিকা রচনা করেছিলেন। নাটিকাখানির নাম 'ধূপের ধোঁয়ায়'। এই নাটিকাখানি সেই সময় বহু রসিকের চিত্ত মুগ্ধ করেছিল। অনেকে তাঁরা এই নাটিকাখানি রঙ্গমঞ্চে যাতে অভিনীত হয় এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁদের সে ইচ্ছা সফল হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ আজ স্বর্গে না গেলে আমাদের মনে হয় তাঁর এই নাটিকাখানি এবং হয়ত সত্যেন্দ্রনাথের 'রঙ্গমল্লীর' আরও কয়েকটি মল্লিকা এতদিন নটরাজের নৈবেদ্য স্বরূপ তাঁর পূজাবেদীর উপর সুসজ্জিত হয়েছে দেখতে পাওয়া যেতো।

*

৺সত্যেন্দ্রনাথের 'ধূপের ধোঁয়া' যে এখনও অনেকে ভোলেন নি, দত্তজার প্রদত্ত সে সুগন্ধ ধূপটি নটনারায়ণের পূজারতীতে লেগেছে দেখবার জন্ত একাধিক রসগ্রাহী যে আজও উৎসুক হয়ে আছে;—তার প্রমাণ স্বরূপ উক্ত নাটিকাখানি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবে কি না এই প্রশ্ন আমরা এখনও প্রায়ই নানাজনের কাছ থেকে শুনতে পাই। সম্প্রতি সত্যেন্দ্রনাথের ভগ্নী কুমারী মমতা মিত্রও আমাদের কাছ থেকে এই কথাই জানতে চেয়েছেন। আমরা বহু পূর্ব্বে একবার শুনেছিলেম যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী নাকি সত্যেন্দ্রনাথের 'ধূপের ধোঁয়ায়' নটনাথের আরতী করবার ইচ্ছা ও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

*

কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা আজও কার্য্যে পরিণত হয় নি তবে তাঁর সে আগ্রহও যে এখনও আছে এটা আমরা সঠিক জানি এবং 'ধূপের-ধোঁয়া' যদি কোথাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় হওয়া সম্ভব হয় তবে সে যে একমাত্র নাট্যমন্দিরেই হ'তে পারে এ বিষয়েও আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। কারণ ধূপের ধোঁয়ার একটা প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে যে এ নাটিকাখানি একেবারেই পুরুষ চরিত্র বর্জ্জিত! এতে সমস্তই নারীর ভূমিকা। অভিনেত্রী গৌরবে নাট্যমন্দিরের বলই এখন সকলের অপেক্ষা বেশী বলে মনে হয়, যে হেতু সেখানে শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী হরিসুন্দরী—প্রভৃতি অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী একত্রিত হয়েছেন। কিন্তু নাট্যমন্দির কি এ সুযোগ গ্রহণ করবেন? ধূপের-ধোঁয়ায় তাঁদের মন্দির কি সুরভিত হয়ে উঠবে কোনও দিন?

*

'ধূপের-ধোঁয়ায়' কলাকৌশলপরিচায়ক প্রয়োগ নৈপুণ্য দেখাবারও যথেষ্ট সুযোগ আছে। ষ্টার থেয়েটারও ইচ্ছা করলে এই নাটিকাখানি ভাল ক'রেই অভিনয় করতে পারেন। তাঁরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' অভিনয় করবেন এরূপ একটা কথা শোনা গেছে! 'নটীর পূজারও' বিশেষত্ব হ'চ্ছে— তাতে পুরুষের ভূমিকা নেই! নাটক হিসাবে 'ধূপের ধোঁয়া-'নটীর পূজার' একটুও নীচের নয়, সুতরাং আমরা ষ্টার থিয়েটারকেও বিশেষ করে অনুরোধ করি যে তাঁরাও একবার 'ধূপের-ধোঁয়া পড়ে' দেখুন এবং নাটিকাখানি অভিনয় করা যদি সম্ভব বলে মনে করেন তা হ'লে লেগে যান অবিলম্বে! ভাল নাটক পাওয়া যায় না তাই নাট্যশালাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে প'ড়েছে ইত্যাদি অভিযোগ অনেক সময় কানে আসে কিন্তু ভাল নাটক যা আছে তা অভিনয় করবার চেষ্টা তো কারুর দেখতে পাই নি! রবিন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা এদেশে আজও পড়ে রয়েছে! কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকায় তার বহুবার অভিনয় হয়ে গেল!

•

নটকুল পিতামহ শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় তাঁর 'নব-জাত শিশুটীর' একখানি 'রেখা-চিত্র' অনুগ্রহ করে আমাদের উপহার দিয়াছেন! এই ব্যাপারটা আমাদের কোনও কোনও বন্ধু বান্ধবের বিস্ময় উৎপাদন করেছে! তারা আশ্চর্য্য হয়ে ব'লেছে যে 'সেকি! তোমরা সম্প্রতী এই নটবৃদ্ধকে যে ভাবে আক্রমণ করেছিলে তাতে সে লোকের পক্ষে তোমাদেরই আবার বই উপহার দেওয়াটা কেমন যেন অসম্ভব ব'লে ঠেক্‌ছে!'—হায়, সে সব বন্ধুরা জানেন না যে সকল মানুষেরই একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স আছে যেখানে এসে পৌঁছতে পারলে জগতে কারুর প্রতি আর তাদের বিদ্বেষ থাকতে পারে না; তা ছাড়া প্রবীণ বুদ্ধির সাহায্যে তখন তাঁরা সহজেই এটা বুঝতে পারেন যে কারা তাঁদের প্রীতির বশে ভালবেসে অভিমান ভরে গাল দিয়েছে— আর কারা তাঁদের শুধু অপমান করবার জন্যই কটু কথা বলেছে!

•

সে যাই হোক রসাবতার অমৃতলালের শেষ বয়সের এই নবজাত শিশু 'বন্দে-মাতরমের' একখানি রেখা-চিত্র উপহার পেয়ে আমরা সত্যই আজ অত্যন্ত গর্ব্বিত ও খুশী হয়ে উঠেছি,—এই জেনে যে আমাদের চিরদিনের শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসার, আদর ও সম্মানের অধিকারী অমৃতলাল আমাদের আক্রমণকে স্নেহের শাসন বলেই গ্রহণ করতে পেরেছেন! তিনি যে এটাকে আক্রোশ বা বিদ্বেষ ব'লে ভুল করেন নি—এইটেই তাঁর সাধারণ মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এই গুণেই আমরা অমৃতলালকে এত ভালবাসি! তাঁর প্রাচীন বয়স ও শুভ্রকেশ তাঁকে এক দিনও পিছনে টেনে রাখতে পারেনি। তিনিই বাঙালা দেশের একমাত্র বৃদ্ধ নাট্যকার যিনি বর্ত্তমান কালের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে এগিয়ে চলে আসছেন! একটি পাও পিছিয়ে পড়ে নেই! তাঁর এই শিশুটীর আর কোনও গুণ থাক বা না থাক, কেবলমাত্র তার এই মনীষী পিতার দত্ত এই অসাধারণ নামটার জন্যই সে অমর হয়ে থাকবে। 'বন্দেমাতরম' নাম যে আর কারুর মাথা থেকে বেরুত' না তাতে আর ভুল নেই!

•

"The Bengal Medical Institution and Hospital" বলে বেলেঘাটার শুঁড়ো লেনে একটি 'মেডিক্যাল স্কুল আছে। এই ইস্কুলের ছাত্রও অধ্যাপকবৃন্দেরা একত্রে মিলিত হ'য়ে সেদিন ই, বি, আর ন্যাশনাল ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বহু প্রসিদ্ধ ও লোকপ্রিয় নাটক প্রতাপাদিত্যের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। ভাবী ডাক্তারদের অভিনয় নিতান্ত মন্দ হয় নি তবে অধ্যাপকেরাই সে দিন বেশী কৃতিত্ব দেখিয়ে-ছেন!—ডাক্তার বিনোদ সেন মহাশয়ের গৃহীত বিক্রমাদিত্যের ভূমিকা এবং ডাক্তার বিজন সেন মহাশয়ের গৃহীত 'পরল্য বৌ' আমাদের খুব ভাল লাগল। শ্রীমান গজেন ঘোষের 'কল্যাণী'র অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য! ননী সেনের শঙ্কর সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'তে পারতো যদি তিনি আর একটু ভাল করে মুখস্থ করতেন। ডাক্তার এইচ্, এন্ সেনের ভবানন্দটিও বেশ হয়েছে।

•

রাত্রে মনোমোহন থিয়েটারে মিত্র থিয়েটার তাঁদের 'ডারবী টিকিটের' অতি চমৎকার বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন! আলোকের সম্মুখে ছায়াবাজীর ঘোড়দৌড়! ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে! ভিতরের ঘোড়দৌড় কেমন হয়েছে পরে সে কথা জানাবো।

•

আমরা যা অনুমান করেছিলুম—দেখলুম তাই ঠিক! নাট্যমন্দিরের 'নর-নারায়ণ' পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই অপূর্ব্ব কাব্য 'কর্ণ' অবলম্বনেই রচিত নাটক বটে! এর মধ্যে অনেক নূতনত্বেরই সমাবেশ হয়েছে! কিন্তু কুরুক্ষেত্রের অদ্বিতীয় বীর 'কর্ণ'ই এই নাটকের যখন প্রধান নায়ক—তখন তাঁর নামকে অবহেলা করে কৃষ্ণার্জ্জুনের খাতির বাড়িয়ে এই নাটকের নাম 'নরনারায়ণ' রাখা হয়েছে কেন?...আমরা ঠিক বুঝতে পারলুম না কর্ণ নাম কী অপরাধে পরিত্যক্ত হয়ে সেস্থানে নরনারায়ণ 'অধিষ্ঠিত হ'লেন? কর্ণ নামের গরীমা তো আজও ম্লান হয়নি! 'নরনারায়ণের' নয়নাভিরাম অভিনয়ে শিশির বাবু কর্ণের সে গরীমাকে আরও দীপ্ত করে তুলেছেন দেখলুম! আমাদের মনে হয় এই নাটকখানি ঠিক কর্ণের শিশুপাঠ্য "জীবন-চরিত" নয় ব'লেই সম্ভবতঃ পণ্ডিত মহাশয় এঁর পরিচয়ে 'কর্ণ' সংজ্ঞা আরোপ না ক'রে কর্ণের অন্তরের দ্বন্দকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। সে যাই হোক—আগামীবারে অভিনয়ের বিশেষ পরিচয় দেবো। আজ শুধু এইটুকু বলে রাখি যে "সীতা"র পর নাট্যমন্দিরে আর এমন উচ্চ অঙ্গের সুন্দর অভিনয় আমরা অনেকদিন দেখিনি!

চিত্র-জগৎ

চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে কথা বার্ত্তা ও গান সমকালেই চলবে এমন যন্ত্র উদ্ভাবিত হোয়ে আমেরিকায় তা পরীক্ষিত হোয়েছে। যন্ত্রটির নাম দেওয়া হোয়েছে "ভাইটাফোন্"।

•

টলষ্টয়ের প্রসিদ্ধ বই "পুনরুত্থান" (Resurection) চিত্রনাট্যাকারে পরিণত হবে ঠিক্ হোয়েছে। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে যে তাঁর "এ্যানাক্যারেনিনাও" চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হবে এবং শ্রীমতী লিলিয়ান গিস তাতে নায়িকার ভূমিকা নেবেন।

•

প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত কিং ভিডরের সঙ্গে প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী ইলিনর বোর্ডম্যানের বিবাহ হোয়ে গেল। উৎসবটি সম্পন্ন হোয়েছে আর একজন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিসের বাড়ীতে এবং তিনিই কন্যা সম্প্রদান কোরেছেন। ভগবান নব দম্পতীর মঙ্গল করুন।

•

'ভ্যালেন্‌শিয়া' নামে শ্রীযুক্ত ডিমিট্রি বশোয়েস্কির তত্ত্বাবধানে যে নোতুন চলচ্ছবিটা তৈরি হোচ্ছে তাতে শ্রীমতী মে ম্যারে তরুণী স্পেনদেশীয়া নর্ত্তকী নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। যে নাবিক যুবক এর নায়ক আর যাকে নর্ত্তকীটি ভালোবেসে ফেলেছিল তার ভূমিকায় অভিনয় কোর্‌বেন শ্রীযুক্ত লয়েড হিউজেস।

•

"শ্বেতাঙ্গিনী ক্রীতদাসী" (The white slave) শ্রীযুক্ত গ্রিফিথের প্রযোগ কর্ত্তৃত্বে প্রস্তুত হোচ্ছে। এতে শ্রীমতী ক্যারল ডেম্পষ্টার ও শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্স যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অবতীর্ণ হবেন।

•

"হলদে আঙুল" (yellow fingers) নামক চলচ্ছবিতে কিশোরী ও সুন্দরী অভিনেত্রী শ্রীমতী ওলিভ বোর্ডেন নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। নায়কের

ভূমিকায় নেমেছেন শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ্‌ ইন্স। গল্পটি হোলো এই :—সাইনা নাম্নী একটি বর্ণ-শঙ্কর যুবতী (শ্রীমতী বোর্ডেন) কাপ্তেন সেনের দ্বারা প্রতিপালিতা হোয়েছিল। কাপ্তেনকে যে সাইনা ভালোবাসে তা সে জানায়ওনি, কাপ্তেনও বুঝতে পারেনি। কাপ্তেন সেন, নোনা ডেরিংকে বিয়ে কোরে নিজের দেশে চ'লে যাবার মতলব কোরেছে দেখে—নিরাশায় ও মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হোয়ে সাইনা, নোনাকে চুরি কোরে লুকিয়ে রাখে কিন্তু পরে প্রকৃতিস্থা হোয়ে আবার যার ধন তাকে স্থায়। কাপ্তেন ও নোনা জাহাজে চড়ে চলে গেল—আর ভগ্ন প্রাণ সাইনা বৃক্ষতলে দাঁড়িয়ে চোখের জলে ভ'রে সেই দিকে চেয়ে রইলো।

*

"লুপ্তপ্রায় জাতি" (The Vanishing Race) আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের ধ্বংস সম্বন্ধীয় ঘটনা নিয়ে চিত্রিত। শ্রীমতী লয় উইলসান আর শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্স এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় কোরেছেন—শ্রীযুক্ত নোয়া বিয়ারি ছয়্‌মনের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

"আগের দিনকার রাস্তা" (The Road to Yesterday) নামক চিত্রনাট্যে শ্রীমতী ভেরা রেনল্ডস শ্রীমতী ডোটা গুডল, শ্রীযুক্ত উইলিয়াম বয়েড এবং শ্রীযুক্ত জোসেফ শিল্ড ক্রট প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেত্রী অভিনেতারা অভিনয় কোরেছেন। এমন একখানি চলচ্ছবি আজকালের ভিতর আর বেরোয়নি।

*

একজন যুবক একটি তরুণী চলচ্চিত্রাভিনেত্রীকে বাড়ী পৌছে দিচ্ছিল। বাড়ীর কাছে এসে তরুণীটি যেই মোটর গাড়ী থেকে নাব্‌তে যাবে, যুবকটী তার দুটি ঠোঁটে একটি ক্ষিপ্র চুম্বন মুদ্রিত কোরে দিলে। তরুণী রক্ত চক্ষে বোললে "তোমায় না সেদিন বারণ কোরেছি, আজ আবার তোমার এই কাজ ?" যুবক উত্তর কোর্‌লে "তুমি সেদিন বোলেছিলে যে চুমু খেতে এই শেষবার আমায় বারণ কোরলে।"

থিয়েটার অচল কেন ?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষ্টেজের নাটক নির্ভর করে dialogue এবং action এর উপর। এই সকল dialogue যদি কাব্য-প্রধান হয়, বা খুব বেশী intellectual হয় কিম্বা Mystic হয়, তাহা হইলে সাধারণ দর্শক নিশ্চয়ই পিছাইয়া পড়িবেন। এখনকার নাটক হওয়া চাই যুগোপযোগী, তাহার দৃশ্যাবলী হওয়া চাই সম্পূর্ণ আধুনিক এবং বাস্তব, তাহার বিষয় হওয়া চাই আধুনিক যুগের মনস্তত্ত্বের problems, কিন্তু তাহার সমাধান নহে, এবং তাহার চরিত্রাদি হওয়া চাই সম্পূর্ণ আধুনিক রুচি বিশিষ্ট। এই সকল নাটকে সমাজ সংস্কারের চেষ্টা, বা দেশের দারিদ্র্য দৈন্যের কথা আলোচিত হইলে তাহা চলিবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই সকল নাটকের বিষয় হওয়া চাই, মনুষ্য হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তি সমূহের লীলা, এবং সেই লীলাকে ফুটাইতে হইবে আধুনিক বাস্তব জগতের real আবহাওয়ার ভিতর দিয়া। (উপন্যাসের মধ্যে, পূজনীয় রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাহিরে" তে যাহা দেখিতে পাই।) আধুনিক বিলাতি নাটক গুলির ভিতর এই জিনিষটাই বেশী করিয়া দেখিতে পাই। রাম চরিত্রের অন্তর্নিহিত যে বৃত্তি, তাহা আধুনিক হরিহরের ভিতরেও আছে, তাহা না হইলে, রাম চরিত্র তাহার ভাল লাগিত না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, হরিহর আরো বেশী করিয়া আনন্দ পাইত, যদি সেই বৃত্তির লীলাকে, তাহারই মত একজনের ভিতর দেখিতে পাইত। কিন্তু রাম চরিত্রের চির সত্যটুকু, ডাকের গহনা, বেনা-রশী কাপড়, এবং নবদূর্ব্বাদলশ্যাম বর্ণের ভিতরেই চাপা পড়িয়া যাওয়ায় হরিহরের সহিত একটা বিশেষ পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে ; সে তাহার বুকের ভিতর

সেই চির সত্যের সাড়া পাইলেও, অন্ধকারেই হাতড়াইয়া থাকে, ঠিক ধরিতে পারে না! কিন্তু যে মুহূর্ত্তে রাম খোলস পরিত্যাগ করিয়া হারাধনরূপে দেখা দিবে আমার বিশ্বাস হরিহর তখনই বলিবে, "আরে এ যে আমারই একজন; এতো কাছে ছিল দেখতে পাই নি!" তখনি হরিহরের interest আরো বেশী করিয়া জমিয়া উঠিবে। দারিদ্র্য দৈন্য বা সমাজ সংস্কার বিষয়ের নাটক কেনো চলিবে না, তাহা আমার বিশ্বাস, যে কারণে লোকে, সারাদিনের পরিশ্রম, অবসাদ ক্লান্তির পর ইডেন গার্ডেনস্, বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কিংবা এইরূপ আধুনিক জাঁকজমক বিশিষ্ট স্থানে যাইয়া একটু আরাম পায়, সেই কারণে। সেখানে লোকে যায়, কারণ, যাহা কিছু সেখানে দেখা যায়, তাহার ভিতর একটা সচ্ছন্দতা আছে, সেখানে, দারিদ্র্য দৈন্যের অভাব অনাটনের দৃশ্য নাই; বাঙালী হাড়ে হাড়ে দুঃখ কষ্টে ভুগিতেছে, শতকরা নিরানব্বই জনের ঘরে অভাব অনাটন অশান্তি, সে কেন তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিতে ষ্টেজে যাইবে? যদি তাহাই হইত তবে "সংসার" "সমাজ" প্রভৃতি নাটক গুলি আজ অচল হইতনা। লোকে নীতি কথা শুনিতে ষ্টেজে যায় না, যায় আনন্দের আশায়, সে দেখিতে চায় তাহারই হৃদয় বৃত্তির লীলার প্রতিচ্ছবি। তাই সে ইডেন গার্ডেন, বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যায়, বিভিন্ন type এর চরিত্র, কতশত তাহারই মত লোক, কত জাঁকজমক সে দেখে, আনন্দ পায়; তাই সে বায়স্কোপে যায়, বিলাতি ঐশ্বর্য্যের লীলার ভিতর দিয়া বাস্তবের ভিতর দিয়া মনুষ্যের হৃদয়ের চিরন্তন বৃত্তির অভিনব খেলা দেখিয়া তৃপ্তি পায়! আমার মনে হয়, যে দেশের অনুকরণে আমাদের রঙ্গালয় গঠিত সেই দেশেরই নাটক অনুকরণে নাটক লেখানো কর্ত্তব্য! আমি আধুনিক যুগের কথা বলিতেছি। কিন্তু যদি জাতীয়তার গর্ব্ব করিয়া প্রাচীন এবং পৌরাণিক যুগকেই ধরিয়া থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তাহাহইলে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণের উচিত—হয় stage ছাড়িয়া খোলা আসরে নামিয়া আসা, না হয় এ দেশ ছাড়িয়া সাগর পারে যাওয়া। কারণ যদি যথার্থ গুণ থাকে, তবে যে দেশে ভারতের প্রাচীন যুগ এবং তাহার সভ্যতা বরাবর আলোচনার বিষয় হইয়া রহিয়াছে, সেইখানেই সহানুভূতি মিলিবে, এ দেশে নহে। যদি তাহা না হইত, তবে রবীন্দ্র নাথকে এবং তাঁহার প্রতিভাকে আমাদের দেশের লোক আজো সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিত না, তাঁহার সৃষ্টিকে যা তা বলিবার মতো ধৃষ্টতা থাকিত না, যাহা আজ কেবল ভারত ছাড়া সমগ্র পৃথিবীর বরেণ্য। নাটক সম্বন্ধে আমার মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত কথা গুলি ভাবিয়া না দেখিলে, রঙ্গালয় সাধারণের সহানুভূতি পাইবে না॥

আমার তৃতীয় আলোচ্য বিষয় থিয়েটারের সঙ্গীত। সঙ্গীতের বিষয় আমি বহুবার বলিয়াছি, ষ্টেজে বহু চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত আজ বলিতেছি, সেদিকে কোন উন্নতি হইবার আশা নাই! কারণ রঙ্গালয়াধিকারীগণ সঙ্গীতটাকে বাহুল্যের মধ্যে ধরেন, এবং সে দিকে অর্থব্যয় করা অপব্যয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বিলাতি থিয়েটারের সহিত যদি তুলনা করি, দেখি ঠিক বিপরীত ব্যাপার। এক একটা রঙ্গালয়ে সত্তর আশী জন করিয়া উচ্চশ্রেণীর গাইয়ে বাজিয়ে তাঁহারা নিযুক্ত রাখিতে কোন সঙ্কোচ করেন না! আধুনিক থিয়েটারসঙ্গীতকে আমি গোলমাল হৈ চৈ বদসুর ছাড়া আর কিছুই বলিতে পারিনা; ইহা bable of Jargon. সব চেয়ে অদ্ভুত এই যে, রঙ্গালয়াধিকারীগণ চান ইহা দিয়াই সাধারণের সহানুভূতি! ইহা কি কম বিড়ম্বনার কথা! তাঁহারা বোঝেন না, dramatic music বা stage music, এবং বৈঠকি গান বা chamber music দুটো সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ, একের সহিত অন্যের পার্থক্য আকাশ পাতাল। থিয়েটারের গান actingএরই অনুরূপ, তাহার ভিতর যথেষ্ট action থাকা দরকার। এই action তথাগত তবলার তেহাই এবং বোলের সহিত বাঁধা, মিলিটারি কসরৎ কুচকাওয়াজের মতো বাঁধা নিয়মের steps, এবং হাত পা নাড়া নহে। যাঁহারা প্যাভলোভার নাচ দেখিয়াছেন, তাঁহারা কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিবেন! এই action গানকে সুরে, ভাবে, ভঙ্গীতে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তোলার action, ধরুন কেহ গাহিতেছে, "সখি কুঞ্জ দুয়ার খোলো!" কিন্তু হাত নাড়িতেছে চোখের কাছে, সেখানে বোধ হয় তাহার সখি কুঞ্জ দুয়ার খুলিবে না! যেমন actingকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য দৃশ্যাদির দরকার হয়, তেমনি গানকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গত দরকার। যেমন শ্মশানের দৃশ্যে কুঞ্জবন চলিতে পারেনা, তেমনি, সকল গানের সকল অংশে, এক হারমোনিয়ম, ও বিলাতী ভেঁপু (খুড়ি, ক্লারিয়োনেট!) ও জয়-ঢাক, বা তবলা চলিতে পারে না। প্রথমতঃ হারমোনিয়ম ও বিলাতি ভেঁপু ইহারা ত' বিলাতী সঙ্গীতেও outcasted, তাহার উপর ইহাদের আর কোন গুণ থাক বা না থাক, সঙ্গীতকে হত্যা করিবার, এবং গানকে জবাই করিবার ক্ষমতা ইহাদের অসাধারণ। এই দুই যন্ত্র যতদিন না stage হইতে বিতাড়িত হইবে ততদিন ভালো সঙ্গীতের আশা করা বৃথা! কিন্তু আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি রঙ্গালয়ের অধিকারী মহাশয়দের এই দুই যন্ত্রের উপরেই বিশেষ করিয়া দুর্ব্বলতা এবং অতিরিক্ত ঝোঁক। যেমন গানের ভাষা ও ভাব অনুযায়ী সুর-হওয়া দরকার, তেমনি, সেই সুরকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য accompanimentএর বৈচিত্র থাকা দরকার। সাধারণ বুদ্ধিতে এটা নিশ্চয়ই ধরা যায়, যে বেহালার ধ্বনি এবং বাঁশীর ধ্বনি এক নহে, পিয়ানোর

ধ্বনি এবং সেতারের ধ্বনিও এক নহে; এই যে বিশিষ্ট ধ্বনি সমূহ, ইহাদের প্রত্যেকটির এক একটা characterestic quality আছে, অর্থাৎ কোনটি করুণ কোনটি কঠোর, কোনটি উদাস, আবার কোনটি গম্ভীর। ইহার ভিতর কতকগুলি যন্ত্র আছে, যাহারা সুরের expression স্বাধীনভাবে দিতে অক্ষম, যেমন হারমোনিয়ম, ক্লারিওনেট। যে যন্ত্রে expression নিখুঁৎ ভাবে বাহির হয় না, সে যন্ত্র কখনো গানকে expressive করিয়া তুলিতে পারে? গায়ক গানকে expressive করিয়া গাহিতে চেষ্টা করিলেও, ঐ দুই যন্ত্রের গুণে তাঁহার expression কোথায় চাপা পড়িয়া যায়, এবং বাদ্যের ধ্বনিই প্রকট হইয়া উঠে! এ কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে পশ্চিম দেশী যন্ত্র সঙ্গীতে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত, তাই দেখি, তাহাদের এক একটা orchestraতে বিভিন্ন যন্ত্রের বিরাট সম্মিলন; এতগুলো যন্ত্রের সংযোগে tone colourএর light and shade অতি সুক্ষ্মভাবে ফুটাইয়া তুলিতে পারা যায়, এবং তাহার সুযোগ যথেষ্ট মিলে। এই light and shadeই হইল সঙ্গীতের প্রাণ। এই light and shade কণ্ঠস্বর যেরূপ ফুটাইতে পারে, যন্ত্র সেরূপ পারে না। কিন্তু তাহা নির্ভর করে গায়ক গায়িকার কণ্ঠস্বরের qualityর উপর, শক্তি এবং শিক্ষার উপর। কিন্তু অতি দুঃখের সহিত বলিতেছি আমাদের ষ্টেজে এমন একজন গায়ক বা গায়িকা নাই, যাহারা tone colour কাহাকে বলে, এবং light and shade কি, তাহা জানে বা দেখাইতে পারে! ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিশর্জন নাটকের গানগুলির প্রাণহীন নিরস মুখস্থ গাওয়া। রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষত্ব, তাহার সুর light and shadeএ ভরা, তাহাকে কাব্যের সঙ্গে ভাবের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে; সেখানে ওস্তাদি কসরৎ চলিবে না, বিলাতি ভে পুর সঙ্গত চলিবে না।

ক্রমশঃ

৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

"লিলিয়ান গিশ সম্বন্ধে শ্রীমতী পিকফোর্ড"

লিলিয়ান আর মেরীকে আজ চিত্ররসিকদের কাছে নূতন পরিচিত করবার প্রয়োজন নেই। এই দুটী নারীই অসংখ্য রহস্যময় নাট্যকথায় কত অপরূপ নায়িকার বেশে বিশ্বের মনোহরণ করেছেন এবং তার ফলে তাঁরা অযাচিত ভাবে উপহার পাচ্চেন, বিভিন্নদেশের অগণিত মুগ্ধরস-পিপাসু ভক্তের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। খ্যাতি প্রতিপত্তি, সুখ, ঐশ্বর্য্য, কোনটাই তাঁদের কাম্য নয়, আজ তাঁরা দুজনেই সব সুখের অধিকারিনী বলে গৌরব করতে পারেন।

কিন্তু পূর্ব্বে তাদের অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ।—বহুবর্ষ আগে শ্রীমতী গিশ মেরীর সঙ্গে পরিচিত হন, তখন তাঁদের কারো অবস্থায়ই সুখকর নয়। মেরীর বয়স তখন ছ' বৎসরের বেশী নয়, আর গিশ তখন বোধহয় মেরীর চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, সেই যে দুটি মেয়ে দুজনাকে ভাল বাসলে এবং স্থিরচিত্তে দারিদ্র্যের বাধা দূর করতে যত্ন নিলে—পরস্পরকে বন্ধু বলে বরণ করলে, আজ এই বিশ্বজোড়া খ্যাতির শিয়রে দাঁড়িয়েও তাঁদের সেই সখী সম্ভাবণ এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিকল হয়নি। আজও তাঁরা দুজনে তেমনি বন্ধু।—এই কথা শ্রীমতী পিকফোর্ড সম্প্রতি তাঁর কোন বন্ধুর কাছে এক স্বর্ণসন্ধ্যায় স্যাট্‌স্ ওয়ার্থ হ্রদের তীরে বসে ব্যক্ত করেছেন।

মেরী বলেচেন, তাঁদের Detriot এ প্রথম পরিচয় হয় আকস্মিক ভাবে। মেরী তখন হল রীডের লেখা 'ছোট্ট লাল পাঠশালা' নামে একখানা নাটকে অভিনয় করছিলেন। পরে সেই ভূমিকাটীতে শ্রীমতী গিশও অভিনয় করেচেন।

তাঁদের এই পরিচয় ঘনীভূত হ'ল নিউইয়র্কে। "কনে বউ" বলে বইটীতে লিলিয়ানের ভূমিকাটী গ্রহণ করবার জন্য মেরীকে ডাকা হয়। কারণ লিলিয়ানকে অন্য এক নাটকে কঠিনতর ভূমিকায় নিয়োগ করা হয়েছিল।

সেবার মেরীর মা খুব লাভজনক একটা কাজ পান, সেই সময়ে গিশের মা মেরী এবং তাঁর দুটী ভাই বোনের ভার গ্রহণ করেন। তারা সবাই তখন নিউইয়র্কে। তারা সবাই মিলে যখন ভ্রমণে বেরুতেন, তখন গিশ এবং তার মা সেই চঞ্চল শিশুদলটীর দু'পাশে থেকে নিউইয়র্কের সেই জনবহুল পথে চালিয়ে নিয়ে যেতেন।

ডরোথী, লোটি এবং মেরী যখন লিলিয়ানের সঙ্গে খেলা করতেন তখন লিলিয়ান হ'তেন সেই চপল মেয়ে ক'টির ছোট্ট মা।…আচরণে, কথাবার্ত্তায় একেবারের সত্যিকারের মা'টী।…

লিলিয়ানকে মেরী বলেচেন, যেন দূরের এক শ্রান্ত পথিক,…যেন মায়া। শৈশব থেকে মেরীর তার সঙ্গে পরিচয়, তবু এখনও তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ ধারণা করতে পারেননি।……

লিলিয়ানকে দেখলে মনে হয় যেন ফুলদানীতে ভিজিয়ে রাখা বাসী ফুলটী… হাত দিলে ঝরে পড়বে। দেহের বর্ণ দুধের মত শুভ্র, ভিতর ও বাহির নবনীর মত পেলব। আর এই কোমলতার তলে আছে তার লৌহের কাঠিন্য, যার বলে লিলিয়ান কঠিনতম কাজটীকে অনায়াসে সুচারূপে সম্পন্ন করেন। তার মত সহনশক্তি আছে খুব কম মেয়েরই। প্রয়োগ শিল্পী গ্রিফিথ সাহেব, অভিনেতৃদের খাটীয়ে তার পয়সার শেষ পাইটী পর্য্যন্ত উসুল করে নে'ন। লিলিয়ান তাঁর বাইরের রূপের মত কোমল হ'লে তাঁকে একটী দিনের জন্যও এই সম্প্রদায়ে কাজ করতে হ'তনা। এবং তাঁর দ্বারা Way down East এর তুষার গলানো ভীষণ দৃশ্যটীও সৃষ্টি হ'ত না।

শোনা যায়—লিলিয়ান অসাড় হয়ে যা'বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেই তুষার শিলার উপর ছিলেন।

লিলিয়ান এবং মেরী দু'জনেই হাসিভরা মুখ ভালবাসেন। চিন্তাক্লিষ্ট গোমড়া মুখের তাঁরা একেবারে বিরোধী।

শ্রীমতী গিশ যখন কোন চরিত্র সৃষ্টি করবার ভার পান, তখন তিনি আর গিশ ন'ন। কল্পনা দিয়ে তৈরী একরাজ্যে তখন তাঁর বাস, এবং তিনি নিজে যেন সেই অভিনেয় চরিত্রটি।…আপনাকে ভুলে থাকাই তাঁর আর্ট।

মেরীর বন্ধুটী জানতে চান, গিশ বিবাহ কখনো করবেন কি না—

এর উত্তরে মেরী জানিয়েছেন সে কথা ঠিক করে তিনি বলতে পারেন না। তবে লিলিয়ান তাঁর মাকে যে ভাবে ভালবাসা সে ভালবাসে তিনি আর কারো মধ্যে দেখেন নি। সে যেন মাতৃভক্তির সুন্দরতম বিকাশ! তাই মেরী বলেন, তাঁকে মার কাছথেকে দূরে নিয়ে যাবার মত ভালবাসা হয়ত কেউ তাঁকে দিতে পারবেনা। মায়ের মূর্ত্তিতে তাঁর অন্তরজগৎ ভরা, সে মূর্ত্তি কে সরিয়ে দেবে?

It would have to be a very great love, not an accidental thing, but her entire universe…"

মেরী বলেচেন—লিলিয়ান জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আপনাকে ঠিক এমনি করে বিকশিত করে তুলতে পারতেন। যে উগ্র ইচ্ছা শক্তির বলে

মানুষ সর্ব্বজয়ী হ'তে পারেন, সেই শক্তি লিলিয়ানকে ঘিরে আছে। আর সবার উপরে আছে তাঁর মানুষের চরিত্র বোধের অসামান্য প্রতিভা।

জ্যোৎস্না আর কুমুদ দিয়ে তাঁর ধ্যানের জগৎ তৈরী—ইট কাঠের কোলাহল হতে সে অনেক দূরের এক স্বপ্নরাজ্য!···আর তাঁর সহানুভূতিকাতর নারী হৃদয়খানি অনন্ত কাব্যের স্নেহ শীতল উৎস···কিন্তু সবার উপর, তাঁকে ভাল ক'রে বোঝা যায় না···দুর্ভেদ্য রহস্য মন্দিরে তিনি অধিষ্ঠিত...এই ভাবে লিলিয়ানকে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর ছেলেবেলার সঙ্গিনী, তাঁরই মত আর এক রহস্যময়ী চিত্র-নাট্যের রাণী শ্রীমতী পিকফোর্ড। লিলিয়ানের স্নেহ, লিলিয়ানের প্রীতি মেরীর অন্তরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ!···

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

রামচন্দ্রের মানহানির মামলা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রসবেত্তা মাত্রেই ব'লবেন—রামের cenfessionএ রামের চরিত্রের মহত্ব প্রকাশপেয়েছে। সীতার এতদূর বিশ্বাস যে রামতাঁকে বনবাস দিতে পারেন—ইহা তাঁর কল্পনারও অতীত,—ঊর্ম্মিলার নিকট হ'তে শুনেও তাহা তাঁর প্রত্যয় হয়নি। স্বামীর মুখ হ'তে যখন এই নিদারুণ বার্ত্তাও শুনলেন—সীতা এতদূর অভিভূতা হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি প্রস্তরময় মূর্ত্তির মত নিশ্চলা হ'য়ে গিয়েছিলেন—প্রথমে situationটা তিনি সম্যক্ উপলব্ধি ক'ত্তে পারেন নি। সে স্থলে তাঁর মূর্চ্ছা গিয়ে dramatic art দেখানো সুশোভন বা সম্ভব নয়! এটা psychological truth. অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটলে মানুষ সাধারণতঃ বিহ্বল (dumbfounded) হ'য়ে যায়। সীতা স্বামীর কষ্ট সত্যই বুঝতে পেরে নিজের অদৃষ্টকে মেনে বনে যেতে স্বীকৃতা হ'লেন—এমনই স্বামীভক্তি—এমনই প্রগাঢ় প্রেম,মূর্চ্ছা গিয়ে কেঁদে কেটে স্বামীকে পাগল ক'রে তোলেননি। সীতার পক্ষেই এরূপ আত্মদমন সম্ভব—সীতার মত মহিয়সী রমণীই এইরূপ tragic situation রক্ষা ক'ত্তে পারেন। যোগেশ বাবুর সীতার প্রথম অঙ্কে রাম ও সীতার চরিত্র অতি উজ্জ্বল মহিমায় বিকশিত হ'য়ে উঠেছে—তাহা একেবারেই ক্ষুন্ন বা অপমানিত হয়নি। এমন কোনও নির্ব্বোধ নাই—যে বুঝতে পারবে না—যদি একজন মহান্ চরিত্র আপনার নিষ্কলঙ্কা সাধ্বী সতী স্ত্রীকে মিষ্টবচনে উপবনে বেড়াতে পাঠিয়ে সেইখানে তার বনবাস দেওয়ার সংবাদ আর একজনকে দিয়ে প্রকাশ করেন তাহ'লে সে-টা কতদূর নিষ্ঠুর হৃদয়-হীন কপটাচারী পাষাণের কার্য্য হয়!

রামচন্দ্রের এইরূপঃছিলনা যে যুক্তিসঙ্গত—এ-কথা উঠেছে। তিনি না কি সীতার অপমান বাঁচাবার জন্য এইরূপ রাজনৈতিক শঠতা অবলম্বন ক'রেছিলেন। সীতার অপবাদের কথা জানালে এবং সীতা এই অপবাদের জন্য বনে নির্ব্বাসিতা হ'চ্ছেন এ-কথা জনপদবাসীরা শুনতে পেলে—সীতার পক্ষে অসহনীয় হ'য়ে উঠতে পারতো। এই ভীষণ অপমানের হাত হ'তে রক্ষা করবার নিমিত্ত—এই পন্থা রামচন্দ্র অবলম্বন করেন। এ অতি হাস্যকর যুক্তি, কারণ রামচন্দ্র সীতাকে বর্জ্জন করছেন ত তাদেরই কথায়! তাছাড়া রামচন্দ্রকে এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্য আরও একবার করিয়েছিলেন স্বয়ং বাল্মীকি। রামচন্দ্র সীতা অপমানে এতদূর কাতর—যে তিনি প্রকাশ্য সভায় অর্থাৎ বানর এবং রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তিনী নীলকুঞ্চিতকেশী পদ্মপলাশাক্ষী সীতাকে বললেন—

"বিদিতশ্চাস্তু ভদ্রং তে যোঽয়ং রণপরিশ্রমঃ।
সুতীর্ণঃ সুহৃদাং বীর্য্যান্ন ত্বদর্থং ময়া কৃতঃ॥
রক্ষতা তু ময়া বৃত্তমপবাদঞ্চ সর্ব্বতঃ।
প্রখ্যাতস্যাত্মবংশস্য ন্যঙ্গঞ্চ পরিমার্জ্জিতা॥
প্রাপ্তচারিত্র সন্দেহা মম প্রতিমুখে স্থিতা।
দীপো নেত্রাতুরস্যেব প্রতিকূলাসি মে দৃঢ়ম্॥
তদ্গচ্ছ ত্বমনুজ্ঞাতা যথেষ্টং জনকাত্মজে।
এতা দশদিশো ভদ্রে কার্য্যমস্তি ন মে ত্বয়া॥
কঃ পুমাংস্তু কুলে জাতঃ স্ত্রিয়ং পরগৃহোষিতাম্।
তেজস্বী পুণরাদদ্যাৎ সুহৃল্লোভেন চেতসা॥
রাবণাঙ্কপরিক্লিষ্টাং দৃষ্টাং দুষ্টেন চক্ষুষা।
কথং ত্বাং পুনরাদদ্যাং কুলং ব্যপদিশন্মহৎ॥
যদর্থং নির্জ্জিতা মেহং সোঽয় মাসাদি ত্বো ময়া।
নাস্তি মে ত্বয্যভিষঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতঃ॥
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে ময়ৈতৎ কৃত বুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিম্ যথাসুখম্॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
নিবেশয় মনঃ সীতে যথা বা সুখমাত্মনঃ॥
নহি ত্বাং রাবণো দৃষ্ট্বা দিব্যরূপাং মনোরমাম্।
মর্ষয়ত্যচিরং সীতে স্বগৃহে পর্য্যবস্থিতাম্॥"

[লঙ্কাকাণ্ড—সপ্তদশাধিকশততম সর্গঃ)

রাম জানকীকে এইরূপ ভাবে প্রকাশ্য লাঞ্ছনা ক'রেছিলেন। তিনি সতী-সাধ্বী পত্নীকে যাকে তাকে আত্ম-সমর্পণ ক'ত্তে আদেশ ক'রলেন। তিনি তাঁকে কলঙ্কিতা মনে ক'রলেন। এইরূপ অপ্রিয় পরুষবাক্য শু'নে সীতা বড়ই ব্যথিতা হ'লেন।—

"ততঃ প্রিয়ার্হ শ্রবণা তদপ্রিয়ং
প্রিয়াদুপ শ্রুত্য চিরস্য মানিনী।
মুমোচ বাষ্পঞ্চ প্রবেপিতা ভৃশং
গজেন্দ্র হস্তাভিহতেব বল্লরী॥—

বাল্মীকির রামায়ণে, কালিদাসের রঘুবংশে আছে—রাম যশকেই প্রাণাপেক্ষা ভালবাসতেন। যশের জন্য তিনি সবই বিসর্জ্জন দিতে পাত্তেন। বাল্মীকির এই শ্লোক হ'তে প্রকাশ পাবে—

অপ্যহং জীবিতং জহ্যাং যুষ্মান্ বা পুরুষর্ষভাঃ।
অপবাদ ভয়াদ্ভীতঃ কিং পুনর্জ্জনকাত্মজাম্॥

অর্থাৎ—"আমি লোকনিন্দা ভয়ে নিজের জীবন বা তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি। জানকীর তো কথাই নাই!"

ইহাতে বোধ হয় রাম সকল বস্তুর চেয়ে যশকেই সার জিনিষ মনে করেন; ইহাতে বোধ হয় না কি রাম জীবনকে সীতা অপেক্ষা প্রিয় মনে করতেন? প্রাচীনকালে স্ত্রীকে পরিবর্জ্জন করা একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল না—এ হ'তে বেশ বোঝা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে কালিদাসের রঘুবংশে কিম্বা ভবভূতির উত্তর রামচরিতে—রামচন্দ্র সীতার অপবাদ কথা শুনেই—কোন ইতস্ততঃ না ক'রে—তাঁকে নির্ব্বাসন দিতে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছিলেন। কিন্তু ভবভূতি রামের প্রগাঢ় প্রেমের মূর্ত্তি ফুটিয়ে তুলেছেন—তার ছায়াসীতার সৃষ্টিতে। রামের নৃশংসতা এইখানেই খর্ব্ব হয়েছে। এই যুগে কোন নবীন নাট্যকার বা কবি রামের যদি প্রেমের মূর্ত্তি আঁকেন—যদি তার প্রাণের কোমলতা ফুটিয়ে তোলেন—তাহ'লে এ'তে ক'রে তাঁর প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়—তাঁর প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের রঞ্জনের তাহারা মেনে নেন না। পৌরাণিক চরিত্র হীন ক'রে আঁকবার কাহারও অধিকার নেই—কিন্তু তাহাকে উন্নত ক'রে অঙ্কিত করবার স্বাধীনতা কবি মাত্রেরই আছে। এ দাবী সমালোচকের কুতর্কের জোরে লোপ পায় না। (ক্রমশঃ)

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নটনাথায়

নাট্য মন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৩রা ডিসেম্বর, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

পরদিন রবিবার ১৯শে অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর, বৈকাল ৪৷৷০ টায়

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের অপূর্ব্ব পৌরাণিক নাটক

নর-নারায়ণ

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় রজনী

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

অর্জ্জুন—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

কর্ণ—**শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী**

যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

গান্ধারী—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্লাকী)

এখন হইতে টিকিট সংগ্রহ করুন।

অভিনয়ান্তে ট্রাম ও মোটরবাস পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা

৩য় বর্ষ
২৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৪শে অগ্রহায়ণ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

পণ্ডিত ক্ষীরোদ প্রসাদের স্বর্ণবর্ণ 'কর্ণ' কাব্য খানিই আজ নাটকাকারে "নর-নারায়ণের" রূপ ধরে নাট্য-মন্দিরে অভিনীত হ'চ্ছে! আমাদের মনে হয় ক্ষীরোদ বাবু এ পর্য্যন্ত যাকিছু লিখে-ছেন সে সমস্তকে'ই ম্লান করে দেবে তাঁর এই রবিদ্যুতিমান আদিত্যপ্রভ 'কর্ণ'! ভাষা ভাব ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য এবং উচ্চ দার্শনিক তত্ত্ব সম্পদে তাঁর এই নব নাটকখানি মনোহর ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। নরনারায়ণে তিনি পৌরাণীক নাট্যরচনার এক নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেছেন। কর্ণ এই নাটকের প্রধান চরিত্র হ'লেও তাঁর এ নাটক একেবারেই কর্ণের সাধারণ জীবন চরিত নয়! তিনি কেবল মাত্র কর্ণের জীবনের যে নিদারুণ Tragedy টুকু—তারই মর্ম্ম-ভাঙা সেই অরুন্তুদ বেদনার করুণ সুরটি ধ'রে তাঁর এই অপরূপ নাট্য-কাব্য রচনা করেছেন।

•

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ভীম-কোলাহল, তার তাণ্ডব উন্মাদনা ও নানা বিরোধী আকর্ষণকে অবিভূত করে দিয়ে উজ্জ্বল মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাঁর এই মহান মানব কর্ণ! এক মুগ্ধা কুমারীর বালিকা সুলভ কৌতূহলের ফলে ও এক লুব্ধ দেবতার নির্লজ্জ লালসার দোষে যে বীজ এই মর্ত্তের মৃত্তিকার কলঙ্কপঙ্কে একদিন সহসা অঙ্কুরিত হ'য়ে উঠেছিল,ধরণীতে তার সেই প্রথম পাদক্ষেপের দিন তার আপন গর্ভ-ধারিণী জননী ললাটে তার জন্মদোষের নিন্দিত টিকা এঁকে দিয়ে তাকে যে প্রতিকূল স্রোতের মুখে বিসর্জ্জন দিয়ে যান—সে স্রোত আর তার জীবনে কোনও দিন অনুকূল হ'য়ে বইল না! কৌরব-সারথী সূতশ্রেষ্ঠ অধিরথ-জায়া রাধার অঙ্কে যশোদার ন্যায় মাতৃ-স্নেহে পালিত হয়েও, ভার্গব-প্রধান ঋষি জামদগ্ন্যের নিকট সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ হ'য়েও, কৌরবেশ্বর দুর্য্যোধনের মিত্রতা ও অঙ্গ রাজ্যের সিংহাসন লাভ ক'রলেও, সাধ্বী সতী পদ্মাবতীর বরেণ্য বরমাল্যে বিভূষিত হ'য়েও, কর্ণ তার কর্ম্মফলকে শেষ পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করতে পারেনি!

জয়দেব চিত্রনাট্যে একটি দৃশ্য
প্রধান ভূমিকায় শ্রীযুক্ত তুলসীচরণবন্দ্যোপাধ্যায়

•

সেই যে অরুণবর্ণ তরুণ-কান্তি অজেয় যুবক ত্রিলোক জয় করবার বাসনা নিয়ে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশের মুখেই গুরু-অভিশাপের পর্ব্বত তার মাথা পেতে নিতে বাধ্য হ'ল, সে পাষাণ তার সারা জীবনে আর তাকে স্বস্তি দিতে পারলে না! ক্ষীরোদ বাবু তাই এই অভিশাপকেই ভিত্তি ক'রে তারই উপর তাঁর অদ্বিতীয় বীর কর্ণের করুণ মূর্ত্তিটি এক মহাপ্রাণতার কাঞ্চন মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন! এই অভিশাপের মধ্যেই কর্ণের ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্খা, শক্তি ও বীর্য্য কেমন করে যে তার অজ্ঞাতসারে চিরকালের জন্ম সমাহিত হ'য়ে গেল, সুপণ্ডিত ক্ষীরদ প্রসাদ অতি সুকৌশলে সেই চিত্রখানি অঙ্কিত করে তাঁর এই অশ্রুময় ভারতনাট্যকাব্যের উদ্বোধন করেছেন।

•

বজ্রকীটের করাল দংষ্ট্রা কর্ণের জানুভেদ ক'রে প্রবেশ করলেও পাছে গুরুর নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে যে বীর সে যাতনা নির্ব্বাক ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করেছিল—সেই আদর্শ গুরুভক্ত ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠকে জামদগ্ন্য আর ব্রাহ্মণ বলে বিশ্বাস করতে পরলেন না! তাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—তুমি কে? পাছে হীন সূত পুত্রকে শিষ্যত্ব দানে ভার্গব পরাঙ্মুখ হ'ন এই আশঙ্কায় কর্ণ আপনাকে গুরুর স্বগোত্র ব'লেই পরিচয় দিয়েছিল। শিষ্যের এ পরিচয় দেওয়া কর্ণ অসঙ্গত মনে করেনি। পরশুরাম তাই সেই দ্বিতীয় অংশুমালীর

গায় জ্যোতিষ্মান যুবাকে ব্রাহ্মণ জেনেই তাঁর ভাণ্ডার শূন্য ক'রে অস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণের সেই অমানুষিক যন্ত্রণা-সহন-শক্তি দেখে তিনি তার ব্রাহ্মণত্বে সন্দিহান হ'লেন। কর্ণ তাঁর প্রশ্নের উত্তরে যখন আর সত্য গোপন না করে আপনার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করলে—ভার্গব তখনও তাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

*

নীচ সূতকুলে সূতকন্যার গর্ভে এমন তেজঃপুঞ্জকায় কাঞ্চন সন্নিভবর্ণ সর্ব্বগুণযুক্ত অসাধারণ প্রতিভাবান পুত্রের উদ্ভব কেমনক'রে সম্ভব হ'তে পারে? জামদগ্ন তাই কর্ণের 'সেই অধিরথ সূতপুত্র রাধেয়' পরিচয় গ্রাহ্য করতে পারলেন না। কিন্তু কর্ণ শপথ করে বলতে লাগল যে সে সত্যই 'রাধেয়'—সে হীন সূতপুত্র!—এবং সেই কারণেই পাছে তাকে ঋষি বিমুখ করেন এই আশঙ্কাতেই সে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে তাঁর নিকট অস্ত্রশিক্ষা করতে এসেছিল! অতএব গুরুদেব! ক্রোধ সম্বরণ করুন।

*

কর্ণের কাতর মিনতিতে করুণার্দ্র হ'য়ে শিষ্য-স্নেহে পরিপ্লুত ভগবান ভৃগু তার এ প্রবঞ্চনাকে ক্ষমা করলেন, বললেন—'বেশ, তুমি যদি সত্যই হীনকুলোদ্ভব সূতপুত্রই হও তবে আমার এ অভিসম্পাত তোমায় স্পর্শ করবেনা, কিন্তু যদি তুমি তা না হও—তাহ'লে কার্য্যকালে তোমার এ অস্ত্রশিক্ষা নিশ্চয় ব্যর্থ হ'বে জেনো! কর্ণ হর্ষোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠে বললে—গুরুদেব! তবে আশ্রমে আবদ্ধ রাখ অভিশাপ তব! হে গুরু! আমার সম্মুখে যেমন তুমি সত্য—তেমনি সত্য আমি—কর্ণ! সূতপুত্র!—অধিরথ পিতা মোর—'রাধা' আমার জননী, আমি রাধেয়—আমি সূতপুত্র। সূতপুত্র!

*

আপন জন্মরহস্য সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ দুরদৃষ্ট কর্ণের এই যে উল্লাস—এই যে হাসি—এই যে স্বস্তির নিশ্বাস—এরই মধ্যে তার সারা জীবনের মর্ম্মভেদী হাহাকার—অনন্ত অশ্রু ও বেদনার হতাশ-দীর্ঘ শ্বাস যেন একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে এসে আমাদের অভিবাদন করে। এই খানেই এই বিপুল Tragedyর বীজ উপ্ত হল! তারপর হস্তিনায় কৌরব সভাস্থলে, উপপ্লব্যপুরে পাণ্ডব শিবিরে, কর্ণের সূর্য্যাঙ্ক চিহ্নিত প্রাসাদকক্ষে, কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে আমরা যা কিছু দেখতে পাই সে কেবল সেই Tragedyরই পূর্ণ পরিণতির দিকেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়! দুর্য্যোধনের দুর্ব্বার রাজ্যলিপসা, দ্রৌপদির তীব্র প্রতিহিংসানল, পদ্মাবতার অপূর্ব্ব প্রেম ও ভক্তি—কর্ণের কৃষ্ণে অবিশ্বাস এবং পাণ্ডবসখা নারায়ণের অচিন্ত্য লীলা বৈভব এসকলই সেই একই লক্ষ্যমুখে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। কেবল দু'একস্থলে আমরা শ্রদ্ধেয় নাট্যকারের সঙ্গে একমত হ'তে পারিনি। সেগুলিকে তাঁর এই সুন্দর নাটকের ত্রুটী বলেই আমদের মনে হ'য়েছে। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

*

অভিশাপ দৃশ্যটী যেন এই নাটকের ভিত্তিমূলের থম দিক্‌নির্দ্দেশ। তাই এই দৃশ্যের ভিতর দিয়ে নাটকের উদ্বোধন সমাপ্ত করেই ক্ষিরোদবাবু আমাদের টেনে নিয়ে গিয়েছেন একেবারে আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যে। সেখানে হস্তিনার কৌরব রাজসভায় আমরা দেখতে পাই সঞ্জয় মুখে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চপাণ্ডবের বক্তব্য শুনছেন। সেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, দুশাসন্, কর্ণ, শকুনী প্রভৃতি মহারথীরা সকলেই উপস্থিত আছেন। বিনাযুদ্ধে সূচ্যাগ্র প্রমাণ ভূমি পাণ্ডবদের দেবেনা বলে দুর্য্যোধন যখন পণ করলে—দেবী গান্ধারী এলেন পুত্রকে সদুপদেশ দিয়ে নিবৃত্ত করতে! কিন্তু বিফল হয়ে তিনি ফিরেগেলেন—অশ্বত্থামী ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আবেদন করতে, কিন্তু সেখানেও তাঁকে অকৃতকার্য্য হ'তে হ'ল। সঞ্জয় দুর্য্যোধনের সেই উদ্ধত স্পর্দ্ধার কথাই পাণ্ডব শিবিরে নিবেদন করতে চলে গেল। পিতামহ ভীষ্ম তখন দুর্য্যোধনকে হিতবাণী প্রয়োগে যুদ্ধে লিপ্ত হ'তে নিষেধ করলেন। তারই মুখে প্রথম শুনা গেল যে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান! তিনি বললেন অর্জ্জুনের মতো বীর আর নেই, তার উপর শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখা। এই নরনারায়ণের মিলিত মহা শক্তিকে পরাভূত করবার ব্যর্থ চেষ্টায় কৌরবকুল বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় ধ্বংস হ'য়ে মরবে,—এইখানেই আমরা কর্ণকেও প্রথম পিতামহের কথার তীব্র প্রতিবাদ ক'রে শ্রীকৃষ্ণকে 'নারায়ণ' বলে অস্বীকার করতে শুনি। এখানে অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই কর্ণ বলছে—সেই এক কথা—নর-নারায়ণ! কী—মোহ, কী—ভ্রান্তি! এই যে কর্ণের মনে অবিশ্বাসের দ্বন্দ্ব—শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কি না?—এই যে তার অন্তরের প্রশ্ন—এই যে দ্বিধা—শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অবতার কি না?—এই সন্দেহের দোলায় কর্ণকে আমরা রথচক্র মেদিনী গ্রাসের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দোলায়মান হ'তে দেখি।

*

পণ্ডিত ক্ষিরোদ প্রসাদ জামদগ্ন আশ্রমে কর্ণের অস্ত্রশিক্ষা ও অভিশাপ বরণের পর তার জীবনের মহাভারতোক্ত আর কোনও ঘটনা নূতন করে দেখিয়ে বৃথা কালক্ষয় ও শক্তির অপব্যয় না করে অত্যন্ত সুবিবেচনার কাজ করেছেন কারণ কর্ণের জীবনের যে দিকটুকু তিনি চিত্রিত করে আমাদের দেখিয়েছেন সে তার বহির্জ্জগতের ইতিহাস নয়—সে এই বীরের লক্ষ্যবেধ নয়,—সমর কৌশল নয়—অস্ত্রচালনা নয়—সে তার মনোরাজ্যের বিপুল ত্যাগের ইতিকথা—সে কর্ণের বিশাল বক্ষভরা বীরত্বের দুর্জ্জয় অভিমান! আভিজাত্যের অহঙ্কারের বিরুদ্ধে হীনজাতির বিদ্রোহ। শত্রু-পক্ষাবলম্বী এক অতিমানবের মধ্যে পুরুষোত্তমের বিভূতি প্রত্যক্ষ করেও তাকে ভগবান বলে স্বীকার ক'রতে তার অন্তরের সেই দ্বিধা—সেই নিজের সঙ্গে তার অহরহ দ্বন্দ্বযুদ্ধ—তারপর সর্ব্বশেষে যে দৃঢ় ভিত্তির উপর কর্ণ তার বীরত্বের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করে দম্ভভরে স্ফীত-বক্ষে মাথা উঁচু করে চ'লছিল—যে অভয়বেদীর উপর কর্ণের সমস্ত ভবিষ্যৎ—তার-জীবন মরণ নির্ভর করছিল—একদিন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অনাহুত তার দ্বারে এসে তার সে অটল বিশ্বাস চূর্ণ ক'রে দিয়ে গেল। কর্ণের জন্ম-রহস্য তার কাছে তিনি যেদিন প্রকাশ করে দিয়ে গেলেন,—কর্ণের বীর্য্য ঐশ্বর্য্যের ইন্দ্রভবন সঙ্গে সঙ্গে সেদিন ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল!

*

মানুষ কি তার জন্মের জন্য দায়ী? এক বালিকার ভুলে সমাজের লোক-লজ্জার নিষ্ঠুরচাপে একটা কতবড় জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। পুরুষর্ষভ অর্জ্জুন—তার চিরশত্রু প্রতিদ্বন্দী অর্জ্জুন—কর্ণেরই আপন সহোদর ভাই। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে সেও একই মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করেছে। তারা সবাই তার প্রাণাধিক প্রিয়ানুজ! সে তবে 'রাধেয়' নয়—সেও 'কৌন্তেয়'!—সর্ব্বনাশ! অর্জ্জুনের সঙ্গে তার চির আকাঙ্খিত দ্বৈরথ সংগ্রাম যেদিন সম্ভব হয়েছে!—কর্ণের জীবনের চির আকাঙ্খিত সেই চরম সৌভাগ্যের দিনে এই আকস্মিক বজ্রাঘাত তার জীবনের মূলে এক প্রলয়ের ভূমিকম্প তুলে কেমন করে তার সর্ব্বস্ব ধ্বংস করে দিলে, মানব ইতিহাসের সেই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় Tragedy ক্ষীরোদবাবু তাঁর এই 'নরনারায়ণে' নয়নাশ্রুজলে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন।

*

সে অবস্থায় কর্ণ তাঁর কর্ত্তব্য কী স্থির করলেন? ত্যাগী-শ্রেষ্ঠ-শূর-শ্রেষ্ঠ দানবীর কর্ণ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সিংহাসন, সম্পদ, মান, মর্য্যাদা, আভিজাত্য গৌরব, এবং অক্ষত জীবনের প্রলোভন এসকলই হেলায় পরিত্যাগ ক'রে হাস্যমুখে মৃত্যুকেই বরন করে নিলেন। মহান চরিত্র কর্ণের—পাণ্ডব-প্রধান কর্ণের যা করা উচিত তিনি তার যোগ্য কার্যই করলেন। কৌরব সহায়ে দত্তবাক্ তিনি অকৃতজ্ঞের মতো মিত্র ও উপাকারী দুর্য্যোধনকে ত্যাগ করে যেতে পারলেন না। কৌরবের আরব্ধ কার্য্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লিপ্ত থেকে আপনাকে বলি দিলেন। নরনারায়ণের দেববাঞ্ছিত আলিঙ্গনের মধ্যে এই পুরুষসিংহের শেষ নিঃশ্বাস ধরনীকে শোকার্ত্ত করে—দিনকরকে বাষ্পাকুল করে—অনন্তে বিলীন হয়ে গেল, মর্ত্ত্যলোকে দুর্লভ অমরত্বের বিজয়-দুন্দুভী চিরনিনাদিত করে রেখে!

কর্ণের এই কঠিন ভূমিকায় নবযুগের শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে তাঁর অদ্ভুত ও অতুলনীয় অভিনয় নৈপুণ্যে এই বিরাট চরিত্রকে দর্শকের চক্ষের সম্মুখে উজ্জ্বল দীপ্তিতে মূর্ত্তকরে তুলেছিলেন! কিন্তু তাঁর সেই অনুপম কলা নৈপুণ্যকেও অতিক্রম করে সেদিন দর্শকমণ্ডলীকে বিস্মিত ও পুলকিত করে তুলেছিলেন নরদেহধারী নারায়ণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী এক অতি অপরূপ শান্ত-সুন্দর মনোহর অভিনয় করে! কুরুক্ষেত্রের কূটচক্রী, মহাভারতের মহান যজ্ঞেশ্বর, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের রহস্যময় চরিত্রাভিনয়ে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সেদিন যে অপ্রত্যাশিত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তার ফলে বিশ্বনাথের অভিনীত শ্রীকৃষ্ণ সকলকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে দিয়েছিল। তাঁর ধীর গম্ভীর মধুর বাক্যোচ্চারণে, তাঁর শান্ত সংযত সুন্দর অঙ্গ-বিক্ষেপে, সর্ব্বাবস্থায় তাঁর সেই অটল অবিচল একান্ত স্থিরতায়—নিখিলের ভাগ্যনিয়ন্তা সর্ব্বশক্তিমান ত্রিলোকের অন্তর্যামী নারায়ণের অলোকসামান্য রূপটি যেন ষড়ৈশ্বর্য্যে বিকশিত হয়ে উঠেছিল!

•

গোধনবধে উত্তেজিত তাপসের ভূমিকায় শ্রীযুত শীতল চন্দ্র পাল নাট্যারম্ভেই যেমন চমৎকার অভিনয় করে নাটকের উদ্বোধনকে সুন্দর ক'রে তুলেছিলেন পরে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের ভূমিকাতেও তিনি সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছিলেন; কিন্তু শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শস্ত্রাচার্য্য ঋষি ভার্গবের ভূমিকায় যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করেছিলেন, পরে অর্জ্জুণের ভূমিকায় তিনি তাঁর অভিনয়ের সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারেন নি! বাসুদেব-সখা, মহাবীর কর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী, গাণ্ডীবধারী অজেয় অর্জ্জুন—একমাত্র পিনাকী ছাড়া ত্রিভুবনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আর কেউ নেই বলে যার বিশ্বাস—সেই সব্যসাচী পার্থ মহারথীকে তাঁর আকৃতি প্রকৃতির মধ্যে মনোরঞ্জন বাবু সঠিক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। অপরিসীম বীর্য্যবান তৃতীয় পাণ্ডবের সেই পর্ব্বততুল্য গাম্ভীর্য্য,সাগর সদৃশ বিপুল মর্য্যাদা তিনি তার অভিনয়ে কিছুই প্রকাশ করতে পারেন নি! তাঁর বসা দাঁড়ানো চলাফেরা ও অঙ্গ সঞ্চালনের ভিতর দিয়ে পাণ্ডব পক্ষের সে অদ্বিতীয় যোদ্ধার বীর্য্য ও পৌরুষের ব্যঞ্জনা—শক্তি ও তেজের স্ফূরণ—কোথাও ব্যক্ত হ'তে দেখিনি।

•

ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকায় রামময় বাবু অতি পরিপাটী অভিনয় করেছেন। দ্রোণাচার্য্যের অভিনয়ও আমাদের ভাল লেগেছে। সঞ্জয় ও দুঃশাসনও মন্দ হয়নি কিন্তু দুর্য্যোধনের ভূমিকায় গোপাল বাবুর অভিনয়ের আমরা প্রশংসা করতে পারলুম না। দাম্ভিক দুঃসাহসী অহঙ্কারী বীরত্বাভিমানী স্বেচ্ছাচারী মদমত্ত রাজা দুর্য্যোধনের দুর্দ্দম চরিত্রের অভিনয়ে গোপাল বাবু একেবারেই অকৃতকার্য্য হয়েছেন। দুর্য্যোধনের ভূমিকায় তাঁকে মানায় নি মোটেই দ্বিতীয়তঃ তাঁর অভিনয়ে দুর্য্যোধণের চরিত্রগত কোন বিশেষত্বই তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

•

পাণ্ডবেশ্বর যুধিষ্টিরের ভূমিকায় যোগেশ বাবুর আবৃত্তি অতিসুন্দর হ'চ্ছিল বটে কিন্তু তাঁর অভিনয়ের মধ্যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মর্য্যাদার অভাব একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল! তাঁর অশোভন রূপ সজ্জা ও সৌষ্ঠব-বর্জ্জিত অঙ্গভঙ্গী তাঁর সুকণ্ঠের শ্রবণাভিরাম আবৃত্তিকে অন্তরালে ঠেলে দিয়ে দর্শকের সম্মুখে যে মূর্ত্তি প্রকট করে'তুলেছিল তাকে কেবলমাত্র দৃষ্টির পক্ষে পীড়াদায়কই বলা চলে! ভীমসেনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু মধ্যম পাণ্ডবের বেশ একটি নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর 'নকুল' চলনসই বলা যেতে পারে! সহদেবের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরীর অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছে। 'সাত্যকি ও সূর্য্য, এই উভয় অংশেই তরুণ ও প্রিয়দর্শন অভিনেতা

জয়নারায়ণ বাবু বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই অভিনেতাটীর ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলে মনে হয়।

•

(মাতুল শকুনির ভূমিকায় নৃপেশবাবু অতি চমৎকার অভিনয় করেছেন।) কিন্তু শকুনিকে ক্ষীরোদ বাবু কেন যে একেবারে কুরুরাজ সভার এক বিদূষক করে তুলেছেন কিছু বুঝতে পারলুম না। আমাদের মনে হয় এ ভাবে চিত্রিত করে ক্ষীরোদবাবু 'শকুনির' প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন। সপ্তরথীর অন্যতম শকুনি কূটবুদ্ধি দ্যূতদক্ষ প্রতিহিংসাপরায়ণ পরশ্রীকাতর আত্মীয়-বিদ্বেষী শকুনির যথার্থ রূপটি ক্ষীরোদ বাবু ঠিক কল্পনা ক'রে নিতে পারেন নি। (হিড়িম্বাপুত্র-ঘটোৎকচের ভূমিকায় প্রোঃ চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় অবতীর্ণ হ'য়ে রঙ্গমঞ্চের উপর এক নূতন ছবি দেখিয়াছেন। তাঁর অদ্ভুত রূপ সজ্জা ও অপূর্ব্ব অভিনয়ের তুলনা হয় না! শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন গোস্বামীকে পেয়ে নাট্যমন্দির তথা বাঙলা দেশের নাট্যশালা ধন্য ও গৌরবান্বিত হ'ল।)

•

হেম বাবুর 'অভিমন্যুর' নির্ব্বাক অভিনয়ে নিদ্রোত্থিতের রূপটি বেশ প্রকাশ হ'য়েছিল; কিশোর বালক বৃষকেতুর ভূমিকায় শ্রীযুত ধীরেন্দ্র নাথ দাস বেশ চিত্তাকর্ষক অভিনয় করেছেন। এই নবীন অভিনেতার চারু মূর্ত্তি ও মেদুর কণ্ঠ দর্শকগণের প্রীতি অর্জ্জন করতে পেরেছিল। এ নাটক খানির আর একটি বিশেষত্ব দেখা গেল এর মধ্যে দূত রক্ষী প্রতিহারী সৈনিক, মন্ত্রী ও সভাসদ্ প্রভৃতির উৎপাত নেই!

•

এই নাটকের যুগ্ম নায়িকা দ্রৌপদী ও পদ্মাবতী ক্ষীরোদ বাবুর কল্পলোকে অতি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে দেখা দিয়েছে! পঞ্চ পাণ্ডব পত্নী পাঞ্চালী যেন কুরুক্ষেত্র মহাযজ্ঞের হোমাগ্নি শিখা! তার জ্যোতি আছে, ঔজ্জ্বল্য আছে, উত্তাপ আছে, অনল প্রভার গতি-চাঞ্চল্য আছে, দহন-শক্তি আছে দীপ্তি আছে, আলোক আছে, শোভা আছে, সৌন্দর্য্য আছে, জ্বালা আছে, ধূম ও আছে! আর কর্ণজায়া পদ্মাবতী—সে যেন কোন্ দেবারতির সচন্দন-কর্পূর-স্নিগ্ধ-সুগন্ধ-ধূপ! পতি প্রেমে উৎসর্গিত প্রাণা এই মহীয়সী নারী যেন নীরবে সবার অগোচরে আপনাকে দগ্ধ ক'রে তার দেবতাকে শুধু আনন্দ-গন্ধ বিতরণ করছে! সরলা কোমলা হাস্যোজ্জ্বলা সুমধুরা সেবাপরায়ণা শক্তি ও প্রীতির প্রতিচ্ছবি এই পদ্মাবতী!

•

(দ্রৌপদীর ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা ও পদ্মার ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিণী এই দুটী বিপরীত ভাবাপন্না স্ত্রী চরিত্রকে অতি অপূর্ব্ব অভিনয় দক্ষতায় সজীব করে তুলেছেন। এই দুই অভিনেত্রী তাঁদের স্ব স্ব ভূমিকায় যে অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তার তুলনা হয় না! সমগ্র নরনারায়ণ নাটক খানির অভিনয় এক অনিন্দ্য প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এই দুই শৈলুষিক শিরোমণির প্রাণবন্ত অভিনয়চ্ছটায়! ভাবে ভঙ্গীতে আবৃত্তিতে অঙ্গহারের লীলায় প্রতি পাদ-বিক্ষেপে এঁরা দুজনে যে আশ্চর্য্য কলাকৌশল দেখিয়েছেন তা প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ করেছে! অস্তির ভূমিকায় শ্রীমতী উষার সংক্ষিপ্ত অভিনয় বেশ সুচারু হ'য়েছে। কৌরব-রাজেন্দ্রাণী গান্ধারীর ভূমিকায় শ্রীমতী হরিসুন্দরীর অভিনয় খুব উচ্চাঙ্গের না হ'লেও কোথাও নিন্দনীয় বলে মনে হ'ল না! তবে আমরা তাঁর কাছে গান্ধারীর আরও শ্রেষ্ঠতর ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আশা করি।

•

অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের বৈতালিকের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য! নৃত্য গীতের দিক দিয়ে নাট্যমন্দির বরাবরই একটা কিছু নূতনত্বের আয়োজন করেন। এবারও পাণ্ডব শিবিরের নর্ত্তকীদের মধ্যে দেখা গেল জনৈকা নটী নটরাজ শিবের তাণ্ডব নৃত্যের কঠিন কলা কৌশল প্রদর্শন ক'রেছেন! এমনি করে একে একে এদেশের লুপ্ত নৃত্য-কলার যাতে পুনরুদ্ধার হয় সমস্ত নাট্যশালার সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে নর-নারায়ণের গানগুলি অধ্যাত্মবাদ ও দার্শনিক তত্বে এতবেশী ভারাক্রান্ত হ'য়েছে যে সুর ও সঙ্গতের দিক দিয়ে সেগুলি শ্রুতিসুখকর হ'য়ে উঠতে বাধা পেয়েছে।

•

তরুণ শিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অঙ্কিত তুলির স্বপন আমাদের হস্তিনার রাজপ্রসাদের যে ঐশ্বর্য্য বিভ্রমের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দেয়- সেই রূপদক্ষ শিল্পীর চারু কল্পনাই আবার উপপ্লব্যপুরের পাণ্ডব শিবিরে বিচিত্রবর্ণ-লেখার স্বর্ণালিম্পনের মধ্যে অভিনন্দিত করে—আমাদের প্রীত ও পুলকিত করে তোলে! কর্ণের সেই সহস্রাংশুমান সূর্য্যাঙ্ক চিহ্নিত কক্ষ শিল্পীর এক অপূর্ব্ব কল্পনা! আমরা দেখেছি কর্ণের সেই জন্ম রহস্য পরিচয়ের দিন কক্ষস্থ সে বিরাট অরুণ প্রতীক্ পুত্রের নিকট আপন কলঙ্ক প্রকাশে কেমন দুস্তর লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছিল! কর্ণের সেই সহজাত কবচ কুণ্ডল থেকে আরম্ভ করে তাঁর সেই বালার্ক-চূড় কিরীট ও রবিমণ্ডলযুক্ত বৈজয়ন্তহার তাঁর সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়েছিল! সকলেরই সাজ পোষাক নূতন এবং সমস্ত কিরীটধারীর শিরোভূষণের স্ব-স্ব বিশেষত্ব যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হয়েছিল দেখে আমরা খুসী হ'য়েছি। নাট্য মন্দিরের 'নর-নারায়ণ' নাট্য জগতের এক নূতন কীর্ত্তি!)

—

চিত্র-জগৎ

তাঁর যে নোতুন ছবি বেরুবে, তা ইংরাজের জীবন নিয়ে, তাই শ্রীমতী ভেরা রেণলড্‌স্ ব্যক্তিগত ভাবে ইংরাজী আদব কায়দায় অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্যে স্বয়ং লণ্ডন শহরে হাজির হোয়েছেন। অজ্ঞাতা অখ্যাতা সামান্য বালিকা থেকে আজ শ্রীমতী রেণলড্‌স্ কি কোরে চিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে একজন প্রধানা নায়িকা বোলে গণ্য হোয়েছেন সে ইতিহাস উপকথার মতোই বিস্ময়কর। বছর কতক আগে তিনি ছিলেন মোটা সোটা গোলগাল বালিকা মাত্র, তাঁর আদর্শ ছিল মেরি পিক্‌ফোর্ড, নর্‌মা টালমাজ আর ম্যারিয়া সোয়ান্‌সন—তাঁর একমাত্র প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল চিত্র-গগণের তারকা হবার। তিনি তাঁর আদর্শের পদাঙ্কানুসরণ ক'র্‌বার জন্যে উন্মুখ ছিলেন কিন্তু সে পথে তাঁর ভাগ্য পরীক্ষার কোনো সুযোগই মিলছিল না, কারণ তাঁর পিতা রঙ্গ বা চিত্রমঞ্চে তাঁর আবির্ভাবের সম্বন্ধে একেবারেই বিরূপ ছিলেন। তা ছাড়া তিনি এখনকার মত তন্বী, সুরূপা, সুষমাময়ী ছিলেন না। তিনি সে বয়সে ছিলেন স্থূল, আর ডান্‌পিটে, তাঁর খেলার সাথীরা ছিল বালক,—বালিকা নয়।

•

কেবল এক বিষয়ে তিনি ভাগ্যবতী ছিলেন—তাঁর বাড়ী ছিল চলচ্চিত্রের পীঠস্থান লস্ এঞ্জেলেসে। সুবিধা পেলেই সেখানকার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান গুলির দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি দ্বার-রক্ষকের নজর এড়িয়ে কোনো চিত্র নাট্যের অভিনয়ের আখ্‌ড়ায় এসে প'ড়েছিলেন। চিত্র ব্যাপারে অনেক ফাল্‌তো লোকের প্রায়ই দরকার হয় ছোটো খাটো বাজে ভূমিকায় অভিনয় কর্‌বার জন্যে।

•

সেদিন একখানি প্রহসনের চিত্রাভিনয় হোচ্ছিল। তাকে একজন ফাল্‌তো লোক বোলে ভুল ক'রে প্রযোজক ধ'রে নিয়ে গিয়ে একটি সামান্য ভূমিকার অভিনয়ে লাগিয়ে দেন। তিনি প্রথমকার সেই অভিনয়ে যে কৃতিত্ব দেখালেন তার ফলে তাঁর হাস্যরসাত্মক বহু ভূমিকায় অভিনয় কর্‌বার কাজজুটে গেল। স্থূলাঙ্গী হওয়ার জন্যে হাস্যরসাত্মক ভূমিকা ছাড়া অন্য ভূমিকা তাঁকে দেওয়ার বাধা ছিল। বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের স্থূলতা কমে গেল—যৌবনোন্মুখী ভেরা তন্বী হোয়ে দাঁড়ালেন, প্রযোজকরা একদিন হঠাৎ উপলব্ধি ক'র্‌লেন ভেরা আর সে মোটা সোটা মেয়েটি নেই।

•

তখন চিত্রনাট্যে দু'একটি ভালো ভালো ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় কোর্‌তে দেওয়া হোলো আর তিনি তাতে প্রশংসনীয় অভিনয় নৈপুণ্য দেখালেন। তার ফলে 'উচ্ছৃঙ্খল কন্যারা' (Prodigal Daughters) নামক চিত্রে নায়িকার বোনের অংশে তাঁকে নামান' হোলো (নায়িকা—শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সন) এবং তাতে তাঁর খুব নাম হোলো।

•

সুবিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত সেসিল বি, ডি মিল্ তাঁর অভিনয় দেখে "কাদার পা" (Feet of clay) ও "সোণার বিছানা" (The Golden Bed) ছবিতে তাঁকে দুটি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা দিলেন; কিন্তু তাঁর সব চেয়ে বেশী খ্যাতি হোলো "আগের দিনকার রাস্তা" (The Road to yesterday) নামক চিত্রনাট্যে অভিনয় কোরে। তারপর তিনি 'তারকা' অভিনেত্রীর (star) পদগৌরব ও মর্য্যাদা লাভ কর্‌লেন এবং 'পাদপ্রদীপ' (Foot lights) নামক ছবিতে তিনি নায়িকার ভূমিকা পেলেন। আজ ভেরা রেনলড্‌স্ প্রযোজকদের ও চিত্রদল সমূহের কামনার বস্তু।

•

শ্রীমতী ক্লারা কিম্‌বল্ ইয়ং ও শ্রীমতী অ্যানেট কেলারম্যানও অধুনা লণ্ডনে। একদিন এঁরা চলচ্ছবিরসিকদের পরম প্রিয় ছিলেন।

•

বেন্‌ভেনিউটো সেলিনির (Benvenuto Celilni) জীবনের বিচিত্র ঘটনা নিয়ে তাঁর পরের ছবি হবে, রাডল্‌ফ্ ভ্যালেন্‌টিনো ঠিক্ কোরে ছিলেন কিন্তু নিয়তি তা হোতে দিলে না। শোনা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস ভ্যালেনটিনোর সে আশা কার্য্যে পরিণত কোর্‌বেন। এতে সাজ পোষাকের নানা রকম কায়দা ছাড়া ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব ও ষড়যন্ত্র প্রভৃতির বহুবিধ জটিল ব্যাপার আছে। অতএব শ্রীযুক্ত ফেয়ার ব্যাঙ্কসকে এ ছবিতে মানাবে বেশ।

•

যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী ডোরোথি গিস বলেন আজকাল আমরা সকলেই নাচি কারণ নৃত্যকলা আর কারুর আপত্তির বিষয় নয়, কেননা প্রমাণিত হোয়েছে যে শরীরের স্বাস্থ্যকর ব্যায়ামের মধ্যে নৃত্যের স্থান অতি উচ্চে। এদেশের লোক সে কথা কবে বুঝবে?

•

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ক্রাউন সিনেমায় জে, এফ, ম্যাডান "জয়দেব" শীর্ষক যে নূতন চলচ্চিত্রখানি দেখাচ্ছেন সে চিত্রখানি সম্বন্ধে আমরা পরের সংখ্যায় কিছু বলতে চাই।

থিয়েটার অচল কেন?

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

নাট্যমন্দিরে অভিনীত বিসর্জ্জন নাটকের গান এবং আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক অভিনীত বিশ্ব কবির নাটক সমূহের গান সম্বন্ধে, আমার পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তিই নিরাশ হইয়া অভিযোগ করিতেছেন; ইহা কি কম দুঃখের কথা! অভিযোগের কারণও যথেষ্ট আছে। যাঁহারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনীত বিসর্জ্জন দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন এই দুই অভিনয়ে কত বেশী পার্থক্য! সেখানে যাঁহারা শুনিয়াছেন, "এসো তিমির দুয়ার খোলো!" কি "আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকো!" কিংবা "আমি একলা চলেছি এ ভবে!" তাঁহারা বুঝিবেন tone colour কি। অবশ্য সে রকম গায়ক গায়িকা সাধারণ রঙ্গালয় কোথায় পাইবেন! কিন্তু শিক্ষার গুণে কতকটাও ত' আশা করা যায়! আমার কাছে অনেকে এমন অভিযোগ করিয়াছেন, যে ইহা কি রবীন্দ্রনাথের গান? এইখানে দরকার সুনিপুন accompaniment, যাহার গুণে ঐ কার্য্য ভাবে গাওয়া গান গুলোও শ্রুতি মধুর করিয়া তুলিতে পারা যাইত। যাঁহারা বলিবেন, রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত অভিনয় করিয়াছেন বা concert শুনাইয়াছেন, তাহাত যন্ত্রসঙ্গীতের accompaniment সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল, তাঁহাদের আমি বলিব, সে সকল অভিনেতা বা অভিনেতৃ, কিংবা গায়ক গায়িকার বিদ্যা এবং শক্তির সহিত সাধারণ রঙ্গালয়ের গায়ক গায়িকার গানের তুলনা চলিতে পারে না। সুন্দরকে আরো সুন্দর কি করিয়া করিতে হয় সে জ্ঞান তাঁহাদের অসাধারণ। তাঁহারা যে গাহেন, তাহার ভাব অর্থ expression সম্যকরূপে বুঝিয়া, গান করেন, তাই তাহা নিখুত হয়। কিন্তু

সাধারণ থিয়েটারে একেবারে বিপরীত! সেই কারণে থিয়েটারের গানকে expressive করিয়া তুলিতে হইলে, রীতিমতো বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্র সঙ্গীতের সঙ্গত দরকার। যদেচ্ছা এবং যা তা ভাবে হারমোনিয়মের গোঙানি, এবং ক্ল্যারিয়োনেটের আর্ত্তনিনাদ এবং ঢাকের বাদ্যের কর্ম্ম নহে। কিন্তু রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সেদিকে কোন লক্ষ্য নাই! আমি এই রকম সব ব্যাপার লইয়া কতদিন কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অভিযোগ করিয়া উত্তর পাইয়াছি, "কি করবে ওরা! ওদের যা শিক্ষা তাই করতে পারবে তো?" তাই যদি হয় তবে উন্নতির চেষ্টা করিয়া লাভ কি? তাহারা তাহাদের পুরাতন শিক্ষা অনুযাই কাজই করুক, এ ক্ষেত্রে নূতন ভাবে শিক্ষা দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা! অতএব ঐ পর্য্যন্ত শুনিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকাই নাট্যাধিকারিগণের মতে যুক্তি-যুক্ত! সে দিন এক বিখ্যাত নাট্যাধিকারী জিজ্ঞাসা করিলেন, stageএ গানের সহিত কি কি যন্ত্র উপযোগি। আমি বলিলাম, পিয়ানো, ছুইখানি বেহালা, একটি সেলো একটি ফ্লুট, ডবলবাস থাকে ভালো, না থাকলেও চলিতে পারে, ইহাই হইল যথার্থ আমাদের stageএ accompanimentএর উপযুক্ত combination. শুনিয়া তিনি বলিলেন, পিয়ানো শুনিলে তাঁহার মনে হয়, যেন মেম সাহেব বাজনা বাজাইতেছে! এ জন্য তাঁহাকে আমি দোষ দিতেছি না; কারণ সঙ্গীতে তিনি এক পাকা ওস্তাদ, সা এবং ধায়ের ভিতর কোনও প্রভেদ বোঝে না। সঙ্গীতে তাঁহার এমন অসাধারণ জ্ঞান, যে clarion কথার ভাষাগত অর্থ তিনি জানিলেও clarionetএর ধ্বনীর ভিতর কর্কশতা অনুভব করেন না! এবং শতবার শত রকমে তাঁহাকে বোঝানো সত্বেও, incidental music কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহার বিন্যাস করিতে হয় তাহা না জানিয়া না বুঝিয়া, যদেচ্ছা যেখানে সেখানে clarionet, বক্স হারমোনিয়ম টেবিল হারমোনিয়াম, বেহালা অরগ্যান প্রভৃতির এক অভূতপূর্ব্ব খিচুড়িতে, যাত্রা সঙ্গীত বিন্যাস করিয়া চালাইতেন না। Incidental music বা Entermese (Spanish) কাহাকে বলে, এবং তাহার প্রয়োগ কি ভাবে হয়, তাহা নিম্নলিখিত লাইন কয়টা হইতে সাধারণে বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন :—

"A short iuterlude, (musical) in one or two scenes. played by a few actors, rarely more than four. Entermese are mostly of a burlesque character, and when performed between the pr-ludes, and with the dramatic actings Autos or Loas, make an interlude of a peculiar nature acceptable to the Spanish mind. The subjects in which Entermeses are set down, are chosen from possible events of a droll character in common life, and are mostly writen in verses wich are not set to tune. The instrumental combination generaly used in Entermeses are chiefly stringed, some times fluts and obe are allowed. Entermeses can not be traced to a higher antiquity than the 17th century, when more than ordinary prominence is given to the music, the name Saynetes is given to them. On the recent days, Entermeses have been greatly improved through scientific application to the dramas, according to the subjects chosen, and much beauty in instrumentation is thrown. They generaly form a back ground to the acting and are produced in a sonorous adagio movements, compositions chosen, are generaly of recitative nature and in which there are a great variety in time idiom, and tone colour." (See Dr, J, Stainer's Universal Dictionary of Music.) Incidental music কথাটার ভাষাগত অর্থ, এবং সঙ্গীতের technical অর্থ, আকাশ পাতাল তফাৎ। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, থিয়েটার অচল হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই! যখন দেখিতেছি, উন্নতি যথেষ্ট করা যায়, কিন্তু রঙ্গালয়াধিকারী মহাশয়গণ, তাহা করিবেন না বলিয়াই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তখন অবনতি ভিন্ন আর কি আশা করা যায়? আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতে পারি, আমি নিজে যখন যাহা কিছু করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছি, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট উত্তর পাইয়াছি, "এ চলবে না!" কিন্তু কেনো "চলেবে না!" তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন নাই! যদি চেষ্টা করিয়া, কার্য্যতঃ তাহার বিফলতা দেখিয়া বলিতেন "চলবে না," আমার কোন কথা বলিবার থাকিত না। কিন্তু it is certainly rational in a man to praise or decry anything unless he is thoroughly acquainted with all the perfect and inperfectness of its various branches. এই সকল কারণে আমার মনে হয় যদি, ব্যক্তিগত খেয়াল, বা idiosyncritic idea লইয়া থিয়েটার চালাইতে কেহ অগ্রসর হন, লোকের সহানুভূতি আশা করা তাঁহার পক্ষে বৃথা। শুধু অর্থের অপব্যয়ই সার হইবে, লাভ কিছুই হইবে না। And consequently it may only give more or less pleasure to one of our senses; and no reasonable man will prefer seriously a transitory pleasure which must soon end in satiety or even iu disgust to a delight of soul being always transporting, always interesting.

সমাপ্ত — ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়

রামচন্দ্রের মানহানির মাম্‌লা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রে সিংহ মশায় ব'লেছেন—এই সীতায় রাম শাস্ত্রবাক্য মানেন না। তার উত্তরে এই কথা বলা যায়—তিনি শাস্ত্রবাক্য মানতেন ব'লেই তাঁর প্রাণপ্রিয়া সীতাকে নির্ব্বাসন দিলেন—আর শম্বুককে নিরপরাধ জেনেও বিনাশ ক'রলেন। শাস্ত্র সকল সময়ে মর্ম্মের সত্যকথার প্রতিধ্বনি করে না। অনেক সময়ে অন্তরের সত্যে ও শাস্ত্রের বাক্যে বিরোধ ঘ'টে থাকে। রাম মনের এই অবস্থায় প'ড়ে যখন প্রশ্ন তুলেছেন—

"কে বলিবে
শাস্ত্রের বচন সত্য—
কিম্বা সত্য মর্ম্মের কাহিনী"!

ঠিক সেই সময়ে রামের উপবাসী তৃষিত মনে সত্যবাণীর অমৃতধারা সেচন ক'রলেন মহর্ষি বাল্মীকি।—

"বৎস, মর্ম্মের কাহিনী।
মর্ম্ম যারে সত্য বলি দেয় দেখাইয়া,
সেই সত্য—অন্য সত্য নাই।"......ইত্যাদি

রামের প্রাণে চিরন্তন সত্যই ছিল—ইহা ব্যবহারিক সত্য নহে। সে সত্য সুপ্ত ছিল, কোনও দিন, লুপ্ত হয় নি তাই মহর্ষি বাল্মীকির সোণার কাটির পরশে তাহা আবার জেগে উঠেছিল।

সিংহ ম'শায় আর এক যায়গায় ব'লেছেন—রাম ছিলেন কলের পুতুল—বশিষ্ঠের মন রাখ্‌বার জন্যই তিনি শম্বুকবধ প্রভৃতি অনেক কার্য্য (তিক্ত ওষুধ গেলার মত) ক'রেছেন। ইহা একেবারেই সত্য নয়।

কারণ আমরা সীতানাটকখানিতে সর্ব্বত্রই দেখতে পাই রামচন্দ্র প্রত্যেক কার্য্যটির যুক্তিযুক্ততা গুরুদেবের সঙ্গে বিচার ও আলোচনা ক'রে করবার

চেষ্টা ক'রেছেন। রাজার কর্ত্তব্য সমাজবিধি এবং শাস্ত্রের আদেশ মানতে বাধ্য হ'য়েই নিজের অনেক অপ্রিয় কার্য্যও তিনি করেছেন! যেমন সীতা নির্ব্বাসন, শম্বুক বধ, অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি।

বিনাদোষে শূদ্রকরাজ শম্বুককে হত্যা করার যে অপরাধ রামচন্দ্রের স্কন্ধে তুলে দেওয়া হয়েছে তাহাও সম্পূর্ণ কাল্পনিক!

শূদ্রক কেবল তপস্যা করছে বলেই রামচন্দ্রের হাতে মরে নাই—সে শূদ্র জাতিকে ক্ষেপিয়ে তুলে সমাজশৃঙ্খলা ভেঙেছিল বলে মরেছে—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অমান্য করেছিল বলে মরেছে। এ কথা যোগেশ বাবুর সীতায় লিপিবদ্ধ আছে।

আর একটা বড় কথা। রাম সীতাবিরহে একেবারে আত্মহারা হ'য়ে পড়েছিলেন বটে তথাপি তিনি রাজকার্য্য চালাতেন—যন্ত্রচালিতের মত কিন্তু তাতে প্রাণ ছিলনা। কিন্তু যোগেশ বাবুর রাম নাকি তাও করেন নি! এও সত্য নয়। যোগেশ বাবুর সীতার দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখতে পাই সীতানির্ব্বাসনের পরও রামচন্দ্র রাজকার্য্য পরিচালনা করছেন সুতরাং যতীন্দ্রবাবুর অভিযোগ মিথ্যা!

রাম যখন ব্রাহ্মণ কুমারের মৃত্যুর কথা শুনলেন—ব্রাহ্মণ যখন আতিথ্য গ্রহণ না ক'রে চলে গেল—রাম কাহারও দোষ না দিয়ে নিজের মহত্ত্বপ্রকাশ কল্লেন—তাহা তাঁহার আত্মশোচনায় ভাবা গেল'—

"আমি নিজে মহাপাপী—
বিনাদোষে সতী নারী দিছি নির্ব্বাসন।
আপন মঙ্গল, উন্মাদের মত
আমি দলিয়াছি পদে।
*   *   *
বরঞ্চ আমার পাপে মরিয়াছে শিশু
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই করিব!"

সিংহ মহাশয় কী বলেন? রামচরিত্র কি এখানে খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে?

রাম যে রাজকার্য্য কত্তেন—সে কথা যোগেশ বাবুর সীতায় স্পষ্টই দেখানো হয়েছে (২য় অঙ্ক); আবার রাম যে সীতার স্মৃতি আপন হৃদয়ে অষ্টাদশ বর্ষ ধ'রে পূজা ক'রেছেন—এ কথাও তিনি সুকবির মত বর্ণনা ক'রে গেছেন! লবণ রাক্ষসের অত্যাচারের কথা শুনে রাম শত্রুঘ্নকে লবণবধ করবার আদেশ দিলেন—তাহা কি রাজকার্য্য নহে; রামের শম্বুকবধ কি রাজকার্য্য নহে? মন্ত্রী যখন রাজ্যে অনাবৃষ্টির কথা শোনালেন—রাম জলাশয় প্রতিষ্ঠার জন্য রাজকোষ হ'তে অকাতরে অর্থদান ক'ত্তে আদেশ দিলেন। সচিব সংবাদ আনলেন—দাক্ষিণাত্য 'দুর্ভিক্ষ রাক্ষস' গ্রাস ক'রেছে,—রাম তখনই আদেশ দিলেন—

"রাজভাণ্ডারের অর্থে
বহুস্থানে অন্নসত্র হোক্ প্রতিষ্ঠিত।
মুক্তকর' রাজগৃহ—রাজার ভাণ্ডার,
খাদ্য দাও বুভুক্ষিত জনে।"

এ কার্য্যগুলি কি রামের রাজকার্য্য নয়?

যোগেশ বাবুর রাম—এই সকল দুঃসংবাদ শুনে' প্রজাদের জন্য এতই বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন যে তিনি এ কথা পর্য্যন্ত ব'লেছিলেন—

"বিসর্জ্জন দিনু সীতা প্রজানুরঞ্জনে—
প্রজাদের মনস্তুষ্টি করিনু বিধান,—
কিন্তু তাহে কি ফল ফলিল—
প্রজারক্ষা কেমনে হইবে?"

আর একস্থানে যোগেশ বাবুর রাম রাজ্যের কল্যাণের জন্য চিন্তিত হ'য়ে—ব'লছেন—

"তুষানলে হেথ প্রাণ দিব বিসর্জ্জন
অমঙ্গল নাশিতে যদ্যপি না'রি।"

সিংহ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে এগুলি বেমালুম চেপে গিয়ে একদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তারপরে—কথা উঠেছে রাম রাজকার্য্য করতে হবে বলেই যে শম্বুক বধ করেছেন—এমত নহে—রাম বশিষ্ঠের অনুরোধে বশিষ্ঠকে সন্তুষ্ট করবার জন্য এ কাজ ক'রেছেন। রাম যে বশিষ্ঠের মনোরঞ্জনের তরে শম্বুকবধ করেন নি—তা' বশিষ্ঠের সহিত শম্বুকের কার্য্য নিয়ে রামের তর্কের দ্বারাই প্রমাণ হচ্ছে। নিম্নের কথাবার্ত্তা হ'তেও সেটা আরও স্পষ্ট প্রকাশ পাবে,—বশিষ্ঠ রামকে বল্লেন—

"সমাজ নিয়ম ভঙ্গকারী, ধর্ম্মদ্রোহী
শম্বুকের অপরাধ দণ্ড যোগ্য
যদি মনে কর—তখন তাহারে দণ্ড দিও!"

বশিষ্ঠদেব রামের নিকট শম্বুকের দোষের যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করাতে, রাম এর উত্তরে বলেন—

"ভাল—দেব
শম্বুকে বধিব—বুঝি যদি সত্যঅপরাধী।"

তাহ'লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'চ্ছে—রাম যে রাজকার্য্য কত্তেন না—এমন কোন উল্লেখ নেই—এই সীতা নাটকে। তবে রাজসভায় যেতেন না এ কথা আছে বটে! দুটোর অর্থ এক নয়! "রাজা রাম দেখানো' অপেক্ষা—আদর্শ মানুষ "রাম" দেখানোই নাট্যকারের মূল উদ্দেশ্য। "যোগেশ বাবুর সীতানাটক খানি পড়ে মনে হয়, তাঁর গ্রন্থের ভিতরকার প্রধান তথ্যটুকু হচ্ছে সত্য ও সংস্কারের বিরোধ।" রাম অষ্টাদশ বছরের ভিতর ক'টা দিন সিংহাসন অলঙ্কৃত ক'রেছিলেন—সে সন্ধান নাট্যকার না দিয়ে যথার্থ কবির পরিচয় দিয়েছেন। ভবভূতির উত্তরচরিতেও রামের রাজকার্য্য সংক্রান্ত ঘটনা বেশী কিছু নাই—যা আছে তার সবগুলিই যোগেশ বাবুর সীতাতেও আছে। রাজকার্য্য ক'ত্তে হ'লেই যে সব সময়ে সিংহাসনে ব'সে থাকতে হবে—তার কোনও মানে নেই।

রামের যে humanity ব'লে একটা দিক ছিল—সে কথাটা অবতার-বাদীরা কেন বিস্মৃত হচ্ছেন? তিনি অতিমানুষ—সাধারণ লোকের অনেক উচ্চে—তিনি অনেক বড় বড় দুঃসাধ্য কাজ ক'রে গেছেন। তাই তিনি অমর—তাই তিনি অবতার—এতে সন্দেহ কী আছে! নরেন্দ্রবাবুর কথায় বল্‌ছি—"শাস্ত্র শাসন, সমাজ-বিধান, আচার, সংস্কার—এ সকলের চেয়ে সত্যই যে শ্রেষ্ঠ প্রতি-পাল্য, এইটুকুই সম্ভবতঃ এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের এই মহৎ ও কঠিন চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়।" আর এক স্থানে নরেন্দ্র বাবু ব'লেছেন—"একটা কথা উঠেছিল এই যে রাম না কি মোটেই 'অধীর' ছিলেন না, এবং স্ত্রী বিরহে এতটা কাতর হওয়া পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ রামচন্দ্রের পক্ষে না কি একেবারে সোজাসুজি হিন্দুশাস্ত্রের তথা হিন্দুধর্ম্মেরও বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। তাই যদি সত্য হয় তাহ'লে মায়ামৃগের অনুসরণ, সীতাহরণে হাহাকার, অন্যায় বালিবধ ও রাবণ বিনাশের জন্য 'অকাল বোধন' প্রভৃতি পালন তাঁর পক্ষে অনুচিত হ'য়ে পড়ে। মহর্ষি বাল্মীকি থেকে আরম্ভ ক'রে 'রঘুবংশের কালিদাস,' 'রামায়ণের কৃত্তিবাস,' 'উত্তর রামচরিতের ভবভূতি,' 'মেঘনাদবধের মাইকেল মধুসূদন,' 'রাম রসায়ণের রঘুনন্দন,' 'সীতার বনবাসে গিরিশচন্দ্র' এবং 'সীতানাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল' এঁদের প্রত্যেকেরই সৃষ্ট রাম জনক নন্দিনীর বিরহে সতীহারা পশুপতির মতই শুধু অধীর নন, অনেকটা উন্মাদও হয়েছিলেন, সুতরাং এদের সকলকেই শাস্তি দেওয়া উচিত।" তাহ'লে জানা গেলো সতীহারা মহাদেবের মতই সুখ দুঃখে গড়া সীতাহারা রামচন্দ্রও মানবজন্ম গ্রহণ করে রক্তমাংসের মানুষের মতই বিলাপ কত্তেন—তাঁরও মানবোচিত দুর্ব্বলতা ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নটনাথায়

নাট্য মন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

শনিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ, ইং ১১ই ডিসেম্বর, রাত্রি ৭৷৷০ টায়

পরদিন রবিবার ২৬শে অগ্রহায়ণ, ইং ১২ই ডিসেম্বর, বৈকাল ৪৷৷০ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভারত পুরাণের মর্ম্মগ্রথিত অপূর্ব্ব নাট্যলীলা

নর-নারায়ণ

[মহাসমারোহে চতুর্থ ও পঞ্চম অভিনয় রজনী]

কর্ণ—**শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী**

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

অর্জ্জুন—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ভীম—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)

নকুল—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী

সহদেব—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

বৃষকেতু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস (নাট্যমন্দিরের তরুণ গায়ক)

অভিমন্যু—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

সূর্য্য—শ্রীজহ্নুনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ইন্দ্র—অয়োস্কান্ত বাবু

ঘটোৎকচ—শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী

ধৃতরাষ্ট্র—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

দুর্য্যোধন—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য

দুঃশাসন—শ্রীসুহাসকুমার সরকার

ভীষ্ম—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

দ্রোণাচার্য্য—শ্রীঅমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শকুনি—শ্রীনৃপেশচন্দ্র রায়

গান্ধারা—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্লাকী)

অস্তি—শ্রীমতী ঊষাবতী (পটল)

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

অভিনয়ান্তে ট্রাম ও মোটরবাস পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ২৬শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	২রা পৌষ ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

আর্ট থিয়েটারে নবপর্য্যায়ে'রাখীবন্ধনের'অভিনয় হচ্ছে। বাংলা ভাষায় যে কখানি শ্রেষ্ঠ নাটক রচিত হয়েছে "রাখী বন্ধন" তার মধ্যে অন্যতম। বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্য-রথী ইবসেনের আর কোনও নাটক অন্যকোনও ভাষায় এর চেয়ে সুন্দরতর সাজে রূপান্তরিত হ'য়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। প্রবীণ ন্যাট্যকার অপরেশ চন্দ্রের পরশমণি স্পর্শকের স্পর্শে প্রতীচ্যের এক সাহিত্য শিল্পীর কল্পনার উর্ব্বর প্রাঙ্গনে কয়েকটি বীরত্বাভিমানী নির্ভিক জাতির মধ্যে একটী নারীর ব্যর্থ প্রেম, তীব্র প্রতিহিংসা, উগ্র আত্মমর্যাদা ও দর্পিত অহঙ্কারের উত্তেজনায় যে জটিল ও ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, তা আজ প্রাচ্যের প্রাচীন ক্ষাত্র পৌরুষের ইতিকথার রূপধরে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত পরিচিতের মতো ফুটে উঠেছে। নাট্য-সাহিত্যে অপরেশ চন্দ্রের এই কৃতিত্ব প্রত্যেকেরই অনুকরনীয়। বিশ্বসাহিত্যের নাট্য-ভাণ্ডারে যে সকল মনীষী তাঁদের শ্রেষ্ঠতম রত্ন সঞ্চিত করে রাখছেন, পৃথিবীর সকল জাতই তাদের নিজ নিজ ভাবার মঞ্জুষায় সেগুলি সংগ্রহ করে রাখছে, অথচ সাহিত্যের গর্ব্বে দর্পী আমরা তার ক'খানি আজ পর্য্যন্ত জননী বঙ্গবাণীর অঞ্চলে এনে উপহার দিতে পেরেছি? এ প্রশ্নের উত্তরে আমাদের লজ্জায় মাথা নত করে নীরব থাকতে হবে! একমাত্র অপরেশ চন্দ্র মাঝে মাঝে আমাদের এই লজ্জা নিবারণের চেষ্টা ক'রে বাঙ্গালার নাট্য সাহিত্যকে ধীরে ধীরে পুষ্ট করে তুলছেন। এজন্য দেশবাসীর আন্তরীক ধন্যবাদ, ও কৃতজ্ঞতার উপর তাঁর দাবী চিরদিন অপ্রতিহত থাকবে।

নবপর্য্যায়ে "রাখীবন্ধনের" অভিনয় পূর্ব্বাপেক্ষা যে অনেক ভাল হচ্ছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। একমাত্র 'ধারা' ও 'তেজসিংহের' ভূমিকা পূর্ব্বাভিনয়ের অপেক্ষা একটু নিরেশ হ'লেও মোটের উপর, সাজ পোষাক ও দৃশ্যপটের আধুনিক ঐশ্বর্য্যে এবং নৃত্য-গীত ও অভিনয় কলার বর্ত্তমান ধারায় নাটকখানি পূর্ব্বের চেয়ে যে অধিকতর সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য ও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

দ্বারকার সামন্ত প্রধান চন্দাবৎ কুম্ভসিংহ তাঁর প্রতিদ্বন্দী অরিসিংহকে দ্বন্দ যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। বীর কেশরী স্বর্গীয় অরি সিংহের বংশে তার একটি মাত্র মাতৃহীন কন্যা ছিল ধারা'—চন্দাবৎ কুম্ভসিংহ তাকে আপন গৃহে এনে নিজ কন্যা 'রমার' সঙ্গে আপত্য স্নেহে প্রতিপালন করেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে একদিন দ্বারকায় এই সামন্ত প্রধানের গৃহে দুটী বিদেশী বীর যুবক বিশেষ কাজে এসে অতিথি হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন গুর্জ্জরের সামন্ত তেজসিংহ অন্যজন মেবার সামন্ত শূর-শ্রেষ্ঠ বীরমল। এঁদের দু'জনের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। ধারা ও রমা দুজনেই তখন তরুণী সুন্দরী তরুণী। কিন্তু উভয় বন্ধুই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন সেই রূপে গুণে শ্রেষ্ঠতর তেজস্বিনী তরুণী ধারার প্রতি। তেজসিংহ একদিন বন্ধু বীরমলকে বললেন যে 'ধারাকে' পত্নীরূপে না পেলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। বীরমল একদিনও মুখফুটে কিন্তু সে কথা বলতে পারেনি। সে দ্বিধায়

ভুলছিল। ধারার ব্যবহারে তার মনে সন্দেহ হয়েছিল যে ধারা যেন তেজসিংহেরই অনুরাগিনী! তাই সে প্রাণাধিক বন্ধুর অন্তরের আকুলতা জ্ঞাত হবামাত্র তার কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললে। বন্ধুর জন্য বীরমল নিজের হৃদয় আহুতি দিলে। ধারা প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল যে—তার কক্ষদ্বারে যে ভীম কেশরী প্রহরীরূপে আছে,তাকে একাকী হত্যা করে নিশীথ রাত্রে যে আমার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করতে পারবে সেই দুর্জ্জয় বীরের কণ্ঠেই ধারা তার বরমাল্য অর্পন করবে।

•

তেজসিংহ এই অনিশ্চিত পশুযুদ্ধের মধ্যে লিপ্ত হ'তে সাহস করলে না,এদিকে তা না করতে পারলে 'ধারাকে' পাওয়া যাবে না। সে উভয়-সঙ্কটের মধ্যে প'ড়ে কাতর হয়ে উঠল, তখন বীরমল্ল এলো বন্ধুকে সাহায্য করতে। অসীম সাহসী দুর্জ্জয় শক্তিবান এই মেবার সামন্ত বন্ধুকে বললে—'ভয় নেই ভাই, আমিই সিংহ বধ ক'রে ওই কন্যাকে তোমার কাছে এনে দেব'। দুই বন্ধুতে নিভৃতে পরামর্শ হয়ে স্থির হয়ে গেল যে আগামী ফাল্গুণোৎসবের কোনও এক মত্ত নিশার সুযোগ নিয়ে তারা ধারা ও রমাকে হরণ করে দ্বারকা পরিত্যাগ করবে।

*

বীরমল তার কথা রাখলে। রজনীর অন্ধকারে সিংহ মেরে ধারার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে সীধুপানোন্মত্তা ধারাকে বক্ষে তুলে নিয়ে এসে সে তেজসিংহের তরনীতে তুলে দিয়ে চলে গেল আবার চন্দাবৎ দুহিতা রমাকে হরণ করে আনবার জন্য!

•

তারপর পাঁচবৎসর পরে দুই বন্ধুতে দেখা হ'লো এক দুর্ঘটনার মধ্যে। দুই কন্যার অপহরণে মর্য্যাদা-চ্যুত ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ চন্দাবৎ উন্মাদের মতো অনুসন্ধান করে ফিরছিল সমস্ত পৃথিবী ঘুরে সেই দুই অকৃতজ্ঞ অতিথিকে! পাঁচ বৎসর পরে সে তাদের সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা পেয়ে আপনার -মর্য্যাদা নিরুপদ্রবে পুনরুদ্ধার করে নিলে! কিন্তু এরই মধ্যে এমন ঘটনা ঘটে গেল যাতে চন্দাবৎ শত্রু কন্যা ধারার একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে আপনার সপ্ত পুত্রকে হারালে। তেজ সিংহের হাতেই তিনি নিঃসন্তান হলেন! কারণ প্রতিহিংসা পরায়ণা ধারা চায় চন্দাবৎকে বধ করে তার পিতৃ হত্যার-ভীষণ প্রতিশোধ!

*

কিন্তু ধারার জীবনে এমন একদিন এলো যে দিন তার হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়লো বীরমলের উপর! ধারা সে দিন শুনলে যে তার কক্ষদ্বারের সেই ভীমকায় সিংহকে বিনাশ করে যে'বীরেন্দ্র কেশরী তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করে তাকে বজ্র বাহুতে শয্যা থেকে টেনে একেবারে তার বিশাল বক্ষের উপর তুলে নিয়েছিল, যেখান আশ্রয় পেয়ে সে আনন্দে বিহ্বল হয়ে সেই বীরের বাহুতে মিলনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিজয়ীর কঙ্কণ পরিয়ে দিয়েছিল, সর্ব্বেন্দ্রিয় শিথিল করা যে আলিঙ্গনের সুখস্পর্শ তার জীবনের এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের মধ্যে সে আর কখন কোনও দিন তেমন করে অনুভব করতে পারেনি—সে তেজসিংহের নয়—সে বীরমলের! বীরমল তাকে লুণ্ঠন করেও গ্রহণ করেনি; উপেক্ষা করে অন্যের হাতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বিলিয়ে দিয়ে গেছে! এ অপমান ধারা কিছুতেই ভুলতে পারলে না। সে বীরমলের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন একেবারে মরিয়া হ'য়ে উঠল। তেজসিংকে বিবাহ করে সে সুখী হতে পারেনি। বীরমলের জন্যই তার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে! সে তাই বীরমলের উপরই প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠল।

•

কিন্তু বীরমল যে দিন সর্ব্ব সঙ্কোচ পরিত্যাগ ক'রে ধারাকে এসে বলে গেল যে যৌবনের রঙীণ উষায় সে তাকেই ভাল বেসেছিল সমস্ত হৃদয় দিয়ে এবং আজও পর্য্যন্ত সে আর কাউকেই ভালবাসতে পারেনি। রমাকে সে বিবাহ করেছে বটে কিন্তু তাকে সে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করতে পারেনি। ধারাকে সে উপেক্ষা করে বিলিয়ে দেয়নি। সে আপন হৃদয়েরকে চূর্ণ করে এ কাজ করেছে কেবল বন্ধুকে সুখী করবার জন্য, এবং বিশেষ করে ধারাকে সুখী করবার জন্যই, কারণ ধারার আচরণে সে বুঝেছিল ধারা যেন তেজসিংহের অনুরাগিনী! তাই সে তাদের উভয়ের মিলনে প্রাণ তুচ্ছ ক'রেই সাহায্য করেছিল! সে দিন ধারা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। আক্ষেপের উদ্গত অশ্রুজলকে নিরুদ্ধ করতে না পেরে সেও ব'লে ফেললে কি ভয়ানক ভুলই করেছে বীরমল! সে যে বীরমলকেই চেয়েছিল তার বরমাল্যে বরণ করে নিতে! সে যে তাকেই ভাল বেসেছিল তার হৃদয় শূন্য করে বীরমলই তার আকাঙ্ক্ষিত স্বামী! বীরমলকেই জয় করবার জন্য সে তেজসিংহের প্রতি কপট অনুরাগ দেখিয়েছিল! পণে বদ্ধ ছিল তাই তেজসিংহই কেশরী বিনাশ করে তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করেছে জেনে প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যই সে তাকে বিবাহ ক'রেছে, কিন্তু ভালবাসতে পারেনি।

*

তারপর কি হ'ল? ধারা যখন শুনলে ও বুঝলে যে বিবাহ হ'লেও বীরমল রমার স্বামী নয়, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ বীরমল তারই স্বামী, সে আর প্রকৃতিস্থ থাকতে পারলে না! জীবনের এই ভুল সংশোধনের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল! কিন্তু শাস্ত্রে এরূপ ভুল সংশোধনের কোনও ব্যবস্থা নেই, সমাজ এর বিরোধী! মৃত্যুর পরপারে ভিন্ন আর তার ঈপ্সিত দয়িতের সঙ্গে মিলনের কোনও সম্ভাবনা নেই জেনে সাগর জলে পাড়ি দিয়ে উন্মাদিনী 'ধারা' মৃত্যুর ওপারে যাত্রা করলে! যাবার পূর্ব্বে সে বীরমলকেও ইহলোক থেকে অপসারিত ক'রে নিজের সঙ্গে নিয়ে গেল! অতি অপ্রত্যাশিত ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের সূত্রের উপরই গ্রথিত এই নাটকের প্রাণ।

*

বৃদ্ধবীর চন্দাবৎ কুম্ভসিংহের ভূমিকায় প্রতিভাবান অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় আশানুরূপ ভাল না হ'লেও বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল বলা যেতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয় ক'রেছিলেন সেদিন বীরমলের ভূমিকায় সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়! এই শূরশ্রেষ্ঠ, প্রেম ও বন্ধুত্বের জন্য আত্মত্যাগী মহাপুরুষের চরিত্রের একটি নিখুঁত ছবি তিনি দর্শকদের দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর চোখে-মুখের ভাব ব্যঞ্জনায়, তাঁর অঙ্গভঙ্গীর লীলায় ও গতি সৌষ্ঠবে এবং বাক্য ও কণ্ঠ স্বরের দরদ ও গাম্ভীর্য্যে বীরমলের সুন্দর মহৎ ও সংযত চরিত্রটি অপূর্ব্ব শোভায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তেজসিংহের ভূমিকায় কনক নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের অভিনয় চলনসই রকমের বলা যেতে পারে। মতি চাঁদের ভূমিকায় ব্রজেনবাবুর অভিনয় ও মন্দ নয়। চন্দাবতের পুত্রগণের মধ্যে অরুণের ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতীর অভিনয় বেশ ভাল লাগল! রমার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় আমাদের মুগ্ধ করেছে কিন্তু ধারার অংশে শ্রীমতী সুশীলার অভিনয় দেখে আমরা পরিতৃপ্ত হ'তে পারিনি। তাঁর কণ্ঠস্বরের দৈন্য অনেকস্থলে তাঁকে সাফল্যলাভে বাধা দিয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে মোটের উপর রাখীবন্ধনের অভিনয় দেখে বেশ খুশী হ'য়ে আসা যায়।

•

'মিত্র' নামটা বোধ হয় 'মনমোহনের' চাপে উপে গেল! কেন না আজকাল দেয়ালের গায়ে যা কিছু ইস্তাহার ও বিজ্ঞাপন জারি হ'চ্ছে তার মধ্যে কোথাও 'মিত্রে'র সন্ধান খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! ও নামটা ক্রমেই ছোট স্পষ্ট হ'য়ে আসছে, বড় বড় হরফে মনমোহনেরই জয়-জয়কার! বিশেষ বিডন ষ্ট্রীটে গিয়ে এঁরা পদার্পণ ক'রতে না ক'রতেই যখন সে পাড়ায় বঙ্গে-বর্গীর যুগ আবার নূতন ক'রে প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল তখন শীঘ্রই যে আমরা সেখানে পুনরায় মনমোহনের মোহনমঞ্চের শেষ-গৌরব 'ললিত দত্ত' রও আবির্ভাব দেখতে পাবো এরূপ আশা করাটা নিতান্ত- দুরাশা না হ'তেও পারে! ক্ষাত্রগুণান্বিত বজ্রকণ্ঠ ও বৃষগ্রীব ভনেতা শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের 'মিত্র' সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়া

বহুপূর্ব্বেই উচিত ছিল। এতদিনে তিনি তার ত্রুটী সংশোধন করেছেন দেখে আমরা সুখী হলুম। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন বসুর মাতুলালয় তুল্য রঙ্গমঞ্চে পুনরাগমণে আমরা প্রীত হয়েছি। আশা করি তাঁর নটশ্রেষ্ঠ মাতুল 'দানীবাবু শীঘ্রই নবমূর্ত্তি নিয়ে কাশীর 'পাঁড় হাবেলী' থেকে কলিকাতার 'পাঁড়ে মঞ্চে' দেখা দেবেন। এবং কানে কানে এ গুজব ও শোনা যাচ্ছে যে 'তুফানীর' মনিবটি সপরিচারক নাকি একবারে 'চপলও চঞ্চল' হয়ে উঠেছেন ও বাড়ী থেকে এবাড়ী এসে খেলবার জন্য। ভগবান করুণ মনমোহন যেন সত্বর আবার তার সমস্ত বিগত বৈভব নিয়ে জাঁকিয়ে উঠে মিত্র-বরুণকে মিত্র কুবেরে পরিণত করেন্!

•

শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী বহুকাল পরে মিত্র থিয়েটারে যোগদান করে মিত্র সম্প্রদায়ের অভিনেত্রী গৌরব যে কতখানি বৃদ্ধি করেছেন তার সম্যক পরিচয় পাওয়া গেল সেদিন শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নব রচিত লটারীর নক্সা 'ডারবিটিকিট' দেখতে গিয়ে! নাপিত মোসাহেব "গন্ধমাদনের" ভূমিকায় চটুল অভিনয় করে তিনি দর্শকদের ঘুঘণ্টা বেশ মাত করে রেখেছিলেন। কিন্তু নাট্যকার ভূপেন্দ্রনাথ এই টিকট দিয়ে যে ডারবী প্রাইজ পাবেন না তাতে আর কোনও ভুল নেই!

•

নাট্যাচার্য্য ও প্রধান শিক্ষকের পদে নট-বৃদ্ধ অমৃতলাল বসুকে নিয়োগ করে 'মিত্র থিয়েটার সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। গুড়গুড়ি ও চেয়ার দিয়ে তাঁকে 'মহলায়' নিত্য বসান যেতে পারে কিন্তু আর চুনকালি মাখিয়ে নামানো চলেনা। তা ক'রলে বৃদ্ধকে ইচ্ছাকরেই অপদস্থ করা হবে।

•

বঙ্গেবর্গীর প্রথম অভিনয় রজনীতে মিত্র থিয়েটারে এত বেশী দর্শক সমাগম হ'য়েছিল যে অনেক দীর্ঘসূত্র দর্শককে দ্বারদেশ থেকেই কেবল "স্থানাভাব" বিজ্ঞাপন খানি দেখেই ফিরে যেতে হ'য়েছিল। এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে 'বঙ্গেবর্গী' শ্রেণীর নাটকের দর্শকই এদেশে এখনও সকলের চেয়ে বেশী। কলিকাতার মতো প্রাচ্যের একটি সর্ব্ব প্রধান শহরে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত, Art ও Culture এর পক্ষপাতি এবং সভ্যতার উৎকর্ষের দাবীতে অহঙ্কারী বাঙালীর নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ের রাত্রে কোনও দিন 'স্থানাভাব' হয় না। অধিকাংশ আসনই শূন্য পড়ে থাকে; কিন্তু 'বঙ্গেবর্গী' দেখবার জন্য রঙ্গালয়ের প্রবেশ দ্বারে ভীড় লেগে যায়!

•

নাট্যমঞ্চে 'নবযুগ' আনতে হবে বলে আমরা যতই আস্ফালন করিনা কেন, নাটকের রচনার দিক দিয়ে—অভিনয়ের ধারা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে—নৃত্যগীতের উন্নতি বিষয়ে—দৃশ্য পটের নানা দোষ স্খালনের জন্য এবং সাজ-সজ্জার কালোচিত ব্যবস্থা নিয়ে আমরা যতই চিৎকার করিনা কেন—কোনও নাট্য-শালার অধিকারীরাই আমাদের সে কথায় কর্ণপাত ক'রবেন না—যতদিন 'সংসার' করে তাদের অর্থাভাব হবেনা, 'বঙ্গেবর্গী, এসে তাদের ধনাধার পূর্ণ করবে—'বিশর-কুমারী' তাদের অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এনে দিয়ে যাবে—এবং 'জয়দেব 'চৈতন্য-লীলা' প্রভৃতি ভক্তিরসাশ্রিত নাটকগুলি তাদের ধর্ম্ম-অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গফল প্রদানে কার্পণ্য করবেনা। 'আর্টের' খাতিরেও এদেশের ক্ষুধিত আর্টিষ্টরা কিছুতেই উপবাস করতে পারবেনা! শিল্পীরা এখানে সম্বলক নয়! সুতরাং এদেশে নাট্যশালার প্রকৃত নবযুগ আরম্ভ হ'তে এখনও অনেক বিলম্ব আছে বলে মনে হয়। দর্শকের মনস্তত্ত্বের পরিবর্ত্তন না হ'লে, তাদের রুচি ও পছন্দের উন্নতি না হ'লে নাট্যশালার নবীন উষা সুদূরে অপেক্ষা ক'রবে।

•

বহুকাল অনুপস্থিতির পর মিনার্ভার "কোকিলকণ্ঠ" গায়িকা শ্রীমতী সুবাসিনী তার হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে আবার রঙ্গমঞ্চে ফিরে এসেছেন। আশা করি এইবার 'ব্যাপিকা বিদায়ের' সঙ্গে 'বাঙলাও' মিনার্ভায় পুনরাগমন করবে।

•

'যাজ্ঞসেনীর' মহলা দেখানো খুব জোর চলছিল, শোনা গেছল, কিন্তু বড়দিন ত প্রায় এসে পড়ল 'ঘোষণাপত্র' কই? 'তুলসীদাস' ও নাকি উপস্থিত বন্ধ থাকবে শোনা যাচ্ছে। তবে বড়দিনের আসরে 'মিনার্ভা' কি পরিবর্ত্তনে আনন্দ দেবেন? ভূপেন্দ্রনাথের "যুগ মাহাত্ম্য" কি?

•

নাট্যমন্দির আগামী সপ্তাহে শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের শুভ্রোজ্জল মুক্তা হারের মতো সুন্দর গীতি-নাট্য "মুক্তার মুক্তি" উপহার দেবেন, এবং ষ্টার থিয়েটার অপরেশ চন্দ্রের পদাবলী প্রবাহিত প্রেমধারায় ভাসমান 'চণ্ডীদাসকে' দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

•

শ্রীমতী প্রভা ও রবীন্দ্রমোহন রায় অসুস্থতা নিবন্ধন কিছুদিনের জন্য অবসর যাপন করেছেন।

•

বড়দিনের বাজারে শহরে আগে একাধিক সার্কাস এসে তাঁবু গাড়তো! আজকাল তাদের দেখা পাওয়া প্রায় দুর্লভ হয়ে উঠেছে। 'আগাসী' 'শেলাস' 'রয়াল' প্রভৃতি ছোট ছোট দল মধ্যে মধ্যে এসে এখন সহরের মান রাখছে। সে হার্ম ষ্টন্ আর নেই, সে হিপোড্রোম উঠেগেছে, 'বোসের সার্কাস—একটিমাত্র বাঙ্গালী খেলোয়াড়দের সার্কাস তাও আজ বিলুপ্ত! গড়ের মাঠে তাঁবু ফেলতে দেওয়া নিষেধ হ'য়ে পর্য্যন্ত কলিকাতা উৎকৃষ্ট 'সার্কাস' দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্থান পায়না বলে ভাল সার্কাসের দল আর কেউ এ শহরে আসে না।

ছোট আদালতের অভিনয়

গত শুক্রবার ছোট আদালত ক্লাবের সাম্বৎসরিক অভিনয় উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা গিয়েছিলেম। সারাবৎসরের কর্ম্মকোলাহলের ভিতর থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে, বড় ছোটর অভিমান ভুলে গিয়ে প্রধান বিচারপতি থেকে কোর্টের মুহুরী পর্য্যন্ত এ অভিনয়ের আনন্দোৎসবে বৎসরে একদিন যোগদান করে থাকেন। মনমোহন রঙ্গমঞ্চে তাঁদের এবারকার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উৎসব উপলক্ষে তাঁরা Merchant of Venice থেকে কতকগুলি নির্ব্বাচিত দৃশ্য ও ভূপেন্দ্রবাবুর বাঙ্গালীর অভিনয় আয়োজন করেন। কিন্তু Merchant of Venice এর Trial scene বাদ দেওয়াতে তাঁদের নির্ব্বাচনের খুব প্রশংসা আমরা কর্ত্তে পারলুম না।

•

শাইলেকের ভূমিকায় উকীল রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুনাম আমরা পূর্ব্ব হতেই শুনেছিলাম, সেদিন তাঁর অভিনয় দেখে আমরা বাস্তবিক মুগ্ধ হয়েছি। তাঁর প্রতি পদক্ষেপ অঙ্গসঞ্চালন আবৃত্তি এত সুন্দর হয়েছিল, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার যোগ্য। কিন্তু তাঁর Old gobbo র অভিনয় আমাদের বিস্মিত করে দিয়েছিল। তার পরেই Launcelot এর ভূমিকায় সুশীল মুখোপাধ্যায় যে সরল ও সহজ অভিনয় করেছিলেন তা প্রশংসার্হ। Bassanio চলন সই। উকীল দুর্গাদাসবাবুর Antonio শুধু অচল নয়—অসহ্য। যাঁহার ইংরাজী উচ্চারণের জড়তা এখনও যায়নি তার কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া অনুচিত।

•

তারপর তাঁদের বাঙ্গালীর অভিনয়ে দু চারটী ভূমিকার অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে। রাধানাথ বাবু নিশীথের চরিত্র ভাল ভাবেই ফোটাতে পেরেছেন এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চেয়ে তাঁর অভিনয় যে উৎকৃষ্ট হয়েছে একথা বল্‌লে অত্যুক্তি হয়না। হরিপদ বাবুর অজয় চলনসই, কিরণের অংশে নির্ম্মল বাবু ধনীর দুলালের দাম্ভিকতা বেশ পরিস্ফুট করতে পেরেছিলেন। অ্যাক্টরের অংশে উকিল জ্ঞানপ্রিয় বাবুর অভিনয় বেশ ভাল হয়েছে। ওস্তাদ ছেলের ভূমিকায় সুধাংশু বাবুর কণ্ঠস্বর আমাদের পীড়া দিয়েছিল। বিধুর ভূমিকায় লালবেহারী বাবুকে ভাল বলা যেতে পারতো যদি না তিনি অত বেশী ভাবের আতিশয্য দেখাতেন। দুর্গাদাস বাবুর কবি—শোচনীয়। সিধুর ভূমিকায় যে ব্যবহারজীবীর অবতীর্ণ হবার কথা ছিল শোনা গেল অভিনয়ের সময়ে তিনি নাকি ভীত হয়ে "স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনঃ" করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু নিতান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেদিন যে শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেছি। গুণ্ডার নির্ব্বুদ্ধিতা, গোঁয়ার্তুমির যে রূপটী তিনি সেদিন ফোটাতে পেরেছিলেন তা সকলকে চমৎকৃত করেছিল। ছোট্ট ছেলের ভূমিকায় একটী বালকের অভিনয় যেমনি সুন্দর হয়েছে তার সঙ্গীত ধারা তদপেক্ষা শ্রবণাভিরাম হয়েছে।

*

প্রবীণ উকিল অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনটী বিভিন্ন ভূমিকায় (গয়লাবৌ দত্তজা বামুনঠাকরুণ) অবতীর্ণ হয়ে এই প্রবীণ বয়সে যে রসের অবতারণা করেছিলেন শতমুখে তার প্রশংসা না করে আমরা থাকতে পাচ্ছিনা। সাধারণ রঙ্গমঞ্চেও আমরা এরূপ অভিনয় খুব কমই দেখেছি।

*

শ্রীযুক্ত লক্ষীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ভিখারিণী ভূমিকায় অভিনয়ের চেয়ে সুমধুর সঙ্গীত উপভোগ্য হয়েছিল। লবঙ্গলতাকে মানিয়েছিল যেমন অভিনয়ও তেমনি ভাল হয়েছিল।

*

লোচন ঠাকুদ্দার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত কেশবলাল চক্রবর্ত্তীর অভিনয় শেষের দিকে বেশ মনোজ্ঞ হয়েছিল, কিন্তু তাঁর অঙ্গসজ্জা একেবারেই ভূমিকার অনুরূপ হয়নি। বাইজীর ভূমিকায় অশ্বিনী বিশ্বাসের নৃত্যে বেশ একটী নূতনত্ব ফুটে উঠেছিল। ছোট গিন্নি ও বড়গিন্নি যেন বাড়ীর নোতুন বউ। তাঁদের পুত্রদের দেখিয়েছিল তাঁদের চেয়েও বয়সে বড়। তাঁদের অঙ্গসজ্জাতেও যেরূপ ত্রুটী ছিল—তার চেয়ে তাঁদের অভিনয় কোন অংশে ভালো নয়। আর আর ভূমিকা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উকীল বাবুরা যদি আরও কিছুদিন মহলা দিয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তেন—তা হ'লে "বাঙ্গালীর" অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'তো সে কথা বলা যেতে পারে। আশা করি—ভবিষ্যতে তাঁরা বিশেষভাবে প্রস্তুত হ'য়ে অবতীর্ণ হবেন।

*

এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রদূত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়ের নিকট আমাদের অনুরোধ যেন আগামী বারে পুস্তক নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তিনি সুবিবেচনার পরিচয় দেন। দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যবহারজীবীগণের নিকট হ'তে আমরা বাঙ্‌লাভাষার শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় দেখবার আশা করি।

—

চিত্র-জগৎ

—:০:—

চলচ্চিত্রে "জয়দেব" দেখানো হবে শুনে আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলুম। 'জয়দেবের' মতো একটি গীতিবহুল ভক্তিরসাত্মক ও ধর্ম্মমূলক নাটককে কেমন ক'রে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করা যেতে পারে এবং কীভাবে সে ছবি দর্শকদের চিত্তাকর্ষক করে তোলা যেতে পারে এ আমরা কিছুতেই ধারণা করতে পারিনি। কিন্তু সে দিন এই 'জয়দেব' ছবিখানি দেখে এসে আমরা চিত্রনাট্যের যাদুকর শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়কে তারিফ না দিয়ে থাকতে পারলুম না!

*

'জয়দেবের' সমস্ত আকর্ষণ ও বিশেষত্বকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে তিনি অসাধারণ সুকৌশলে এই ভক্তিরসমূলক নাটক খানিকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত ক'রেছেন এবং এই চিত্রখানিকে প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছেন সুপ্রসিদ্ধ তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলসী বাবু 'জয়দেবের' ভূমিকার অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শণের একান্ত সুযোগাভাব সত্বেও যে টুকু কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে তাঁর মতো একজন সুযোগ্য অভিনেতারই উপযুক্ত। আশা করি তিনি ম্যাদন কোম্পানীর অন্যান্য চিত্রে শীঘ্রই অধিকতর কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পাবেন!

*

দেশী ছবি প্রায়ই ভাল হয় না, কিন্তু এই 'জয়দেব' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দাসের আলোক চিত্রের গুণে অনেক খানি ভাল হ'য়েছে বলা যেতে পারে। শ্রীমতী পেসেন্স কুপার শ্রীমতী হিপোলাইট, এবং শশীমুখী মনোরমা এবং কার্ত্তিক

বাবু সত্যেন বাবু, অহীন্দ্র বাবু প্রভৃতি মিনার্ভার অভিনেতা অভিনেত্রীর দল জয়দেবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ক'রে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন দেখা গেল।

•

'জোরোর ছেলে ডন্ কিউ' (Don Son of Zorro) এবং ডন্ জুয়ান্ (Don Juan) চলচ্ছবির নায়িকা, সুন্দরী ও সুপ্রসিদ্ধা শ্রীমতী মেরিঞ্যাষ্টার আর ফুলধনুর তীক্ষ্ণ শরে স্থির থাকতে পারলেন না। বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত আর্ভিং এ্যাশার্সকে (Trving Achers) তিনি বিবাহ কোরবেন বোলে বিজ্ঞাপিত হোয়েছে। শ্রীমতীর বয়েস—একুশ বছর। আমেরিকার ইলিনয়ে, কোয়াইনি নামক স্থানে, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে তারিখে তিনি ভূমিষ্ঠা হয়েছিলেন।

•

বছর কয়েক আগে বহু চিত্রনাট্যে নায়কের অংশে অভিনয় কোরে যিনি খুব জনপ্রিয় হোয়েছিলেন সেই ফ্র্যান্সিস্ বুশম্যানের মেয়ে শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া বুশম্যান ও শ্রীযুক্ত জ্যাক্ কন্ওয়ের সঙ্গে পরিণীত হবেন বোলে জানা গেল। চলচ্চিত্র-জগতে প্রজাপতির ও কন্দর্পের স্নেহধারাপ্রবল হোয়ে উঠছে দেখা যাচ্ছে।

•

যশস্বিনী বিলাতী অভিনেত্রী শ্রীমতী জুলিয়েট কম্পটন 'শুভ্র তাপ' (White heat) নামক ছবির কাজে বিশেষরূপে শ্রম কোরে, অসুস্থ হোয়ে প'ড়ে ছিলেন। তিনি স্বাস্থ্য লাভ কোরে আবার তাঁর লণ্ডনস্থিত আবাসে ফিরে এসেছেন।

•

'যৌবনের চোখ' (The eyes cf youth) ছবির নাম বদলে গেল। এর নায়িকা শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্সান্ই তা বদলে এর নূতন নাম করণ কোরেছেন "শৃঙ্গ"। এই সংস্কৃত ভাষার নাম নির্ব্বাচন করা হোলো এই জন্যে এতে একজন যোগীর অবতারণা করা হোয়েছে। বিলাতী অভিনেতা শ্রীযুক্ত হিউমিলার এই যোগীর ভূমিকা নেবেন।

•

ছোটো ডগ্লাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের একখানি হাত কোনো চিত্র-নাট্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিনয় কোরতে কোরতে আহত হয়েছে—চিত্র খানির নাম হোলো 'মানুষের টোপ' (Man bait)। শ্রীযুক্ত এডিগিবন ছিলেন প্রতিপক্ষ। তাঁর চিবুকে মুষ্টাঘাত কোরতে গিয়ে, শ্রীমানের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হোয়ে, তাঁর হাত প্রচণ্ডবেগে একটা জানলার চৌকাটে লাগে। তাঁর ছটি আঙুল এতে ভেঙে গেছে।

•

Mare Nostrum নামক ছবিতে ফরাসী ইতিহাসের চমৎকার বর্ণনের জন্য, ভুবন বিখ্যাত প্রযোজক শ্রীযুক্ত রেক্স্ ইন্গ্রাম ফরাসীদের লিজন অফ অনারের ক্রশ লাভে সম্মানিত হ'য়েছেন।

•

শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস (আসল নাম—মেরিয়ন ডুরাস্) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী এবং শ্রীমতী বেটি ব্রনসন্ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

•

শ্রীযুক্ত মাল্কম ডেনি ও শ্রীযুক্ত রেজিনাল্ড ডেনি এঁদের দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এঁরা দুজনেই বিগত মহাযুদ্ধে গেছলেন এবং ভারতবর্ষের সৈনিক বিভাগে উভয়ের প্রথম সাক্ষাৎ হয়।

•

শ্রীযুক্ত লিউকোডির সঙ্গে বিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেবেল নরম্যাণ্ডের বিয়ে হোয়েছিল বোলে শোনা গেছলো। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তা নিশ্চয় কোরে কেউ প্রচার কোরছেন না। এটা কি ঘটকালি-প্রিয় বন্ধুদের ইঙ্গিত মাত্র?

•

নিউইয়র্কের ইতর পল্লীর ঘট'। নিয়ে তৈরী সম্প্রতি "সৌন্দর্য্যময় শহর" (the beautiful city) নামক যে চিত্র নাট্যটি অভিনীত হোয়েছে তাতে শ্রীমতী ডোরোথিগিস্ ও শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস্ যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

'বুনো মটর'ও (wild oats) একখানি নোতুন ছবি। এতে প্রধান দুটি অংশে অভিনয় কোরেছেন শ্রীমতী গ্লাডানা ও শ্রীযুক্ত রবার্ট এ্যাগ্‌নিউ।

রামচন্দ্রের মানহানির মামলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সমালোচক প্রবর এই প্রবন্ধ লিখতে ব'সে এতদূর অন্ধ হ'য়ে প'ড়েছেন যে তিনি অতি নিম্ন শ্রেণীর মূল্যহীন নীচব্যঙ্গকৌতুক (low caricature) ক'রে নিজের শক্তিহীনতারই পরিচয় দিয়েছেন। সমীচীন যুক্তিতর্কের পরিবর্ত্তে ব্যঙ্গ ক'রে parody ক'রে দোষ দেখানো কতদূর উচ্চসমালোচকের বা পণ্ডিতের কাজ তা' সহজেই উপলব্ধি হ'তে পারে। যোগেশ বাবুর সীতার কেন—বাল্মীকির রামায়ণেরও ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও দাঁতভ্যাঙ্‌চানো তৈরী করা যায়,—এবং সেটা বেশ উপভোগ্যও হ'তে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যতীন্দ্র বাবুর এই পরিণত বয়সে তাঁকে একথা ব'লে দিতে হ'চ্ছে যে সেটা আর যাই হোক, সমালোচনা নামের যোগ্য হয়না।

যোগেশ বাবুর রাম ছিলেন মানুষ—বাল্মীকির রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হ'লেও মানুষের দোষগুণও তাঁর সবই ছিল; কারণ তাঁর রক্তমাংস দিয়ে তৈরী দেহ ছিল। তবে তিনি অতি মানুষ—তাই তিনি অনেক দোষ বর্জ্জন ক'রেছিলেন—সাধারণ মানুষের যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। তিনি যখন প্রাণতমা সীতার মিথ্যা কলঙ্কের কথা শুন্‌লেন—তিনি পুরবাসীদের কটূক্তি ক'ত্তে ছাড়েন নি। তার প্রমাণ বাল্মীকির রামায়ণে সীতার সমীপে লক্ষ্মণের উক্তিতে—

> "শ্রুত্বা পরিষদো মধ্যে হ্যপবাদং সুদারুণম্।
> পুরে জনপদে চৈব ত্বৎকৃতে জনকাত্মজে।
> রামঃ সন্তপ্তহৃদয়ো মাং নিবেদ্য গৃহং গতঃ॥
> ন তানি বচনীয়ানি ময়া দেবি তবাগ্রতঃ।
> যানি রাজ্ঞা হৃদি ন্যস্তান্যমর্ষাৎ পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ॥
> সা ত্বং ত্যক্তা নৃপতিনা নির্দ্দোষা মম সন্নিধৌ।
> পৌরাপবাদভীতেনগ্রাহ্যং দেবি ন তেঽন্যথা॥"

অস্যার্থ—"জনকতনয়ে! নগরে এবং জনপদে আপনার নিদারুণ অপবাদের কথা সভামধ্যে শুনিয়া রাম সর্ব্বতোভাবে সন্তপ্ত হইয়া আমার নিকটে ব্যক্ত করতঃ গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন। দেবি! রাজা ক্রোধে যে সকল কথা মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকটে বলিতে পারিব না, অতএব সেই সকল কথা বলিতে বিরত হইলাম। দেবি! রাজা আমার নিকটে আপনার নির্দ্দোষিতার বিষয় বলিয়াছেন, কেবল পুরবাসিনিন্দা ভয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন সুতরাং আপনি তাহা প্রকৃত বলিয়া মনে করিবেন না।"

এইরূপ মানুষের দুর্ব্বলতাও তাঁকে অধিকার ক'রেছিল—তবে তিনি তাহা দমন ক'ত্তে পারতেন। এইখানেই তাঁর অতিমানবত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

বাল্মীকি ভবভূতি থেকে আরম্ভ ক'রে সবেতেই আমরা দেখ্‌তে পাই—রাম অশ্বমেধযজ্ঞের আজ্ঞা দিয়েছেন—কিন্তু তাঁর একবারও মনে ওঠেনি যে সহধর্ম্মিণী ব্যতীত যজ্ঞ হ'তে পারে না। এতদূরই তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে প'ড়েছিলেন!—কৌশল্যার মাথায় স্বর্ণ সীতা নির্ম্মাণের কল্পনা বেশ ভালই হ'য়েছে, এবং স্বাভাবিকও হয়েছে। স্ত্রীলোকদের মাথাতেই স্বর্ণ প্রতিমা গড়াবার কথা গুলো আগে আসে ইহা সত্য। বিরহক্লিষ্ট রামের মনে স্বর্ণ সীতার কথা উদয় হওয়া সম্ভব নয়। কারণ তিনি তাঁর রক্তমাংসে গড়া জীবন্ত সীতার ধ্যানেই মগ্ন ছিলেন!

এবারে লবকুশের কথা। লবকুশের চরিত্র অঙ্কনে নাট্যকার (অভিনব না হ'লেও) একটা নোতুন মোহন ছবি দিয়েছেন। "লবকুশের চরিত্র নাট্যকার ঠিক বন-লালিত ও ঋষি-পালিত রাজকুমারদ্বয়ের মতই আঁকতে পেরেছেন; এবং এই দু'টি আলেখ্যের মধ্যে তাঁর মৌলিকতার ছাপ অনেকখানি দেখতে পাওয়া যায়।" যোগেশবাবু লবকুশের চরিত্র—স্বভাবসুন্দর অনুপম ক'রে এঁকেছেন এবং তারা যে বীর ছিল—এ বিষয়েও তিনি মনোযোগ দিতে ভোলেন নি।

শিবমন্দিরে রামের ধ্যান ও লবপ্রাপ্তি দৃশ্যটী যোগেশ বাবুর নাটকের একটী খুব বড় বিশেষত্ব (এক দিক দিয়ে triumph upon রামায়ণ)। এ দৃশ্যের ইঙ্গিত অবশ্য তিনি ভবভূতি হ'তে পেয়েছেন। লব ও লক্ষ্মণ-পুত্র চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের পর রামচন্দ্রকে সেইস্থানে দেখা যায় (উত্তররামচরিতের ষষ্ঠ অঙ্ক)। নাট্যকার এ বিষয়টী একটু ঘুরিয়ে দিয়েছেন—তিনি রামের সহিত লবের সাক্ষাৎ যুদ্ধস্থলে না ঘটিয়ে একেবারে প্রাসাদে ঘটিয়েছেন—এই অতুলনীয় কল্পনা ক'রে লেখক নাটক কে অমূল্য ক'রে তুলেছেন।

সিংহ ম'শায় ব'লেছেন—রাম একজন বীর—যুদ্ধের নামে কোথায় লাফিয়ে উঠবেন—না—একজন উদ্ধত বালকের "নীল নলিন নয়ন দুটী" দেখেই আত্মহারা হ'য়ে বিভোল পাগল হ'য়ে গেলেন! এ বড় আশ্চর্য্যের কথা! কিরকম বীর তবে রামচন্দ্র!—কিন্তু আমরা জানি—যুদ্ধের ঢক্কা শুনলে—যুদ্ধের ঘোড়া বা হস্তীই নাকি লাফিয়ে উঠতো—ঘন ঘন হ্রেষারব তুলতো—বৃংহিত শব্দে কান তালা ক'রে দিতো।—যে মোহন কুমারটীকে দেখলে শত্রুরও হৃদয় গ'লে যেতো—যার দর্শনমাত্রেই শত্রুর পর্য্যন্ত মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন,—সেই আপনার আত্মজকে দেখে রামচন্দ্র যে (স্বাভাবিক নাড়ীর টানে) বিহ্বল হ'য়ে প'ড়বেন—তা'র কণ্ঠস্বর যে প্রপীড়িতা লাঞ্ছিতা পরিত্যক্তা তাঁর হৃদয়াধিষ্ঠাত্রীদেবী সীতার কণ্ঠস্বর মনে পড়িয়ে দিয়ে রামচন্দ্রকে পাগল ক'রে তুলবে—তা'তে আর সন্দেহ কিছুই থাকতে পারে না। (সিংহ ম'শায়ের ঐ ছেলেমানুষি যুক্তি প'ড়ে আমাদের হাস্যসম্বরণ করা একপ্রকার কষ্টদায়ক হ'য়ে উঠেছিল।) আমরা তো ভাবতে পারি না—একজন সুকুমার মোহন বালকের কাছে বীরপুঙ্গব শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর রামচন্দ্র যুদ্ধের আহ্বান পেয়েই—যুদ্ধ ক'ত্তে লেগে যাবেন কী ক'রে! এটা যে কী হাস্যকর দৃশ্য—কল্পনাতেই বোঝা যায়। আর যে বালক একাকী একটী সংবাদ দিতে এসেছে—সে "রণ-রণ" ব'লে চীৎকার ক'ল্লেও সেই বালকের সঙ্গে যুদ্ধ করা বীরোচিত কার্য্য নহে। রামচন্দ্র 'বীর' ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি "বর্ব্বর" ছিলেন না একথাটা সিংহ মহাশয়ের ধারণায় আসেনি দেখছি!

ক্রমশঃ

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

নমো নটনাথায়

নাট্য মন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০ বড়বাজার।

শনিবার ১৮ই ডিসেম্বর রাত্রি ৭॥০টায়
পরদিন রবিবার বৈকাল ৭॥০টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২২শে ডিসেম্বর, বুধবার ৭॥০ টায়

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৩শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ৭॥০ টায়

১। মুক্তার মুক্তি
২। পাষাণী

ইন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৪শে ডিসেম্বর, শুক্রবার ৭॥০ টায়

১। পুনর্জ্জন্ম
২। চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার দুইবার অভিনয়

বেলা ২ টায় ১। নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রাত্রি ৯ টায় ১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

বৃহন্নলা ও ব্রাহ্মণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। রাধাকৃষ্ণ

২৬শে ডিসেম্বর, রবিবার ৪॥০ টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৭শে ডিসেম্বর, সোমবার ৭॥০ টায়

১। আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২ নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত

২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ০ টায়

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৯শে ডিসেম্বর, বুধবার ৭॥০ টায়

১। পাষাণী

ইন্দ্র—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। মুক্তার মুক্তি

৩০শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ৭॥০ টায়

১। রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। রাধাকৃষ্ণ

৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার ৪॥০ টায়

বিসর্জ্জন

জয়সিংহ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

১লা জানুয়ারী, শনিবার ১৯২৭—দুইবার অভিনয়

বেলা ২ টায় নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রাত্রি ৯ টায় ১। জয়দেব
২। রাধাকৃষ্ণ

২রা জানুয়ারী রবিবার ৪॥০ টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কার্ত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৯ই পৌষ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

বাঙ্‌লাদেশের ও বাঙালী জাতির গৌরব সূর্য্যস্বরূপ—বাঙলা ভাষার ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার বিশ্ববরেণ্য মণীষী রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর গত সোমবার আবার সুস্থশরীরে স্বদেশ প্রত্যাগমন করেছেন। আমরা তাঁকে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা ও সসম্মান অভিবাদন বিজ্ঞাপিত করে আমাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাচ্ছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন নিরোগ দেহে দীর্ঘায়ু নিয়ে 'শান্তিনিকেতনে' শান্তির মধ্যে অবস্থান করতে পারেন।

*

নাট্য-জগতে বড়দিনের আসর সুরু হ'য়ে গেছে। দোসরা জানুয়ারী পর্য্যন্ত এই আসরে সকল নাট্যশালায় নানা বিচিত্র অভিনয় চলবে। নাট্যমন্দির তাঁদের এই ক'দিনের নির্দ্দিষ্ট প্রমোদ-সূচী একখানি ছোট্টপুস্তিকার আকারে মুদ্রিত করে জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন। 'ষ্টার' 'মিনার্ভা' কিম্বা 'মিত্র' এরূপ সুব্যবস্থা করেন নি। তাঁরা বোধ হয় তাদের প্রতিদিনকার অভিনয় পূর্ব্বদিন স্থির করে নিত্য তার আয়োজন পৃথকভাবে ঘোষণা করবেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই বড়দিনে আসরে শহরে এত বিভিন্ন প্রকারের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হয় যে অনেক আমোদপ্রিয় লোকের পক্ষে ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত কবে কি অভিনয় হবে পূর্ব্বাহ্ণে জানতে পারলে অনেক সুবিধা হয়।

*

মেরিলীবোন ক্রিকেট ক্লাবের (এম্, সি, সি) শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা শহরে পদার্পণ করায় এবার কলিকাতায় ক্রিকেট খেলা দেখবার আগ্রহ একটা অতিরিক্ত প্রবল আকর্ষণে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এবার নেই-নেই কোরেও তিনটি 'সার্কাস' এ শহরে তাঁবু গেড়েছেন—শেলার্স, রয়াল, এবং ওয়াইল্ড ওয়েষ্ট 'শো'। শহরের বিভিন্ন 'বায়োস্কোপ' গৃহেও নিত্য নূতন নূতন ছবির আকর্ষণ আছে। এই ছুটীর সময় চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি এক রাত্রির জন্য পুনঃ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। প্যালেশ অফ ভ্যারাইটীতে ম্যাডান কোং এবং এম্পায়ার থিয়েটারে ব্যাণ্ডম্যান্ কোং দুইটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ রুষ নর্ত্তক সম্প্রদায়ের নৃত্যকলার ব্যবস্থা ক'রে এবারকার বড় দিনের আমোদ বিশেষভাবে অনন্দপ্রদ করে তুলেছেন। 'বলিন-পীরে' (Miss Anied Ballin & Pierre Sava) ও 'ক্রীব হেওয়ার্থ' সম্প্রদায়ের বার্ষিক নৃত্য-কলা প্রদর্শনও এবার বাদ যায়-নি।

*

এর উপরও আবার জু'গার্ডেনে 'ফ্যান্সী ফেয়ার' প্রভৃতি আমোদ গ্র্যাণ্ড হোটেল ও সাটার্ডে ক্লাব প্রভৃতির নাচের মজলিশ ও X'mas Bazar & Fete, ইংরাজী সমাজের পক্ষে বড় কম আকর্ষণ নয়। সব চেয়ে বড় তামাসা আবার গড়ের মাঠের 'ঘোড়দৌড়'। 'রেস্' খেলবার ও 'রেস্' দেখবার লোকের ভীড় মাঠে সকল তামাসার চেয়েই বেশী হয়। কুলি মজুর গাড়োয়ান থেকে আরম্ভ করে দেশের সম্ভ্রান্ত কোটীপতি পর্য্যন্ত, এমন কি রাজ প্রতিনিধির দল অর্থাৎ ছোট বড় মাঝারি লাটেরা পর্য্যন্ত এইখানে পায়ের ধুলো দেন। ঘোড়দৌড়ের আর একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে সকল জাতের ও সকুল সম্প্রদায়ের লোকই এই তামাসাটী দেখতে আসেন।

*

এত সব বিভিন্ন আকর্ষণের মধ্যে পড়ে বড়দিনের আমোদপ্রিয় দর্শকদের পক্ষে কবে কোন আসরে যেতে হবে সেটা পূর্ব্বাহ্ণে নির্ণয় করা সহজ হয়ে

ওঠে যদি তাঁরা প্রমোদ সূচির তালিকাটা আগে হতেই হস্তগত করতে পারেন। নাট্য-মন্দিরের অনুকরণে অন্যান্য সম্প্রদায়েরও উচিত এই কদিনের অভিনয় তালিকা সপ্তাহ পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত করা। ষ্টার থিয়েটারের বর্ত্তমান নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী বাবু) বহুকাল পরে আবার বড়দিনের আসরে এসে নামবেন বলে ঘোষণা পত্র প্রকাশ হয়েছে। বড়দিনের আসরে ষ্টার থিয়েটারের এ আকর্ষণ "চণ্ডীদাসের" চেয়েও বড় কম নয়। মিনার্ভা ভূপেন্দ্রনাথের "যুগমাহাত্ম্যের" প্রাচীর পত্রিকা দিয়েছেন। বড়দিনের বাজারে ভূপেন্দ্রনাথের হাস্য রসাত্মক নক্সা "যুগমাহাত্ম্য" যে মিনার্ভার নাট্যমণ্ডপ পরিপূর্ণ করে রাখবে এরূপ আশা করা যেতে পারে।

*

চোর বাগানের ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন গত শুক্রবার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে 'বিষবৃক্ষ' অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। কলিকাতায় যতগুলি নামজাদা সৌখীন নাট্য সম্প্রদায় আছে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন তাদের মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি অন্য সকল সম্প্রদায়ের চেয়ে শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ নয় একদিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠও ছিল। আজ তার সে গৌরব অনেকখানি ম্লান হ'য়ে গেলেও এখনও যে এই মৃত হস্তীর লক্ষ মুদ্রা মূল্য কেহ অস্বীকার করতে পারবে না সেটা তাঁরা সপ্রমাণ করেছেন তাদের সেদিনের "বিষবৃক্ষ" অভিনয়ে।

*

নাটকখানিকে যদিও তারা বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন করে নেন নি এবং প্রয়োগ নৈপুণ্যের দিক দিয়েও আধুনিক উন্নত প্রথা ও পদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নি, তাহ'লেও, একথা বলতেই হবে যে পুরাতন যুগের অভিনয় প্রকরণেরই মাপ কাঠিতে বিচার করে দেখলে তাঁ'দের এই "বিষবৃক্ষ" বিষের তুল্য অসহনীয় হয় নি, তবে অমৃতের মতো উপাদেয়ও যে হ'য়ে ওঠেনি এ কথাও ঠিক।

*

এই প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রাণ, যাঁর চেষ্টায় উৎসাহে ও আগ্রহে একদিন এই সম্প্রদায়টি গড়ে উঠেছিল, যিনি এদের গুরু, আচার্য্য বা শিক্ষক স্বরূপ—সেই প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই "বিষবৃক্ষ" নাটকাভিনয়ে 'নগেন্দ্রদত্তের' ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভূপেন্দ্র বাবুর যে শুধু নাট্যকার বলেই খ্যাতি আছে তা নয়, একজন উচ্চশ্রেণীর সু-অভিনেতা বলেও তাঁর যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। সেদিন বহুকাল পরে তাঁকে আমরা আবার রঙ্গমঞ্চের উপর দেখলুম এবং দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলুম যে আজ এই বিশ বৎসর পরেও ভূপেন্দ্রনাথ তাঁর সেই পূর্ব্বের অভিনয় শক্তি এতটুকুও হারাননি। কালের প্রভাব এবং যুগের মাহাত্ম্য তাকে একটুও ভেঙ্গে চুরে পরিবর্ত্তিত করে গ'ড়ে তুলতে পারেনি। আধুনিকতার আক্রমণকে সর্ব্বাংশে এড়িয়ে তিনি ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই তাঁর সেই মধুর কণ্ঠে সুরের মোহন ঝঙ্কার তুলে বঙ্কিমচন্দ্রের এক এক পরিচ্ছেদ নিছক গদ্যকে কাব্যের এক এক সর্গের মতো যেরূপ সুমিষ্ট ধ্বনিতে আবৃত্তি করছিলেন তাঁর সে অভিনয় ধারা বর্ত্তমান রুচির যতই বিরোধী হোকনা কেন সে যে শ্রুতি সুখকর বা শ্রবণাভিরাম হয় নি একথা কেউ জোর ক'রে বলতে পারবে না। হালের কষ্টিপাথরে সুদর্শন বা সুসঙ্গত ব'লে বিবেচিত না হলেও তাঁর হস্তপদ সঞ্চালন, অঙ্গভঙ্গী ও ভাবব্যঞ্জনার মধ্যে তিনি আধুনিক অভিব্যক্তির বিকাশকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে তাঁর নিজস্ব প্রাচীন বিশেষত্বগুলিই পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছেন দেখে আমরা তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের প্রশংসা না করে থাকতে পারছিনি। ভাল হোক্ বা মন্দ হোক্ তিনি যে কারুর অনুকরণ করবার চেষ্টা কখন করেন না সেইটিই তাঁর কৃতিত্ব। নগেন্দ্রদত্তের ভূমিকায় আগা গোড়া তার অভিনয়ের মধ্যে আমরা সেই শক্তির পরিচয় পেয়েছি।

*

'সঙ্গীত সমাজের' ভূতপূর্ব্ব অভিনেতা শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস 'দেবেন্দ্র দত্তের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি এতকাল নারী চরিত্র অভিনয়ে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে নাট্য জগতে যশস্বী হয়েছিলেন। এই তাঁর জীবনে সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম পুরুষের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ! গায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্ব্বজন বিশ্রুত, সুতরাং দেবেন্দ্রদত্তের ভূমিকায় তাঁর সঙ্গীতগুলি একটু মেয়েলী ঢঙের হলেও যে অত্যন্ত শ্রবণ মধুর হয়েছিল তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। হরিদাস বৈষ্ণবীরূপে তাঁর অভিনয় সবচেয়ে যে সুন্দর হয়েছিল সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র! তবে দেবেন্দ্র দত্তরূপে তাঁর মাত্‌লামী অভিনয়ের মধ্যে আভিজাত্য মর্য্যাদার অভাব স্থানে স্থানে এতই সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছিল যে সেটা প্রায় অনেকখানি ইতর শ্রেণীর 'দারু' সেবীদের ন্যায়ই প্রতীয়মান হচ্ছিল।

*

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'হরদেব ঘোষাল' বেশ সুন্দর হয়েছে, কেবল দোষের মধ্যে তিনি এক একবার অতিরিক্ত মোলায়েম হ'য়ে পড়ছিলেন। সত্যবাবু দাওয়ানজী সেজে নেমেছিলেন বটে কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছিল যেন একটি চাষাভূষো গোমস্তা গোছের। তাঁর রূপসজ্জার আমরা প্রশংসা করতে পারলুম না এবং তাঁর কণ্ঠস্বরও অত্যন্ত অস্বচ্ছ! নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'সুরেন্দ্র' যে খুব ভাল হ'য়েছিল একথা বলা চলেনা। শ্রীশের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বসুর অভিনয় বেশ সুন্দর হয়েছিল! ডাক্তার ও ব্রহ্মচারী চলনসই। শ্রীযুক্ত অনন্তরাম ঘোষের দ্বারবান অভিনয় ভালই লাগল, কিন্তু ভৃত্যটি তেমন কাজের লোক নয়।

*

নারী চরিত্রের মধ্যে সূর্য্যমুখীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের অভিনয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হ'য়েছে বলা যেতে পারে কিন্তু তাঁর বিশালবপু যে এই ভূমিকাটির পক্ষে একটু অশোভন হ'য়েছিল একথা ঠিক। হীরে ঝীর ভূমিকায় ফণীবাবুর অভিনয় তারপরই উল্লেখযোগ্য! যদিও হারমোনিয়ম বাদকের দোষে তাঁর গানটির একটু ক্ষতি হ'য়েছিল এবং তাঁর ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা উৎকট ঠাটঠমক প্রকটিত হ'য়ে উঠছিল যেটা হীরে ঝীর পক্ষেও বাড়াবাড়ী ও দৃষ্টিকটু ঠেকছিল! কমলমণির ভূমিকায় শ্রীমান ছুনিয়ালাল ঘোষের অভিনয় চলনসই রকমের এবং কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় শ্রীমান দ্বারিকানাথের অভিনয় মন্দ নয় বলা যেতে পারে। কৌশল্যা ও পুরস্ত্রীগণের অভিনয় বিশেষ নিন্দনীয় নয়। হীরের আয়ীটি কিছুই হয়নি। তবে একথা ঠিক যে বছর পনেরো ষোল পূর্ব্বে এঁদের বিষবৃক্ষ অভিনয় যেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল—এবারটি কিন্তু তত ভাল হয়নি।

*

সেদিন ছোট আদালতের অভিনয়ের সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে আমরা 'দীনদাসের' ভূমিকায় হরিমোহন বাবুর ও 'সুখদাসের' ভূমিকায় নলিনবাবুর নামোল্লেখ করতে একেবারেই ভুলে গেছলুম। দুঃখী দীনদাসের আকুলতার আবেদন হরিমোহনবাবু তাঁর অভিনয়ে যেমন চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন তেমনিই সুখের সাচ্ছন্দ্যতার মধ্যে অহঙ্কারের গর্ব্বটিও নলিনবাবু তাঁর সুখদাসের ভূমিকাতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। আমাদের ছোট আদালতের অভিনয় সমালোচনার সর্ব্বশেষ পংক্তিটি পড়ে কেউ কেউ নাকি মনে করেছেন যে "বাঙালী" নাটকখানিকে বুঝি আমরা নিকৃষ্ট-নাটক-শ্রেণীভুক্ত বলে মনে করি। এরূপ যদি সত্যই কেউ কেউ মনে করে থাকেন তাহ'লে তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেছেন, কারণ আমাদের বক্তব্য 'শ্রেষ্ঠ নাটকের' অভিনয় নয়, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে "শ্রেষ্ঠ নাটকের—সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়!" যেহেতু—দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছ থেকে 'বাঙ্গালীর' অভিনয়ে আমরা ঠিক সে জিনিসটি পাইনি।

*

শুনছি ভূপেন্দ্রনাথের "যুগমাহাত্ম্য" বর্ত্তমান যুগের যুবকদের ক্লীবত্বের প্রতি নাকি নির্ম্মম কশাঘাত! ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও হাস্য রহস্যের ভিতর দিয়ে এই নিপুন

নাট্যকার—এ জাতির মনুষ্যত্ব, পৌরুষ শক্তি ও বীর্য্যের প্রতিদিন যে শোচনীয় অধোগতি হ'চ্ছে তারই জন্য মর্ম্মন্তুদ আক্ষেপ করেছেন, গভীর অশ্রুজল ফেলেছেন! রসরাজ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর পর রহস্য রসের আবরণে সর্ব্বনাশের কঙ্কালটাকে এমন অনাবৃত ক'রে চখের সামনে ধরতে একমাত্র এই 'রস-যুবরাজ' ভূপেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ পারেন কিনা জানিনা। মিনার্ভার রস-নাট্যাভিনয়ে সুযশ আছে, সুতরাং আশা করা যায় যে 'যুগমাহাত্ম্যের' সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করে নাট্যকারের লেখনীর মাহাত্ম্য ও মিনার্ভার অভিনয়ের মাহাত্ম্য তাঁরা সমভাবেই প্রচার ক'রতে সমর্থ হবেন।

•

'বড়দিনের বড় আসরে' নাট্য-মন্দির তাঁদের মণিমঞ্জুষার সবকটি অমূল্য রত্নই নাট্যামোদী দর্শকদের অক্লান্তভাবে বিতরণ করবার ব্যবস্থা করেছেন, এজন্য সাধারণের কাছে তাঁরা যে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ অর্জ্জন করবেন তাতে আর কোনও ভুল নেই। 'বড়দিনের এই বড় আসরে' আজ আমরা তাঁদের কেবল একটি উজ্জ্বলমণির অভাব একান্ত অনুভব করছি! সেটি হ'চ্ছে আমাদের সেই—ভিক্টর হিউগো লাঞ্ছনাকারী নাট্যকার বোস সাহেবের মহানাটক "পুণ্ডরীক!"

•

'নরনারায়ণের' অভিনয় জনসাধারণকে এতাদৃশ মুগ্ধ ক'রেছে যে, তাঁরা অনেকেই আনন্দাতিশয্যে অধীর হয়ে অভিনয়ের এক একটী উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপূর্ণ বিবরণ সম্বলিত পত্র লিখে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন এবং এখনও পাঠাচ্ছেন। তাঁদের সে পত্রগুলি সমস্ত পত্রস্থ করবার বিপুল অনুরোধ ও মিনতি সত্বেও স্থানাভাবে আমরা তাঁদের হতাশ ক'রতে বাধ্য হলুম ওরই মধ্যহ'তে সুরচিত ও সংক্ষিপ্ত দেখে দু'একখানি পত্র আমরা নির্ব্বাচিত করে নিয়ে একে একে প্রকাশ করা সুরু করেছি। যাদের পত্র প্রকাশ করতে পারলুম না তাঁরা যেন ক্ষুন্ন না হ'য়ে আমাদের প্রসন্ন চক্ষে মার্জ্জনা করেন।

•

'নরনারায়ণ' সম্বন্ধে আমাদের সমালোচনা প'ড়ে (নাট্যমন্দিরের তরুণশিল্পী শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়) একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখে আমাদের তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'নরনারায়ণের' সাজ সজ্জা ও দৃশ্যপটের নয়নাভিভিরাম পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমরা তাঁর যে কৃতিত্বের উল্লেখ করেছিলুম সেই প্রসঙ্গে তিনি (আমাদের জানিয়েছেন যে, কর্ণের সেই সুদৃশ্য কক্ষটীর প্রাচীর গাত্রে কর্ণের ইষ্টদেবতার সমুজ্জ্বল প্রতিক স্বরূপ যে সূর্য্যাঙ্ক চিহ্নটি সংযুক্ত হয়েছে তার প্রয়োগ ও পরিকল্পনার সমস্ত কৃতিত্ব নাট্যমন্দিরের অন্যতম সেবাইত আলোকশিল্পী ও চলচ্চিত্র-বিশারদ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল সান্যাল মহাশয়ের। ইঁহারই যত্নে চেষ্টায় শিল্পকুশলতায় ও উদ্ভাবনী শক্তির গুণে সূর্য্যের সেই প্রদীপ্ত প্রতিক ও তদুপরি আদিত্য বিগ্রহের ছায়া-মূর্ত্তির বিস্ময়কর প্রকাশ সম্ভব ও সার্থক হতে পেরেছে।) শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র বাবু এই সংবাদটী আমাদের জানিয়ে শুধু যে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন, তাই নয়, নিজের মহত্ব উদারতা ও নিঃস্বার্থ হৃদয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। আমরা তাঁকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

•

নরনারায়ণে "ঘাটোৎকচের" ভূমিকায় আজকাল শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের অনুজ শ্রীমান শাওশীল গোস্বামী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় ক'রছেন সে অভিনয় শুধু যে তাঁর খ্যাতনামা অগ্রজের চেয়ে কোনও অংশে নিরেশ হচ্ছেনা তাইনয়, স্থানে স্থানে বরং উৎকৃষ্টতরই হচ্ছে বলা যেতে পারে।

•

'বঙ্গেবর্গীর' আশাতীত সাফল্য দর্শনে উৎসাহিত হয়ে মিত্র থিয়েটার 'দেবলাদেবীর' ঘোষণাপত্র প্রচার করেছেন। বড়দিনের আসরে তাঁরাই দেখ্‌ছি সকলের চেয়ে বেশী সওগাৎ এনেছেন। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই নাকি 'মোগল-পাঠান' ও 'চাঁদবিবিরও' অভিনয় আয়োজন হবে। 'মনমোহন থিয়েটারে' যাওয়া তাদের সার্থক হল দেখছি।

•

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর অনূদিত 'রত্নাবলী' ওরফে 'সাগরিকা' নাটকখানির অভিনয় আয়োজন করে মিত্র থিয়েটার সুরুচির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের মনে হয় সংস্কৃত সাহিত্যে বাণ, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি, কালিদাস, ভারবী, ভাস, অশ্বঘোষ, মাঘ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারদের রচিত বিশ্ব-বিশ্রুত নাটকগুলি সব একে একে বাঙলায় রূপান্তরিত ক'রে নিয়ে অভিনয় করা উচিত। একমাত্র প্রবীন নাট্যকার পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ কার্য্যের ভার নেবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত কারণ তিনি কেবল একজন উচ্চশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ নাট্যকার নন, তিনি কল্পনারাজ্যের একজন ভাবুক কবি। ভাষার লালিত্যে, ছন্দ সম্পদে বর্ণনামাধুর্য্যে ও রচনাচাতুর্য্যে তাঁর যেরূপ দক্ষতা তাতে সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যকে তার ষোড়শ কলা সৌন্দর্য্য সমেত বাঙলার মণিমঞ্জুষায় ধরে দেবার শক্তি একমাত্র তাঁরই আছে বলে মনে হয়। নাট্যশালার অধিকারীদের কর্ত্তব্য তাঁকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে এই কার্য্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করা।

•

প্রেমাবতার প্রভু যীশুখ্রীষ্টের পুণ্যজন্মদিনে ষ্টারে প্রেমের সাধক মহাকবি "চণ্ডীদাসের" আবির্ভাব হবে বলে বিঘোষিত হয়েছে। যতদূর সংবাদ পাওয়া

গেছে তাতে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। প্রবীণ ও অভীজ্ঞ নাট্যকার অপরেশ চন্দ্র 'চণ্ডীদাস' ও তাঁর মানস সুন্দরী 'রামী'কে যে ভাবে চিত্রিত করেছেন আমরা তার কাছ থেকে ঠিক সেই রকমটিই আশা করিছিলুম। তিনি রামীকে চতুর্ভুজা দেবীতে পরিণত ক'রে 'চণ্ডীদাস' নাটকখানিকে একেবারে অতিভক্তির ভণ্ডামী ও গঞ্জিকাধূমে বিকৃত করে ফেলেননি। তিনি জ্ঞানী ও সুবিবেচকের মতোই এই দুটী পরস্পরের একান্ত অনুরাগীকে মানুষের কোঠায় রেখে সুসঙ্গত যুক্তিসিদ্ধ স্বাভাবিক বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বিশ্বাস 'চণ্ডীদাসের' অভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হ'য়ে অপরেশ চন্দ্রের নাট্য-যশ মুকুটের একটী উজ্জ্বল মণি বলে বিবেচিত হবে।

•

নাট্যজগতে কি আবার 'ক্লাসিক' থিয়েটারের যুগ ফিরে এল? আবার যে প্রায় প্রত্যেক থিয়েটারেই একরাত্রে দু'খানি করে বড় বড় নাটক অভিনয়ের আয়োজন হচ্ছে দেখছি। 'চন্দ্রশেখরের' সঙ্গে সঙ্গে 'আলিবাবা', 'কর্ণার্জ্জুনের' সঙ্গে 'সরলা'! 'রাখীবন্ধনের' সঙ্গে 'জয়দেব'! 'ব্যাপিকা বিদায়ের' সঙ্গে 'আত্মদর্শন'! 'দুর্গেশনন্দিনীর' সঙ্গে 'জয়শ্রী' 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' সঙ্গে 'সধবার একাদশী' 'পাষাণীর' সঙ্গে 'মুক্তার মুক্তি'! 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের' সঙ্গে 'রাধাকৃষ্ণ'—এসব আয়োজন যে নাট্যশালার অতি শোচনীয় অবস্থার পরিচয় দেয়! অদূর ভবিষ্যতে কি প্রতি অভিনয় রাত্রে নাটকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে এবং তাতেও যথেষ্ট পরিমাণ দর্শক না পাওয়া গেলে কি তাদের জন্য আবার 'উপহারের' ব্যবস্থা করা হবে? কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে!

চিত্র-জগৎ।

'পম্পিয়াইয়ের শেষ কয়দিন' (The Last days of Pompeii) নামক লর্ড লিটনের প্রসিদ্ধ উপন্যাসের যে চিত্রনাট্য-রূপ নোতুন হোয়েছে তাতে শ্রীমতী ম্যারায়া কর্ডা 'নিডিয়ার' এবং শ্রীযুক্ত ভিক্টর ভারকোনি 'গ্লকাসের' ভূমিকা নিয়েছেন। এই চলচ্ছবিতে দৃশ্যপটের ও সাজ-সরঞ্জামের প্রাচুর্য্য ও ঘটা এতবেশী যে তাতে আসল গল্পটি উহ্য হোয়ে গেছে। যাঁরা লিটনের উপাখ্যানটির কথা একেবারে ভুলেগিয়ে এই ছবিখানি দেখ্‌বেন তাঁরাই কেবল এর সৌন্দর্য্য উপভোগ কোর্‌বেন।

•

প্রসিদ্ধ রাখাল ঘোড়সওয়ার (Cowboy rider) উইলিয়াম হার্ট বহুদিন চিত্র-জগৎ থেকে অবসর নিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে যে তিনি আবার চলচ্চিত্রাভিনয় কোর্‌তে রাজি এবং চুক্তিবদ্ধ হোয়েছেন। এবার তিনি মাইনের উপর লাভের অংশও পাবেন।

•

শ্রীযুক্ত রোনাল্ড কোল্‌ম্যান সম্প্রতি একটি জটিল সমস্যার উত্তম সমাধান কোরেছেন। "বার্‌বারা ওয়ার্থের হৃদয় জয়" (The winning of Barbara Worth) নামক চলচ্ছবিতে তাঁর দাড়ি গোঁফ ছিল একেবারে চাঁচাছোলা। ঐ ছবির কাজ শেষ হোলে তিনি নৌবিহার, সাগর স্নান প্রভৃতি নানা উপায়ে তাঁর অবসর যাপন কোর্‌ছিলেন এবং তাঁর পরের ছবিতে তিনি যে ভূমিকা নেবেন তার জন্যে জুলপি রাখ্‌তে সুরু কোরেছিলেন। এমন সময় খবর এলো যে পূর্ব্বোক্ত চিত্রনাট্য খানির জন্যে নোতুন করে খানকতক ছবি নেওয়া দরকার।

কোল্‌ম্যান যদি জুলপি কামিয়ে ছবি তোলান, তা হোলে আবার একজোড়া জুলপি গজাতে অনেক সময় লাগ্‌বে আর তার পরের ছবির জন্যে দেরী হো'য়ে যাবে। অনেক ভেবে তিনি কেবল একদিককার জুলপি কামিয়ে ফেল্‌লেন এবং ক্যামেরার সামনে সেই দিকটা রেখে যতগুলি ছবি দরকার তা তোলালেন। মুখের এই পার্শ্ব দৃশ্যের জন্যে ছবি কিছুমাত্র বেমানান হয়নি। নোতুন চিত্র-খানির জন্যে তিনি না-কামানো দিক্‌টা ক্যামেরার সাম্‌নে রেখে ছবি তোলাচ্ছেন! কাজ আটকালেই বুদ্ধি যোগায়।

•

শ্রীমতী মারি অল্‌ট্‌ (Marie Ault) কান্নার অভিনয় খুব ভালো কোর্‌তে পারেন। এই জন্যে অভিনয় জগতে তাঁর চাহিদা এত বেশী যে দিনের বেলায় তাঁকে চলচ্চিত্রের জন্যে এবং রাত্তিরে রঙ্গমঞ্চের জন্যে রোজই অভিনয় কোর্‌তে হয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন লণ্ডন শহরে শ্রীমতী অল্‌টের চেয়ে বেশী কাজ আর কোনো কলা-কুশলীর নেই।

•

'রক্তের ডাক' (The call of the Blood) এবং "বোয়াডিশিয়া" (Boadicea) নামক চলচ্ছবি দুটিতে শ্রীমতী ফিলিস্‌ নীল্‌সন টেরিও খুব ভালো কান্নার অভিনয় কোরেছেন। শ্রীমতী ভায়োলেট হপ্‌সান ও শ্রীমতী নীনা ভান্নারও এই রকমের অভিনয়ে খুব নাম আছে।

•

প্রথম অভিনেত্রী—জিম্‌ সেদিন আমাকে মিস্‌লটোর (Mistletoe) নীচে চুমু খেয়েছে—আমি জানি সে আমাকে ভালোবাসে। সে আমাকে বোলেছে আমার মত মেয়ে দশ লক্ষের ভিতর একটা মেলে।

২য় অভিনেত্রী—আর আমাকে সে বোলেছে পাঁচজনের মধ্যে আমি একজন।

•

শ্রীমতী ডোরোথি গিস্‌ বলেন কোনো মানুষকে ভালো উপহার ভালোবেসে দিলেও তা সুনির্ব্বাচিত না হোলে তার কদর থাকেনা। তার একজন বান্ধবী তার কাকীর কাছ থেকে গত ক'বছর ধ'রে প্রতি বছরই একটা কোরে ছাতা পেয়ে আসছে।

•

"রহস্য দ্বীপ" (The mysterious Island) নামক চলচ্ছবিতে শ্রীমতী অ্যালি ও' নীলকে প্রথম দীর্ঘকেশে অবতীর্ণ হোতে দেখা যাবে। মেট্রো—গোল্‌ডুইন—মেয়ার চিত্র সঙ্ঘের দ্বারা এই চলচ্ছবিটী প্রস্তুত হবে।

নরনারায়ণ

বহুদিনের ঈপ্সিত "কর্ণ"কে সেদিন শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় সাধারণের সামনে প্রথম উপস্থিত করেছিলেন। শুধু যে তাকে সামনে এনে হাজির করেছিলেন তা নয়, তাকে রূপে, রসে, সৌন্দর্য্যে অতুলনীয় করে শিশির বাবু তাঁর অদ্ভুত কলা কৌশলের পরিচয় দিয়েছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁর রচনায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মোট কথা বই খানির রচনা যেমন সুন্দর হয়েছে তেমনি সুন্দরকে আরও সুন্দর করে তুলেচেন শিশির বাবু।

বই খানির প্রধান চরিত্র "কর্ণের" ভূমিকায় শিশির বাবু নিজে অবতীর্ণ হয়েছেন। কর্ণের সেই নির্ভীকতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দানশীলতা প্রতি কথায়, প্রতি অঙ্গচালনায় অতি সুন্দর পরিস্ফুট হয়েছিল। ব্রাহ্মণের অভিশাপ তাকে বিচলিত করতে পার্‌লেনা, পরশুরামের অভিশাপ সে আশীর্ব্বাদ বলে মাথাপেতে নিলে—এতটুকু ভয়নেই, এতটুকু কুণ্ঠানেই এমনি নির্ভীক সে, এমনি নিজের শক্তির পরে তার বিশ্বাস। তারপর যে দৃশ্যে কর্ণ তার প্রকৃত পরিচয় পেলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, সেকি স্নেহের প্রবল আকর্ষন, সে কি দুর্জ্জয় অভিমান, সেকি বিফল চেষ্টা নিজেকে 'রাধেয়' বলে অভিহিত ক'রতে। ভীমসেনকে ধনুগুণে বেঁধে রেখে ভ্রাতৃস্নেহের প্রবল উন্মাদনায় যে আগ্রহে তাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেছিলেন আবার নিজের দীনতা, নিজের জন্মকথা স্মরণ করে যে অভিমানের সঙ্গে তাকে বিদায় দিয়েছিলেন সে শিশির বাবুর অভিনয় কলার চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। একটা জলন্ত শিখার মত চিরকাল সে দৃশ্য মনে জেগে থাকবে। তাঁর সেই 'জয়দ্রথ' বধের বর্ণনায় তুলনা হয় না।

শ্রীকৃষ্ণের অংশ গ্রহন করেছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। তিনি ক্ষীরোদ বাবুর সৃষ্ট পরম পুরুষ "শ্রীকৃষ্ণ"কে উজ্জলতর ক'রে তুলেছিলেন। দেবতার অভিনয় এমন দেবভাবাপন্ন হ'তে আমার পূর্ব্বে আর কখন দেখিনি।

পরশুরামের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। কর্ণের প্রতি তাঁর স্নেহ, ক্ষোভ ও ক্রোধের সমন্বয়ে তাঁহার চরিত্র অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হ'য়েছিল।

অশিষ্ট বালক নকুলের ভূমিকা গ্রহন করেছিলেন প্রবীন অভিনেতা শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ী। ভূতপূর্ব্ব বেঙ্গল থিয়েটারে দ্বিতীয় আলমগীরের ভূমিকায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন দর্শকবৃন্দ আজও তা ভোলেননি। মনে হয় তিনি বালকের ভূমিকা না নিয়ে বয়ঃক্রম অনুসারে "ভীষ্ম" অথবা "দ্রোণাচার্য্যের"

ভূমিকায় অধিকতর কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন। ভীম, সহদেবের ও ভীষ্মের অভিনয় ও মন্দ হয় নি যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, দুর্য্যোধন, ও দুঃশাসনের অভিনয় আমাদের ভাল লাগেনি।

স্ত্রী চরিত্র অভিনয়ে সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন শ্রীমতী চারুশীলা দ্রৌপদীর অভিনয়ে ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী গঙ্গার ভূমিকায়।

গঙ্গার অভিনয় অতি সুন্দর হ'য়েছিল। তৃতীয় দৃশ্যে দ্রৌপদীর অভিনয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

সাজসজ্জা ও দৃশ্য পাটাদিতে নাট্য-মন্দির সম্পূর্ণ সুরুচির পরিচয় দিয়েছিলেন। এঁদের নৃত্যগীতও নয়নও শ্রবণাভিরাম। ইতি—

২৪ নং রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা। শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য।

রামচন্দ্রের মানহানির মামলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শূদ্ররাজ রামচন্দ্রের সঙ্গে উদ্ধতভাবে তর্ক করেছেন বলে সিংহ মশায় সে বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি করেছেন নিম্নশ্রেণীর একটী হীন উপমেয় দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কিন্তু তিনি ভেবে দেখেননি যে মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে সব করতে পারে। বিশেষ করে শম্বুকের মতো একজন স্বাধীন নির্ভীকের পক্ষে সেটা মোটেই অশোভন হয় নি। শম্বুকের প্রাণদণ্ড তিনি করবেনই—এই তার অমোঘ বিধান—এই তাঁর বিচার—একথা রামচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন। যখন প্রাণের আশা নাই তখন ঐ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মদ্বেষী বিদ্রোহী শূদ্ররাজের উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করা মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে খুবই স্বাভাবিক হয়েছে।

যোগেশবাবু রামকে যে কতবড় মহান করে এঁকেছেন তা প্রকাশ পেয়েছে—যখন তুঙ্গভদ্রা স্বামী হত্যাকারীকে সতীনারীর তেজে অভিশাপ দিল, এবং তুঙ্গভদ্রার অভিশাপ শুনে রাম ব'ললেন –

"দেবী,
বহুমানে শিরঃপাতি
লইলাম অভিশাপ-আশীর্ব্বাদ তব।"

ইহা রামেরই যোগ্য কথা। রাম একজন সামান্ত শূদ্ররমণীর নিকট হতে এই অভিশাপ মাথা পেতে নিলেন। এতে রামের মহত্ব আরও শতগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছে। তিনি যে ভগবানের অবতার—তিনি যে অতিমানব—তার সম্যক্ পরিচয় এইখানেই। (জিজ্ঞাসা করি—মহামান্য একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও কি এই বেয়াদবি মাপ কর্ত্তে পারেন?) রামচন্দ্র অতিমানব ব'লেই তো মাথা পেতে সতীর অভিশাপ আশীর্ব্বাদ বলে আদর ক'রে নিতে পেরেছিলেন! একি সামান্য মানুষের কাজ? যোগেশবাবু তাঁর রামচন্দ্রকে—একজন আদর্শ মানব ক'রে এঁকেছেন—সেইটাই তাঁর কৃতিত্ব।

নরেন্দ্রবাবু যথার্থই ব'লেছেন "যোগেশবাবুও দ্বিজেন্দ্রলালের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তাঁর রামের "মানব" রূপই ধ্যান ক'রেছেন—তবে সে মানুষটির সবটুকুই একেবারে সাধারণ মানুষ নয় তাঁর শ্যামরূপ দেখে শূদ্ররাজ শম্বুক তাঁকে আপন ইষ্টদেবের মূর্ত্তি মনে ক'রে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন।"

"উজলিয়া দশদিশি রূপের আভায়,
শ্যামরূপে কে এলোরে বনে,—
মূর্ত্তিমান যজ্ঞফল—নয়ন সম্মুখে মোর,
যেন মনে হয়, হেন অপূর্ব্ব মূরতি
নয়নে হেরিব বলি,
আজীবন করিয়াছি তপ।"—

ইত্যাদি ব'লে দেবতাভ্রমে শূদ্ররাজ যখন তাঁকে অর্চ্চনা করতে অগ্রসর হ'লো—তখন যোগেশবাবুর মহিমময় রামচন্দ্র বললেন—

"নহি আমি ইষ্টমূর্ত্তি দেবতা কাহার,
ধ্যানযোগে নরহৃদে করিনা বসতি।
নিতান্ত মানব আমি,
মৃত্তিকা নির্ম্মিত মোর কায়া।"

সিংহ মহাশয় রামচরিত্রের এই Keynote টুকু একেবারেই ধরতে পারেন-নি! 'সীতা' নাটকের এই সকল দৃশ্য দেখে রামের প্রকৃত ভক্ত যাঁরা তাঁরা মুগ্ধ হবেন, কেবল ভক্ত-টিকেল ভক্তরাই মিথ্যা ব্যথা অনুভবের ভাণ করতে পারেন মাত্র। যাঁরা সত্যসত্যই রামকে অতি মানব ভেবে অবতার ব'লে পূজা করেন—তাঁরা প্রেমময় রামের এই স্বভাবসুন্দর অনুপম প্রেমের মূর্ত্তি দেখে পুলকিত ও রোমাঞ্চিত হবেন। যোগেশবাবুর সীতা প'ড়লে—মনে হয় রাম অনেকস্থলে

"বজ্রাদপি কঠোর" হ'লেও তিনি "কুসুমাদপি মৃদু।" শ্রীরামচন্দ্রের মত লোকোত্তর চরিত্র ফুটিয়ে তোলা কতদূর যে কঠিন কাজ তা' বুঝিয়ে বলা বাহুল্য মাত্র! তবে নাট্যকার সেই রামচরিত্রের যে দিকটা ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা ক'রেছেন আমাদের দেখা উচিত—সেই দিক দিয়ে তিনি কতদূর কৃতকার্য্য হ'তে পেরেছেন। নাটকের যে সর্ব্বপ্রধান জিনিষ রস তার অভাব এ নাটকে একেবারেই নাই। সকল বস্তুই দোষগুণে মণ্ডিত হ'য়ে থাকে। চাঁদেও কলঙ্ক আছে—কিন্তু যাঁরা চাঁদকে না চিনে কলঙ্ক চিনেই ব'সে থাকেন তাঁরা সত্যই অভাগা বল্‌তে হবে।

আর দু' একটি কথা ব'লে এই প্রসঙ্গ শেষ ক'র্‌বো। মানুষই অবতার হয়—আপন মহৎ স্বার্থ বলিদানের জন্য যাহা সাধারণ মানুষে পারেনা। যে সীতা প্রচণ্ড অত্যাচারী রাক্ষস রাবণের কবলে প'ড়েও আপন সতীত্ব রাখ্‌তে পেরেছিলেন (যদিও রাবণের দিক দিয়ে একটা মহত্ত্ব জেগে আছে) —অগ্নিপরীক্ষায় 'আপন গৌরবে বাহিরিয়া এল যেই মহীয়সী নারী' যে সীতা রামের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, সেই সীতাকে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জেনেও রাম সমাজের মঙ্গলের জন্য কর্ত্তব্যের অনুরোধে আপনার হৃদয়ের খুব বড় সত্যকে বিসর্জ্জন দিলেন। সাধারণ নরে এরূপ কার্য্য ক'র্ত্তে পারেনা, এইখানেই রামের দেবত্ব। রামের এই দেব-চিত্র যোগেশবাবুর সীতায় উজ্জ্বলদীপ্তিতে ফুটে উঠেছে। রামচন্দ্রের হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি ছিল না তিনি রাজা ছিলেন ব'লেই যে তাঁকে স্নেহ-প্রেম-মমতা সবই বিসর্জ্জন দিতে হবে—এরূপ কথা কোনও বুদ্ধিমান লোকেই স্বীকার করবেন না। অপরূপ পত্নীপ্রেম অসাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম কর্ত্তব্যের খাতিরে অতি মানব রামচন্দ্র সবই বিসর্জ্জন দিতে পেরেছিলেন—এইখানেই তাঁর দেবত্ব। আলোচ্য নাটকে রামচন্দ্রের দেবত্বের অপমান একেবারেই হয়নি।

সিংহ ম'শায় যোগেশবাবুকে অজ্ঞাতনামা ব'লেছেন। তিনি সাহিত্যের আসরে নোতুন নেমেছেন—তাই মেনে নিলুম তিনি অজ্ঞাতনামা। কিন্তু সিংহ ম'শায় হিন্দু ধর্ম্ম নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার জন্য কোন ধর্ম্মাবতারের certificate পেয়েছেন? আমরা প্রশ্ন ক'র্ত্তে পারি ধর্ম্মের উপদেশ দেবার তাঁর কী অধিকার? আর এক কথা—"মানসী ও মর্ম্মবাণী"র মত মাসিকে এইরূপ যুক্তিহীন ও বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত সমালোচনাটা স্থান পেয়েছে দেখে আমরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'য়েছিলুম। এই "মানসী"রই ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পণ্ডিত প্রবর স্বর্গীয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ একজন বড়দরের সাহিত্যিক ও রসবেত্তা ছিলেন;—তিনি নিজে এই "সীতা" নাটক সম্বন্ধে কী ব'লে গেছেন—তার দু' এক ছত্র উদ্ধৃত ক'রে দিই—

"মহর্ষি বাল্মীকি রামচন্দ্রকে নারায়ণের অবতার বলিয়া রামায়ণে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নরদেহধারী রামকে কায়মনোবাক্যে নরের ন্যায়ই অঙ্কিত করিয়াছেন;—সুখে দুঃখে, মিলন বিরহে রামচন্দ্রকে মানুষের আচরণে ব্রতী করিয়াছেন।.........ভবভূতির রামচন্দ্রও তদ্রূপই অঙ্কিত। ...সীতা বিরহিত রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে সীতাকে স্মরণ করিয়া মানবের ন্যায়ই পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন;......জনস্থানে উপুট-পাক-পাত্র উদ্বেলিত হইয়া রামের করুণ রসে বনভূমি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে।

"বর্ত্তমান গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু ভবভূতির ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন মনে হয়, অনেকগুলি কথাও যেন উত্তর রামচরিতের সংস্কৃত কথার ভাষান্তর;.........গ্রন্থের ভাষা বিষয়ের অনুরূপ, তাই কেবল অভিনয় কালে নহে, নাটকখানি পাঠ করিবার সময়েও পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে।"

এর পর আর এ নাটক সম্বন্ধে কিছু বলবার প্রয়োজন থাকে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

ডাকঘর

শ্রদ্ধেয় নাচঘর সম্পাদক সমীপেষু—

"লেখায়" শ্রীযুক্ত প্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত মহাশয়ের "নাট্যমঞ্চে নবযুগ" শীর্ষক যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ আরম্ভ হ'য়েছিল, "নাচঘরে" তার কতকাংশের প্রতিবাদ করে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এক পত্র পাঠিয়েছেন—দেখলুম। প্রমোদ বাবুর বিরুদ্ধে অমর বাবু যে মত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমি এখানে কিছু বল্‌তে চাই না। আমার বক্তব্য অহীন্দ্র বাবু সম্বন্ধে।

অমর বাবুর মতে অহীন্দ্র বাবুর অভিনয়-শক্তি মাত্র বৃদ্ধের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ, কারণ তাঁর স্বভাব-ভঙ্গ কণ্ঠস্বর ঐ রকম ভূমিকাতেই খাপ খায়; যুবকের ভূমিকায় তা মোটেই মানায় না।

সুগঠিত যৌবন থেকে বার্দ্ধক্যে পাড়ী জমান অহীন্দ্রবাবুর একটা বৈশিষ্ট্য বটে, কিন্তু তাঁর দক্ষতা অন্যান্য ভূমিকাতেও সমধিক প্রকাশ—একথা অমর বাবু অস্বীকার করেন কি করে?

অহীন্দ্রবাবুর অভিনীত যুবক চরিত্রগুলির মধ্যে দু'একটি যদিও সকলের প্রিয় হয়নি, কিন্তু কলাভিব্যক্তির দিক দিয়ে তার ঔরঙ্গজেব, (গোলকুণ্ডা) ফরহাদ, পশুপতি, যতীন, (গৃহ প্রবেশ) মীরকাশেম, (চন্দ্রশেখর) দুর্য্যোধন, প্রভৃতি একাধিক ভূমিকা যে এক একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি, একথা বোধ হয় অমর বাবুকে স্বীকার করতে হবে।

পরিশেষে উক্ত লেখক মহাশয়—লিখেছেন যে—অতি অল্পদিনের মধ্যে এই নবীন অভিনেতা যে সম্মান দেশের লোকের কাছথেকে পেয়েছেন তা অতি অল্প নটের ভাগ্যেই ঘটে"—সে সম্বন্ধে আমি শুধু বলতে চাই যে, অহীন্দ্রবাবু দেশের লোকের কাছ থেকে সম্মান দাবী করেছেনতার অসাধারণত্ব প্রকাশ করে।

শিশিরবাবুর যুগে সম্পূর্ণভাবে তাঁর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে অভিনয়ে আর একটা নতুন ভঙ্গীর প্রচলন করে, যে নট তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, দেশের লোকের কাছ থেকে সম্মানের বদলে তার কি পাওয়া উচিৎ ছিল, অমরবাবু স্পষ্টকরে তা বলে দিলে ভাল হয়। নিবেদন ইতি।

৪৩, অপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। শ্রীমৃণালকান্তি বসু।

নমো নটনাথায়ঃ

নাট্য মন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

২৪শে ডিসেম্বর, শুক্রবার ৭॥০ টায়

১। পুনর্জ্জন্ম

২। চন্দ্রগুপ্ত

চাণক্য—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৫শে ডিসেম্বর, শনিবার দুইবার অভিনয়

বেলা ২ টায় ১। নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

রাত্রি ৯ টায় ১। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

ভীম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। রাধাকৃষ্ণ

২৬শে ডিসেম্বর, রবিবার ৪॥০ টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৭শে ডিসেম্বর, সোমবার ৭॥০ টায়

১। আলমগীর

আলমগীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। মুক্তার মুক্তি

রতন চাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৮শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ৭॥০ টায়

সীতা

রাম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২৯শে ডিসেম্বর, বুধবার ৭॥০ টায়

১। ভীষ্ম

ভীষ্ম—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। মুক্তার মুক্তি

রতন চাঁদ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

৩০শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ৭॥০ টায়

১। রঘুবীর

রঘুবীর—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২। রাধাকৃষ্ণ

৩১শে ডিসেম্বর, শুক্রবার ৪॥০ টায়

বিসর্জ্জন

জয়সিংহ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

১লা জানুয়ারী, শনিবার ১৯২৭—৪॥০ টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

২রা জানুয়ারী, রবিবার ৪॥০ টায়

নর-নারায়ণ

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়।

কলিকাতা ২২, স্বকিয়া ষ্ট্রীট, কাত্তক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৬ই পৌষ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

"মুক্তার মুক্তি"বইখানি 'গীতিনাট্য' বলে সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে বটে, কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, এই বই খানিকে কেবল মাত্র 'গীতিনাট্য' বললে এ সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হবে না। তাই,আমরা এই বইখানিকে যদি আজ 'গীতিকাব্যোজ্জ্বল নাট্য' বলে অভিহিত করি এবং এই নাটকের শক্তিশালী ও প্রতিভা-শালী রচয়িতা শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে যদি আজ আমরা বাঙলা দেশের একজন উচ্চশ্রেণীর কবি ও শ্রেষ্ঠস্তরের নাট্যকার বলে অভিনন্দিত করি তবেই এই রচনা ও রচয়িতার প্রাপ্য যোগ্য সম্মান দেওয়া হবে।

*

তিনটি অঙ্কের পনেরোটী দৃশ্য অবলম্বন করে রূপসী পঞ্চদশীর মতোই 'মুক্তার মুক্তি'র মধ্যে যে মনোরম রূপকথাটি কাব্যে সঙ্গীতে সুরে নৃত্যে হাস্যে বেদনায় রহস্যে রোদনে বিরহে মিলনে মধুর ও মনোমদ লীলায় তিলে তিলে বিকশিত হয়ে :উঠেছে—সেটী প্রেমের এক অনবদ্য শ্রুতি; স্বপ্নের মত বিচিত্র—অশ্রুর মতো করুণ—মুক্তার মতো উজ্জ্বল!

*

তরুণ 'রাজা' তাঁর নূতন পাওয়া 'রাণীর' মিলনাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হ'য়ে মধুবনের ফুলবাসরে ছুটে এলেন—কেননা

"——আজ ঘরে নয়, আজ ঘরে নয়
আজকে আসর ফুলবনে,
ফুলের দোলায় রাত কাটানো
ফুল-পরীদের গুঞ্জনে!"

*

কিন্তু 'অঞ্জনা' প্রভৃতি রাণীর রহস্য প্রিয়া সঙ্গিনীরা রাজার সঙ্গে একটু কৌতুক করবার কৌতুহল সম্বরণ করতে না পেরে রাণীকে কুঞ্জান্তরালে লুকিয়ে রাখলে। মিলনাকুল রাজা তখন বিরহ বেদনায় কাতর হ'য়ে ডাকতে লাগলেন—

"——কোথায় তুমি লুকিয়ে আছো
ওগো আমার রাণী,
গানের সুরে দাওনা সাড়া
শুনিয়ে তোমার বাণী!"

*

রাজার গানের আকুল সুর রাণীর প্রাণের তারে ব্যাকুল ঝঙ্কার তুলে তাঁকে তাঁর নিভৃত গোপন কুঞ্জবন থেকে প্রিয়তমের কাছে টেনে নিয়ে এলো। রাণী এই বলতে বলতে অধীর হ'য়ে বেরিয়ে এলেন—

*

"——বুক যে আমার ওঠে কেঁপে
বান আসে যে হৃদয় ছেপে
কি জানি কোন্ আকুল টানে
ভাসিয়ে নিয়ে যায়
——গানের সুরের ঘায়!"

*

পত্রে পুষ্পে আলোকে সুসজ্জিত মধুবনে তখন সেই নব পরিণীতা রাজ-দম্পতীর মিলন উৎসব সুরু হ'ল। সখীরা রাজদম্পতীকে ফুলদোলায় দুলিয়ে গাইতে লাগল—

"——দোদুল দোলায় দোলো!
আকাশ দেখ' উঠছে দুলে
দুলছে আলো কূলে কূলে
সকল বাধা গেছে ভুলে
হৃদয় দুয়ার খোলো!"

*

রাজা তখন রাণীর হৃদয় দুয়ার খুলে তাঁর মনের গোপন কোণে কি কথাটি সেদিন বিকাশ ব্যথায় অধীর হয়ে উঠেছে তাই জানবার জন্ম আগ্রহপ্রকাশ করতে লাগলেন। সখী অঞ্জনা রাজাকে সে কথা শোনাবার ভার নিলে। কিন্তু মুস্কিল হ'লো তার রাজাকে সে কথা বলতে গিয়ে! কারণ অঞ্জনাও তার মনে মনে রাজাকে একান্ত ভালবেসে ফেলেছিল! তাই সে রাণীর মনের কথা বলতে গিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে আপন প্রাণের গোপন কথাই বলতে আরম্ভ করলে এবং বলতে বলতে তন্ময় হ'য়ে আত্মহারার মতো দু'হাতে রাজার কণ্ঠ বেষ্টন করে তাঁর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ল।

*

সখীরা চারিদিক থেকে তাকে ধিক্কার দিয়ে উঠল! অঞ্জনার চমক্ ভাঙল! সে অপ্রতিভ হ'য়ে রাজার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করলে। কিন্তু রাজার কাণের কাছে অঞ্জনার মুখের সেই অপূর্ব্ব প্রেম নিবেদনের অমৃত মূর্চ্ছনা—রাণীরই মূর্ত্তি ধরে তখনও গুঞ্জন করে ফিরছিল! রাজার দেহ মন আনন্দে পুলকে বেপথু হয়ে উঠেছিল! তিনি তাই অঞ্জনার ক্ষমাপ্রার্থনা শুনতেই পেলেন না। মুগ্ধ মোহাভিভূতের মতো তিনি তখনও আরও কিছু শুনতে চাইছেন - তখনও বলছেন"—সখী! তারপর? 'তারপর?'

*

অঞ্জনা আকুল হয়ে আবার ক্ষমা চাইলে। তখনও রাজা অন্ত মনেই বললেন "—ক্ষমা কেন অঞ্জনা? আমি উপেক্ষা করলুম! তুমি নিশ্চিন্ত হও!"

কিন্তু রাজার এই উপেক্ষা কথাটাই তীরের মতো গিয়ে অঞ্জনার বুকে বিঁধল। শরাহত পক্ষিণীর মতোই ছটফট করতে করতে অঞ্জনা তখনি মধুবনের সে ফুল-বাসর ছেড়ে চলে গেল!

*

অঞ্জনা চলে গেল বটে, কিন্তু তার বুকে যে ব্যথার আঘাত সে নীরবে বয়ে নিয়ে গেল তারই বেদনার সকরুণ সুর যেন তখনও রাজা রাণীর নিভৃত মিলনের মাঝখানেও কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগল! আঘাত ও বেদনার ষড়রসে রঞ্জিত হ'য়ে প্রথম দৃশ্য আমাদের নয়ন মনকে মুগ্ধ করে দিয়ে সরে গেল!

*

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যের অন্তরালে মধুবনের কুসুম কুঞ্জে রাজা রাণীর মিলন যামিনী অতিবাহিত হ'য়ে গেছে! তাই দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথমেই দেখা দিলে উষাহ্নসারী তুষার শুভ্র প্রভাত! গাছে গাছে ফুলদল তখন ঘুম ভেঙে উঠে আঁখি মেলে চাইছে! কানন বিহঙ্গেরা কল-কাকলী সুরু করেছে! ধীরপাদ-বিক্ষেপে প্রভাত চলেছে সকলকে সাড়া দিয়ে সজাগ করে তুলে শিশির ভেজা ঘাসের শিসের উপর দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে—

"——ভোরের পাখীর সুরে সুরে
আজকে বাজে বীণাবেণু
ছড়িয়ে চলে ভোরের বাতাস
নীল আকাশে আলোর রেণু!"

সেই ভোরের আলোছায়ার ভিতর দিয়ে চ'খে পড়ে এক করুণ দৃশ্য! দীপ নেভানো আঁধার ঘরের মতো সখী অঞ্জনার ম্লান মুখচ্ছবি! সারানিশি নিদ্রাহীন অঞ্জনা আঁখিজলে ভাসতে ভাসতে আপনার ব্যর্থ জীবনকে শতবার ধিক্কার দিচ্ছে! গতরাত্রে সেই তার রাজার কাছে প্রেমনিবেদনের আনন্দ—সেই ফুলের মালার মতো দু'হাত দিয়ে রাজার কণ্ঠবেষ্টন করে প্রিয়তমের বুকের উপর লুটিয়ে পড়ার সুখ-স্মৃতি হঠাৎ রাজার সেই নির্ম্মম উপেক্ষার আঘাতে স্বপ্নের মতো কোথায় মিলিয়ে গেছে! অঞ্জনার সমস্ত বুক মর্ম্মভেদী হাহাকারে ভরে উঠেছে! তাই আজ অঞ্জনা কাঁদছে আর কাতর কণ্ঠে বলছে—"রাজা রাজা! তুমি আমায় শক্তি দিলেনা কেন? তোমার হাতের শাস্তি সে যে আমার হৃদয়মণি হয়ে থাকতো! কিন্তু, তোমার ঐ উপেক্ষা—উঃ—ও যে বজ্রের চেয়ে কঠিন! তার আঘাত যে আমার বুক সইতে পারছে না রাজা!······

*

কিন্তু অভাগিনী নিশ্চিন্ত হয়ে কাঁদতেও পেলে না। একে একে সঙ্গিনীরা এসে তাকে বাধা দিতে লাগল! ফুলবাসরে রাজা রাণীর ফুলদোল তার মনে পড়ে গেল। অঞ্জনা অধীর হয়ে উঠলো! তার ব্যর্থ জীবন নিস্ফল যৌবন সমস্ত দেহমনকে কাতর ক'রে তুললে! সে আকুল হ'য়ে ডাকতে লাগল—রাজা! রাজা!—তার বুক ভাঙ্গা কান্না গানের সুরে বেরিয়ে এলো—

"এ কোন পাগল হাওয়া আগল ভেঙে
এলো ঝড়ের বেগে!
ঘুমের পুরীর সকল মহল
উঠলো আমার জেগে!
টুটলো হিয়ার সকল বাঁধন
সুরু হল এ কোন্ কাঁদন
ছড়িয়ে গেল মালার কুসুম
কাহার পরশ লেগে!"

*

সখীর দল এসে অঞ্জনাকে ডাক দিয়ে গেল—"ওরে আয়, আমরা রাজা রাণীর খবর নিইগে! তাদের কি মজা হচ্ছে দেখিগে যাই চ'!" অন্তমনে অঞ্জনা বললে "চল যাচ্ছি!" কিন্তু তার দুঃখময় সেই ঝড়ের রাতে অঞ্জনার হৃদ-মহলে যখন ধারা বর্ষণ সুরু হ'লো তখন জীবনে তার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে! যতদূর চেয়ে দেখে—সেই আঁধার ভেদ করে সে যে আর পথ খুঁজে পায় না! আঁখির আলো তার ঝাপসা হ'য়ে এলো! মরমের রুদ্ধদ্বারের পানে চেয়ে সে তাই কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠল—

"আমার সকল দুয়ার বন্ধ হ'লো
বাহির হবো কেমনে?
আঁখির আলো ঝাপসা হলো
পথ শুধাবো কোন্‌জনে?"

*

সখীরা এসে পড়লো! ভোর হয়েছে দেখে রাজারাণীর মিলনবাসরের কুঞ্জদ্বারে এসে তাদের ঘুম ভাঙাবার জন্ম গান ধরলে—

"সখী, খোলো! কুঞ্জদুয়ার খোলো!
বাঁধো শিথিল কবরী, শিথিল বসন
অবশ অঙ্গ তোলো!"

সখীদের আহ্বানে রাজারাণী শয়ন কুঞ্জ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজা এই মিলন নিশায় স্মরণী স্বরূপ রাণীকে কিছু উপহার দেননি দেখে সখীরা রাজার কাছে রাণীর জন্ম কিছু যৌতুক চাইলে। মিলন—পরিতৃপ্ত রাজা প্রসন্ন অন্তরে রাণী যা চাইবেন তাঁকে তাই দিতে প্রতিশ্রুত হলেন। রাণী কিন্তু কিছু চান না। তিনি সব পেয়েছেন। রাজাকে পেয়ে তাঁর সকল আকাঙ্খা পূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু রাজা ছাড়লেন না। রাণীকে কিছু চাইতেই হবে। এমন কিছু চাইতে হবে যা দুর্লভ! যা সংগ্রহ করে আনতে সর্বস্বপণ করতে হবে। প্রাণ তুচ্ছ করতে হবে। কারণ, শুধু দেওয়ার আনন্দ নয়, তিনি রাণীর কাছ থেকে তাঁর চাওয়ার আনন্দটুকুও যে পেতে চান!

*

অনেক পরামর্শের পর স্থির হ'ল যে রাণীর গলার ফুলহারের কোলে যে একটি মুক্তা দুল'ছে রাজাকে তারই জুড়ি মিলিয়ে আর একটি মুক্তো এনে রাণীর কাণের দুল গড়িয়ে দিতে হবে! রাজা বললেন—তথাস্তু! তাই হবে। রাণীর এ প্রার্থনা অতি যৎ সামান্ত হ'লেও 'নীলের বুক থেকে পাওয়া এ কোন্ হারানো

তারার এক বিন্দু অশ্রু ফোঁটার মতো মুক্তাটি'—এই যে এ 'কোন্ অজানা দেশ থেকে সাগরের ঢেউয়ে কূলে এসে লাগা' 'জমাট অশ্রুবিন্দুর' মতো মুক্তাটি 'এ সামান্য মুক্তা নয়—এর জুড়ি মিলিয়ে যদি রাণীর কাণের দুল করে এনে দিতে পারি, তবে আমি ধন্য হবো!' সখীরা বললেন "বেশ কথা—কিন্তু যতক্ষণ না তিনি রাণীর কাণের দুল এনে দিতে পারবেন ততক্ষণ রাণী তাদের বন্দিনী—রাজা তাঁর দেখা পাবেন না—কারণ তারা চাইছে—

"—ব্যথা দিয়ে বাঁধলো জোড়ে এদের দুজনে।
ব্যথা দিয়ে জাগিয়ে দেলো মিলন স্বপনে!"

*

দ্বিতীয় অঙ্কে আমরা দেখতে পাই রাজার হুকুমে রাজ্যময় সেই মুক্তার জুড়ির সন্ধানে সোর-গোল পড়ে গেছে! রাজা লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন! 'মোতিবাজারে' ও সেদিন হুলস্থুল! লাখটাকার লোভে সবাই পথে বেরিয়ে পড়েছে সেই মুক্তার খোঁজে। এই গোলমালের মধ্যে আমরা এমন একটি অসাধারণ লোকের দেখা পাই যে সতত নিজের খেয়ালেই থাকে। এই রাজ্য-জোড়া হুজুগের কোনও খবরই যে রাখে না! সে তরুণ কান্তি যুবক···লক্ষ্মীর বরপুত্র—রতনচাঁদ শ্রেষ্ঠী! সৌন্দর্য্যের পূজারী সে—কবির প্রাণ নিয়ে—কবির দৃষ্টি নিয়ে সে জন্মেছিল ধনী বণিকের গৃহে!

*

সে কোন নীল-নলিন-নয়নার নবঘন ইন্দ্রনীল আঁখি দুটীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গভীর নীলিমার নীলাঞ্জন—নীল সাগরের সুনীল স্বপন দেখে বিহ্বল হয়ে তার চরণে নীলার অঞ্জলী দিয়ে পূজা করে। ভক্ত তার দেবতার পায়ে ফুল ফলের নৈবেদ্য দেয়, সে সুন্দরের পায়ে সৌন্দর্য্যের ডালি উপহার দেয়। সুন্দর যে দুর্লভ! তাই সে জানে—দুর্লভকে দুর্লভ সামগ্রী দিয়েই পূজা করতে হয়; তাই কোনও সুন্দরীর কুন্দ শুভ্র হাস্য দেখে যদি তার মনে হয় কি চমৎকার সে হাসি, যেন সে সুচারু-দর্শনার দশন-দামে মুক্তা ঝরে পড়ছে! তখনই সে পাগলের মতো ছুটে এসে বাজারের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ মুক্তা কিনে নিয়ে গিয়ে তার সেই মুক্তা-হাসিনীকে উপহার দেয়।

*

রাজার লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষনাতেও যখন সারাদিনের মধ্যেও ঈপ্সিত মুক্তার সন্ধান পাওয়া গেল না তখন আবার রাজা ঘোষণা করলেন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার আগে যে সেই মুক্তা তাঁকে এনে দিতে পারবে সে যা চাইবে, রাজার কাছে তাই পাবে, কিন্তু সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর সে মুক্তা যার কাছে পাওয়া যাবে তার প্রাণদণ্ড হবে!

কিন্তু তবু সে মুক্তার সন্ধান হল না! সন্ধ্যা এলো—উত্তীর্ণও হয়ে গেল—তার কণ্ঠে বেজে উঠল—

"ফুরিয়ে আসে, ফুরিয়ে আসে!
দিনের আলো ফুরিয়ে আসে!
কালোর তাঁন বুলিয়ে চলে
আলোর গায়ে নীল আকাশে!"

*

তৃতীয় অঙ্কে আমরা এসে পড়ি একেবারে রাজ অন্তঃপুরের মধ্যে। সেখানে সখীরা রাজার অদর্শন খেলায় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। যদি বসন্ত আসে তবু তারা গাইবে না; বলে—যদি পাখী গায় তবু তারা গাইবে না; ফাগুন সমীরণে যখন ফুল ফুটবে অলি যখন চাঁপার বনে বনে গাইবে—তখনও তারা গাইবে না—না—না—না না!

*

তারপর রাজাকে নিয়ে আসবার জন্য তারা তাঁকে ডাকতে গেল, কিন্তু রাজা তার রাণীর জন্য উপহার না নিয়ে অন্তঃপুরে যেতে চাইলেন না। তখন সখীরা রাণীকেই রাজার কাছে আনবার জন্য অন্তঃপুরে চলে গেল।

*

রাজা যেন রাণীর বিরহে উন্মনা হ'য়ে ফিরছেন রাজপ্রাসাদের কক্ষ হতে কক্ষান্তরে—অস্থির হয়ে কেবল রাণীর সহলে তাঁর সে মুক্তার জোড় না মিলিয়ে যাবার উপায় নেই। তিনি ঘুরতে ঘুরতে অঞ্জনার কক্ষে এসে পড়লেন! অঞ্জনা তখন রাজারই কথা ভাবছিল! সহসা নিজের ঘরখানিতে রাজাকে উপস্থিত হতে দেখে সে বিস্ময়ে পুলকে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। রাজা তার ভুল বুঝতে পেরে অঞ্জনার নিকট হঠাৎ এসে পড়েছেন বলে ক্ষমা ভিক্ষা করে সেখান থেকে চলে গেলেন!

রাজার এই হঠাৎ আসায়, প্রিয়তমের আকাঙ্খিত দর্শন লাভে সহসা কতকটা উৎফুল্ল হয়েই অঞ্জনা গান গেয়ে ফেললে—

"কালোর বুকে হঠাৎ আসে
আলোর পরশ বুলিয়ে
চাঁদের কিরণ উপচে উঠে
সপ্ত সাগর দুলিয়ে!
হঠাৎ মেঘে বজ্র হানে
ভাসিয়ে নে যায় হঠাৎ বানে
ব্যাধের বাঁশী ফাঁদে ফেলে
মৃগীর হৃদয় ভুলিয়ে!"

*

রাজার ঘোষণার খবর পেয়ে মন্ত্রী ছুটে এলেন শশব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে। বললেন—"মহারাজ! খেলা করতে গিয়ে একি সর্ব্বনাশ করেছেন? আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে ও রকম ঘোষণা প্রচার করেছেন কেন? সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে! এখন যার কাছে এই মুক্তো পাওয়া যাবে—তার প্রাণদণ্ড দিতে হবে যে!" রাজা অবজ্ঞা ভরে বললেন—"তা না হয় গেলই বা মন্ত্রী একটা প্রাণ! রাজাদেশ লঙ্ঘনে তো শাস্তি হয়েই থাকে!" কিন্তু মন্ত্রী বললেন যদি সে মুক্তা রাণীর কাছেই পাওয়া যায়? একটা যখন তাঁর কাছেই ছিল, তখন আর একটাও যে নেই, তার নিশ্চয়তা কি?

রাজা শুনে ভীত হয়ে পড়লেন। উৎকণ্ঠায় কাতর হয়ে মন্ত্রীকে বললেন—"তা হলে উপায় কি মন্ত্রী? তুমি আমাকে বাঁচাও।" মন্ত্রী রাজাকে স্থির হতে বলে রাণীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

সেই মুক্তো যদি এখন রাণীর কাছে পাওয়া যায়, এই আশঙ্কায় রাজা ক্রমে নানা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠতে লাগলেন। এমন সময় অঞ্জনা এসে মহারাজকে সেই মুক্তোর জুড়িটি এনে দিলে! রাজা শিউরে উঠলেন! অঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করলেন—সে এ মুক্তো কোথায় পেলে? অঞ্জনা বললে তা, সে জানেনা। একদিন সে 'কোন নীলসায়রের খেয়া পারের মাঝী' হয়ে এক পারাবত উড়ে এসে তাকে এই অনিন্দ্যসুন্দর দুর্লভ মুক্তা জোড়াটী উপহার দিয়ে যায়। বিধাতার দান মনে করে এতদিন সে মুক্তা জোড়াটিকে সযত্নে তুলে রেখেছিল। আর তার প্রিয়তম রাজা-রাণীর মিলনের যৌতুক স্বরূপ একটী সে রাণীর ফুলহারে গেঁথে দিয়েছিল, আর একটী সে রাজাকে দেবার সুযোগ খুঁজছিল। এখন সেই সুযোগ এসেছে বলে সে রাজার জন্য সেই মুক্তাটী এনেছে! রাজা অঞ্জনাকে সে মুক্তা গোপনে সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়ে আসতে বললেন। সে মুক্তা তিনি কিছুতেই নিতে পারবেন না। কিন্তু অঞ্জনা সে কথা শুনতে চায়না! রাজা তখন অঞ্জনাকে তাঁর ঘোষণাপত্র দেখালেন। ঘোষণাপত্র পড়ে অঞ্জনা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো! মৃত্যুদণ্ড হবে! সে যে মৃত্যুই চায়! রাজার হাতে শাস্তি পাওয়া যে তার কাম্য। শাস্তি চেয়েই তো সে একদিন উপেক্ষা পেয়েছিল। সে তাই মৃত্যু নেবার জন্য আজ আকুল হয়ে উঠল!

*

কিন্তু রাজা আজ অঞ্জনাকে বুঝতে পেরে কিছুতেই তাকে মৃত্যু দিতে চাইলেন না। তাকে পালিয়ে যেতে বললেন কিন্তু অঞ্জনা রাজার সে প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে না। সে যেন তখন মরবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে! রাজা তখন কাতর হয়ে তাকে ও সঙ্কল্প পরিত্যাগ করবার জন্য মিনতি করতে লাগলেন। কত প্রিয় সম্ভাষণে তাকে আহ্বান করে এ কার্য্যথেকে বিরত হবার জন্য অনুনয় করলেন। রাজার মুখে 'প্রিয়া' সম্ভাষণে অঞ্জনা যখন বিস্মিত হয়ে উঠছিল, সেই সময় রাণী এসে পড়লেন। রাজার সে প্রেম নিবেদন অঞ্জনার কাছে ব্যর্থ হয়ে গেল। রাজা অঞ্জনাকে রক্ষা করবার জন্য রাণীর শরণাপন্ন হলেন, কিন্তু অঞ্জনা মরবেই, সে কারুর কথা শুনবে না। তখন মন্ত্রী এসে প্রমাণাভাবে তার প্রাণদণ্ড হতে পারে না বলে তাকে হতাশ করে দিলেন। কারণ অঞ্জনা যে মুক্তা এনেছিল সে যে রাণীর গলার মুক্তারই জুড়ী তা মিলিয়ে দেখবার আর কোনও উপায় ছিলনা কারণ রাণীর ফুলহারের সে মুক্তা নাকি তাঁর পায়ের চাপে তখন গুড়িয়ে ধুলো হ'য়ে গে'ছল।

*

এই শেষ আঘাত অভিমানিনী অঞ্জনার বুকে শেলের মতো বাজলো। সে হতাশ হয়ে সাগরে আত্মবিসর্জ্জন করতে চললো। পথে রতন চাঁদের সঙ্গে দেখা! রতন চাঁদ তার নীল চোখে নীলাঞ্জনের ছায়া দেখে মুগ্ধ হয়ে তার চরণপ্রান্তে নীরার নিবেদন নিয়ে এসেছিল। রতনচাঁদের কাছে অঞ্জনা সেদিন দেবার আনন্দ—দেবার মর্য্যাদা শিখলে। পাওয়ার প্রলোভনে সে দেওয়ার তৃপ্তি

—দেওয়ার সুখকে ব্যর্থ করে মাটিতে লুটিয়ে না ফেলে রতনচাঁদের নির্দ্দিষ্ট প্রেমের নিঃস্বার্থ পথে যাত্রা করলে। হাসি মুখে রাজারাণীর আনন্দ উৎসবে মিলনের গান গাইতে ছুটে গেল।

"আমার বুকের বেদনা দিয়ে তোমাদের আনন্দপূর্ণ হোক"—এই বলে অঞ্জনা তার মনোবীণার তারে তারে ঘা দিয়ে সুর ধরলে—

"বীণা তুই গাইবি কি গান
কোন তানে রে কোন সুরে?
গানে তোর সজল মেঘের কাজল ঘনায় সিন্দুরে!
তারে তোর কিসের ব্যথা
পাথারের বিহ্বলতা
নিশীথের শিশির গাঁথা
গুঞ্জনে তোর মন মুরে!"
এইখানে 'যবনিকা'!

নাট্যমন্দিরের প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় এই প্রেমানুরাগবিহ্বল নব পরিণীত রাজার ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। কবির কল্পিত রাজাকে রবীন্দ্রমোহন তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় দক্ষতার ও রূপ-সজ্জার গুণে মূর্ত্ত করে তুলেছিলেন। সৌন্দর্য্যের পূজারী শ্রেষ্ঠী রতনচাঁদের ভূমিকায় শিল্পীশ্রেষ্ঠ রূপদক্ষ শিশিরকুমার নিজেই অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। বাস্তব জীবনে শিশিরকুমার স্বয়ং একজন সৌন্দর্য্যের পূজারী, তাই রঙ্গমঞ্চের উপর এই ভূমিকায় তিনি কবির উচ্চ কল্পনাপ্রসূত এই সুন্দর ভূমিকাটিকে আরও সুন্দরতর করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। সখী অঞ্জনার ভূমিকায় নবযুগের নিপুণা অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যে মোহন বিমুগ্ধ দর্শকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধ'রেছিলেন তার তুলনা হয় না! সঙ্গীতে ভঙ্গীতে চাহনীতে ইঙ্গিতে হাস্যে রোদনে ভাবে ও কথায় তিনি এই ব্যর্থ প্রেমের আর্ত্ত অভিসারিকার সকরুণ চরিত্রটীর সমস্ত সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির এমন একটি নিপুণ বিকাশ দেখিয়েছিলেন যা বঙ্গ রঙ্গালয়ে একান্ত দুর্লভ! তাঁর সেই 'এ কোন্ পাগল হাওয়া আগল ভেঙে' আর 'তার কালোর বুকে' গান যেন কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশে এবং পরাণও আকুল ক'রে তুলে!

সখীদের নাচগানের মধ্যে অনেক নূতনত্বের সমাবেশ করা হয়েছে দেখলুম। 'দোদুল দোলায় দোলো' গানখানির সঙ্গে নৃত্যভঙ্গীর যে হিন্দোল তা মনকে দুলিয়ে দেয়! 'বাধা দিয়ে বাঁধলো ভুজনায়' এই গানের নাচটির মধ্যেও চমৎকার মনোহারিত্ব দেখতে পাওয়া গেল! গানের কথা নাচের ভঙ্গীর ভিতর দিয়ে এমন সুমধুর হ'য়ে প্রকাশ হতে আমরা রঙ্গমঞ্চের উপর বড় একটা দেখতে পাইনি। নাট্যমন্দিরের নাচের এই বিশেষত্বটুকু অন্যান্য রঙ্গালয়ের নৃত্যশিক্ষকদের অনুকরণ করা উচিত বলে আমরা মনে করি।

'ভুয়াচোরের' ভূমিকায় নৃপেনবাবুর গান,—'ফুর্ত্তিবাজের' ভূমিকায় শীতল বাবুর গান এবং কৃষ্ণবাবুর প্রভাত ও সন্ধ্যার সঙ্গীতও বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। বিশেষ ক'রে ভাটবামুনের ভূমিকায় গোপালদাস বাবুর অভিনয় প্রশংসনীয়। মন্ত্রীর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসুর অভিনয় এবং 'রাণীর' ভূমিকায় শ্রীমতী ঊষার অভিনয়ও মন্দ নয়। কিন্তু মোতিবাজার দেখে আমরা সুখী হতে পারিনি। নাট্যমন্দিরের প্রয়োগ কর্ত্তার উচিত 'মোতিবাজা'রের' আসলরূপটি ফুটিয়ে তোলা! তারা পান্না মণি সব নইলে ফুটো মনে হয় নে!

চিত্র-জগৎ

—:o:—

আমাদের দেশে চলচ্ছবির উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কিছুই নেই। ইউরোপ ও আমেরিকায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা অভিনেত্রী থেকে গৃহস্থের বালক বালিকা পর্য্যন্ত সকলেই চলচ্ছবির মোহে বিভোর—সবারই লোলুপ দৃষ্টি তার উপর। তার কারণ চলচ্ছবিতে ঢুকতে পারলে আর তাতে নাম কোরতে পারলে কুবেরের ধন পাওয়া যায়—মাসিক বা সাপ্তাহিক বৃত্তি রূপে।

চলচ্ছবির নামজাদা নট নটীরা যে মাইনে পান তা সত্যিই গল্পের মতন শোনায়। এত উঁচু দাম সে সব লোককে দেওয়া হয় কেন তা ভেবে অনেকেই ঠিক্ কোরে উঠতে পারেন না।

এর প্রধান আর প্রকৃষ্ট হেতু হোচ্ছে এই যে চলচ্ছবির দর্শকরা ভারি চঞ্চল প্রেমিক। আজ তারা যাকে দেখবার জন্যে ঘরবাড়ী বেচতেও রাজি—কাল তাদের দিকে ফিরেও তারা চায় না। এই জন্যে দু'তিন বছরের মধ্যেই অভিনেতা অভিনেত্রীদের এমন রকম সংস্থান কোরে নিতে হয়, যাতে তাদের চিরদিনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা থাকা হবে।

জন পাঁচ ছয় ছাড়া চলচ্চিত্র রসিকদের কাছে অনেকদিন ধ'রে কেউ ক'লকে পাননি। প্রতি বছর কত নোতুন জ্যোতিক চিত্রগগনে ভাস্বর হোচ্ছে প্রতি বছর তার চেয়ে কত বেশী নিষ্প্রভ হোয়ে যাচ্ছে। যারা নিবছে তাদের শিখা আবার যে জ্বলে উঠবে তা প্রায়ই সম্ভব হয় না।

যাঁদের একবার নাম হোয়েছিল, মাঝে তা ক'মে গিয়েছিল, আবার তা হোচ্ছে তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী পলাইন ফ্রেডরিক ও শ্রীমতী মেবেল নরম্যাণ্ডের

উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। দর্শকরা আবার কি তাঁদের তেম্‌নি আদরই কোরবে? এর জবাব একমাত্র কালই দিতে পারে। অবশ্য তাঁদের কলা নৈপুণ্যের উপরও তা অনেকেটা নির্ভর করে।

*

কিন্তু নির্ব্বাপলব্ধ আলোর পুনঃ প্রজ্জ্বলনের সব চেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হোলেন শ্রীমতী ব্লান্‌শ সুইট। তাঁর প্রথম দিকটায় এই কনককেশী সুন্দরী অভিনেত্রীকে প্রযোজকরা বোল্লেন "তুমি কেবল নিজেকে অবিকৃত রাখবে আর যত পার কাঁদবে।" দিনের পর দিন তিনি সেই একই রকম ভূমিকায় নানারকম চিত্রনাট্যে অবতীর্ণা হোলেন :কেবল কান্না—আর কান্না—আর কান্না! তাঁর খুব গুণপনা বোল্‌তে হবে যে তবুও তিনি দর্শকদের আদর পেয়েছিলেন।

*

তারপর তিনি বিরক্ত হোয়ে চলচ্চিত্র থেকে দূরে সর্‌তে লাগলেন, আর শ্রীযুক্ত মার্শাল নীলানের সঙ্গে বিয়ে হবার পর, একেবারে তা থেকে অবসর নিলেন। এক বছর পরে বিঘোষিত হোলো যে শ্রীমতী সুইট্‌ আবার চিত্রাভিনয় কোর্‌বেন আর 'এ্যানা ক্রাইষ্টের' ভূমিকা নেবেন।

*

চলচ্ছবি-জগতের সকলে একেবারে বিস্ময়ে অবাক্‌ হোয়ে গেল। সেই কেবল কান্না-পটু অভিনেত্রীটি জীবনের যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত, দুঃখ দৈন্যপীড়িত, কঠিনা মেয়ে এ্যানা ক্রাইষ্টির ভূমিকায় কি কোরে অভিনয় কোরবে? সকলে একবাক্যে বোল্‌লো সুইটের কাজ নয় ঐ ভূমিকায় অভিনয় করা।

*

কিন্তু শ্রীমতী সুইট্‌ শুধু যে ঐ ভূমিকায় চমকপ্রদ অভিনয় কোরলেন তা নয়! শত্রু মিত্র এক মত হোয়ে বোল্‌লে এত বড় একজন শক্তিশালিনী অভিনেত্রীকে কেউ জানতে পারেনি, কারণ প্রযোজকদের দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ শ্রীমতী সুইটকে কেবল একই রকমের অভিনয় কোর্‌তে দেওয়া হোত—ছিচ্‌-কাঁদুনে মেয়ের।

*

আজ শ্রীমতী সুইট্‌ চলচ্ছবি দর্শকের নয়নের তারা। তাদের কাছে তাঁর দর্শন, অভিনয়, অলঙ্কার সবই মিষ্ট। নটরাজ তাঁর 'সুইট' নাম সব রকমেই সার্থক কোরেছেন।

ছবির বাইরে

চলচ্চিত্রের অভিনেতারা কি সুখী? এ প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয় আপনারা বেন কি অদ্ভুত প্রশ্ন! আর সঙ্গে সঙ্গে হাসবেনও বোধ হয়। সত্যই ত, র তাঁরা সুখী হ'বেন না? ভালবাসা, ঐশ্বর্য্য, বিশ্বের পূজা—এসব গ্রহণ রও কি তাঁদের সুখ নেই?

কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁরা প্রকৃত সুখী ন'ন। ছবির মধ্যে দিয়ে তাঁদের যে চয় আমরা পাই, তা' অনেক সময় সত্য হয় না। সেই ক্ষণিক উত্তেজনা, য়িক সুখ—অধিকাংশ সময়েই ছবির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়। একথা নকেই হয়ত সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারবেন না। কিন্তু এ কথা সত্য। নকেই তাঁদের এই অসন্তোষের কারণও খুঁজে পেয়েছেন। সেই কথা র!—

মেরী পিকফোর্ড সুখী ন'ন। কারণ তিনি জানেন, "বিশ্ব-প্রিয়া" নো কেউ হতে পারে না! পৃথিবী যেন এক চঞ্চল যুবক, ক্ষণে ক্ষণে সে র মতের পরিবর্তন করচে। তা'র চারিধারে সাজান রয়েছে—অসংখ্য সের উপকরণ। সে একজনকে নিয়েই সুখী হতে পারে না। মেরী কথা ভাল করেই জানেন। তাই তিনি এই বিশ্বজোড়া খ্যাতির মাঝখা সুখী। মেরী ভাবেন, এই খ্যাতি, এই প্রতিপত্তি অটুট হ'বার নয়। দিন সে ভাঙবেই! পৃথিবীতে এখনও যারা এসে পৌঁছল না তাঁরা তা'কে ত ভালবাসবে না—এই তাঁর অসন্তোষের কারণ।

ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস সুখী নন। তাঁর জীবনের প্রত্যেকটী দিন, ত্যেকটী ঘণ্টা কাটে ভয়ে, আশঙ্কায়, উদ্বেগে। তিনি কেবলই ভাবেন, তাঁর ন ছবি তাঁর পূর্ব্বখ্যাতি বাড়িয়ে তুলতে পারবে কিনা! সে ছবি তাঁর র যশকে যদি ম্লান না করে! যাঁর প্রত্যেকটী কাজ, প্রত্যেকটী ঘণ্টা কাটে রূপ দুঃশ্চিন্তার মধ্যে তাঁকে সুখী বলা নিশ্চয়ই চলে না। মানসিক দুশ্চিন্তা য়ে কেউ সুখী হ'তে পারে না।

নরমা টালমেজ আপনাকে সুখী মনে করেন না। তিনি যা' পেয়েছেন—' অত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর পায়ের কাছে এসে পড়ায়, তিনি সুখী ন'ন। দিনের মধ্যেই, খ্যাতি, পূজা, ভালবাসা, বিবাহ, ঐশ্বর্য্যের পর ঐশ্বর্য্য, সাংসারিক জীবন......

লিলিয়ান গিশ সুখী ন'ন। তিনিও ভয়ে, দুঃশ্চিন্তায় বিব্রত। লিলিয়ান আপনার সৃষ্টিতে সুখী ন'ন। তিনি ভাবেন—জগৎ তাঁর কাছে আরও বেশী য়। তাঁকে এখনো তা' দিতে হ'বে।

পৃথিবীর প্রায় সবাইকে হাসিয়ে, দুঃখ জ্বালা ভুলিয়ে দেন যিনি, তিনিও জে সুখী ন'ন। চার্লী সুখী ন'ন। তাঁর অসুখের কারণ—আজও তিনি আবিষ্কার বা বিশ্লেষণ করতে পারেননি। কিন্তু তিনি সুখী ন'ন—একথা ঠিক।

থমাস মিয়ান ভাবেন, এর পরবর্ত্তী জগৎ হয়ত তাঁকে ভালবাসবে না। তাদের জন্যই তাঁর ভয়।

জন গিলবার্ট বলেন 'আমি জানি এ একটা স্বপ্ন! আমি যখন পর্দ্দার আড়ালে ছিলুম তখন আমি এর চেয়ে শতগুণ সুখী ছিলুম। আমি জানি—এই খ্যাতির মোহ একদিন ভেঙে যাবেই! তার পর...?"

আরনল্ড একজন পুরাদস্তুর Optimistic ডাগলাসের যে ভয় তাঁরও সেই।

তিনি বলেন, এই বাঁধা ধরা হাত পা ছুড়ে, কৌশল করে লোক হাসানো—এর মধ্যে সুখ কোথায়? হাত পা ছুড়ে, মুখ ভেঙিয়ে মানুষ সুখী হ'তে পারে না।

র‍্যামন ন্যাভেরো দিবারাত্রি মরণের কথা ভাবেন। আর ভাবেন, এই খ্যাতি দু'দিনের বেশী স্থায়ী হ'বার নয়।

রুডল্‌ফের পূর্ব্ব জীবন দুঃখ কষ্টের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। একটীর পর একটী বিপদ এসে তাঁর তরুণ জীবনকে বিড়ম্বিত করেচে—এই তাঁর দুঃখ ছিল।

এখন কথাটা ঠিক ততটা অস্বাভাবিক মনে হবে না।

কিন্তু এই অতৃপ্তির কারণ কি? তাঁরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জীবন-টাকে বড় বেশী উপভোগ করে নিয়েছেন, এই বোধ হয় তাদের অতৃপ্তির হেতু!

পুরুষ—অসংখ্য নারীর পূজা পেয়েচে। একদিনে এত প্রেমপত্র যোগাড় করেচে, যা সাধারণ লোকে সারা জীবনে পারেনি। অভিনেত্রী তেমনি অসংখ্য জানা, অজানা পুরুষের পূজা এবং প্রণয়পত্র সংগ্রহ করেচে। কিন্তু তা'তে সুখ তাদের হয়নি। কেন?

আশ্চর্য্য হ'বার কিছুই নেই। "They have crowned themselves with the flower that fade, they have invested so heavily that the note falls due too soon" একথা মনে হলেই সুখ-শান্তি মরীচিকার মত উবে যাবে!

ভালবাসা, বিবাহ, সাফল্য, উচ্চাশা,...এসব তারা পেয়েছেন। এসব তারা পূর্ণভাবে উপভোগ করেচেন। জীবনে দেখবার, পাবার, উপভোগ করবার কিছুই নেই, জীবন তাদের হাতে অতি সহজেই ধরা দিয়েচে বলেই কি তারা সুখী হ'তে পারেন নি?

কি বলেন?

শ্রীপাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
২৯শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৩শে পৌষ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের কথা। প্রেমিক চণ্ডীদাস—রসিক চণ্ডীদাস—সাধক চণ্ডীদাস—ভাবুক চণ্ডীদাস—বাঙলার ও বাঙালীর প্রাণের দুলাল 'কবিকুলরবি' বৈষ্ণব চণ্ডীদাস তাঁর অমৃত পদাবলীর মধ্যে সেদিন যে কাব্য-মধু সঞ্চিত ক'রে রেখে গেছেন তার চির-অম্লান মাধুর্য্য আজ এই পাঁচশত বৎসর পরেও প্রত্যেক রসবেত্তার অন্তরকে ভাবাবেশে অভিভূত করে দিচ্ছে!

*

শতাব্দীর পর শতাব্দী অনন্ত কালের স্রোতে বিলীন হয়ে গেছে। সেদিনের স্মরণীয় কত কি আজ বিস্মৃতির অতল তলে অবলুপ্ত। কিন্তু চণ্ডীদাসকে আজও এদেশ ভুলতে পারেনি! প্রেমের সাধনায় সিদ্ধসাধক এই মহা কবি নিজগুণে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁর জন্মভূমি নান্নুর আজ আমাদের তীর্থভূমি! নন্দনের সুগন্ধ-মন্দার-মকরন্দের মতোই চণ্ডীদাসের অনুপম কাব্য-কুসুম-সুষমা চির সুন্দর—চির নবীন!

*

পঞ্চশতবর্ষব্যাপি নিবিড় অনুরাগের ফলে 'চণ্ডীদাস' এই নামটির মধ্যেই আজ এমন একটা মোহ বিজড়িত হয়ে গেছে, যা শোনবামাত্র হৃদয় আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে! বাজীকরের যাদুমন্ত্র-মুগ্ধের মতো মন যেন ঐ নামের আকর্ষণে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে! নান্নুরের সেদিনের সুরে সুর মিলিয়ে বলা যায়—

না জানি কতেক মধু 'চণ্ডীদাসে' আছে গো
পরাণ ধরিতে নাহি পারে
বারেক শুনিলে নাম না হ'য়ে ব্যাকুল গো
ভাবুক রহিতে কভু নারে!
নাম পরতাপে যার ঐছন ভুলায় গো
নটের প্রকাশে কিবা হয়!
সরস বচন তার শ্রবণে শুনিয়া গো
মরম বিরস কৈছে রয়॥

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এহেন চণ্ডীদাসের বিচিত্র জীবন-কাহিনীর একটা সঠিক বিবরণ এদেশে পাওয়া যায়না! প্রবাদ, গল্প, কিম্বদন্তী, কবির ছড়া, দোঁহার গান ও জনশ্রুতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এই প্রেমভক্তির মহাজন সাধক বড়ু দ্বিজ চণ্ডীদাসের ইতিকথা অল্প যেটুকু গড়ে উঠেছে, মাত্র সেই বিবরণকেই আশ্রয় করে, এদেশের যিনি নাট্যস্রষ্টা ও নটগুরু সেই রঙ্গেশ গিরীশচন্দ্রের সুযোগ্য শিষ্য, প্রতিভাশালী নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র আজ একখানি সুন্দর ত্র্যঙ্ক নাটক রচনা করেছেন।

*

দ্বিজকবি চণ্ডীদাস ও রজক-ঝিয়ারী রামীর প্রেমের কাহিনী আজ দেশ-কাল প্রসিদ্ধ। সুতরাং তাদের নিয়ে নাটক রচনা ক'রতে ব'সে প্রবীন নাট্যকার অপরেশচন্দ্র এদের দু'জনের জীবনের প্রত্যেক খুঁটি-নাটি ব্যাপারটিকে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ না করে, অল্প দু'চারটি ঘটনার সাহায্যে, অল্প দু'চার কথায় এই দুটি চরিত্রকে স্বপদক্ষ শিল্পীর ন্যায় কলাসম্মতভাবে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ চেষ্টা সফল ও সার্থক হয়েছে। নিপুণ শিল্পীর মাত্র দু'চারটি তুলির আঁচড়ে যেমন একখানি চিত্র তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যে সমুদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে তেমনিই অপরেশচন্দ্রের নিপুণ লেখনীর অল্প কয়েকটি গভীর রেখার টানে চণ্ডীদাস ও রামী তাদের সমস্ত অতীত রস-রহস্য নিয়ে যেন চখের সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে!

*

রামী ও চণ্ডীদাসের অপরূপ আলেখ্যখানি অপরেশচন্দ্র যে নিখুঁত পট-ভূমিকার (Background) উপর এঁকেছেন তাতে এই দু'টি প্রধান ভূমিকার চরিত্র-চিত্রণ (Character Study) অতি অপূর্ব্ব প্রভায় সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই বিশালাক্ষী মন্দির সম্মুখস্থ নান্নুরের গ্রাম্যপথে জমীদার দুর্লভরায় তাঁর কর্ম্মচারী দীনু বাগচীর সঙ্গে

রামীর সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। এই তরুণী রূপসী রজকিনী গ্রামের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ জমীদার দুর্লভরায়ের বিগত যৌবনকেও চঞ্চল করে তুলেছে। তাই তিনি বলছেন "ছুঁড়ীটা ভারি ঢপ্ দুরন্ত ছিল, এদিকেও নাকে-মুখে-চোখে কথা কয়। বাড়ীতে কাপড় নিয়ে আসে, পথে যেন রূপ ছড়াতে ছড়াতে আসে।" কিন্তু দীনুবাগচী বলে "কি করবো হুজুর, বেটী জাতে ধোপা হ'লে হবে কি? ভারি তেজ!"

*

এই খানে এই অল্প কথার মধ্যে আমরা রামীর অনেকখানি পরিচয় পেলুম। আমরা জানতে পারলুম সে ধোপার মেয়ে হলেও যেমনি সুন্দরী তেমনি তেজস্বিনী! কথা প্রসঙ্গে এখানে তান্ত্রিক সাধক ভূতানন্দ ভৈরবের নরবলী ও নায়িকা সাহায্যে শক্তি পূজার ব্যাপার ও চণ্ডীদাসের জীবনের প্রথম অবস্থাও কতক জানতে পারি! এমন কি, তার ভবিষ্যৎ পরিণতিরও একটু আভাস পাই! দুর্লভরায় বল'ছেন—"চণ্ডেটা খুব উন্নতি করেছে, কি বলিস? করবে না? কেমন বাপের বেটা! ভবানী খুড়ো অগ্নিসিদ্ধ, তাঁরি ছেলে বাপকো বেটা—ও কালে একটা কাণ্ড করবে—কি বলিস?"

*

ভূতানন্দ ভৈরবের অদ্ভুত ক্ষমতা। সে সিদ্ধ তান্ত্রিক। তার তন্ত্রমন্ত্র ও ক্রিয়া কাণ্ডের জোরে সে জমীদারের মামলা জিতিয়ে দেয়, অপুত্রককে পুত্রবান করে, আবার মারণ বশীকরণ বিদ্যাও জানে। রাজনগরের দরবারে দু'দুবার মিথ্যা মামলা জিতে, ময়নাপুর পরগণাটা ফাঁকি দিয়ে নিজের এলাকাভুক্ত করেও দুর্লভ রায়ের আশ মেটেনি। সে এই বশীকরণ বিদ্যাটাও শিখতে চায়! কারণ, ঐ একটার জোরেই ধর্ম্ম অর্থ কাম সব সাধ তার মিটবে। সে রামীকে চায়! হোক সে অস্পৃশ্য জাতের মেয়ে। ভূতানন্দর কাছে দুর্লভরায় শুনেছে 'কৌল' হলে নাকি রাত্রে আর জাত বিচার থাকে না। তাই জন্তই সে তন্ত্রোক্ত শক্তিপূজার এতটা পক্ষপাতী!

*

দুর্লভরায়ের চরিত্রের লুকোনো দিকটা বোঝাবার পক্ষে এর বেশী আর কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। প্রকাশ্যে আমরা দেখতে পাই এই দুর্লভরায় গ্রামের জমীদার, সমাজের হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। তার তর্জনীর ইঙ্গিতে নায়েরর ছোটবড় সবাই ওঠে বসে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী সমাজের একটি সম্পূর্ণ চিত্র এই 'চণ্ডিদাস' নাটকের পটভূমিকার মধ্যে আমরা দেখতে পাই। আর দেখতে পাই—অস্পৃশ্যতার উগ্র বিষ কেমন করে এ জাতীর জীবনী শক্তির মূল জর্জ্জরিত করে ফেলেছে!

*

তাই, অসংখ্য নৃত্যগীত সন্নিবেশিতে থাকলেও 'চণ্ডীদাসকে' 'গীতিনাট্য' বলা চলেনা অথবা Melo Drama বা উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনাবলী সম্বলিত মিলনান্ত নাটকও বলা যায় না। এমনকি নাট্যকারের কথায় কেবলমাত্র "প্রেম ভক্তিমূলক নাটক" বললেও এর সম্যক পরিচয় দেওয়া হয়না। তদানিন্তন সমাজচিত্র ও অস্পৃশ্যতার সমস্যা এই নাটকের মধ্যে এত বেশী স্থান অধিকার করে আছে যে সামাজিক নাটকের পর্য্যায় থেকেও এখানি বাদ পড়ে না। অপরেশ চন্দ্রের এই 'চণ্ডিদাস'কে প্রেমভক্তিমূলক একখানি সামাজিক গীতিনাট্য বললে তবেই হয়ত এর স্বরূপ কতকটা বোঝানো যায়।

*

দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা গ্রামপ্রান্তে রামীর কুটির দেখতে পাই। একখানি খড়ের ঘর। ঘরের সংলগ্ন দাওয়া। সম্মুখে বাঁখচিতার বেড়ায় ঘেরা পরিস্কার আঙ্গিনা। আঙ্গিনার একপার্শ্বে একখানি দোচালা ঘর। তাতে ঢেঁকি পাতা আছে। একপাশে মাটির ছোট বড় দু'টি গামলা। উঠানে দাওয়ার এক ধারে একটি শিউলী ফুলের গাছ। দাওয়ার উপর রামী বসে রাশিকৃত কাপড়ে ভেলার দাগ দিচ্ছে ও আপনমনে গান গাইছে। এমন সময় গ্রাম্যরজক হারাধনের স্ত্রী ও রামীর অন্তরঙ্গ-সখী চাঁপা এসে দাঁড়ায়। চাঁপা রামীরই সমবয়সী, বয়স্ উনিশ-কুড়ি; কালো কালো, কিন্তু গড়ন সুঠাম। হাতে সরু শাঁখার চুড়ী, উপর হাতে রূপার তাবিজ, কোমরে রূপার গোট, পায়ে রূপার মল, মুখে পান।

*

রামী ও চাঁপার কথোপকথনের ভিতর থেকে আমরা রামীর ব্যর্থ-জীবনের বেদনার ইতিহাস অনেকখানি শুনতে পাই। সে বেদনা দীর্ঘ শ্বাসের মতো মর্ম্মভেদী, অশ্রুজলের মতো করুণ, আক্ষেপের মতো কাতর! সে মনের সাধে গান গাইতে পারেনা! তার রূপ দোষের, তরুণ বয়স দোষের। গাঁয়ের বামুন কায়েত ইতর ভদ্দর তার রূপের অনল-শিখায় পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হয়—সেও তারই দোষ! তার কপালই পোড়া!

*

রামী পান খাওয়া, গুলপোড়া মুখে দেওয়া—এসবছেড়ে দিয়েছে শুনে অবাক হয়ে চাঁপা যখন তাকে রহস্যচ্ছলে প্রশ্ন করলে "তুই দাঁত সাদা রাখছিস কার পছন্দর জন্যে লো?"

*

রামীর অন্তর্গূঢ় ব্যথার বাষ্প তখন যে কথা গুলির আকার ধরে বেরিয়ে আসে—মুখের হাসি তাকে চাপা দিতে পারে না। রামী বলে "কেন? তোদের সোয়ামী আছে ব'লে—তোদের সখ আছে, আমার বুঝি সখ থাকতে নেই? আমি গান গাই—আমার সখে, সাজি আমার সখে, তামাক পোড়া ছেড়েছি—আমার সখে! কারুর পছন্দ অপছন্দের ধার আমি কি ধারি বল্?" তার গানের সুরে তখন যে কান্না ভেসে আসে—সে বলে

"আমি আপনি নিয়ে আপন ভোলা
তাই একলা ঘরে রই।
দরদী দরদ বোঝে
মরম কথা কারে কই॥"

কিন্তু, সে যে কার পছন্দ অপছন্দের ধার ধারতে সুরু করেছে সে কথা জানতে আর কোনও দরদীর বাকী থাকে না।

*

রামী যাকে ভালবেসেছে—সে উঁচু জাত। আয়ী বুড়ি এসে যখন রাজার বাড়ীর লোক শুনতে পেলে ধরে নিয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে তাকে গান গাইতে নিষেধ করে, তখন রামী বলে—তার রুদ্ধ ব্যথায় অশ্রুজলকে ক্ষুদ্ধ বুকের মধ্যে চেপে ধরে—"জাতে ধোপা, লোকে মুখ দেখে না, ছায়া মাড়ালে নায়, এমন শেয়াল কুকুরের অধম হয়ে গাঁয়ে থাকার চেয়ে—রাজার বাড়ী ধরে নিয়ে যায়, সে হাজার গুণে ভালো!" তাই চাঁপাকেও সে বলে—"কি সুখ আছে আমাদের? কি সুখে বেঁচে থাকবো? সাধ নেই, আহ্লাদ নেই—লোকে ডেকে দুটো মিষ্টি কথাও কয়না। লোকের ছাঁচতলায় গিয়ে দাঁড়াই, মুখ ফিরিয়ে নেয়!" মানুষের প্রতি মানুষের এই ঘৃণা, এই অবহেলা, এই তাচ্ছিল্য, এই অবজ্ঞা—এই অপমান—তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো তার বুকে বিঁধে তাকে যন্ত্রণায়—কাতর করে তুলেছে! তাই সবাই চলে গেলে সে যখন একলা হয় তখন রোদনার্ত্ত কণ্ঠে ভগবানকে ডেকে বলে "বিধাতা পুরুষ? আমাদের মত অজাতের ভগবান আর ভদ্দর লোকের ভগবান কি আলাদা? যে ভগবান বামুনকে সৃষ্টি করেছেন সেই ভগবানই কি আমাদের মতো ছোট জাতকেও সৃষ্টি করেছেন? আমি কেঁদে কেঁদে কি পাগল হবো?

*

তৃতীয় দৃশ্যে বাঁধের ধারে আমরা রামী আর চণ্ডীদাসের প্রথম আলাপ শুনতে পাই। গান গাইতে গাইতে চণ্ডীদাস আসছে।

"সজনী ও ধনী কে কহ বাটে।
গোরচনা গোরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে ॥"

দীর্ঘায়াতন বপু, গৌরকান্তি, বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ, মাথায় বাব্‌রী চুল, ললাটে সিন্দূরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। পরণে আধময়লা কাপড়, কাঁধে গামছা, গায়ে উত্তরীয় ডানহাতে ছিপ, বাঁহাতে একটি পুঁটলী। চণ্ডীদাস গাইছে—

"সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব তটীতে
পড়েছে চিকুর রাশি।
কাঁদিয়া আঁধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।
সেই হইতে হায় হিয়া নহে থির
মনমথ জ্বরে ভোর ॥

এইখানে চণ্ডীদাসের মুখে এই গান শুনে আমরা রামীর সম্বন্ধে চণ্ডীদাসের মনের অবস্থা কতকটা বুঝতে পারি। সে যে কেন জল নেই, ঝড় নেই, রৌদ্র নেই, শীত নেই, দিনের পর দিন—নিত্য ছিপ হাতে করে এই বাঁধের ধারে এসে বসে থাকতো তার অনেকখানি আভাস আমরা এই গানের মর্ম্মকথা শুনে ধরতে পারি।

•

তারপর চণ্ডীদাস যখন আপনমনে বলে "ধর্ম্মের অপেক্ষা কি রূপের আকর্ষণ অধিক? মানুষ কি সত্যই পতঙ্গ? রমণীর রূপ কি জলন্ত বহ্নি? এ বহ্নির জাত বিচার নেই! পতঙ্গেরও আত্মকর্ত্তৃত্ব নেই!……স্বপ্নে যেন কে রামীকে দেখিয়ে তাকে বলেছিল—'চণ্ডীদাস' এই তোমার প্রিয়।' প্রিয়! কেন প্রিয়?……"এ কথার পর চণ্ডীদাসকে বুঝতে আর একটুও বাধে না! তাই রামী যখন তাকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করে গাঢ়স্বরে বলে "তোমায় দূর থেকেই গড় করি। তোমার পায়ের ধুলো নিলে তোমায় যে আবার নাইতে হবে! আমি যে অজাত—ধোপার মেয়ে!" তখন চণ্ডীদাস প্রশান্ত কণ্ঠে বলে "তুমি পায়ের ধুলো নিলে আমার ব্রাহ্মণত্বের মহিমা উজ্জ্বল না হোক্ ক্ষুণ্ণ হবেনা। এই নাও, যদি ইচ্ছা হয় আমার চরণ স্পর্শ কর!"

•

প্রেমের আগুনে চণ্ডীদাসের অন্তর শুচি হয়ে গেছল! সেখানে আর জাতি ভেদ ছিলনা—অস্পৃশ্যতা ছিলনা। তারপর পরস্পরের প্রতি নিবিড় অনুরাগী এই দুটী—সমাজের বিভিন্ন স্তরেরও বিভিন্ন জাতের মানুষ কেমন করে তন্ত্রধারী ভূতানন্দ ভৈরবের করাল কবল থেকে উদ্ধার পেয়ে, প্রোদ্দণ্ডপ্রতাপ দুর্গ ভস্বামের নিষ্ঠুর অত্যাচার ও নির্ম্মম সামাজিক উৎপীড়নে নিষ্পেষিত হয়ে, নানা দুঃখ দুর্ভাগ্য ও দুরবস্থার ভিতর দিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়, অপরেশচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত অতি সুকৌশলে তাঁর নাটকে সে সব ঘটনার সমাবেশ করেছেন। কোথাও এতটুকু অতিরঞ্জনের দোষ নেই! কোথাও একটু অসংযমের ছাপ পড়েনি!

•

চণ্ডীদাসের অসম্পূর্ণ জীবনী যতটুকু পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রায় সবাইকেই আমরা অপরেশ চন্দ্রের এই নাটকে দেখতে পাই; এমন কি শালতোড়ার সেই নিত্যা পাগলী পর্য্যন্ত এতে অতি অপরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে নব বৃন্দাবনে দেখা দিয়েছেন। কেবল দুটি মাত্র অপরিচিত মুখ আমাদের খুবই বিস্মিত করে দেয়, সে হারাধন আর চাঁপা! এই দুটি চরিত্র সম্পূর্ণ নাট্যকারের নিজের সৃষ্টি। রূপে রসে স্নেহে প্রেমে হৃদয় ও প্রাণধর্ম্মে এই দু'টি চরিত্র উজ্জ্বল প্রভায় সঞ্জিবীত হয়ে আছে এই নাটকের আশপাশে! চণ্ডীদাস নাটকের আর একটি লক্ষ্য করবার মতো বিশেষত্ব হচ্ছে, হারাধন আর আয়ীবুড়ীর মুখে বীরভূম জেলার কথা! নাট্যোক্ত স্থান কালের উপোযোগী একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করার দিক থেকে এটি খুব সমিচীন হয়েছে। এই নাট্যোক্ত প্রধান চরিত্র দুটিকে নাট্যকার বরাবর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়েই প্রকাশ করে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তারা বলছে-কইছে এবং কর'ছে-কর্ম্মাচ্ছে খুবই কম! এরূপ কলাসম্মত উপায়ে চরিত্র স্ফুরণের প্রয়াস নাট্য বাঙ্‌লা সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন না হলেও অভিনব বটে।

•

চণ্ডীদাসের ভূমিকায় সুকণ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত তিমকড়ি চক্রবর্ত্তী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর অভিনয় আমাদের আশানুরূপ ভাল লাগেনি, না সঙ্গীতে না ভঙ্গীতে, কিন্তু চণ্ডীদাসের অভিনয় শক্তির সমস্ত দৈন্যকে আবৃত করে অতি অপূর্ব্ব প্রভায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে রামী চরিত্রের অভিনয়। শ্রীমতী নীহার বালা এই অংশে অবতীর্ণ হয়ে যে অদ্ভুত কলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, সেরূপ উচ্চ অঙ্গের অভিনয় অধুনা নাট্য জগতে একান্ত দুর্লভ বলা চলে। বিশেষ করে নাটকের তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে যেখানে চণ্ডী দাসকে দেখবার জন্ত উন্মাদিনীর মতো রামী ছুটে আসে বিশ ক্রোশ পথ মুহূর্ত্ত মাত্র বিশ্রাম না ক'রে, লক্ষলোকের উপহাস বিদ্রূপ অগ্রাহ্য ক'রে, হাটের মাঝে নায়েব পাইকদের নির্দ্দয় প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে—সে দৃশ্যে শ্রীমতী নীহার বালার অপূর্ব্ব অভিনয়ের তুলনা হয় না!

•

রামীর কণ্ঠের পদাবলীর গানও এই 'চণ্ডীদাস' নাটকাভিনয়ের একটি বিশিষ্ট সম্পদ ব'ললে অত্যুক্তি হয় না। সংসার যখন চণ্ডীদাসকে পতিত ব'লে ত্যাগ করলে, তখন নিরাশ্রয় চণ্ডীদাস তার একমাত্র আপন জন রামীর কাছে এসে বলে—

"শুন রজকিনী রামী;
ও দু'টি চরণ শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি!"

বিস্ময়ে পুলকে আনন্দে অশ্রুজলে আত্মহারা রামী তার প্রিয়তমের চরণতলে আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে তখ আকুল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে—

"বঁধু, আর কি বলিব আমি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণ নাথ হ'য়ো তুমি!"

কণ্ঠস্বরে যে আকুলতা নিয়ে, প্রাণের যতখানি দরদ ঢেলে দিয়ে শ্রীমতী নীহারবালা এ গানটি সেদিন গেয়েছিলেন, তার ঝঙ্কার যেন এখনও আমাদের কাণে বাজ্‌ছে।

•

কূটবুদ্ধি,কপট,জমীদার দুর্লভ রায়ের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দের অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। 'হরোধন' রজক এবং চণ্ডীদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুলের ভূমিকায় ষ্টারের উভয় 'সন্তোষ বাবুই' অতি সন্তোষ জনক অভিনয় করেছেন। হারাধনের স্ত্রী চাঁপার ভূমিকায় শ্রীমতী সরস্বতীর চমৎকার অভিনয় দেখে আমরা বিস্মিত হ'য়েছি'। নিত্যার ভূমিকায় শ্রীমতী সুশীলা (ছোট) ভাবাবিষ্টা ঠাকুরাণীর চরিত্র অতি সুন্দর অভিনয় করেছেন। তাঁর সঙ্গীতও শ্রবণাভিরাম! সুচেৎসিংহের ভূমিকায় কুমার কনক নারায়ণ ভূপ রাজোচিত অভিনয় করেছেন। মোটের উপর একথা বলা যায় যে 'চণ্ডীদাস' নাটক খানিতে, প্রত্যেক ভূমিকাটি এমন কি চাকর নফর পাড়া প্রতিবেশী আর দেবদাসীটির পর্য্যন্ত নিখুঁত অভিনয় হয়েছে—বাঙলা রঙ্গমঞ্চে যে জিনিষের একান্ত অভাব। দৃশ্যপট ও সাজসজ্জার মনোহারীত্ব মনকে মুগ্ধ করে দেয়। রামীর কুটীর, বিশালাক্ষীর মন্দির, দুর্লভ রায়ের চণ্ডীমণ্ডপ, এবং নববৃন্দাবনের দৃশ্যের পরিকল্পনা ও সৌন্দর্য্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য দেবদাসীদের নৃত্য গীতের মধ্যেও চণ্ডীদাসে নূতনত্ব আছে। দেব দাসীদের আরতীর নাচটির পরিকল্পনা শুধু সুচারু নয় একান্ত মনমদ হয়েছে। আশা করি ষ্টারের এই 'চণ্ডীদাস' দীর্ঘজীবি হবে।

—

চিত্র-জগৎ

শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ানসানের নোতুন ছবির নাম 'শুক্ত' এ খবর আমরা আগেই দিয়েছি। ঐ ছবির জন্যে শ্রীমতীর শিল্পী রেনে হিউবার্ট প্যারি শহরের বিখ্যাত রঙ্গপীঠ 'অপেরা কমিকের' অনেক ছবি তুলেছেন। প্রথমে এই রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা ছবি নিতে দেননি—সেটা নাকি তাঁদের নিয়ম বিরুদ্ধ। অবশেষে প্যারির ললিতকলাবিভাগের বড় কর্ত্তার কাছে আবেদন কোরে শ্রীযুক্ত হিউবার্ট ছবি তোল্‌বার অনুমতি পান। তাঁকে কিন্তু চলচ্ছবি নেবার বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার কোর্‌তে দেওয়া হয়নি। সাধারণ আলোক-চিত্র-যন্ত্রেই তাঁকে কাজ সার্‌তে হোয়েছে।

*

রঙ্গালয়ে অভিনয় কোর্‌তে কোর্‌তে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত রেমণ্ড গ্রিফিথের হঠাৎ স্বরভঙ্গ হোয়ে যায়। তাঁর স্বাভাবিক স্বর আর ফিরে না পাওয়ায় আর ভাঙা আওয়াজ নিয়ে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় অচল হওয়ায় তিনি চলচ্ছবির অভিনেতা হন। কোনো প্রীতি-মিলনে নোতুন একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে শ্রীযুক্ত গ্রিফিথের দেখা হয়। সে জান্‌তোনা যে প্রসিদ্ধ হাস্য-রসিক অভিনেতাটির আওয়াজ ভাঙা। গ্রিফিথ তাঁকে বোল্‌লেন "আপনাকে দেখে আমার খুব আনন্দ হোলো।" অভিনেত্রীটি বোল্‌লে "অত আস্তে আস্তে আপনার কথা কইবার দরকার নেই। আমার প্রণয়ীটি ঘরের ওদিকে আছে সে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পাবে না।" এই জবাবের পর গ্রিফিথের আর কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া চ'ল্‌লোনা।

*

'নেল্‌সান' নামক ইংলণ্ডে তৈরী ছবিতে শ্রীযুক্ত সেড্রিক্ হার্ডউইক্ নেল্‌সানের ও শ্রীমতী জার্ট্রুড্ ম্যাকয় লেডি হ্যামিল্টনের ভূমিকা নিয়েছেন।

*

শ্রীযুক্ত যুকা ট্রুবেটজ্‌কয় (Youcca Troubetzkoy) চলচ্ছবি অভিনয়ে বেশ নাম কোরেছেন। তিনি রুষের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশের লোক। সতেরো বছর বয়সে তিনি স্বীয় জীবিকা অর্জ্জনে বাধ্য হোয়ে পেশাদারি নাচিয়ের কাজ নেন। 'সুন্দরী ঠক' নামে কিছুদিন আগে যে চিত্রটি বেরিয়েছে তাতে তিনি

অভিনয় কোরেছেন—শ্রীযুক্ত লরা লা প্লান্ট্‌ ঐ ছবিতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছিলেন।

•

শ্রীমতী মারি প্রেভষ্ট প্রসিদ্ধা চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। তাঁর চোখের ও চুলের এমন বিশেষত্ব আছে যা দুর্লভ। তাঁর চুল নীলকৃষ্ণ। তাঁর চোখের তারা ধূসর-নীল কিন্তু তা কখনো হয় শুধু নীল, কখনো শুধু ধূসর আর কখনো বা তা হয় ঈষৎ হরিদ্বর্ণ। চোখ দুটি তাঁর দীপ্ত ও হাস্যময়।

•

শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সানকে সব ছবিতেই বেশ চমৎকার দেখায়। এর কারণ অনুসন্ধান কোর্‌তে এইটুকু বোল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে কখনো এক ঘণ্টার কমে তাঁর রূপসজ্জা সম্পূর্ণ হয় না।

•

অভিনেতা—সস্ত্রীক রামবাবুকে আমাদের একদিন নেমন্তন্ন করা উচিত। তুমি কি বলো?

অভিনেতার স্ত্রী—নিশ্চয়ই, তুমি খবর নাও কোন্‌ দিন তারা বাড়ী থাক্‌বে না।

•

বাড়ীতে তার মার অনেক বন্ধু উপস্থিত ছিলেন—সকলেই চলচ্চিত্র কেন্দ্রের লোক; মা ছিলেন একজন অভিনেত্রী। মা মেয়েকে বোল্‌লেন চুলে একটু তেল দিয়ে এসে—ঝিকে বলো তোমার চুল বেঁধে দিতে। সমবেত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের সামনে মেয়ে গম্ভীর ভাবে বোল্‌লে "চুল না বেঁধে, তোমার মতো একটা পরচুলো ব্যবহার কোর্‌লে হয় না?"

গিরিশচন্দ্রের নাটকের ক্রমবিকাশ

কবির স্বাতন্ত্র্য বা ব্যক্তিগত মনোভাবের সহিত ঘনিষ্ঠ ও জীবন্ত সম্বন্ধে আসাই আমাদের নাটক বা কাব্য অধ্যয়নের চরম উদ্দেশ্য। তাঁহার প্রকৃতি হইতে—তাঁহার গোপন প্রাণের বিচিত্র লীলাই হউক—বা তাঁহার ধারণা ও মনোবৃত্তিই হউক—তাঁহার প্রকাশিত রচনা হইতে আমরা গ্রহণ করিতে পারি। এইরূপে কবিকে বুঝিতে হইলে—শিল্পীর সৃষ্টির গণ্ডী ছাড়াইয়া স্রষ্টার মনের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। স্রষ্টা-কবির মনোরাজ্যে যখন আমরা বিচরণ করি—আমরা তাঁহার সৃষ্টিরও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই। ইহা এমনি ভাবে আমাদের আনন্দ সূচিত করে—যে—কবিকে চিনিতে গিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে বিবিধ দৃশ্য বা বৃত্তান্ত ধরা পড়িয়া যায়—কবিকে না চিনিলে তাহা বোধ হয় আমাদের মনোযোগ এড়াইয়া যাইত। সুন্দর মানব শিশুকে দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই—এই সৌন্দর্য্য ধারণায় Human anatomy জ্ঞানের কোনই প্রয়োজন নাই। আমরা রূপকারের (Sculptor) সৃষ্টি—মোহিনী প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া রূপ-মুগ্ধ হইতে পারি—কিন্তু কিরূপে এই প্রতিকৃতি গঠিত হইল—তাহার উপকরণ বা নিয়ম না জানিলে সৌন্দর্য্যবোধের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। স্রষ্টা-কবি কিরূপে সৃষ্টি করিলেন—তাহা জানিবার কৌতূহল চরিতার্থ হওয়া কোনকালেই সম্ভব নয়। তাঁহার সৃষ্টিতে কি রূপ ফুটিল—সেই রূপের সন্ধান লইতে গেলে প্রকৃত রসিক আনন্দে বিভোর হইয়া যান। সৃষ্টি করিতে করিতে স্রষ্টা কি কবি যে আনন্দ পাইয়া থাকেন তাহা সাধারণের জ্ঞানের বাহিরে।

কিরূপে কবি অমরতা লাভ করেন? তাঁহার সাধনা তাঁহাকে অমরতা প্রদান করে। তাঁহার মহাসাধনায় তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ হয়। পুষ্প যেমন দৈবপ্রেরণায় পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে—তদনুরূপ কবিপ্রতিভাও দৈবশক্তির বলে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃতির সাহায্য ব্যতিরেকে—মুক্ত হাওয়া—জল—বা রৌদ্রের অভাবে—যেরূপ ফুলের পূর্ণ প্রকাশ হয় না প্রকৃতিই তাহাকে যেরূপ পূর্ণপ্রাণতা দান করে—সেই রকম কবিপ্রতিভাও স্বাভাবিক নিয়মে ক্রমশঃ ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। কবিকে বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রতিভার ক্রমবিকাশ কিরূপে হইল তাহা আমাদের জানিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে নাট্যকবি "গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার ক্রমবিকাশ" আমাদের আলোচ্য বিষয়। গিরিশচন্দ্র যে কি ছিলেন—তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা বাঁধিয়া দিয়া—কিম্বা তিনি যে কতগুলি অসাধারণ অভিমতের ভাণ্ডার ছিলেন—এরূপ নির্দ্দেশ করাও আমাদের অভিপ্রায় নয়। অধিকন্তু গিরিশচন্দ্রের কোনো জিনিষ বলিবার বা লিখিবার ভঙ্গী কি প্রকারের ছিল—তিনি তাঁহার খোলা বারাণ্ডায় কিরূপ ভাবে পায়চারি করিয়া লিখিতেন—তাঁহার পারিপার্শ্বিক জীবনের গতিবিধি কি ধরণের ছিল—তিনি কি প্রণালীতে হাসি ঠাট্টা বা রঙ্গ রহস্য করিতেন—কিম্বা নির্জ্জনে তিনি কি ভাবে চিন্তায় মগ্ন হইতেন তাহা লইয়াও আজ আমরা কোন কথা বলিতে আসি নাই। এক্ষণে আমরা লক্ষ্য করিব—তাঁহার কবিত্বশক্তির ক্রমোন্নতির সহিত তাঁহার প্রতিভার বীজ কিরূপে অঙ্কুরিত হইল। কতকগুলি নাট্যরচনা করিয়াই যে গিরিশচন্দ্র বড় হইয়াছেন—তাহা নহে। তিনি কেবলমাত্র পুঞ্জীভূত জ্ঞানের স্তূপ ছিলেন না। তাঁহার প্রত্যেক মনোবৃত্তি বিকশিত ও তেজোদ্দীপ্ত হইয়া উঠে,—আবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কাছে মানবের নিখিল প্রকৃতি জটিলতায় অধিকতর সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। "জানা"র রাজ্যে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া—এবং "অজানা"কে আপনার করিয়া

তাকিয়া লইয়া বৎসরের পর বৎসর তাঁহার চিন্তাশক্তি অভিনব উপায়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে—কৈশোর যেমন যৌবনে দৃঢ় হইয়া উঠে—যৌবন যেমন প্রৌঢ়ত্বে গভীর হইয়া উঠে—তাঁহার শক্তি বা দৈবপ্রেরণা জগতের ঘাত-প্রতিঘাতেও—উত্তরোত্তর বিকাশ পাইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র মানব জীবনের সুত্য ঘটনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়া—তিনি তাহার মধ্যে দেখিলেন—অন্তরকে আরও জাগ্রত করিবার, হৃদয়কে শান্তি দিয়া বাঁচাইয়া রাখিবার উপায় আছে। এই সকলের ভিতরে তিনি বিভীষিকাময় রহস্যপূর্ণ অন্ধকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরও মধুর তীক্ষ্ণ মনোরম আলোকের সন্ধান পাইলেন। তাঁহার নাট্যরচনা বা কবিতা হইতে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়—এবং তাহা হইতে বুঝা যায়—গিরিশচন্দ্রের মনোবৃত্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—শান্ত এবং অধিকতর কঠিন ও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে গিরিশচন্দ্রের ৩৪ বৎসর বয়স হইতে নাট্যজীবন বা সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয়। তাঁহার প্রথম নাটক্ "আনন্দ-রহো" এবং সর্ব্বশেষ নাটক "গৃহলক্ষ্মী"। "ক্লাসিকের" আসরে তিনি "গৃহলক্ষ্মীর" চারিটী অঙ্ক শেষ করিয়া যান পরে জ্ঞানবৃদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু পঞ্চম অঙ্কটী শেষ করেন। আরও জানা যায় গিরিশচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ এক সঙ্গে য্যায়সা-কা-ত্যায়সা, রচনা করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলী যদি আমরা অপর দেশের বিশ্ববরেণ্য নাট্যকার শেক্সপীয়ার—মলেয়ার—ইবসেন—বর্ণার্ড শ' প্রভৃতি মনীষীর রচনার সহিত তুলনা করিতে যাই—তাহা হইলে বাঙলার আপনার ধন গিরিশচন্দ্রের প্রতি যথার্থ বিচার করা হয় না। গিরিশচন্দ্র দেশের কবি দশের কবি। বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে তিনি তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের অবসর পান নাই। সমুদ্রের অপর পারে যাইয়া তাঁহার গীতগান পৌঁছিবে কি না—সে প্রশ্ন আমরা সমাধান করিতে চাই না। তিনি খাঁটি বাঙলার কবি। তিনি যাহা রচনা করিয়াছেন তাহা বাঙলার ধর্ম্মানুরাগী শান্তিকামী প্রাণে যাইয়া সাড়া তুলিয়াছিল। তিনি আর্টের নীতি বা অনুশাসন কোনো সময়েই রক্ষা করিয়া চলেন নাই—তিনি আপনার ভাবস্রোতে চিরদিন ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, তাই তাঁহার নাটকে ভাব-ই প্রধান। তিনি বাঙলার সহজ—নত্রশীল কোমল হৃদয়ের নিগূঢ় তথ্যটী আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি যে সুরের ঝঙ্কার তুলিয়া অধিকাংশ বাঙালীর প্রাণে মাদকতা আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—তাহা বিশ্বজনকে মোহিত করিবার একেবারেই অপেক্ষা রাখে নাই। তাই বলি—তিনি বাঙলার নিজস্ব নাট্যকার নিজস্ব কবি, এবং বাঙলার মাটি ও বাঙলা দেশই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশের একমাত্র উপযুক্ত স্থান। বাঙলার খাঁটি কবি হইলেও—তিনি শেক্স্পীয়ারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু সেই দিক দিয়া তাঁহার অনুকরণের পূর্ণ বিফলতা তাঁহার "বাঙালী কবি নাট্যকারের গুণ গরিমা" সফল ও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙলার প্রতিভাশালী—নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রকৃত ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, নিম্নে গিরিশ নাট্য-পরিচয়-লিপি এই কথা অনেক-খানি সপ্রমাণ করে।

প্রতি নাটকের পার্শ্বে যে যে বয়সের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—তাহা মোটামুটি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—কারণ ঐ বয়সেই তাঁহার ঐ সকল নাটক অভিনীত হয়—এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ছয় মাসের ভিতরেই তাঁহার নাটক রচিত হইয়া থাকে। তবে—"ম্যাকবেথ"—এক বৎসরকাল ধরিয়া মহলার (Rehearsal) পড়িয়াছিল।

*

গিরিশচন্দ্রের জন্ম—১৫ই ফাল্গুন সন ১২৫০ সাল—২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খৃঃ অব্দ।

(১) মাউসি।
(২) Charitable Dispensary.
(৩) ধীবর ও দৈত্য।
(৪) আলিবাবা।
(৫) দুর্গাপূজার পঞ্চরঙ (Circus Pantomime)
(৭) যামিনী চন্দ্রমাহীনা—গোপন চুম্বন (A Kiss in the Dark)
(৮) সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি।

এই রঙ্গ ও ব্যঙ্গ নাট্যগুলি তাঁহার ২৯ বৎসর বয়সের রচনা। এগুলি "ন্যাসানাল" রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলেও আজ কাল দুষ্প্রাপ্য। নাট্যসাহিত্য বা রঙ্গালয়ে এ গুলির কোনোরূপ আদর নাই।

	নাম	পরিচয়	বয়স
(৯)	আগমনী	গীতিকা	৩৪
(১০)	অকাল-বোধন	"	৩৪

নাম	পরিচয়	বয়স
(১১) দোল-লীলা	গীতিকা	৩৪
(১২) মায়াতরু	"	৩৭
(১৩) মোহিনী প্রতিমা	"	৩৭
(১৪) আলাদিন	"	৩৭
(১৫) আনন্দ রহো	নাটক	৩৮
(১৬) রাবণ বধ	"	৩৮
(১৭) সীতার বনবাস	নাটিকা	৩৮
(১৮) অভিমন্যু বধ	নাটক	৩৮
(১৯) লক্ষ্মণ-বর্জ্জন	নাটিকা	৩৮
(২০) সীতার বিবাহ	"	৩৮
(২১) ব্রজ-বিহার	গীতিকা	৩৮
(২২) রামের বনবাস	নাটিকা	৩৯
(২৩) সীতা হরণ	"	৩৯
(২৪) ভোট মঙ্গল	ব্যঙ্গ	৩৯
(২৫) মলিন মালা	গীতিকা	৩৯
(২৬) পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস	নাটক	৩৯
(২৭) দক্ষ যজ্ঞ	নাটক	৪০
(২৮) ধ্রুব চরিত্র	নাটিকা	৪০
(২৯) নল-দময়ন্তী	নাটক	৪০
(৩০) কমলে কামিনী	নাটিকা	৪০
(৩১) বৃষকেতু	নাটক	৪১
(৩২) হীরার ফুল	গীতিকা	৪১
(৩৩) শ্রীবৎস চিন্তা	নাটিকা	৪১
(৩৪] চৈতন্য-লীলা	"	৪১
(৩৫) প্রহ্লাদ চরিত্র	"	৪১
(৩৬) নিমাই সন্ন্যাস	"	৪১
(৩৭) প্রভাস যজ্ঞ	"	৪২
(৩৮) বুদ্ধদেব	নাটক	৪২
(৩৯) বিল্বমঙ্গল	"	৪৩
(৪০) বেল্লিকবাজার	প্রহসন	৪৩
(৪১) রূপ সনাতন	নাটিকা	৪৪
(৪২) পূর্ণচন্দ্র	"	৪৪
(৪৩) নসীরাম	নাটক	৪৫
(৪৪) বিবাদ	নাটক	৪৫
(৪৫) প্রফুল্ল	"	৪৬
(৪৬) হারানিধি	"	৪৬
(৪৭) চণ্ড	"	৪৭
(৪৮) মলিনা বিকাশ	গীতিকা	৪৭
(৪৯) মহাপূজা	রূপক	৪৭
(৫০) ম্যাকবেথ	তর্জ্জমা	৪৯
(৫১) মুকুল-মুঞ্জরা	নাটিকা	৪৯
(৫২) আবুহোসেন	গীতিকা	৪৯
(৫৩) সপ্তমীতে বিসর্জ্জন	প্রহসন	৫০
(৫৪) জনা	নাটক	৫০
(৫৫) বড়দিনের বক্‌শিস	প্রহসন	৫০
(৫৬) স্বপ্নের ফুল	গীতিকা	৫১
(৫৭) সভ্যতার পাণ্ডা	প্রহসন	৫১
(৫৮) করমেতি বাই	নাটক	৫২
(৫৯) ফণীর মণি	গীতিকা	৫২
(৬০) পাঁচ ক'নে	প্রহসন	৫২
(৬১) কালাপাহাড়	নাটক	৫৩
(৬২) হীরক জুবিলী	গীতিকা	৫৪
(৬৩) পারস্য প্রসূন	"	৫৪
(৬৪) মায়াবসান	নাটিকা	৫৪
(৬৫) দেলদার	গীতিকা	৫৫
(৬৬) পাণ্ডব-গৌরব	নাটক	৫৬
(৬৭) মণিহরণ	গীতিকা	৫৭
(৬৮) নন্দ দুলাল	গীতিকা	৫৭
(৬৯) অশ্রুধারা	রূপক	৫৭
(৭০) মনের মতন	নাটিকা	৫৮
(৭১) অভিশাপ	গীতিকা	৫৮
(৭২) শাস্তি	রূপক	৫৯
(৭৩) ভ্রান্তি	নাটক	৫৯
(৭৪) আয়না	প্রহসন	৫৯
(৭৫) সৎনাম	নাটিকা	৬১
(৭৬) হরগৌরী	গীতিকা	৬১
(৭৭) বলিদান	নাটক	৬১
(৭৮) সিরাজদ্দৌলা	"	৬২
(৭৯) বাসর	গীতিকা	৬২
(৮০) মীরকাসিম	নাটক	৬৩
(৮১) ম্যায়সা-কা-ত্যায়সা	প্রহসন	৬৩
(৮২) ছত্রপতি শিবাজী	নাটক	৬৪
(৮৩) শাস্তি কি শান্তি	"	৬৫
(৮৪) শঙ্করাচার্য্য	"	৬৬
(৮৫) অশোক	"	৬৭
(৮৬) তপোবল	"	৬৮
(৮৭) গৃহলক্ষ্মী (অসম্পূর্ণ) (শঙ্খ-রোল)	"	ক্লাসিক থিয়েটারের আমলে লিখিত।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনামোহন রায়চৌধুরী

৩০শে পৌষ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

এইবার বড়দিনের বেয়াড়া হুজুগ কাটল। চারিদিকের প্রমোদ প্রবাহে এ কয়দিন যে অবিশ্রান্ত জোয়ার চলেছিল আজ তা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

*

বড়দিনের বায়না থেকে সুরু ক'রে ছোটদিনের বউনি পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ গৌরোৎসবকালটা কলিকাতা শহরের অসংখ্য নবাগত স্ফূর্ত্তি প্রয়াসী পরদেশীদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে এখানকার বহু বনিয়াদী শহর বাসীরাও—থিয়েটার—বায়োস্কোপ—সার্কাস—এম সি সি—রেস্—এই ক'রে বেড়িয়েছেন শুধু!

*

তথাপি কিন্তু থিয়েটার কোম্পানীরা এই বড়দিনের বাজারে এবার যে টাকাটা পেয়েছেন—অন্যান্য বৎসরের তুলনায় তা কিছুই নয় বলা যেতে পারে। এবার নূতন নূতন বই নিয়েও বড় বড় থিয়েটার কোম্পানীর ঘর দর্শকাভাবে কাঁদছে এ দৃশ্যও আমরা দেখেছি!

*

এর কারণ কি? রঙ্গাধিকারীরা তো ভেবেই অস্থির যে দেশের লোকেরা হঠাৎ থিয়েটারের প্রতি এত উদাসীন হ'য়ে উঠলো কেন? এই-তো গতবৎসরেও এমন সময় তারা দলে দলে এসে এতো লোক থিয়েটারে ঢুকেছিল যে অনেক নাট্যশালা আবার দ্বিতীয় অন্ধকূপ হত্যাগার হ'য়ে ওঠবার জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু এবার? এবার তারা কোথায় গেল? তাদের অভাবে রঙ্গালয় যে মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করেছে! থিয়েটারের প্রতি এতটা বীতরাগ তারা কেন হ'লো? কিসে হলো?

*

রঙ্গাধিকারীরা এর কারণ নির্দ্দেশ করতে না পেরে বিস্মিত হচ্ছেন! কিন্তু তাদের অবাক হবার কথা নয়, তাঁরা যদি একবার স্থির হ'য়ে বসে গতবৎসরের সঙ্গে তাঁদের জীবন ও কার্য্যাবলীর এবৎসরটাকে মিলিয়ে দেখেন তাহ'লে যথার্থ কারণটুকু বুঝতে আর তাঁদের কারুর বাকী থাকবে না।

*

—নাটক নির্ব্বাচন, অভিনেতৃ সংগ্রহ, শিল্পী নিয়োগ, সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, আস্‌বাব, নৃত্যগীত ও বাদ্যযোজনা এবং নাটকের প্রয়োগ-কৌশলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করবার জন্য তাঁরা প্রথমটা যেরূপ যত্ন আগ্রহ চেষ্টা ও পরিশ্রম করতেন, পরে সেদিকে তাঁদের ক্রমেই শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। শেষে এমনও পর্য্যন্ত হ'য়েছে যে অতি অল্পদিনমাত্র মহলা দিয়ে অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁরা নেমেছেন। নাটকখানিকে বর্ত্তমানের রুচি অনুসারে সুসংস্কৃত পরিবর্জ্জিত ও পরিমার্জ্জিত করে না নিয়ে, দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা প্রভৃতি সম্পূর্ণ অবহেলা করে, এমন কি অভিনেতৃরা তাঁদের ভূমিকা সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ না করেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় থেকে ভাল অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা অনেকেই অপসারিত হ'য়েছেন ফলে অভিনয়ের আদর্শ এতদূর অবনত ও বিকৃত হ'য়ে পড়েছে যে সে ছেলে ভুলানো অভিনয় দেখে বর্ত্তমানের উন্নত-রুচি দর্শকেরা আর তৃপ্ত হতে পারছেন না, কাজে কাজেই তাঁরা আর থিয়েটার দেখে অর্থের অপব্যয় না করে তদপেক্ষা অল্প ব্যয়ে চলচ্চিত্রের শ্রেষ্ঠতর অভিনয় দেখে পরিতুষ্ট হ'চ্ছেন।

*

থিয়েটারের প্রতি দর্শকদের এই বিরাগ এই অভক্তি জন্মাবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে সম্প্রদায়ের নিজেদের গা'ফিলতির দোষে। ফাঁকি দিলে কোনও কাজেই কখন সাফল্য লাভ করা যায় না। থিয়েটারের প্রতি যদি এদেশের লোক আজ বিমুখ হয়ে থাকে তবে সেজন্য দায়ী থিয়েটার কোম্পানীরা নিজেরাই। সুঅভিনেতৃ সমবায়ে এখনও যদি ভাল নাটকের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করতে পারা যায় তাহলে দর্শকের নিশ্চয়ই অভাব হবে না, আমাদের এই বিশ্বাস। তবে দীর্ঘকালের অবহেলায় যে সুনাম ও সহানুভূতি এদেশের নাট্যসম্প্রদায়গুলি আজ হারিয়েছেন সাধারণের অন্তরে পূর্ব্ব-গৌরবে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'তে গেলে তাঁদের এখন কিছুদিন সময় লাগবে।

*

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের জনসাধারণে ভালবাসে, তাই তাদের কোনও প্রকার অন্যায় অবিবেচনার কার্য্য করতে দেখলে, তাদের দোষ ত্রুটী অপরাধে

সাধারণে ক্ষুণ্ণ হয়। প্রত্যেক প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের স্মরণ রাখা উচিত যে তাদের প্রত্যেক কাজটিতে সাধারণের প্রখর দৃষ্টি থাকে। সুতরাং তাঁদের উচিত বেশ সংযত ও সচ্চরিত্র হ'য়ে থাকা। কারণ তাঁদের নৈতিক অধোগতি ঘটলে তারা দর্শকদের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে অতি সত্বরই বঞ্চিত হন।

*

কোনও লোকের স্কন্ধের উপর গুরুতর দায়িত্বভার থাকা সত্বেও আমরা যদি তাকে দায়িত্ব-জ্ঞান-শূন্যের মতো চল্‌তে ও ব্যবহার করতে দেখি, তাহ'লে যেমন তার উপর আমরা সমস্ত বিশ্বাস হারাই, অভিনেতৃদের সম্বন্ধেও ঠিক ওইকথা বলা চলে। তাঁদের অসতর্ক হ'য়ে চলা ও অনবধানতা বিপজ্জনক।

*

মানুষ যার উপর তার শ্রদ্ধা প্রীতি ও সহানুভূতি হারায় তাকে সে ক্রমে ঘৃণা করতে শেখে। অভিনেতৃরাও কেউ কেউ এই কারণে যদি দর্শকদের ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেন, তাহলে যত ভাল অভিনয়ই তাঁরা করুন না কেন, দর্শকদের সহানুভূতি শূন্য মনকে মুগ্ধ করা তখন তাঁদের পক্ষে কঠিন হ'য়ে ওঠে। দর্শকেরা তখন তাঁদের গুণের প্রতি দৃষ্টি হারিয়ে দোষ ত্রুটীর প্রতিই বেশী লক্ষ্য স্থির করে, সজাগ হয়ে অভিনয় দেখেন, এবং ক্রমশঃ বিরক্ত হ'য়ে তাদের অভিনয় দেখতে যাওয়া প্রায় একেবারেই বন্ধ করে দেন!

*

অভিনেতৃদের মধ্যে যদি কেউ মনে করেন যে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জনসাধারণের সম্বন্ধ কি? রঙ্গমঞ্চের বাইরে তাঁরা সর্ব্বপ্রকার স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রতে পারেন, তাতে তাঁদের কোনও ক্ষতি নেই! তাহ'লে তাঁরা অত্যন্ত ভুল করবেন। আপাততঃ সেই ক্ষতি প্রত্যক্ষ করতে না পারলেও অদূর ভবিষ্যতে সেই অন্যায়ের অমোঘ শাস্তি তাদের মস্তকে নেমে আসতে বিলম্ব করে না।

যেদিন থেকে শিল্পী প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার বৃত্তি নিয়ে সাধারণের মনোরঞ্জনার্থ অবতীর্ণ হন, সেদিন থেকেই তিনি, সর্ব্বপ্রকারে জনগণের আলোচনা ও বিচারাধীন হ'য়ে পড়েন।

*

কোনও অভিনেতা কি অভিনেত্রীকে পুলিশ হাঙ্গামায় প'ড়তে বা তাঁদের আদালতে দাঁড়াতে হলে লোক-চক্ষে তাঁরা একটু হেয় হ'য়ে পড়েন। কোনও জনপ্রিয় যশস্বী অভিনেতাকে নিষিদ্ধ স্থানে রাত্রিবাস করতে দেখলে বা প্রকাশ্য স্থানে মত্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেলে সেটা তাঁর সুনামের পক্ষে বিশেষ হানিকর হ'য়ে ওঠে। এই সকল কারণেই সেকালের শিল্পীদের একটা সামাজিক সম্মান ছিল না। ভদ্র সমাজে তাঁরা untouchable না হোন্ অন্তত: undesirable বলেই বিবেচিত হতেন। তাঁদের মধ্যে কেবল মাত্র যাঁরা একটু কৃতবিদ্য ছিলেন, দু'চারখানা নাটক, প্রহসন ও নক্সাদি রচনা করতে পারতেন সাধারণে কেবলমাত্র তাঁদেরই দোষটুকু মার্জ্জনা করে গুণের আদর করতেন।

*

সম্প্রদায়েরই কোনও অভিনেত্রী বা নর্ত্তকীর উপপতি হওয়া এবং মত্ত-অবস্থায় রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় করা অভিনেতাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় অপরাধ। এ অন্যায় আচরণ করতে যদি কোনও অভিনেতা সাহসী হ'ন তাহ'লে তাঁর নট-জীবনের অবসান হতে খুব বেশী বিলম্ব হয় না। আধিভৌতিক মৃত্যুর বহু পূর্ব্বেই তাঁদের Stage-Death অনিবার্য্য! বিশেষ ক'রে যদি আবার একমাত্র সু-অভিনয় করা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোনও গুণ না থাকে তাহলে এ বিপদের আশঙ্কা তাঁদেরই সকলের চেয়ে বেশী।

*

নাট্যশালা কলালক্ষ্মীর পবিত্র মন্দির জ্ঞানে যাঁরা সর্ব্বতোভাবে সেই রঙ্গপীঠের বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলতে পারেন নাট্য-জগতে তাঁদের নাম চিরদিন সম্মানার্হ বলে বিবেচিত হয়। তাঁদের খ্যাতি কখন ম্লান হয় না, তাঁদের সুনাম কখন কলঙ্কিত হয় না, তাদের জনপ্রিয়তা কোনও দিন হ্রাস হয় না, বরং উত্তরোত্তর তাঁরা জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী হন।

*

গনদেবতাকে তুচ্ছ ক'রে যাঁরা যথেচ্ছাচার ও উশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেন তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। এ সকলই মামুলী ও সকলের জানা কথা। এদেশের নাট্যশালার এই সল্প জীবনের মধ্যে একাধিকবার এ সকল কথার সত্যতা সপ্রমান হ'য়ে গেছে। তবু যে আমরা বার-বার এ কথা বলি—বার-বার এগুলো দেশের নবীন শিল্পীদের স্মরণ করিয়ে দিই তার কারণ বাঙ্‌লার নাট্যশালার জীবনের এই অর্দ্ধ শতাব্দী-প্রান্তে আজ যে নবযুগের সূচনা দেখতে পেয়ে আমরা আশান্বিত হ'য়ে উঠেছিলুম, আজ কেবল আশঙ্কা হচ্ছে পাছে সে আশার রেখা রামধনুর ন্যায় ক্ষণকালের জন্য সপ্তবর্ণে দিগন্ত রঞ্জিত ক'রে আবার শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায়! রঙ্গালয়ের নবযুগের ইতিহাস রচনা করতে বসে ঐতিহাসিককে না লজ্জায় নতমুখ হ'য়ে বলতে হয়—"সেকালের তাঁরা দেখছি তবু ছিলেন ভাল; এরা সব আবার তাঁদের ওপর যাচ্ছেন!"

*

মনমোহনে পদার্পণ করে মিত্র থিয়েটার নাট্য-জগতে নিত্য নূতন নাটকের পুনরভিনয়ে যেন বন্যা প্রবাহিত করেছেন! তাঁরা 'সংসার' পাততে না পাততেই 'বর্গী' এসে পড়ল', তারপরেই 'দেবলাদেবী' ও 'পারিসানা!' 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'রাণী দুর্গাবতীও' বিঘোষিত হয়েছে! এছাড়া 'শয়তান' 'সাগরিকাও' মজুদ! এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বেশী আয়োজন আজ পর্য্যন্ত কোনও থিয়েটারের ইতিহাসে নেই। এদিক দিয়ে তাঁর সত্যই একেবারে record break করেছেন! তাঁদের এই অদ্ভুত উৎসাহ ও উদ্যমের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। এরূপ অসম্ভব সম্ভব করতে পারাটা যদিও তাঁদের পক্ষে স্পর্দ্ধা ও গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের সন্দেহ হয় যে এর ফল কি আখেরে ভাল দাঁড়াবে! নিত্য নূতন নাটকের অভিনয় ক'রতে গেলে যে কোনটাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ক'রে তোলা যায় না একথা স্বীকার করতেই হবে, এবং অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হলে যে তার আকর্ষণ স্থায়ী হয় না একথা বলাই বাহুল্য! এর ফলে সম্প্রদায়ের একটা খ্যাতি, প্রতিপত্তিও সুনাম যে কিছুতেই গড়ে উঠতে পারে না এ সত্যও না মেনে উপায় নেই। তাই আমরা মিত্র থিয়েটারের এই বিস্ময়কর উদ্যোগ আয়োজনের প্রশংসা করলেও তাদের এ নীতির অনুমোদন করতে পারলুম না।

*

ষ্টারে "চণ্ডীদাস" বেশ জমে উঠেছে। এই সময় "মিনার্ভায় "তুলসীদাস" যে মিনার্ভার অর্থভাণ্ডার উথলে দেবে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! হরিপদ বাবু 'জয়দেব' লিখে সপ্রমাণ করেছেন যে এদেশের দর্শক ভুলাবার কৌশল তিনি অবগত আছেন, সুতরাং এটা বেশ অনায়াসেই আশা করা যেতে পারে যে তাঁর লেখা এই ভক্তি-রসাত্মক, সঙ্গীত মাধুরীময়, সাধু ও কবি তুলসীদাসের জীবনী সম্বন্ধীয় নাটকখানি সাধারণের মনরঞ্জণে সম্পূর্ণ সক্ষম হবে। বিশেষ করে সুগায়িকা শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ও সুবাসিনীর সুকণ্ঠে হিন্দুস্থানী মাড়োয়ারীদের প্রিয়তম কবি তুলসীদাসের দোঁহা শুনতে বড়বাজার উজাড় হ'য়ে আসবে।

*

রসরাজ অমৃতলাল বসুর "যাজ্ঞসেনী" যে কী মূর্ত্তিতে দেখা দেবে আমরা তার কিছুই অনুমান করতে পারছিনি। শোনা যাচ্ছে দ্রৌপদীর কন্যাকাল থেকে বস্ত্রহরণ পর্য্যন্ত এতে আছে। একমাত্র "হরিশচন্দ্র" ছাড়া অমৃতলাল আর কোনও পৌরাণিক নাটক কখন লিখেছেন কিনা আমাদের জানা নেই।

তাঁর 'হরিশ্চন্দ্র' সে যুগে দর্শকদের পরিতৃপ্ত করতে পেরেছিল সুতরাং আশা করা যায় যে তাঁর "যাজ্ঞসেনী" "ভারতভামিনী" "মুক্তবেণী" হয়ত এ যুগের নাট্যামোদী-দেরও খুসী করতে পারবে। দেখা যাক্ কতদূর কী হয়! মিনার্ভারও বহুকাল পরে এই প্রথম পৌরাণিক নাটকের অভিযান। 'যাজ্ঞসেনী'র অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য তাঁরা চেষ্টার ত্রুটী করবেন না নিশ্চয়! কিন্তু আমাদের একটী প্রধান ভয় আছে এই যে "যাজ্ঞসেনী"র অভিনয় মিনার্ভার অভিনেতৃ-সঙ্ঘের ঘোরতর অভিনয়ের চোটে শেষে পেশাদার রাম যাত্রায় না পরিণত হয়।

•

নাট্যমন্দির বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "ষোড়শী" সাধারণে বিতরণ করবেন বলে ঘোষণাপত্র জারি করেছেন। আমরা শুনলুম পূঁজার 'ভারতী'তে যে 'ষোড়শী' দেখা দিয়েছেন নাট্যমন্দিরের 'ষোড়শী' তিনি নন। ভারতীর "ষোড়শী" শরৎচন্দ্রের হ'লেও নাটকাকারে তিনি তাকে সাজাননি কিন্তু নাট্যমন্দিরে অভিনেয় "ষোড়শীকে" নাকি শরৎচন্দ্র স্বয়ং বহুপরিশ্রমে নূতনভাবে নাটকের আকারে রূপান্তরিত করেছেন। বাংলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীর রচনা বাঙলাদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীরদ্বারা অভিনীত হবে— দেখবার প্রলোভন দুর্ব্বার হয়ে উঠছে! বিশেষ করে এটা আবার নাট্যমন্দিরের এই সর্ব্বপ্রথম সামাজিক নাটকাভিনয়, কাজেই আকর্ষণটা দ্বিগুণ হ'য়ে উঠেছে!

—

চিত্র-জগৎ

'আইনে আটক' (Held by the Law) নামক ছবিতে আমেরিকার প্রসিদ্ধ জেলখানা সিং সিংএর হুবহু অনুকরণ করা হোয়েছে। শ্রীমতী মার্গারিত দেলা মত এবং শ্রীযুক্ত রালফ্ লুইস্ ডানি ওয়াকার এবং রবার্ট ওবার সকলেই এতে অভিনয় কোরেছেন।

•

শ্রীমতী মে বুশ হলিউডের বাহিরে অনেকটা জমি নিয়ে তাতে শাক সব্জীর চাষ কোরছেন। হাঁস মুরগী প্রভৃতি নানা রকম ভোজনযোগ্য পাখীও তাঁর দ্বারা পালিত হোচ্ছে।

•

'চার্ণ ষ্টন' নামে যে নোতুন নাচ আমেরিকার চলচ্ছবি অভিনেত্রীদের খুব প্রিয়—সুন্দরী নটী শ্রীমতী বি পামার নাকি সেই নাচে বিশেষরূপে নিপুনা।

•

চাঁদপানা মুখ আর গড়ন পেটন যে কোনো মেয়ের আছে, সেই ভাবে যদি সে কোনো রকমে প্রবেশ লাভ করতে: পারে তো চলচ্চিত্র অভিনয়ে খুবই নাম কোরবে। সে ভাবে হলিউডে যে ২৫০০০ অভিনেতা অভিনেত্রী আছে তারা সকলেই কেমন সহজে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এই রকম মনস্তত্ব নিয়ে ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় কত বালিকা যুবতী কিশোরী প্রতিদিনই ঘরবাড়ী ছেড়ে চলচ্চিত্র সঙ্ঘগুলির দ্বারদেশে হাজির হয়। তারা জানে না ঐ পঁচিশ হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র জন

কয়েককেরই ভালো চলে, অধিকাংশেরই গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় হয় না, তারা কষ্টে থাকে, ঋণগ্রস্ত হয়।

•

বিখ্যাত বিলাতী চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত এ্যাম্‌ব্রোজ ম্যাকেভয় (Ambrose Mcevoy) বিগত ৪ঠা জানুয়ারী লোকান্তরিত হোয়েছেন। মনোজ্ঞা নারীদের চিত্রকররূপে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ কোরেছিলেন। বিগত যুদ্ধের সময় রণাঙ্গন ও রণ সম্বন্ধীয় দৃশ্যাবলী আঁকবার জন্যে যে চারজন চিত্রশিল্পী সরকার কর্তৃক নির্ব্বাচিত হোয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

•

'আমুদে বিধবা' (The merry widow) 'মুখঢাকা ক'নে (Themasked bride) মোহিনী (The Temptress) প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় কোরে শ্রীযুক্ত রয় ডি'আর্সী (Roy D'Arcy) চিত্রনাট্য দর্শকদের কাছে যশোলাভ কোরেছেন। প্রথমে যখন তিনি এই রকম অভিনয়ের আখড়া দেন, তখন একজন প্রযোজক তাঁকে বলেছিলেন "তুমি কোনোদিনই অভিনেতা হোতে পারবে না।

•

প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত টম্ মিকস একদিন তার বন্ধুদের বলেন, "ক্ষুর সঙ্গে কোরে ঘুমোয় এমন কেউ আছে কি ?" সকলে বোললে "ক্ষুর নিয়ে আবার কে ঘুমোয় ?„ প্রশ্ন কর্ত্তা উত্তর দিলেন, "আমার ঘোড়া"।

চ

চিত্রাভিনেত্রী (স্বামীকে)—আমাকে বিয়ে করবার সময় তুমি বোলেছিলে যে আমার ক্ষুদ্রতম ইচ্ছাকেও তুমি আদেশ বোলে মানবে। স্বামী—সে কথা ঠিক্, কিন্তু তোমার ইচ্ছা অসংখ্য, তার মধ্যে কোনটা ক্ষুদ্রতম তা ঠাওরাতে পারি না

শ্রীমতি মেরিয়ন ডেভিস্ সব প্রথম যে চিত্র নাট্যে অভিনয় করেন তার নাম হোলো 'পলাতক রোমানি'। (Runaway Romany) এই নাট্যটী তাঁর নিজেরি লেখা।

•

অপরেশ চন্দ্রের 'সুদামা' নাটক চলচ্ছবিতে রূপান্তরিত হয়ে "কৃষ্ণসখা" নামে রসায় পূর্ণ থিয়েটারে প্রদর্শিত হচ্ছিল। "Soul of a Slave" চিত্র নাট্যের যিনি প্রধান নায়ক ছিলেন সেই রূপদক্ষ লোকখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর প্রয়োগ নৈপুণ্য ও তত্ত্বাবধানে "কৃষ্ণসখার" উৎপত্তি, সুতরাং একথা বলাই বাহুল্য যে অভিনয় ও কলা-কৌশলের দিক দিয়ে 'কৃষ্ণ-সখা' ছবিখানি অনেক দেশী ছবিকে টেক্কা দিয়েছে! চিত্র সৌন্দর্য্যে 'আরোরা সিনেমা কোম্পানীর' সুনাম আছে। তাঁদের গৃহীত এই "কৃষ্ণ-সখা" ছবিখানি আলোকচিত্র মাধুর্য্যে মনোহর হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও ঠিক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে বলা যায় না। দেশী ছবির কোনওখানিই এপর্য্যন্ত এই ছায়াচিত্র বিজ্ঞানের কষ্টি পাথরে নিখুঁৎ হয়ে উঠতে পারেনি।

•

"কৃষ্ণ খা" চিত্র-প্রিয় দর্শকের চিত্ত মুগ্ধ করেছে। পূর্ণ থিয়েটার পূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রতিদিন অসংখ্য দর্শকের ভিড়ে। সম্প্রতি এই ছবিখানি এ অঞ্চলের দর্শকদের সুবিধার জন্য এক সপ্তাহ ষ্টার থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস "কৃষ্ণ সখা" ছবিখানি 'জয়দেবে'র মতই জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, যদি কর্ত্তৃপক্ষেরা কোথাও এ ছবিখানিকে দিনকতক নিয়মিত দেখাতে পারেন। কারণ 'কৃষ্ণ-সখা' চিত্রখানির একটা প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে এর অভিনয় গৌরব ; ষ্টার থিয়েটারের কয়েক জন শিল্পির সাহায্যে ও অহীন্দ্র বাবুর শিক্ষায় 'কৃষ্ণ-সখা' অভিনয় গৌরবে অন্যান্য সমস্ত দেশী চিত্রের তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে।

—

দেশী ছবি

(দিল্‌দার)

এ দেশে দেশী ছবি তোলার প্রচলন হয়েছে বেশী দিনের কথা নয়। পুরোনো যে সব ফিল্‌ম্ কোম্পানী ছিল, তাদের খবর আর কিছু পাওয়া যায় না। মাঝখানে 'ফটো প্লে-সিণ্ডিকেট অফ ইণ্ডিয়া' নামে একটী কোম্পানী "সোল অফ এ স্লেভ" (Soul of a Slave) নামে একখানি ছবি বাজারে ছাড়েন। ছবি খানিতে অনেক দোষ ত্রুটী থাকা সত্বেও মনে হয়েছিল এ কোম্পানীটার উদ্যোক্তা যাঁরা তাদের মধ্যে কিছু শাঁস-জল আছে। ছবির ফটোগ্রাফি, Production প্রভৃতির দিকে তাঁদের বেশ নজর ছিল বলেই ধারণা হয়। ঐ ছবি খানিতে যারা অভিনয় করেন তাঁদের মধ্যে একজন আজকালকার যুগের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। শ্রীযুক্ত অহিন্দ্র চৌধুরীর বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যমেই এ কোম্পানী ও ছবিখানির সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই প্রাণপাত করেই খেটেছিলেন। তার মধ্যে স্বর্গগত গোকুল চন্দ্র নাগ একজন। তিনি চিত্র শিল্পী ছিলেন—এই ছবিখানির জন্য সাজ, পোষাক, সিন্ সেটিং তারই পরিকল্পনা ও নিজ হাতে গড়া জিনিষ। এ দিক দিয়ে অহীন্দ্র বাবু একজন অক্লান্ত কর্ম্মী সহচর পেয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ও তখন এই ছবির জন্য বিশেষ যত্ন নেন্। ছবিখানি বাজারে বেশ নাম করে—এমন কি বিদেশ থেকে পর্য্যন্ত (যথা ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, বিলাত ও আমেরিকা) ছবির কপির জন্য প্রস্তাব আসে। দু এক জায়গায় বোধ হয় ছবিখানি বিক্রিও হয়েছিল।

এই ছবিখানি যাঁরা Produce করেন, তখন তাঁদের মধ্যে কারুর নামই বাংলা বা বাংলার বাইরে বিখ্যাত হয় নি। অথচ ছবির গুণেই তাঁদের অনেকের নাম হয়। এ ছবি তোলার পূর্ব্বে এবং সঙ্গে আরও অনেক দেশী কোম্পানীর ছবি তোলা হয়। তাতে অনেক নামজাদা অভিনেতাও অভিনয় ও প্রয়োগ কার্য্যে যোগ দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁদের তোলা একখানি ছবিও এই Soul of a Slave ছবিখানার মত সম্ভাষণ পায় নি। Soul of a Slave

ছবি খানার এত নাম হবার প্রধান কারণ বোধ হয়, এর সাজ সজ্জা, ইমারত, অভিনয় ও প্রয়োগ শিল্পের দিকে কোম্পানীর সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য ছিল বলে।

ছবির অভিনয়, গল্পভাগ ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য জিনিষ যদি ভাল হয়—তাহ'লে দেশের লোক সে ছবিকে উপযুক্ত সম্ভাষণ দেয় এ কথাটা বিশ্বাসযোগ্য।

এ দেশে দেশী ছবির প্রচলন এখনও খুব বেশী হয়নি। তার কারণ ছবি তোলা কোম্পানী বেশী নাই। আর যে সব কোম্পানী এখনও ছবিতোলার কাজে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের মনের ধারণা যে যাঁরা stageএ বা অন্য কোনও কারণে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন নি তাঁদের দ্বারা ফিল্‌ম্ তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু তা যে সম্ভব তা Soul of a Slave ছবি খানাতে প্রমান হয়ে গেছে। সে দিনে অহীন্দ্র বাবুর, প্রফুল্ল বাবুর, গোকুল বাবুর বা হেম মুখার্জ্জীর কিছুই নাম ছিল না। অথচ এই কয়জন অখ্যাত শিল্পীর আগ্রহ, অধ্যবসায় ও গবেষণার ফলেই ছবিখানি ভাল হয়েছিল।

কাজেই কেবল মাত্র নামজাদা থিয়েটারের অভিনেতাকে দিয়েই ফিল্‌ম্ এ্যাক্‌টিং না করালেই যে film production ভাল হতে পারে না এ কথা সত্য নয়।

Producerদের উচিত খোঁজ করে বের করা এ্যামেচারদের মধ্যে কে কোথায় এ বিষয়ে উপযুক্ত হতে পারে। তাদের শিক্ষা দিয়ে, সুযোগ দিয়ে ফিল্‌ম্ প্রডিউস্ করা। তাতে কয়টি সুবিধা হয়। দেশে যে সব উচ্চশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সন্তান চাকরী না পেয়ে অন্নাভাবে কষ্ট পাচ্ছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ জীবিকা উপার্জ্জনের একটা নূতন পথ পান। কোম্পানীর পক্ষে এ সব অভিনেতাকে নিলে তাদের মাইনেও অপেক্ষাকৃত অল্পই দিতে হয়। অন্ততঃ প্রথম অবস্থায়। অপর দিকে, যাদের খ্যাতি যশ হয় নি, তাদের অন্ততঃ নিজেদের সুযশ অর্জ্জনের জন্য যাতে তাদের অভিনয় চিত্তাকর্ষক ও চরিত্রানুযায়ী উপযুক্ত হয় তা' সাধন করবার জন্য একটা ভয় ও চেষ্টা থাকে। তাতে দর্শকের পক্ষেও সেই 'থোড় বড়ি খাড়া' অভিনয় না দেখে অন্য ধরণের বহু ভাবের ও নব বিকশিত চিন্তার ফল নূতন ধরণের অভিনয় দেখ্‌বার সুযোগ হয়।

আমাদের দেশে থিয়েটারে যারা অভিনয় ক'রে নাম করেছেন, তারা নিজে বিশ্বাস করলেও, এটা সত্য, যে সকলে বিশ্বাস করেন না, যে তাঁরাই অভিনয় শিল্পের পরাকাষ্ঠা। তাঁদের নিয়ে film productionএ producerদেরও বেগ্ পেতে হয় কম না। তাঁরা যা বল্‌বেন, যা চাইবেন, producerদের সেই জন্য তাঁবেদারী করতে হয়। জেনে শুনে অনেক সময় তাঁদের অজ্ঞতা-জনিত অনেক ত্রুটি বা অবহেলাকে প্রশ্রয় দিতে হয়। এমন কি তাঁদের অভ্যাস ও থিয়েটারী বিদ্যার কৈফিয়তে অনেক হাস্যাস্পদ জিনিষও সহ্য করতে হয়। তার ওপর তাঁদের তোয়াজ করতে করতে producerদের দিন কেটে যায়। film acting যে সম্পূর্ণ ভিন্ন সে কথা হয়ত কোনও কোনও নামজাদা actorরা জানেনও না বা এ বিষয় ভেবেও দেখেন না।

Stage actingএ দর্শকদের চোখের দৃষ্টিমাত্র যতটুকু পারে গ্রহণ করে। কিন্তু film actingএ Cameraর Lensএর চোখ অতিশয় সূক্ষ্ম জিনিষকেও ধরে ফেলে। সেই ছবিই দর্শকের চোখের সাম্‌নে magnified হয়ে দেখা দেয়। তাতে অত্যন্ত সামান্য অভিনয়ের ত্রুটি বা অবাস্তবতাও ধরা প'ড়ে দর্শককে পীড়া দেয়।

আমাদের দেশে যদি সে রকম কেউ producer থাকেন বা যাঁর producing কাজে যথেষ্ট সময় ও চিন্তা দেওয়া সম্ভব তাহলে তাঁরই producer হওয়া সাজে। নয় ত কেবলমাত্র ফাঁকিবাজী করে film produce করলে যে এই হতভাগ্য দেশের লোকও সে ছবির আদর করে না, তা বিলাতী ছবির প্রদর্শনীতে ভীড় দেখেই বোঝা যায়।

দেশী ছবিতে যা দু'এক থানায় ভীড় হতে দেখা যায় তার ভেতরে অন্য কারণও অনেক থাকে। অনেক সময় প্রধান কারণ দেখা যায় দেশী ভাবরসাত্মক বা ধর্ম্মমূলক আখ্যানভাগের আকর্ষণেই লোকের ভীড় বেশী জমে।

Producer দের উচিত সমস্ত খাতিরের ব্যাপার উপেক্ষা করে দেশের তরুণ বা প্রবীণ জনসাধারণের মধ্য থেকে বাছাই ও যাচাই করে নূতন film actor তৈরী করা। তাদের মনের ভয় ও চেষ্টার গুণে ছবিগুলি সবদিক থেকে ভাল হবারই সম্ভাবনা।

এ কারণে প্রত্যেক কোম্পানীর নূতন নূতন চিত্রশিল্পী, সজ্জা শিল্পী, রাগশিল্পী প্রভৃতিরও সন্ধান ও নিয়োগ করাও আবশ্যক।

হেনরি আরভিং

জীবন কথা

অভিনেতার পক্ষে প্রতিভাই যে একমাত্র প্রয়োজনীয় নয়, একথা হেন্‌রী আর্ভিংয়ের সুদীর্ঘ নট-জীবন আলোচনা করে দেখলেই বেশ সহজ হয়ে আসে। কথাটী আমার নিজের 'মৌলিক গবেষণার' ফল নয়, আরভিংয়ের অনেক সমালোচককে ঐ কথা বলতে শোনা যায়। অনেকের ধারণা—অভিনেতা হিসেবে খ্যাতি লাভ করার বেশ একটা ধরাবাঁধা রাস্তা আছে—সেইটা দিয়ে এগিয়ে গেলেই সুঅভিনেতা বলে নাম কেনা যায়, কিন্তু আর্ভিংয়ের জীবনে দেখি তাঁর 'আরভিং' হওয়া বিশেষ সহজ হয় নি। বৎসরের পর বৎসর হেন্‌রী অভিনয় করে গেছেন, ক্রমশঃ তাঁর অভিনয়-শক্তি উন্নত হয়েচে, চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা দেখা দিয়েচে—তারপর তিনি 'আরভিং' হয়েচেন। সুতরাং ষ্টেজের অভিজ্ঞতা যে অভিনেতার পক্ষে কম প্রয়োজনীয় নয় তা বেশ বোঝা যায়।

হেন্‌রির বাপ ছিলেন Somerset-shireএর লোক। আর তাঁর মা ছিলেন প্রাচীন Cornish বংশের মেয়ে। যাঁরা আরভিংকে ভালভাবে জানতেন তাঁরা বলেচেন—আরভিংয়ের ওপর তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁর শৈশবের শিক্ষা তাঁর বাড়ীর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছিল আর রসসাহিত্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ও তাঁর ঘটেছিল তাঁরই এক খুড়ীর লাইব্রেরীতে। আর্ভিংয়ের সেই খুড়ীটী Cornwallএর ছোট্ট সহর Helstonএ থাকতেন। এগার বছর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে বাড়ীর আওতাতে থাকতে হয়েছিল—তার পর তাকে Georgeyard, Lombard Streetএর Dr. Pinch's Academyতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

তেরো বছর বয়সে আরভিংকে দেখি—পুস্তকবিক্রেতা William Thacker & Coর কর্ম্মচারী হিসেবে। Thacker কোম্পানী হেন্‌রীর কার্য্যদক্ষতায় খুশী হয়ে তাঁকে বোম্বাইয়ের ব্রাঞ্চ আপিসের ভার দিয়ে পাঠাতে চাইলেন। তখন তাঁর বয়স সতেরো। কিন্তু হেনরীর মনে তখন অভিনেতা হ'বার বাসনা আকার পেয়ে উঠেছে! আরভিং কেরাণীগিরিতে ইস্তফা দিলেন। এর দু'বছর পরে হেন্‌রীকে আমরা অভিনেতারূপে পাই। নগণ্য অভিনেতা হয়ে থিয়েটারে ঢুকে দিন যে হপ্তায় দশ শিলিংয়ে বিশেষ সুখে কাটবে না—হেন্‌রী যে তা বোঝেননি এমন নয়। তাঁর আশা ছিল অনেক, ইচ্ছা ছিল আরভিং হ'বার—তাই আর্থিক অনটনের দিকে তিনি দৃষ্টি দিলেন না।

Sunderlandএর 'থিয়েটার রয়েলে' একটী ছোট্ট অংশ নিয়ে সবপ্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে তিনি আত্মপ্রকাশ করেলেন। হেন্‌রী সেখানে বেশীদিন টিকতে পারলেন না। Edinburghএ গিয়ে তিনি সেখানকার চেয়ে বেশী সুযোগ পেতে থাকেন। আড়াই বৎসর সেখানে কাটল, নামও একটু আধটু যে হ'ল না তা নয়। হেন্‌রী স্থির করলেন এর চেয়ে প্রশস্ত ক্ষেত্র খুঁজে নেবার সময় এসেচে। অতএব এ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করা চাই। মনে এই সংকল্প নিয়ে তিনি গ্লাশগো ছুটলেন এবং সেখানে Edwin Boothএর নূতন এক কোম্পানীতে যোগ দিলেন।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সুযোগ তিনি পেলেন—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ম্যানচেষ্টারে, গ্লাশগোয় নয়। ম্যাঞ্চেষ্টারে এসে আরভিং সবপ্রথম Miss Kale Terryর সঙ্গে Bonciault'এর 'Hunted Down' নাটকে নামলেন।......ম্যানচেষ্টার থেকে তাঁকে লণ্ডনে চলে আসতে হ'ল—কেবলমাত্র উন্নতি করবার ইচ্ছায়। কিন্তু তখনই তাঁর শক্তির আদর লণ্ডনবাসীরা করলে না। কিছুকাল কাটল। হেন্‌রী St james থিয়েটারে "Bells Stratagem" নাটকে ডোরীকোর্ট সেজে নামলেন। লোকের নজর একটু পড়ল 'ডোরীকোর্টের' ওপর। তারপর হেনরী অনেক চরিত্রেই অভিনয় করলেন, খ্যাতি বিশেষ বাড়ল না। শেষে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে Vaudevilleএ 'The two roses' বলে একখানা নাটকে তিনি Digby Grandএর অংশ অভিনয় করলেন। 'দুটী গোলাপের' প্রথম রাত্রির দর্শক যারা ছিল তার দেখলে 'ডোরীকোর্টের' অভিনেতা অল্পশক্তির অধিকারী ন'ন। লণ্ডন তাঁর দিকে বিস্ময়ে প্রথম চেয়ে দেখল। কিন্তু Digby Grandই যে আরভিংয়ের শক্তির চরম বিকাশ নয় এটা বোঝা গেল যখন তিনি Lyceum থিয়েটারে 'The Bells' নাটকে Mathias সৃষ্টি করলেন। Digby Grand যাঁকে লণ্ডনে পরিচিত করেছিল Mathias তাঁকে অমর-অভিনেতার যশ-গৌরবে সাজিয়ে দিল। Lyceum পরিচালনা করতেন তখন Baleman আরভিং সেখানে যোগ দেবার অল্পকালের মধ্যে Baleman মারা যান। কিছুকাল Lyceum চালালেন তাঁরই বিধবা। তার পরই Lyceum পরিচালনার ভার এসে পড়ল তখনকার বিখ্যাত অভিনেতা আরভিংয়ের ওপর। আরভিং শুধু অভিনেতা হয়েই রইলেন না অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সুদক্ষ অধ্যক্ষ বলেও খ্যাতিলাভ করলেন। Lyceum কেন, ওদেশে আর কোন থিয়েটারই কোন সময় তেমন সুপরিচালিত হয়নি—বিশেষজ্ঞদের তাই বিশ্বাস। তাঁরা বলেন, 'No manager before him ever won for a London Theatre Patronage so rich and constant" আরভিং থাকতে যে রাত্রে অভিনয় হয়েছে সেরাত্রে সমস্ত আসনগুলি দর্শকে ভরে গেছে। Mathias এর পর আরভিং যতগুলি চরিত্রের অভিনয় করেছেন তারমধ্যে Richelieu Shylock, Louis xi, Benedick...প্রভৃতির কথা লোকের মুখে শোনা যায়।

আরভিং উন্নতি করেছিলেন একটি গুণে। কোন কাজের শেষ পর্য্যন্ত না ভেবে তিনি তাতে হাত দিতেন না। ষ্টেজ ম্যানেজার হিসাবে এবং অভিনেতা হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন তিনি ঐ গুণেই। ধৈর্য্য ছিল তার অসীম, নইলে Sunderland এ প্রথম যখন তিনি অভিনেতারূপে ঢুকেছিলেন তখন তার মধ্যে কেউ আরভিংকে আশা করেননি। আরভিংয়ের অধ্যক্ষতার যতগুলি নাটকের পুনরভিনয় হয়েছে সবগুলিই তার অদ্ভুত সাফল্যে মণ্ডিত হয়েচে।

আরভিং তার প্রকৃতিগুণে সহকর্মীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন, কেউ কখনো তার বিরুদ্ধে কথাবলার কল্পনাও করতে পারত না। তার সহঅভিনেতারা কামনা করতেন—আরভিং বড় হ'ন, আরভিং খ্যাতিলাভ করুন। তাদের মঙ্গল-ইচ্ছায় আরভিংয়ের জয়যাত্রার পথ তৈরী হয়েছিল।

আরভিং তিনবার তাঁর Lyceum কোম্পানী সঙ্গে নিয়ে America ভ্রমণ করতে যান। প্রত্যেক সহরে তিনি অভাবিত সহানুভূতি এবং সাহায্য পেয়েছিলেন। প্রথমবার আমেরিকায় গিয়ে আরভিং পঞ্চাশহাজার পাউণ্ড নিয়ে এসেছিলেন।

তারপর আরভিং ছিলেন একজন ভাল বক্তা। অভিনেতা হলেই বক্তা হওয়া যায় না। এবং একটি কিছু বলতে পারলেই ভাল বক্তা বলে খ্যাতিলাভ করা যায় না। তার বক্তৃতার মধ্যে থাকত অনেক ভাববার এবং বোঝবার সামগ্রী।

আরভিংয়ের বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে বেড়ে চলেছিল তার পাঠস্পৃহা। অবসর সময়টুকু তিনি তাতেই নিয়োগ করতেন। সেক্সপীয়ারের নাটকগুলির পুনরাভিনয় করে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন প্রযোজক বলে খ্যাত হয়েছিলেন। সে দেশের লোকের বিশ্বাস—Lyceumএর নাম নাট্যজগৎ থেকে মুছে যাবার আগে আরভিংয়ের নাম কেউ ভুলবেনা। Lyceumএর নাম মুছেগেলেও কি ভুলবে?

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

ডাকঘর

প্রিয় সম্পাদক মহাশয়—

আপনাদের সমালোচনা পড়ে আমি নাট্য-মন্দিরে "নর নারায়ণ" দেখতে গেছলুম। নর-নারায়ণের অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে এই বইখানি খুব ভাল হয়েছে। আর এই রকম কবিত্বপূর্ণ ভাষার বই একমাত্র শিশির বাবুর ন্যায় শক্তিমানের তত্বাবধানেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভবে।

কর্ণের ভূমিকায় শিশির বাবু যে অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা' বলবার নয়। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন, হাবভাবের পরিবর্ত্তন, বীরোচিত অঙ্গভঙ্গী সত্য সত্যই মহাভারতোক্ত কর্ণের যে একটা কল্পনা, যেন ঠিক তারই প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল চোখের সম্মুখে। দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষভাগে—"সূত পুত্র"—"সূত পুত্র,"…"লহ দেব প্রণাম—আমার"। কথাগুলি এখনও কানের কাছে ঝঙ্কার দিচ্ছে। এখান থেকেই অভিনয় জমতে সুরু হয়।

শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বিশ্বনাথ বাবু বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার সেই ধীর, শান্ত, সৌম্য, অচপলমূর্ত্তি,—বাস্তবিকই যেন রঙ্গমঞ্চে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মরণ করিয়ে দেন। সম্পূর্ণভাবে চরিত্রের বিশেষত্ব বজায় রেখে অভিনয়—তার ললাটে সুঅভিনেতার তিলক, এঁকে দিয়েছে। যতবার তিনি রঙ্গমঞ্চে দেখা দিয়েছেন—মুগ্ধ হয়েছি—তাঁর সেই সৌম্য মূর্ত্তিখানি দেখে তার মধুর কথায়, তার সুন্দর হাবভাবে। আর কোনও বইয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা এমন ভাবে হৃদয়ে গভীর ব্যথার, ও সহানুভূতির ছাপ দেয়নি কখনও। ভীম, অর্জ্জুন, শকুনি প্রভৃতিও বেশ উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছিলেন। তবে অর্জ্জুনের ভূমিকায় মনোরঞ্জন বাবুকে ঠিক মানায়নি। যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধনের বোধ হয় শীঘ্রই পরিবর্ত্তন দেখতে পাব। আশা করি সেজন্য তাঁদের মত মহান ব্যক্তিরা মনক্ষুণ্ণ হবেন না। সহদেবের ভূমিকায় শৈলেন বাবুর নিকট আরও কিছু আশা করি। অংশটি ছোট হ'লেও মাধুর্য্য আছে যথেষ্ট। কর্ণের শয়ন কক্ষের প্রাচীর গাত্রে সূর্য্যপটের উপর যাঁর মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয়েছিল, তার সেই গাম্ভীর্য্য পূর্ণ দৈববাণীর কথা গুলি বড়ই মনোরম হয়েছিল। ঐ অংশ অভিনয় করেছিলেন তরুণ অভিনেতা জয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। এই তরুণ বয়সে, এ রকম স্বরের মালিক হওয়া যে বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচয়—সন্দেহ নাই।

বৃষকেতুর ভূমিকায় তরুণ গায়ক ধীরেন্দ্র দাস সঙ্গীতে সুরের খেলা দেখিয়ে আমাদের মোহিত করেছেন। শ্রীমতী চারুশীলা দ্রৌপদীর ভূমিকায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। তার সেই ব্যথাভরা, অভিমান ভরা, তেজপূর্ণ কথাগুলি এই ভূমিকায় তাঁকে অভিনেত্রীর আদর্শ ক'রে তুলেছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী ও তার অংশের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ বজায় রেখে অভিনয় করেছেন। পতিব্রতা প্রেমময়ী পদ্মার চরিত্র তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ছোট ছোট অংশগুলিও সুন্দর হয়েছে তার মধ্যে সঞ্জয়ের ভূমিকায় মিহির বাবুর অভিনয় প্রশংসার যোগ্য। দৃশ্যপট, সাজ সজ্জা সবই সব দিকে সমান সুন্দর। আমিও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "সীতার" ন্যায় এই বইখানিও আমাদের বহুদিন ধরে চির নূতন আনন্দ দিক।

ভবানীপুর }
কলিকাতা। }

ইতি—
এম, ?, আর।

নমো নটনাথায়ঃ

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১লা মাঘ, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার বেলা ২ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

ভারত-পুরাণের মর্ম্মমথিত অপূর্ব্ব নাট্যলীলা

নর-নারায়ণ

(মহাসমারোহে চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অভিনয় রজনী)

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

কর্ণ—শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাট্যমন্দির লিমিটেড

পুরুলিয়ায় অভিনয়ার্থ আহূত হওয়ায় আগামী বুধবার ও বৃহস্পতিবার, ৫ই ও ৬ই মাঘ কলিকাতায় অভিনয় বন্ধ থাকিবে।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২২৫ কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৭ই মাঘ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

আমাদের নাট্যশালায় প্রেমের অভিনয় ভালো হয় না। যা হয়, তা, হয় বৈচিত্র্য হীন, নয় অসঙ্গত। আমরা ভগবৎ-প্রেম, দেশ-প্রেম ইত্যাদির কথা বল্‌ছি না, আমরা ব'লছি মানবমানবীর হৃদয়ের প্রেমের কথা।

*

প্রেম-নিবেদন বা প্রেম প্রকাশ বিশ্বের প্রথম, শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মতম ব্যাপার। ইহা ব্যক্তির জীবনের মূল—মানবের সুখ দুঃখের ভিত্তি।

*

মানব-জীবন লাভ ক'রে একে অগ্রাহ্য বা অবহেলা করা চলে না। সংসারের জটিলতার মধ্যে সর্ব্বোত্তম স্থান প্রেমের। যে মানবী বা যে মানব প্রেম চায়না বলে, সে একান্তই অনুকম্পার পাত্রী বা পাত্র; কারণ মানুষের মনোবৃত্তির প্রকৃষ্টতম ভাব থেকে সে বঞ্চিত হয়।

*

প্রেমহীন জীবন যেন রবিকর বঞ্চিত ফুল, কুণ্ঠিত, সৌন্দর্য্য-চ্যুত। শুধু মাত্র প্রেমের অভাবে মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ, অসিদ্ধ, উৎসাহহীন হয়—মানুষের প্রাণের কোরক বিকাশের অবসর পায় না, তার বুকের মণির দীপ্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

*

কখনো ভাল না বাসার চেয়ে ভালো বেসে প্রেমাস্পদকে হারানোও ভালো ব'লে যে কথাটা চ'লে আসছে, তার চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই। কারণ প্রেমের আঘাত যতই কঠিন হোক্ না কেন, তার অভিজ্ঞতা জীবনকে উন্নত ক'রেই রেখে যায়। প্রেমের ব্যর্থতার ব্যথা যতই তীক্ষ্ণ হোক্ না কেন—তার স্মৃতিটুকু জীবনকে মধুময় কোরেই তোলে।

*

জনকতক দুর্ভাগা মানবী মানব এর বিরুদ্ধে যাই বলুক্ না কেন, প্রেমের অভাবে পৃথিবীর সমস্ত গতিই নিশ্চল হ'য়ে যেত, এই পাগল-করা অথচ শান্তি-ভরা হৃদয়-বৃত্তি না থাক্‌লে আমরা যে জগতে বিচরণ ক'রতুম তা হোতো একেবারে পাষাণ, জড়, অসাড়।

*

এই জন্যেই যে কোনো নাটকে প্রেমের ব্যাপার থাকা চাই অনেকখানি। যে মানুষ সত্যিই মানুষ, সে তা চায়। আর যে তা চায় না, তার মনোবৃত্তির অপমৃত্যু ঘটেছে বলতে হবে, সে অভিনয় দেখতে যাবেই বা কেন?

*

জীবনে যার কৌতূহল আছে, তারই প্রেমে আগ্রহ আছে। সেই নাটকই তাই জন্যে শ্রেষ্ঠ যাতে প্রেমের ব্যাপার নিপুণভাবে সন্নিবেশিত, যার কারবার নরনারীর হৃদয়ের সম্বন্ধ নিয়ে।

*

কিন্তু আমাদের নাট্যশালাগুলিতে প্রেমের অভিনয় দেখলে একেবারে ব'সে প'ড়তে হয়। এ কথা হাজার বার ঠিক্ যে, যে লোক কোনোও দিন প্রেম-বিনিময়ের সুখ দুঃখ, ব্যাকুলতা বেদনা, অভিমান, অনুশোচনা—উপলব্ধি করেনি তার পক্ষে প্রেমাভিনয় করা শক্ত ব্যাপার।

*

কিন্তু এ কথা মন মান্‌তেই চায় না একেবারে, যে, এত অভিনেতা অভিনেত্রীর মধ্যে যথার্থ প্রেমে পড়েন নি কেনোদিন কেউ। সুতরাং কচিৎ প্রেমের অভিনয় যে আমাদের রঙ্গমঞ্চে ঠিক হয়, খুবই বিস্ময়ের ঘটনা সন্দেহ নেই।

*

সব রঙ্গপীঠেই তাবৎ অভিনেতা অভিনেত্রী যেন একই ভাবে প্রেমের অভিনয় করেন—একই ছাঁচে যেন সকলেই ঢালা। বিভিন্নতা নেই বল্‌লেই চলে, প্রকাশের বৈচিত্র্য নেই, ভঙ্গীর বহুধা ব্যঞ্জনা বিরল।

*

সব প্রেমিকই কিছু একভাবে প্রেম প্রকাশ করে না। সংসারাভিজ্ঞ প্রেমিক স্থির, ধীর, সাবধানী অথচ দৃঢ়ব্রত। সে তার প্রেমাস্পদকে খুবই ভালোবাসে, কিন্তু তার মস্তিষ্কের অনুশাসনকে মেনেই চলে।

*

উচ্ছ্বসিত আকুল ভাবপ্রবণ প্রেমিক সে অত ভাবে না, যুক্তিতর্ক করেনা, সে যাকে চায় তাকে যেমন ক'রেই হোক লাভ করতে চায়, তাকে হরণ ক'রে নিয়ে চ'লে যায়, তাকে ভাববার সময় দেয়না। প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমিকার ভাবও ঠিক সেই রকম। সে ভাবেনা তার প্রেমার্থী যা বলছে তা ঠিক কিনা, তার প্রেম স্থায়ী হবে কি না।

*

গভীর অটল-প্রতিজ্ঞ প্রেমিকও তার প্রেমিকাকে নিঃসন্দেহরূপে পেতে চায়, পায়। কিন্তু তার উচ্ছ্বাস নেই, সে তাকে জোর ক'রে তুলে নিয়ে যেতে চায়না। সে স্ত্রী-চরিত্রের মর্ম্মজ্ঞ, কিসে তাকে খুশী ক'রে তার মনোজয় করা যায়, সে তা জানে। তাই সে তার মন ও মাথা উভয়েরই গতি ঠিক রেখে উপায়ের সন্ধান করে।

•

Cautious, romantic, passionate প্রভৃতি ইংরাজী কথায় অনেকেই এই নানা রকমের প্রেমিককে বোঝাতে চান। আমাদের সমাজের নানা শাখার মধ্যে দু দশ জায়গায় তাহ'লেও. Romance বা passion আমাদের নরনারীর বিবাহে থাকে না। যে দু দশ জায়গায় থাকে তা বর্জ্জিত স্থল (exception) বলেই ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

•

কিন্তু যে দুজনে বিবাহিত হয় তাদের প্রত্যেকে যে কখনো প্রেমে কারুর সঙ্গে পড়েনি, এমন ঘটনাও প্রায় হয়না। সুতরাং দম্পতীর পরস্পরের প্রতি না থাকুক প্রতি জনের মধ্যে যে Romance বা passion থাকে, এ স্বতঃসিদ্ধ বলা যেতে পারে।

•

সুতরাং এদের কেউ romantic অভিনয় করতে পারবেই না বা কেন? এদের মানে এখানে অভিনেতাদের কথাই বুঝতে হবে, কেননা বিবাহিতা অভিনেত্রী আমাদের রঙ্গালয়ে একেবারে নেই।

•

প্রেমের অভিনয়ের অস্বাভাবিকতার একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এখানের রঙ্গমঞ্চে চুম্বন করার দৃশ্য দেখা যায় না। যতদূর জানি, একমাত্র নাটকে এমন দৃশ্য দেখা গেছে—ওই একমেবাদ্বিতীয়ং।

•

কেন এমন হয় তা আজ পর্য্যন্ত বোঝা গেল'না। চুম্বনকে রঙ্গালয়ের boycott-যোগ্য ব্যাপার বলে কবে কে ধার্য্য করেছিল জানিনা।

•

ছেলে বড় হোলেও মা তাকে চুম্বন করেন, মেয়ে বড় হোলেও বাবা তাকে চুম্বন করেন, বড় হোলেও ছোট বোন বড় ভাইকে চুম্বন করে বা দিদি তার কনিষ্ঠ ভাইকে চুম্বন করেন, সাহেবদের সমাজে এ প্রথা আছে।

•

যে যাকে ভালোবাসে সে তাকে নানা রকমে তার ভালোবাসার পরিচয় দেয়, বিবিধ প্রকারে তাকে আদর জানায়। এই প্রকাশের বহু নিদর্শনের মধ্যে চুম্বন অন্যতম। এতে গর্হিত বা দোষের কিছুই নেই।

•

যাই হোক, এ সুপ্রথা যখন আমাদের সমাজে নেই তখন তাকে বর্জ্জন করাই উচিত, তর্কের খাতিরে না হয় তা মেনেই নিলুম। সমাজ-বিদ্বেষী না হবার যুক্তি তবুও বোঝা যায়।

•

কিন্তু প্রণয়ী প্রণয়িনীকে বা দম্পতী পরস্পরকে চুম্বন ক'র্‌বেনা এমন অনুজ্ঞা হিন্দু সমাজের কোনো শাস্ত্র কখনো দিয়েছে ব'লে আমাদের জানা নেই। যদি বা দিয়ে থাকে, সে শাস্ত্র যে কখনো কেউ মানেনি এ বিষয়ে আর দু মত নেই।

•

কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে বা প্রণয়ী প্রণয়িনীকে নিভৃতে চুম্বন ক'রছে এ দৃশ্য আজো কোনো রঙ্গপীঠে কোনো নাট্যে কোনোদিন দেখা গেলনা কেন?

•

আমাদের কোনো ছেলেমানুষ বন্ধু ব'লছিলেন 'আমাদের অভিনেত্রীদের Figure ভালো নয়, তাই সে আগ্রহ কারুর হয় না'—সব চেহারাই তার পক্ষে অনুকূল নয় বন্ধুটি এই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

•

একথা অস্বীকার কর্‌বার উপায় নেই যে আমাদের অভিনেত্রীদের সুসমঞ্জস তনু নয়। তাদের কাউকে দেখলে মনে হয় anti-fat খাওয়াই, কাউকে দেখলে মনে হয় Dr Ferris এর Spleen Mixture কিনে দিই।

•

কিন্তু প্রেম যে অন্ধ—সে যে কি চোখে তার বাঞ্ছিতাকে দেখে তা সেই জানে। অভিনেতা তো অভিনয়ের সময় অভিনেত্রীকে দেখেনা—সে দেখে তার প্রেমের পাত্রীকে, সে জানে, যে তার সামনে দাঁড়িয়ে বা কাছে ব'সে, সে তাকে ভালোবাসে—সে আর সব ভুলে যায়। ভুলে যাওয়া তার উচিত, নয়তো তাকে প্রেমিকের ভূমিকায় নামানো দারুণ পরিহাস।

•

আমরা এ যুগের নাট্যকলার বিরাট পুরুষদের কাছে নিবেদন ক'রছি, তাঁদের মধ্যে যদি বুকেরপাটা কারুর থাকে তো তাঁরা চুম্বনের উপর এই ban রঙ্গপীঠ থেকে ঘুচিয়ে দিন—যেখানে তা সঙ্গত, স্বাভাবিক, সুন্দর সেখানে তার প্রচলন হোক্।

•

অচিরেই এখানে তাঁর নিজের বাড়ীতে, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' অভিনীত হবে। যাঁরা এই অভিনয় না দেখবেন, তাঁরা কলা-নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশের নিদর্শন দেখা থেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ বঞ্চিত হবেন।

•

আগামী বুধবারে মিত্র থিয়েটার (মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে) একটী দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের সাহায্যকল্পে বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ভদ্র পরিবারের মধ্যে এমন অনেক আছে যাদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা শুনলে চোখে জল আসে—অথচ তা প্রায়ই লোক লোচনের অন্তরালে থাকে, সাধারণ তা জানতে পারে না। সুতরাং মিত্র থিয়েটারের এ অনুষ্ঠান যে প্রশংসনীয় তাতে মতভেদ থাকতে পারে না। এ উপলক্ষ্যে তাঁরা যশস্বী নাট্যকার বরদাবাবুর "প্রেমের তুফান" অভিনয় করবেন। প্রেমের তুফান বইখানি সর্ব্বজনপ্রিয় অথচ বহুদিন অভিনীত হয় নি—আবার এই রাত্রিতে প্রধান ভূমিকা ম্যাস্থয়েলোর অংশ অভিনয় করবেন বরদা বাবু নিজে। বরদা বাবু নাট্যকাররূপে সকলের পরিচিত হলেও তিনি প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে কখনো অভিনয় করেন নি। সুতরাং তাঁর অভিনয় দেখবার জন্য সকলেরই আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। এই দিনের অভিনয় তালিকা (১) নির্ব্বাচিত নৃত্যগীত (২) প্রেমের তুফান (৩) শ্রীদুর্গা। আমাদের বিশ্বাস—এই অভিনয়ে পৃষ্ঠ পোষকের অভাব হবে না।

চিত্র-জগৎ

পঁচাত্তর বছর আগে র‍্যাচেল নাম্নী যে অভিনেত্রী ইংলণ্ড ও আমেরিকার রঙ্গালয়ে দুর্লভ অভিনয় কলার অভিব্যক্তিতে সকলকে মুগ্ধ কোরেছিল, যার নাম সে সময়ে সারা বার্নহার্ট ও ডুসের চেয়ে বেশী ছিল, যে দরিদ্রা বালিকা একদিন নটী-শিরোমণি হোয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার জীবনের কাহিনী নিয়ে যে নোতুন চিত্রনাট্য তৈরী হোচ্ছে, তাতে শ্রীমতী পোলা নেগ্রি নায়িকার ভূমিকা নেবেন। হাঙ্গেরির প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও নাট্যকার আর্নেষ্ট ভাজ্‌দা (Ernest Vajda) এই কাহিনীটি লিখ্‌ছেন।

শোনা যাচ্ছে যে অতঃপর শ্রীযুক্ত ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্, শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোর এবং শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ড ও শ্রীমতী কন্‌ষ্টান্স আর নরমা টাল্‌মাজ সকলে একই ষ্টুডিওতে কাজ কোর্‌বেন—ফেয়ার-ব্যাঙ্কস-পিক্‌ফোর্ড ষ্টুডিও পরিচালিত হবে 'যুক্ত শিল্পী সঙ্ঘে'র দ্বারা

•

শ্রীযুক্ত ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ সম্প্রতি তাঁর ভাই জন ফেয়ারব্যাঙ্কসকে হারিয়েছেন। চার বছর আগে তাঁর পক্ষাঘাত রোগ হয়, সেই থেকে আর তিনি সারতে পারেন নি।

•

শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংস ও শ্রীযুক্ত ওয়ালেস বিয়ারী একই চিত্রনাট্যে অভিনয় কোর্‌বেন স্থির হোয়েছে। ছবির নামকরণ বা কাজ এখনো হয় নি।

•

মিশরের প্রথম চিত্রসঙ্ঘ এতদিনে প্রতিষ্ঠিত হোলো। তার নাম হোলো 'মিনা' (Mina film company)। এঁদের প্রথম ছবির নাম হবে 'মরু-তস্করের দল' (Thieves of the desert)। কেবলমাত্র মিশরের লোক দিয়েই এর সব কাজ করান হবে।

•

চিত্র-জগতের নোতুন দম্পতী হোলেন শ্রীমতী মে এ্যালিসন ও শ্রীযুক্ত জেম্‌স কোয়ার্ক (James Quirk)। কোয়ার্ক সাহেব আমেরিকার কোনো প্রসিদ্ধ চলচ্ছবি-সম্বন্ধীয় পত্রিকার প্রকাশক। এ্যাপেন্‌ডিসাইটিস অস্ত্র করিয়ে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য শ্রীযুক্ত যান সান্টা বার্ব্বারায়—কোনো ছবির একটি দৃশ্যের জন্য শ্রীমতীও সেখানে যান। সেখানে দুজনের আলাপ হয়, আলাপ ঘনিষ্ঠতা ও ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং বন্ধুতা দাম্পত্য-প্রেমে গ্রন্থিবদ্ধ হয়।

•

'ঝিনুকের রাজকন্যা' (The Oyster Princess) নামক চিত্রনাট্যে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুক্ত ভিক্টর জ্যান্‌সন ও শ্রীমতী অসি অসোয়াল্ডা (Ossi Oswalda)

•

'চুপ' (Silence) বোলে যে নোতুন একখানি ছবি হোয়েছে তাতে শ্রীমতী ভেরা রেণল্‌ডস ও শ্রীযুক্ত জ্যাক্ মাল্‌হল (Jack Mulhall) সুন্দর অভিনয় কোরেছেন। নায়কের অংশে শ্রীযুক্ত এচ, বি, ওয়ার্ণার যে অভিনয় কোরেছেন তা চিত্র-জগতে আদর্শ হোয়ে থাক্‌বার মতো।

•

'কলঙ্ক বর্ত্ম' (Scandal Street) নামক ছবিতে যবনিকার অন্তরালে চিত্রাভিনেতার কার্য্য কলাপের রহস্য উদ্ঘাটিত হোয়েছে। শ্রীমতী ম্যাজ কেনেডি ও শ্রীযুক্ত নাইল্‌স্ ওয়েল্চ এতে প্রধান দুটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হোয়েছেন।

•

আগামী সপ্তাহে শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্যের লিখিত প্রবন্ধ 'হলিউডের ঘরের কথা' আমরা প্রকাশ কোর্‌বো। এতে চিত্র জগতের দাম্পত্য-জীবনের ব্যাপার বিবৃত হবে।

•

যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী লরা লাপ্লান্টের সঙ্গে রেজিনাল্ড ডেনির চিত্র-সমূহের প্রযোজক শ্রীযুক্ত উইলিয়াম সিটারের বিবাহ হোয়ে গেছে।

ছবির অভিনেতা

ছবির পরদায় বিভিন্ন অভিনেতার ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় আমরা পাই। অভিনয় দেখে অভিনেতার নিজস্ব প্রকৃতির সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনেক সময় সম্পূর্ণ অজ্ঞাতেই একটা ধারণা গড়ে ওঠে। প্রেমিক চরিত্রের অভিনেতাকে দেখে ভাবি কত সুখী সে, খল বা চক্রীকে দেখে তার বিরুদ্ধে একটা অস্বস্তিকর অশ্রদ্ধার ভাব জাগে। কিন্তু এই ধারণা কল্পনা গুলো অনেক সময়েই সার্থক হয় না।

সম্প্রতি রঙ্গালয় সম্পর্কীয় কোনো বিলিতি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ওদেশের খ্যাতনামা চলচ্ছবির অভিনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। তাতে ছবির অভিনেতারা যে প্রায়ই ছবির পরিচয় হ'তে বিভিন্ন এইটাই বিশেষ ভাবে

রাণী দুর্গাবতীর ভূমিকায়—শ্রীমতী কুসুমকুমারী

প্রতিপন্ন হয়েচে। সেই প্রতিনিধিটী দেখাশুনা শেষ করে এসে মত দিয়েচেন, ছবির অভিনেতারাও মানুষ। তাই আর দশজন মানুষের মত তাঁরাও সুখ দুঃখের কোনোটাকেই পুরো ফাঁকি দিতে পারেন নি। (Film stars are human after all, and it is therefore only to be expected that they, in comman with other idols, sometimes have feet of clay)

রুড্‌লফের অভিনেতা-জীবন থেকে তাঁর যে পরিচয় আমরা পেয়েচি তা' সত্য নয়। তাঁর অতীত জীবন ছিল দুঃখ-দুর্দ্দিনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাস। অভিনেতা হ'বার আগে সামান্য নর্ত্তক ছাড়া অন্য পরিচয় তাঁর ছিল না। তার পর হঠাৎ একদিন ভ্যালেন্টিনোর নামে চিত্র-জগত ভরে গেল। খ্যাতি, ভালবাসা, অর্থ—অভাব কিছুরই রইল না। কিন্তু অত বড় প্রেমিক, অত বড় খ্যাতির অধিকারী 'রুডী'ও সাংসারিক সুখে সুখী হ'তে পারেন নি। ভ্যালেন্টিনো বলেছিলেন, লোকে তাঁকে যত বড় বলে চীৎকার করে আপনাকে তিনি তত বড় কিছুতেই মনে করতে পারতেন না। ক্ষণস্থায়ী যশ অভিনেতাকে বিড়ম্বিত করেই তোলে, অভিনেতার সুখ তা'তে নেই। সংবাদ পত্রের সেই প্রতিনিধির কাছে তিনি একান্ত সরলভাবেই স্বীকার করেছিলেন, "I was happier when I was working in the four Horsemen, and my name meant nothing than I have ever been since that time"

এ্যাডল্‌ফ মঞ্জু আজ একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। গত তিনবৎসরের মধ্যেই তাঁর এই খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। তখন মঞ্জু সবে মাত্র A woman of Paris এর অভিনয় শেষ করেছেন। সেই সময়ে প্রতিনিধিটী তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ভদ্রলোক ঠিক করে রেখেছিলেন ছবির মঞ্জুর সঙ্গেই তাঁর দেখা হ'বে। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তাঁর দেখা হ'ল এক ক্ষীণকায় দুর্ব্বল, অপ্রকৃতিস্থ ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তির সঙ্গে। ছবির পরিচয়ের সঙ্গে তা'র অজস্র পার্থক্য। বিরক্তিভরা দুটী নীলচোখে চেয়ে মঞ্জু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি আমার কাছে কি চান? আপনার সঙ্গে আমি মাত্র দশ মিনিট কাটাতে পারি।' বলেই তিনি ঘড়ি বার করে নিবিষ্ট হয়ে দেখতে লাগলেন। কথাবার্ত্তার মধ্যেও তিনি ঘড়ি থেকে চোখ তোলেন নি।

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য করেছিল তাঁকে তরুণ চিত্রাভিনেতা রড লার'-কের ব্যবহার। ভদ্রলোক মুক্তভাবেই স্বীকার করেচেন, রড্‌লা'র্‌'ককে তিনি আদৌ বুঝতে পারেননি। কিন্তু রড্‌লার'ক সত্যই সুখী। জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তাঁর ভিতর মূর্ত্তি নিয়ে উঠেছে। Lasky ষ্টুডিওর ফটোগ্রাফার, আলোক নিক্ষেপকারী—প্রয়োগ কর্ত্তা সবাই তাঁর সহজ সরল ব্যবহারের দরুণ তাঁর অনুরক্ত। কিন্তু সেই সাক্ষাৎ কালে র'ক উপস্থিত হ'লেন হঠাৎ এক লম্বা হলদে দাড়ী পরে। কথা বললেন টেনে টেনে—নিতান্ত নীরস গম্ভীর ভাবে। অথচ জানালেন যে তাঁর জীবনের লক্ষ্য হচ্চে আনন্দকে নিঃশেষ করে উপভোগ করা।

ডগ্‌লাস ফেয়ারব্যাঙ্কস কিন্তু পুরোদস্তুর ছবির মানুষ। ছবির পরদায় যেমন ছবির বাইরেও তেমনি তিনি চঞ্চল, প্রাণবন্ত। তাঁকে এককালে দশ মিনিট স্থির থাকতে কেউ দেখে নি। কথা বলতে বলতে কখনো চেয়ারের মাথায় চড়ে বসেন, ঘর থেকে কিছু কালের জন্য বেরিয়ে যান, কখনো বা

নিজের আপিসে টেনে নিয়ে গিয়ে ছবির রাশ খুলে ছবি দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একটী মাত্র কথা থেকে অজস্র আলোচনা সৃষ্টি করতে তিনি ওস্তাদ।

পার্সি মারমন্ট চিরকাল দীনদরিদ্র একান্ত গম্ভীর এবং দুঃখীর চরিত্র অভিনয় করে থাকেন। অনেকেই কল্পনা করেন মারমণ্টের সাংসারিক প্রকৃতিও তেমনি নীরস, গম্ভীর। কিন্তু মারমন্ট একেবারে তা'র বিপরীত। ছবির বাইরে তিনি একজন মস্ত বড় রঙ্গপ্রিয় মানুষ। বায়স্কোপ কোম্পানীর সবাইকে তিনি সব সময়ে হাসিতে মাতিয়ে রাখেন এবং যখন তখন একটী করুণ গম্ভীর দৃশ্য অভিনয়কালে চটুল সরস কথা বলে সেটীকে মাটী করে দেন।

মিল্‌টন সিল্‌সের খ্যাতি কেবল মাত্র অভিনেতা হিসেবেই নয়, তিনি একজন বহুশ্রুত বহু অধীত পণ্ডিত বলেও সে দেশে খ্যাত। তাঁর পাণ্ডিত্যের বিষয় নিয়ে কাগজে কাগজে অনেক লেখালিখিও হয়ে গেছে। এবং সেই আলোচনার ফলে অনেকেই মিলটনকে একজন পাণ্ডিত্য গর্ব্বী বলে ধারণা করে বসে আছেন। সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিটীরও মনে মনে আশঙ্কা ছিল সম্ভবতঃ কোনো স্কুল মাষ্টার প্রকৃতির লোকের সঙ্গে তাঁর দেখা হ'বে। অবশেষে তার সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হ'ল যখন মিল্‌টন তাঁকে সোজাসুজি তাঁর dressing roomএ টেনে নিয়ে গিয়ে আপনার ছেলেবয়সের কথা বলতে সুরু করে দিলেন। ছবির চেয়ে মিলটনকে বাড়ীতে বেশী সুন্দর দেখায়। তাঁর সোণালি চুল এবং নীলাভ চোখ দুটী প্রথমেই আকর্ষণ করে।

মণ্টি ব্লু অনেকক্ষণ আলাপের পরই প্রতিনিধিটীকে 'honey' বলে আদর করে বসলেন। তিনি আপনার পরিচয় দিয়েছেন— a big butter-and-eggs man from the west বলে। শেষে সেই ভদ্রলোককে বললেন, honey, কি করে আমি ছবির রাজ্যে ঢুকলুম শুনবেন? গ্রিফিথ সাহেবের পুরোণো ষ্টুডিও ছিল Sunset Boulevard বলে একটা জায়গায়। ষ্টুডিওতে টেলিফোঁর থাম পোঁতবার গর্ত্ত করতে প্রথম আমি ঢুকি। গেলে এখনো সে'কটা দেখতে পাবে, তা'রা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের জন্যে গর্ত্ত খুঁড়ে আমি দেড় ডলার উপায় করেছিলুম। ভারি আহ্লাদ হয়েছিল আমার সেই দেড় ডলার পেয়ে। কাঁদের তার আগে অন্ধকার দেখতুম honey.

উইলিয়াম কোলিয়ার 'বাষ্টর' নামেই চিত্রজগতে সমধিক পরিচিত! তাঁর ওই বাষ্টর নামটা থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রকৃতি তা' থেকে একেবারেই আলাদা। সত্যিকার জীবনে তিনি একজন মস্ত গম্ভীর মানুষ। কারুর সঙ্গে নূতন পরিচয় হলেই তাকে উপদেশ দেন—'I am sure you will make your mark in the world when you are a litile older' ছেলে বয়সেও তিনি একান্ত গম্ভীর ছিলেন। সত্যিই বয়সের চেয়ে গাম্ভীর্য্য তাঁর বেশী ভারি। আর নিজে একজন তরুণ হলেও তাঁর অন্তরঙ্গদলের সবাই তাঁর চেয়ে বয়সে ঢের বড়।

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন নাট্যকলা

নাট্যের উৎপত্তি

ভারত নাট্য শাস্ত্র নামক প্রাচীন গ্রন্থে কথিত আছে যে দেবাসুরযুদ্ধে জয়ী হইয়া দেবগণ এক বিজয়োৎসব করেন; তাহাতে ইন্দ্রধ্বজ-সন্নিকটে সেই যুদ্ধের অনুকরণ করা হয়। এই অনুকৃতিকৌতুকে আনন্দিত হন। তাহাতেই নাট্যের উৎপত্তি। ক্রমে ঋগ্বেদ হইতে কথোপকথন, সামবেদ হইতে গান, যজুঃ হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ব হইতে রস লইয়া পঞ্চমবেদ নাট্যশাস্ত্র রচিত হয়। এই বর্ণনানুসারে ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসবেই নাট্যের উৎপত্তি ও যম যমী প্রভৃতি সংবাদসূক্তই (পৃঃ ১৩০) নাট্যের প্রথম অঙ্কুর বলিয়া বোধ হয়। বৈদিকযুগেও একটী যজ্ঞ সম্পাদনকালে (পূর্ব্বোক্ত দেবকর্ত্তৃক অসুরজয়ের ন্যায়) আর্য্যকর্ত্তৃক অনার্য্যের পরাজয়ের অনুকৃতি হইত। এই প্রকার অনুকৃতিই নাট্যের প্রথম অবস্থা।

প্রাচীন রঙ্গমঞ্চ

ভারত নাট্যশাস্ত্র ও খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত কোন নটীর প্রেম-কামুক কোন 'রূপদক্ষ' নটের কাম-কথার উদ্ঘোষণকারী ছোটনাগপুরের অন্তর্ব্বর্তী সরগুজারাজ্যে রামগড় পর্ব্বতে আবিষ্কৃত এক প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের ভগ্নাবশেষ হইতে আমরা প্রাচীন রঙ্গমঞ্চসম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শেক্স্‌পীয়রের সময়ে ইংলণ্ডে রঙ্গমঞ্চ ও scene ইত্যাদির যে অবস্থা তাহা অপেক্ষা ভারতীয় অবস্থা প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্ব্বেও অনেক উন্নত। দেবেন্দ্রবাবুর বৃত্তান্ত (পৃঃ ১৪২) ব্যতীত আর দুইটী কথা বলা আবশ্যক। রঙ্গমঞ্চ দ্বিতল হইত। একতলায় পৃথিবীর ঘটনার অভিনয় হইত। দোতালা স্বর্গ ইত্যাদির বৃত্তান্তের অভিনয় জন্য। অর্থাৎ শকুন্তলার প্রথম ছয় অঙ্কের অভিনয় একতলায় হইত। সপ্তম অঙ্ক দোতলায় অভিনীত হইত।

দৃশ্যপট

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যপট অর্থাৎ Scene ছিল। কিন্তু এই 'Scene' movaeble নয়। তখনকার রঙ্গমঞ্চের পশ্চাতের ভিত্তিতে নানাপ্রকার দৃশ্য অঙ্কিত থাকিত। দর্শক রঙ্গমঞ্চের ভিত্তিতে পাশাপাশি নগর, গৃহ, পর্ব্বত, অরণ্য ইত্যাদির দৃশ্য একসঙ্গে চিত্রিত দেখিতে পাইতেন। কিন্তু তাঁহাকে কল্পনা করিতে হইত যে, এই অঙ্কের দৃশ্য—পর্ব্বত। সুতরাং পর্ব্বত ভিন্ন অন্য চিত্রিত দৃশ্য দেখিব না। এই অঙ্কিত দৃশ্যাবলীর দুই পার্শ্বের কোণে দ্বার ছিল। সেই দ্বার দ্বারা পাত্রপাত্রী 'নেপথ্য গৃহ' হইতে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিতেন।

নাসূচিতস্য পাত্রস্য প্রবেশঃ

এখন ষ্টেজে কোনও অভিনেতা আসিলেই আমরা 'প্রোগ্রাম' দেখি। কিন্তু সেকালে 'প্রোগ্রাম' ছিল না। সুতরাং দর্শকবৃন্দের বুঝিবার অসুবিধা না হইবার জন্য যে কোনও অভিনেতার প্রবেশের পূর্ব্বেই তাহার সূচনা করিবার নিয়ম ছিল। প্রত্যেক নাটকের প্রথমেই সূত্রধারের প্রবেশ। নির্গমনের পূর্ব্বেই সূত্রধার সকলকে জানাইয়া গেলেন যে দুষ্মন্ত আসিতেছেন। দুষ্মন্ত বাণ নিক্ষেপ করিবেন এমন সময় 'সূত' বলিলেন 'বৈখানস' আসিতেছেন। পরে বৈখানসের প্রবেশ। তিনি বলিলেন যে অধুনা শকুন্তলা আশ্রমের কর্ত্রী, তিনিই

অতিথিসৎকার করিবেন। পরে 'শকুন্তলা'র প্রবেশ। এই প্রকারে পর পর প্রত্যেক পাত্রের প্রবেশই পূর্ব্বে সূচিত হওয়া আবশ্যক। যখন কোনও উপায়ে প্রবেশের সূচনা করা হয় না তখন "অপটীক্ষেপ" (পৃঃ ১৪৩) করিতে হয়। "অপটী" অর্থ পর্দ্দা। এই পর্দ্দা পূর্ব্বোল্লিখিত নেপথ্য-প্রবেশ-দ্বারের আচ্ছাদন।

যবনিকা

বঙ্গীয় নাট্যদর্শকমাত্রেই জানেন যে, য[illegible] পর্দ্দা এবং এই পর্দ্দা রঙ্গমঞ্চকে দর্শকের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদিত ক[illegible]। যবনিকা শব্দ পর্দ্দা অর্থে সংস্কৃতেও ব্যবহৃত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত যে, 'যবনিকা'র সহিত "যবন" শব্দের সম্পর্ক আছে এবং যবনিকার ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ গ্রীক্‌দেশীয় পর্দ্দা। এই ব্যুৎপত্তি ও অর্থ ঠিক হইতে পারে। কিন্তু কুক্ষণে ভারতীয় নাট্যকলার উৎপত্তির সহিত "যবনিকা"র আলোচনা হইয়াছিল। কারণ এই একটীমাত্র শব্দ হইতেই ভারতীয় নাট্য গ্রীক্‌-নাট্যের অনুকৃতিমাত্র বলিয়া প্রমাণ হইয়াছিল। এ মত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। গ্রীক্‌নাট্যের বিশেষত্ব 'Chorus' সংস্কৃতে নাই। আর এই দুইএর পার্থক্য দেবেন্দ্রবাবু (১৩৫ পৃঃ) আলোচনা করিয়াছেন। যদিও এ মত পরিত্যক্ত, তাহা হইলেও একটী কথা বলা আবশ্যক। দশম শতাব্দীর প্রথমে রচিত রাজশেখর কবির "কর্পূরমঞ্জরী" ব্যতীত আর কোনও প্রাচীন সংস্কৃত নাটকে যবনিকা বা যবনিকাপাতের উল্লেখ নাই। বোধ হয় বাঙ্গালা থিয়েটারের যবনিকা হইতেই সংস্কৃত নাটকে যবনিকার অনুমান করিয়া 'যবন' প্রভাববাদ সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং এ সবই Much Ado About Nothing.

পোষাক, বর্ণ ইত্যাদি

যাহাতে অভিনয় স্বাভাবিক হয় তজ্জন্য ভারত-নাট্যশাস্ত্রে ভারত ও তৎসীমাস্থ দেশসমূহের অধিবাসীগণের ভাষা ও গায়ের রঙএর বর্ণনা আছে। তাহাতে অভিনেতৃগণের Paintingএর কথা পরিষ্কার বুঝা যায়। স্ত্রীলোকেই প্রায় স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করিত। কিন্তু ভবভূতির মালতীমাধবে পুরুষের নারীবেশধারণের উল্লেখ আছে।

কালিদাসের কাল

কোনও কবি বলিয়াছেন——

> 'ভবভূতিরসৌ ভট্টঃ প্রথিতো গোবর্দ্ধনশ্চায়মাচার্য্য।
> ননৃপনামবিহীনো বিদিতঃ কালিদাসাসি॥'

ভবভূতির পদবী ভট্ট। আর্য্যাসপ্তশতীপ্রণেতা গোবর্দ্ধনের পদবী আচার্য্য। কিন্তু হে কালিদাস, আমরা তোমার পদবীও জানি না।

কালিদাসবিষয়ে আমরা এত অজ্ঞ। আমরা তাঁহার দেশ, কাল, জাতি, পদবী কিছুই জানি না। জানিবার উপায়ও নাই।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত মৌর্য্যসাম্রাজ্য-হারী সেনাপতি পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ক। সুতরাং কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক নহেন। আর সপ্তম শতকের প্রথমেই বাণভট্ট ও ঐহোল-প্রশস্তিকার কর্ত্তৃক তিনি সগৌরবে কীর্ত্তিত। অতএব ষষ্ঠ শতকের পরে তাঁহার আবির্ভাব হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের মধ্যে কখন্ তাঁহার আবির্ভাব তাহার পরিষ্কার প্রমাণ নাই। Internal evidenceএ সবই প্রমাণ করা যায়। (যেমন ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর কবি বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তাঁহার উত্তরচরিত্রের চন্দ্রকেতু ও লবের যুদ্ধপ্রকরণের "অহো প্রিয়দর্শনঃ কুমারঃ" এবং বীরচরিতের "বিখ্যাত দত্তোৎসবঃ স্কন্দঃ" গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের প্রশংসা এবং তদ্দ্বারা তিনিও তাঁহাদের সমকালীন বলিয়া প্রমাণ করা যাইতে পারে) বুদ্ধচরিতকার অশ্বঘোষ কালিদাসের ভাব লইয়াছেন, কি অশ্বঘোষের ভাবের রাঙতা কালিদাসের কবিত্বের পরশমণির স্পর্শে খাঁটি সোণা হইয়াছে একথা জোর করিয়া কেহই বলিতে পারে না। কালিদাস খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে উজ্জয়িনীরাজ শকারি বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন এই প্রবাদের সময়ের অংশ বাদ দিয়া অপর সকল বিষয়ের মিল করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এখন তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দিগ-বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, খৃঃ পূঃ (?) প্রথম শতাব্দী হইতে উজ্জয়িনীর শাসক, শকবংশকে উচ্ছেদ করিয়া উজ্জয়িনী দখল করেন।

(বাণভট্ট বলেন যে, শক-রাজ স্ত্রীবেশধারী চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরদারকামুক কীচকের ন্যায় হত হইয়াছিলেন) সুতরাং এই চন্দ্রগুপ্ত (১) শকারি (২) বিক্রমাদিত্য ও (৩) উজ্জয়িনীরাজ।

দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

বঙ্গীয় শকুন্তলার দুষ্মন্ত অজ্ঞ দেশের পুস্তকে দুষ্যন্ত (পৃঃ ৫৮)। কিন্তু দুই বানানই আধুনিক। দুষ্মন্ত শুক্লযজুর্ব্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩, ৫, ৪) ও ঋগবেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৮, ২৩, ২১) 'দুষন্ত'রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। শতপথে শকুন্তলার উল্লেখ আছে এবং তাঁহাকে অপ্সরাঃ (অপ্সরার কন্যামাত্র নহে) বলা হইয়াছে।

শকুন্তলায় মালিনী নদী এখনও 'মালিন্' নামে খ্যাতা ও যুক্তপ্রদেশের (U. P) বিজনোর জিলার মধ্যে দিয়া প্রবাহিতা। হস্তিনাপুর মিরাট জিলায় ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। পৌরাণিককালেই গঙ্গার ভাঙ্গনে হস্তিনাপুরলুপ্ত হইয়াছিল।

শকুন্তলার "যবনী"

শকুন্তলার দ্বিতীয় অঙ্কে রাজার শরীর-রক্ষক-রূপে যবনী নারীগণের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ের কিছু আলোচনা দরকার। "Periplus of the Erytherœan sea" নামে গ্রীক্ ভাষায় (বোধ হয় খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে) একখানি গ্রন্থ লিখা হয়। ইহার বহুবার ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। ইহাতে ইজিপ্ট হইতে ভারত পর্য্যন্ত সব দেশের ব্যবসায়ের বর্ণনা আছে। ইজিপ্ট হইতে ভারতে আসিতে কোন্ কোন্ সাগরের মধ্য দিয়া আসিতে হয় কোন্ কোন্ বন্দরে জাহাজ লাগাইতে হয়, কোথা হইতে কি আমদানি করিতে হয় কোথায় কি রপ্তানি করিতে হয় তাহার উল্লেখ আছে। ব্যবসায়ের অনুমতি পাইবার জন্য কোন্ দেশের রাজাকে কোন্ জিনিষ উপহার দিলে গ্রীক্ সওদাগরের সুবিধা হইবে তাহার একটা ফর্দ্দ আছে। তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে আফ্রিকা আরব ও পারস্যের রাজগণকে অশ্ব, অশ্বতর, বর্ম্ম, চর্ম্ম-নির্ম্মিত বর্ম্ম প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য অথবা স্বর্ণ ও রৌপ্যময় বহুমূল্য পদার্থ উপঢৌকন করা হইত। কিন্তু পশ্চিম ভারতের বৃহৎ বন্দর Barygazaর (ভৃগুকচ্ছ, বর্ত্তমান Broach) রাজার সন্তুষ্টির জন্য বিলাসের উপকরণ, উৎকৃষ্ট বিদেশীয় মদ্য, সঙ্গীতকারী বালক ও অন্তঃপুরের জন্য সুন্দরী রমণী দিতে হইত। প্রথম শতাব্দীর এই গ্রীক্ সুন্দরীগণের আমদানী তখন বেশ ছিল। এইজন্যই কালিদাসের নাটকে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। যাহা হউক Periplus এর দিনে পশ্চিম ভারত অনার্য্য শকদিগের অধিকার ছিল এবং তাঁহারাই বোধ হয় এই প্রকারে যবনী সুন্দরীর আমদানী আরম্ভ করেন।

যবনী ও যবনদেশের গল্প

এই প্রকারে ভারতে আনীতা যবনী রমণী তাহাদের দেশের গল্প ইত্যাদিও এদেশে প্রচার করিত কিনা তাহা জানা নাই। কিন্তু তাহা অসম্ভব নহে। সুতরাং গ্রীক্ দেশীয় একটা গল্পের সহিত শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ক-বৃত্তান্তের সাদৃশ্য দেখাইতেছি। ইজিয়ানসমুদ্রস্থ সমোসদ্বীপাধীশ্বর Polycrates (খ্রীঃ পূঃ ৫৩২) সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Herodotus (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৪—৪৩১) এই বৃত্তান্তটীর উল্লেখ করিয়াছেন। Polycrates এর একটী বহুমূল্য মরকতখচিত নামমুদ্রাসনাথ অঙ্গুরীয়ক অতল জলধিগর্ভে পতিত হয়। পাঁচ ছয় দিন পরে এক ধীবর একটী প্রকাণ্ড মৎস্য ধৃত করিয়া মৎস্যটী বৃহদাকার দেখিয়া রাজাকে উপহার দেয়। রাজাও সন্তুষ্টচিত্তে ঐ ধীবরকে রাজপ্রাসাদে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। অনন্তর ঐ মৎস্য কর্ত্তিত হইলে রাজার অঙ্গুরীয়ক তাহার উদরাভ্যন্তরে পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই ঘটনা ঘটে এবং পঞ্চম শতাব্দীতে ইহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এত প্রাচীন কোনও ভারতীয় গ্রন্থে অঙ্গুরীয়ক-বৃত্তান্ত নাই। জাতক কিংবা পুরাণ এত প্রাচীন নহে।

ভূমিকা দীর্ঘ করিয়া পাঠকগণের মূলগ্রন্থ পাঠের আর বিঘ্ন করিব না। দেবেন্দ্রবাবুর শকুন্তলার সমালোচনা পড়িয়া কালিদাসের রসাস্বাদন করুন। গ্যে'টের 'শকুন্তলা' নামক শ্লোকের অনুবাদ উপহার দিয়া এখনই বিদায় লই।

'বাসন্তং কুসুমং, ফলং চ যুগপদ্ গ্রীষ্মস্য সর্ব্বং চ যদ্
যৎ কিঞ্চিন্মনসো রসায়নমথো সন্তর্পণং মোহনম্।
একীভূতমভূতপূর্ব্বমথবা স্বর্লোকভূলোকয়ো-
রৈশ্বর্য্যং যদি কোঽপি কাঙ্ক্ষতি তদা শাকুন্তলং
সেব্যতাম্॥

* শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী এম, এ, পি, আর,.এস,

---

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু—রচিত 'শকুন্তলার নাট্যকলা' ভূমিকা।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৩য় বর্ষ | সম্পাদক :— | ১৪ই মাঘ
৩২শ সংখ্যা | শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৩৩৩

নব বৃন্দাবন "চণ্ডীদাসের" একটী দৃশ্য

নাট্য-জগৎ

'বঁধু কি] আর 'কহিব আমি'—কিছু বল্‌বার দরকার নেই রাম-মণি, যাকে বোল্‌বে সে যে আগে থেকেই 'ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া', তারই শরণ নিয়েছে। তোমার চোখের জল সম্বরণ কর, স্রতে যে আমাদের বুকও ভেসে যায়, আমাদের তনুমন বেদনা-কাতর হোয়ে ওঠে।

•

তোমার এত কান্না কেন? প্রেমাস্পদের পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাকে ভালোবাসতে প্রাণ চায়, তাকে সব সময়েই মনে স্থান দিতে হয়, তার কথা শুন্‌তে হয়, তার গুণ কীর্ত্তন কোর্‌তে হয়, তার স্মরণ মনন ধ্যানেই হৃদয়কে নিযুক্ত রাখতে হয়, তা জানি।

•

ধ্যানে আর অনুসন্ধানেই অনুরাগ জন্মে, এই কথা ঠিক। কিন্তু তুমি যে সে স্তর পেরিয়ে গেছ—তুমি যে বাঞ্ছিতের প্রীতিলাভ কোরেছ, তোমার সাধনা সার্থক হোয়েছে, আর তোমার ভাবনা কি?

•

যে সাধন করে, সে সাধিকা—যা দিয়ে সাধনা কোর্‌তে হয় তা সাধন, যাকে সাধা যায় তিনি সাধ্য। যিনি অপ্রসন্ন তাঁকেই আমরা সেধে থাকি। 'সাধিকা' কথাতেই বোঝা যায় যে কোথাও কেউ অপ্রসন্ন আছে; তার প্রসাদ কাম্য।

•

কিন্তু তোমার আর সাধনের প্রয়োজন কি রাধা? তুমি যে 'সাধ্যে'র হৃদয় আকর্ষণ কোর্‌তে পেরেছ! যতদিন ইষ্টের প্রীতিলাভ না হয়, ততদিনই সাধনের পথে অবহিত থাকতে হয়। যতদিন অনুরাগ না জন্মে ততদিনই ব্যাকুলতা—তুমি আর কেঁদোনা—সকলকে কাঁদিয়োনা।

•

শুধু বাঞ্ছিতের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা থাক্‌লেই তাঁকে পাওয়া যায়না—তাঁরও প্রীতিলাভ করা দরকার তা জানি। তিনি যদি খুশী হোয়ে না ধরা দেন তো, শুধু ভক্তের ভজন-পূজনেই কাজ হয়না—তাঁর সেই খুশীর জন্যে ভক্তকে অপেক্ষা কোর্‌তে হয়, মনকে বিশুদ্ধ কোরে রাখতে হয়।

•

এ বড়ই রহস্যের কথা। লোকে বোল্‌তেই পারে, এতো দেখছি খুব মুস্কিল; যদি আমি হাজার সাধন ভজন কোরলেও, ইষ্টদেবতাকে আমার না পাই, যতক্ষণ তাঁর কৃপা না হয়, ততক্ষণ যদি তার কোনোই ফল নেই, তার কৃপালাভ হবে কিনা তারও ঠিক নেই, তবে আমি বৃথা সাধন করি কেন? কি প্রয়োজন এ পণ্ডশ্রমের?

•

আছে তার প্রয়োজন নিশ্চয়ই। মনকে তুলনা করা যায় ঠিক্ দর্পণের সঙ্গে, বাঞ্ছিতের প্রেমকে তপন-কিরণের সঙ্গে। দর্পণ যদি কালো হোয়ে যায়, তার উপরে যদি মলিনতার সঞ্চার হয়, তার কাজ ব্যর্থ ই হয়।

•

দর্পণের উপর সূর্য্য কিরণ পড়ুক, এই প্রবল কামনাতে কোনো ফলই নেই। মলিন দর্পনকে ঘসে মেজে নির্ম্মল কোরতে হবে প্রথম। শুধু নির্ম্মল কোরে তাকে ঘরের ভিতর ফেলে রাখলেই চ'লবে না।"

•

তাকে এমন জায়গায় নিয়ে রাখতে হবে যেখানে সূর্য্যের আলো এসে তার উপর প'ড়তে পারে। সূর্য্য উঠলেই যে তার আলো এসে তাতে প'ড়বে, এমনও নয়।

•

সূর্য্যের এমন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসা চাই, যেখানে এলে দর্পণের উপর তার রশ্মি প্রতিফলিত হবে। মনকেও সেইরকম নির্ম্মল কোরে, সূর্য্যমুখী ফুলের মতো, বাঞ্ছিতমুখী কোরে রাখতে হবে। তবেই একদিন ঈপ্সিতের

প্রেমের দীপ্তি তাতে এসে প'ড়তে পারে, তার স্নেহের স্পর্শ লাভ করবার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

•

তুমি যে তা পেয়েছো রাণী, তোমার দুঃখ কিসের? জল যতক্ষণ জল, যতক্ষণ সে তরল অবস্থায় থাকে, ততক্ষণই সে চঞ্চল, ততক্ষণই তাতে তরঙ্গ; সে যখন ঘন হোয়ে তুষারত্ব প্রাপ্ত হয়—তখন আর তার চঞ্চলতা থাকেনা, তরঙ্গ থাকেনা, কম্পন থাকেনা।

•

আমরা আবার ষ্টার নাট্যমঞ্চে 'চণ্ডীদাসের' অভিনয় দেখলুম—আমরা অভিনয় সম্বন্ধে আগে যা বোলেছি তার আর দ্বিরুক্তি কোরতে চাই না। আমরা অভিনয় দেখে আবার মুগ্ধ, স্নিগ্ধ হোয়ে এসেছি।

•

শ্রীমতী নীহারবালা তাঁর কলা-সৌন্দর্য্যময়ী অভিনয়চেষ্টাকে তার উচ্চাসনেই প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। শ্রীমতী সরস্বতী, শ্রীমতী সুশীলা (ছোট) শ্রীযুক্ত সন্তোষ বাবুও ('হারাধন') স্ব স্ব ভূমিকায় দর্শকদের দ্বারা বারবার সরবে অভিনন্দিত হোয়েছেন।

•

নিত্যার গানের পর যেখানে দেবদাসীদের সমবেত গান আছে, সেখান থেকে তা বাদ দেওয়া উচিত বোলে আমরা মনে করি। নয়তো সে ললিত সঙ্গীতের সমস্ত মাধুর্য্য ও প্রভাব একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়।

•

'চণ্ডীদাস' অভিনয়ে দর্শক-সমাগমও হোয়েছিল বেশ। এই রকম ভালো অভিনয় দেখবার আগ্রহ কি বাঙলা দেশের দর্শকদের ক্রমশঃ হোচ্ছে? নাট্যমন্দিরে 'নর নারায়ণের' অভিনয়েও বেশ লোক হোচ্ছে। তাই মনে হোচ্ছে বাঙলার নাট্যশালা বুঝি দর্শকদের মনেও তথাকথিত নবযুগ প্রবর্ত্তন কোরতে পেরেছেন।

•

আজ কাল কোনো কোনো রঙ্গালয়ের বিজ্ঞাপনে দেখা যাচ্ছে যে তাঁদের কোনো বিশেষ নাটকের অভিনয় কবে বন্ধ হোয়ে যাবে এই জন্যে তাঁরা দর্শকদের চটপট সে অভিনয় দেখবার অনুরোধ কোরছেন।

•

এঁরা লোক-আকর্ষণের ভুল পথ ধ'রেছেন—যে সব নাটকের অভিনয় বন্ধ হোয়ে যাবার পক্ষেই সাধারণের চেষ্টা, যে সব নাটকের অভিনয় আর এ যুগে চালান উচিত নয়, এ অনুরোধে সেদিকে কি সাফল্য হবে?

•

বরং তাঁরা যদি বোলতেন 'আমাদের রঙ্গমঞ্চে অমুক সময়ে, অমুক অভিনয় হবে তার আগেই আপনারা আমাদের এখানে এসে অন্ত অভিনয় দেখে যান', তা হোলে বোধ হয় তাঁদের বিজ্ঞপ্তি সার্থক হোতো।

•

আজ রাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভবনে 'নটীর পূজা'র অভিনয় হবে এ সংবাদ নাট্য-রসিকদের আমরা আবার জানাচ্ছি। কাল এবং সোমবারও পুনরায় এই অভিনয় হবে। আমরা আবার বোলছি এ অভিনয় যাঁরা না দেখবেন তাঁদের নয়নমন অতৃপ্তই থেকে যাবে।

•

কার্লটন ম্যাক্‌কে ও এমা মে টেস্‌টাই সাত ও পাঁচ বছরের বালক বালিকা। এরা 'পাতার পর পাতা' (Page after page) বোলে একখানি নাটক লিখেছে এবং ব্রড্‌ওয়ের কোনো নাট্যশালায় তা অভিনীত হোয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে এদের চেয়ে ছোটো নাটক-লেখিকা ও লেখক আর কেউ নেই।

এই কল্‌কাতার শহরে রঙ্গমঞ্চের বাইরে কত রকমের অদ্ভুত অভিনয়ই চ'লছে। মেয়েরা 'দাসী' বা 'দেবী' না লিখে, নামের পরে স্বামীর পদবী লিখলে একদল প্রাচীন-পন্থী লোক চ'টে যেতো। কিন্তু শুধু পদবী নয়, আজকাল মেয়েরা পুরোপুরিই পুরুষদের নাম নিচ্ছেন, জানলে তাঁরা কি কোরবেন জানিনা। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা উল্লেখ কোরছি যে সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প'ড়লুম বেঙ্গল কেমিক্যালের পঁচিশ বছরের উৎসবে 'শ্রীনরেন্দ্র সেন, শ্রীহেমেন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেক মহিলা উপস্থিত ছিলেন'। আমরা এই মহিলাদের সৎ-সাহসের প্রশংসা করি।

চিত্র-জগৎ

—:০:—

শ্রীযুক্তা ম্যাজ বেলামি—আসল পদবী ফিল্‌পট—আট বছর বয়স থেকেই পদ্য লিখতে পারেন। যা তা ছড়া নয়—সুছন্দোবদ্ধ ভালো পদ্য। পড়ার বিষয়ে তাঁর বরাবরই খুব ঝোঁক, বারো বছর বয়েসে বালজাকের সমস্ত গ্রন্থই তাঁর পড়া হোয়ে গেছলো। হয়তো এ ক্ষমতা তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে লাভ কোরেছিলেন, কারণ তার বাবা ছিলেন, টেক্‌সাসে কোনো কালেজের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। সেই টেক্‌সাসেই ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের তিরিশে জুন, শ্রীমতীর জন্ম হয়।

•

চলচ্ছবি দর্শকদের মতো এমন চপল প্রণয়ী আর জগতে নেই। কখন যে তাদের অন্তর কার প্রতি বেশী প্রসন্ন হয়, সে এক রহস্য। সম্প্রতি আমেরিকার দর্শকরা চিত্রাভিনেতা ও চিত্রাভিনেত্রীদের গুণানুসারে নিম্নলিখিত রকম স্থান নির্দ্দেশ কোরেছেন :—

	অভিনেত্রী	অভিনেতা
১।	ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি	রাডল্‌ফ ভ্যালেনটিনো
২।	ক্লারা বো	রিচার্ড ডিক্‌স
৩।	বিবি ড্যানিয়েল্‌স	র‍্যামন নোভারো
৪।	কলিন মূর	বেন লায়ন
৫।	গ্লোরিয়া সোয়ানসান্‌	রোণাল্ড কোল্‌ম্যান
৬।	মেরি পিক্‌ফোর্ড	জন্‌ জিলবার্ট
৭।	পোলা নেগ্রি	রিচার্ড বার্থেলমেস
৮।	নর্ম্মা শিয়ারার	উইলিয়াম বয়েড
৯।	আলবার্টা ভন্‌	জর্জ্জ ওব্রায়েন
১০।	লয় মোরান	লয়েড হিউজেস
১১।	মে মারে	উইলিয়াম হেন্‌স
১২।	নর্ম্মা টাল্‌মাজ	রড লা রক্‌
১৩।	গ্রেটা গারবো	ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস
১৪।	মেরি ব্রায়াণ	ঐ (ছোট)
১৫।	কোরিন গ্রিফিথ	রিকার্ডো কর্টেজ
১৬।	বেটি ব্রন্‌সন্‌	ম্যালকম্‌ ম্যাক্‌গ্রেগর
১৭।	স্যালি ও'নীল	টম্‌ মিক্স
১৮।	লিলিয়ান্‌ গিস	জন্‌ ব্যারিমোর
১৯।	লয় উইলসান্‌	জ্যাক্‌ হোল্ট

অভিনেত্রী	অভিনেতা
২০। এ্যালিস টেরি	ক্লাইভ ব্রুক্
২১। ম্যাজ বেলামি	মিল্‌টন্ সিল্‌স
২২। মে ম্যাক্ এ্যাভয়	জেম্‌স হল
২৩। রেনে এ্যাডোরে	বাক্ জোন্‌স
২৪। লরা লা প্লাণ্ট	নীল হ্যামিল্‌টন্
২৫। মেরিয়ন ডেভিস	এ্যাণ্টোনিয়ো মরেনো।

*

'প্রণয়-রজনী' (A Night of Love) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত রোণাল্ড কোল্‌ম্যান ও শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় কোরেছেন।

*

শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ান্‌সনের বিশ্বাস তাঁর স্বামীর চেহারা চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার উপযোগী। এ বিষয়ে তাঁর পরীক্ষাও হোয়ে গেছে। তাঁর রূপসজ্জার ভার শ্রীমতী স্বয়ংই নিয়েছিলেন।

*

শ্রীযুক্ত উইন্‌ষ্টন্ মিলার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্যাটসি রুথ মিলারের ভাই। Kentucky Pride (কেণ্টকীর গর্ব্ব) নামক ছবিতে ইনি অভিনয় কোরেছিলেন।

*

'জয়দেব' আর কৃষ্ণকান্তের উইলের' চিত্রনাট্যে মদন কোম্পানী যে সার্থকতা লাভ কোরেছেন তা বিস্ময়কর। টীকা নিষ্প্রয়োজন।

*

রিন্-টিন্ টিন্ নামক ছবির প্রসিদ্ধ কুকুর অভিনেতার অধিকারী হোলেন শ্রীযুক্ত লী ডান্‌কান্। রিন্-টিন্-টিনের এখন ন বছর বয়েস।

*

'প্রজ্বলিত অরণ্য' (the flaming forest) নামক ছবিতে শ্রীমতী রেনে এডোরে ও শ্রীযুক্ত এ্যান্‌টোনিয়ো মোরেনো যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অবতীর্ণ হোয়েছেন।

হ'লিউডের ঘরের কথা

চলচ্চিত্রাভিনয়ের রূপদক্ষ শোভনিকদের দাম্পত্য জীবন অনেক সময় সুখশান্তির মোহন স্বপ্নে ভরা হয় না। তাঁদের মধ্যে এতো বেশী বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ এবং পুনরায় বিচ্ছেদ ও মিলন ঘটে থাকে যে তা' থেকে তাঁদের চপল মতিরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়,—দাম্পত্য প্রণয়ের প্রতি মর্য্যাদা বা সরল বিশ্বাস যেন চিত্রজগতের নিকট পান্থনিবাসের প্রতি পথশ্রান্ত অপরিচিত পথিকের ক্ষণেকের টানের মতন মনে হয়।—মিলন আর বিচ্ছেদ—এ যেন হলিউডের দিনপঞ্জিকার ঘটনা।

তবুও এই দুর্ণামের হাত হ'তে অনেকেই আপনাদের রক্ষা কত্তে পেরেছেন। দুইজন প্রতিভাশালী চিত্রাভিনেতা হৃদয়ের এই সুন্দর প্রকৃতিকে আরও অমৃতময় করে তুলেছেন। বিশ্বজগতে যাঁদের যশোমহিমা কীর্ত্তন কত্তে শুভ্র শঙ্খ বেজে উঠেছে তাঁদের ভিতরে দুটি শিল্পীদম্পতির মধুময় মিলন আমাদের চমৎকৃত করে দিয়েছে। এই পৃথিবীতে যাঁরা স্বর্গ র'চতে পেরেছেন—তাঁরা আমাদের চির আদৃত ডাগ্‌লাস্ ফেয়ার ব্যাঙ্কস্ আর বিশ্বের অমৃতরাণী মেরী পিক্‌ফোর্ড।

কিন্তু একথাও বলা চলে না যে তাঁদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেনি কি পূর্ব্বে তাঁদের বিবাহ হয় নি; তথাপি তাঁদের বিচ্ছেদ তাঁদের প্রাণের সত্য মিলনকে আরও দৃঢ় ক'রে দিয়েছিল। এখন তাঁরা অনেক দিন হ'লো শান্তিভরা বিবাহিত জীবনের অমর মহিমা পরিপূর্ণ আনন্দে উপভোগ করছেন।

তাঁদের বাড়ী সমস্ত হলিউড এর কেন্দ্রের মধ্যে একান্ত স্বতন্ত্র—তাঁদের গৃহ সত্যকারের শান্তিনিকেতন। সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা অমৃতরাণী স্বামীর সঙ্গে অতিবাহিত ক'রে থাকেন—কেবল তাঁদের কথাবার্ত্তার মূলমন্ত্র হচ্ছে কেমন ক'রে তাঁরা নোতুন ধরণের নিখিল-মনোমদ চিত্র সৃষ্টি কত্তে পারেন—কি উপায়ে তাঁরা তাঁদের প্রয়োগনৈপুণ্য উজ্জলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেন;—কিম্বা তাঁরা তাঁদের বর্ত্তমান চিত্র কঠিন সমালোচকের মতন বিচার ক'রে অথবা অপরের চিত্র পরীক্ষা ক'রেই সময়ের সদ্ব্যবহার করেন; চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের এ একটা অত্যাবশ্যক কাজ বলেই প্রতীত হয়। ডগ্‌লাস মেরীকে অশেষ প্রশংসার হারে পূজা করে থাকেন, মেরী ও সেই পূজা সমান আদরে ফিরিয়ে দেন। তাঁরা দিবসের অধিকাংশ সময়েই পরস্পর পরস্পরের প্রতিভার কথা ক'য়েই খুব আনন্দ পেয়ে থাকেন, তাঁদের যেন আর অন্য কোন কথাই নেই। এই সকল দেখে শুনে' তাঁদের বন্ধুরা বলেন ওরা দু'জনে যেন সুখ সম্ভোগ-লালিত যুগল শিশু—ওদের বিবাহের জীবন আর ওদের কার্য্যকলাপ যেন বহুক্ষণ স্থায়ী একটী আনন্দের মোহনলীলা।

মেরী ও ডগলাসের মিলন হয়েছে—অতি চমৎকার! মেরীর অত্যন্ত ব্যবসাবুদ্ধি—ডগলাসের মাথা নব নব ভাব ও আদর্শে পরিপূর্ণ; একজন আর একজনের অভাব পূরণ ক'রে দেন। এই সুখী দম্পতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়বন্ধু চার্লি চাপলিন্। একজন তীক্ষ্ণদ্রষ্টা যদি সূক্ষ্মভাবে দেখেন তা'হলে তিনি বুঝ্‌তে পারবেন যে মেরীর "Human Sparrows" এবং ডগলাসের "Donq" এই দুই চিত্রে অদ্ভুত কল্পনার ত্বরিত পরিবর্ত্তনের গতিতে কতখানি চাপ্‌লিনের বিশেষত্ব ফুটে ওঠে।

শোনা যায়,—ফেয়ারব্যাঙ্কস্-মেরী দম্পতির পরেই—ভন্ ষ্ট্রোহিমদের মিলন বড় সুখের হয়ে উঠেছে। আমরা জানি ভন্ ষ্ট্রোহিমের—"Foolish wives" ও "Blind Husbands" খ্যাত চলচ্চিত্রে ক্রূর বক্র কটাক্ষের সাহায্যে হীন প্রলুব্ধকারী দুর্দ্দান্ত অসৎ প্রকৃতির পাপাত্মার অভিনয় এরূপ উজ্জল বাস্তব হয়ে উঠেছে যে এই শোভনিক act এ ভারি মজার খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন "the most hated man in films"। তাঁর সকল চিত্রাভিনয়ে তাঁর ভূমিকার বাস্তবতা এতদূর ফুটে ওঠে যে তাহা কূট ও অত্যন্ত ঘৃণনীয় রূপ-ধারণ করে, সেই জন্য তাঁকে জনসাধারণে এই রকম সম্মান দেয়—যে ভন্ সোজা কথায় একজন—"Villain." কিন্তু চিত্রজগতের এই বক্র কটাক্ষকারী দুরাত্মা ভন্ সাংসারিক জীবনে একজন অতিশয় সরল সুন্দর সাধারণ ভদ্রলোক। ভনের একান্ত অনুরক্তা স্ত্রীর সদ্‌যুক্তি—তাঁ'র মায়া মমতা ও আদর, শিশুপুত্রের প্রতি তাঁর আপনার প্রগাঢ় ভালবাসার সঙ্গে মিশে এই চিত্রাভিনেতার জীবনের অবস্থিতিকে অপরূপ মধুময় করে তুলেছে।

ভন্ ষ্ট্রোহিম্ "The Heart of Humanity"—চিত্র প্রস্তুত কালে তাঁর পত্নী শ্রীমতী জার্মন্‌প্রেজের শুভ সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন শ্রীমতীকে "উপরন্তু" নেওয়া হয়ে ছিল—এই চিত্রে কিশোরী শুধু "ambulance"—গাড়ী চালাবেন—এই কার্য্য তাঁকে নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হ'য়েছিল। ভন্ ষ্ট্রোহিম সেই মোটরটাতে খানিকটা কাদা স্থানে স্থানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন কেননা এতে ক'রে বোঝা যাবে গাড়ীখানি খুব বেশী কার্য্যের জন্য চলাচল করে। এইরূপে তাঁদের প্রণয়ের প্রথম সূত্রপাত হ'লো।

তখনকার দিনে ভন্ খুব জনপ্রিয় ছিলেন না। জনসাধারণে কানাকানি করতো যে তিনি একজন জার্ম্মাণীর গুপ্তদূত। কিন্তু শ্রীমতী জারমন্‌প্রেজ এই প্রকৃত শিল্পীর প্রতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'ত্তে কার্পণ্য করলেন না, এবং তাঁর অনুরাগ দেখে ক্রমশঃ তাঁর বাড়ীর সকলেই চিত্রজগতের এই একান্ত "মানব বিদ্বেষী"র সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় আবদ্ধ হ'লো,—ভনের প্রতি তাদের এরূপ আচরণে সুফলই ফল্‌লো—বিপদের কথাতো দূরে থাক্।

অনেক সময়ে যা করেই হোক্—চিত্রনাট্যের "শয়তান" সাংসারিক ব্যাপারে বিবাহিত জীবন বেশ মধুর করে তুল্‌তে পারে।—ওয়ালেস্ ও নোয়া বীয়েরি দাম্পত্য সুখে দিন কাটিয়ে যাচ্ছেন,—কিন্তু উভয়েই চিত্রজগতে বলিষ্ঠ হত্যাকারী দস্যু বা গুণ্ডা ব'লেই খ্যাত। আবার এই রকম মিলনমধুরতা জে-ফারেল্‌ম্যাক্‌ডোনাল্‌ড্ এর জীবনকে সুখশান্তিময় ক'রে তুলেছে। এই অভিনেতা "Three Bad Men"এবং"The Iron horse এ"—বিশেষ রকম খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

কিন্তু এবার আমরা সুন্দর সরল দু'জন তরুণ শৌভিকের নাম করবো, যাঁরা দুশমনের পর্য্যায়ে কোনো দিক দিয়েই একেবারে পড়েন না। তাঁদের হৃদয়ের সাধারণ বৃত্তি বা ব্যাপারগুলি আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না—এবং সাধারণ্যে এ-টা ভালো করে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন ও ঘটে না। এই দুই মধুর প্রকৃতির তরুণ অভিনেতা আর কেউ নয়—আমাদের পরিচিত হ্যারল্ড্ লয়েড ও রেজিনাল্ড ডেনী।

লয়েড্ ও তাঁ'র মনোরমা কিশোরী-বধূ মিল্‌ড্রেড্ ডেভীড্ গৃহের সুখশান্তি পরিপূর্ণ অন্তঃকরণে ভোগ করে থাকেন। আর তাঁদের প্রণয়ের বন্ধন অপরূপা এক ক্ষুদ্র শিশু কন্যা তাঁদের জীবন যেন ইহজগতে আরও অমৃতময় ক'রে তুলেছে। হ্যারল্ড চস্‌মা যখন ছেড়ে থাকেন তখন অনেকটা চসমা পরিহিত হ্যারাল্ডরই মতন—দাম্ভিকতাহীন হাস্যরসিক সম্পূর্ণ সুন্দর গম্ভীর প্রকৃতির তরুণ যুবক। এক কথায়—দাম্পত্য জীবন সুখী ক'ত্তে হ'লে পতির যে সকল গুণবত্তা একান্ত প্রয়োজন—হ্যারল্ড সেই সকল গুণ হ'তে একেবারেই বঞ্চিত নন।

বার'টি বছর সর্ব্বজনপ্রিয় "Feller-me-lad" রেজিনাল্ড ডেনী সত্যবিবাহ বন্ধনে আপনাকে বেঁধে অসীম সুখে কাল হরণ ক'রে যাচ্ছেন। সেই রেজিনাল্ড ডেনীর "Skinner's Dress Suit" এর মত একটা উৎকৃষ্ট অত্যুজ্জল হাল্‌কা কমেডি এ পর্য্যন্ত চিত্রজগতে খুব কমই দেখা গেছে। রেজিনাল্ড তাঁর স্ত্রীর

সাক্ষাৎ পান ভারতবর্ষে ; তখন তাঁরা একই ভ্রাম্যমান গীতিনাট্য সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। এর পরবর্ত্তী সময় বড় কঠিন সমস্যা নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

নব বিবাহিত দম্পতি যুগল এক প্রকার গীতগান এবং সেই গান নৃত্যে রূপান্তরিত কর্‌বার এক নূতন ধরণ আবিষ্কার ক'রেছিলেন। এই উপায়ে তাঁদের প্রচেষ্টা খুব সাফল্য-মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁদের অদৃষ্ট মন্দ। সেই অভিনেতৃসঙ্ঘের একজন সদয় সদস্য তাদের সঞ্চিত অর্থ রক্ষা করতেন—এবং তাঁরই কাছে সমস্তই জমা থাকৃতো,—এই ভদ্রলোকটী একদিন হঠাৎ গা' ঢাকা দিলেন, এতে ক'রে এই নব দম্পতির কপর্দ্দকহীন নিঃস্ব অবস্থা গুরুতর হ'য়ে উঠ্‌লো।

অগত্যা তাঁরা আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তন ক'র্‌লেন। কিন্তু সেই সময়ে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ইংরেজবালক ডেনী তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী শ্রীমতী ডেনীকে একটা ক্ষুদ্র শিশু দিয়ে—দেশমাতৃকার সেবা ক'র্ত্তে চ'লে গেলেন। এবারে—সময় বড়ই মন্দ যেতে লাগলো। দিন আরও কঠিন হ'য়ে উঠ্‌লো।

যুদ্ধে ডেনীর "Air force"এ খুব নাম হ'য়েছিল। সমরাবসানে তিনি চিত্র জনতায় অভিনয় ক'র্ত্তে লাগলেন, এবং তারপরে, খুব শীঘ্রই মধুর হাস্য চটুল তরুণ সুন্দর কমেডি অভিনেতা রূপে জন সাধারণের সমক্ষে সম্মানের আলোকে ফুটে বেরুলেন। ডেনীর সেই কন্যা বার্‌বারা ডেনী এখন তা'র মনোহরা কৃষ্ণ-কুন্তলা জননীরই মতন প্রায় সমান হয়ে উঠেছে।

চিত্র জগতের প্রেম ও প্রণয়ের সত্য ইতিহাস হৃদয়ের যথার্থ প্রশংসার মহিমায় মহিমান্বিত ক'র্ত্তে হ'লে—এটা স্পষ্টই আমাদের চোখের সামনে অতি উজ্জ্বল মোহন সুন্দর রেখায় ফুটে উঠবে—যে যাঁরা চিত্রের প্রযোজক, বা চিত্র-জগতে "ক্যামেডিয়ান্" ও "শয়তান" ব'লে প্রসিদ্ধ তাঁদেরই দাম্পত্যজীবন সাধারণতঃ সুখ ও শান্তিপূর্ণ হ'য়ে থাকে। যাঁরা চলচ্চিত্র নাটকে শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন ক'র্ত্তে সমর্থ হ'য়েছেন—তাঁদের বিবাহিত জীবনের নিগূঢ় ইতিবৃত্ত জানতে গেলে কৌতূহলীর হৃদয় বিচিত্র রকমের ভয় ও সন্দেহ দোলায় দুলতে থাকে। যে সকল অভিনেতা চিত্রাভিনয়ে প্রেম ও রোমান্স অতুল্য কৃতিত্বের সহিত ফুটিয়ে তুলেন—তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁরা ষ্টুডিওর সকল প্রকার বিভিন্নরূপীর ভূমিকাই অভিনয় ক'রে যান। স্বামী স্ত্রীর কোনোরূপ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না ব'ল্লেই হয়।

এটা একটা আশ্চর্য্যের কথা—অতোগুলি 'চপল-বিবাহ' কিরূপে সহসা ক্ষণস্থায়ী ঝটিতির মত পরিসমাপ্ত হয়। আমাদের চোখের সাম্‌নে খুব বড় হয়ে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে যে—অনেক শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেতার দাম্পত্য-জীবনতরণী একেবারে মনোমালিন্যের তরঙ্গ-সংঘাতে ভেঙে চুরে গেছে। লিয়েট্রিস জয় এবং তীব্র প্রকৃতি জন্ গিলবার্ট,—মে মা'রে এবং বব্ লিওনার্ড,—"The Big Parade" আর "La Boheme"র প্রযোজক ও নির্দ্দেশক—কিঙ্ ভাইডর এবং তাঁর পত্নী ফ্লোরেন্স্ ভাইডর্ ভার্‌জিনিয়া ভ্যালি, বিল্ হার্ট, রিচার্ড বার্থলমেস্, বার্ট লীটেল্—এরা সকলেই হলিউডের মনোমুগ্ধকারী সুদীর্ঘ বিবাহ বিচ্ছেদ-তালিকা লিপির কলেবর আরও বৃদ্ধি ক'র্‌ছেন।

এমন অনেক প্রসিদ্ধ চিত্রাভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন—যাঁদের মধ্যে সকাল ও সন্ধ্যায় মিলন ও বিচ্ছেদ এত বেশী বার ঘটেছে,—যে সেই খ্যাতনামা অভিনেতৃবর্গ কোনো এক কালিফোর্ণিয়ার উৎসব-সভায় সমবেত হ'লে তাঁদের ভেতরের সম্বন্ধ-জটিলতা কোনোক্রমেই কোনোদিক দিয়েই নিষ্পত্তি করা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। এমন কি খুব দ্রুতগতি অলস্ক পাখা-ও তাঁদের সর্ব্বশেষ মিলনের সহিত নাগাল রাখতে পারে কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ জেগে উঠ্‌তে পারে।

এই সমস্যার এক রকম সমাধান করা হ'য়েছে,—চিত্র জগতের এই নিখিল আদৃত উজ্জ্বল রত্নগুলি শুধুমাত্র অভিনয়কালেই চিরজাগ্রত মানসিক উত্তেজনার অতি প্রবলতা অনুভব করে থাকেন তা' নয়—বাস্তব প্রণয় কর্‌বার সময়েও তাঁদের চঞ্চল উত্তেজনা তাঁদের অভিভূত ক'রে দেয়, তাই তাঁরা আজ একজনকে বরণ ক'রে নেন—কাল হয় তো তাঁদের মন অপর একজনের প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে ওঠে। এই তাঁদের জীবনের প্রতি দিবসের কার্য্য এ কথা ব'ল্‌লে কিছু অত্যুক্তি হয় না। তাঁদের অনুরাগ ভালোবাসা প্রেম—বিদ্যুৎ চমকের যেটুকু সময় লাগে সেই কয়েক মুহূর্ত্ত নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে বাঁচে মরে ; তাঁদের কাছে মনের এই বৃত্তিগুলি যেন চির-তারুণ্য-প্রাপ্ত জীবনের ঘটনা-বৈচিত্র্য-পূর্ণ ব্যাপার।

কিন্তু এই খামখেয়ালি ত্বরিত বিচ্ছেদ মিলন ঘটবার আরো বিশেষ কারণ আছে। চিত্রাভিনেতৃদের জীবন ছবি তোল্‌বার সময়ে অত্যন্ত ক্লেশ ও পরিশ্রমে কঠোর হ'য়ে ওঠে—তাঁদের অপর কোনো কাজেরই সময় ঠিক থাকে না—এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রতি নিয়ত হ'য়ে থাকে। আবার যদি তাঁরা উভয়েই চিত্র জগতের উজ্জ্বল রত্ন হন—তাঁদের ভেতরে ঈর্ষা বা দ্বেষ জাগ্রত হ'য়ে দাম্পত্য-জীবনের সুখশান্তির পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়ায়। বাহিরে তাঁরা যেমন প্রশংসা ও সম্মানের প্রদীপ্ত আলোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে থাকেন—তেমনই ঘরে ও তাঁরা সেইরূপ সম্মান জ্যোতির জন্য পিপাসিত দাম্ভিক আকাঙ্ক্ষায় অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন। কেউ কা'রো অভাব বা ত্রুটী পূরণ কিম্বা ক্ষমা ক'র্ত্তে প্রস্তুত নন ব'লেই—প্রত্যেকের জীবন স্বার্থান্ধ ও একান্ত হ'য়ে পড়ে।

আমরা প্রায়ই দেখ্‌তে পাই—চিত্রজগতে সুখশান্তিপূর্ণ বিবাহ সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌তে পারে—যদি দম্পতি যুগলের মধ্যে কেবল একজনমাত্র অভিনেতা হন। এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে আমাদের আনন্দদাত্রী পরমানন্দময়ী চির-আদরের চিত্ররাজ্যের মহিষী নিরুপমা নর্‌মা টাল্‌ম্যাজ। নর্‌মা তা'র স্বামী "Allied Artists' Corporation"—এর ভাগ্য বিধাতা উচ্চপদধারী জেক্‌কের দিনগুলি চির সুন্দর সোহাগে অমৃতময় ক'রে তুলেছেন। জেনক্ ও আপনার প্রতিভাশালিনী স্ত্রীর জন্য অতিশয় গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকেন।

স্বামীর আদর যত্ন প্রশংসা ও চির আকাঙ্ক্ষিত ভালোবাসা নর্‌মাকে ক্ষণেকের তরে চঞ্চল ক'রে তোলে আবার পর মুহূর্ত্তেই এই অত্যাধিক প্রেমের বদান্যতায় তাঁর প্রাণমন প্রশান্ত হ'য়ে যায়—সুখ শান্তি যেন তাঁর জীবনের কানায় কানায় ভ'রে ওঠে। নর্‌মা এই প্রেমের অতল পাথারে আত্মসমর্পণ ক'রে অনন্ত স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করেন। তাঁর স্বামী শুধু যাত্র যে তাঁকে প্রেম ভালোবাসা দিয়ে জীবন ভরিয়ে দিয়েছেন তা' নয়—তিনি নর্‌মার কাজ-কর্ম্ম (business) আন্তরিকতার সঙ্গে পরিদর্শন ও রক্ষা ক'রে থাকেন। সমস্ত টাল্‌ম্যাজ সংসার অচ্ছেদ্য মিলনের একটা স্বর্ণসূত্রে বোনা—ভক্তি প্রণয় ও কৃতজ্ঞতা এই সংসারের মূলমন্ত্র। জেনক্ এই সংসারের একটী বিশিষ্ট রত্ন ; তিনি বল্‌তে গেলে এই সংসারের স্বামী ; তাই নর্‌মা তাঁকে সকল সময়েই—"Daddy" ব'লে ডাকেন।

তারপর—আমরা হাস্যচটুলা বাধাবন্ধহীনা পরী-রাণী ক'লীন্ মুর্ এর সুন্দর সুখী জীবনের আনন্দ দেখে প্রীত হই। ক'লীন্ মুর্ ম্যাক্‌ক'রমিক্-এর স্ত্রী। ম্যাক্‌কর্‌মিক "First National's Western Film Studio"—এর কার্য্যাবেক্ষক, এবং তাঁর জীবনতোষিণী পত্নীর কার্য্যাবলীর উপদেষ্টা ও তাঁর সঙ্গীতসঙ্ঘের কর্ম্ম-সচিব। জেনক্-দম্পতির মতই যেন তাঁরা হৃদয়ের কোমল প্রবৃত্তি ও ব্যবসাকর্ম্মের প্রতি অনুরাগ একই সুরে বেঁধে রেখেছেন। তাই তাঁদের জীবনের দিনগুলি এতো মধুময় হ'য়ে উঠেছে। ক'লীন্ মুর্ যেন একটা চঞ্চল বিহঙ্গ। তিনি যেমন বিহঙ্গের মত চঞ্চল—আবার তেমনি বিহঙ্গেরই মত মুক্তপ্রাণে অনুরাগিণীর সুরজাল সৃষ্টি করেন। আনন্দকে যেন

তিনি আঁকড়ে ধ'রে আছেন, জীবন ; যেন তাঁর প্রতি কার্য্যে প্রতি পদক্ষেপে উচ্ছলিত হ'য়ে উঠছে,—ক'লীন্ যেন জীবন্ত আনন্দ। তাঁর ইচ্ছা তিনি চিরদিনই যে অভিনয় ক'রে কাটিয়ে দেবেন—তা' নয়—অভিনয় করা ছাড়া জীবনে আরও অনেক দামী কাজ আছে—তিনি ঠিক সময় বুঝে সংসারে স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে লেখাপড়া ক'রেই দিন কাটিয়ে দেবেন। সুন্দর যুক্তি বটে!

আমরা আরও একটা সুখী বিবাহ জীবনের মোহন ছবি দেখতে পাই। মোহিনী রূপসী ডোরোথি গীশ এবং রঙ্গপীঠাভিনেতা জেম্‌স রেনি বিচ্ছেদহীন সুমধুর প্রেমের জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন। সত্য—যে আজকাল প্রায়ই এই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে মিলন ঘটে ওঠে না—তবুও তাঁদের মিলনসূত্র আরও দৃঢ় হ'য়ে উঠছে। রেনি যেদিন হ'তে নিউইয়র্ক থিয়েটারে অভিনয় ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রেছেন এবং ডোরোথী হ'লিউড ও লণ্ডন (যতদূর সম্ভব) গত বছর হ'তে যাওয়া আসা সুরু ক'রেছেন—তখন থেকেই পরস্পর পরস্পরের বেশী সাক্ষাৎ পান না। তথাপি তাঁরা দু'জনেই অভিনেতা—তাই স্বতঃসিদ্ধ হ'লিউডের বিধান অনুসারে তাঁদের মিলন সর্ব্বদাই বিচ্ছেদআশঙ্কায় বিপদাপন্ন। আজকাল সেইজন্য তাঁদের খুব ঘন ঘন সাক্ষাৎ মিলন হ'চ্ছে না, বোধ হয় বিধি তাঁদের প্রতি প্রসন্ন ব'লেই এরূপ ঘটছে। আবার যখন তাঁরা তাঁদের বুকের কতদিনের পুঞ্জীভূত স্নেহ ও মিলন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মিলিত হন—ডোরোথী রেনির দাম্পত্যজীবন অধিকতর আনন্দসুধাপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

অনেক সময়ে ইচ্ছাকৃত পাপের জন্যে চিত্রাভিনেতৃদের জীবন বিষময় হ'য়ে ওঠে কিন্তু স্বয়ং বিধি অনেকের জীবন বিষাদপূর্ণ ক'রে দেন। মঞ্জুশ্রী পোলানেগ্রী জীবন ব্যাপী এই অভিশাপই বহন ক'রে আসছেন। তিনি ব'ললেন—ভগবান আমার জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করেননি—আমি একজন চিত্রশিল্পীকে ভালোবাসতুম—কিন্তু মরণের কোলে যাবার আগে তাঁর হিমশীতল দেহ আমার অভিশাপ-তপ্ত ক্রোড়েই বিরাম লাভ করে।—আবার যখন পোলা রুডল্‌ফ ভ্যালেনটীনোর অমৃত পরশে উজ্জীবিত হ'য়ে উঠলো—ভগবান হঠাৎ তাঁর মস্তকে পুনরায় সেই বজ্র অভিশাপ হান্‌লেন। এমনই পোলার দুর্ভাগ্য!

আমরা শুনেছিলাম—মে'থারের কোনো এককালের পূর্ব্বতন স্বামী রবার্ট-Z-লিওনার্ড এবং জার্ট্রুড ওমষ্টেড্ দাম্পত্য প্রণয়ে সম্প্রতি মিলিত হ'য়েছেন।

আরও একটী মিলন-অবসানের সংবাদ পেয়েছি। চার্‌লি চাপলিন ও তাঁর তরুণী ভার্য্যা লীটাগ্রে অতি সামান্য কারণের জন্যে বিচ্ছিন্ন হ'য়েছেন। একজন অপরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটী ভোজন উৎসব আয়োজন ক'রেছিলেন—এই হ'চ্ছে তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ। চার্‌লির স্ত্রী এক্ষণে প্যারী নগরীতে বোধহয় অবস্থান ক'র্‌বেন—চার্‌লি তাঁর ভরণপোষণের জন্য পাঁচলক্ষ ডলার (অর্থাৎ পোনেরো লক্ষ টাকারও অধিক) খরচ দেবেন।

*

যে সকল চিত্রাভিনেতা আজ নিখিল-বিশ্বকে আনন্দের মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ক'রে দিচ্চেন—যাঁরা আপনাদের অভিনয় কলা-কুশলতা প্রদর্শন ক'রে সকলকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে থাকেন—তাঁদের সাংসারিক ব্যক্তিগত জীবন যে এতোদূর অশান্তিপূর্ণ—এ-কথাটা ভাবতেও আমাদের কষ্ট হয়। আমাদের কেবলই মনে হয়—যাঁরা আমাদের এতো আনন্দ দেন—তাঁরা এতো দুঃখজ্বালা কেন সহ্য করেন? জানি না—এতে তাঁদের দুঃখের বোঝা বেড়ে ওঠে—কিম্বা তাঁদের চঞ্চলমনের খোরাক জুগিয়ে থাকে।

হ'লিউডের অভিনেতৃদের দাম্পত্যজীবনের বিফলতা স্মরণ ক'র্‌লে সত্য সত্যই আমরা অন্তরে বেদনা অনুভব করি। জীবনের সুখশান্তি নিয়ে তাঁরা যে এই খেয়াল খেলা খেলেন—এতে ক'রে তাঁরা যথেষ্ট শাস্তি ভোগ ক'রে থাকেন। তবুও তাঁদের দাম্পত্যপ্রেমের পূর্ণতা একমুহূর্ত্তে দুর্জ্জয় অভিমানে ভেঙে চূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'য়ে যায়। হ'লিউডে কি—তা'হ'লে ব'ল্‌তে হবে—রতিপতি অনঙ্গের তীক্ষ্ণ পঞ্চশরের কুসুম-আঘাত কা'রও প্রাণে গভীর হ'য়ে বাজে না?—

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

ডাকঘর

মাননীয় শ্রীযুক্ত নাচঘর সম্পাদক সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ৩০শে পৌষ তারিখের নাচঘরে 'নাট্য-জগৎ' বিভাগে একটি মজার নতুন খপর দিয়ে আপনারা অনেককে চমৎকৃত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

নতুন খপর দিতে পারায় সাপ্তাহিকের বাহাদুরী প্রকাশ পায়, অনেকের নাকি এমনি বিশ্বাস। কিন্তু তাই বলে' নতুন খপর যদি সত্যের ধার ঘেঁসেও না যায়, তা'হলে ব্যাপারটা আর যা'কে মজা যতই জোগাক, সাপ্তাহিকের সম্পাদককে "মজা" দেবার বদলে "মজাতেই" সক্ষম হয়।

আপনারা লিখেছেন,—"ভারতীর 'ষোড়শী' শরৎচন্দ্রের ভুলেও নাটকা-কারে তিনি সাজাননি"—ইত্যাদি। এ কথার সরল অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শরৎচন্দ্রের নামের আড়ালে ভারতীর 'ষোড়শী' মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে। ওর উত্তরে আমরা বল্‌তে চাই—"ভারতীর ষোড়শী" শরৎচন্দ্রেরই দ্বারা নাটকা-কারে সাজান, এবং তার প্রমান শরৎচন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত পত্র। সে পত্র আমাদের কাছেই আছে; এবং সে পত্রের নকলটুকুও এই সঙ্গে দিয়ে দিলাম।

"আমার 'দেনা পাওনা' উপন্যাস অবলম্বনে, আমার লিখিত "ষোড়শী" নাটক-খানি ভারতীর পূজা-সংখ্যাতে প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলাম।" ইতি—

২২-১০-২৬
সামতা বেড়,
পাণি-ত্রাস।
(হাওড়া-জেল)

(স্বঃ) শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এখন আপনারা কি বল্‌তে চান,—অন্য লোকের দ্বারা নাটক লিখিয়ে শরৎচন্দ্র তা' স্বনামে চালিয়েছেন?—না, আমরা সাহিত্যের বাজারে মিথ্যের প্রশ্রয় দিয়েছি? সঙ্গে আরও একটা কথা বল্‌তে চাই, যে, এই অনুমতি লাভের জন্য ভারতীর পরিচালকগণ শরৎচন্দ্রের সম্মান রক্ষার হিসেবে মূল্যও কিছু দিয়েছেন,—কত, অফিসে এসে দেখে যাবেন।

আপনারা যে এই অমূলক সংবাদ প্রচার করেছেন, এর দায়িত্ব যে কতখানি তা' হয়তো আগে বুঝতে পারেন নি! এ রকম অমূলক ক্ষতিকর সংবাদ প্রচারের জন্য পেনাল কোর্ডে একটা বিশেষ ধারার ব্যবস্থা আছে, তা'ছাড়া আইন অন্য পথও খোলা রেখেছে!

আশা করি আমাদের এই পত্র 'নাচঘরে' প্রকাশ করে' নিজেদের ত্রুটী সংশোধনে কাল বিলম্ব করবেন না। এবং ভবিষ্যতে কোনো সংবাদ ছাপবার আগে, তার সত্যা-সত্য যথাসাধ্য অনুসন্ধান ক'রে নেবেন। মিথ্যা সংবাদ প্রচারে কাহারো পসার বাড়ে না; উপরন্তু নানা অসন্তোষ ও অমঙ্গলের সৃষ্টি করে' থাকে। ইতি—

ভবদীয়

* শ্রীজগৎ ভট্টাচার্য্য।

ম্যানেজার, ভারতী।

* আমরা যা লিখেছিলুম তা শরৎবাবুর নিজের কাছ থেকে শুনেই লিখেছিলুম। 'ভারতীর' সম্বন্ধে কোনো মিথ্যা বা কোনো ভুল সংবাদ প্রচার কর্‌বার অভিসন্ধি আমাদের ছিল না। না—সঃ।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২১শে মাঘ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য থালি।
"হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়"—
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়
কেহ দেয় তারে গালি।

রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিণীর' এই শ্রীমতীই 'নটীর পূজায়' নায়িকারূপে দেখা দিয়েছে। সে আজ সাতাশ বছরেরও বেশী হোলো 'পূজারিণী' কবিতা লেখা হোয়েছিল—১৮ই আশ্বিন, ১৩০৬।

•

আর কবির পঞ্চষষ্ঠিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে ১৩৩৩ সালের ২৫শে বৈশাখ 'নটীর পূজা' প্রথম শান্তিনিকেতনে অভিনীত হয়। আমাদের জীবনের পরম গৌরব যে সে অভিনয়ের দিন আমরা শান্তিনিকেতনে উপস্থিত ছিলুম।

•

কল্‌কাতায় বিগত ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই মাঘ কবীন্দ্রের বাড়ীতে 'নটীর পূজার' অভিনয় হয়ে গেল। শান্তি নিকেতনের অভিনয়ে কবি নিজে নামেননি। এখানে ভিক্ষু উপলির নূতন ভূমিকা নাটকে সংযোগ ক'রে, কবি স্বয়ং সেই—ভূমিকায় আবির্ভূত হ'য়েছেন। আমরা সে আবির্ভাবের সম্মুখে প্রণত হচ্ছি।

•

নাট্যকলার চরম ব্যাপার এই শহরে ঘটে গেল 'নটীর পূজার' অভিনয়ে। যাঁরা দেখলেন তাঁদের নয়ন মন আত্মা পবিত্র, চরিতার্থ হ'য়ে গেল। যাঁরা এই অভিনয় দেখেন নি, তাঁদের দুর্ভাগ্যে আমরা আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি।

চাঁদবিবির ভূমিকায়—শ্রীমতী তারাসুন্দরী

এই না দেখা অধিকাংশের ইচ্ছাকৃত নয়। আসনের জন্য চাহিদা প্রতিদিনই এ রকম প্রবল ছিল যে প্রবেশ পত্রের মূল্য ও প্রাপ্তিস্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন বের হতে না হ'তেই এক ঘন্টা দুঘন্টার মধ্যেই সমুদয় প্রবেশপত্র নিঃশেষিত হ'য়েছিল।

•

অভিনয়ের কি পরিচয় দেব জানিনা আমার তা বর্ণনা করবার মত কথা নেই, ভাবের তার বিবরণ দেবার শক্তি নেই। রঙ্গপীঠের রূপ থেকে আরম্ভ ক'রে তার ভারতীয় সাজ সজ্জা' তার পরিকল্পনা, তার বর্ণ বৈচিত্র্য, শুধু অপূর্ব্ব নয়, অদৃষ্টপূর্ব্ব।

•

চম্পকবর্ণ পরিধানে স্বচ্ছ জ্যোতি বিচ্ছুরিত ক'রে ভিক্ষু উপালির ভূমিকায় অবতীর্ণ কবীন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'য়ে উঠল :—

পূর্ব্ব—গগন ভাগে
দীপ্ত হইল সুপ্রভাত
তরুণারুণ রাগে।
শুভ্র শুভ মুহূর্ত্ত আজি
সার্থক কররে
অমৃতে ভররে
অমিত পুণ্যভাগী কে
জাগে, কে জাগে।

•

সেই উদ্বোধন-সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত হলো রাজপুরীতে, কিন্তু 'অমিত পুণ্যভাগ্য ছাড়া সে ডাকে আর কারুর তো সাড়া দেবার উপায় নেই। তাই সেই ডাক পৌঁছল কেবল রাজবাড়ীর নটী শ্রীমতীর কানে। সেই পুরীতে সেদিন একা কেবল সেই ছিল জেগে।

'নটীর পূজার' আরম্ভ এই রকম কোরেই হোয়েছে। 'নটীর পূজার' আখ্যায়িকাভাগের বিবৃতি ক'রতে আমরা চাইনা—তা বহুলোকেরই জানা আছে। সুতরাং তা লিখে অযথা পাঠিকা পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

•

এই সূচনার গানটি 'নটীর পূজায়' এবারে নোতুন ক'রে সন্নিবেশিত হোয়েছে। কবীন্দ্রের কণ্ঠ নিঃসৃত সেই আহ্বান-গীতি সেদিন দর্শকদের হৃদয়ে উদাত্ত মধুর স্বরেই বেজে উঠেছিল।

•

যাঁকে দেখ্‌লে মাথা প্রেমে ও ভক্তিতে আপনা হ'তেই নত হ'য়ে আসে, তাঁর আবির্ভাবের প্রভাব ও আকর্ষণ যে এর জন্যে অনেকখানি দায়ী তা অস্বীকার করা যায়না। এও স্বীকার ক'র্‌তে হয় যে 'তরুণারুণরাগে' প্রভৃতি স্থলে কবীন্দ্রের কণ্ঠের তরঙ্গিত সুর যাঁদের প্রাণে বেজেছে, তাঁরাই অনুভব ক'রেছেন সে কণ্ঠে কি লালিত্য এখনো লীলায়িত আছে।

•

বসনে, ভূষণে, সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে, অভিনয় প্রদীপ্ত, প্রশান্ত, পুলকোজ্জ্বল, রস-চঞ্চলই হ'য়েছিল। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কলা-কল্পনার যে অভিনব, যে বিমোহন, যে অননুভূতপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নিদর্শন আমাদের চোখের সমুখে প্রতিভাত ক'রেছেন, তার শুধু প্রশংসা ক'রে তার মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'র্‌বোনা—তার জয়গান ক'রে আমাদের বিস্মিত আনন্দের আভাসমাত্র প্রকাশ ক'রলুম।

•

সত্যই এ অভিনয় দেখে, স্তব্ধ, নির্ব্বাক, আত্মানন্দে আবেশ-বিহ্বল হ'য়েই থাকা উচিত। কী বাদ দিয়ে, কিসের প্রশস্তিতে রত হব' তা ভাবতেই পারছি: না। কি আবৃত্তি, কি পরিবেশ, কি রূপসজ্জা, কি ভাবের ব্যঞ্জনা সব দিক দিয়েই যা তনুপ্রাণমনকে লাবণ্যে, মনোজ্ঞতায়, প্রভায় একেবারে অধিকার ক'রেছে, তার কী অভিজ্ঞান আমরা ভাষায় দেখাব।

•

রাণী লোকেশ্বরীর ভূমিকায় শ্রীমতী মিনুর অভিনয় যার পর নাই ভালো হ'য়েছে। আবৃত্তির দু একটা ত্রুটি যদি বা তার কোনোখানে ছিল, তার সুন্দর অভিব্যক্তিতে তা ঢাকা প'ড়ে গেছে। ভিতরে যা এত ভালো, তার বাইরের সামান্য ত্রুটি কে ধর্‌বে? শ্রীমতীর ভাষাতেই বলি:—কলঙ্ক চাঁদেরই শোভা পায়, অমাবস্যার নয়।

•

বিশেষ ক'রে ভক্তির ধর্ম্মের—তার শক্তির ধর্ম্মের দ্বন্দ্বে আন্দোলিত, তাঁর বেপথু চিত্তের পরিচয়দানে, তিনি অসাধারণ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—তাঁর ভঙ্গীতে তিনি তার প্রকাশ-বৈচিত্র্য-চমৎকার ক'রে মনে মুদ্রিত ক'রেদিয়েছেন।

•

বাসবীর ভূমিকায় শ্রীমতী চিত্রার অভিনয়ও খুব ভালো। তাঁর কুণ্ঠাহীন বল্‌বার ভঙ্গী, তাঁর গলার স্বর, তাঁর আসা যাওয়া, তাঁর গাম্ভীর্য্য, চাঞ্চল্য সমস্তই এমন সহজ, সরল, সুন্দর যে তাতে হৃদয় তৃপ্তিলাভ করে। চতুর্থ অভিনয় রজনীতে মালতীর অংশে শ্রীমতী স্বরূপার অভিনয়ও চমৎকার হ'য়েছিল। অন্যান্য রজনীতে এই ভূমিকায় শ্রীমতী সুমিতার অভিনয়ও আমাদের বেশ লেগেছিল।

•

রত্নাবলীর ভূমিকায় শ্রীমতী লতিকার অভিনয় ও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বুদ্ধবিদ্বেষী, অহঙ্কার প্রমত্ত, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা চটুল, রাজকন্যার ভূমিকায় তিনি মনোমদ কলা-কুশলতা দেখিয়েছেন—রত্নিণীর অংশে শ্রীমতী অমিতার অভিনয়ও আমাদের মুগ্ধ কোরেছে। তাঁর আবৃত্তি বা ভঙ্গীর কোনো জড়তা ছিলনা। তাঁর কণ্ঠে—

নমো নমো বুদ্ধ দিবাকরায়,
নমো নমো গোতম চন্দ্রিমায়,
নমো নমো নন্ত গুণর্ণবায়,
নমো নমো শাকিয় নন্দনায়।

এই মন্ত্রটি আর 'হার মানালে, ভাঙ্গিলে অভিমান' এই গান্‌টি খুব চমৎকার শুনেয়েছিল।

•

শ্রীমতীর ভূমিকার, অভিনয়ের কথা আমরা কী বল্‌বো—কী ক'রে ব'লবো। সে যে অঙ্গহারের কমনীয় কবিতা, গতির হৃদয়-হরণ ছন্দ, ভঙ্গীর ললিত স্তব, সঙ্গীতের লীলায়িত মাধুর্য্য। বেশে, আবৃত্তিতে, দৃষ্টিতে, নর্ত্তনে সে যে কী নয়নজীবন সার্থক-করা ব্যাপার যাঁরা না দেখেছেন তাঁদের কী ক'রে বুঝাব? যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে কোন্ মানবদুর্লভ বাণীতে তার মূর্ত্তি জীবন্ত কোর্‌বো? মুগ্ধ চিত্তে, শ্রদ্ধাবিহ্বল আনন্দে, পুণ্য-প্রভাবে পবিত্রীকৃত আত্মার চরমসুখে কেবল তাঁর স্তব উদ্দেশ্যে জানিয়েই আমরা নীরব হ'লুম।

•

আমরা এমন আর কোনোদিন জীবনে দেখিনি—সেই লাবণ্য-নিদান নৃত্য বন্দনার তালে তালে আমাদেরও ডাইনে বামে, আমাদেরও নবজীবনের মাঝে, তার ছন্দ নামলো, নৃত্যরতার সমস্ত অবয়ব থেকে যেন লালিত্যের নির্ঝর ঝ'রে ঝ'রে পড়লো—তার ধারায় জীবন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। সুন্দরের প্রতিমা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে—তাকে শান্ত, সমাহিত, চরিতার্থ ক'রলে। শ্রীমতীর কথাতেই বলি:—

একি পরম ব্যথায় পরাণ কাঁপায়
কাঁপন বক্ষে লাগে
শান্তি সাগরে ঢেউ খেলে যায়
সুন্দর তায় জাগে
আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।
তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গীতে আজ
সঙ্গীতে বিরাজে॥

•

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে গত বুধবার ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'শোধবোধে'র অভিনয় হ'য়েছিল। অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চের খ্যাতি ক্ষুণ্ণ হয়নি।

•

বিগত ১৮ই মাঘ মঙ্গলবার স্থানীয় হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্রেরা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে অভিনন্দিত ক'রেছেন। প্রতিভার প্রতি ছাত্রদের এই সম্মান প্রদর্শন প্রশংসনীয়। আমরা এর বিস্তৃত বিবরণ আগামী সপ্তাহে দেব।

•

নাট্যমন্দিরে "নরনারায়ণে"র অভিনয়ে "শ্রীকৃষ্ণের" ভূমিকায় এবার শ্রীরবীন্দ্র মোহন রায় অবতীর্ণ হবেন এবং শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী 'কর্ণ' ও 'অর্জ্জুন' এই দু'টি ভূমিকাতেই দেখা দেবেন। নরনারায়ণের অভিনয়ের এ নূতনত্ব চিত্তাকর্ষক বটে!

"বাসন্তিকা"

গত শনিবার ১৫ই মাঘ "রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে"র বার্ষিক সভার অধিবেশনে মধুশ্লোককবি ও প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নবরচিত গীতি-নাটিকা—"বাসন্তিকা" অভিনীত হ'য়েছিল।

•

তিনটী মনোহর দৃশ্য নিয়ে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটী ফুলেরই মত বিকশিত হ'য়ে
ঠে' সকলের মনে রসসুরভি পরিপূর্ণ ক'রে দিয়েছে। আরম্ভ হ'তে শেষ
র্য্যন্ত যেন একটী সুরের কল্লোল নব নব ছন্দে নব নব তালে প্রবাহিত হ'য়ে
লেছে। এই গীতিকার সুরপ্রবাহে ও ক্রমবিকাশে কোনোরূপ কুণ্ঠা নাই—
ঞ্চল্য নাই—শান্তসুন্দর মোহন রূপের লীলায় লীলায়িত হ'য়ে রসিকের মন
'তে রসের-অমল নির্ঝর উৎসারিত ক'রে তোলে।

কবি নিপুণ-তূলিকায় শীত ও বসন্তের প্রাণের রঙটী ফুটিয়ে তুলেছেন।
ীতের সময় প্রকৃতির যে মূর্ত্তি প্রকাশ পায়—সে-রূপ তিনি তাঁর প্রথম গানেই মূর্ত্ত
'রে তুলেছেন। ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় দূর্ব্বাদলের বুকের ওপর দিয়ে যে
বেদনাহত সুর বেজে চলে—সেই সুর বেজে উঠলো কবির বীণায়—

"দূর্ব্বাদলের শ্যামল চোখে
আজকে শিশির অশ্রু ঝরে,
হিমেল শীতের শীতল বাতাস
মরুচে কেঁদে মাঠের 'পরে।
উষার প্রাণে তুষার ঢালা
গলায় দোলে শুক্‌নো মালা
শিউলীরা ঐ ধূলায় শুয়ে, মন যে
কেমন কেমন করে॥"

•

কবির ব্যাকুলতা ফুটে উঠলো—শান্তসংযত হ'য়ে। কারণ কবি জানেন—
-দিন যাবে—কেন না—শীতের প্রারম্ভে ও অবসানে বসন্তের আকুল বার্ত্তা
সে প্রকৃতির প্রাণে সাড়া দেয়। তাইতো দুঃখের দিনেও বনলক্ষ্মী ও বনবালাগণ
খের গান ভোলে না। তাদের সুরের ঝঙ্কার উঠলো—বনতলীকে কাঁপিয়ে—

"আমার প্রাণের একটী বাঁশী সদাই বাজে,
সদাই বাজে—
দুখের দিনে—সুখের দিনে—সমান তালে
সকাল সাঁঝে!
মন-ভোলানো ঐ আকাশে
বন-দোলানো ঐ বাতাসে
আলো ছায়ার মায়ালীলায়, সুরের খেলা
হৃদয়-মাঝে!"

•

শীতের দিনেও বসন্তের সুর হারিয়ে গেলো না। আকাশে ভেসে উঠলো—বসন্তের রূপ—বাতাসে বেজে উঠলো বসন্তের বাণী।—তখন বনবালারা সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত কল্পদেশে যা'বে ব'লে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা সুরে ব্যক্ত ক'র্‌লে,—যেখানে চাঁদের আলোকে স্নান ক'রে ফুল সদাই হাসছে, যেখানে কোকিলের অমৃতকাকলি তমালের শাখে শাখে মলয় মারুতের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌ছে,—যেখানে প্রজাপতিরা রঙীন্ পাখনা উড়িয়ে রঙের নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে—যেখানে শ্যামল শষ্পদলে মখমলের শয্যা রচিত আছে—সেই বসন্তপুষ্পিত দেশে গিয়ে তারা শুধু সুখের গীতি গাইবে।

•

বনলক্ষ্মী সুরের ঘা'য়ে অশোক, শিমুল, মাধবী, লালকরবী, আমের মুকুল—সকলকে জাগাতে লাগলো—সকলকে জানিয়ে দিলে—হৃদয়মনচঞ্চলকরা নোতুন হাওয়ায় "সবুজ নিশান কে ওড়াবে?"—সকলেই—সকলেই—বসন্তের আগমনে বসন্তের দেওয়া জয়ন্ত ধ্বজা উড়িয়ে দেবে,—তাই আজ বনলক্ষ্মী ব'ল্‌ছে—জাগো—জাগো—"নাচের তালে সবাই জাগো বাঁশীর গাওয়াতে!"

•

এবার বসন্তের আহ্বান সুরু হ'লো—
—"বসন্ত গো এসো এসো মনের সকল দুয়ার খুলে!"
সকলে আকুল আগ্রহে বসন্তকে ডাকতে লাগলো—এসো বসন্ত এসো—

তোমার আগমনীবার্ত্তা পেয়ে তোমার জাগরণীরূপ ঘুমন্ত বনের পাতায় পাতায় সঞ্চারিত হ'লো। তমাল-পিয়াল-বকুল বনে তোমার সাড়া ক্ষণে ক্ষণে চমকিত হ'য়ে উঠছে। তোমার রূপ সর্ব্বত্রে—চাঁদের আলোতে—নদীর শ্যামল কূলে—নীল আকাশের রঙের লীলায়। শীতের শিশিরআঘাতে এতোদিন কমল মৃত হ'য়েছিল—ধরণী ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিল—এখন তোমার রূপের লীলায় রঙের সুরে কমলকে নোতুন ক'রে গাঁথো—ধরণীকে নবীন রূপে রূপবতী ক'রে দাও।—

—"এসো এসো সকল ভোলা—
দোলাও তোমার আলোর দোলা,
বুলিয়ে চলো স্বপন-তূলি কাননভরা ফুলে ফুলে!"

•

বসন্তের আবির্ভাব হ'লো। তাই বুঝি ব্যাকুল আনন্দের সুরে বনবালারা গাইলে—

"হারে রে! রঙের বাঁশী বাজিয়ে কে আজ মন ভুলালো,—
বাসতে ভালো!"

প্রকৃতির ধ্যান পূর্ণ হ'লো;—সকলের কণ্ঠ হ'তে উল্লাসের সুর উৎসারিত হ'য়ে উঠলো—

—"ধ্যান সায়রের ওপার হ'তে
কে এলো আজ রূপের স্রোতে?
মরিরে! কোন্ কুহকে মন-গহনে ঘুচিয়ে কালো,—
—বাসতে ভালো!"

•

সবুজ বন। অতিথি বসন্ত ধরণীর দ্বারে এসে পৌঁছা'লো। সকল সবুজ প্রাণের চঞ্চল আহ্বানে বসন্ত আর স্থির থাকতে পারলে না। তাই তা'র দূরে থাকা হ'লো না। বসন্ত গাইলে—

"সাধ ক'রে আজ পথ ভুলে ভাই,
অতিথ্ আমি ভুবনদ্বারে,
সবুজ প্রাণের ডাক শুনেছি,
থাকতে দূরে পারবো নারে!
চাঁদের আলো, চাঁদের আলো!
তোমার সাধের কিরণ ঢালো,
নয়নতরী যায় ভেসে যায় নীলাকাশের পারাবারে!
আমার বিভোল চিত্ত মাঝে,
কোন্ রাগিণী নিত্য বাজে?
সেই সুরেতে বিশ্ববীণা—
শুনবো আমি—বাজবে কি-না!
ফুটিয়ে তুলে হাসির মত ফুলের কুঁড়ি ভারে ভারে!"

•

বসন্তের ডাকে সকলেই যেন পূর্ণ-জাগরণ পেলে। মুকুলের কাছে সংবাদ গেলো—বসন্ত এসেছে—ফুলপরীদের কাণে বসন্তের মুরলীমূর্চ্ছনা গিয়ে সাড়া দিলো,—নদীর তানে—নবীন বসন্তসমীরের ছন্দ বেজে উঠলো;—বসন্ত এসেছে—ওগো—বসন্ত এসেছে—সবুজ পাতায় তা'র রূপ ফুটে উঠেছে—পাপিয়ার গানে তা'র বাণী লীলায়িত হ'য়েছে। ফুলের গন্ধ পেয়ে নব-জাগরণ-মুগ্ধ মধুপ তা'র ভিক্ষাপাত্র হাতে প্রণয়িনীর কাছে মধু চাইতে আসছে। আর—

—"তারার আলোর নিছনিতে,
বাসন্তিকার গুঞ্জনে—
অশোক চাঁপার ঘোম্টা ভেঙেছে!"

•

বসন্তের আগমনে শীতের সহচরী কুহেলিকা ও নীহারিকা হতপ্রাণে হতাশার সুর তুলে' হিমালয়ের দিকে মিলিয়ে গেলো।

•

বসন্তের বিজয়-গাথা—পল্লবে পল্লবে, বেণুবনে, মাধবীবনে,—কোকিলের কুহরবে,—পাপিয়ার গানে, তটিনীর কল্লোল রাগিণীতে, কমলের সৌন্দর্য্যে—ঝঙ্কৃত হ'য়ে উঠলো। বিশ্বের প্রাণ বাউল হ'য়ে মরণ ভুলে'—উন্মত্ত আবেগে নৃত্য ক'রতে লাগলো। এই শীতের পিছনে যে সবুজ হাসি ঘুমিয়েছিল—সে হাসি কুসুমে কুসুমে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো।

•

বসন্তের এবার পূর্ণ প্রকাশ হ'লো। ফলে ফলে ফুলে ফুলে অলঙ্কৃত হ'য়ে কাননভূমি আনন্দ আলোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—প্রাণের রঙ দিক্ দিগন্তে ফুটে বেরুলো। বসন্তের জয়যাত্রা পূর্ণ হ'লো। বসন্ত তা'র অন্তরের বাণী শুনিয়ে দিলে—

"রূপকথা যে শুনতে এলেম,
ওরে অশোক তোদের কাছে,
সেই পুলকে দুলেল হাওয়া ঝুলন খেলে রঙ্গণ গাছে!
এসেছি আজ রঙের পুরে,
কিশোর কিশলয়ের সুরে,
ভুবনভরা রঙের ভাষা আমার প্রাণে লুকিয়ে আছে!"—

•

বনবালাদের গানে নোতুন সুরের পালা আরম্ভ হ'লো। এ-যে বসন্তের দান! এখন সকলের প্রাণে চঞ্চল ব্যাকুলতা বেজে উঠলো—তাইতো তা'রা গাইলে—

"বাসন্তিকার গলায় দোলে বিনি সুতার মালা—
সুরু হ'লো নতুন গানের পালা!
আজ ভুবনের মনে মনে সুরের আগুন জ্বালা
গাইবি কে আয় নোতুন গানের পালা!"

•

সমীরও উতলা হ'য়ে উঠলো। সে সকলকে ডাক দিলে—"গাইবি কে আয়,—গাইবি কে আয়",—এই সুরে সুরে রেবা নদীর তরঙ্গলীলায় উল্লাসের উন্মাতন নেচে উঠলো। পূর্ণিমা সোনার রঙ্গে পরিপূর্ণ রূপ পেলে।—বসন্ত আবার সকলকে ডাক দিলে—আনন্দের সংবাদ জানিয়ে দিলে—

—"শ্যাম সোহাগে আকুল হ'লো কাঁচা সবুজ পাতা
হৃদয়ে তা'র দোল-দোলানো ফুল-ফোটানো গাথা।
'গাইবি কে আয়, গাইবি কে আয়'—
বনের পাখী ডাকে ;—
তাই শুনে' মন হিসেব নিয়ে ঘরে কি আর থাকে!
আলোর বীণা বাজলো ওরে আঁধার করে আলা—
গাইতে হবে নোতুন গানের পালা!"

•

বসন্তের এই যে রঙ—এই যে রঙের লীলা—এ'তো অন্তরের রঙ—তাই আকাশে গাছে বনে ফলে ফুলে পল্লবে পাতায়—সেই চিরন্তন প্রাণের রঙ ;—তাই ধরণীর অন্তরের রঙ ফুটে উঠলো নবীন বসন্তের আনন্দের রঙে—কোমলতার রঙে। সেই রঙ চিরদিনই মনের অন্ধকূপে বেঁচে থাকে—ফুটে ওঠে—বসন্তের সাড়া পেলে—ঘাসের সবুজ বিকাশে, পাতার শ্যামল জাগরণে। বিশ্ব-প্রাণও বসন্তের আনন্দ দোলায় দোলায়মান হ'য়ে থাকে। শীত যখনই আসে—সঙ্গে ক'রে আনে সেই অনতিদূর বসন্তের ক্ষীণ দীর্ঘতান সুর।—তাই শীতের প্রাদুর্ভাবে বিশ্বের বাহির-মহল অসাড় হ'য়ে গেলেও—ভিতর মহলে বসন্তের গানের ধারা ফল্গুপ্রবাহের মত প্রবাহিত হয়। বসন্ত যখন আসে—ধরণীর পুনরায় জীবন ফিরিয়ে এনে দেয়—ফলে ফুলে সাজিয়ে বিশ্বের যৌবনকে চঞ্চল জাগরণে জাগ্রত ক'রে তোলে।

•

শীত যায়—বসন্ত আসে—বর্ষা আসে—শরৎ—হেমন্ত—আবার শীত আবার বসন্ত! সকল ঋতু আসে হাসি-কান্নার সম্ভার নিয়ে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গ বেলাভূমির ওপর এরূপ হাততালে আসে—যে সেই ঢেউয়ের দাগটুকু পর্যন্ত ক্ষণেকের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সেই রকম "বসন্ত—হেমন্ত—বর্ষা—শীত"—হাসি কান্নার আঁধার ও আলোর তরঙ্গ দোলায় বিশ্বের প্রাণ দুলিয়ে দেয়—তবু এ হাসিকান্নার কোনই চিহ্ন থাকে না।—শীতে এই ধরণীতে অশ্রু-শিশির ঝরে ব'লেই বসন্তে হাসির আলো বড় ভালো লাগে। বিশ্ব আপনার প্রাণের সাড়া পায়। তাই কবি ব'লেছেন—এ হাসিকান্নার গভীরতা নাই। এ হাসি-কান্নার বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। জগতে দিন-যামিনীর ছন্দে এই হাসিকান্না বেজে চ'লেছে। এই হাসিকান্না তরঙ্গের মত চঞ্চল, কেবলই চলে—থম্‌কে দাঁড়াবার অবকাশ নাই—বিশ্ব-মানবের প্রাণ-প্রবাহের সহিত ভেসে চ'লেছে।

•

কবি এই কথাগুলি তাঁর শেষ গানে নিপুণ মহিমায় প্রকাশ ক'রেছেন। বসন্ত ও শীত বনলক্ষ্মীর হাত ধ'রে সমস্বরে গাইলে—

"প্রণাম করি, প্রণাম করি,—
ওকে, নীল সায়রের মোহন নাবিক যায় ভাসিয়ে
রূপের তরী ?
ও-যার, বিশ্ব বীণার মূর্চ্ছনাতে
চন্দ্র তারা সূর্য্য মাতে,
চলে—কি বসন্তে কি হেমন্তে
বর্ষা শীতে রঙের হোরী!
প্রণাম করি, প্রণাম করি।
আহা, অশ্রু হাসির ভাবের ঘরে
অন্ধকারে জ্বলচে ব্যালো,
ও'রে, তা'র শিখাতে পথ চিনে মন
এই ধরণী বাস্‌বি ভালো!
সে—কে—মরুর বুকে কুসুম ফোটায়—
পাথর টুটে' ঝরণা ছোটায়,—
আসে—বাদল মেঘের আঁচল পটে
ইন্দ্রধনুর ছন্দ ধরি'!—
প্রণাম করি, প্রণাম করি!"

•

কবির রচনাচাতুর্য্যে এই চিরন্তন ভাবগুলি বিচিত্র মাধুর্য্যে ফুটে উঠেছে। এই অপরূপ রঙ্গলীলার লীলা-কর্ত্তাকে প্রণাম ক'রে কবি যবনিকা টেনে দিয়েছেন।

•

গানের অন্তরে কোমল মাধুরিমা দিয়ে তা'কে সত্যমূর্ত্ত ক'ত্তে হ'লে—প্রতিভা, দৈবী প্রেরণা—এবং গানের ছন্দে ছন্দে ছত্রে ছত্রে একটী মধুর গতি দেবার শক্তি—একান্ত আবশ্যক। কবির সৃষ্টির লীলায় শিশুর প্রকৃতি-সারল্য থাকা চাই। এইগুলির সহিত একটা অন্তর্দৃষ্টির যোগসাধনা প্রয়োজন,—কবিকে বলতে হবে—প্রকৃতির বা বিশ্বমানবের আনন্দ বা বিষাদের অন্তরে কী মাধুর্য্য জেগে আছে?—সেই দেখ্‌বার অন্তর্দৃষ্টি কবির আছে এবং যখন এই অন্তর্দৃষ্টি মানব মনে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে—বিশ্ব-মানবের জীবন ও প্রকৃতি হ'তে একপ্রকার ভাবের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ভাব মানব-অন্তঃকরণে প্রেরণা আনে। কবি আপনার প্রকৃতি অনুসারে তাঁর কল্পনাকে ভাষা দিয়ে গান গেয়ে আপনার গানে আপনি বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তখন তিনি প্রকৃতির সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় পান।—এই সূক্ষ্ম কোমল মধুর ভাব যখন গানে ব্যক্ত হয়—তখন ধীরে ধীরে এর প্রকাশ হয় না—কুমুদিনী ফুটে উঠে' জলের উপর আপনার পাপড়ির বিকশিত সৌন্দর্য্য ছড়িয়ে দিতে যেমন বিলম্ব করে না—তেমনই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে গানের মহিমা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মত প্রস্ফুট হ'য়ে ওঠে।

হেমেন্দ্রকুমারের "বাসন্তিকা"র গানগুলি ঠিক এমনই ভাবে আপনার অতুলনীয় মাধুর্য্য-মহিমায় মহিমান্বিত হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের নানা-সুরধারা প্রবাহিত হ'য়ে এসে—সেই এক আনন্দ-সুর-প্রবাহে মিলেছে।—

•

প্রকৃতির পুনর্জ্জন্ম—বসন্তের নবসজ্জার বিশ্বের নয়ন-সম্মুখে কিরূপে হয়—তা'র যেমন কোনরূপ সময়ের যথার্থ নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না—সেইরূপ গীতিনাট্যে গানের বিকাশ—অজ্ঞাতে, মধুর, অচিরে, ও অপার সুন্দর অনুপম হ'য়ে থাকে,—(যেমন কমলকলি হঠাৎ ফুটে উঠে)।—"বাসন্তিকা"ও ঠিক এইভাবে অম্লান কমলের মত বিকশিত হ'য়ে উঠেছে! এরূপ গীতিকা (symbolical play) আমাদের বাঙলা নাট্যসাহিত্যে অতি অল্পই আছে।

•

রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এই ক্ষুদ্র গীতি-নাটিকার সুন্দর অভিনয় ক'রে—এ'র গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছে। বিশেষ ক'রে "বনলক্ষ্মী" ও "শীতে"র অভিনয় কুশলতা ও গানের মধুরতা আমাদের বিমুগ্ধ ক'রে দিয়েছে। "বসন্ত"র অভিনয়ও সুন্দর হ'য়েছে—বলা যেতে পারে। অন্যান্য

ভূমিকারও অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বালিকাদের মনোহর অভিনয় আমাদের যেরূপ আনন্দ দিয়েছে—তদনুপাতে কর্ত্তৃপক্ষের বহু ত্রুটী আমাদের হতাশ ক'রেছে। দৃশ্যপটের দৈন্য এই উচ্চশ্রেণীর গীতিকাকে ম্লান ক'রে দিয়েছিল। এই ইচ্ছাকৃত দীনতার জন্য অভিনয়-সৌন্দর্য্য অনেক স্থানে ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে। বালিকাদের ভূমিকা-অনুযায়ী ভালো ক'রে সজ্জিত করা হয়নি। অনেক গানের সুর কবি হেমেন্দ্রকুমারের প্রস্তাব অনুসারে দেওয়া হ'য়েছিল, সেই সুরের ঝঙ্কার আমাদের অন্তর স্পর্শ ক'রেছে।

"বাণী"

চিত্র-জগৎ

—:•:—

শ্রীমতী মেবেল নরম্যাণ্ডের সঙ্গে তাঁর প্রযোজক শ্রীযুক্ত হ্যাল্‌রোচের মনোমালিন্য ঘটেছে—শ্রীমতীর স্বামী হ'লেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত লিউ কোডি।

•

'ডানা' (Wings) নামক চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্য প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী মেরি এ্যাষ্টার প্রযোজন-কর্ত্তৃত্বে তৈরী হ'য়েছে। ঐ দৃশ্যের ছবি নেবার সময় শ্রীমতী চিত্র সঙ্ঘের অতিথিরূপে সেখানে ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। এটি হোলো জনতার দৃশ্য—mob scene.

•

শ্রীযুক্ত জন্ জিল্‌বার্ট ও শ্রীমতী গ্রেটা গারবোকে চিত্র সংক্রান্ত কাজের অবসরে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা এমন ভাবে পরস্পরের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন ক'র্‌তে দেখেছেন, যে তাঁরা তাঁদের দুজনকে একই সংসারে বাঁধবার সম্ভাবনা বিষয়ে জল্পনা কল্পনা ক'র্‌ছেন।

•

এদিকে মেট্রো গোল্ড্‌উইন্ মেয়ার চিত্রসঙ্ঘের সঙ্গে শ্রীমতী গার্‌বোর গোল্‌যোগ চল্‌ছে। তিনি আমেরিকায় আস্‌বার আগেই চল্লিশ সপ্তাহ, সাপ্তাহিক ছ'শো ডলার নিয়ে, অভিনয় ক'র্‌বেন এই রকম চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছিলেন। কিন্তু আজ

তাঁর নাম খুব—তাঁর জন্যে সজ্য অনেক অর্থ পাচ্ছেন। চুক্তি থেকে মুক্তি পেলে তিনি সপ্তাহে ২০০০।৩০০০ ডলার রোজগার ক'রতে পারেন। কিন্তু চিত্রগজ্য আইনকে শিথিল ক'রবার আদৌ পক্ষপাতী নন্।

*

আমেরিকায় এসে বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিংসের হার হোলো। 'ভগবান-ভোলা মানুষ' (The man who forgot God) নামে শ্রীযুক্ত মরিট্জ্ ষ্টিলারের কর্তৃত্বে ও শ্রীযুক্ত এরিক পমারের তত্ত্বাবধানে তাঁর যে নোতুন ছবির কাজ আরম্ভ হ'য়েছে—একদিন 'ভালো নয়' বলে তিনি তার গল্পটিকে অগ্রাহ্য ক'রেছিলেন। আমেরিকা সেই গল্পই তাকে গ্রহণ করিয়েছে।

*

যশস্বী প্রযোজক শ্রীযুক্ত লোথার মেন্ডেসের আকর্ষণী-শক্তির প্রশংসা না ক'রেই পারা যায় না। শ্রীমতী ডোরোথি ম্যাকাইলকে কোনো চিত্রে তিনি অভিনয়-কার্য্য দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। তার পরে হঠাৎ একদিন দুজনের বিয়ে হ'য়ে গেল। ডোরোথিকে মেণ্ডেস্ তার ছ'সপ্তাহ আগে চিনতেনই না—ছ'সপ্তাহে এই ঘটনা ঘটাবার জন্যে শ্রীযুতকে বাহাদুরী দিতে হয়, তিনি খুব দ্রুতকর্ম্মী শিল্পী।

*

"ড্র্যাগণের গান" (Song of the Dragon) নামক চলচ্ছবিতে জার্ম্মান্ গুপ্তচরের ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীযুত লাওয়েল শার্ম্যান—শ্রীযুতের স্ত্রীও একজন বিখ্যাতা অভিনেত্রী—নাম, পলিন গারোঁ।

সিনেমা-শিল্পে লোক-শিক্ষা

(১)

জার্ম্মানির সিনেমা (কিনো) থিয়েটারগুলায় আজ-কাল অতি উচ্চ শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক ফিল্ম্ দেখানো হইতেছে। ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত ষ্টাইনাক্ মানুষের যৌবন বাড়াইয়া দিবার এক কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছেন। বহুদিন হইতে তাঁহার ল্যাবরেটারিতে এইদিকে পরীক্ষা চলিতেছিল। এই পরীক্ষাগুলা আলোক-চিত্রের সাহায্যে জনসাধারণের গোচর করা হইতেছে।

অস্ত্রচিকিৎসা, শরীরবিদ্যা, অস্থিতত্ত্ব এবং পশুবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্র যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা পরীক্ষাগৃহের ভিতরকার জটিলতাগুলা বেশ বিশেষরূপেই অবগত আছেন। সেইগুলার ছবি তোলা এবং ছবি তুলিয়া নাটকের আকারে প্রচার করা যার-পর-নাই বাহাদুরির কথা সন্দেহ নাই।

ষ্টাইনাকের যৌবন-বৃদ্ধি-প্রণালী দেখিতে আসিয়া জার্ম্মান্ নরনারীরা জীবজন্তুর জীবন গঠনরীতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছে। বুড়া পশুগুলাকে নেহাৎ অকর্ম্মণ্য অবস্থা হইতে কেমন করিয়া চাঙ্গা করিয়া তোলা হইয়াছে তাহার সচিত্র বিবরণ অতি সরলভাবে বুঝানো হইতেছে। কয়েকজন মানুষও ষ্টাইনাকের অস্ত্রচিকিৎসার প্রভাবে সুফল লাভ করিয়াছে। বৃদ্ধাবস্থায় তাহারা কিরূপে আবার যৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য অনেক পরিমাণে ফিরিয়া পাইয়াছে তাহাও ফিল্মের দৃশ্যাবলীতে "অভিনীত" হইতেছে।

ফিল্ম্-শিল্পের আলোকচিত্রের সাহায্যে এতদিন জগতের সর্ব্বত্র নানাদেশের প্রাকৃতিক ভৌগোলিক এবং সামাজিক দৃশ্য দেখানো হইতেছিল। জনসাধারণের ভিতর শিক্ষা প্রচারের কাজে সিনেমা থিয়েটার অনেক সাহায্য করিয়াছে। এক্ষণে উচ্চতম এবং সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানের অনুসন্ধানগুলাও "রাস্তার লোকের" সেবায় লাগিতে চলিল। অধিকন্তু ইস্কুল-কলেজের ল্যাবরেটারিতে যে-সকল ছাত্র ছাত্রী বিজ্ঞান শিখিতেছে, তাহাদের পক্ষে সিনেমার চিত্রগুলা পরম সুহৃৎ বিবেচিত হইবে।

(২)

রাইন্-জনপদের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একে একে জার্ম্মান্দের হাতছাড়া হইতেছে। কাজেই জার্ম্মান্-সমাজে রাইন-প্রেম জন্মিয়া উঠিয়াছে। সিনেমা শিল্পের সাহায্যে আবালবৃদ্ধবনিতার হৃদয়ে সেই আগুন আরও জ্বালাইয়া তোলা হইতেছে। আলোকচিত্রে জার্ম্মান্রা জার্ম্মানীর পুরাণো ইতিহাস দেখিতেছে। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে জার্ম্মান্রা কোথায় কিরূপ ভাবে বাস করিতেছিল তাহার চিত্রও প্রদত্ত হইতেছে। তাহার পর যুগে যুগে রাইন-দরিয়ার আশে পাশে জার্ম্মান্ ও বিদেশী সভ্যতার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। সেই সংঘর্ষগুলাও দেখানো হইতেছে।

গেটের সমসাময়িক বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসাধ্যাপক আর্ন্ড্ট শিখাইয়া গিয়াছিলেন—"রাইন্ জার্ম্মানির একটা সীমানামাত্র নয়। এই দরিয়া জার্ম্মান্ সভ্যতার এক নাড়ী বিশেষ। ইহার দুইধারকার সুদূরবিস্তৃত জনপদগুলি সবই জার্ম্মান জাতির জীবন-কেন্দ্র।" এই-সকল দৃশ্য দেখাইবার সময় স্বদেশী গান গাওয়া হইতেছে।

রাইন্-ফিল্মে ঐতিহাসিক তথ্যই একমাত্র দৃশ্যবস্তু নয়। আল্‌প্‌স পাহাড়ে রাইনের উৎপত্তি, পরে জার্ম্মানিতে পতন এবং হল্যাণ্ডে মোহনা ইত্যাদি ভূগোল এবং ভূতত্ত্বের অনেক কথাই আলোকচিত্রে আলোচিত হইতেছে। অধিকন্তু রাইনের উপরকার প্রত্যেক শহরের ফ্যাক্টরি, বন্দর, শিল্পসম্পদ, বিদ্যাগৌরব সবই চক্ষুগোচর হইতেছে। স্বদেশপ্রীতি জাগাইবার সঙ্গে সঙ্গে সিনেমা-শিল্পীরা জনগণের জ্ঞানের সীমানা বাড়াইয়া দিতেছেন।

ক্রমশঃ

প্রবাসী ১৩৩০। শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নমো নটনাথায়

মহাভারতের কথা অমৃত সমান

নাট্যমন্দিরে

এসপ্তাহে অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটনা

নর-নারায়ণে

দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভূমিকায়

কর্ণ ও অর্জ্জুনরূপে দেখা দিবেন

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন—১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ২২শে মাঘ, রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥০ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের

অভিনব পৌরাণিক নাটক

নর-নারায়ণ নর-নারায়ণ

(বিংশ ও একবিংশ অভিনয় রজনী)

কর্ণ ও অর্জ্জুনের ভূমিকায়

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয় পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কাত্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

[নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৮শে মাঘ
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের অভিনেতারা এদেশে দীর্ঘকাল ঘৃণিত হ'য়ে এসেছেন। নটীদের সঙ্গে একত্রে অভিনয় করার অপরাধে সমাজে তাঁরা প্রায় একরকম 'একঘরে' হ'য়েই পড়েছিলেন। রঙ্গালয়ের বাইরে তাঁদের স্থান যেখানে ছিল সেটা যে খুব গৌরবজনক বা সম্মানিত নয় সে কথা বলাই বাহুল্য; বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীতই বলা যেতে পারে। এমন কি তখনকার কালে থিয়েটারের অভিনেতাদের পুত্র কন্যার সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল। সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে অনেকস্থলে তাঁরা নিমন্ত্রিত হতেন না। তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় রাখা অনেকেই লজ্জাকর ও নিন্দনীয় বলে মনে করতেন।

শ্রীমতী নীহারবালা

এমনিভাবে সকলের অবজ্ঞা অবহেলা ও অনাদর বহন করে, দেশের মধ্যে এক প্রকার "জাতে-ঠেলা" হয়ে থেকেও যে কজন সাহসী শিল্পী নিজেদের সর্ব্ব স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে এদেশে প্রকাশ্য নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ও তার ভিত্তি সুদৃঢ় ক'রে গেছেন, সেই সকল বীরেরা আজ সকলেই প্রায় স্বর্গারোহন করেছেন। কেবল এদেশের একান্ত সৌভাগ্যবশতঃ একমাত্র বৃদ্ধ অমৃতলাল বসু এখনও জীবিত আছেন, তাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কিছুদিন পূর্ব্বে তাকে অভিনন্দিত করে তাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেদিন এদেশ তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব থেকে বঞ্চিত করে রেখে যে পাপ অর্জ্জন করেছিলেন, জাতির ললাটে যে অখ্যাতির লজ্জা লেপন করে রেখেছিলেন, কর্ত্তব্যচ্যুতির যে অমার্জ্জনীয় দোষে অভিযুক্ত হয়েছিলেন, বাঙলার নাট্যশালার প্রথম পূজারীদের একমাত্র অবশিষ্ট প্রতিনিধিকে তার জীবন সন্ধ্যায় যথোপযুক্ত সমাদরে সম্বর্দ্ধিত ক'রে তারা তাদের সে বিগত দিনের ত্রুটী বিচ্যুতি অনেক খানি সংশোধিত করে নিতে পেরেছিলেন।

•

আজ আর নাট্যশালার নট-নটীরা এদেশে ঘৃণার পাত্র নন। আজ দেশ তাদের যোগ্য সমাদর করতে শিখেছে। শিল্পীর প্রাপ্য সম্মান ও গৌরব থেকে আজকের অভিনেতা বা অভিনেত্রীরা কেউ বঞ্চিত নন। দেশের শিক্ষিত ভদ্র যুবকেরা আজ আর রঙ্গালয়ে যোগ দান করতে ভয় পান না। কারণ দেশ আজ তাদের শ্রদ্ধা করতে শিখেছে। শহরের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ একাধিক সাধারণ নাট্যশালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। দেশের মনীষী সুধী বিদ্বজ্জন বর্গও আজ প্রকাশ্য রঙ্গালয়ের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। নটের পেশা আজ আর হীন কর্ম্ম বলে বিবেচিত হয় না। সমাজে আজ আর তারা 'একঘরে' নন। সুঅভিনেতাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আজ গুণগ্রাহীদের মধ্যে দ্বিধার চেয়ে আগ্রহই সমধিক পরিস্ফুট দেখতে পাওয়া যায়। দেশ আজ তার অভিনেতার গুণ গৌরবে গর্ব্ব অনুভব করতে শিখেছে। আজ আর অভিনয়-জীবীরা জাতে-ঠেলা হ'য়ে নেই, জাত তাদের বহুমানে মর্য্যাদার আসনে তুলে নিয়েছে।

•

তাই সেদিন যখন শুনলেম যে 'হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের' উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রবৃন্দ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সম্বর্দ্ধনা করবেন, তাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান ক'রে সম্মানিত করবেন, সে কথা শুনে আমরা কিছুমাত্র বিস্মিত হইনি! দেশের গুণীর সমাদর হতে দেখলে জাতির ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে উঠতে পারা যায়।

কারণ এটা জাতির একটা জীবনের অভিব্যক্তি, তার প্রাণের সজীবতার পরিচয়! আমরা তাই আহুত হ'য়ে এই অভিনন্দন-সভায় আনন্দের সঙ্গে যোগদান করেছিলুম। কর্ত্তব্য বিমুখ দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধারেদের আজ এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে আমরা তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারছিনি। তাঁরা বাঙ্‌লা দেশের ও বাঙ্‌লা জাতির মুখরক্ষা ক'রেছেন। 'হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের' কৃতী ছাত্রবৃন্দ দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক অভ্যাগতকে পুষ্পাঞ্জলি দানে সাদর অভ্যর্থনা করছিলেন। সবুজপত্র সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। সভাস্থলে নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপধ্যায়, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় ও নলিনীকান্ত সরকার, কবি নরেন্দ্র দেব, অভিনেতা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বহু জ্ঞানী গুণী ও শিল্পীর সমাবেশ হয়েছে দেখা গেল। হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের আইন অধ্যায়ী বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রবৃন্দের সদল সমাবেশে লাইব্রেরীর হলটি ও তার দু'পাশের বারান্দা জনাকীর্ণ হ'য়ে উঠেছিল।

•

সভাপতির আদেশ পেয়ে একটি প্রিয়দর্শন যুবক উঠে একখানি শোভন সুন্দর ও সুচিত্রিত অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন।

অভিনন্দন পত্র

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী

হে নবযুগের শ্রেষ্ঠ নটবীর, বাঙ্‌লায় নাট্য-শিল্প-সাধন-ক্ষেত্রে তুমি তোমার ঐন্দ্রজালিক প্রতিভার মায়াস্পর্শে যে নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছ, তাহার বিপুল উচ্ছ্বাস আজ আমাদের রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব্ব বিপ্লবের সূচনা করিয়াছে!

ওগো রূপদক্ষ! তোমার প্রদীপ্ত প্রতিভার উজ্জল প্রভায় বাঙ্‌লার কলা-সরস্বতী এক অভিনব মূর্ত্তিতে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছেন। তোমার সেই দিব্য প্রতিভার যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিবার সুযোগলাভে আমরা ধন্য!

ওগো নবীন, তোমার সবুজ প্রাণে শক্তি রসের অজস্র ধারা গতির উল্লাসে অতীতের সকল বাধা লঙ্ঘন করিয়া বাঙ্‌লার নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায় পূর্ণ করিয়াছে।

পুরাতনের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া, হে নূতনের সারথি, সেই সংগ্রামে সকল অপমান ও লাঞ্ছনা সহিয়া একাকী সত্যের মহিমায় দাঁড়াইয়া থাকিবার সাহস ও গৌরব তোমারই।

নাট্যকলার স্রোতোধারাকে উজান বহাইয়া দিবার জন্য তুমি যে শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলে তাহার আহ্বানে বাংলার তরুণ প্রাণ আজ সাড়া দিয়াছে,—ইহাই তোমার যাত্রা পথের সকল দুঃখ সকল বেদনার পরম সুখ ও সান্ত্বনা।

হে বরেণ্য, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হউক! তুমি আমাদের শ্রদ্ধার অঞ্জলি গ্রহণ কর।

হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের ছাত্রবৃন্দ
সন ১৩৩৩ সাল, ৮ই মাঘ।

এই অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর দিতে উঠে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি নট, নাট্যকার, রঙ্গমঞ্চ, অভিনয় এবং নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছিলেন। তিনি উঠে প্রথমেই বলেন যে অভিনেতা হিসাবে কোনও ব্যক্তিগত সম্মান গ্রহণে তিনি কোনও দিনই সম্মত হননি আজকের এই অভিনন্দন পাবার মতো যোগ্যতা ও উপযুক্ত সময় তাঁর হয়েছে কিনা সে বিষয়েও তিনি কৃতনিশ্চয় নন, তথাপি আজকের এই অভিনন্দন গ্রহণে তিনি অস্বীকৃত হ'তে পারেননি তার কারণ এ সম্মান আসছে এমন একটি বিশেষ দলের কাছ থেকে যাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে উচ্চশিক্ষিতেরা অভিনেতাদের সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত করতে ঘৃণাবোধ করতেন, তাঁরাই আজ তাঁর মতো একজন নটব্যবসায়ীকে সমাদর করতে চেয়েছেন শুনে তিনি অভিনেতাদের 'জাতে ওঠবার' এ সুযোগকে অবহেলা ক'রতে পারেননি।

•

তিনি আরও বলেছেন যে অভিনেতাদের যে চরিত্রহীন বলে লোকে ঘৃণা করে সেটা তাঁদের অত্যন্ত ভুল! অভিনেতাদের অসচ্চরিত্র হবার সম্ভাবনা, সুযোগ এবং অবকাশ সবার চেয়ে কম। তারা যদি অনিয়মে অনাচারে জীবন যাপন করে তাহ'লে নটের সাধনা থেকে তাকে ভ্রষ্ট হ'তে হবে। যে কণ্ঠস্বর তাঁদের একমাত্র সম্পদ শরীরের প্রতি ঈষৎ অত্যাচারে তা নষ্ট হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। অভিনেতৃদের উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন সম্বন্ধে বিলাতের সমালোচকদের বিরুদ্ধে ম্যাডাম মেলবার উক্তি উদ্ধৃত ক'রে তিনি বলেন যে এই সুকণ্ঠ গায়িকা তাঁদের এই বলে challenge করেছিলেন যে আজ বিশবৎসর ধ'রে তিনি গান করছেন। এই বিশবৎসরের মধ্যে তার কণ্ঠে একদিনের জন্যও একটি বেসুরো আওয়াজ নির্গত হয়নি। তাঁরা কেউ কি এমনটি পারেন? তা ছাড়া শিশিরবাবু আরও একটা কারণ দেখালেন যে অভিনেতারা mixed Company অর্থাৎ নরনারীর অবাধ মেলা মেশার সুযোগে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে বলে তাদের পদস্খলনের আর কোনও সম্ভাবনা থাকেনা। প্লেগ বসন্ত প্রভৃতি রোগে 'টিকা' দেওয়াটা যেমন কাজ করে, অভিনেতাদেরও এই বিভিন্ন চরিত্রের নারীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার সুযোগ কোমল জাতির আকর্ষণ থেকে তাদের রক্ষা ক'রে! তিনি নিজের সম্বন্ধেও বলেছেন যে অধ্যাপক শিশিরকুমার অপেক্ষা অভিনেতা শিশিরকুমার নাকি মানুষ হিসাবে অনেকখানি উন্নত হয়েছেন! আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলতে চাইনি। শিশিরকুমারের এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে একমাত্র কালই যথাকালে সাক্ষ্য দেবে, আমরা শুধু একটা কথা না বলে থাকতে পারছিনি যে—

শিশিরবাবু আজ চার পাঁচবৎসর রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরে থেকে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যদি অভিনেতাদের সম্বন্ধে এই জ্ঞানলাভ ক'রে থাকেন তাহ'লে আমাদের অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এ অভিজ্ঞতা মূল্যহীন!

•

অভিনন্দন পত্রের একটা কথার তীব্র প্রতিবাদ করে শিশিরকুমার যথার্থই বলেছেন যে এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নেই, যা কালকের নূতন ছিল আজ তাই পুরাতন হয়েছে আর আজকের যা নূতন কাল তা পুরাতন হ'য়ে পড়বে। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের কোনও বিরোধ নাই। পুরাতন ছিল বলেই আজ নূতনের সম্ভব হ'য়েছে। স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী প্রভৃতির ন্যায় শক্তিশালী অভিনেতা যে এ যুগে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন এবং তাঁদের কাছে এদেশের রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যকলা যে কতখানি ঋণী সে কথায়ও তিনি উল্লেখ করতে ভোলেননি। নূতনের মধ্যে তিনি বলেছেন কেবল "প্রয়োগশিল্প"ই একমাত্র এ যুগের দান। গৈরিশিক যুগে প্রয়োগশিল্পের কোনও অস্তিত্ব ছিল না!

•

শিশিরবাবু আর একটা কথা বলেছেন যেটা বাঙলার রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মোটেই আশাপ্রদ নয়। তিনি বলেছেন যে এদেশের দর্শকেরা থিয়েটার

দেখতে আসা সম্বন্ধে এতই উদাসীন যে রঙ্গালয়ের উন্নতি সাধন তো দূরের কথা নাট্যশালা পরিচালনা করাই দুরূহ ব্যাপার হ'য়ে উঠেছে। এইরূপ অবস্থা যদি আর কিছুদিন থাকে তাহ'লে এদেশের নাট্যশালার দ্বারগুলি একে একে বন্ধ করে দিতে হবে। য়ুরোপীয় নাট্যশালার সঙ্গে আমরা কথায় কথায় আমাদের দেশের রঙ্গালয়ের তুলনা করি কিন্তু আমাদের মধ্যে ক'জন নিয়মিত প্রবেশ মূল্য দিয়ে থিয়েটার দেখতে যাই? সে-দেশের দর্শকেরা একই নাটকের অভিনয় প্রতি রাত্রে অর্থব্যয় করে দেখতে যায় কারণ অভিনয় দেখাটা তাদের একটা অভ্যাসের মধ্যে। আমাদের এখানে রঙ্গালয়ের অধিকারীদের বিনামূল্যে ছাড়পত্র দেবার অনুরোধে বিব্রত হ'য়ে পড়তে হয়।

শিশিরবাবুর এ কথাটা খুবই খাঁটি। আমরা দেখেছি শহরের বিশিষ্ট ধনী ও সম্পত্তিসম্পন্ন অধিবাসীরাও এখানে ফ্রী পাশে থিয়েটার দেখতে আসতে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করেন না! এ অবস্থা রঙ্গালয়ের পক্ষে সত্যই ক্ষতিজনক।

•

নটবৃদ্ধ অমৃতলালও নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যেন শিশিরবাবুরই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন যে নূতন ও পুরাতনে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। পুরাতন নূতনেরই পিতামহ এবং নূতন যা তা সেই পুরাতনেরই আত্মজ ও বংশধর। "সবুজ" কথাটা আজকাল খুবই ব্যবহার হতে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তিনি নাকি আজ পর্য্যন্ত এই "সবুজ" কথাটার কী অর্থ তা আবিষ্কার করতে পারেননি! তাঁর একথার উত্তরে সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তাঁকে বলেন যে যা শ্বেতশুভ্রের বিপরীত তাই সবুজ! সে যাই হোক্, শিশিরকুমারের এই সম্বর্দ্ধনায় অমৃতলাল যে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছেন একথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। গিরিশ, অর্দ্ধেন্দুশেখর, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতির অন্তর্ধানের পর বাঙলার রঙ্গালয়ের যে দুরবস্থা এসেছিল সে দেখে তিনি নাট্যশালার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একান্ত হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন, কিন্তু আজ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও অহীন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী নটের আবির্ভাবে তিনি আবার আশান্বিত হ'য়ে উঠেছেন। তাঁদের হাতে গড়া এই জিনিসটি যে রক্ষা পাবে, শুধু তাই নয়, দিন দিন সে-যে উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে এ দেখে তিনি এখন সুখে চক্ষু মুদিত করতে পারবেন।

•

আজ দেশের লোকে অভিনেতাদের সম্মান ও সমাদর করতে শিখেছে, এ দেখে তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সাধনা সফল হ'য়েছে বলে মনে করে আনন্দিত হ'চ্ছেন। একদিন ছিল যেদিন তাঁরা জনকয়েক সহায় সম্পত্তি হীন বন্ধু সর্ব্বস্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে এদেশে নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাকল্পে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা নিজেরাই বাঁশ কেটে এনে, কাঠ ব'য়ে এনে রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করেছিলেন। নিজেরাই দৃশ্যপট এঁকেছিলেন, পোষাক তৈরী করে নিয়েছিলেন এবং মই সিঁড়ি ঘাড়ে নিয়ে প্রকাশ্য রাজপথের প্রাচীর গাত্রে নিজেদেরই রচিত নাটকাভিনয়ের বিজ্ঞাপন ও ঘোষণাপত্র এঁটে বেড়িয়েছিলেন। অর্থে সামার্থ্যে জীবনপাত ক'রে তাঁরা সেদিন যে মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিলেন শিশিরকুমার প্রমুখ নবযুগের শিল্পীরা যদি আজ অভিনব কারুকার্য্যে খচিত করে সে মন্দিরের শোভা সৌন্দর্য্য পূর্ব্বের চেয়ে বৃদ্ধি করে থাকেন তবে তাঁরা নটকুলের সুসন্তানের উপযুক্ত কার্য্যই করেছেন। এ যদি তাঁরা না করতে পারতেন, পিতৃ-পিতামহের নির্ম্মিত একতলা কুটীরখানিকে যদি তাঁরা আজ ত্রিতল

অট্টালিকায় রূপান্তরিত করতে না পারতেন, তাহ'লে তিনি তাঁদের অযোগ্য ও কুপুত্র বলেই অভিহিত করতেন।

•

শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শিশিরবাবুর দু'একটি কথার প্রতিবাদ করে বলেন যে দর্শকের অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী হয়ে ব'সে থাকলে নাট্যশালা পরিচালন করা চলবে না। প্রতিভাবান শিল্পীকে তার দর্শক নিজে সৃষ্টি করে নিতে হবে। উৎকৃষ্ট নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় আয়োজন করে দর্শক সমাজকে আকর্ষণ করে আনতে হবে! আমরা তাঁর একথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। এবং প্রমাণ স্বরূপ বলতে পারি যে ষ্টারে "কর্ণার্জ্জুন" ও নাট্যমন্দিরে "সীতার" অভিনয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছিল বলেই দীর্ঘকাল ধরে এই নাটক দু'খানির অভিনয়ে উভয় রঙ্গালয়েই দর্শকের অভাব হয়নি। কিন্তু অন্যান্য নাটকাভিনয়ে আজ আর তেমন প্রচুর দর্শক সমাগম হয়না কেন? তার কারণ দর্শকদের ঔদাসিন্য নয়, রঙ্গালয়ের পরিচালক বর্গেরই আলস্য ও ঔদাসীন্য!

•

"কর্ণার্জ্জুন" ও "সীতার" দর্শকেরা তার পরও বহুবার বহু নাটকের অভিনয় দেখতে বারম্বার দল বেঁধে এসেছিল কিন্তু প্রতিবারই তারা হতাশ হ'য়ে অতৃপ্ত ও বিফল মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসে আজ একেবারেই নিরুদ্যম ও নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়েছে। রঙ্গালয়ের উপর আজ তারা একেবারেই আস্থা হারিয়েছে। নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতেও আজকাল অধিকাংশ নাট্যশালার প্রেক্ষাগার দর্শকশূন্য দেখতে পাওয়া যায় তার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, বারম্বার নূতন নাটকের প্রথম অভিনয় রজনীতে অভিনয় দেখতে গিয়ে তারা ঠকে এসেছে। তারা দেখেছে সম্প্রদায় একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় অভিনয় করতে নেমেছেন। অধিকাংশ অভিনেতার তখনও পর্য্যন্ত স্ব স্ব ভূমিকা ভালরূপ আয়ত্ত হয়নি। দৃশ্যপটও সবগুলি আঁকা তখনও সমাপ্ত হয়ে ওঠেনি। পোষাক ও অলঙ্কার, আসবাব ও মঞ্চসজ্জা এমন কি নৃত্যগীত ও আলোক সম্পাতও তখনও পর্য্যন্ত সুব্যবস্থিত হওয়া দূরে থাক্ বরং তার বে-বন্দোবস্তই বেশী পরিলক্ষিত হয়েছে! সুতরাং নাট্যশালার আজকের এই দুরবস্থার জন্য আমাদের মনে হয় বিভিন্ন সম্প্রদায় নিজেরাই সমধিক দায়ী।

•

গত শুক্রবার "ষ্টুডেন্টস্ ক্লাবের" সভ্যগণ নাট্যমন্দিরে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের "পাণ্ডব গৌরব" নাটকাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। আমরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে এই অভিনয় দেখতে গিয়ে তৃপ্ত হয়ে এসেছি। "পাণ্ডব গৌরবের" মতো একখানি সুবৃহৎ কঠিন নাটকের অভিনয় আয়োজন ক'রে এই সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়টি অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা অভিনয় দেখতে যাবার পূর্ব্বে ভেবেছিলেম যে হয়ত ষ্টুডেন্টস ক্লাবের সভ্যগণ এই নাটকের অভিনয়ে আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করতে পারবেন না। কিন্তু অভিনয় দেখে আমাদের সে আশঙ্কা মিথ্যা বলে সপ্রমাণিত হয়েছে।

•

"পাণ্ডব গৌরব" একখানি চরিত্র বহুল নাটক। স্ত্রী ও পুরুষের এমন একাধিক ভূমিকা এতে আছে, রূপদক্ষ নিপুণ নট ব্যতীত যে গুলির সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হওয়া সম্ভবপর নয়। কিন্তু একথা স্বীকার করতে হবে যে "ষ্টুডেন্টস ক্লাবের" সভ্যগণ এ অগ্নি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়েছেন। সাত্যকী, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন, কঞ্চুকী প্রভৃতি কয়েকটি পুরুষের ভূমিকা আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। বিশেষ ক'রে 'সাত্যকী'র ভূমিকায় যে তরুণ শিল্পী অবতীর্ণ হয়েছিলেন নবযুগের কলা সম্মত অভিনয় কৌশলে তিনি যে অদ্ভুত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন তা সর্ব্ববাদীসম্মত। 'দণ্ডীরাজের' নিম্নশ্রেণীর অভিনয় আমাদের আশানুরূপ ভাল লাগেনি এবং 'ভীমের' ভূমিকার অভিনয়ও যে বেশ উচ্চ শ্রেণীর হয়েছিল একথা কোনমতেই বলা চলে না। তাঁর প্রচণ্ড চীৎকার ও বিকট অঙ্গভঙ্গী শুধু যে অসুন্দর হয়েছিল, তাই নয়, রীতিমতো পীড়াদায়ক ব'লে বোধ হচ্ছিল। প্রসিদ্ধ অভিনেতাদের অভিনয়ের অনুকরণ যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে তা এই রকমই অসহ হ'য়ে ওঠে। নারী চরিত্রের মধ্যে সুভদ্রার ভূমিকায় অভিনয় প্রশংসনীয় হয়েছে বলা যেতে পারে কিন্তু "উর্ব্বশীর" চখে-মুখে ভাবাভিব্যক্তির একান্ত অভাব হওয়ায় তাঁর সুন্দর আবৃত্তি সত্ত্বেও অভিনয় প্রাণহীন বলে মনে হচ্ছিল। নৃত্যগীতও যে এঁদের বিশেষ শ্রবণ মধুর হয়েছিল তা নয়, তবে মোটের উপর সমগ্র অভিনয় মন্দ হয়নি।

•

গত সপ্তাহে নাট্য মন্দিরে "নর নারায়ণের" অভিনয়ে 'কর্ণ' ও 'অর্জ্জুন' এই উভয় ভূমিকাতেই শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 'নর নারায়ণের' অভিনয়ে পাণ্ডব পক্ষ এতদিন যেন নেহাৎ একেবারে 'শ্রীকৃষ্ণ' পদাশ্রিত ও দ্রৌপদীর অঞ্চল-ধৃত হয়ে চলছিলেন, এবার শিশিরকুমার 'অর্জ্জুন'রূপে তাদের মধ্যে উপস্থিত থেকে পাণ্ডব পক্ষে যেন একটা নবজীবনের সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা হ'লেও, ভূবন বিজয়ী গাণ্ডীবধারী পার্থ মহারথী যে একেবারে শ্রীকৃষ্ণের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন না, তৃতীয় পাণ্ডবের নিজের ব্যক্তিত্বও যে কিছু ছিল, শিশির বাবুর অভিনীত অর্জ্জুনের মধ্যে আমরা এবার পার্থের সে পরিচয়টুকু পেয়েছি।

•

নরনারায়ণের অভিনয়ে আরও অনেক ভূমিকার অদল বদল হ'য়েছে দেখা গেল। শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় বিশ্বনাথের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, পরশুরামের ভূমিকায় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী মহাশয় দেখা দিয়েছিলেন। নকুলের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর পরিবর্ত্তে রামময় বাবু নেমেছিলেন। দুঃশাসনের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সুহাস বাবুর পরিবর্ত্তে হীরালাল বাবু সেজেছিলেন। এতগুলি পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যে 'নরনারায়ণের' অভিনয় গৌরব পূর্ব্বের চেয়ে একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি এইটুকুই ছিল তার বিশেষত্ব।

•

'জনায়' শ্রীকৃষ্ণ রূপে রবীন্দ্রমোহন যে সুযশ অর্জ্জন করেছিলেন নরনারায়ণের: 'শ্রীকৃষ্ণে' তার সে খ্যাতি অটুট থাকবে তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে তিনি বিশ্বনাথ বাবুর 'শ্রীকৃষ্ণের' ছবি আমাদের একটুও ভুলিয়ে দিতে পারেননি। যোগেশবাবুর পরশুরাম আমাদের আশাতীত রকম ভাল লেগেছে। রামময় বাবুর 'নকুলে' তরুণ মাদ্রীসুতেরই পরিচয় পাওয়া গেছল কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্মের ছদ্মবেশ বৃহন্নলা মনে হয়নি। হীরালালবাবুর 'দুঃশাসন' সমস্ত শাসনের অতীত বলে মনে হ'লো। কর্ণের প্রসাদ সংলগ্ন উদ্যানের দৃশ্যপটটি এবার নূতন সংযোজিত হয়েছে দেখা গেল। শিল্পী রমেন্দ্রনাথ এই উদ্যান চিত্রের পরিকল্পনায় একেবারে খাঁটি ভারতীয় শ্রীর বৈশিষ্ট্যটুকু ফুটিয়ে তুলেছেন দেখে আমরা প্রীত হয়েছি।

•

গত রবিবার ষ্টার থিয়েটারের "চণ্ডীদাস" অভিনয়ে 'রামীর' ভূমিকায় শ্রীমতী নীহার বালার অপূর্ব্ব অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হয়ে শ্রীযুক্ত বাবু পুলিন বিহারী সেন তাঁকে একটি বহুমূল্য মুক্তাহার উপহার দিয়েছেন, এবং 'হারাধনের' ভূমিকায় শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দাসের অভিনয় দর্শনে প্রীত হ'য়ে তাঁকে একটী সোনার হাত-ঘড়ী পুরস্কার দিয়েছেন। আমরা পুলিন বাবুর এ গুণগ্রাহীতার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি এবং আশা করি দেশের অন্যান্য ধনী যুবকেরা পুলিন বাবুর সৎ-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুঅভিনেতা ও অভিনেত্রীর অভিনয় নৈপুণ্যের যথোপযুক্ত সমাদর করে তাদের উৎসাহ দিতে কোনওদিনই কুণ্ঠিত হবেন্ না। শ্রীমতী নীহার বালার সুকুমার অভিনয় সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে বাঙ্লা দেশের একজন যশস্বী কবিও তাঁকে কিছু উপহার দিয়েছেন। সে মণিকাঞ্চন নয়, কবির রচিত একটি কবিতা মাত্র! আমাদের মনে হয় কবির এ শ্রদ্ধা প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি মণিকাঞ্চনের চেয়েও অধিক মূল্যবান।

•

গভর্ণমেণ্ট আর্ট ইস্কুলের হোষ্টেলের ছেলেরা প্রতিবৎসরই মহাসমারোহে সরস্বতী পূজার আয়োজন করে, এবারও করেছিল। কিন্তু দেবীর প্রতিমা এবার ছেলেরা নিজেরাই নির্ম্মাণ করেছিল। আমরা সে মূর্ত্তি দর্শনে বিস্ময়ে আনন্দে পুলকিত হ'য়ে মূর্ত্তি শিল্পী তরুণ ভাস্কর শ্রীমান কিশোরী মোহনের উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি। কলিকাতা শহরে এবার অন্ততঃ বিশ হাজার সরস্বতীর প্রতিমা পূজা হয়েছিল, কিন্তু এমনটি বোধ হয় আর কোথাও হয় নি। এমন কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা শ্বেত পদ্মাসনা সারদার স্বর্গীয় মূর্ত্তি আর কোথাও চখে পড়েনি! এ মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই যেন দেবী মূর্ত্তি বলে চেনা যায়। এ মূর্ত্তির সুচারু গঠন পরিপাট্য ভারতীয় অতীত স্থাপত্যকলার দেব-দেবীর প্রাচীন শিলামূর্ত্তি স্মরণ করিয়ে দেয়। শহরের প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেক ইস্কুল কলেজ ও হোষ্টেলে এবার থেকে দেবীর এইরূপ কলা সম্মত ও ধ্যানানু-মোদিত মূর্ত্তি পূজা হ'তে দেখলে আমরা সুখী হবো।

•

"জয়দেব" প্রণেতা হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁহার বহু যাত্রা গানের বই ছিল—এই সব যাত্রার বই বিশেষ সুখ্যাতির সহিত নানান দলে অভিনীত হয়েচে। তাঁর একমাত্র বই "জয়দেব" থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। এই বইখানি বহু ভক্ত দর্শককে তৃপ্তি দিয়েছিল। ক্রাউন সিনেমায় তাঁরই "জয়দেব"আজ দশ সপ্তাহ বহুলোককে আকর্ষণ করছে। মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে তাঁর ভক্তিমূলক আর একখানি নাটক 'তুলসীদাস' অভিনীত হবে বলে' ঘোষণাপত্র শহরের প্রাচীরে প্রাচীরে দেখা দিয়েছে। দুঃখের বিষয় এই "তুলসীদাসের" অভিনয় তিনি নিজে দেখে যেতে পারলেন না। আমরা তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।

চিত্র-জগৎ

শ্রীযুক্ত ক্যানিং পলক্সের বিখ্যাত যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নাটক "শত্রু" (the enemy) চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করবার অধিকার মেট্রো গোলডুইন মেয়ারচিত্রসঙ্ঘ বহু মূল্যে কিনেছেন। এতে 'পাউলি' (pauli) নাম্নী অষ্ট্রিয় দেশীয়া নায়িকার ভূমিকা নিয়ে নামবেন শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্।

•

সাদা ফ্ল্যানেল (white Fiannels) নামক চিত্রে শ্রীমতী লুইসী ড্রেসার প্রধান চরিত্রের অভিনয় করবেন। শ্রীমতী মা'য়ের ভূমিকায় অভিনেত্রীরূপে হলিউডে খ্যাতলাভ ক'রেছেন। শ্রীমতী যত শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর 'মা'রূপে চিত্রে আবির্ভূতা হ'য়েছেন এত আর কোন অভিনেত্রী হননি।

•

'স্বর্গ' (Paradise) বলে যে নোতুন ছবিখানি বেরিয়েছে তাতে শ্রীমতী বেটি ব্রন্‌সন্ নায়িকার, শ্রীযুক্ত মিলটন সিলস নায়কের এবং শ্রীযুক্ত নোয়াবিয়ারী দুষমনের অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

•

'ঈশ্বরের রাজ্যে ফেরৎ' (Back to gods' Country) শ্রীযুক্ত জেম্‌স ওলিভার কার উডের লেখা আখ্যান থেকে নেওয়া একখানি ছবি। শ্রীমতী রেনে এডোরে এতে ফরাসী কৃষক-বালার ভূমিকা নিচ্ছেন। এই রকমের ভূমিকায় এত সহজ, সুন্দর সরলভাবে চিত্র জগতের আর কোন অভিনেত্রী অভিনয় করতে পারেন না।

•

শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোর তাঁর নোতুন একখানি ছবির নাম কতবার যে বদলালেন তার ঠিক্ নেই। আদিতে এর নামকরণ হ'য়েছিল 'ফ্রাঁশোয়া ভিলঁ' (Francoes villon—উচ্চারণ জটিলতার জন্যে এর নোতুন নাম হয় 'ভবঘুরে প্রেমিক' (The vagabond lover) এ নামও অপছন্দ হওয়ায় এর তৃতীয় বারের নাম হয় "প্রেমাস্পদ পাজি" (The Beloved Rogue). এতেও ব্যারিমোর খুসী না হওয়ায় ছবিটির বর্ত্তমান নাম হ'য়েছে "অসভ্য প্রেমিক (The Rugged lover).

•

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী কর্ম্মক্ষেত্র থেকে কিছু দিনের অবসর নিয়ে, হলো-ল্যাণ্ডে বেড়াতে যাচ্ছেন। শ্রীযুক্ত রাড়লফ্ ভ্যালেনটানোর অকাল মৃত্যুজনিত যে তীব্র শোক ও বেদনায় তাঁর শরীর মন ভেঙে গেছে, আশা করি এতে তার কিছু শান্তি হবে।

•

'উজ্জলপাদ' (Twinkletoes) নামক ছবিতে নায়িকার অংশ নিয়ে শ্রীমতী কলিন মূর চমৎকার নৃত্যের অভিব্যক্তি দেখাবেন। শ্রীমতী কলীন মূর চপলা, সুন্দরী, তন্বী, তাঁর বয়েস কুড়ি বছর মাত্র, তাঁর অনুরূপই হয়েছে এই ভূমিকা।

•

শ্রীযুক্ত রোনাল্ড কোল্ম্যান এখন অবিবাহিত হলেও তিনি এর আগে উদ্বাহ বন্ধনে পা দিয়াছিলেন। তাঁর তখনকার স্ত্রীর নাম শ্রীমতী থেল্‌মা রে (Thelma Raye)

•

শ্রীমতী পলিন ফ্রেডরিক্ চিত্রমঞ্চ থেকে রঙ্গমঞ্চে যাবেন ব'লে যে গুজব বেরিয়েছিল, তা ঠিক নয়। শ্রীমতী বিলাতে গিয়ে সেখানকার কোন চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রবেন। তার প্রযোজক হ'লেন শ্রীযুক্ত হাবার্ট উইলকক্স্।

•

বিলাতের চিত্রজগতে নবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী লিলিয়ান ওল্‌ডল্যাণ্ড ক্রমশঃ জনপ্রিয়া হ'য়ে উঠ্‌ছেন।

•

ক'লকাতা গেজেটে প্রকাশ যে ছায়াচিত্র আইন অনুযায়ী বাঙ্‌লা দেশে "হাঞ্চব্যাক অব নটারদাম" নামক ছায়াচিত্রখানি দেখান বন্ধ করে দেওয়া হ'লো।

সিনেমা–শিল্পে লোক–শিক্ষা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৩

কিনো থিয়েটারগুলায় একসঙ্গে বহুবিধ সুকুমার শিল্পের সমাবেশ দরকার। ভেনীস্ শহরের ইহুদি শাইলকের গল্প সিনেমায় দেখাইবার জন্য এক জার্ম্মাণ-ফিল্‌ম্ কোম্পানী আয়োজন করিতেছে।

শাইলক সম্বন্ধে ইতালীতে, ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে যে সমুদয় কাহিনী অথবা নাটক আছে সেইগুলা হইতে মিশাইয়া মিশাইয়া একটা নাটক খাড়া করিবার জন্য কবি ও নাট্যকার বাহাল হইয়াছেন। এই গেল সাহিত্য-শিল্পের কাণ্ড।

পরে এই নাটকটাকে থিয়েটারে অভিনয় করা হইবে। তাহার জন্য একটা রঙ্গমঞ্চ দরকার। সেই রঙ্গমঞ্চে নটনটীরা যথারীতি পালাটা অভিনয় করিবে। বলা বাহুল্য এ এক দস্তুর-মতন নাট্য-শিল্পের করমায়েস। অবশ্য অন্যান্য নাটকের মতন এই নাটক জনসাধারণের সম্মুখে অভিনীত হইবে না। নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্যগুলার ফটোগাফ তোলার জন্যই এই নাটকের ব্যবস্থা হইবে। নাটক এ ক্ষেত্রে সিনেমা-শিল্পের মশলা বিশেষ।

বুঝা যাইতেছে, ফটোগ্রাফী-শিল্পটাই ফিল্‌ম্-নাট্যের অতি প্রধান শিল্প। যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হয় সেই যন্ত্র সমূহ তৈয়ারী করিবার কারখানাগুলার কথাও এই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। নামজাদা কুপ কোম্পানী ড্রেসডেন্-শহরে সেই সকল যন্ত্র তৈয়ারী করিবার বিরাট ফ্যাক্টরি কায়েম করিয়াছে; জার্ম্মানির অনেক স্থানেই সিনেমা-সংক্রান্ত যন্ত্রাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে।

শাইলকের কাহিনীর জন্য ইতালীর আবহাওয়া দরকার। ফিল্‌ম্ কোম্পানীর ফটোগ্রাফারগণ ভেনীস ইত্যাদি শহরের নানা দৃশ্য ফটোতে তুলিবার জন্য মোতায়েন আছে। অনেক সময়ে দূর বিদেশের অথবা দূর অতীতকালের ঘরবাড়ী রাস্তাঘাটগুলা বার্লিনেই তৈয়ারী করিয়া লওয়া হয়।

এইজন্য ইতিহাস এবং ভূগোলবিদ্যার পণ্ডিতগণের সাহায্য লইয়া বাস্তু শিল্পী ইঞ্জিনিয়াররা ইমারত পথ শড়ক প্রস্তুত করিয়া দেন। ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শহর এবং ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টন গড়িয়া তোলা হয়। সেইগুলার ফটো তোলা হইয়া গেলে পর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়া থাকে।

৪

এতগুলা শিল্পের একত্র সমবায়ে কিনো-থিয়েটারের সৌষ্ঠব সাধিত হইতেছে। ভারতবর্ষের সিনেমায় "স্বরাজ" কায়েম করিতে হইলে এই ধরণের বহুবিধ বিজ্ঞানে এবং সুকুমার শিল্পে বহুসংখ্যক ওস্তাদ নরনারীর দেখা পাওয়া চাই। বুঝিয়া রাখা উচিৎ যে, ভারতে আজকাল যে সমুদয় আলোক চিত্রের থিয়েটার চলিতেছে তাহাতে ভারতীয় নরনারীর অকর্ম্মণ্যতা এবং শিল্পকর্ম্মে দেউলিয়া অবস্থা প্রমাণিত হইতেছে।

প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও হয়ত গোটা ভারতের নটনটী, চিত্রকর, ফটোগ্রাফার, বাস্তুশিল্পী এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক একটা খাঁটী "স্বদেশী" সিনেমা জগতে হাজির করিতে পারিবেন না। ভারতে যাঁহারা স্বরাজ প্রবর্ত্তন করিতে চাহেন, তাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সহায় স্বরূপ এই কিনো-শিল্পকে স্বদেশী করিয়া তুলিতে চেষ্টিত হইবেন কবে?

বোধ হয় অনেক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু একটা সোজা কথা এখনও আমাদের দেশের লোকের মাথায় বসিতেছে না কেন? শুনিতেছি ভারতের নানা শহরে পার্শী মহাজনদের তাঁবে কতকগুলা কিনো-থিয়েটার চলিতেছে। লোকও নাকি হয় খুব বেশী! হইবারই কথা। কিন্তু আলোক-চিত্রের পরদায় যে সকল কথা লেখা থাকে সেগুলা মারাঠা, গুজরাতী, বাঙ্গালী, যুক্তপ্রদেশবাসীরা পাঠ করে ইংরাজিতে, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে বিদেশী বয়কটের অ আ ক খ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে এখনও সুরু হয় নাই।

৫

কিনো-শিল্পের ব্যবসায়ীরা জার্ম্মানিতে এক নয়া আন্দোলন শুরু করিয়াছে। প্রাচীন এবং আধুনিক জার্ম্মান-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ নাটকগুলা ফিল্‌মে দেখান হইতেছে। এই উপায়ে জার্ম্মানির সাহিত্যবীরগণের সকল রচনাই আলোক-চিত্রের অভিনয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে। "আল্‌ট্ হায়ডেলবার্গ" নামক যুবক-জার্ম্মা নর প্রিয় নাটক ইতিমধ্যে ফিল্‌মে স্থান পাইয়াছে। শিলারের "ভেল্‌হেলম্‌টেল্"কে ফিল্‌ম্ করিবার জন্য ওস্তাদেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্বয়ং শিলারের জীবন কাহিনীও ফিল্‌মে দেখা দিয়াছে। ইহাতে কবিবরের যৌবন-কথাই চিত্রিত হইতেছে

এই লাইনের সর্ব্বপ্রসিদ্ধ কিনো-নাটকের নাম 'নাথান' ডার্ হ্বাইজে" (অর্থাৎ "মহাত্মা নাথান")। নাট্যকারের নাম লেসসিঙ্। জার্ম্মান-নাট্য-সাহিত্যের প্রপিতামহ স্বরূপ লেসসিঙ জার্ম্মানিতে পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

"নাথান" নাটকে লেসসিঙ রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে কলম ধরিয়াছিলেন। ইহুদি নাথন্‌কে জ্ঞানী এবং ধর্ম্মসমন্বয়-সাধকরূপে দেখানো হইয়াছে। মুসলমান (তুর্ক) সুলতানকেও নাট্যকার পরধর্ম্মসহিষ্ণু করিয়া আঁকিয়াছেন। জেরুজালেমের এক লঙ্কাকাণ্ড এই নাটকের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

সিনেমা-শিল্পের ওস্তাদেরা দৃশ্যগুলাকে যারপরনাই চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছেন। দেড়শ বৎসর পূর্ব্বেকার রচিত মধ্যযুগ সম্বন্ধীয় এই নাটকটা বিংশ শতাব্দীর নয়া বিজ্ঞানের সাহায্যে এক অপূর্ব্ব নবজীবন লাভ করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মানরা সাহিত্য ও শিল্পের সকল বিভাগেই ফরাসী-সভ্যতার গোলামী করিতছিল। তখন ইয়োরোপে চলিতেছিল

ভলটেয়ারের যুগ। সেই গোলামীর বিরুদ্ধে যে কয়জন শিল্পী প্রতিবাদ সুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে লেসসিঙ অন্যতম এবং সর্ব্বপ্রধান। যুবক জার্ম্মানির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এবং জার্ম্মান স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাতে লেস্‌সিঙের সাহিত্যসেবা সকল যুগেই স্মরণীয় বস্তু।

লেস্‌সিঙ জার্ম্মানজাতিকে "ঘর-মুখো" করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে জার্ম্মান রোমান্টীকতার এবং স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার যে শক্তি শিলারে মূর্ত্তিগ্রহণ করিয়াছিল সেই শক্তির মূল ফোয়ারা ছিল লেস্‌সিঙ্‌, সমগ্র লেস্‌সিঙ্‌ সাহিত্য। এক হিসাবে লেস্‌সিঙ্‌কে জার্ম্মানির রামমোহন রায় বলা যাইতে পারে। জার্ম্মান-সমালোচনায় শিলার স্বাধীনতার যীশুখৃষ্ট, আর লেস্‌সিঙ যীশুর অগ্রদূত সেইণ্ট জন।

প্রবাসী — শ্রীবিনয়কুমার সরকার

নীহারিকা

উচ্ছ্বসিত পিরিতির সুধাসিক্ত যে ললিত তান
　　ধ্বনিয়াছ শত চিত্তলোকে
শ্রদ্ধানত পূজারির কণ্ঠে দেবি! তারি জয়গান
　　বাজে আজি ভক্তি পুত শ্লোকে
বিশ্বকবি প্রতিভার সঞ্জীবনী হোমানল-শিখা
　　সাধনায় সমাহিত সুখে
লিখিয়াছে ভালে তব কল্যাণের কান্ত ললাটিকা
　　মহিমার দীপ্ত রেখা, বুকে।

কান্তপ্রেমে কমনীয় মরমের মাধুরী পরশে
　　ডুবায়েছ ঈর্ষা, অনুরাগে
কলঙ্কের বৃথা দম্ভ, শুচিস্নাত তব প্রীতি রসে
　　অর্চ্চনার অর্ঘ্য হ'য়ে জাগে
বেদনার কষাঘাত অনুরাগে উঠিল কুসুমি'
　　অন্তরের ইন্দ্রজালে তব
অনাদরে উপেক্ষিত বাঙালীর দীন নাট্যভূমি
　　করিয়াছ তীর্থ অভিনব।

মৃত্যুহীন কীর্ত্তি তব চিরদিন স্মরণের মাঝে
　　চরণের চারু চিহ্ন রাখি'
রঙ্গের রক্তরাগে সুষমার অপরূপ সাজে
　　বরণের ছবি যাবে আঁকি,
নিন্দুকের রসনায় বার বার স্তব্ধ, শান্ত করি
　　করিয়াছ তুমি তিরস্কার
বন্দনার ছন্দে আজি কবি-হৃদি স্তবে উঠে ভরি
　　লহ তার শুভ নমস্কার।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

সমালোচনা

দ্রোণাচার্য্য—(পঞ্চাঙ্ক নাটক) মূল্য ১।০

প্রণেতা—শ্রীননীলাল ভট্টাচার্য্য

(এডভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্ট)

প্রকাশক—শ্রীগোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য বি,এ। সি, টি এজেন্সী।

১নং ডালিমতলা লেন, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত নাটকখানি সমালোচনার জন্য নাচঘরে পাঠিয়েছেন। হাইকোর্টের একজন ব্রাহ্মণ এডভোকেটের রচিত মহাভারতের এই ব্রাহ্মণ বীর "দ্রোণাচার্য্য" ভালই হবে আশা করে আমরা বেশ মনযোগ দিয়ে নাটকখানি আদ্যোপান্ত পড়েছি। কিন্তু প'ড়ে একান্ত হতাশ হয়েছি। শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় কেন যে এই নাটকের নাম "দ্রোণাচার্য্য" রেখেছেন কিছুমাত্র বোঝা গেল না, এর নাম "অভিমন্যুবধ" ও হতে পারে "জয়দ্রথ বিনাশ" ও হতে পারে এমন কি "গান্ধারী" ও দেওয়া চলে! কোনও চরিত্রেরই ক্রমবিকাশ এই নাটকের মধ্যে পাওয়া যায় না, ঘটনা বিন্যাসের অভাবই যেন এই নাটকথানির একটী প্রধান বিশেষত্ব! কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভীষ্মের পতনের পর দ্রোণাচার্য্যের হত্যা পর্য্যন্ত এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। আগাগোড়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত, কেবল ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় ও বিদূষকের কথাবার্ত্তা গদ্যে ও ছড়ায় রচিত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত দৃশ্যগুলিই অত্যন্ত ইতর শ্রেণীর রচনা! বাকী বইখানিতে ভাষা ভাব ও ছন্দের যথেচ্ছাচারিতায় প্রতি ছত্রে বাধা পেতে হয়। এরূপ নাটক নাট্যসাহিত্যে আবর্জ্জনার তুল্য।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ | সম্পাদক :— | ৬ই ফাল্গুন
৩৫শ সংখ্যা | শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ১৩৩৩

নাট্যজগৎ

সেদিন বাঙ্‌লা দেশের তরুণ যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায় যে কথাটি বলেছেন সেটির সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। তিনি বলেছেন যে রঙ্গালয়ের অভ্যন্তরে অভিনেতাদের নৈতিক অবনতি বা চরিত্রহীনতার সম্ভাবনা খুবই কম। যাঁরা মনে করেন যে, রঙ্গালয়ে যোগদান করলেই মানুষের নৈতিক অবনতি ঘটবে তাঁদের সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি তাঁর এই কথার প্রমাণ স্বরূপ যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করেছেন এবং তাঁর নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে নজীর উপস্থিত করেছেন, সে সমস্ত একটু বিশ্লেষণ ও বিচার করে দেখা আবশ্যক।

তিনি বলেছেন যেহেতু অভিনেতারা অসংযত জীবন যাপন করলে তাদের কণ্ঠস্বরের ঐশ্বর্য্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা, অতএব তারা সংযত ও সচ্চরিত্র থাকতে বাধ্য হয়। তাঁর দ্বিতীয় যুক্তি হ'চ্ছে রঙ্গমঞ্চের ভিতর স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ আছে বলে অভিনেতারা এটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, সুতরাং নারীর যৌন আকর্ষণ তাদের মনের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাঁর তৃতীয় যুক্তি হচ্ছে সকল নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা discipline থাকে, প্রত্যেক অভিনেতাই সেই discipline মেনে চলতে বাধ্য হন বলে রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে তাঁদের উচ্ছৃঙ্খল বা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠবার সুযোগ ও সম্ভাবনা খুবই কম। এবং সর্ব্বশেষে তিনি বলেছেন যে রঙ্গালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে থেকে অভিনেতারা যে মানুষ হিসাবে বরং অধিকতর উন্নত হয়ে ওঠে তাতে আর কোনও ভুল নেই, কারণ তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে এ সত্যটি না কি বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

অভিনেতাদের স্বপক্ষে শিশিবাবুর এই অযাচিত ওকালতীর পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য নিহিত আছে তার একটা সুস্পষ্ট ছায়া আমাদের চখের সামনে প্রতিফলিত হ'লেও আমরা আজ সে বিষয়ে কোনও আলোচনা কোরবনা। আমরা কেবল তাঁর যুক্তিগুলি অখণ্ডনীয় কিনা তাই নিয়েই আলোচনা করবো। প্রথমেই বলে রাখা উচিত যে শিশিরবাবু যা বলেছেন তা তিনি তাঁর এই কয় বৎসরের নট জীবনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দাবী নিয়েই বলেছেন, অতএব তাঁর মতো একজন বিশেষজ্ঞের অভিমতগুলি রঙ্গমঞ্চের বাইরের লোকের পক্ষে যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করবার চেষ্টা করা শুধু যে অশিষ্ট স্পর্দ্ধার পরিচায়ক তাই নয়, একান্ত অশোভন ও অবিমৃষ্যকারিতার অপরাধ।

আমরা তাই সে কণ্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করে, শুধু তাঁর কথাগুলি নিয়ে একটু বিশেষ ভাবে নাড়াচাড়া করে, যতটা এবিষয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া সম্ভব তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকবো। প্রথমতঃ দেখা যাক্ কণ্ঠস্বর অভিনেতাদের একটা প্রধান সম্পদ একথা সর্ব্ববাদীসম্মতসত্য হ'লেও, অভিনেতারা সত্যই শুদ্ধ সংযত ভাবে তাঁদের সে ঐশ্বর্য্য রক্ষা করতে যত্নবান আছেন বা ছিলেন কিনা? এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে আমরা জানতে পারি যে সেই স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—যাঁদের তুল্য শ্রেষ্ঠ অভিনেতা আজপর্য্যন্তও এদেশে কেউ জন্মগ্রহণ করেননি বলে শিশিরবাবুর ধারণা এবং আমাদেরও বিশ্বাস—তাঁদের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত নাট্যজগতের ইতিহাসে কোনও অভিনেতার সম্বন্ধে এবিষয়ে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই, বরং তার বিপরীত পরিচয়ই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়কথা, রঙ্গমঞ্চের অভ্যন্তরে স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার সুযোগ আছে বলে নরনারীর যৌন আকর্ষণের প্রভাব সেখানে সত্যই ব্যর্থ হয় কিনা? এসম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে জানতে পারা যায় যে এদেশে রঙ্গালয়ের সৃষ্টি থেকে আজ পর্য্যন্ত যত লোক নাট্যশালায় যোগদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দু চারজন ছাড়া আর সকলেরই সম্বন্ধে অভিনেত্রী সম্পর্কীয় অবৈধ সম্বন্ধের অপবাদই শুধু শোনা গেছে নয়, সপ্রমাণ করা যেতে পারে। আজকে এই নব-যুগের নাট্যশালাও যে সে পাপ থেকে একেবারে মুক্ত হ'তে পেরেছে এমন কথা জোর গলায় বলা চলে না। যদি সেদিনের সেই সম্বর্দ্ধনা সভায় শিশিরবাবুকে এ কথা জোর করে বলবার জন্ম কেউ Challenge করতো তাহলে আমাদের বোধ হয় তাঁকে একথা স্বীকার করতেই হতো যে এযুগের অধিকাংশ অভিনেতার মধ্যেই সে দোষ দেখা যাচ্ছে!

•

তবে শিশিরবাবু সেই সঙ্গে একটা কথা বলতে পারতেন যে সে অপরাধটা যাঁরা রঙ্গালয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইবেন তাঁরা নাট্যমঞ্চের উপর অত্যন্ত অবিচার করবেন। কারণ অভিনেতা হ'য়ে যাঁরা প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে এসে প্রবেশ করেন তাঁরা সকলেই ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারী বা আদর্শ-চরিত নির্দ্দোষ যুবক নন! যে পরিমাণ শিক্ষা সংযম চরিত্রবল ও চিত্তের দৃঢ়তা থাকলে মানুষ প্রতিদিনের প্রলোভনকে জয় ক'রে নির্ভয়ে মাথা উঁচু করে চলতে পারে, সে সব রঙ্গালয়ে প্রবেশ করবার আগেই তাঁরা জলাঞ্জলি দিয়ে তবে নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হন। বাইরে থেকে তাঁরা যতটা নষ্ট হ'য়ে নাট্যশালার অভ্যন্তরে আসেন, নাট্যশালার অভ্যন্তরে বরাবর থাকলে হয়ত তাঁরা ততটা খারাপ হ'তেন না। আমরা জানি, এ যুগে যে ক'টি সুশিক্ষিত ও চরিত্রবান যুবক রঙ্গালয়ে যোগদান করেছেন নাট্যশালার অনভ্যস্ত পিছল পথে চলতে গিয়ে তাঁরা কেউ কেউ হয়ত এক আধবার হোঁচট খেয়েছেন, কিন্তু কেউ ধরাশায়ী হন'নি এখনও; আর যারা বাইরে থেকেই কাদা মেখে ভিতরে ঢুকেছিলেন, তাঁরা আজ একেবারে পাঁকের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছেন।

•

তৃতীয় কথা হ'চ্ছে নাট্যসম্প্রদায়ের discipline. এই discipline যদি মানুষকে প্রলোভনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারতো তা'হলে শহরের বহু ছাত্রাবাসের ছেলেরা থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি না ক'রে জনে জনে শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হ'য়ে উঠতে পারতো! discipline এর মধ্যে থাকলে উচ্ছৃঙ্খল ও স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠবার অবকাশ পাওয়া যায় না, সত্য বটে, কিন্তু discipline এর ফাঁকিটা যে খুব শীঘ্রই খুঁজে বার করা যায় তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, এবং সেই ফাঁকে যথেচ্ছা চলবার সুযোগ নেওয়াটাই হ'চ্ছে দুর্ব্বলচিত্ত মানুষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক! এ বিষয়ে আর একটা কথা বলবার আছে এই, যে—যেখানে এই discipline রক্ষা করবার মালিক নিজেই প্রতিদিনই discipline অমান্য করে চলছেন দেখতে পাওয়া যায় সেখানে এর কার্য্যকারিতা মোটেই ফলপ্রসূ হয় না।

•

চতুর্থ ও শেষ কথা হ'চ্ছে যে রঙ্গালয়ের আবহাওয়ার মধ্যে এলে মানুষ হিসাবে আরও উন্নত হ'তে পারা যায়। অধ্যাপকের চেয়ে অভিনেতাই নাকি তখন অধিকতর শ্রেষ্টত্বের দাবী করতে পারে! এ একটা শুধু নূতন কথা শোনা গেল নয়, নূতন অভিজ্ঞতাও বটে! প্রোফেসাররা যে এ্যাক্টারদের চেয়ে কোনও অংশে কম যাননা এটা আমরা অনেক দিন আগেই জানতে পেরেছিলুম। প্রোফেসার বোসের সার্কাসে প্রোফেসার শ্যামাকান্তর বাঘের খেলা ও বুকে পাথর ভাঙ্গা শেষে "সোহংগীতায়" পরিণত হ'তে দেখেছি আমরা। প্রোফেসার গণপতির ভোজবাজী এখনও লোককে অবাক্ করে দিচ্ছে! প্রোফেসার কে, ডি, শীল দিন কতক খুব লোককে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। প্রোফেসার মার্ত্তাজার লাঠি ও তরবারি চালনা আজও কেউ ভুলতে পারে নি। প্রোফেসার রামমূর্ত্তি সেদিনও শহরবাসীদের বিস্মিত করে দিয়ে গেছেন। প্রোফেসার চিত্তরঞ্জন গোস্বামী আজও অনেক গম্ভীর মুখকে একেবারে "প্রফুল্ল বদন" করে তুলছেন! সুতরাং প্রোফেসাররা নেহাৎ ফেলনা নন! কলেজের প্রফেসাররা যে এ সব দিগ্বিজয়ী প্রোফেসারের চেয়ে বড় এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারলুম না, তবে এ্যাক্টারের চেয়েও তাঁরা বড় কিনা এটা আমাদের জানা ছিল না! আজ শিশিরবাবু আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে অন্ততঃ মানুষ হিসাবে তাঁরা অভিনেতার চেয়ে বড় নন! কথাটা ভাববার মতো বটে! শিশিরবাবুর উক্তি যে কতখানি সত্য তার একটা মস্তবড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে তাঁরা কেউ মানুষ হিসাবে এখনও বড় হ'তে পারেন নি বলেই বোধহয় কলেজের ক্ষুদ্র প্রফেসারি ছেড়ে রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা হ'তে সাহস ক'রছেন না! অধ্যাপক ও অভিনেতার যে কী পার্থক্য তা এইখানেই বুঝা যায়!

•

যাক্, এখন অধ্যাপক ও অভিনেতার রহস্য মূলতুবী রেখে বিচার করে দেখা যাক্ যে অভিনেতারা কি তবে সবাই চরিত্রহীন? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে প্রথমে জানা দরকার যে 'চরিত্র' পদার্থটা কী এবং চরিত্রহীন কাকে বলে? স্ত্রী ছাড়া অন্ম নারীর প্রতি আসক্তি যদি একটা চরিত্রহীনতার লক্ষণ হয়, তাহ'লে আমরা বলতে পারি যে রঙ্গালয়ের বাইরে অনেক লোকেরই এ দুর্ব্বলতা আছে, তাঁরা তো কেউ সমাজে সেজন্ম ঘৃণিত নন, শুধু কি অভিনেতারাই চোর দায়ে ধরা পড়েছেন? অন্ম নারীর প্রতি আসক্ত পুরুষেরা সমাজে কেন ঘৃণিত তার কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা তো দেখতে পাই যে পুরুষমাত্রেই স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত ব'লে,—কেবলমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া! সেই জন্মই বোধ হয় স্ত্রীলোক অসতী হ'লে সমাজ তাকে যেরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে—পুরুষ কিন্তু সেই একই অপরাধে সমাজের শাসন সম্পূর্ণ এড়িয়ে যায়। অথচ চোর মিথ্যাবাদী কপট বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর বা নীচমনা লোকেরা সমাজে তাদের চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণিত, অতএব দেখা যাচ্ছে যে অন্ম নারীর প্রতি আসক্তিটা চরিত্রহীনতার প্রধান লক্ষণ নয়। তা যদি না হয় তা'হলে আমরা বলতে বাধ্য যে অভিনেতাদের ঠিক চরিত্রহীন বলা চলে না।

•

তারপর দেখতে হবে যে মদ্যপান করাটা একটা চরিত্রহীনতার লক্ষণ কিনা। আমরা তো দেখতে পাই যে কেবলমাত্র আমাদে[illegible] দেশ [illegible]ড়া পৃথিবীর অন্য সমস্ত সভ্য দেশেই মদ্যপানের ধর্ম্ম ও সমাজ অনুমোদিত ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য অতিরিক্ত সুরাপান করাটা তারাও দোষের ব'লে মনে করেন কিন্তু মাতাল মাত্রকেই তাঁরা অসচ্চরিত্র বলেন না। আমাদের দেশেও ডিরোজিওর আমল থেকে দেখা যায় দেশের বহু গন্যমান্য বদান্য মনীষীরা মদ্যপান করতেন কিন্তু তাঁরা আজও প্রাতস্মরণীয় হ'য়ে আছেন। এখনও আমাদের দেশে ও সমাজে এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায় যাঁরা সকল বিষয়েই বহু লোকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু পানদোষ থেকে মুক্ত নন! অতএব সুরাপানটাকেও চরিত্রহীনতার লক্ষণ বলে জোর গলায় নির্দ্দেশ করা চলে না। সুতরাং অভিনেতাদের মধ্যে যদি কেউ এই সুরাপানে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন শোনা যায় তাহ'লেই অমনি তাকে 'চরিত্রহীন' আখ্যা দেওয়া চলে না।

•

এখন জিজ্ঞাস্য হতে পারে যে যদি বেশ্যাসক্ত সুরাপায়ীকেও অসচ্চরিত্র বলা না চলে তাহ'লে চরিত্রহীন ব'লবো কাকে? একথার উত্তরে আমারা শুধু এই বলতে চাই যে চরিত্রহীন তাঁরাই যাঁরা নিজেদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা কিছুতেই স্বীকার করতে চান না এবং ক্রমাগত মিথ্যা ও কপটতার আশ্রয় নিয়ে তাকে

গোপন করে রাখতে চান। যাঁদের নীচ অন্তঃকরণ কেবল আত্ম-স্বার্থের প্রয়াসী যাঁরা অপরকে ঠকিয়ে নিজেরা লাভবান হ'তে চান, যাঁরা চুরি করেন বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন, যে সব ভীরু কাপুরুষের গণিকালয়ে যাবার সাহস নাই অথচ গোপনে কুলস্ত্রীর অকল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে পরাঙ্মুখ হননা। যাঁরা বাইরে ফোঁটা কেটে টিকি রেখে, তুলসী মালা গলার ধারণ করেন অথচ সঙ্গোপনে লোকচক্ষের অন্তরালে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করেন সেই সব বক ধার্ম্মিক ভণ্ডরাই প্রকৃত চরিত্রহীন।

•

এখন কথা উঠতে পারে যে তবে তো যে সব অভিনেতারা মানুষ হিসাবে সকল দিক দিয়েই ভাল—শিক্ষিত সজ্জন সুধী ও সুরসিক, উদার মহৎ, সৎ ও স্বার্থ ত্যাগী ভদ্র, নম্র,বিনয়ী,শিষ্টাচারী ও মিষ্টভাষী তারা কেবলমাত্র বেশ্যাসক্ত বা মদ্যপ বলেই তাদের আর চরিত্রহীন বলা চলবেনা? এর উত্তরে আমরা এই বলতে পারি যে সাধারণের অপেক্ষা যাঁরা অনেক বড় ও মহৎ ব্যক্তি তাঁরা সুরাপায়ী ও বারাঙ্গনাসক্ত হ'লেও তবুও তারা আজ বড় বলেই পূজিত হচ্ছেন। কেন? কারণ তাদের সাধনাকে এই দুর্ব্বলতা জীর্ণ খিন্ন করে দেয় না। চন্দ্রের কলঙ্ক যেমন তার জ্যোৎস্না-জ্যোতি কিছুই ম্লান কর্ত্তে পারে না—সেই রকম মহাত্মদের অপর গুণগরিমা এই কলঙ্ক কালিমাকে লুপ্ত করে দেয়! যাদের বহু গুণ আছে যারা এই দুর্ব্বলতা বশে আপনার সাধনার আদর্শ হারিয়ে ফেলেন না—দেশ সর্ব্ব সময়ে তাকে সর্ব্বথা ক্ষমা করে। কিন্তু যদি দেখি যে কোনও অভিনেতারা তাঁদের সাধনক্ষেত্র যে রঙ্গপীঠ—তার মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম রক্ষা না করে নিজেদের তুচ্ছ দুর্ব্বলতার দাস হয়ে নটরাজের পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত করছেন, নাট্যশালার সম্মান ও ইজ্জৎ যাঁদের কদর্য্য আচরণে নষ্ট হ'তে বসেছে, নটনাথের ভবিষ্যৎ পূজারীদের আসনখানি তাঁরা নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ না রেখে তাতে আরও কলঙ্ক লেপন করে রেখে যাচ্ছেন, তাঁদের অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।

•

রেঙ্গুনার হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছেলেরা সেদিন আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্র লাল রায়ের "সাজাহান" নাটকের অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। ভাবী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারেরা হঠাৎ একখানি ঝাঁঝালো এ্যালোপ্যাথিক ড্রামার অভিনয় করছেন শুনে আমরা একটু আশ্চর্য্য হয়েছিলুম! তাঁদের নিমন্ত্রণ পেয়ে তাই অতি আগ্রহের সঙ্গে 'সাজাহানের' অভিনয় দেখতে গেছলুম কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হ'চ্ছে যে তাঁদের অভিনয় দেখে আমরা একটুও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। পুরুষ চরিত্রগুলি এতই অধিক মাত্রায় diluted হয়ে অভিনীত হচ্ছিল যে তার ফল অসহ্য হ'য়ে উঠছিল কেবলমাত্র স্ত্রী চরিত্রদুটির মধ্যে একটু 'মাদার্ টিঙ্চার্' না থাকলে আমরা শুধু সাজাহান কেন দারা সুজা আওরঙ্জেব মোরাদ মহাম্মদ সুলেমান্ দিলীর খাঁ দিলদার সবাইকেই আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রাখবার পক্ষপাতী হয়ে পড়তুম।

•

রেঙ্গুনার হোমিওপ্যাথিক কলেজের সাজাহান অভিনয়ে একমাত্র 'জাহানারা' ও 'পিয়ারা বানুর' অভিনয়ই উল্লেখযোগ্য। এদের দু'জনকে যেমন সুন্দর মানিয়েছিল এঁরা অভিনয়ও করেছেন তেমনি চিত্তাকর্ষক। পিয়ারার গানগুলিও আমাদের ভাল লেগেছে, কিন্তু নাদিরা জহরা সিপার, এদের আমরা প্রশংসা করতে পারলুম না। দারাশেকো সপরিবারে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর অভিনয় করেছেন। আওরঙজেবের অভিনয় অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও বরং চলনসই হয়েছে বলা যেতে পারে কিন্তু সাজাহানের অভিনয় একেবারে সকল দিক দিয়েই পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছিল। ইনি নবযুগের নামজাদা সাজাহান অভিনেতার অনুকরণ করতে গিয়ে প্রতিপদে তাঁকে যেন কেবল ভেঙচে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছিল। হিন্দুবীর যশোবন্ত সিংহের অভিনয়ে একটু প্রাণের পরিচয় পাওয়া গেছল কিন্তু আর কোনও ভূমিকায় অভিনয় উল্লেখযোগ্য হয় নি। দিলদারকে যেন অপ্রস্তুত বলে মনে হল! পরিশেষে বক্তব্য এই যে তাঁরা যে

সখীর দল আমদানী করেছিলেন তাতে মনে হয় যে তাঁরা মানুষ খুন করতেও পারেন।

•

গত শনিবার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে মিত্র সম্প্রদায় নবপর্য্যায়ে "বাজীরাও" প্রথম অভিনয় করেছিলেন। আমরা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম যে দর্শকেরা সেদিন নাকি সেখানে অত্যন্ত অশিষ্ট আচরণ করেছিলেন। যতবারই সেদিন তাঁদের সম্প্রদায়ে নবাগত জনৈক মধ্যযুগের "বজ্রকণ্ঠ ধম্বুগ্রীব আত্মগুণান্বিত" অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছিলেন ততবারই দর্শকেরা এমন তারস্বরে চীৎকার ক'রে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করছিল যে বার তিন চার একটি দৃশ্য অভিনয়ের মধ্যে নাকি যবনিকা ফেলতে হয়েছিল! দর্শকদের এ ভাব এ দেশের নাট্য-জগতের ইতিহাসে নূতন বটে এবং এ থেকে তাদের মধ্যে যে একটা জীবনের সাড়া জেগেছে যদিও সেই শুভ পরিচয়টাও পাওয়া যায়, তথাপি আমরা একথা বলতে বাধ্য যে দর্শকদের এরূপ অত্যাচারের ফলে অন্যান্য সু-অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের অভিনয়ে অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে! যেমন সেদিন বাজীরাওর ভূমিকায় নির্ম্মলেন্দু বাবুর অভিনয়ের বিষম অসুবিধা হয়েছিল।

•

সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়কে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন্ (যিনি 'ফনোগ্রাফ' উদ্ভাবন করেছেন) নিমন্ত্রণ করে আমেরিকায় যাবার জন্য আহ্বান করেছেন। দিলীপকুমারের কণ্ঠে গীত ভারতীয় সঙ্গীত তিনি তাঁর নবাবিষ্কৃত সময় সংক্ষেপক রেকর্ডে তুলে নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন এ সংবাদ সকলেই জানেন। দিলীপকুমার আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে জনৈক শিল্পীর য়ুরোপ যাত্রার সাহায্যার্থে ওভারটুন হলে একটি সঙ্গীতের বৈঠক বসিয়েছিলেন। এই বৈঠকের প্রবেশিকা মূল্য থাকা সত্ত্বেও যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিল। গায়ক গায়িকাদের মধ্যে শ্রীমতী গৌরী, মণিকা, ব্রজবালা, শ্রীমান কানাইলাল গোস্বামী ও অনিলেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি ছোট ছোট কটি দিলীপ-শিষ্য বিশুদ্ধ তান লয়ে অতি চমৎকার গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়ের নামে অনেকগুলি গান ছিল কিন্তু তিনি আসেননি। শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী ও অম্বিকা মজুমদার তাঁর অভাব পূরণ করেছিলেন।

•

নাট্যমন্দির সেদিন পুরুলিয়া থেকে ফিরে এসেই আবার সিউড়ী বীরভূমে অভিনয়ার্থ আহূত হ'য়ে গেছেন। ষ্টার থিয়েটারের আবার আসানসোলে ডাক পড়েছে, শীঘ্রই তাঁরা ময়ূরভঞ্জের মহারাজার নিমন্ত্রণে সেখানে অভিনয় ক'রতে—যাবেন। মিত্র থিয়েটার সেদিন হেতমপুর রাজবাটীতে অভিনয় ক'রে এসেছেন আবার বর্দ্ধমান যাচ্ছেন বোধ হয়। মিনার্ভাও ইতিমধ্যে দু'একটা বাইরের আসর ঘুরে এসে ময়ূরভঞ্জে বোধ হয় সমস্ত থিয়েটার গুলিই বাইরের ডাকে আজ এই যে ছুটে যাচ্ছেন, সমস্ত লটবহর ঘাড়ে ক'রে সেই সুদূর মফস্বলে অভিনয় করতে, এর কারণ আর কিছুই নয়, শহর তাঁদের এক রবিবার ছাড়া আর অন্য কোনও বারেই প্রতিপালন করতে পারছে না! তাই প্রাণের দায়ে তাঁদের আজ এমন করে মফস্বলে দৌড়তে হ'চ্ছে! এরূপ অবস্থা আর কিছুদিন চললে, সত্যিই অনেক নাট্যশালার যবনিকা বোধ হয় দীর্ঘকালের জন্য আর উঠবে না!

•

গত ১লা ফাল্গুন শিবপুর-সাহিত্য সংসদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন প্রদান করেছেন। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার। শঙ্খ ও মঙ্গলধ্বনির সঙ্গে সভাপতি বরণের পর চন্দ্রাতপতলে আসীন শরৎচন্দ্রকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। 'শরৎ-বন্দনা' গীত হবার পর দু' চারিটি প্রবন্ধ ও কবিতা পঠিত হয়। পরে শ্রীযুক্ত প্রবোধলাল মুখোপাধ্যায় সুরঞ্জিত রেশমীবস্ত্রে লিখিত 'অভিনন্দন' পত্র সংযত কণ্ঠে পাঠ ক'রে শরচ্চন্দ্রের হস্তে অর্পণ করেন। তখন সভাপতি শরৎ-চন্দ্রকে অভিনন্দন প্রদানের যথার্থ কারণ দেখিয়ে, Realism ও Idealismএর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কোথায় তাহা দেখান। শরৎচন্দ্র তাঁর আপন গৃহবৎ শিবপুরের আত্মীয়দের নিকট হ'তে তাঁর কতকটা প্রাপ্য আদর লাভে আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করলে পর সভার কার্য্য ভঙ্গ হয়। অভ্যাগতদিগের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা ক'রে গৃহস্বামী সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ পেয়েছেন তা' আমরা জোর করেই ব'লতে পারি। কলিকাতার সাহিত্যিকরা নিমন্ত্রিত হ'য়েও কেউ এই শরৎ সম্বর্দ্ধনায় উপস্থিত হননি দেখলুম। কলিকাতার সাহিত্যিকরা দিন দিন এরূপ অসামাজিক হয়ে উঠছেন কেন?

চিত্র-জগৎ

পরলোকগত অভিনেতা রাভলফ ভ্যালেন্‌টিনোর সম্পত্তি ও আসবাব নীলামে বেচা হলো। বহু বিখ্যাত নরনারী ও সর্ব্বসাধারণ তাতে উপস্থিত ছিল। ওককাঠে তৈরী পঞ্চদশ শতাব্দীর একটি দেরাজওয়ালা আলমারী, দেড়হাজার টাকায় শ্রীযুক্ত এ্যাডলফে মজু কিনেছেন। জীবন রেখার ছিন্ন চিহ্নযুক্ত ভ্যালেন্‌টিনোর হাতের তাম্বর-খোদিত নিদর্শন ছ'শো টাকায় ও একটুকরো কাশ্মিরী কাপড় ন'হাজার টাকায় বিক্রি হ'য়েছে।

•

'দোয়েল' (The Magpie) নামক একখানি নোতুন ছবি শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ড বের ক'রবেন—শ্রীমতী তাতে সতের বছর বয়েসের চোর মেয়ের ভূমিকা নিচ্ছেন; নিখিলের প্রিয় অভিনেত্রীকে চোরের অংশে কেমন দেখাবে তা কৌতূহলের বিষয় বটে।

•

'গুণ পথ' (Quality Street) ব'লে সার জেম্‌স ব্যারির গল্পটি চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। শ্রীমতী মেরীয়ন ডেভিস্ এতে নায়িকার ভূমিকা নেবেন।

•

'রোমিও জুলিয়েট' নোতুন করে আবার চিত্রে দেখান হবে। বইটি চিত্র নাট্যের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য যার উপর এবার ভার প'ড়েছে তাঁর কার্য্য মনোমত হ'লে শ্রীযুক্ত রোনাল্ড কোলম্যান ও শ্রীমতী ভিলমা বাঙ্কি যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকা নিয়ে এতে নামবেন, এমন সম্ভাবনা আছে।

•

কোন ফরাসী গল্প থেকে ইংরেজীতে অনূদিত 'সূর্য্যোদয়ে প্রাতরাশ' (Breakfast at Sunrise) নামক চিত্র আখ্যায়িকাতে শ্রীমতী কনষ্টান্স টালমাজ প্রধান চরিত্রের অভিনয় ক'রবেন।

•

'বোতাম' (Buttons) শ্রীমান্ জ্যাকি কুগানের নোতুন ছবির নাম। শ্রীমান এতে কোন জাহাজের বালক-ভৃত্যের ভূমিকা নেবেন। শ্রীযুক্ত জর্জ্জ হিল এর আখ্যানভাগ লিখেছেন এবং এই ছবির কাজ এখনও আরম্ভ হয় নি।

•

নায়িকার অংশে 'কিটির বিয়ে' (The Marriage of Kitty) নামক ছবিতে শ্রীমতী ফ্লোরেন্স ভিডর নামছেন। রঙ্গমঞ্চে যখন এই বইয়ের অভিনয় হ'য়েছিল তখন নায়িকার অংশ নিতেন শ্রীমতী মারি টেম্পেষ্ট। অনেকদিন আগে আর একবার চিত্রে এর দর্শন পাওয়া গেছলো। তাতে কি'টী'র ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীমতী ফ্যানি ওয়ার্ড।

•

'নক্যালকের নারী' (The woman of knockaoloc) শ্রীযুক্ত হল কেনের বিখ্যাত বই। ১৯২২ সালে গ্রন্থকারের দৃষ্ট কোন স্বপ্নের ফল এই বইখানি। 'কাঁটা-তার' (Barbed wire) নাম দিয়ে এটী চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হয়েছে আর শ্রীমতী পোলো নেগ্রী তাতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন।

•

শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিস বেশ ভালো পোষাক তৈরী ক'রতে পারেন। নিজের পোষাক তিনি তৈরী তো করেনই, অধিকন্তু সম্প্রতি শ্রীমতী নরমা টালমাজকে একটী নোতুন ফ্রক তৈরী ক'রে দিয়েছেন।

•

শ্রীযুক্ত রাডলফ ভ্যালেনটীনো দুবার বিয়ে ক'রেছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর নাম জঁ। এ্যাকার (Jean Acker) আর দ্বিতীয়ার নাম নাটাশা রামবোভা Natacha Rambova)আসল নাম উইনিফ্রেড হাডনাট (Winifred Hudnut)

•

নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গেছে যে, বিখ্যাত ছায়াচিত্র অভিনেতা রুডলফ ভেলেন্টিনোর মৃত্যুতে বিরহকাতরা হ'য়ে আমেরিকার ৬টি প্রেম পাগলিনী বালিকা ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেন। সম্প্রতি নিউয়র্কের মিসেস এঞ্জলনা সেলিষ্টা নাম্নী অপর এক বিধবা যুবতী পরলোক গত অভিনেতার বিরহে গুলী করে আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করেছেন। যুবতী সুন্দরী এবং তার দুটী সন্তান আছে। সে "রাফ ভেলেন্টিনো"! শীর্ষক অনেক বিরহের কবিতা লেখে। যুবতীর জীবন বোধ হয় রক্ষা পাবে।

—

বৈদেশিকী

গত ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে দর্শকগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে ব্রডওয়ে রাজপথস্থিত তিনটী রঙ্গালয়ে নেপথ্যে দৃশ্যপটের অন্তরালে অতিমাত্রায় চাঞ্চল্য ও নিদারুণ উদ্দীপনা সৃষ্ট হ'য়েছিল। এই রঙ্গালয় তিনটী যথাক্রমে "The Captive," "Sex," এবং "The Virgin man" অভিনয় ক'চ্ছিল।

পুলিস এ সকল রঙ্গালয়ে অবৈধ ব্যাপারের নিদর্শন পেয়ে—তা'দের দোষক্ষালনের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের জন্য একটী দীর্ঘ সংকলিত শাসনপরম্পরা ঘোষিত করে। ডিটেকটিভেরা অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্ব হ'তেই উপস্থিত থাকে এবং অভিনেতৃবর্গ ও প্রযোজকদের বিশেষ সাবধান করে জানিয়ে দেয় যে অভিনয়ান্তে তাঁদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হবে।

সর্ব্বশেষে পুলিসকর্ম্মচারীরা অন্যূন সংখ্যায় ৪০ জন অভিনেতা অভিনেত্রী ও অধ্যক্ষদের গ্রেপ্তার করে। তাঁদের নামে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়েছে যে তাঁরা অশ্লীল অভিনয় প্রদর্শন ক'রে দেশে ও সমাজে দুর্নীতি প্রচার ক'চ্ছেন।

তাঁরা আপাততঃ জামিনে মুক্তি পেয়েছেন।

•

প্রকাশ,—ইটালির প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা মুসোলিনী রোমের যাবতীয় সঙ্গীত শালা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর অভিমত সঙ্গীতশালা হীন ও সত্য বা নীতি ভ্রষ্টকারী আদর্শ দেখিয়ে যুবকদের প্রভূত অনিষ্ট সাধন কচ্ছে। সমগ্র ইটালিতে যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সকলের উপর পুলীশের কঠিন বাঁধাবাঁধির আইন জারি করা হইবে।

—

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটি মন্তব্য

আর্ট থিয়েটারে অভিনীত চণ্ডীদাসের সমালোচনার অভাব নাই, সমালোচনা যথেষ্ট হইয়াছে আর অভিনয় ও যথেষ্ট পরিমাণে আদৃত হইয়াছে।

অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি তবে যে যে বিষয়ে খটকা লাগিয়াছে তাহা একটু বলিলে বোধ হয় দোষের হইবে না, কালে এই বর্ণনায় হয়ত অনেক সত্যের সন্ধান পাইব। আমার মনে হয় পূজনীয় অপরেশ বাবু রাজা সুচেৎ সিংহটীকে কল্পনার সাহায্যে রাজনগরের রাজা স্থির করিয়াছেন। রাজনগর ভাণ্ডীর বন হইতে ১২।১৪ মাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। শুনা যায় রাজনগরের রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

যদি তিনি সুচেৎ সিংহের পরিবর্ত্তে ভাণ্ডীর বনের সংলগ্ন বীরসিংহপুরের বীর সিংহ রাজার উল্লেখ করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় কাল্পনিক না হইয়া ইহা সত্যে পরিণত হইত। flunters report এ আমরা দেখিতে পাই বীর সিংহ নামে এক স্বাধীন নৃপতি ছিলেন তিনিই ভাণ্ডীর বনে গোপালমূর্ত্তি ও নিজালয়ে কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, ধ্বংসপ্রাপ্ত গড়ের ভগ্ন ইষ্টক রাশি ও মুসলমান কর্ত্তৃক রাজার পরাজয়ে ও হত্যায় বীরসিংহরাণী বিপন্না হইয়া যে সরোবরে প্রাণত্যাগ করিয়া ছিলেন তাহা এখনও বীরভূমে খটঙ্গা গ্রামের পশ্চিমে ও বীরসিংহপুরের পূর্ব্বে অবস্থান করিয়া স্বাধীন নৃপতির অস্তিত্ব বিঘোষিতকরিতেছে। মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে রূপ গোস্বামী

ঐ সময় তাহারা গোপাল সহ বঙ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং গোস্বামী স্বয় তোয়া নদীর দক্ষিণ তীরস্থ ভাণ্ডীর বনের সন্নিকটবর্তী আম্র কাননে এক পারে যৌরাক্ষী ও পরপারে মঙ্গলডিহা গ্রামে শ্যাম সুন্দর মূর্ত্তি রাখিয়া বীরভূম ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এখনও মঙ্গল ডিহী গ্রামে পুরাকালের হস্তলিখিত পুঁথি হইতে পাওয়া যায়। "তিনি বলিতে পারেন নাটক ইতিহাস নহে" তাহা জানি কিন্তু সত্যরূপ অলঙ্কারে শোভিত হইলে বড়ই শোভন হয়, বীর সিংহ রাজাই বীরভূম নাম দিয়া গিয়াছেন তাঁর নামোল্লেখ নাই বলিয়াই এত কথা বলিলাম গত ১৩ই মাঘের নটরাজে শ্রীযুক্ত হরে কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মহাশয়ের "ষ্টারের চণ্ডীদাস প্রবন্ধের সহিত আমি সকল বিষয়েই একমত এবং আমি ও শ্যাম সুন্দরের (গোপাল নাম হইলেই ভাল হইত) দ্বিভূজ মুরলীধর ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তির বদলে ভাণ্ডীর বনের গোপালরূপে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির আবির্ভাব দর্শনে বড় ব্যথিত হইয়াছি।

শ্রীকালীপদ চৌধুরী

—

গজেন্দার গল্প

স্ত্রী একটা নাট্যশালার অভিনেত্রী স্বামী একটা রঙ্গালয়ের অভিনেতা। তারা নববিবাহিত দম্পতি।

স্ত্রী গান ধরতে পারলেই, স্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে বারাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়ান। স্ত্রী সেটি লক্ষ্য করে একদিন সলজ্জভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "আমার গান বুঝি তোমার ভাল লাগেনা ?"

স্বামী সপ্রেমে বললেন "সেকি প্রিয়তমে, তোমার গান আমার খুব ভাল লাগে, কিন্তু আমি বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াই কেন জানো—পাছে পাড়ার লোকে মনে করে যে আমি নববিবাহিতা পত্নীকে ধ'রে প্রহার করছি !"

•

বাজারে নূতন্ ফুলকপি উঠেছে।

অভিনেতার স্ত্রী বায়না ধরলে যে এখনই তার মা ঠাকরুণকে একটি নূতন কপি কিনে পাঠাতে হবে। স্বামীর মাথার টুপিটি খুলে নিয়ে তাঁকে দেখিয়ে বললেন কিন্তু এই মাপের হওয়া চাই। এর চেয়ে ছোট হ'লে নেব না।

স্বামী তৎক্ষণাৎ হ্যাটটি হাতে করে বাজারে গিয়ে একজন কপিওয়ালার কাছে হ্যাটটি পেতে বললেন শিগগির একটা কপি দাও !

কপিওয়ালা অবাক্ হয়ে ভাবলে এ লোকটি কি পাগল ? টুপি দেখিয়ে কপি চায় কেন ?

কিন্তু স্বামীর বিলম্ব সহ্য হচ্ছিল না ; তিনি নিজেই কপি তুলে নিয়ে এক একটি করে টুপীর মধ্যে পুরে মেপে দেখতে লাগলেন।

কপিওয়ালা তখন ব'লেই ফেললে মশা'য়ের কি মাথাটা খারাপ ? ওকি করছেন ?

অভিনেতা অপ্রস্তুত হ'য়ে তখন ব্যাপারটা কপিওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলে।

কপিওয়ালা খুসী হ'য়ে হাসতে হাসতে অভিনেতাকে তার টুপীর চেয়েও বড় মাপের একটি কপি বেছে দিলে।

—

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যানক্রফ্‌ট

পাশ্চাত্য নাট্য-জগতে বিখ্যাতা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যানক্রফ্‌টের নাম সু-পরিচিত !...প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে যে রঙ্গ-নায়িকার লীলায়িত, নয়নাভিরাম সুচারু অভিনয় লণ্ডনের সুবিখ্যাত রঙ্গালয়গুলির মঞ্চ-শোভাকে গৌরবের সার্থকতায় ভরিয়ে তুলেছিল, সেই নটী-কুল-রাণীরই নাম যে আজ পৃথিবীর রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উজ্জ্বল একখানি পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে অধিকার ক'রে ব'সবে, এতে আর বৈচিত্র্য কি ?...

মিসেস্ ব্যানক্রফ্‌টের অভিনেত্রী-জীবনের মধ্যে অভিনবত্ব আছে প্রচুর !... বাল্য-জীবনে তিনি বালকের ভূমিকা নিয়ে অভিনয় ক'রতেন। তার মধ্যে প্রধানতঃ "ভেনিসের বণিক" নাটকের 'বিচার-দৃশ্যে', "রোমিও-জুলিয়েট" নাটকের 'বারাণ্ডা-দৃশ্যে', "ম্যাক্‌বেথের" 'নিদ্রিত ভ্রমণ' দৃশ্যে এবং "স্বর্গকে সয়তানের আহ্বান" নাটকের দৃশ্যেই তাঁকে অভিনয় করতে হ'তো !...সে সময় (সম্ভবতঃ তাঁর বয়সের অল্পতার জন্যই) পরিশ্রম-জনিত কষ্টে তিনি অতিশয় অভিভূত হ'য়ে পড়তেন।...কিন্তু এই কষ্ট-স্বীকারের পুরস্কার স্বরূপ, নাট্য-কলার প্রতি তাঁর একান্ত অনুরাগ শেষে বিজয়-গৌরবের অনবদ্য ললাটিকা এঁকে দিলে তাঁর স্নিগ্ধোন্নত ভালে, অমর কীর্ত্তির সুগন্ধ-চন্দন-ধারা ছড়িয়ে দিলে তাঁর অঙ্গে ; অভিনেত্রীর পদ ছেড়ে তিনি হ'লেন লণ্ডনের প্রিন্স-অফ-ওয়েলস থিয়েটারের কর্ত্রী-কর্ত্রী !...পরে, তিনি ও তাঁর স্বামী মিঃ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট "হে-মার্কেট" (Hay market) রঙ্গালয়ের পরিচালক কার্য্যে নিযুক্ত হন।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধ'রে থিয়েটারের ম্যানেজারী করবার পর, ২০শে জুলাই ১৮৮৫ সালে তিনিও তাঁর স্বামী রঙ্গালয়ের সংস্রব হ'তে অবসর গ্রহণ করেন !...

মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট তাঁর পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান ছিলেন।—তাঁর মাতার নাম তাঁর বিবাহের পূর্ব্বে ছিল জর্জিয়ানা জেন্ ফকনার। তাঁর পিতার নাম ছিল রবার্ট প্রেডেল্ উইল্টন্। ..উইল্টনও অভিনেতা ছিলেন। তাঁর এই অভিনেতা হওয়া সম্বন্ধে একটু রহস্য আছে।...খৃষ্টীয় শাস্ত্রীয় বংশে তিনি জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন। সুতরাং, বংশগতভাবে গির্জ্জার পৌরহিত্য করাই তাঁর ছিল কর্ত্তব্য।...কিন্তু, গির্জ্জার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না ; কারণ, তাঁর সমস্ত শ্রদ্ধা, সমস্ত অনুরাগ, সমস্ত প্রীতি বাল্যকাল হ'তেই রঙ্গালয়ের রঙীণ বুকখানির মধ্যে সমাহিত হ'য়ে গিয়েছিল !...

তাঁর খেয়ালও ছিল প্রচুর !...প্রথমে তিনি জাহাজ-চালানো শিখবার জন্য সাগরে অভিযান করেন। পরে আইন শেখেন ! পরে, তাঁর বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সৈনিকদের দলে নিজের নাম লেখান্ !...কিন্তু, ২৪ ঘণ্টা দেশ-রক্ষা ক'রতে না করতেই বিরক্ত হ'য়ে ও-কাজ ছেড়ে দেন !...

রাজার কাজে এই চটুলতার জন্য তাঁকে ভুগতে হ'তো খুব ! কিন্তু তাঁর স্নেহশীলা জননী তাঁকে বাঁচিয়ে দেন !...

যাই হোক, পরে তিনি সেক্সপীয়ার চর্চ্চা ক'রতে আরম্ভ করেন এবং অভিনেতা হন্!...তিনি ছিলেন ভবঘুরে।...তাঁর এই অশান্ত ভ্রমণের পথে একদিন তিনি জর্জ্জিয়ানা জেন্ ফকনারকে পান এবং তাঁকে নিয়ে পালিয়ে যান।...পৃথিবীর মধ্যে তখন কেউ বুঝতে পারেননি যে, ভবিষ্যৎ রঙ্গজগতের মহামহিমোজ্জ্বল এক অপূর্ব্ব মণি-রত্ন এই দুটী সাধারণ পুরুষ-নারীর ইচ্ছার সন্ধিতে জন্মগ্রহণ ক'রবে!...

মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্ট ব'লতেন, "অভিনেতা হওয়া মানে—ঘর, সমাজ, বন্ধু এবং সম্ভ্রমের আসন হ'তে নির্ব্বাসিত হওয়া!"—কথাগুলো তিনি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখেছিলেন। তার একটা সামান্ত দৃষ্টান্ত বলি:—তাঁর বাবা যখন মারা যান, ৪০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর কাকা তাঁর সঙ্গে কথা কন্‌নি, এবং তাঁর বাবার মৃত্যুর কথা জানবার জন্ত তাঁর বংশের কোন লোকই কিছুই খোঁজ করেন নি!......

মিসেস ব্যান্‌ক্রফ্টের বাবা ছিলেন গরীব অভিনেতা। তাই, ব্যান্‌ক্রফ্টকে ছেলেবেলা থেকেই রঙ্গমঞ্চে নামতে হ'তো। তিনি প্রথম প্রথম (যখন তাঁর ৫ বৎসরমাত্র) কবিতা এবং নির্ব্বাচিত নাটকের বিশিষ্ট দৃশুগুলি আবৃত্তি করতেন—যদিও ;; সুস্পষ্টভাবে সমস্ত উচ্চারণ করা তাঁর পক্ষে তখন অল্প কষ্টকর হ'তো না!...

এই রকমভাবে অভিনয় করবার সময়, তাঁর শিশু-প্রাণে বড়ই ব্যথা বাজতো।—বেদনার-মৌন অশ্রুধারে-উচ্ছ্বসিত-বুকে তখন তাঁর মনে হ'তো যে, তাঁরই সমবয়সী আরও ত কত বালিকা র'য়েছে! তারা কেমন সুখে আছে!...যে রাত্রিতে তারা সুকোমল শয্যায় পিতা-মাতার স্নিগ্ধ আদরে ঘুমিয়ে থাকে, সেই রাত্রিতে তাঁকে তাঁর পিতার পার্শে থেকে রঙ্গালয়-যাত্রীদের মনস্তুষ্টি ক'রতে হয়!.. শিশুর প্রাণের প্রিয় বস্তু যে খেলনা, তাকে আদর করবার সময়টুকু পর্য্যন্ত তিনি পেতেন না!...এম্‌নি ছিল তাঁর দুঃখের অদৃষ্ট!...

কখনো কখনো রাত্রে শয্যায় শুয়ে তিনি তাঁর পুতুলটাকে জড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু, আনন্দের পরিপূর্ণতার পূর্ব্বেই তাঁর অবসন্ন শরীরে নিদ্রা পরশ বুলিয়ে যেতো!...সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখতেন, পুতুলটা সেই রকম ভাবে তাঁর বুকের উপর বাহুবদ্ধ হ'য়ে আছে!...গভীর দুঃখে বুক হ'তে তাঁর নীরব দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যেতো!...

কি—শীত, কি—বর্ষা কোন ঋতুতেই তাঁর কার্য্য হ'তে নিস্তার ছিলনা:—কখনো "জকী", কখনো খালাসীর উৎকট পোষাক প'রে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে নামতে হ'তো।—এমন কতদিন গেছে, যখন তিনি গভীর ঘুমে অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছেন। কিন্তু তাঁর বাবা তাঁকে জাগিয়ে দিলেই, তখনই উঠে তাঁকে অভিনয় ক'রতে হ'য়েছে! এলে, আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি ভুল আবৃত্তি ক'রে ফেলতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিতামাতার কাছে ভৎর্সনাও পেতেন প্রচুর!......

একদিন তিনি অভিনয় করবার জন্ত রঙ্গমঞ্চে নেমেছেন। উইংসের একধারে তখন ছিলেন তাঁর বাবা, আর একধারে ছিলেন তাঁর মা। তাঁরা দুজনেই তাঁকে prompt করেছিলেন।...উইংসের পাশে অল্প দূরেই একটা থামের উপর একটা কেৎলী চড়ানো ছিল।... পিতামাতার prompting শোনার দিকে অত মন না দিয়ে, তিনি থেকে' থেকে' দেখছিলেন কেৎলীটার দিকে।...

এদিকে আবৃত্তি তাঁর ভুল হ'তে লাগ্‌লো। ভিতর থেকে তাঁর পিতামাতা চুপিস্বরে তাঁকে তিরস্কার ক'রে উঠলেন। কিন্তু সেদিন তাঁর কেমন সব গুলিয়ে গেল।—মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে অসামঞ্জস্য-পূর্ণ ভঙ্গিমায় অনবরত তিনি ভুল-ই আবৃত্তি ক'রতে লাগলেন।—হঠাৎ তিনি দেখলেন, তাঁদের থিয়েটারের অধিকারিণী সামনেই 'পিটের' একস্থানে ব'সে তাঁর দিকে চেয়ে' হাসছেন!...

এই দেখেই, তিনি তক্ষুনি আবৃত্তি বন্ধ ক'রে, নিজের হাত দুটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বালিকার চেটুলতায় ব'লে উঠলেন, "না না, আমি ষ্টেজে থাকবো না! আমি যাবো ওই 'পিটে'!" এর পর থেকে অধিকারিণী মহাশয়া আর 'পিট' থেকে তাঁর অভিনয় দেখতেন না।—যেখান থেকে তিনি দেখতেন, সেটা ছিল অধিকতর উর্দ্ধর স্থান। সেটা ছিল—গ্যালারী!...

পাঁচ বৎসর বয়সে সুমধুর বাদ্যের সহযোগিতায় তিনি 'কলিন্স'—লিখিত passions-এর প্রতি গীতি-কবিতাটী গান করেছিলেন!...

শীতকালের রাত্রে অভিনয় ক,রতে ক'রতে তাঁর সারা অঙ্গ শীতে রাঙা হোয়ে উঠতো!...অভিনেতার কন্তার কাছে ক্রমে এসব গা সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল।...কিন্তু এই 'অভিনেতার কন্তা' ব'লে তিনি এতদিন সাধারণের কাছে এমন এক উপহার পেয়েছিলেন, যা' তিনি জীবনে কখনো ভুলতো পারেন নি!...সে কথা, ও তাঁর জীবনের আরও অনেক ইতিহাস বারান্তরে লিখবার ইচ্ছা রহিল।—

শ্রীভাগ্যবন্তকুমার বসু।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৩ই ফাল্গুন
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

অনেকের মুখেই এই প্রশ্নটা প্রায়ই শোনা যায় যে নবযুগে নাট্যকলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাটকের উৎকর্ষ দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা কেন? অভিনয়ের ধারা যেমন পূর্ব্বের চেয়ে বর্ত্তমানে অনেক পরিবর্ত্তিত হয়েছে, তেমনি নাটক রচনার ধারাও সেই সঙ্গে একটুও পরিবর্ত্তিত হ'তে দেখা যাচ্ছেনা কেন? এখনও এদেশের রঙ্গমঞ্চে সেই মার্লো শেক্সপীয়ার, বেনজনসনের আমলের নাট্য রচনা পদ্ধতির প্রচলনই দেখতে পাওয়া যায়। ব্যারী গলস্‌ওয়ারদি বা বার্ণার্ডশ'র কথা দূরে থাক্, আমাদের দেশের রঙ্গালয়ে অভিনীত কোনও নাটকে এখনও Ibsenian Technique এরও ছায়া পড়তে দেখা যায়নি! এদেশের নাটক এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে! এর কারণ কি?

চক্রান্ত—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

*

আমাদের মনে হয় এর কারণ আর অন্য কিছুই নয়—কেবল নূতন নাট্যকারের অভাব! বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে আজ বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে স্থান পেয়েছে সে কথা সত্য কিন্তু যাঁরা বলেন যে বাঙলা সাহিত্য আজ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একেবারে নাকি পাঁচশ' বছর এগিয়ে গিয়েছে তাঁদের সঙ্গে আমরা কিছুতেই একমত হ'তে পারছিনি। হ'তে পারে হয়ত' গল্প উপন্যাস ও কবিতার দিক দিয়ে একথাটা আংশিকভাবে সত্য কিন্তু সকল দেশেরই সাহিত্যের যে একটা প্রধান অঙ্গ তার নাটক—বাঙলা ভাষায় ও বাঙলা সাহিত্যে যে সেদিক দিয়ে আমাদের এখনও প্রচুর দৈন্য রয়েছে সে কথা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। এদেশে উচ্চ শ্রেণীর নাটকের দুর্ভিক্ষ এখনও বিদূরিত হয়নি।

*

এদেশের ভাষাকে আজ যাঁরা প্রাণের রঙে তাজা ও জীবনের রসে সবুজ করে তুলেছেন, উপন্যাসকে ভেঙে চুরে মনস্তত্ত্বের অভিনব মন্দির ক'রে গ'ড়েছেন, গল্পকে আখ্যায়িকার ছিন্ন-কন্থা থেকে একেবারে সাহিত্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে উঠিয়ে দিয়েছেন, কবিতাকে ছড়ার ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে সারদার চরণকমলের সুরভিত শতদলে রূপান্তরিত করেছেন, সেই নূতনের চির নূতন অগ্রদূতেরা ও তাঁদের প্রভাবে দীপ্ত সাহিত্যিকের দল নাট্য-রচনায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন বলেই এদেশের নাট্য সাহিত্য এখনও সেই মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার মতোই ভুল করে আর্য্য চারু দত্তের শকটে না উঠে সংস্থানকের গোযানে চলেছেন তাই রাজশ্যালকদের হাতে তাঁকে আজও নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হ'তে হ'চ্ছে তরুণ প্রেমিক পুরুরবার পুষ্পরথে চড়ে রাক্ষস ভয়ভীতা উর্ব্বশীর মতো এখনও সে নিরাপদে উজ্জয়িনীর ইন্দ্রভবনে এসে উঠতে পারেনি।

*

দেশের তরুণ সাহিত্যিকের দল নাট্য রচনায় বিমুখ কেন? এখানে কি তবে আর নূতন নাট্যকারের উদ্ভব হবেনা? এদেশের নাট্য-সাহিত্য কি তবে চিরদিনই এমনিই জরাজীর্ণ স্থবির ও পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে? বঙ্গভারতীর নাট্যমহলে কি তবে যৌবনের সাড়া আর জাগবেনা? বিশাল নাট্যলোকের দিগ্বিজয়ে কি কোনও নবীন বীর জয়যাত্রায় বেরুবে না? কোন্ ভাগ্যবান ভগীরথ আজ তার শুভ শঙ্খ বাজিয়ে নব নাট্য-গঙ্গাকে শিবজটা থেকে নামিয়ে গোমুখীতে এনে শতধারায় প্রবাহিত ক'রে দেবে? আমরা তাঁরই আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আজ পথের দিকে চেয়ে আছি। ষষ্ঠি সহস্র সগর সন্তানকে উদ্ধার ক'রবে কে? রঙ্গালয়কে পরিত্রাণ করবে কে? চাই নূতন নূতন নট—চাই শক্তিমান নূতন নাট্যকার!

*

রঙ্গালয়ের সেই অতীত যুগের প্রয়োজন ও নির্দ্দেশ মতো—যাঁদের লেখনী নাটকের রচনায় নিযুক্ত হয়েছিল, আজও দেখা যাচ্ছে তাঁরাই কেবল একাকী নাট্য সাহিত্যের অনুর্ব্বর ক্ষেত্র পালন করছেন, কিন্তু তাঁদের উৎপাদিত নিকৃষ্ট ফসলে তো আজকের দিনের সকল দর্শকের ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'চ্ছেনা। আজ যে তারা নূতনের আস্বাদ চায়! নাট্য-সাহিত্যে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ দেখবার জন্য তারা আজ উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে! উচ্চ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতর উন্নততর নাটকের অভিনয় দেখবার জন্য তারা আজ ব্যাকুল! কিন্তু কে তা সরবরাহ করবে? কোথায় সে নব যুগের নূতন নাট্যকারের দল যারা বাংলা দেশের দীন হীন নিঃস্ব নাট্য-সাহিত্যকে আজ সম্পদশালী ও ঐশ্বর্য্যবান ক'রে দিতে পারে? নাটকের উন্নতিকল্পে অভিনব নাট্য রচনার ব্রত গ্রহণ করে কারা আজ তাদের লেখনীকে ও মাতৃভাষাকে ধন্য করে দিতে চায়?

*

দেশের শক্তিশালী লেখকেরা কেউ এ আহ্বানে সাড়া দিতে সম্মত হয়না কেন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা যা শুনেছি তা এদেশের নাট্য সম্প্রদায় গুলির পক্ষে মোটেই গৌরবের কথা নয়! কোনও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিককে আমরা একবার প্রশ্ন করিছিলুম যে আপনি নাটক লিখছেন না কেন? এবং সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিছিলুম যে আপনি খানকতক ভাল ভাল নাটক রচনা ক'রে দিয়ে এদেশের নাট্য-সাহিত্যের একান্ত দৈন্য ও অভাব বিদূরিত করুন। তিনি মৃদু হেসে আমাদের বলেছিলেন যে নাটক রচনা করতে পারি কিন্তু অভিনয় করবে কারা? তোমাদের এসব নাট্য সম্প্রদায় আমার নাটক পছন্দ করবেনা, কারণ আমি যে নাটক লিখবো সে নাটক এদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। যে ধরণের নাটকের সঙ্গে এদের চিরকালের পরিচয় আছে, কোনও নাটকে তার ব্যতিক্রম দেখলে এরা তা গ্রহণ করতে ভয় পায়! সে ধরণের নাটকের মর্ম্ম গ্রহণ করবার মতো শিক্ষার উৎকর্ষ ও রসবোধ এসব নাট্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কারুর নেই! আমার নাটক প'ড়ে, বিচার ক'রে, এই সব অযোগ্যেরা যখন বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে রায় দেবেন যে এ নাটক চলবেনা—'পাবলিকে' নেবেনা—আমি তাদের হাত থেকে সে হীন অপমান বরণ করে নিতে প্রস্তুত নই!

*

তিনি আরও বলেছিলেন যে—এই 'পাবলিকের' ইচ্ছা অভিরুচি ও পছন্দ অপছন্দের হিসাব খতিয়ে যারা নাটক নির্ব্বাচন করে, আমি সে অরসিকদের জন্য নাটক রচনা করে আমার সময় ও পরিশ্রম ব্যর্থ করতে রাজি নই। কারণ এদেশে কোনও নাটক যদি অভিনীত না হয় তাহ'লে কেবলমাত্র পাঠ্য হিসাবে তা অতি অল্পই বিক্রয় হয়। সুতরাং নাটক রচনা করতে যাওয়া আমার জীবিকার পক্ষেও ক্ষতিকর হবে। একথার উত্তরে আমরা আর তাঁকে নাটক রচনায় অধিক উৎসাহ দিতে পারলুম না। বিশেষ সেখানে উপস্থিত আর একজন সাহিত্যিক যখন আমাদের বললেন যে নাটক লেখার বিপদ শুধু তাই নয়, আপনি বা আমি যদি একখানি নাটক রচনা করি তাহ'লে সেখানি অভিনয় করাবার জন্য আমাদের নাট্যশালার অধ্যক্ষদের দ্বারে দ্বারে খোসামোদ ক'রে ফিরতে হবে। অনেক সুপারিশ ধরে যদি আমরা কেউ কোনও রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছাতে পারি, তাহ'লে আমাদের রচিত নাটকখানি কবে যে অধিকারী মহাশয়ের শোনবার অবসর হবে সেই দিনটির অপেক্ষায় অন্ততঃ ছ'মাস তাঁর দরবারে উমেদারী করতে হবে। তিনি তাঁর অবকাশ মতো পড়ে দেখবেন এই আশায় নাটকখানি যদি তাঁর কাছেই আমরা রেখে আসি, তাহ'লেও ছ'মাসের মধ্যে তাঁর সেখানি পড়ে দেখবার অবকাশ তো হবেই না বরং হয়ত' নাটকের পাণ্ডুলিপিখানি তিনি হারিয়েই ফেলবেন! কিম্বা, কখন কখন এমনও শোনা গেছে যে কিছুদিন পরে, সেই নাটকই নাকি নাম ধাম গুলো ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে কোনও কোনও অধ্যক্ষ মহাশয়দের স্বরচিত নূতন নাটক বলে অভিনীত হয়ে থাকে! অতএব নাটকখানি তাঁরা অবসর মতো পড়ে দেখবেন ব'লে অধ্যক্ষ প্রভুদের হাতে তুলে দিয়ে আসাটা ডাইনীর হাতে পুত্র সমর্পণের মতোই বিপজ্জনক!

•

ছ' মাস উমেদারী করবার পর সৌভাগ্যক্রমে যদি আমাদের নাটকখানি একদিন তাঁর শোনবার অবকাশ হয় তাহলেই যে কাজ কতকটা অগ্রসর হ'লো এরূপ মনে করবারও কোনও উপায় নেই, কারণ সেদিন হয়ত সমস্ত নাটকখানি শেষ পর্য্যন্ত তাঁদের শোনবার সময় না হতে পারে, খানিকটা শুনেই হয়ত বলবেন—বাকীটা আর একদিন শুনবো। আমাদের আবার সেই বাকীটুকু শোনাবার জন্য আর একটি শুভ দিনের প্রতীক্ষায় আরও ছ' মাস তাঁর কাছে যাতায়াত করতে হবে! তার পর যদি সেই আর একদিন সত্যই আবার আসে এবং আমরা আমাদের নাটকখানি সবটা তাঁদের পড়ে শোনাতে পারি, তখন ওই হাঁটাহাঁটির কষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে যদি তাঁরা তৎক্ষণাৎ আমাদের নাটকখানি মনোনীত করেন!

•

কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা বলেন যে "বাঃ, আপনার নাটকখানি বেশ হয়েছে। আমরা নিশ্চয় অভিনয় করবো, আপনি বইখানি রেখে যান। তাহলেই সমূহ বিপদ। কারণ আবার আপনাকে তার পর অন্ততঃ বছর দুই ধরে হাঁটাহাঁটি করতে হবে—কবে আপনার নাটকখানির মহলা দেওয়া সুরু হবে—কবে ভূমিকা নির্ব্বাচন হবে—কবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে? কোন মাসের কোন্ তারিখে—কি বারে—প্রথম অভিনয় হবে? শনি রবিবারে পড়বে, কি বুধ বৃহস্পতিবারে ঠেলে দেওয়া হবে? অন্য কোনও নাটকের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে না পৃথক ভাবে অভিনয় হবে?—ইত্যাদি—ইত্যাদি!

•

নূতন নাটক রচনাকারীদের এই শোচনীয় দুর্গতির কথা যদি অতিরঞ্জিত বলেই ধরে নেওয়া হয়—তাহলেও একথা অস্বীকার করা চলে না—যে কতকটা বোধ হয় এইভাবেই তাঁদের নিশ্চয় হায়রাণ হতে হয়, তাই নাট্য-সাহিত্যের পুষ্টিকল্পে সহজে কোনও বড় সাহিত্যিক অগ্রসর হ'তে চান না! নূতন নাট্যকারদের প্রতি নাট্য সম্প্রদায়গুলির এই অবহেলা যে সাহিত্যের বিস্তার ও উন্নতির পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর একথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এ দেশের নাট্য-সাহিত্যের অপরিসীম দৈন্য থেকে। বাঙলা ভাষায় দু' চারখানার বেশী এমন কোনও নাটক আজ পর্য্যন্ত হল না যা বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে আসন পেতে পারে।

•

এ লজ্জা—এ অগৌরব—এ কলঙ্ক—সমস্ত জাতির ললাটে আজ অক্ষমতার চিহ্ন এঁকে দিতে ব'সেছে যে? এখনও কি 'পাবলিকের' মুখ চেয়ে এদেশের রঙ্গালয়গুলি সেই "লেও সখী লেও ভর-পিয়ালার" পালা শেষ করবেন না? আর কতবার ক'রে তাঁদের একথা বুঝিয়ে দিতে হবে যে দর্শকদের রুচি মার্জ্জিত করবার গুরুভার রঙ্গালয়ের উপরই ন্যস্ত। কোনটা ভাল—কোনটা ভাল নয়—'পাবলিক্'কে এ বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব তাঁদেরই! নাট্যশালার একটা প্রধান কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে সাধারণের কলাজ্ঞান, সৌন্দর্য্য বোধ ও রসানুভূতি উন্নত প্রসারিত ও তীক্ষ্ণ ক'রে তোলা! তাঁরা যদি ক্রমাগতই নিম্নশ্রেণীর নিকৃষ্ট নাটকের খেলো অভিনয় করতে থাকেন তা'হলে দর্শকেরাও ক্রমশঃ তাই দেখতেই অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে! তাদের কলাজ্ঞান ক্রমেই ক্ষীণ হ'য়ে আসে, সৌন্দর্য্য বোধ ধীরে ধীরে হ্রাস পায় এবং রসানুভূতি সুপ্ত হ'য়ে পড়ে। এ একটা জাতিগত ক্ষতি—এতে দেশের অনিষ্ট সাধিত হয়।

•

তৃতীয় শ্রেণীর নাটক অভিনয়ের আরও একটা মহৎ দোষ যে তাতে শিল্পী তার শক্তি স্ফুরণের সম্যক সুযোগ পায় না। নাট্যকারের অক্ষমতা যেমন চরিত্র সৃজনের দিক দিয়ে—ঘটনা সন্নিবেশের দিক দিয়ে—মনস্তত্ত্ব বিকাশের দিক দিয়ে, এবং সর্ব্বোপরি ভাষার সুললিত ব্যঞ্জনা ও রচনা ভঙ্গীর লীলায়িত গতির দিক দিয়ে শুধু কেবল ব্যর্থতাকেই পরিস্ফুট করে তোলে, তেমনি, ক্রমাগত তৃতীয় শ্রেণীর নাটক অভিনয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে পড়লে গুণদক্ষ অভিনেতাও অল্প দিনের মধ্যে তাঁর সমস্ত কলা নৈপুণ্য, অভিনয়দক্ষতা, কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য, অঙ্গ-ভঙ্গীর সুকৌশল ও সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যক্তির প্রকাশ শক্তি হারিয়ে ফেলেন।

•

অনেকে হয়ত' বলবেন—কেন, তা হ'বে কেন?—যে সত্যই শক্তিশালী অভিনেতা, যার মধ্যে রূপ সৃজনের যথার্থ ক্ষমতা আছে, সে নিম্নশ্রেণীর নিকৃষ্ট

মিকা নিয়ে নামলে তারই মধ্যে অনেক কিছু'প্যাচ' দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে ারে! তা পারে সত্য; আমরাও এ কথা অস্বীকার করি না, কিন্তু এই সঙ্গে ার একটা কথা ভুললে চলবে না যে সেটা সম্ভব হয় কেবলমাত্র সেই রকম লে যেখানে একজন প্রতিভাবান অভিনেতা সখ করে একটা অপ্রধান ভূমিকা য়ে অবতীর্ণ হন। কিন্তু যেখানে নাট্যশালার নির্ব্বোধ পরিচালকবর্গ বা যোগ্য অধিকারী মহাশয়দের শোচনীয় অনভিজ্ঞতা ও মূর্খতার ফলে বেতন ভাগী শিল্পীকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হ'য়ে রাতের পর রাত কেবলই ত বটতলার নাটকের নায়ক সেজে নামতে হয় সেখানে অভিনয়ের সঙ্গে ভিনেতার প্রাণের কিছুমাত্র যোগ থাকে না, ফলে, তিনি কেবল যেন নেহাৎ বাঝা নামানোর মতো, দায় সারা গোছ অভিনয় করেন মাত্র! তাই তাঁর সে ভিনয়ই যে কেবলমাত্র সকল দিক দিয়ে ব্যর্থ ও প্রাণহীন হয় তাই নয়, প্রতি াত্রেই এই নিজের সম্পূর্ণ অমনোনীত এক একখানি 'রাবিশ' নাটকের যেলো ভূমিকার অভিনয়ে ফাঁকি দিতে দিতে শেষটা অভিনেতা নিজেও ফাঁকি পড়তে াকেন। তাঁদের পরকাল একেবারে ঝরঝরে হয়ে আসে!

•

সে জন্য আমাদের মনে হয় প্রত্যেক নাট্য সম্প্রদায়ের কর্ম্মকর্ত্তাদের উচিত তাঁদের রঙ্গালয়ের জন্য কোনও নাটক নির্ব্বাচন করবার সময় তাঁদের প্রধান অভিনেতাদের তাতে সম্মতি আছে কিনা সেটা সর্ব্বাগ্রে জানা। নইলে যে প্রলোভনের তাড়নায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এ কালের কোনও কোনও নাট্য সম্প্রদায়ের পরিচালকেরা নাটকের শ্রেণী বিচার না করেই—কেবলমাত্র কোনও এক সময়ে রঙ্গালয় বিশেষে সেই সব নাটকের অভিনয়ে প্রচুর দর্শক সমাগম হ'য়েছিল বলেই—আজ যদি তাঁরাও সেই সব এ যুগের অচল নাটকের পুনরভিনয়ের আয়োজন করেন তা'হলে হয়ত' তাঁরাও একদিন অদূর ভবিষ্যতে জমীদারী করে ফেলতে পারবেন এ আশা করা তাঁদেরও পক্ষে নিতান্ত দুরাশার মতই নিষ্ফল হবে!

•

আজকের নূতন নাট্যশালায় নূতন অভিনেতৃ সম্প্রদায় নিয়ে নূতন নাট্যকারের নূতন ধরণের নাটক নূতন ভাবে অভিনয় করতে হবে, তবেই সাফল্য লাভের কতকটা সম্ভ বনা হতে পারে, নচেৎ নয়। সাবেক চালে চলতে গেলে তাঁকে আজকের এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তেই হবে। আজকের এই কালের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে যাঁরা অগ্রসর হ'তে পারবেন, জয় ও সিদ্ধি তাদেরই করতলগত হবে।

•

কিছুদিন পূর্ব্বে এদেশের অনেকে এ আশা করেছিলেন যে এই বার তাঁরা "uplifting of the stage" দেখতে পাবেন, একটা Renaissance of Histrionic Art and Dramatic Literature এইবার এদেশে সম্ভব হবে। কারণ এতদিনে এ দেশের একাধিক মার্জ্জিত রুচি কল্পনা কুশল তরুণ অভিনেতা তাদের উচ্চশিক্ষার সম্পদ ও Cultureএর ঐশ্বর্য্য নিয়ে রঙ্গালয়ে যোগদান করেছেন; অতএব তাঁরা নিশ্চয়ই রঙ্গালয়ের সেই traditional beaten track পরিত্যাগ করে কত না নব নব অজানা পথের সন্ধান দিয়ে যাবেন, নাট্যপুরীর কত না দক্ষিণের অজ্ঞাত দ্বার উদ্ঘাটন করে রূপকথার রাক্ষসী মায়ায় অচেতন রাজকন্যার মতো এ দেশের মূঢ়তার প্রভাবে সুপ্ত কল্পনা লোকের কলালক্ষ্মীকে তাদের প্রতিভার সোনার কাঠির স্পর্শে জাগ্রত ক'রে তুলবেন! এবার এই নটরাজের নব নাট্যমন্দিরের স্বর্ণচূড়ায় নূতন প্রভাতের নবীন রশ্মি প'ড়ে তাকে তরুণ উষার অরুণ রাগে রঞ্জিত পূর্ব্ব-গগণ ভালের মতো সমুজ্জ্বল ক'রে তুলবে!

•

কিন্তু মানুষ ভাবে এক বিধাতা করেন আর!" সেদিন লোক লোচনের অন্তরালে বসে বিধাতা পুরুষ বোধ হয় হাস্য করেছিলেন। তাই আমরা দেখলুম রঙ্গালয়ের কালো পর্দাকে আরও ঘন কৃষ্ণ ক'রে দিয়ে তরুণের দল সেই গতানুগতিক পথেই বৈদিক যুগের সনাতন গরুর গাড়ীর মতো চলেছেন! রঙ্গালয়ে তাঁদের কোনও অভিনব দান একটা নূতনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে অমর হ'য়ে উঠতে পারলে না। তাঁরাও কোনও নূতন নাট্যকারের সন্ধান করলেন না। সেই পুরাতনের পুঁজি থেকেই নাটকের রসদ সংগ্রহ করে তাঁরা বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে গিয়ে আজ বিপদগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছেন, পুরাতনের কাঠামোয় নূতন দলকে একেবারেই আর চেনা যাচ্ছে না! রঙ্গালয়ের এই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করতে পারেন একমাত্র অসাধারণ শক্তিশালী ও প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী। আমরা আজও অনেক আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি!

•

আজকের এই দুর্দ্দিনে মিত্র থিয়েটার এক অজ্ঞাত নামা নাট্যকারের নূতন নাটক "মুক্তার" অভিনয় করবেন ব'লে ঘোষণা দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হ'য়েছেন। আমরা তাঁদের সাহসের প্রশংসা করছি। এ কোন 'মুক্তা'? দস্যু 'মুক্তা' কি?

•

এবার ক'ন্‌ভোকেশনে রসরাজ অমৃত লাল বসু উপস্থিত হ'য়ে "জগত্তারিণী পদক" উপহার নিয়ে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতিভার সম্মান করাতে আমরা সুখী হ'য়েছি।

•

সর্ব্বজন প্রিয় সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের প্রবাস গমন উপলক্ষে সেদিন য়ুনিভ।সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হ'লে একটি বিদায় অভিনন্দন সভার আয়োজন হ'য়েছিল। স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন। শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী রায় বাহাদুর জলধর সেন প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত থেকে বক্তৃতা ক'রে দিলীপবাবুকে আশীর্ব্বাদ ক'রেছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন বাগচী একখানি সুন্দর অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। কবি নজরুল ইসলাম তার রচয়িতা। বহু পুরুষ ও মহিলা কবি তাঁদের সস্নেহ ও সশ্রদ্ধ কাব্য পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে এই তরুণ গায়কের প্রবাস যাত্রার পথ কুসুমাকীর্ণ করে দিয়েছিলেন। অন্ধ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে তাঁর সুস্বর-লহরীতে সে দিনের বিদায় সন্ধ্যাটী সুমধুর করে তুলেছিলেন।

•

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট অনুষ্ঠিত সমস্ত উচ্চবিদ্যালয়ের মধ্যে প্রচলিত প্রাচ্য সঙ্গীত প্রতিযোগিতার পূর্ব্বকার ধার্য্য দিন পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে—এবং সেইজন্য ২৫শে তারিখ পর্য্যন্ত আবেদন পত্র গৃহীত হ'বে। যে যে দিনে যে যে বিষয় অনুষ্ঠিত হবে—নিম্নে তা'র বিবরণ দেওয়া হ'লো।

ধ্রুপদ ও খেয়াল—১লা মার্চ্চ—অপরাহ্ণ ৫টা;

ঠুংরী ও টপ্পা—২রা মার্চ্চ—৫টা;

আধুনিক বাঙলা গান ও কীর্ত্তন—৩রা মার্চ্চ—৫টা;

সেতার ও এসরাজ (যন্ত্রসঙ্গীত)—৪ঠা মার্চ্চ—৫টা;

এই প্রতিযোগিতায় যাঁরা কৃতকার্য্য হ'তে পারবেন—তাঁদের আঠারটী স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক পুরস্কার দেওয়া হ'বে; উপরন্তু যে কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পুরস্কার লাভ ক'র্ত্তে পারবে—সেই কলেজকে "মহারাজা জগদিন্দ্র রায় চ্যালেঞ্জ ট্রফি" প্রদান করা হ'বে।

•

বীরভূমে প্রশংসার সহিত অভিনয় ক'রে ফিরে এসে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়াতে গত সপ্তাহে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'তে পারেননি। নরনারায়ণে কর্ণের ভূমিকায় নাট্যমন্দিরের তরুণ অভিনেতা শ্রীমান রবীন্দ্রমোহন রায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত অবস্থায় এত বড় একটি কঠিন ভূমিকা নিয়ে হঠাৎ নেমে পড়ায় তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই একান্ত প্রশংসনীয়। আমরা শুনে সুখী হলুম যে রবীন্দ্র বাবুর কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় একটুও নিন্দনীয় হয়নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি শিশির বাবু সত্বর নীরোগ ও নিরাময় হয়ে সুস্থ শরীরে নবোদ্যমে পুনরায় অভিনয় সুরু করুন। আমরা খবর পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি তিনি উপস্থিত একটু ভাল আছেন। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে অন্ততঃ তিন রাত্রি ক'রে শিশিরবাবু বরাবর নিয়মিত অভিনয় করে এসেছেন। আজ পর্য্যন্ত কখনও আমরা এর ব্যতিক্রম হ'তে দেখেননি। এমনিই অটুট স্বাস্থ্য ছিল বাঙলার এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতার। সেই স্বাস্থ্য আবার তিনি ফিরে পান এই আমাদের কামনা। তাঁর নটজীবনের ইতিহাসে বোধ হয় এই সর্ব্ব প্রথম তিনি শনি রবিবারের অভিনয়ে অবতীর্ণ হতে পারলেন না। একটি প্রকাণ্ড নাট্যশালা পরিচালনের গুরুতর দায়িত্ব ভার স্কন্ধে নিয়ে একাকী অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে নানা উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা ভোগ ক'রে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হ'য়ে পড়েছেন। আমরা শুনে সুখী হলুম যে তিনি কিছুদিনের জন্য রঙ্গালয় থেকে অবসর নিয়ে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাচ্ছেন; তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

চিত্র-জগৎ

—:০:—

দিন কতক আগে "মণ্টমাতর্ থেকে আসা মেয়ে" (The Girl from Montmartre) নামে একখানি ছবি বেরিয়েছে। এতে শ্রীযুক্ত লিউইস্ ষ্টোন্ ও পরলোকগতা বার্ব্বারা লা মার নায়ক ও নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। বার্ব্বার লা মারের এইখানিই শেষ ছবি।

•

নিউইয়র্কের অন্তর্গত রচেষ্টারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি-প্রাপ্ত ডাক্তাররা স্থির ক'রেছেন যে চিকিৎসাবিদ্যার্থী ছাত্রদের ও নোতুন পাশ করা ডাক্তারদের অস্ত্রোপচার প্রভৃতি নানা শরীর-সম্বন্ধীয় বিষয়ে শিক্ষা দেবার পক্ষে চলচ্চিত্র অনেক কাজ ক'র্‌তে পারে।

•

'ম্যাণ্ডালে যাবার রাস্তা' (The Road to Mandalay) ব'লে যে নোতুন ছবিখানি সম্প্রতি বেরিয়েছে বাস্তবতা, নাটকীয় প্রাচুর্য্য ও সংযত ভাবের দিক্ দিয়ে তার মতো আর একখানি ছবি ইদানীং দেখা যায়নি। শ্রীযুক্ত লন্‌চ্যানি এতে প্রধান ভূমিকায় নেমেছেন। শ্রীযুক্ত ওয়েন মুর ও হেন্‌রি ওয়াল্‌থল্ এবং শ্রীমতী লয় মোরানও এতে অভিনয় ক'রেছেন।

•

'ভাগ্যবতী নারী' (The Lucky Lady) একজন এমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী ও একজন রাজকুমারীর প্রণয় ঘটিত ব্যাপারের ছবি। নায়িকা ও নায়কের অংশে এই চিত্রনাট্যে অবতীর্ণ হ'য়েছেন শ্রীমতী গ্রেটা নিসেন্ ও শ্রীযুক্ত লায়োনেল ব্যারিমোর। শ্রীমতী নিসেন এর মধ্যেই যশের সোপানে অনেক ধাপ উঠেছেন।

•

স্বর্গীয় রাডলফ্ ভ্যালেন্‌টিনোর অটল সততা ও পরিবারিক জীবনের দুঃখ সম্বন্ধে শ্রীমতী পোলা নেগ্রি দিন কতক আগে যা লিখেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতীর সঙ্গে লোকান্তরিত অমর অভিনেতার বিশেষ প্রণয় ছিল।

•

একদিন শ্রীমতী নেগ্রি ভ্যালেন্‌টিনোর বাড়ীতে গিয়ে দেখেন যে তিনি স্তূপাকার চিটির মধ্যে বিষন্ন ও অসহায় অবস্থায় ব'সে আছেন। কত রকমেরই সে সব চিটি! ছোটো চিটি, বড় চিটি, লম্বা চিটি, চিরকুট; ছবির প্রার্থনা ক'রে চিটি, অর্থভিক্ষা ক'রে চিটি, প্রেম-নিবেদন ক'রে চিটি, কুমারীদের চিটি, বিবাহিতাদের চিটি, তাদের মায়েদের দিদিমা ঠাকুরমাদের চিটি।

•

সব চিটিই নারীদের। শ্রীমতী ব'ল্লেন 'মাভৈঃ'। ঐ চিটিগুলি তোমার কর্ম্মসচিবকে দাও আর তাকে তোমার সই জাল ক'রতে শেখাও, জবাব দেবার কোনো ভাবনা থাকবে না—এত কাতর হবে না।

•

বেদনা-কাতর বিস্ময়ে শ্রীমতীর দিকে চেয়ে তিনি ব'ল্‌লেন "সে কি, দেবী! এরা সব আমার বন্ধু, আমার বিশ্বাস ক'রে চিটি লিখেছে, আমিই এর জবাব দেবো—নয়তো বিশ্বাস-ঘাতকতা হবে যে। তুমি কি তোমার কর্ম্মসচিবকে সই জাল ক'র্‌তে শিখিয়েছ"?

•

শ্রীমতী ব'ল্‌লেন "না, আমি তো চিটি পেয়ে বিপন্ন হই না।" ভ্যালেন্‌টিনো ব'ল্‌লেন "আমি ও বিপন্ন হই নি, অভিভূত হ'য়েছি! কেবল ভাবছি আমার জন্মে কি সমবেদনাই সঞ্চিত আছে—ঘরের বাইরে!"

•

তিনি আর কিছুই ব'ল্‌লেন না—কিন্তু ওই 'ঘরের বাইরে' কথাগুলি এমন ভাবে, এমন স্বরে ব'ল্‌লেন যে তার মধ্যে নিহিত ব্যথার, অন্য কোনো প্রকাশের প্রয়োজন হোলোনা।

•

এমনই ভদ্র প্রকৃতি ছিল রাডলফ ভ্যালেন্‌টিনোর—তাবৎ নারীর এমনই ভালোবাসার পাত্র ছিলেন তিনি। এই সরল ইতালীয় তরুণটি এত বড় মানুষ আর এত বড় রূপদক্ষ ছিলেন।

•

কলম্বোর বৌদ্ধ সম্প্রদায় 'লাইট অফ্ এসিয়া' ছবির বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন।

বৈদেশিকী

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ' প্রায়ই সৌখীন থিয়েটার সম্বন্ধে কঠিন মন্তব্য ব্যক্ত ক'রতেন। বিশেষতঃ তিনি নিজের নাটকগুলির ভালো অভিনয় হবে না ব'লে বড়ই ভয় পেতেন—কিন্তু কিছুদিন হ'লো "Queen's Players" অভিহিত একটী সৌখীন দল বার্ণার্ড শ'র "You Never Can Tell"এর অতি মনোরঞ্জন অভিনয় ক'রে দর্শকদের অভিভূত ক'রে দিয়েছে। তাঁদের বহু ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও এরূপ কঠিন নাটকের এ প্রকার সুষ্ঠু অভিনয় বার্ণার্ডশ'র নাটকের মহিমা গৌরবান্বিত ক'রে তুলেছিল ব'ল্‌লে অত্যুক্তি হয় না।

•

হেনরিক্ ইবসেন-এর যৌবনের রচনা গদ্য-নাটক "Warriors at Helgeland" উত্তর-প্রদেশে এই সর্ব্বপ্রথম সৌখীনদল কর্ত্তৃক অভিনীত হ'লো। নিউকাসল্ এর People's Theatre গত মার্চ্চ মাসে এই নাটকাভিনয়ের অনুষ্ঠান করে।

•

পিকাডিলীতে (Piccadily) মিঃ ওয়াট্ একটা নূতন থিয়েটার নির্ম্মাণ ক'র্ত্তে মনস্থ ক'রেছেন। মিঃ ষ্টোন্ হ'চ্ছেন এই প্রাসাদের স্থাপত্য শিল্পী।

•

মসিয়ে বিকেয়ার (Monsieur Beaucaire) একখানি কৌতুকপূর্ণ অপেরা; এ পর্য্যন্ত যত উচ্চশ্রেণীর গীতিকা প্রকাশিত হ'য়েছে—তা'র মধ্যে এই আনন্দের নির্ঝরিণীর কলগীতির তুলনা নাই। বুথ টারকিঙটনের আখ্যানবস্তু হ'তে গ্রহণ ক'রে ফ্রেডেরিক্ ল'ন্সডেল্ এই নাটিকাটী লিখেছেন এবং এনডর্ মেসেজার্ এই গীতিনাট্যে সঙ্গীতযোজনা ক'রেছেন,—তবুও নাটকটার সৌন্দর্য্য অধিকতর গৌরবান্বিত হয়েছে পরন্তু আখ্যানবস্তুর কোনরূপ মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়নি।

•

বার্মিঙহাম এ্যামেচার ড্রামাটিক্ ফেডারেসান্ বারটা বক্তৃতার বিষয় নির্দ্ধারিত ক'রেছে। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা মিঃ এইচ হাওয়েল্-ডেভিস্, ইনি একজন ঐ দেশেরই প্রসিদ্ধ প্রযোজক। নিম্নে সেই সকল বিষয়ের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হ'লো; এই বক্তৃতাগুলি ইউনিভারসিটিতে দেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে কতকগুলি বিষয় বলা হ'য়ে গিয়েছে।

•

(1) Production. (a) Choice of play, Promt copy, Casting; (b) Rehearsal; (c) Pose and repose (from producer's point of view),

(2) Acting; (a) Deportment;

(b) Speech; (c) Tradition;

(d) characterisation

(3) Staging, (a) Setting; (b) Effects;

(c) Dressing; (d) Make-up

(4) Management:—stage, offstage, and auditorium.

(১) প্রয়োগ নৈপুণ্য; (ক) নাটক নির্ব্বাচন, প্রতিলিপিকা, অভিনয়ে অংশের নির্দ্দেশ;

(খ) পূর্ব্বাভিনয়-আবৃত্তি;

(গ) অঙ্গহার (প্রয়োগ শিল্পীর দিক হইতে)

(২) অভিনয়; (ক) অভিনয়ে চালচলন;

(খ) বাক্‌ধারা; (গ) প্রথাগত নিয়ম; (ঘ) চরিত্রসৃষ্টি।

(৩) মঞ্চ-সংস্থান প্রকট করা; (ক) সন্নিবেশ কৌশল;

(খ) প্রভাব; (গ) সাজসজ্জা;

(ঘ) অঙ্গরাগ।

(৪) পরিচালনা; রঙ্গমঞ্চ, যবনিকার আড়ালে, এবং প্রেক্ষাগৃহ।

•

যে চলচ্চিত্রসঙ্ঘের প্রযোজকের অধীনে ভ্যালেন্‌টিনো কাজ কর্ত্তেন—তিনি সম্প্রতি ব'লেছেন যে দুইটীমাত্র জীবন বীমা (Life iusurance) ছাড়া তাঁর বিশ্বাস ভ্যালেনটিনোর সম্পত্তি ৭৫,০০০ ডলার (১৫,০০০ পাউণ্ড) এর অধিক হবে না।

•

তিনি পুনরায় বলেন—যে গত বৎসরের শেষ মাঝামাঝি সময়ে ভ্যালেনটিনো ৯০০,০০০ ডলার সঞ্চয় ক'রে উঠতে পেরেছিলেন—এবং শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় (অর্থাৎ তাঁর সমগ্র চিত্রজীবনব্যাপী) ৪০০,০০০ পাউণ্ড ক'রে তোলেন। তিনি সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যেথাকৃতেন, এবং তাঁর বন্ধুদের পিছনে দু'হাতে অকুণ্ঠিতভাবে খরচ ক'র্ত্তেন;—কিন্তু সঞ্চয়ের দিকে তাঁর লক্ষ্যই ছিল না।

•

প্রতীচ্য ঔপন্যাসিক H. G. Wells এর পুত্র ফ্র্যাঙ্কওয়েলস কিছুদিন হ'লো আমেরিকাতে চলচ্চিত্র-বিজ্ঞান শিক্ষা ক'র্ত্তে গেছে।

•

সে নিউইয়র্কে দশদিন অতিবাহিত ক'রেছে;—এই ক'টা দিন সে শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র ষ্টুডিও দেখে দেখে বেড়িয়েছে। এই কুড়ি বছরের যুবক ফাঙ্ক এর আশা ও বিশ্বাস যে সে কালে একজন চলচ্চিত্রের প্রযোজক হবে।

•

রুডলফ ভ্যালেনটিনো তাঁর পত্নী নাটাসা রামবোভাকে নিয়ে ৩১শে জুলাই (১৯২৩ খৃষ্টাব্দ) সর্ব্বপ্রথম ইংল্যাণ্ডএ গমন করেন। অনেকেই প্রশ্ন করেছিলেন—রুডি কি লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে কখনও নৃত্য করেছেন?—তিনি এই প্রশ্নে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বলেন—যে তাঁরা তাঁকে চিন্‌তে ভুল করেছেন। তাঁর এক বন্ধু আছে Jules Rocourt তিনিই Gaby Deslysর সহিত "Rosy Rapture"এ "Duke of York" থিয়েটারে (১৯১৫) নৃত্য করেন। এর পূর্ব্বে তিনি লণ্ডনে আসেন নি।

•

Jules বেলজিয়ামের এখন চলচ্চিত্রের প্রযোজক। লণ্ডন হতে প্রত্যাগত হ'য়ে রুডি আমেরিকায় কতিপয় চিত্রে অভিনয় করেন।

•

ইংলণ্ড রঙ্গালয়ে দুইজন আদৃতা অভিনেত্রী Stoll circuit এ কতকগুলি ছোট খাটো ব্যাপারে অবতীর্ণ হ'য়ে বেশ যশ অর্জ্জন করেছেন। তাঁদের পরিচয়—ক্লারা কিমবল ইয়ঙ—এগুনেটা কেলারম্যান। ক্লারা কিমবল্ লণ্ডন কলিসিয়াম্—এ একটী কমেডি তে অবতীর্ণ হ'য়েছেন—এবং কেলার-ম্যান তাঁর সন্তরণ নৈপুণ্য ও মিমঙ্গন কুশলতা দেখিয়ে সকলকে প্রীত কচ্ছেন।

•

চলচ্চিত্রের (premiere danseuse) শ্রেষ্ঠতমা নর্ত্তকী মে'মা'রে পুনরায় তাঁর অন্তরের কামনা নৃত্য-কলার সাধনার স্পেনদেশে প্রত্যাগমন ক'রেছেন।

•

Dimritri Buchowetzkiর নেতৃত্বে শ্রীমতী মা'রে "Valencia" প্রয়োগ করবার আয়োজন আরম্ভ ক'রেছেন। "Valencia"র আখ্যানভাগ একটি বহু প্রচলিত সাধারণআদৃত গান দ্বারা মধুরীকৃত হ'য়েছে।

•

Valenciaর সঙ্গে কোনো রকম ঐক্য না থাকুলেও কেবলমাত্র গায়িকা স্পেনের নর্ত্তকী ব্যতীত এই নূতন আখ্যায়িকা সাধারণের মনে শ্রীমতী মা'রের অদ্ভুত কীর্ত্তি—"Fascination" এর কথা এনে দেবে। এই নাটকের মূল তথ্য যে—এক তরুণী স্পেনের নর্ত্তকী একজন (sailor lad) কিশোর নাবিক Lloyd Hughes এর প্রেমে পড়ে। এই চিত্রটী যে একটী মানবজীবনের কোমল কামনা সম্বলিত হয়ে আড়ম্বরের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা দেখাবে সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই।

—বৈ না-ভ

•

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যানক্রফ্‌ট

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

একবার কোন এক গির্জ্জা-নির্ম্মাণের সাহায্য-কল্পে অবৈতনিক এক নাট্য-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনয়ের অনুষ্ঠান হয়।...মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌টকেও সেখানে আনা হ'য়েছিল তাঁর অভিনয় দেখাবার জন্য।...মিসেস ব্যান্‌ক্রফ্‌ট বালক-বেশে তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় দুটা বিষয়ের আবৃত্তি ক'রে, দর্শকদের কাছে,—বিশেষ-ভাবে মহিলাদের কাছে,—অতিরিক্ত সুখ্যাতি অর্জ্জন করলেন।...মহিলাদের মনের তৃপ্তি তখন ব্যক্ত হচ্ছিল—"আশ্চর্য্য!" "কী সুন্দর!", "ও! কতটুকু ছেলে!" এবং "কী চতুর!" ইত্যাদি কথাগুলার মধ্যে!—অভিনয়-শেষে সেই মহিলাদের আন্তরিক ইচ্ছায় মিসেস ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে তাঁদের কাছে আনা হ'লো। তাঁদের মধ্যে তখন তাঁকে নিয়ে কাড়াকাড়ির ধুম প'ড়ে গেল!...একজন বললেন, "চমৎকার মেয়েটা!"...আর একজন তাঁর গালে চুমু খেয়ে বললেন, "কি সুন্দর মাথার চুলগুলা!"

এইরকমভাবে তাঁর আদর বাড়তে লাগলো।—এমন সময় যে ভদ্রলোকটী তাঁকে সেই মহিলাদের কাছে এনেছিলেন, তিনি বললেন, "আজকের এই অনুষ্ঠানের স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ আপনারা সকলে চাঁদা ক'রে এর জন্তে একটা খেলনা কিনিয়ে দিন্!" মহিলারা সকলেই সানন্দে রাজী হ'য়ে তক্ষুনি নিজের নিজের 'ব্যাগ' খুললেন। তার পর অর্থ বা'র ক'রতে ক'রতে সহাস্তে বললেন, "এমন সুন্দর মেয়েটা কার?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন তাঁরা উত্তর পে'লেন যে, তিনি একজন অভিনেতার কন্তা, তখন হঠাৎ তাঁদের ঠোঁট হ'তে হাসির রেখা মিলিয়ে গেল, আর, মুখের ভাব তিক্ততায় ভ'রে উঠলো!...সঙ্গে সঙ্গে মমতা-হীন হস্তে 'ব্যাগ' বন্ধ হ'য়ে গিয়ে ভয়ার্ত্ত তাঁদের মুখ-বিবর হ'তে উচ্চারিত হ'লো,—"কি সর্ব্বনাশ!"..."কি ভয়ঙ্কর!"..."হে ভগবান!" ইত্যাদি!—এবং তাঁরা,—যেন প্লেগাক্রান্ত রোগীর স্পর্শ-ভয়ে ভীত ব্যক্তির মতই,—তাঁর কাছ থেকে পিছনে সরে গেলেন!...

এই ঘটনাটী সেদিন তাঁর কোমল বুকখানির উপর ব্যথার যে নিদারুণ আঘাত ক'রেছিল, সারা জীবনেও তিনি সে-কথা ভুলতে পারেন নি!... অভিনেত্রী জীবনে তাঁর সম্মানের প্রথম পুরস্কার ছিল এই!...

আর একবার (বালিকা বয়সেই) তাঁর দ্বিতীয় পুরস্কার লাভের সৌভাগ্য হ'য়েছিল। তবে, সে-পুরস্কার পেয়ে তিনি ধন্ত হ'য়েছিলেন!...সে-পুরস্কার প্রদত্ত হ'য়েছিল সম্ভ্রান্তা মহিলাদের দ্বারা নয়!...সে পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে, যারা বুকের রক্ত দিয়ে দেশের উপকার ক'রেও দেশের কাছ থেকে প্রতিদান পেয়েছিল ঘৃণা—লজ্জা ভ্রূকুটী!...তারা ছিল শ্যামল ক্ষেতের ভক্ত-পূজারী ইতর চাষী-বিশেষ—মাতাল—দুশ্চরিত্র!—কিন্তু, তথা সমাজের সম্ভ্রম-ধারী ব্যক্তিগণের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাকারী দেবতা!...

সেবার তাঁদের নাট্য-সম্প্রদায় নরউইচ গ্রামে অভিনয় ক'রতে যায়। তিনি তখন দলের সঙ্গে যাননি।...তাঁর মা ব'লেছিলেন যে, তাঁকে এক সপ্তাহ দরকার হ'বে না!...কিন্তু, তিন দিন যেতে না যেতেই তিনি যে-বাড়ীতে থাকতেন, সেখানে এক চিঠি এসে উপস্থিত হ'লো—তাতে তাঁর মা লিখেছিলেন যে, তাঁদের পরের সপ্তাহে অন্ত কোন বই না হ'য়ে, 'গ্রীন্ বুশ' (Greem Bush) প্লে হ'বে।...সেই বইয়ে তাঁর ইভলিন্ এর পার্ট আছে। সুতরাং, তিনি যেন খুব শীঘ্র চ'লে আসেন তাঁদের কাছে!...

তিনি তখনি প্রস্তুত হ'য়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু ষ্টেশনে আসতেই দেখলেন যে, নরউইচ্-গামী ট্রেণখানি তখন প্ল্যাটফর্ম্ ছেড়ে চ'লে গেছে—অনেক দূরে!...তিনি মহামুস্কিলে প'ড়ে গেলেন!—এর পর ওখানে যাবার আর কোন ট্রেণও ছিল না!...সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্মরণ হলো পরের দিন সকালের রিহার্শালের কথা।—মনে মনে তিনি স্থির ক'রলেন, যেমন ক'রেই হোক্ সেখানে যেতে হ'বে, নইলে, কর্ত্তব্য উপেক্ষা করার অপরাধে শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে তাঁকে জরিমানা দিয়ে!...

ঠিক এই সময় সৌভাগ্যবশতঃ একটা মাল্-গাড়ী পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ীটাকে থামিয়ে তিনি চালককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারলেন যে, সেটা তাঁরই গন্তব্য-পথের খুব কাছেই যাবে!—তিনি চালকের কাছে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত ক'রলেন।...বালিকার সারল্যে মুগ্ধ হ'য়ে চালক তাঁকে তার গাড়ীতে তুলে নিলে।...

পথে, বিশ্রামের জন্ম, একটা চটীর পাশে গাড়ী থামিয়ে, চালক তাঁকে নিয়ে নাম্‌লো।...চটীর পাশে মাঠের উপর তখন কতকগুলা লোক একটা অগ্নি-কুণ্ডের সামনে ব'সেছিল।...চালক তাঁকে সেইখানে নিয়ে যেতেই, লোকগুলা তাঁর দিকে কৌতুহলী-দৃষ্টিতে চাইলে।...বালিকার সরলতায় তিনি শীঘ্রই তাদের সঙ্গে বেশ গল্প ক'রতে লাগলেন।...তারাও তাঁকে নিয়ে বেশ মজা পেলে!...

এমন সময় একজন তাঁকে বললে, "তুমি কার মেয়ে? কোথায় থাক? কোথায় যাচ্ছ? কেন যাচ্ছ?"

তিনি ধীরভাবে সব উত্তর দিলেন।...

তাঁর উত্তর শুনেই, সকলে আনন্দে ও আগ্রহে একসঙ্গে ব'লে উঠলো, "কি! তুমি অভিনেত্রী!" বিস্মিত আনন্দে লরী চালক তাঁকে একটা আবৃত্তি ক'রতে বললে।...তিনি না করবার ইচ্ছায় ঘাড় নাড়লেন!...তাই দেখে, একজন লোক বললে, "না—না, ব'লতে হবে না ওকে!...এতটা পথ এসে পরিশ্রমেও অবসন্ন হ'য়ে প'ড়েচে!"

জীবনের মধ্যে প্রথম-শোনা এই কটী সহানুভূতির বাণী বাস্তবিক পরিশ্রান্ত ব্যান্‌ক্রফটের দেহে উৎসাহের উত্তেজনা বহিয়ে দিলে!...আনন্দে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি তখনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটী বস্তুর আবৃত্তি ক'রলেন।...সঙ্গে সঙ্গে চটী হ'তে লোকের জনতা বেরুতে আরম্ভ হ'লো! ঘরের জানলা যেখানে যা' ছিল সব সম্পূর্ণভাবে খুলে গেল! আর, তাঁর চারিদিকে কৌতূহলী দর্শকের দল বৃত্তের আকারে ঘিরে দাঁড়ালো!...ডিকেন্স-বর্ণিত দৃশ্যের সার্থকতা যেন তখন রূপ নিয়ে ফুটে উঠলো সেখানে!...

লোকেদের সবিশেষ অনুরোধে ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে আরও দু-একটী আবৃত্তি ক'রতে হ'লো। তাঁর আবৃত্তি-অভিনয় শেষ হ'লে, বিমুগ্ধ দর্শকের দল তাঁর খুব প্রশংসা ক'রে, সুস্বাদু আহারে তাঁকে পরিতুষ্ট ক'রলে।...ক্রমে তাঁর বিদায় নেবার সময় এল।...সরাইখানার যত লোক ছিল, সকলেই তাঁকে রাণীর মত বিশেষ সমাদরে গাড়ীতে তুলে দিলে।...গরীব-শ্রেণীর কাছ থেকে আন্তঃরিক এই সম্বর্দ্ধনা মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌টের অনাদৃত জীবনে যে আনন্দের অমৃত ধারা ছড়িয়ে দিয়েছিল, সে কথা তিনি আ-মৃত্যু মনে রেখেছিলেন।...তাঁর বাল্য জীবনের রঙ্গ রসাত্মক কাহিনী আছে প্রচুর।...'বসন্ত-ক্ষত' ও 'দীর্ঘ নাসিকা' একবার তাঁকে এমন কৌতূহলী ক'রে তুলেছিল যে, তা তাঁর জীবন-ইতিহাসের রহস্য পূর্ণ একটী পৃষ্ঠাকে বিশেষত্বে ভরিয়া দিয়েছে।...বারান্তরে সেই পৃষ্ঠাটিকে রস-লিপ্সুদের চোখের সামনে ধরে দেবার ইচ্ছা রইল।...

শ্রীভারতকুমার বসু।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন ১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭॥০ টায়

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪॥ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

ভারত পুরাণের মর্ম্মমথিত অভিনব নাটক.

নর-নারায়ণ

(মহাসমারোহে ষষ্ঠবিংশ ও সপ্তবিংশ অভিনয়

নর-নারায়ণ নাটকের— নূতন রূপ দেখিবার জন্য সুধীবৃন্দকে

আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি।

কর্ণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

যুধিষ্ঠির—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

ভীম—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

নকুল—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী

সহদেব—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী

অভিমন্যু—শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সাত্যকি—শ্রীজয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়

ঘটোৎকচ—শ্রীশান্তশীল গোস্বামী

ভীষ্ম—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

দ্রোণ—শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায়

দুর্য্যোধন—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য

দুঃশাসন—শ্রীহীরালাল দত্ত

শকুনি—শ্রীনৃপেশনাথ রায়

বৃষকেতু—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস

ইন্দ্র—শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী

দ্রৌপদী—শ্রীমতী চারুশীলা

পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

গান্ধারী—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)

অস্তি—শ্রীমতী ঊষা (পটল)

পূর্ব্বাহ্ণে আসন সংগ্রহ করুন।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৩৭শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২০শে ফাল্গুন
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

কোনও একটী বিশেষ ভূমিকার অভিনয়ে কোনও সুদক্ষা অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় নৈপুণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে যদি কোনও কলানুরাগী দর্শক কবি স্বচ্ছন্দ বন্দনায় তাঁর স্তবগান করেন এবং কবির সে রচনা যদি দেবীপূজায় স্তোত্রের মতোই উদাত্ত, গম্ভীর, পবিত্র, নির্ম্মল ও অনবদ্য হয় তবে জনসাধারণেও কবির সঙ্গে অসঙ্কোচে সেই প্রতভার পূজায় যোগ দিয়ে তাদের মিলিত সচন্দন ... শাঞ্জলির অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিয়ে সেই ভাগ্যবতী শিল্পীকে পরম গৌরবান্বিত করেন!...গুণের আদর, গুণীর সম্মান—যে দেশ করতে জানে, দিতে জানে—তাদেরই মধ্যে কেবল দেখা যায় যুগে যুগে বহু ... অভ্যুদয় হ'তে!

স্বর্গ—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

*

আর যে পরপদানত দুর্ভাগা দেশের অপদার্থেরা তাদের গুণীকে সমাদর করতে শুধু কাতর নয়, সর্ব্বতোভাবে বিমুখ,—যারা শিল্পীকে তার যোগ্য মর্য্যাদা দিতে জানে না, গুণের কদর বোঝে না—সে ভাগ্যহীন ভূখণ্ডে গুণী এসে চলে যায় অপরিচিত পথিকের মতো!—অনাদরে অবহেলায় যারা নিরত কত বাঞ্ছিত জনের দুর্লভ জীবনকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের মধ্যে ব্যর্থ করে দেয়, নিষ্ফল ক'রে দেয়, যথা সময়ে একটুখানি উৎসাহ, একটু আদর পেলে যারা দেশের সম্পদ ও গৌরব অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারতো—বিরুদ্ধ সমালোচনার তীব্র কষাঘাতে—অথবা নিন্দা ও কটূক্তির অসহ্য চাপে, যারা তাদের ক্ষত বিক্ষত ক'রে পিষে মারে, তাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হ'য়ে ওঠে!

*

আমাদের স্বভাব হচ্ছে "ভাল করতে পারিনি মন্দ করতে পারি!" আমরা নিজেরা তো কাউকে আদর ও উৎসাহ দিয়ে তাদের গুণের সম্যক পরিস্ফুটনে সহায়তা ক'রে কখনও নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করি না,—এই মহৎ ত্রুটী ছাড়াও, আমরা আবার অধিকতর অপরাধ করি সেই সব কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রসগ্রাহী-দের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, যাঁরা তাঁদের এই জাতীয় দুর্ব্বলতা পরিহার ক'রে প্রকৃত গুণীর সমাদর করতে অগ্রসর হন! এ অন্যায়ের মার্জ্জনা নেই, কারণ এতে শুধু যে কেবল শিল্পীরই ক্ষতি হয় তা নয়, গুণগ্রাহীদেরও কণ্ঠরোধ হয়, তাঁরা সাহস ক'রে আর যা সুন্দর যা মধুর যা অপূর্ব্ব ও উপভোগ্য তার প্রকাশ্য প্রশংসা করতে পারেন না, ফলে দেশের লোকের কাছে গুণীর পরিচয় গোপন থেকে যায়! সেটা জাতির পক্ষে অনিষ্টকর।

শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয়-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হ'য়ে কবি গিরিজাকুমার বসু "নাচঘরের" গত সংখ্যার আগের সংখ্যায় যে সুন্দর কবিতাটী তাকে উপহার দিয়েছিলেন শহরের একখানি সাপ্তাহিকে দেখা গেল সে সম্বন্ধে অত্যন্ত অভদ্র মন্তব্য প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁদের অজ্ঞতা ও ততটা বিস্মিত হইনি, যতটা তাঁদের অশিষ্টতার পরিচয় পেয়ে আমরা ক্ষুণ্ণ হয়েছি! প্রতিপক্ষের প্রতি বিদ্বেষ যে মানুষকে কতখানি হীন ক'রে ফেলতে পারে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় এই পত্রিকার আলোচ্য মন্তব্যটুকু থেকে।

*

কবি গিরিজাকুমার বসু বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে যে অপরিচিত নন এ সংবাদ যাঁরা সাহিত্যের কিছুমাত্র খবর রাখেন তাঁদের সকলেরই জানা আছে। তিনি বয়সে নিতান্ত নবীন নন, বরং যশের দিক দিয়ে প্রাচীনই হ'য়েছেন। তিনি আজ প্রায় চৌত্রিশ বৎসর ধ'রে কবিতা লিখছেন। এমন কোনও সাময়িক পত্র নেই যারা তাঁর কবিতা প্রকাশ করে ধন্য হয়নি। এই দীর্ঘকালের সাহিত্য সাধনায় তিনি বাংলার পাঠকদের কাছে সুপরিচিত হয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে উক্ত সাপ্তাহিক পত্রিকার অযোগ্য সম্পাদক কখনও তাঁর নাম পর্য্যন্ত শোনেন নি! এই রকম সব লোকেরা যখন পত্রিকা সম্পাদনের গুরুতর দায়িত্বভার স্কন্ধে নেবার স্পর্দ্ধা করেন তখনই তাঁদের রচনার মধ্যে এইরূপ অর্ব্বাচীনতাই প্রকাশ পায় বটে! তাঁরা লিখেছেন "গিরিজাকুমার বসু বলিয়া কে এক ব্যক্তি আর্টের নাট্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীমতী নীহারবালার সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিয়া ফেলিয়া একরাত্রের মধ্যেই সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন! কবিতাটীতে গিরিজাকুমার নীহারবালাকে যেরূপ দেবী-টেবী বলিয়া যেরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া বন্দনায় শুভ নমস্কার জানাইয়াছেন, তাহাতে তিনি সুকবি বলিয়া পরিচিত হইলেও সুচতুর বলিয়া যে নিজেকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন

তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতঃপর বোধ করি প্রতি সপ্তাহেই পুত্র কলত্রাদি পরিবৃত হইয়া—আর্টের রয়েল বক্সেতে বিরাজ করিতে তাঁহাকে অনেকেই দেখিতে পাইবেন।

•

তাঁদের এই মন্তব্যের পশ্চাতে যে মনস্তত্ত্ব উঁকি মারছে তা যে নিছক বিদ্বেষ-বুদ্ধি প্রণোদিত তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। শ্রীমতী নীহারবালা যদি আজ 'আর্টের' অভিনেত্রী না হ'য়ে মনমোহন থিয়েটারের 'নাট্য-সম্রাজ্ঞী' হতেন তাহ'লে এই সম্পাদক প্রবর নিশ্চয়ই শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুকে এই না চেনার ভাণ ক'রে ধৃষ্টতা প্রকাশ করতেন না।

•

কবি গিরিজাকুমার বসু তাঁর কবিতায় উক্ত অভিনেত্রীকে "দেবী" বলে সম্বোধন করেছেন—"ভক্তিশ্রদ্ধার" অঞ্জলি নিবেদন করে দিয়েছেন এবং বন্দনার শুভ নমস্কার জানিয়েছেন। আলোচ্য সাপ্তাহিকখানির এই অনভিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় এ তিনটীতেই তাঁর ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন! আমরা তাঁর এ মন্তব্য পড়ে বুঝতে পারলুম যে এরা অভিনয় দেখতে গিয়ে কেবল অভিনেত্রীকেই দেখেন, তাঁর অভিনীত ভূমিকার কোনও মূল্য নেই এদের কাছে। কোনও শিল্পীর সম্মান করতে জানেন না এরা! এদের বোঝাতে গেলে গায়ে হাত দিয়েই বলে দিতে হবে যে ওগো তোমাদের "শ্রীদুর্গা" যিনি সাজেন তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে প্রীত হয়ে কোনও কবি দর্শক যদি তাকে "দেবী" বলে সম্বোধন ক'রে একটা কবিতা উপহার দেন, তাহ'লে সে দেবীত্ব আরোপিত হবে সেই অভিনেত্রীর গৃহীত ভূমিকার সেই দেবী-লীলাভিরাম চরিত্রের উপর—তার নিজের উপর নয়!

•

শ্রদ্ধা-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি মানুষ তাকেই অসঙ্কোচে দিতে পারে যে তার প্রতিভার বিকাশ দেখিয়ে রসবেত্তাদের চিত্ত প্রীতিপূর্ণ ক'রে দিতে পারে। কবি যে বন্দনায় শুভ নমস্কার জানিয়েছেন সে প্রণাম নগরের নটীর চরণে নয়,—তার ভিতরের সেই কলা-কৌশল-প্রকাশিকা শক্তিরই পাদপদ্মে! ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে তবেই হয়ত তাদের অন্তঃসারশূন্য মস্তিষ্কে এটা প্রবেশ করতে পারতো যে এটা কবির শ্রদ্ধাভক্তির 'আদ্য শ্রাদ্ধ' নয় এটা তাদেরই মতো গুণ-বিঘাতক ও কৃতজ্ঞতায় পরাঙ্মুখ অধঃপতিতদের দৃষ্টিদান, শিক্ষাদান ও দীক্ষারম্ভ!

•

তাঁরা আজ শিখুন যে নটীকে কেবল মাত্র গণিকার চক্ষে দেখাটা মনুষ্যত্ব, শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচায়ক নয়! তারা শিল্পীর জাত, তারা রঙ্গমঞ্চের উপর রূপ ও রসের সৃষ্টি করে হাসি ও অশ্রুর বৃষ্টি করে, তারা আবার অমিয় সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দ্বারা বহু জনের চিত্ত বিনোদন ও আনন্দ বিধান ক'রে, রসবেত্তা ও গুণগ্রাহীদের শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, শ্রদ্ধা ভক্তি ও আকর্ষণ করে। তাদের যারা যোগ্য মর্য্যাদা দিতে জানে না, উপযুক্ত সম্মান করতে জানে না, তাদের যারা ঘৃণা করে অবজ্ঞা করে অবহেলা করে অশ্রদ্ধা করে, সাধারণের কাছ থেকে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য তখন তাদেরই যথার্থ প্রাপ্য হয়ে ওঠে অভিনেত্রীদের নয়।

•

গুণীর চরণে মাথা নত করেনা যে ধৃষ্ট তার ঔদ্ধত্য নিতান্তই দণ্ডযোগ্য! শিল্পীর অপরূপ সৌন্দর্য্যসৃষ্টি দেখে মুগ্ধ হয়ে যদি কোনও রসগ্রাহী তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে তাঁর আপন অন্তরের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে দেন তবে সে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রসিককে তাঁর সাহস ও সৎগুণের জন্য প্রশংসা না ক'রে যাহারা ব্যঙ্গ ও উপহাস ক'রে এবং তাঁর মহৎ কার্য্যের পশ্চাতে একটা অতি হীন উদ্দেশ্য আরোপ করতে যারা কিছুমাত্র লজ্জা ও দ্বিধা বোধ করেনা তারা যে নিজেদেরই অপরিসীম হীনতা ও নিকৃষ্ট চরিত্রের পরিচয় দেন একথা বলাই বাহুল্য মাত্র!

•

আলোচ্য সংবাদপত্রখানিতে আরও একটি হাস্যকর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যার উল্লেখ না ক'রে আমরা থাকতে পারছিনি। সংবাদ পত্র লোকে প'ড়ে দেখে সত্য সংবাদ জানতে পারবার আশায়। সেই জন্য সাংবাদিকদের কর্ত্তব্য সত্যাসত্য সবিশেষ নির্ণয় না ক'রে কোনও মিথ্যা সংবাদ বা গুজব পত্রস্থ না করা। যে সংবাদপত্রে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশিত হয় সে কাগজের উপর লোকের আস্থা থাকেনা। শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অসুস্থতার সম্বন্ধে এঁরা লিখছেন "আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। আক্রমণ অবশ্য গুরুতর নহে, কিন্তু তথাপি ইহা অত্যন্ত ভয়ের কথা, এবং শুনা যাইতেছে, ইহাতেই তাঁহাকে নাকি একমাস কাল শয্যাশায়ী থাকিতে হইবে!"

•

এঁরা শুনেছেন যে ভাদুড়ী মহাশয় 'বাতব্যাধিতে' আক্রান্ত হয়েছেন কিন্তু এ সংবাদ সত্য কিনা তার কোনও অনুসন্ধান না করেই তাঁরা এই ভুল সংবাদটি পত্রস্থ করেছেন। ভাদুড়ী মহাশয় এই পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবাসী হ'লেই হয়, যদি কষ্ট ক'রে দেখে আসা এঁর পক্ষে এতই অসুবিধাজনক ছিল তাহ'লে একবার একমিনিটের জন্য টেবিলের পাশ থেকে টেলিফোন যন্ত্রটী তুলে নিয়ে 'ফোন' করেও তো তাঁরা জানতে পারতেন যে শিশিরবাবুর ব্যাধিটা 'বাতব্যাধি' না আর কিছু? "শুনা যাইতেছে"র উপর নির্ভর করে কোনও মিথ্যা সংবাদ প্রচার করা তাঁদের পক্ষে উচিত হয়নি! আমরা 'নাচঘরের' পক্ষ থেকে ভাদুড়ী মহাশয়কে দেখতে গেছলুম। তিনি এ সংবাদ শুনে হাসতে হাসতে বললেন বাতব্যাধিতে তিনি জীবনে কখনও আক্রান্ত হ'ননি এবং তাঁর বিশ্বাস যে জীবদ্দশায় কখনও হবেনও না। আমরাও প্রত্যক্ষ দেখে এলুম যে তিনি অসুস্থ বটে কিন্তু মোটেই 'শয্যাশায়ী' হ'ননি এবং উপস্থিত তাঁর অসুখ সম্বন্ধে "অত্যন্ত ভয়ের কথা"ও কিছু নেই! দীর্ঘকাল ধরে অতিরিক্ত পরিশ্রম, দুশ্চিন্তা ও শারীরিক ক্লেশ ভোগ করে তিনি ক্লান্তি-জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উপস্থিত ভালই আছেন, চিকিৎসকেরা তাঁকে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও শ্রান্তস্নায়ু দেখে কিছুদিনের জন্য কর্ম্মকোলাহল থেকে অবসর গ্রহণ করে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তনে যেতে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বোধ হয় আগামী সপ্তাহেই পশ্চিম যাত্রা ক'রবেন।

•

এই প্রসঙ্গে উক্ত সম্পাদক মহাশয় বলেছেন যে—"একমাস কাল ভাদুড়ী মহাশয় অভিনয় করিতে না পারিলে নাট্যমন্দিরের অবস্থা সত্যই আশঙ্কাজনক হইবে।" আমরা তাঁকে এই অমূলক আশঙ্কা অবিলম্বে পরিত্যাগ ক'রতে উপদেশ দিয়ে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে শহরে আরও চারটি থিয়েটার চলছে যেখানে ভাদুড়ী মহাশয় অভিনয় করেন না! ভাদুড়ী মহাশয়কে বাদ দিলেও নাট্যমন্দিরে যে আর্টিষ্টরা আছেন তাঁরা শহরের অন্যান্য রঙ্গালয়ের কোনও শিল্পীদের চেয়েই ন্যূন নন। শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, রবীন্দ্রমোহন রায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অমিতাভ বসু, নৃপেশচন্দ্র বসু, শীতলচন্দ্র পাল, গোপালদাস ভট্টাচার্য্য, জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র চৌধুরী, ধীরেন্দ্রনাথ দাস প্রমুখ নাট্যমন্দিরের আর্টিষ্টরা সকলেই আজ যশস্বী অভিনেতা, এবং সকলেই এঁরা কোনও না কোনও নাটকে নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখিয়ে সাধারণের নিকট সুপরিচিত হ'য়েছেন। ওদিকে মহিলা আর্টিষ্টদের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী চারুশীলা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী হরিসুন্দরী, শ্রীমতী শান্নারাণী, শ্রীমতী সরলা, শ্রীমতী সুশীলা, শ্রীমতী উষা, শ্রীমতী শেফালিকা প্রভৃতির নাট্যজগতে সুঅভিনেত্রী বলে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা আছে। এতগুলি সু-অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সন্নিবেশ

সত্বেও নাট্য মন্দিরের অবস্থা একা শিশির বাবুর অভাবেই সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে এরূপ আশঙ্কা করবার কোনই সঙ্গত কারণ আমরা খুঁজে পাচ্ছিনি!

*

যদি মনমোহন—মিনার্ভা ও ষ্টার থিয়েটার শিশিরবাবুর মতো অভিনেতার অভাবে চলতে পারে, তাহ'লে আমাদের বিশ্বাস নাট্যমন্দিরও শিশিরবাবুকে বরাবরের জন্য ছেড়ে দিয়েও চলতে পারে,—দু'একমাসের তো কথাই নেই! যে সকল নাটকে শিশিরবাবু একাধিক প্রধান প্রধান ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন হয়ত সে সব নাটকগুলির অভিনয় পুরাতন দর্শকদের চক্ষে তেমন সুন্দর না লাগতে পারে, কিন্তু নাট্যমন্দির সম্প্রদায় শিশিরবাবুকে বাদ দিয়ে আজ যদি কোনও একখানি নূতন নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন তাহ'লে আমাদের বিশ্বাস, সে অভিনয় অন্য কোনও নাট্যশালার অভিনয়ের চেয়ে নিকৃষ্ট হবেই না, বরং প্রয়োগ কৌশল, দৃশ্যপট ও পোষাক পরিচ্ছদের মাধুর্য্যে এবং সুচারু কলাসঙ্গত সুষ্ঠু অভিনয় কৌশলে তা বিডন ষ্ট্রীটকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করতে পারবে।

*

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় "নরনারায়ণে" কর্ণের ভূমিকায় অতি সুন্দর অভিনয় করছেন শুনে গত রবিবার আমরা তাঁর 'কর্ণ'—রূপ দেখতে গেছলুম। দেখে আমরা অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে এসেছি যে এই তরুণ শিল্পী তাঁর প্রাণপণ চেষ্টায় ও যত্নে কর্ণের বিরাট ভূমিকাটি আদ্যোপান্ত এমন নিখুঁৎ ভাবে অভিনয় করে গেলেন যে কোথাও তিনি আমাদের শিশিরবাবুর অভাব এতটুকু বোধ করবার অবসর দিলেননা। এর চেয়ে সাফল্যের গৌরব তাঁর নট জীবনে আর কী হ'তে পারে তা আমরা জানিনা! কিছুদিন পূর্ব্বে আলমগীরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অদ্ভুত অভিনয় নৈপুণ্য দেখে আমরা যেমন বিস্মিত ও চমৎকৃত হয়েছিলুম—কর্ণের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহনের অপূর্ব্ব কৃতিত্ব আমাদের তেমনিই আশ্চর্য্য করে দিয়েছে!

*

সহযোগী আত্মশক্তি সংবাদ দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' কবি অভিনয় করবার পর ষ্টারে অভিনীত হবে। আমরা সন্ধান নিয়ে জানতে পারলুম তাঁদের এ সংবাদটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আগামী ২৬ ও ২৭শে ফাল্গুন ঠাকুরবাড়ীতে "ফাল্গুনী" হবার কথা ছিল বটে, কিন্তু কোনও কারণে তাও আপাততঃ মুলতুবি রইল।

*

'মিনার্ভা' ও 'মিত্র' একত্র মিলিত হয়ে গত সপ্তাহে মনমোহন রঙ্গমঞ্চে 'মহাসমারোহে' বঙ্কিমবাবুর চিরনূতন "চন্দ্রশেখর" অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। দুটি রঙ্গালয়ের মিলিত শক্তির সাহায্যে বহুকাল পরে অনুষ্ঠিত এই 'চন্দ্রশেখরে'র অভিনয় দেখতে যাবার জন্য আমাদের একটু আগ্রহ হ'য়েছিল, কিন্তু ঘোষণা পত্রে যখন দেখা গেল যে 'চন্দ্রশেখর' সাজবেন কুঞ্জবাবু এবং ইন্দুবাবু সাজবেন 'প্রতাপ' তখনই আমরা একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কল্পনায় সে অপূর্ব্ব অভিনয় সৌন্দর্য্য অনেকটা অনুমান ক'রেই সবিশেষ প্রীত হ'লুম! দেখতে যাবার আর কোনও প্রয়োজনই রইল না!

*

দানীবাবুর সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের সম্বন্ধ এখনও বলবৎ আছে কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন আমাদের মনে হয় যে একমাত্র দানীবাবুরই আছে আর যে থিয়েটার দানীবাবুকে তাদের অভিনেতা বা নাট্যাচার্য্য রূপে পাবার এখনও সঙ্গোপনে কামনা করে তাঁদেরই আছে! বাইরের লোকের এনিয়ে চেঁচামেচি করবার কোনও অধিকার আছে বলেই আমরা মনে করিনি! তবু পত্রিকা বিশেষের এই নিয়ে বেশ একটু মাথা গরম হয়ে উঠেছে দেখে আমরা সংবাদ নিয়ে জানলুম যে দানীবাবুর সঙ্গে আর্ট থিয়েটারের সম্বন্ধ তাঁদের দুর্ভাগ্য ক্রমে এখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। দানীবাবু ছুটীতে আছেন এবং বেতনও পাচ্ছেন, তবে পুরা নয়!

*

রবীন্দ্রনাথের "গোড়ায় গলদ" নাটকখানি নিয়ে বেশ একটু গোল বেঁধেছে শোনা গেল! 'নাট্যমন্দির' এবং 'ষ্টার' এঁরা উভয়েই 'গোড়ায় গলদ' অভিনয় করবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছেন। উভয়েই এই নাটকখানির অভিনয় স্বত্ব পাবার জন্য 'বিশ্বভারতী' 'জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ী' ও বোলপুর শান্তি নিকেতন পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করছেন! রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সুন্দর সুরসাল নাটকখানিকে আদ্যোপান্ত সংস্কার করে অনেকগুলি নূতন গান সংযোজনা ক'রে একে অধিকতর সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী করে দিচ্ছেন। এখন দেখা যাক্ কাদের গোড়ায় আসল গলদ্ বেরিয়ে পড়ে!

*

'রক্তরাখী', 'শয়তান' 'যাজ্ঞসেনী' 'তুলসীদাস' 'ষোড়শী' 'রাজসিংহ' 'চাঁদবিবি' 'স্যাগরিকা' 'সধবার একাদশী' এই কটি নাটক ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গালয়ে অভিনয় হবে বলে জনসাধারণের মধ্যে ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়ে রয়েছে! এর মধ্যে ষ্টারের 'রক্তরাখী' সব চেয়ে পুরাতন তার পরই 'নাট্যমন্দিরের' 'সধবার একাদশী' তারপরেই মিত্র থিয়েটারের 'শয়তান'!—আমাদের সন্দেহ

হয় যে এ তিনখানি নাটকের অভিনয় সম্ভবতঃ আর লোক লোচনের অন্তর্গত হবেনা কোনও দিন! কারণ সন্ধান নিয়ে জানতে পারা গেল যে 'রক্তরাখী' এখনও রচিত হয়নি। 'শয়তান' 'জমীদারে' রূপান্তরিত হচ্ছে। এবং প্রচণ্ড অশ্লীলতার জন্ম নাট্যমন্দির 'সধবার' একাদশীকে ত্যাগ করেছেন! গেল মঙ্গলবার রাত্রির স্থানীয় এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত জোশা হিফেটজ (Jascha Heifetz) তাঁহার গুণপনায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রেছিলেন। এঁর মতো এমন বিখ্যাত বেহালাবাজিয়ে আর কোনোদিন এখানে আসেননি। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে এ বিষয়ে এঁর চেয়ে খ্যাতি আর একজনের মাত্র আছে, তিনি হ'লেন ক্রুশ্‌লার (Krisler)। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি আমেরিকান অধিবাসী ব'লে গ্রাহ্য হ'য়েছেন।

•

এই রুষ বাজিয়ের মোটে ছাব্বিশ বছর বয়েস—তিন বছর বয়সে পিতা রুভিনের কাছে ইনি বেহালা শিখতে সুরু করেন—পাঁচ বছর বয়সে এতে তিনি বেশ নিপুণতা লাভ করেন, আট বছর বয়সে ভিলনা থেকে ডিপ্লোমা পান। এই বয়সেই তিনি জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউ জিল্যাণ্ড, মিশর প্রভৃতি দেশে তাঁর বাজনার জন্যে শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। লিওপল্ড আয়ার (Leopold Auer) এঁর কৃতিত্বে খুশী হ'য়ে বার বছর বয়েসে এঁকে রাশিয়ার সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে দেন।

•

ইনি অনেক ভাষা জানেন—স্পেনের রাণীকে, তাঁরই আমন্ত্রণে, বাজনা শুনিয়ে, তাঁর হাত থেকে উপহার পান। প্যারিসের উচ্চতম সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের যে চারজন মাত্র সম্মানিত সভ্য আছেন, ইনি তাঁর মধ্যে একজন। বাকী তিন জন হ'লেন প্যাডারেস্কি, বুসোনি ও প্লাণ্ডে। এঁর বেহালার সংগ্রহ অপূর্ব্ব। তার মধ্যে আছে একখানি ষ্ট্রাডিভেরিয়াস আর ফার্ডিন্যাণ্ড ডেভিড ও অগস্তে উইল হেলাডের অধিকারে আগে ছিল যে বেহলা, সেইখানি। এই শেষোক্ত বেহালাখানি ডেভিড গোয়ারনেরিয়াস (David Guarnerius) ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তৈরী ক'রেছিলেন—এর দাম দেড় লক্ষ টাকা; এই যন্ত্রখানিই এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত হিফেটজ বাজিয়ে ছিলেন।

চিত্র-জগৎ

রোনাল্ড কোলম্যান ও ভিল্‌মা ব্যাংকিকে নায়ক ও নায়িকা করে 'প্রেমের রাত্রি' (The Night of Love) ব'লে নতুন ছবি একখানি হ'য়েছে এ খবর আমরা আগেই দিয়েছি। হলিউড থেকে সম্প্রতি এই ছবির প্রশংসা সূচক বিবরণী পাওয়া গেছে। রোনাল্ড কোলম্যান জাতিতেইংরাজ। শ্রীযুক্ত মনটেগু লাভ এতে একজন দুদে জমিদারের ভূমিকা নিয়েছেন—'চণ্ডীদাসে'র দুর্ল্লভ রায়ের বিদেশী সংস্করণ।

•

শ্রীযুক্ত জোসেফ শিল্ডক্রট অনেক অনুরোধে প্রসিদ্ধ প্রযোজক শ্রীযুক্ত সেসিল্ ডিমিল্‌কে তাঁকে লর্ড বাইরণের ভূমিকা দেবার পক্ষে রাজি করিয়েছেন। শিল্ড ক্রাটের অনেক দিন থেকেই এই আকাঙ্ক্ষা আছে যে লর্ড বায়রণের চরিত্রে তিনি অভিনয় ক'র্‌বেন।

•

হাঙ্গেরীবাসিনী সুন্দরী চলচ্ছবি-অভিনেত্রী শ্রীমতী লিয়াডি পদ্দি ও ডিমিলের সঙ্গে অভিনয়ার্থ চুক্তিবদ্ধা হ'য়েছেন। তাঁর প্রথম ছবির নাম হবে—'মনোচোর' (The Heart Thief)—এতে ও নায়কের ভূমিকা আছে শ্রীযুক্ত জোসেফ শিল্ড ক্রটের। শ্রীমতী নৃত্যবিত্তায় শিক্ষিত হ'য়ে, বার্লিনের 'উইন্‌টার গার্ডেনে' নাচিয়ের কাজই ক'রছিলেন—প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ চলচ্ছবি-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত জো মাইয়ের (Joe Mai) নজরে পড়ে তাঁর চিত্র জগতে আসা হয়। 'হিন্দু সমাধিস্তম্ভ' নামক ছবিতে, ১৯২১ খৃষ্টাব্দে, নায়িকার অংশে তিনি সব প্রথম অবতীর্ণা হন।

•

শ্রীযুক্ত গার্ডনার জেম্‌সের সঙ্গে শ্রীমতী মেরিয়ন কনষ্টান্স ব্লাকটনের বিয়ে হ'য়ে গেল। শ্রীমতী প্রসিদ্ধ চলচ্ছবি-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত ষ্টুয়ার্ট ব্লাকটনের মেয়ে। ঠিক্ বড় দিনের দিনই এদের পরিণয় ঘটেছে।

•

শ্রীমতী ডোরেথি গিস্ বলেন সুগন্ধ ব্যবহার কর্‌বার সময় যে চেহারায় যেটি মানায় তা'রই ব্যবহার হচ্ছে উচিত। অনেকে এ কথা ভুললেও, হলিউডের চিত্রাভিনেত্রীরা নাকি এ খেয়াল রাখেন।

•

তার কারণ হ'চ্ছে সর্দ্দার ভগবান ঈশ্বর সিং বলে একজন গুণী হলিউডে আছেন—তাঁর পরামর্শ মতোই সেখানকার নাম করা অভিনেত্রীরা সুগন্ধ ব্যবহার করেন। কিরকম চুল, কিরকম নাক, কিরকম ঠোঁট, কিরকম চোখের পাতার সঙ্গে কিরকম এসেন্স বা কিরকম আতর খাপ খায়—সর্দ্দার তা বাৎলে দেন।

•

ভারতবর্ষের একজন হিন্দু গিয়ে যে হলিউডের ডাক সাইটে সুন্দরী, জগদ্বিখ্যাত অর্থশালিনী মহা মহা অভিনেত্রীদের কাছে গন্ধানুলেপনের গুরু হ'য়েছেন, এ সম্বাদ উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই।

•

স্থানীয় এম্‌প্রেস থিয়েটারে 'জয়দেব' ও 'ক্রাউন 'সিনেমায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সগৌরবে চল্‌ছে। এই দুটী ছবি যথাক্রমে চৌদ্দ ও ন' সপ্তাহ দেখানো হ'চ্ছে। কোনো বিদেশী ছবিও এখানে এমন ধারাবাহিক ভাবে এতদিন চলেনি। মদন-সঙ্ঘের কৃতকার্য্য হবার এ পরিচয় মনে করে রাখবার মতো।

•

স্বর্গগত রাডলফ ভ্যালেন্‌টিনো সব প্রথম অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন 'সাধু পাপীর দল' (Virtuous Sinners) নামক একখানি ছবিতে। তিনি সব প্রথম প্রধান ভূমিকা নেন "বিবাহিতা কুমারী" (The Married Virgin) নামক একখানি ছবিতে।

বৈদেশিকী

"দি লণ্ডন গ্রাণ্ড অপেরা সোসাইটী"—প্রতি সপ্তাহে একখানি ক'রে সুন্দর "গীতিনাট্য" অভিনয় করবেন এই রকমই তাঁদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। তাঁরা গত বৎসর মার্চ্চ মাসে "Carmen" ও "Faust"—এবং পরবর্ত্তী কালে আরও দুই চার খানি নাটিকা অতি দক্ষতার সহিত অভিনয় সাফল্যে মণ্ডিত কর্ত্তে পেরেছেন।

•

ইব্‌সেনের নাটক "The Doll's House" ("খেলার ঘর") ওয়েলস্ ভাষায় অনূদিত হ'য়েছে; এবং উত্তর ওয়েলসের অন্তর্গত ইউনিভারসিটি কলেজের "ওয়েলস্ ড্রামাটিক সোসাইটী" এই সুন্দর নাটকখানি অভিনয় করেন। ইবসেনের নাটক ওয়েলস ভাষায় বোধ হয় এই সর্ব্বপ্রথম অনূদিত হ'লো। অধ্যাপক আইফর্ উইলিয়ামস্ এটি ভাষান্তরিত ক'রেছেন। ওয়েলস্ যদি এইরূপে আপনাকে ভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ নাটকের সঙ্গে পরিচিত করে;—তাহ'লে ওয়েলশের নাট্যকারদের প্রভূত উপকার সাধিত হ'তে পারে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ওয়েলশ এ একটী জাতীয় রঙ্গালয় গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে।

•

ফরাসীভাষায় লিখিত Le Chevalier au Masque নাটক হতে ম্যাথিসন্ ল্যাঙ্ অনেক উপকরণ গ্রহণ করে একখানি নাটক সৃষ্টি করেছেন। এই নাটকটির আখ্যান বস্তু বড়ই জটিল ও গোলক ধাঁধার মতন বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর মূল ঘটনা হলো—নেপোলিয়নের ১৮০৩ অব্দের রাজ্যশাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে রয়ালিষ্টদের যুদ্ধ বিগ্রহ এবং ষড়যন্ত্র।

•

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে "Paisley Players' club" সকল সৌখীন দলের মধ্যে নাটক নির্ব্বাচনে সুন্দর রুচি পরিচয় দিয়েছেন। এই সর্ব্বতোমুখী শক্তি সম্পন্ন নাট্য সম্প্রদায় বার্ণার্ড শ' ও ব্যারীর নাটক অভিনয় ক'র্ত্তে মনোনিবেশ ক'রেছেন। এই সম্প্রদায় "What every woman knows"—নাটকখানি অভিনয়ের জন্য নির্ব্বাচিত ক'রেছিলেন।

•

প্রমোদের জন্য সব দেশেই কর গ্রহণ করা হয়। তবে সব বিষয়েরই অন্যথা আছে। কাসটম্ ও এক্সাইজ কমিশনারদের যদি ভা'লো ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে অভিনয় লব্ধ সমগ্র অর্থ পরহিতব্রতে বা দান কল্পে ব্যয়িত হ'বে—তাহ'লে ক'রগ্রাহীরা প্রমোদ-কর গ্রহণ করেন না। যদি আবার লব্ধ অর্থের ৫০% এর বেশী খরচ না যয়—তখন করগ্রহণ করা হয় না—অবশ্য এই অর্থ পরোপকারার্থে ব্যয়িত হওয়া চাই। যদি প্রবেশ পত্রে প্রকৃত মূল্য (কিম্বা প্রমোদ কর নেওয়া হবে কি—না) লেখা না থাকে—তা'হলে ৫০ পাউণ্ড জরিমাণা দিতে হয়।

•

একটী প্রস্তাব এসেছিল—শাইলক্ ব্যাসানিও, এবং অ্যানটোনিওর কিরকম পোষাক পরিচ্ছদ হওয়া উচিত। এর উত্তর সাধারণতঃ (সৌখীন দলের জন্য) এই দেওয়া যায়:—

শাইলক্ আপনার জাতীয় পোষাক (compulsory dress) পরিধান ক'রবে;—তাহা এই—gaberdine বা cassaock—(আলখাল্লা) তার ওপর একটা কোমরবন্ধ বাঁধা থাক্‌বে—

তা'র ওপরে বড় আস্তিনযুক্ত একটী বহির্ব্বাস। তার মাথায় শোভা পাবে একপ্রকার ধূসর রঙের চৌকোণা তুর্কী বা মিসরিয় টুপী। ব্যাসানিও এলিজাবেথের যুগের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সৌখীন পোষাক পরিধান ক'র্‌বে।

*

অ্যান্‌টোনিও সেই যুগের সরল অথচ সুন্দর পোষাক পর্'বে—যেমন তাকে শান্ত স্বভাব ও গম্ভীর দেখায়। এই পরিচ্ছদের সঙ্গে একটী কালো মখমলের বহির্ব্বাস সাধারণতঃ পরিহিত হ'য়ে থাকে।

*

The Music master—(সঙ্গীত শিক্ষক)—একখানি করুণ ভাবপূর্ণ নাটক। বিলাতের রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে।

প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে একটী সম্প্রদায় শীঘ্রই ইংলণ্ডে এসে পৌঁছাবার কথা আছে। এই সম্প্রদায় রঙ্গালয় ও চিত্র সম্পর্কীয় সম্পত্তি ক্রয় করতে মনস্থ করেছেন। এরই মধ্যে প্রায় ৬০টী থিয়েটার নেবার জন্য কথাবার্ত্তা একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে।

*

হেমার্কেটে যে ("New Carlton Theatre") রঙ্গালয় খোলা হয়েছে—সেখানে সম্পূর্ণ নতুন নতুন নাটকাভিনয় হবে। পুরোনো নিয়ে এই রঙ্গালয় মাথা ঘামাবে না। যদি তার অনুষ্ঠিত নাট্যাভিনয় সাফল্যমণ্ডিত হয় তাহ'লে আমেরিকার কোনো সঙ্ঘ কর্ত্তৃক সেগুলি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হয়ে এই স্থানে প্রদর্শিত হবে। এর প্রধান উদ্দেশ্যই এই!

বৈ না—ভ

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌।

—:•:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ যখন ম্যান্‌চেষ্টারে রয়াল্ থিয়েটারের বালক-অভিনেত্রী ছিলেন, সেই সময় তাঁদের নাট্য-সম্প্রদায় "গালিভারের ভ্রমণ" নামক কৌতুক-নাট্যখানি অভিনয় করেন।—এই নাটকে তিনি "লিলিপুতের 'ছোট্ট' সম্রাটের" ভূমিকা গ্রহণ করেন।

আর এক ব্যক্তি এই নাটকেই অন্য এক ভূমিকা নিয়ে অভিনয় করিতেন। তিনি,—নিজস্ব কোন এক দ্রষ্টব্য বস্তুর জন্য,—বিশেষ ক'রে ব্যান্‌ক্রফ্‌টের 'চটুল-চক্ষুর কুটিল-দৃষ্টির' সাম্‌নে প'ড়ে অতিরিক্ত রকম ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁর এই নিজস্ব দ্রষ্টব্য বস্তুটী চিরন্তন বিশেষত্ব নিয়ে বেশ কায়েমীভাবে তার স্থান বেছে নিয়েছিল তাঁর সারা মুখটার উপর!

কবে কোন্-এক ফাল্গুনের স্বপ্ন-মূর্চ্ছনার মধ্যে প্রকৃতির হঠাৎ-অভিশাপে তাঁর যৌবন-বসন্তের হিল্লোলিত উন্মাদনা একেবারে যে রূপান্তরিত হ'য়ে কদর্য্য তনু-শ্রীতে উৎকট বসন্ত রোগের বীজাণু নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিল তাঁর দেহে,—তাঁর মুখের উপর অগণিত ক্ষত-চিহ্ন তার সাক্ষী!

মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ এই অদ্ভুত চিহ্ন-চিত্রিতানন ব্যক্তিটীর মুখের দিকে থেকে থেকে' চেয়ে' দেখতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ ক'রতেন। তাঁর মত বালিকার মনে এই রকম কৌতূহল আসাটা খুব-ই স্বাভাবিক! এবং যখন তিনি ঐ-রকমভাবে সেই লোকটীর মুখের দিকে তাকাতেন, তখন,—বালিকা-সুলভ সারল্য নিয়ে,—তাঁর এটা ধারণাতেই আসতো না যে, তাঁর ঐরকম মুহুর্মুহু চাউনীতে সেই লোকটী ক্রুদ্ধ কি বিরক্ত হ'তে পারেন!

লোকটী কিন্তু ক্রুদ্ধই হ'য়ে উঠ্‌ছিলেন। কিন্তু, মুখে কোন কথা বল্‌তে পার্‌তেন না! (খুব সম্ভবতঃ সেটা তাঁর নিজের পক্ষে লজ্জাকর হ'বে ব'লে!)

যাই হোক, তাঁর এই না-বলার ফলে কিন্তু ব্যানক্রফ্‌টের কৌতূহল দিন দিন অধিকতর প্রশ্রয় পেতে লাগলো। শেষে, এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে, ষ্টেজের ভিতরে সেই লোকটী যেখানেই যান, ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ থাকেন ঠিক তাঁর পিছনে এবং তাঁর চোখের দৃষ্টি কৌতূহলী হ'য়ে ন্যস্ত থাকে সেই ভদ্রলোকটীর মুখের উপর!

প্রথমবার এই ব্যাপারটী লক্ষ্য ক'রে, ভদ্রলোকটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন ব্যান্‌ক্রফ্‌টের দিকে। ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ হাত দিয়ে নিজের মাথাটা চুল্‌কাতে চুল্‌কাতে স'রে পড়লেন সেখান থেকে।

দ্বিতীয়বার ঠিক ওইরকম! সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্‌ক্রফটেরও কেশ-স্পর্শে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করণ!

তৃতীয়বার আবার সেই—!! এবার ভদ্রলোকদের ক্রোধ আর কিছুতেই শান্ত রইল না; বিদ্রোহী হ'য়ে সতেজজে বেরিয়ে প'ড়লো 'ওষ্ঠ-ব্যূহ' ভেদ ক'রে।

অতিরিক্ত রাগে প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরুলো না। মুখখানাকে গুম্ ক'রে খানিকক্ষণ নিঝুম হ'য়ে থেকে', হঠাৎ দুম্ ক'রে তিনি ব'লে উঠ্‌লেন, "হুম্! তুমি কি মনে ক'রেছ বল দেখি? আমার মুখের দিকে কি আছে?"

কুণ্ঠিত স্বরে নির্দ্দোষীর সারল্যেই ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ বললেন, "আমি আপনার মুখটা দেখছি, স্যার!—ওটা যেন ঠিক সেই কালো কালো দাগ-পড়া 'কেকের' মতন!—"

তাঁর এই সুন্দর কিম্বা ভয়ঙ্কর স্বভাবটী যখন তাঁর মা জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁকে এটা পরিত্যাগ করবার জন্য অনেক বুঝিয়েছিলেন।…কিন্তু,—প্রথমে আদরে, পরে প্রলোভনে, শেষে প্রহারেও যখন তিনি (ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌) তা ছাড়তে পারলেন না, তখন তাঁর মা এ বিষয়ে আশা ছেড়ে দিলেন।…

আর একবারের একটী ঘটনা।…

ব্যান্‌ক্রফ্‌টের বাবা মিঃ উইলটন্ সেবার তাঁর এক বন্ধুকে রবিবারের মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন।…এই বন্ধু প্রবরটীও সৃষ্টি-কর্ত্তার অত্যাচার হ'তে রেহাই পান নি।…নিতান্ত অরসিকভাবেই তিনি তাঁর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিলেন—মোলায়েম মুখখানার উপর ঈষৎ নীলাভ সুদীর্ঘ এক নাসিকা বিশেষত্ব।…

(ক্রমশঃ)

শ্রীভারতকুমার বসু

ডাকঘর

—০—

শ্রদ্ধেয় "নাচঘর" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

গত সপ্তাহের "নাচঘরে' এই সুদূর পাটনা হতে পড়ে বড় সুখী হলেম—বাংলার নবযুগের শ্রেষ্ঠনট শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ীকে, কলিকাতার উচ্চশিক্ষিত, হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের, যুবক সম্প্রদায় একটী বিশিষ্ট সভা আহুত করে' দেশের বহু গণ্যমান্য সাহিত্যিক ও শিল্পীগণের সমক্ষে একটী সুচারু রচিত অভিনন্দন পত্র প্রদান করে সম্মানিত করেছেন। জাতির নাট্যকলার প্রতিভামণ্ডিত পূজারীকে তাঁর জীবিত অবস্থায় এরূপ অর্ঘ্য প্রদানের নিদর্শন আমাদের দেশে এই প্রথম। তাঁদের অভিনন্দন-পত্রের ভাষার মাধুর্য্যে—তার মধ্যে তরুণ-হৃদয়ের আবেগের নির্ভীক বিকাশে এবং তার লীলায়িত ভাব-শ্রীতে বাস্তবিকই মুগ্ধ হতে হয়! "যাঁর সবুজ প্রাণের শক্তি রসের অজস্র ধারা গতির উল্লাসে অতীতের সকল বাঁধা লঙ্ঘন করিয়া বাঙলার নাট্যক্ষেত্র শ্যামল শোভায়" বিকশিত হয়েছে, জাতির সেই তরুণ শিল্পীকে এইরূপে অভিনন্দিত করে হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলের যুবকবৃন্দ সত্যিই বাংলার উন্নতিকামী সমস্ত তরুণদের কাছ হতে' অকপট কৃতজ্ঞতা লাভ করেছেন। যদিও এ সময়ে কার্য্যবশতঃ আমি কলিকাতায় থাকতে পারলেম না তবুও এই পাটনা সহর থেকেই বাংলার সবুজ—প্রাণের জয়যাত্রার পথে সহায়তা করবার উদ্দেশ্যে নব গঠিত কলিকাতার "সবুজ সঙ্ঘের" অন্যতম কর্ম্ম সচিব হিসাবে উক্ত সঙ্ঘের পক্ষ হতে তাঁদের আন্তরিক সহানুভূতি এবং আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতাও জানাচ্ছি,—আপনাদের সুবিখ্যাত পত্রিকা "নাচঘরের" সাহায্যে। অনেকে বলেন যে নূতনে পুরাতনে কোন বিরোধ নেই—"যা কালকের নূতন ছিল আজ তাই পুরাতন হয়েছে আর আজকের যা নূতন কাল তাই পুরাতন হয়ে পড়বে", কথাটা খুব সত্যিই মা নিয়া নিলাম। কিন্তু যখন পুরাতন তার জরাজীর্ণ মূর্ত্তি নিয়ে আবহমান কাল ধরে কোন জিনিষকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়—সেখানে নবীন চেতনার জাগরণে প্রতিবন্ধক হয়ে, সেখানেই নূতনে পুরাতনে বিরোধ বাঁধে। যখন পুরাতনের প্রেতমূর্ত্তি নবজাত স্বর্গীয় শিশুর গলা টিপে মারতে আসে,—যাতে সেই শক্তিমান শিশু কালে ধ্রুবের মত সত্যের জয় প্রতিষ্ঠাকল্পে মোহান্ধ হিরণ্য কশিপুর অসহনীয় অন্যায়ে প্রতিরোধ না করে এই ভুয়ো প্রলোভনে; তখনই নবীনে ও জীর্ণতায় সঙ্ঘাত পরিলক্ষিত হয়। দুঃখের বিষয় আমাদের মত রক্ষণশীল দেশে গত কয়েক বছর ধরেই এমনতর কতকগুলি তথাকথিত পুরাতন প্রথার ভক্তের অভাব দেখা যেত না যাঁরা নৈতিক পন্থা পরিত্যাগ করে নেহাৎ হীন উপায়ে দেশের নবীন প্রতিভাকে আঁধারে নিমজ্জিত করবার চেষ্টা করে তাদের সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়ে এসেছে।

কিন্তু সুখের বিষয় দেশের এ নব-জাগরণ বা Renaissance এর যুগে পুরাতনের যত কিছু হীনতা সব অপসারিত হয়ে গিয়ে সেখানে নবযুগের অরুণোদয়ের আলোক আপনা আপনি প্রতিফলিত হতে আরম্ভ হয়েছে। "goody goodism" এর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী হতে মোচন করে আজ যে তরুণের দল দিকে দিকে জাতিকে এক বৃহত্তর ক্ষেত্রে পরিচালিত করবার দুর্ব্বার বেগে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁদের জয় যাত্রা সফল হোক।

যা'হোক তরুণের এই জয় গৌরবে উদ্বেলিত হয়ে অনেক কথাই বলে ফেল্লেম। এবার আমাদের নবযুগের নট যাদুকর শিশির কুমারের নিকট দেশের নাট্যপ্রিয় যুবকদের পক্ষ হতে কয়েকটী দাবী জানাতে ইচ্ছা করি। তিনি যেমন জাতির নাট্যমঞ্চে নব স্রোতের ধারা বইয়ে দেশকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন তেমনি জাতিও যে আজ তাঁর মত প্রতিভাশালী রঙ্গশিল্পীর কাছ হতে আরও অনেক জিনিষ পাবার আশা না জানিয়ে থাকতে পারছে না। জানি তাঁর কর্ম্ম ক্ষেত্রে অনেক বাধা বিঘ্ন রয়েছে। কিন্তু তবুও তিনি যেরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আজ জয়মাল্যের অধিকারী হয়েছেন সেজন্য আজ তাঁর কাছে অন্ততঃ একটী নিবেদন জানাতে বাধ্য হচ্ছি। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র নাথের "বিসর্জ্জন" নাটকের পর আমরা আশা করেছিলাম যে তাঁর কাছ হতে কবিবরের আরও দু একটী উৎকৃষ্ট নাটকের অপূর্ব্ব অভিনয় দেখতে পাব! আজ যখন বিশ্বের সমস্ত উন্নত জাতির মধ্যে রবীন্দ্র নাথের অনন্য-সাধারণ সাহিত্য এত আদৃত তখন কবির নিজের জন্মভূমিতে তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক গুলি অভিনীত হ'বার দাবী যুক্তি সঙ্গত বলে মানতে হবে। অবশ্য "বিসর্জ্জন" অভিনয় করে নাট্য মন্দির এবং "চিরকুমার" "গৃহপ্রবেশ" "শোধবোধ—প্রভৃতি কবির কয়েকখানি উচ্চনাটক দক্ষতার সহিত অভিনীত করে আর্ট থিয়েটার নাট্য জগতে একটা নূতন ধারা এনেছে। তবুও জাতির এই শ্রেষ্ঠ নটশিল্পীর কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" "মুক্তধারা" বা "ডাকঘর" এরূপ ক'খানি অতুলনীয় নাটকের প্রযোজনা ও অভিনয় না দেখে স্থির হতে পাচ্ছিনে। হয়ত কারুকলার এই অপূর্ব্ব উদ্যোগে অর্থের দিক্ দিয়ে তেমনতর সাফল্য না হতে পারে—আমাদের দেশে; কিন্তু ভারতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবির কথায় বলতে গেলে শিল্পীর সেদিকে সবটা ঝোক দিলে চলে না কারণ—"the artist is he whose one object is perfection and not profit!"

ইতি বিনীত
শ্রীজগদ্ধাত্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
অন্যতম কর্ম্মসচিব,
সবুজ সঙ্ঘ (কলিকাতা)

—

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৩৮-শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	২৭শে ফাল্গুন ১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—•—

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'নাট্য-মন্দির' থেকে, অসুস্থতা বশতঃ, অবসর নেওয়াতে সেখানের অভিনয়-কার্য্য ভালো চ'লবেনা এ আশঙ্কা ঠিক নয় সে কথা আমরা আগেই ব'লেছি। আমাদের মনে হয় এতে অন্তদিক দিয়ে ভালোই হবে। শিশিরবাবুর মতো নাট্য-জগতের বিরাট পুরুষের পাশে সকলকেই খাটো দেখায়—তাঁর সঙ্গে অভিনয় ক'রে অনেক সু-অভিনেতার কলা-নৈপুণ্য চাপা প'ড়ে যায়, তাঁর সঙ্গে অন্ত সহযোগীদের তফাৎ এত বেশী যে দর্শকরা তাদের গুণপণার বিষয়ে মনোযোগ দেয়না।

শুন রজকিনী রামী,
কি দশা মোদের
এ পোড়া বরাতে
জানে অন্তরযামী।
দুনিয়ার যত
নোংরা বহিয়া
এলাএল পড়েছে দেহ,
তদুপরি যদি
খ্যাংরা চালাও
সুবিচার হ'বে এহ ?

•

শিশিরবাবুর অনুপস্থিতিতে সমজদার দর্শকরা তাঁর অপর শিল্পীদের কলাদক্ষতা অনুভব করবার অবসর পাবেন। অনেকেই বলেন শিশিরবাবু-বঞ্চিত নাট্যমন্দির আলোকহীন পৃথিবীর মতোই; আর কারুর যে কোনো দীপ্তি আছে একথা তাঁরা মান্‌তেই চান্‌না। শিশিরবাবু ছাড়া আরও যে ভালো অভিনেতা সেখানে আছে, এ অভিজ্ঞতা লাভ করবার সুযোগ হ'য়েছে।

•

অন্ত অভিনেতারাও এই কারণে তাঁদের শক্তিকে স্ফুটতর করবার সাধ্যমত প্রয়াস ক'রবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখ্‌বেন যে শিশিরবাবুর অবসরকালে তাঁর নাট্যপ্রতিষ্ঠানের খ্যাতি তাঁদের বজায় রাখতে হবে, শিশিরবাবুর কাছ থেকে লোকে অভিনয়-ব্যাপারের যে পরাকাষ্ঠা আশা করে, সে দাবী মেটাবার ভার আজ তাঁদেরই উপর।

•

প্রথম প্রথম দর্শকরা শিশিরবাবুহীন রঙ্গালয়ের প্রতি সুনজর দেবেন না। কিন্তু আগুন কখনো ছাই চাপা থাকেনা। তাঁরা যদি ভালো অভিনয় করেন, অচিরেই তাঁদের যশ চারিদিকে বিকীর্ণ হবে, লোকে তাঁদের দ্বারা আকৃষ্ট হবে। শিশিরবাবুর মতো অভিনেতা রাতারাতিই গ'ড়ে উঠবে এত বড় প্রলাপ কেউ বক্‌বেনা—এ অসম্ভব আশা কেউ ক'রবে না কেননা, সমস্ত জীবনের সাধনায় যে আদর্শ লাভ করা কঠিন, তা দুদিনেই কেউ আয়ত্ত ক'রতে পারেনা—তবে তার উদাহরণ সাম্‌নে রাখতে হবে, নইলে চেষ্টার শক্তি খর্ব্ব হ'তে পারে।

•

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও তাঁর ভায়েরা, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া দেশে আরও ভালো অভিনেতা যে আছে, শ্রীমতী নীহারবালা, শ্রীমতী প্রভা, শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী, শ্রীমতী সুবাসিনী, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা ছাড়া অভিনেত্রী যে এখানে সুলভ না হ'লেও, পাওয়া যায়, এ প্রমাণ হোক্ না কেন।

•

কিছুদিন আগে শুনেছিলুম চিত্র-জগতের মহা মহা ব্যক্তিরা—চার্লি চ্যাপলিন, হ্যারল্ড লয়েড, ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্, নর্ম্মা ট্যাল্‌মাজ, মেরি পিক্‌ফোর্ড—অভিনয় কার্য্য থেকে অবসর নেবেন, শুধু এইজন্যে, যে তাঁদের প্রসিদ্ধি অনেক প্রতিভার বিকাশের অন্তরায় হ'চ্ছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেতাদের তাঁরা তুলতে চান।

•

আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চের, প্রতিভা-যাচাই সম্বন্ধে অনেক বাধা আছে। যাঁদের কোনো একসময়ে নাম হ'য়েছিল অথচ যাঁরা, যে কোনো কারণেই হোক, এখন ভালো অভিনয় ক'রতে পারেন না বা ভালো অভিনয় করবার মত দৈহিক পটুতা রাখেন না, তাঁদের অবসর নেবার মতো মনের গতি নেই। তা ছাড়া নোতুন অভিনেতা অভিনেত্রীদের মুস্কিল হয় এই যে তাঁদের সামর্থ্যের পরীক্ষা হ'লেও—তার ফল ব্যর্থ হয়।

•

যে অভিনেতা দূতের অভিনয় ক'রছে অনেক দিনই তাকে তা ক'রতে হবে বা হয়, যে অভিনেত্রী সখীসজ্জে ভর্ত্তি হোলো—তাকে তার বাইরে আনা সহজে ঘটবেনা, যদিও তাদের খুবই অভিনয়-নৈপুণ্য থাকে। যে দূত বা সখী সাজে তার রাজা বা মহিষী সাজবার মতো ক্ষমতা হয়তো অনেক ক্ষেত্রে থাকে কিন্তু সে সুযোগ কোথায় ?

•

চেহারার বিষয়েও এই কথা—শুধু অভিনয়পটুতার সম্বন্ধে নয়। কোনো রাজার ভূমিকা যে নেবে তার হয়তো সুশ্রী, সুবক্তা, সু-ভঙ্গীযুক্ত হওয়া দরকার। নোতুন অভিনেতা একজন এমন পাওয়া গেল যার ঐসব গুণই আছে। কিন্তু তাকে হয়তো সে ভূমিকায় সব চেয়ে বেশী মানালেও, সে তাতে অভিনয় ক'রতে পাবেনা কেননা বেশী মাইনে-ওয়ালা নামকরা কোনো পুরানো অভিনেতা তাহ'লে ক্রোধে হয়তো রঙ্গালয় ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে বা যাবার ভয় দেখাবে।

•

রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তারা ভবিষ্যত মাটি ক'রে, আয়ের দিকটার কথা ভুলে গিয়ে এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠবেন, এমন ঘটনা এখানে কষ্ট-কল্পনা। কাজেই হাজার বে-মানান আর হাজার বার অশক্ত হ'লেও প্রাচীন নটপ্রবরকেই ঐ ভূমিকায় নাবাতে হবে। কলা-চমৎকারিতার দুর্গতি যে এতে অবশ্যম্ভাবী তা রঙ্গকর্ত্তাদের অনেকেই উপলব্ধি করেন, কিন্তু "জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।"

•

গুণীকে, প্রতিভান্বিত ব্যক্তিকে তাঁর শক্তি-বিকাশের যোগ্য ও সময় অবকাশ না দেওয়া শিল্প-সুন্দরীর বিঘ্নজনক, কলা-কমলার প্রতি অশ্রদ্ধা। এখানে এমন ঘটনা প্রায়ই চোখে প'ড়ে, তাতে হৃদয়ে বেদনা লাগে, প্রাণে দুঃখ জাগে। আমাদের রঙ্গমঞ্চে কখনো এমন সুবিধা দেওয়া হয়না তা' অবশ্য আমরা বলিনা।

•

আমাদের দেশের একজন অভিনেত্রী ও একজন অভিনেতার কথা মনে পড়ে যাঁরা তাঁদের কলা-সাধনার সার্থকতা লাভ ক'রেছেন, উপযুক্ত সুবিধা ও ক্ষেত্র পেয়ে। এঁরা হ'লেন শ্রীমতী নীহারবালা দেবী ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়।

•

শ্রীমতী নীহারবালার চেয়ে সর্ব্বতোমুখী নটী-নৈপুণ্য-সম্পন্না বড় অভিনেত্রী যে আমাদের রঙ্গমঞ্চে নেই একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এতো কম সময়ে, এতো নাম আর কেউ ক'রতে পারেননি—সে নাম হওয়া যে ঠিকই হ'য়েছে এর প্রমাণ বহু বিচিত্র ভূমিকায় তিনি দিয়েছেন।

•

রবীন্দ্রমোহনের সম্বন্ধে ঠিক একথা বলা না গেলেও, আজ তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দ্বিমত নেই, তাঁর প্রতিভার প্রশংসাযোগ্য পরিচয় বার বার আমরা পেয়েছি। শিশিরবাবুর দ্বারা অভিনীত ভূমিকা নিয়ে, তিনি দর্শকদের মনে মনোমুগ্ধকর অভিনয়-সৌন্দর্য্যের নিদর্শন মুদ্রিত ক'রে দিয়েছেন। 'কর্ণের' ভূমিকায় তাঁর অভিনয় যাঁরা দেখেছেন—তাঁরা একবাক্যে তার স্তুতি ক'রেছেন। নাই হোক অবিকল শিশিরবাবুর মতো, তাঁর অভিনয়ে তাঁর ব্যক্তিত্বের চারুমূর্ত্তি রূপ পরিগ্রহণ ক'রেছে, তাঁর আবৃত্তির উদাত্ত ধ্বনি মর্ম্মে মর্ম্মে প্রতিধ্বনিত হ'য়েছে।

•

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন নাট্য-মন্দিরের যশোময়ূখ অম্লান রেখেছেন, তিনি এজন্যে যথার্থই আমাদের অভিনন্দন পাবার পাত্র—তাঁর কৃতিত্বের প্রসিদ্ধি পরিব্যাপ্ত হোক, গৌরবান্বিত হোক, অটুট থাকুক।

•

বাঙ্‌লার রঙ্গপীঠের এই দুটি দীপ্ত উদাহরণ থেকে এইটেই প্রমাণ হয় যে যথোপযুক্ত সহায়তার অভাবে অনেক মণি, খনির তিমির-গর্ভেই থেকে যায়, অনেক প্রতিভার মঞ্জরীই অযত্নে শুকিয়ে যায়, অনেক তরুণ নট-জীবনের আনন্দ পরিম্লান হয়।

•

অবশ্য যোগ্য অবকাশ পেলে তাদেরই গুণপনার বিকাশ হয় যাদের অভিনয়-চেষ্টায় ঈশ্বরদত্ত দক্ষতা আছে, যারা অন্তরের সাধনায় তাদের শক্তিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্যে যথার্থই আগ্রহান্বিত। গাধা পিটে হয়তো ঘোড়া হয় কিন্তু সে ঘোড়া কখনোই "অরেঞ্জ উইলিয়াম" এর মতো হয় না। কিলিয়ে হয়তো কাঁঠাল পাকান যায়, কিন্তু গাছ-পাকা ফলের সঙ্গে তার অনেক তফাৎ।

•

প্রতিভা থাকা চাই এবং তার উপযুক্ত ক্ষেত্র মেলা চাই, না হ'লে তা জন-নয়নের গোচরে আসবে কি ক'রে। নীহারবালা বা রবীন্দ্রমোহনকে কেউ চেপে রাখতে পারতো না এ কথা ঠিক্, এই তীক্ষ্ণ অভিনয়-ধী অনেক বাধাকেই কেটে টুকরো টুকরো ক'রে, নাট্য-জগতে তার ধার জানাতোই যেমন ক'রে হোক্, কিন্তু তাতে দেরী হোতে পারতো, সেই বিলম্ব অনেক আঘাতের সৃষ্টি কোর্‌তো, অনেক আশা-ভঙ্গের কারণ হোতো। তা ছাড়া এঁদের চেয়ে কম ধার যাদের কলা-চাতুর্য্যের, তাদের সে আঘাত মুহ্যমান কোর্‌তো।

•

বাঙ্‌লার একাউন্ট্যান্ট জেনারেলের কর্মচারীরা গত শুক্রবার স্থানীয় এ্যালফ্রেড রঙ্গমঞ্চে 'পরপারে' ও 'বিবাহ বিভ্রাটের' অভিনয় ক'রেছিলেন। আমরা রাত্রি অধিক হওয়ায় 'পরপারের' কতকটা দেখতে পেরেছিলুম মাত্র। হিসাবী লোকেদের অভিনয় এত বে-হিসাবী হয় তা আমরা জানতুম না। ভূমিকা লিপির সঙ্গে পরিচ্ছদ প্রভৃতির গরমিল খুবই নজরে প'ড়লো, তা ছাড়া অভিনয় নিপুণতায় বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য পরিচয় পাওয়া গেলো না। কেবল বিশ্বেশ্বর ও সরযূর ভূমিকায় অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছিল। তবে বিশ্বেশ্বর যতটা বুড়ো সেজেছিলেন, তাঁর কার্য্যকলাপ তার অনুরূপ হয় নি।

•

আমরা 'ষ্টারে' রাজসিংহ দেখে এসেছি—পরে তার আলোচনা কোর্‌বো।

চিত্র-জগৎ

—:o:—

শ্রীমতী পোলা নেগ্রী ব'লেছেন রাডল্ফ ভ্যালেন্‌টিনো অনেকদিন থেকেই অসুস্থ ছিলেন কিন্তু কিছুতেই ডাক্তার দেখাতে চাননি—লোকে 'ননীর পুতুল' ব'লবে এই ভয়ে। তা সত্ত্বেও তাঁর এই অকাল লোকান্তরে সকলেই স্তম্ভিত হ'য়ে গেছলো।

•

শ্রীমতী নেগ্রী বলেন তিনি একবার বলেছিলেন চলচ্ছবি অভিনেতা রূপে তিনি কখনো বুড়ো হবেন না—ব'লেছিলেন তিনি তিন চার বছরের মধ্যেই অবসর নিয়ে, সংসারভুক্ত হ'য়ে, সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন ক'রবেন। কিন্তু তিনি এ আশঙ্কাও ক'রেছিলেন যে হয়তো এ সব কিছুই হবে না—তার আগেই তিনি মারা যাবেন। তিনি কি আগে থেকে মৃত্যু-দূতের পদধ্বনি শুনেছিলেন ?

•

তাই পোলা ব'লেছেন এত বড় আঘাতেও, এই মনে ক'রে তিনি খুসী হন যে রাডলফকে বুড়ো হ'তে হয়নি, দেখতে হয়নি যে তাঁর যশ ম্লান হ'য়ে গেছে, তাঁর গৌরব আসনে নোতুন আর কেউ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। তাঁর মুকুটের

মণি, প্রদীপ্তই রইলো—জনহৃদয়ে তাঁর প্রেমের সিংহাসন অচলই রইলো—এই আদর্শ প্রেমিক ও আদর্শ নায়ক তাঁর উচ্চ আদর্শ বজায় রেখেই চ'লে গেলেন।

•

শ্রীমতী মেরি পিক্‌ফোর্ড শুধু অভিনেত্রী নন—প্রয়োগ নৈপুণ্যেও তাঁর যশ আছে। সমস্ত গল্পের বিন্যাস সম্বন্ধে তাঁরই মতই চূড়ান্ত ব'লে গ্রাহ্য হয়। কলাবিদ্যার সঙ্গে কার্য্যকুশলতার এই সমন্বয় প্রশংসনীয়।

•

চিত্র-জগতে বিবাহ ব্যাপারটা বড় বেশী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কন্‌ষ্টান্স টাল্‌মাজ, কলিনমুর, নরালা প্ল্যান্ট প্রভৃতির অল্পদিন হোলো বিয়ে হ'য়ে গেছে শ্রীমতী গ্লোরিয়া হোপের সঙ্গে শ্রীযুক্ত লয়েড হিউজেসের, শ্রীমতী ফ্রান্সেস্ রিং এর সঙ্গে শ্রীযুক্ত টমাস মিহানের ও শ্রীমতী মে কিংএর সঙ্গে শ্রীযুক্ত হাউস পিটার্সে'র অনেক আগেই বিয়ে হ'য়ে গেছে। শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্স, এখনো অবিবাহিত—কুমারীরা নোট ক'রে রাখুন।

•

'মা' (Mother) নামক নোতুন ছবিখানিতে শ্রীমতী বেল বেনেট নাম-ভূমিকা নেবেন। "ষ্টেলা ড্যালাস" ছবিতে মায়ের ভূমিকা নিয়ে তিনি খুব ভালো অভিনয় ক'রেছিলেন।

•

'উচ্ছৃঙ্খল নারী' (The Reckless lady) ব'লে যে ছবিখানি সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে শ্রীমতী বেল্ বেনেট, শ্রীমতী লয় মোরান ও শ্রীযুক্ত জেম্স কার্কউড অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীমতী লিয়ামারা ও শ্রীযুক্ত হারি লিডকেকে নায়িকা ও নায়ক ক'রে 'অরণ্য কুসুম' (Flower of the forest) ব'লে একখানি নোতুন ছবি বেরিয়েছে। বিলাতের ষ্টোল্ (Stoll) চিত্রসঙ্ঘ এই ছবিখানি প্রচার ক'রেছেন।

•

'মেয়েরা কেন বাড়ী ফিরে যায়' (Why girls go back home) আর একখানি নোতুন ছবির নাম। শ্রীযুক্ত ক্লাইভ ব্রুক, শ্রীমতী মার্ণা লয় ও শ্রীমতী প্যাটসি রুথ মিলার গমোঁ (Gaumont) চিত্র সঙ্ঘের বের করা এই চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রেছেন।

বৈদেশিকী

লিড্‌স্ আর্ট থিয়েটার বৎসরে একবার থিয়েটার রয়েল্—এ একখানি বড় নাটক অভিনয় কর্‌বার জন্ম বিশেষ আয়োজন করে। ১৯২৬—এ এই নাট্যসঙ্ঘ বার্ণাড্ শ'র "সিজার ও ক্লিওপাট্রা" নির্ব্বাচিত করে। এই নাটকখানি এমনই দুরূহ যে এখানিকে অতি কৌশলের সহিত প্রয়োগ করতে কিম্বা নিপুণ অভিনয়-কলা মণ্ডিত ক'র্‌তে না পার্‌লে এ'র অভিনয়ে সাফল্য লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। উক্ত নাট্যমণ্ডলী এই নাটক খানি আপনার সাধ্যানুযায়ী সুষ্ঠু অভিনয় ক'রেছিল। কিন্তু এই নাটকাভিনয়ের পূর্ব্বে অভিনীত শ'র "Man and Superman" ("মানব ও অতিমানব") এর অভিনয় মাধুর্য্য ও কলা-নৈপুণ্য দর্শকদের একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিল। এ-র

মধ্যে কিছু কথা আছে। পরবর্ত্তী নাটকটী নাট্যব্যবসায়ীরা অভিনয় করেন—এবং পূর্ব্বোক্ত নাটক সৌখীনেরা প্রয়োগ করেন। এই দুই প্রকার অভিনয়ের মাঝে যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্ট হ'য়েছে তাহা বার্ণার্ড শ'র বিশ্ববিজয়ী নামের সেতুও মিলন করে দিতে পারবে না।

*

বার্ণার্ড্ শ'র চির-উজ্জ্বল নাট্যরত্ন "সেন্ট জোয়ান্" সম্বন্ধে কোনো সমালোচক অন্তরের সব কথাগুলি উজাড় ক'রে বল্‌তে পারেনি। এই নাটকের দৃশ্য গুলি অসামান্য প্রতিভার স্পর্শে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে—তবুও শ'র আকাঙ্ক্ষিত আশা এখনও পূর্ণতা লাভ ক'র্‌লো না। এতো গুণ থাকা সত্বেও এই নাটকের অভিনয়ের মাঝখানে সুরের একতান বেসুর বাজে কেন? এর এপিলোগ্ (উপোদ্ঘাত) রঙ্গমঞ্চে নৈপুণ্যের সহিত অভিনয় কর্ত্তে হ'লে বিশেষজ্ঞদের মনে বিশেষ রকম সন্দেহের প্রশ্ন উপস্থিত হয়, কিম্বা অনেক সময়ে অনেকের মনে হয়েছে—এই নাটকখানি একটী মতপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ ধর্ম্মের ভণ্ডামি বা ধর্ম্মগত জীবনের চিত্র, জোয়ানের চরিত্র সৌন্দর্য্যকে আবৃত করে ফেলেছে। আমাদের দেশেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয় কালে এই ধরণের একই প্রশ্ন ও কুটীল সন্দেহ জেগে ওঠে। কিন্তু ওয়েমাউথের "থর্ণডাইক্ প্লেয়ার্স" এই নাট্য-খানির সর্ব্বাঙ্গমনোরম অভিনয় করে এই সকল সন্দেহের ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছে। সেই জন্য বোঝা যায় যে সকল নাটক জনসাধারণের মর্ম্ম স্পর্শ করবে না (কেন না তাদের কলাজ্ঞানের দৈন্য হেতু—কিম্বা ক্ষুদ্রবুদ্ধি বশতঃ)—তাহা অনেক সময়ে শিক্ষিত রূপদক্ষ সৌখীনদের দ্বারা মোহন সমারোহে বিপুল অভিনয় গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে থাকে। কুমারী এইলিন্ থর্ণডাইক 'জোয়ানে'র ভূমিকায় অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি কবি চিত্রিত জোয়ানের অগ্নিশিখার মতো জ্যোতির্ম্ময়ী সরল সুন্দর মূর্ত্তি খানি উজ্জ্বল মহিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

*

"রিপার্‌টারী ড্রামাটিক সোসাইটী"—সর্ব্বপ্রথমেই ইবসেনের "পিলার্স্ অফ সোসাইটী" অভিনয় ক'রে সকলের সমুখে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। এই সম্প্রদায়ের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও অনুপম নাট্য নির্ব্বাচন সত্য সত্যই প্রশংসার্হ।

*

"প্লে হাউস্ সার্ক্ল্"এর উদ্বোধন দিনে "অ্যাবি থিয়েটারে"র অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি রয়েটস্ অনেক কথাই বলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয় কালে দর্শকদের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রবার অভিপ্রায়ে অত্যাধিক অঙ্গ সঞ্চালন করার নির্ব্বোধ ভ্রান্তিকে অতিশয় তিরস্কৃত ক'রে ব'ল্লেন—যে—নাটকের চরম সময়টিকে (dramatic moment) মূর্ত্ত ক'র্ত্তে হ'লে অনেক সময়ে পরিপূর্ণ নীরবতা একান্ত প্রয়োজন। এবং জাপানী রঙ্গমঞ্চে এই প্রকার নীতি সর্ব্বথা প্রায় সকল সময়েই অনুসৃত হ'য়ে থাকে। সেখানে একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী অন্তরের মানসিক উত্তেজনার প্রকাশ করে—শান্ত, মৃদু বা বেগবান নিশ্বাস প্রশ্বাসের গতি সাহায্যে। এইরূপই তা'রা শিক্ষা পেয়ে থাকে।

*

"বক্স্ অ্যাণ্ড কক্স" (Box and Cox) নামে প্রাচীন প্রহসনখানি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের প্রথম দিনে অভিনীত হয়। উদ্যোক্তা "ম্যাডাম্ ভেস্‌ট্রিস", অভিনয়স্থল—"লিসিয়াম থিয়েটার।"

*

কুমারী জারট্রুড-ই—জেনিংস্ কতকগুলি মনোরম একাঙ্ক নাট্যের রচয়িত্রী ব'লে বিশেষ রকম খ্যাতি অর্জ্জন ক'র্ত্তে পেরেছেন। তাঁর সর্ব্বপ্রথম ত্রয়াঙ্কের "প্রমোদিকা"—(Comedy)—"দি ইয়ঙ্ পার্‌সন্ ইন্ পিঙ্ক" সাধারণ সমক্ষে প্রকটিত হ'য়েছে। একণে শ্রীমতী নাট্যকারের পুর্ণসম্মানলাভ ক'র্ত্তে সমর্থ হ'য়েছেন। লণ্ডন রঙ্গমঞ্চে বহুদিন যাবৎ এইরূপ সুন্দর প্রমোদিকা আত্মপ্রকাশ ক'রেনি। নিপুণ চরিত্রসৃষ্টি, এবং সংলাপ (dialogue) এই নাটকের প্রাণ। আখ্যানবস্তুতে নাটকীয় অবস্থায় সংঘাত অতি দক্ষতার সহিত প্রবর্ত্তিত হ'য়েছে।

*

ইংলণ্ডে একাঙ্ক নাট্যের অভিনয় সম্বন্ধে ঘোরতর তর্কের জাল সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছিল। থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ এই সকল নাট্যের অভিনয়ে কোনরূপ মূল্য দিতে প্রস্তুত হ'লেন না—তার ওপর থিয়েটারের অভ্যস্ত যাত্রীরা এই ক্ষুদ্র নাট্যগুলি তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখলেন। কিন্তু সকল তর্ক অতি সহজে হেলায় তুচ্ছ ক'রে—"লিটল্ থিয়েটার" এই সকল নাট্যগুলি অভিনয় ক'রে আপনার সৎসাহসের যেমন পরিচয় দিয়েছে—তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্যের বিজয়মুকুট তাদের শির গৌরবান্বিত ক'রে তুলেছে।

বৈ—না—ভ

মিসেস ব্যান্‌ক্রফ্‌ট

——:০:——

(পুর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমন্ত্রিত বন্ধুর সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখতে মিঃ উইল্টন্ ব্যান্‌ক্রফটের মার কাছে গিয়ে বললেন যে, সভ্যতা নিয়ম রক্ষার জন্য ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে তাঁদের ভোজন-গৃহে নিয়ে যাওয়া হবে।…

এই কথা শুনেই ব্যান্‌ক্রফ্‌ট-জননীর মুখখানা ভয়ে কেমনতরো হ'য়ে গেল; কারণ,তিনি স্থির জানতেন যে,নিমন্ত্রিত ব্যক্তিটীর সেই অঙ্গ-বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট রকম কৌতূহলী ক'রে তুলবে ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে, এবং তারপর—!!
ভবিষ্যতের ব্যাপার স্মরণ ক'রে তিনি অত্যন্ত আশঙ্কায় নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন তাঁর স্বামীর কাছে, যাতে ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে না নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের ঘরে।…

মিঃ উইল্টন্ কিন্তু সহাস্যে বললেন, "ভয় কি? ওকে বুঝিয়ে বল। আগে থাক্‌তে সতর্ক করে দাও! আর, জানিয়ে দাও যে, ঘরের ভেতর আমার বন্ধুর সম্বন্ধে কোন রকম মন্তব্য প্রকাশ ক'রলেই, তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ঘর থেকে! (এইটীই ছিল বালিকা-ব্যান্‌ক্রফটের কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অপমান!) তা হলেই, ও বেশ 'লক্ষীটী' হয়ে থাকবে।…"

ব্যান্‌ক্রফটের মা তখন ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে আগে থাকতে সতর্ক করে দিলেন; এবং তাঁকে বললেন যে, তিনি যদি সেখানে গিয়ে কোন-রকম দুষ্টমী করেন, তা হলে, তাঁকে সেখানে যেতে দেওয়া হবে না।…

ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ তখন তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রলেন যে, তিনি সেখানে একটা কথাও কইবেন না।…তারপর তাঁকে আনা হ'লো ঘরের মধ্যে।… ভদ্রলোকটীর দিকে চাইতেই ব্যান্‌ক্রফটের আত্মা যেন উড়ে যাবার মত হ'লো!…উঃ! কী প্রকাণ্ড নাক!…তাও আবার যেন ঈষৎ নীল-রংয়ের বার্ণিশ্-করা!—ঝক্‌ঝকে! তক্‌তকে!…এ-রকম সুপ্রকাণ্ড নাসিকা-শ্রী জীবনের মধ্যে প্রথম তিনি এই দেখলেন!…কিন্তু মুখ টিপে বসে রহিলেন।…

তাঁর মা তাঁর এই শান্ত-ভাব দেখে অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।…

ভোজন-শেষে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ তাঁর মার কাছে যেতেই, তিনি তাঁর গালে চুমু খেয়ে সানন্দে বললেন, "লক্ষী মেয়ে।"—সহর্ষে তিনি (ব্যান্‌ক্রফট) তখনই ছুটে গেলেন তাঁর বাবার কাছে।…

মিঃ উইল্টন তাঁকে কোলে করে নিয়ে সস্নিগ্ধ চুমার সহিত যেমন তাঁর সম্বন্ধে খুবভাল একটা সার্টিফিকেট দেবার উপক্রম করলেন,ওমনি আনন্দে তিনি বলে উঠলেন' "আজ, বাবা,আমি খুব ভাল হ'য়েছিলুম। আমি ওই ভদ্রলোকটীর প্রকাণ্ড নাকের সম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি!—বলেছিলুম কি, বাবা?"

অপ্রিয় সত্য এই কথাগুলা হঠাৎ শুনে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকটীর মুখের ভাব যে কি রকম বদ্‌লে গেল, সহজেই অনুমেয়!…

একবার Macbeth নাটকে মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফট্ বালক Fleanee এর ভূমিকায় অভিনয় করেন।…সেই সময় তিনি ঐ নাটকেই,—পাপী Thaneকে সাবধান করবার জন্য, ডাইনীগণ কর্ত্তৃক আহুত হয়ে, ভগ্ন কটাহ হ'তে উত্থিত যুবরাজের প্রেতাত্মা রূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন।…

অভিনয় শেষ হ'য়ে গেলে তাঁহাদের দলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা মিঃ ম্যাক্‌রেডীর কাছ থেকে তাঁর ডাক এল। তাঁর মা তাঁকে ম্যাক্‌রেডীর ঘরে নিয়ে গেলেন।……দরজার কড়া ধরে নাড়াতেই ভিতর থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে উত্তর এল, "ভেতরে এস"! সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্‌ক্রফটও অতিরিক্ত মাত্রায় ঘাবড়ে গেলেন। তিনি মনে মনে স্থির বুঝে নিলেন যে, আজ তাঁকে নিশ্চয়ই কোন দোষের জন্য তিরস্কার পেতে হ'বে!…

তিনি ঘরের ভিতর ঢুকতেই, ম্যাক্‌রেডী তাঁর দিকে একবার চাইলেন। তাঁর ড্রেসার এই সময় তাঁকে বল্‌লে, "একেই আপনি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, স্যার!" ম্যাক্‌রেডী আর একবার ব্যান্‌ক্রফটের দিকে চাইলেন। সে-দৃষ্টি ছিল স্নেহ-ভরা সহানুভূতিতে পূর্ণ। সস্নিগ্ধ ভাবে তিনি ব্যান্‌ক্রফ্‌টকে বললেন, "এদিকে এস!" ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ তাঁর কাছে এগিয়ে গেলেন।…ম্যাক্‌রেডী তাঁকে সাদরে ধরে, তাঁর মুখে স্নেহের চুমা দিয়ে আনন্দে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই একদিন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হ'বে!"

বালিকার সরল চাটুল্যে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ অমনি ব'লে ফেললেন, "হ্যাঁ স্যার!"

ম্যাক্‌রেডী হাসতে লাগলেন!…তারপর হঠাৎ আবার বললেন, "আচ্ছা, তুমি কোন্ ভূমিকা নিতে সব চেয়ে বেশী ইচ্ছে কর?"

নম্রস্বরে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ বললেন, "লেডী ম্যাকবেথ!" এই কথা শুনেই ম্যাক্‌রেডী উচ্চহাসি হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, "আচ্ছা, তা না হয় হ'লো। কিন্তু আর কোনও পার্ট ইচ্ছে কর না?…তোমার কথাগুলো আমায় আজ বাস্তবিকই বড় আনন্দ দিয়েছে।—সে যাই হোক, তোমায় ব'লে দিচ্ছি, লেডী ম্যাকবেথ অভিনয় করবার আগে এ রকম ধারণা কখনো মনের মধ্যে এনো না। তা হ'লে তুমি কাঁদানোর বদলে দর্শকের হাসিরেই তুলবে!" ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ বড়ই দমে গেলেন। তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন!…

সুতরাং ম্যাক্‌রেডী অবিলম্বেই ব্যান্‌ক্রফটের মনের ভাব বুঝে নিলেন। তিনি তখন তাঁকে ভুলিয়ে দেবার জন্য অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, "আচ্ছা তুমি এখুনি,—একটা পুতুল কেনবার জন্যে,—একটা সভারেন্ নিতে ইচ্ছে কর না, একগ্লাস মদ চাও?" একটু ভেবে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ বললেন, "আমি দুইই চাই!" অত্যন্ত আনন্দে ম্যাক্‌রেডী বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই একজন ভাল অভিনেত্রী হ'বে! তোমার চোখের ভেতর দিয়ে আমি প্রতিভার জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি।…কিন্তু মনে রেখো, লেডী ম্যাক্‌বেথ কখনো শীগ্‌গির ক'রতে যেওনা! ধীরতাই তোমায় সাফল্যে ভূষিত ক'রবে…" তারপর তিনি ব্যান্‌ক্রফটকে মদ এবং সভারিং দুই-ই দিলেন।…

অসীম আনন্দে উচ্ছসিত হ'য়ে, ক্ষুদ্র একটী ময়ূরের মত স্ফীত-গর্ব্বে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ বাড়ী ফিরে গেলেন। শ্রদ্ধেয় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার কাছ থেকে সেদিন তিনি যে আদর চুম্বন পুরস্কার পেয়েছিলেন, সামান্য সলিল-সিঞ্চনে তার গৌরব ক্ষুণ্ণ করলেন না।…

এর কিছুদিন পরেই "ষ্টার" রূপে মিস্ Glyn মিষ্টার চার্লস্ কেম্বল এর সঙ্গে তাঁদের সম্প্রদায়ে এসে যোগ দিলেন।…মিঃ kemble ছিলেন একজন সুদক্ষ প্রবীণ নাট্যাচার্য্য!…মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফটের মধ্যে প্রতিভার যে গুপ্ত সম্পদ লুকানো ছিল তা কি একদিন বেশ ভালভাবেই বুঝে নিলেন!…

সেদিন তাঁদের ম্যাকবেথ রিহার্শাল হচ্ছিল!…"নিদ্রিত ভ্রমণের" দৃশ্যটী অভিনয়ের সময়, তিনি উইংসের এক পাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রত্যেকের গতিবিধি বিশেষভাবে লক্ষ্য করছিলেন। সেই সময় তিনি এতই আনন্দিত হয়ে ছিলেন যে, তখনই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, একদিন না একদিন তিনি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন!…কিন্তু হায়! নটী জীবনে এ সৌভাগ্য তিনি কখনও পান নি! মিস্ গ্লিনের জন্য তাঁদের নাট্য সম্প্রদায় একবার Kiug John এর অভিনয় করেন। এই নাটকে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ রাজকুমার আর্থারের ভূমিকা গ্রহণ করেন। অভিনয় রাত্রে চার্লস্ Kmeble কোন এক বিশিষ্ট বক্স হ'তে অভিনয় দেখছিলেন।…

যে-দৃশ্যে বালক রাজকুমার কারাগার হ'তে পলায়নের প্রচেষ্টায়, প্রাচীর হ'তে প'ড়ে গেলেন, সেই সময় হঠাৎ ব্যান্‌ক্রফট কোন লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পেলেন, এবং পরক্ষণেই রঙ্গালয়ের কোন এক স্থান হ'তে হাসির স্বর তাঁর কানে গিয়ে পৌঁছলো।

হঠাৎ এইব্যাপারে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ বিশেষ রকম ঘাব্‌ড়ে গেলেন। মনে মনে তিনি ভাবলেন যে' তাঁর পোষাকে নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে !···
অধিকতর হাস্য উদ্রেক করানোর ভয়ে, তিনি একটুও ন'ড়তে সাহস ক'রলেন না।···ভয়ার্ত্ত-বক্ষে নিশ্চল ভাবে শুয়ে রইলেন মঞ্চের উপর,—যে পর্য্যন্ত না Hubert তাঁকে এসে নিয়ে গেলেন সেখান থেকে !···

ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ পরে জেনেছিলেন যে, অভিনয় দেখতে দেখতে বৃদ্ধ Kemble হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠে গোটাকতক কথা উচ্চৈঃস্বরে বলেছিলেন। কথাগুলো যে কি, তা কিন্তু কেউ তাঁকে বলতে পারেনি !···

যাই হোক্, এই বিবরণ কিন্তু এক সাময়িক পত্রে "বৃদ্ধ ও বালিকা—অভিনেত্রী" এই শিরোনামা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল !···তাতে লেখা ছিল :—Charles Kemble অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত King John নাটকের অভিনয় দেখছিলেন !...দেখতে দেখতে,—মনের আনন্দে,—মাঝে মাঝে তিনি অভিনেতৃদের প্রশংসা ক'রে উঠছিলেন !··· আবার কখন বা,—খুব সম্ভবতঃ সেই অতীত যুগের বীর Falconbridge ও তার রাজ-ছত্রধারী ভাইয়ের সময়কার সুখ-সমৃদ্ধিশালী দিনগুলির কথা স্মরণ ক'রে,—মুখখানা তাঁর কারুণ্যে ভ'রে উঠছিল কিন্তু, Hubert ও রাজকুমার আর্থারের দৃশ্যে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠ্‌লো। সে হাসি,—বিশিষ্ট কোন এক অভিনয়ের শ্রেষ্টত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার ক'রেছিল !···

একাধিক বার তিনি তৃপ্তির সাথে করতালি দিয়ে উঠেছিলেন। তারপর যখন বালক রাজকুমার প্রাচীর হ'তে প'ড়ে গেলেন, আর বালিকা অভিনেত্রীটী করুণ সুরে বললে, "আমার কাকার আত্মা মিশিয়ে আছে এই পাথরের মধ্যে ! ...স্বর্গ ! তুমি আমার আত্মাকে নাও !···ইংল্যাণ্ড ! তুমি আমার অস্থিকে রাখ !", তখন বৃদ্ধ নাট্যাচার্য্য চরম উত্তেজনায়,—যে-বক্সে তিনি বসেছিলেন, সেখানে দাঁড়িয়ে উঠে,—উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলে উঠলেন। "ঐ মেয়ে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হ'বে !"···সেই মেয়েটী ছিল—মেরী উইল্‌টন্ (মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্) ...Charles Kemble এর ইচ্ছায় ! মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌কে আনা হ'লো তাঁর কাছে। Kemble এবং মিস্ গ্রীন্ উভয়েই তাঁকে সযত্ন সম্বর্দ্ধনা করলেন।...তারপর,—মিঃ ম্যাক্‌রেডীর মতই,—Kemble তাঁকে উপদেশ দিলেন, "ধীরে ধীরে সিঁড়ী দিয়ে উঠ,না হয়তো, আবার নীচে গড়িয়ে পড়বে !" তারপর তিনি তাঁর সঙ্গে আরও অনেক কথা কইতে লাগলেন। কথাগুলো তিনি কইছিলেন খুব ধীর ও মৃদুভাবে !...ব্যান্‌ক্রফট কিন্তু সেগুলার উত্তর দিচ্ছিলেন—খুব উচ্চকণ্ঠে।···এমন সময় Kemble বললেন, "তুমি তোমার আবৃত্তি অতি সুন্দর ক'রেছ !"

ব্যান্‌ক্রফট্ অমনি বললেন, "কিন্তু আপনিত' তা শুনতে পাননি। আপনি যে কালা, স্যার।" Kemble একটু হাসলেন। তারপর বললেন, "তোমার কথা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলুম। তোমার ঐ ছোট মুখখানা আমায় তা ব'লে দিয়েছিল !...কিন্তু সে যাক্, তুমি পরচুলা পরো কেন ? ও গুলো খুব বড় বড় মনে হচ্ছিল !"

ব্যান্‌ক্রফট্ তক্ষুণি বললেন, "না স্যার ! এ পরচুল নয় ! এ আমার নিজের চুল !
বিস্মিত আনন্দে Kemble ব'লে উঠলেন, "এ তোমার নিজের চুল !! আমি ভেবেছিলুল এ বোধ হয় মিথ্যা পরচুলা !"

Kemble এর পরিকল্পিত এই ধারণাটার জন্য ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্ Kemble এর উপর মনে মনে তখন একটু চ'টে গিয়েছিলেন !... তাঁর মাথার চুল যে তাঁর কাছে ও তাঁর মার কাছে একটা গৌরব ও গর্ব্বের বস্তু ছিল ! তাঁর মা এটিকে দুবেলা খুব সাবধানে পরিষ্কার ক'রে দিতেন ! তাই দেখে তাঁর বাবা তাঁকে মাঝে মাঝে ব'লতেন,"তুমি আমার মেয়ের চুল রোজ এম্‌নি ক'রে ঝেড়ে' দাও,—একদিন দেখবে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে !"

ক্রমশঃ

শ্রীভারতকুমার বসু।

চলচ্চিত্রে দুঃখ-ভোগ লাভজনক।

করুণ-রস-চিত্রিত চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে অতিরিক্ত আদরণীয় হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে লিলিয়ান গিশ, ভিলমা ব্যাঙ্কী, রোণাল্ড কোলম্যান, লন্ চ্যানি ও পোলা নেগ্রী সকলেই একমত।

কান্নার ভেতর দিয়ে প্রাণের যে বেদনা মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে ওঠে, সেই জিনিষটি ছবির পর্দ্দায় পরিস্ফুট ক'রে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধ'রে তাদের মত জিজ্ঞাসা করুন, সমবেত সকলেই সমস্বরে ব'লবে—হাঁ, এটা একটা উচুদরের ছবি বটে।

১৯২৬ সনে যতগুলি চলচ্চিত্র ষ্টুডিয়ো থেকে বহির্গত হ'য়েছে, তাদের হিসেব নিতে গেলে দেখা যায় যে অধিকাংশ ছবির ভেতর একটা দুঃখ-বিজড়িত চরিত্রের অবতারণা ক'রে সাধারণের মনের ভেতর সহানুভূতির উদ্রেক করবার বিশেষ চেষ্টা করা হ'য়েছে।

"Over the Hill" ছায়া-চিত্রে নিগৃহীতা মাতার প্রতি কার না সমবেদনা প্রকাশ করবার ইচ্ছা হয়? Belle Benett অভিনীত "Stella Dallas" ফিল্‌ম দেখে দর্শকদের নয়ন অশ্রু-শূন্য থাকে নি।

ছায়া-চিত্রে শারীরিক কষ্টের চেয়েও মানসিক বেদনা ফুটে দেখতে দর্শকরা পছন্দ করে এবং এ বিষয়ে "Stella Dallas" তাদের ইচ্ছা পরিপূর্ণ ক'রেছিল।

রোণাল্ড কোলম্যান ও ভিলমা ব্যাঙ্কীর অভিনয় চাতুর্য্যের ফলে সৃষ্টি হ'য়েছে একখানি অপূর্ব্ব বিষাদ মাখা চলচ্চিত্র "The dark Angle". বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্রের পূর্ব্বের এবং পরের ঘটনা অবলম্বন ক'রে এক ইংরাজ প্রেমিক ও এক ইংরাজ প্রেমিকার দুঃখ-নিপীড়িত জীবন আশ্রয় ক'রে এই ফিল্‌মের প্লট প্রস্তুত হ'য়েছে। গল্পের আরম্ভ থেকে শেষ অবধি একটি ক্ষীণ করুণ-রসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে,—এই রসকেই ফুটিয়ে তুলেছেন এই দুই তরুণ তরুণী শিল্পী।

হাচিনসনের জগৎ-বিখ্যাত উপন্যাস "If winter comes" ফিল্মে পার্সি মারমণ্টের অভিনয় অতুলনীয়। Mark Sabre এর নিপীড়িত হৃদয়ের বেদনা কি চমৎকার ফুটে উঠেছিল ছবির পর্দ্দাতে! এমনি দক্ষ অভিনেতা পার্সি মারমণ্ট! এর ফলে মারমণ্টের ডাক পড়েছিল অভিনয় করতে "Under a clond" ও "Lord tim" নামক দুইখানি উপরি শ্রেণীর ফিলমে। করুণ রসের অভিনয় কলায় কৃতকার্য্য হ'য়ে মারমণ্টের ব্যাঙ্কের একাউণ্ট ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হচ্ছে।

এ শ্রেণীর ছবি যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা স্ক্যাণ্ডিনেভিনিয়ান্ ডিরেক্টরদের দোষারোপ ক'রেছেন। "It is possible that the reason for all this agony may lie with the many Scandi-navian directors now working in America. For they, especially the Swedish, are sworn allies of the emotion picture." একখানি সংবাদপত্রও তাদের মত সমর্থন ক'রে লিখেছেন। এই উক্তি অনেকাংশে সত্য; কেননা "He who gets slapped" "The tower of Lies" "The Scarlet Letter" প্রভৃতি ছবির ডিরেক্টর সুইডেনবাসী ভিক্টর সিস্‌ট্রম (Victor Seastrom).

অপরাপর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান ডিরেক্টরের চেষ্টায় এই কয়খানি বিষাদ-করুণ ছায়াচিত্র হালে প্রস্তুত হ'য়েছে "The Light Eternal" "The Temptress" "Gosta Berling" ও "Wiues for Rent".

নরমা সিয়ারার "His secretary" ও মেরী পিক্‌ফোর্ড "Stella Maris" ফিল্মে চলচ্চিত্র দর্শকদের কাঁদাবার চেষ্টা ক'রেছেন।

ডি, ডব্লিউ গ্রিফিথের পরিচালনায় লিলিয়ান গিশ করুণ রসের ভূমিকায় অসাধারণ সাফল্যলাভ ক'রেছিলেন কিন্তু কিং ভিডরের পরিচালনায় "La Boheme" চিত্রে মিমির (Mimi) ভূমিকায় অবতীর্ণা হ'য়ে অভিনয়কাল শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত উদ্বেগের পরিসীমা ছিল না। রুডলফ ও মিমির প্রেমের খেলায় অবসান হ'য়ে যাবার দৃশ্য অর্থাৎ মিমির শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার দৃশ্যে অতি বড় কঠিন হৃদয়হীন দর্শকের চোখও অশ্রুভারাক্রান্ত ক'রেছিল। প্রযোজক কিং ভিডরকে এই দৃশ্যটী বাস্তবতার চূড়ান্ত করবার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন ক'রতে হ'য়েছিল। মিমির মৃত্যুর সময় বিশেষ শোকসূচক গীত বাজের বন্দোবস্ত হ'য়েছিল।

এইরূপ ভাবে ফিল্ম প্রস্তুত কঠিন বটে কিন্তু লিলিয়ান গিশ ও কিং ভিডরের প্রতি নূতন বর্ষের আগমনে "Income tax"এর হার যেরূপ পরিমাণে ঊর্দ্ধ দিকে ধাবিত হচ্ছে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে তাহাতেট্রাজেডির সৃষ্টি ক'রে তাঁরা লাভের খাতায় বেশী জমা ক'রছেন।

জ্যাকি কুগানের ভক্তরা বিশেষতঃ মেয়েরা জ্যাকিকে কমেডিতে দেখতেই ভালবাসে কিন্তু তার সঙ্গে কাঁদতে ও তার দুঃখে সমবেদনার দু' ফোঁটা অশ্রু ফেলতে তারা আরো বেশী ভালবাসে। ১৯২৬ সনে কুগান অভিনীত একমাত্র ছবি "Old Clothes" অশ্রুমালা দিয়ে তৈরী। "The Last Laugh" ফিল্মে জার্মান অভিনেতা Emil Jannings অপমানিত ও লাঞ্ছিতের হৃদয়ের প্রগাঢ় বেদনা নীরব-অভিনয়ে যে প্রকার প্রকাশ ক'রেছেন, তা' বাস্তবিকই অনন্য-সাধারণ। অবশ্য লন চ্যানিও এ বিষয়ে দক্ষ। ভিক্টর হিউগো লিখিত "The Hunchback of Noterdame" ফিল্মে কুঁজোর অভিনয়ে তিনি বিখ্যাত হ'য়েছেন। এই কুঁজো কোয়াসিমডোর জীবন কি প্রকার অচ্ছেদ্য দুঃখ-জালে জড়িত তা' যাঁরা ঐ চলচ্চিত্রখানি দেখেছেন তা জানেন। ছবির পর্দ্দায় লন চ্যানি ব্যথিতের অভিনয়ে অত্যন্ত পটু এবং এই গুণটির অধিকারী হওয়ায় তাঁর ব্যাঙ্কে রক্ষিত সঞ্চিত টাকার পরিমান দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে।

ব্যথার পরিবর্ত্তে টাকা!

যে সিনেমা গৃহে ঐ প্রকার ছায়াচিত্র দেখানো হয়, দর্শকরা সেখানে ভীড় করে......তারা চোখের জল ফেলবার জন্যে অর্থ দেয়।

যে ছবি দেখলে হৃদয় বেদনা-ভারে অবনত হয় সে ছবির প্রযোজক বলেন "Life on the screen must be realistically sad, and more agony the director piles on, the better the pictureguers will like it"

শ্রীপ্রভাংশুকুমার গুপ্ত।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘরের কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | সম্পাদক:— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী | ৪ঠা চৈত্র ১৩৩৩

নাট্য জগৎ

—•—

আমরা ষ্টারে 'রাজসিংহ' ও নাট্যমন্দিরে 'চন্দ্রগুপ্ত' আর 'চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে'র অভিনয় দেখে এসেছি। এই রকম সব নাটকের প্রহসনের পুনরুজ্জীবন করার পক্ষপাতী আমরা নই। আমাদের বিশ্বাস এই শ্রেণীর বইয়ের অভিনয় অনুকূল সময় অতীত হ'য়ে গেছে।

•

'রাজসিংহে', শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী 'অনন্ত মিশ্রে'র ভূমিকা নিয়ে চমৎকার অভিনয় ক'রেছিলেন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর 'আওরঙজেবে'র অভিব্যক্তিও সুন্দর হ'য়েছিল। তাঁর শুভ্র পরিচ্ছদটি চোখকে আর মনকে তৃপ্তি দিয়েছিল।

মাতাল—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঘোষ

•

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপসজ্জাও মনোরম হ'য়েছিল। 'মবারকে'র ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ও ভালো হ'য়েছিল। তিনি সুস্থ হ'য়েছেন এবং ফিরে এসে তাঁর খ্যাতি বজায় রেখেছেন এতে আমরা খুসী হ'লুম।

•

'জেরউন্নিসার' ভূমিকায় শ্রীমতী মণিমালার অভিনয় আমাদের আনন্দ দেয়নি—তাঁর অভিনয় আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল। উদিপুরী বেগমের অংশে শ্রীমতী কোহিনুর বালাকে মানায়নি। উদিপুরীর সৌন্দর্য্য-খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। আশা করি ভবিষ্যতে 'রাজসিংহে'র অভিনয়-রজনীতে উদিপুরী বেগমের ভূমিকায় এই প্রথিত-যশা রূপসীর অনুরূপ অভিনেত্রীকে অবতীর্ণা হ'তে দেখবো।

•

দৃশ্যপট ও প্রয়োগের দিক দিয়ে 'রাজসিংহ' ভালোই হ'য়েছিল। দুএকখানি দৃশ্যপটে এখনও প্রাচীনের জরা মুদ্রিত আছে, তাদের নব যৌবন দান করা দরকার। পাহাড়ের সেই সনাতন দৃশ্য আর চ'লবে না, ওসব বাতিল ও নামঞ্জুর ক'রতে হবে।

•

পটোত্তলনের প্রথমেই চকের দৃশ্যটি মনোহর। নর্ত্তকীদের চটুল নৃত্য, গণৎকারের হস্তরেখা পরীক্ষা, বাজীকরের ক্রীড়া, ফুলের বিপণির সারি, ক্রেতা বিক্রেতার মেলা একেবারে বাস্তবকেই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। একবারও মনে হচ্ছিল না ফুলগুলি মানুষের হাতে তৈরী—তাদের রচনা-পারিপাট্য বিস্ময়কর সত্যই।

•

'চন্দ্রগুপ্তে'র অভিনয় মোটের উপর উপভোগ্য হয়েছিল। 'চাণক্যে'র ভূমিকা নিয়ে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বহু স্থানে তাঁর উচ্চাঙ্গ অভিনয়ের দ্বারা আমাদের আনন্দিত করেছিলেন। তিনি এই জটিল মনস্তত্ত্বযুক্ত চরিত্রের আলেখ্যটি এমন কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলবেন তা আমরা ভাবিনি।

•

নাম—ভূমিকায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায়ের অভিনয়ও ভালো হয়েছিল। চন্দ্রকেতুর ভূমিকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর এবং ছায়ার ভূমিকায় যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য।

•

'চন্দ্রকেতু'র ভূমিকাটি ছোট—তাতে বলবারও বেশী কিছু নেই। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় নেমে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী সরল, সুন্দর, আন্তরিক বন্ধু প্রীতির যে চিত্রটি তাঁর সু-অভিনয়ের সাহায্যে আমাদের চিত্তপটে এঁকে দিয়েছেন তা' যথার্থই মনোজ্ঞ।

—

চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে'র অভিনয় তেমন জমেনি। চাটুয্যে মশায় মন্দ অভিনয় করেন নি কিন্তু বাঁড়ুয্যে মশায়, যোগ্যরূপ সজ্জা ও ভঙ্গী সত্ত্বেও, তাঁর গৃহীত ভূমিকাটিকে জীবন্ত ক'রতে পারেন নি। এর পরের অভিনয়ে রমেন্দ্র বাবুর কাছ থেকে আমরা ভালো অভিনয় আশা ক'রবো।

—

আসছে কাল নাট্যমন্দিরে 'প্রতাপাদিত্যে'র প্রথম অভিনয়-রজনী। এতে কল্যাণীর ভূমিকা নিয়ে অনেকদিন পরে শ্রীমতী প্রভা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূতা হবেন। 'প্রতাপাদিত্যে'র ভূমিকা-লিপি আশাপ্রদ। মনে হয় এমন ভূমিকা-বিন্যাসের গুণে এই নাটকটির অভিনয়ে 'নাট্যমন্দির' নাম ক'রবে। 'ফলেন পরিচীয়তে'।

আমরা নীচে প্রতাপাদিত্যে'র সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি দিলুম :—

প্রতাপাদিত্য—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

গোবিন্দ রায়—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী

কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা
বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী
বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
বসন্ত রায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
রাঘব রায়—শ্রীমতী সুশীলাবালা
গোবিন্দ দাস—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত
সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
মানসিংহ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী
ইসাখাঁ ও চণ্ডীবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
ব্রজ—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
ছোটো রাণী—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকি)
কাত্যায়নী—শ্রীমতী সরলা (বেঁকি)
বিন্দুমতী – শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
গয়লা বৌ—শ্রীমতী ঊষা (পটল)

শ্রীমতী নীহারবালার মতো সর্ব্বতোমুখী নটী-নৈপুণ্য সম্পন্না অভিনেত্রী এখন আর নেই আমরা গতবারে এ কথা লিখেছিলুম ব'লে কেউ কেউ আমাদের বিরুদ্ধে অত্যুক্তির অভিযোগ এনেছেন। আমরা যা লিখি তা আমাদেরই মত—তা' সর্ব্ববাদীসম্মত বা সে বিষয়ে অন্যমত নেই এমন আমরা কখনো ভাবিনা। কি মর্জ্জিনা, কি ঘেসেড়ানী, কি রামী কি নীরবালা, কি পাগলিণী বিরহিনী কি হীরে ঝি, এই রকম সব বিচিত্র ভূমিকার অভিনয় আর প্রত্যেক অভিনয়ই খুব সুন্দর ক'রে আর দ্বিতীয় কোন্ ব্যক্তি ক'রতে পারেন তা আমরা জানিনা। আমরা এ বিষয়ে যথোপযুক্ত যুক্তিদ্বারা সমর্থিত প্রমাণ পেলে আমাদের মত পরিবর্ত্তন ক'রতে কুণ্ঠিত হব না।

আমরা শুন্‌লুম যে শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত-রচিত একখানি নোতুন গীতিনাট্য শীঘ্রই নাট্যমন্দিরে অভিনীত হবে ও তার জোর মহলা সেখানে চ'লছে। বরদাবাবুর গীতিনাট্য অন্যত্র যেমন জনপ্রিয় হ'য়েছে, এখানিও তেমন হ'লে আমরা প্রীত হবো।

চিত্রজগৎ

—:•:—

চলচ্ছবি অভিনেতাদের ছেলে মেয়েরা মিলে একখানি চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে। প্যাথি চিত্র-সঙ্ঘ এই ছবিখানি বের ক'রবেন। তাদের জনক জননীদের চেয়ে যদি তারা ভালো অভিনয় ক'রতে পারে তে। ... র্ব্ব ব্যাপার হবে।

•

এই ছবিতে জ্যাক্ হোল্টের ছেলে টিম্‌হোল্ট, এরিকফন্ ষ্ট্রোহিমের ছেলে (ঐ নাম), রেজিনাল্ড ডেনির মেয়ে বারবারা ডেনি, টিম্ ম্যাকয়ের ছেলে ডার্সি মেকয়, ওয়ালেশ রীডের ছেলে বিলিরীড, উইলিয়েম ডেস্‌মণ্ডের মেয়ে মেরি ডেস্‌মণ্ড, হোবার্ট বস্‌ওয়ার্থের ছেলে জর্জ্জ বস্‌ওয়ার্থ আর প্যাট্ ও'ম্যালির মেয়ে এইলিন ও'ম্যালি অভিনয় ক'রবে। মনোজ্ঞ সম্মিলন বটে।

•

'দুজনের স্বর্গ' (Paradise for two) নামক চিত্রের কাজ শেষ হ'য়ে গেছে। এতে যথাক্রমে রিচার্ড ডিক্‌স্ ও বেটি ব্রন্‌সন্ নায়ক নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। এর পরে 'রিট্‌জি' (Ritzy ব'লে একখানি চিত্রনাট্যে শ্রীমতী ব্রন্‌সন্ নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রবেন। সুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীমতী এলিনর গ্লিন্ বিশেষভাবে বেটি ব্রন্‌সনের জন্যে এর আখ্যায়িকাটি লিখেছেন।

•

'দাগবার লোহা' (The Branding Iron) একটি নোতুন ছবি'র নাম। এতে শ্রীমতী এইলিন্ প্রিংগল্, শ্রীযুক্ত লায়োনেল ব্যারিমোর ও শ্রীযুক্ত র‍্যাল্‌ফ্ ফর্ব'স্ অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীমতী এস্‌থার র‍্যালষ্টোন 'মেয়েদের ফ্যাশান্' (fashions for women) নামক ছবিতে নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। নায়কের অংশে অভিনয় ক'রবেন শ্রীযুক্ত এইনার হ্যান্‌সন। ইনি মাত্র এক বছর আগে হলিউডে এসেছেন' কিন্তু এই কম সময়েই সু-অভিনেতা ব'লে তাঁর বেশ নাম হ'য়েছে।

•

কলাবিদ্যার খাতিরে শ্রীযুক্ত লন্ চ্যানি দেখ্‌ছি তাঁর দেহকে আস্ত রাখবেন্ না। শোনা আছে নানারকম অঙ্গ-বিকৃতির ফলে তাঁর শিরদাঁড়ায় এমন আঘাত লেগেছে যা আর কখনো না সারতে পারে। 'নতর্দেমের কুঁজো (The Hunch back of Notre Dame) নামক ছবিতে চোখের ওপর পটি বসানর ফলে একটি চোখের দৃষ্টি তাঁর গেছে বললেই হয়।

•

শ্রীমতী জ্যানেট গেনার কিশোরী, সুন্দরী, সুযশাময়ী। 'মাঝ রাতের চুমু' (The Mid-night kiss) ছবিতে ইনি শ্রীযুক্ত রিচার্ড ওয়ালিঙের সঙ্গে ভালো অভিনয় ক'রছেন।

•

'কিশোর বসন্ত' (Young April) ব'লে যে নোতুন ছবিটি বেরিয়েছে তাতে শ্রীমতী বেসি লাভ ও শ্রীযুক্ত জোসেফ্ শিল্ড্‌ক্রট নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন। স্থানীয় 'পিক্‌চার প্যালেসে' সম্প্রতি 'প্রেমের (Song of love) নামের যে চিত্র নাট্যটি দেখানো হ'য়েছে তাতে শ্রীযুক্ত গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীর অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীযুক্ত র‍্যামন নোভারোর আসল নাম হোলো র‍্যামন স্যামোনিয়েগস্ (Ramon Samoniegos) শ্রুতিটুকুও উচ্চারণ দুরূহ ব'লে তিনি শেষের নামটি বদ্‌লেছেন। তাঁর দুটি বোন্ ও সাত্‌টি ভাই।

*

যশস্বিনী বিলাতী অভিনেত্রী শ্রীমতী এ্যানেট্ বেন্‌সন্ কোনো ফরাসী চিত্রনাট্য অভিনয় কর্‌বার জন্যে এখন প্যারিসে আছেন।

*

মতীলিলিয়ান ওল্‌ড্‌ল্যাণ্ড নাম্নী আর একজন বিলাতী অভিনেত্রীর ক্রমে ক্রমে বেশ নাম ক'রছেন। শ্রীযুক্ত আর্চিবল্ড নেটুচ ফোল্‌ডের সঙ্গে তিন বছরের জন্যে অভিনয় কর্‌বার জন্যে তিনি চুক্তি বদ্ধ হ'য়েছেন।

"মুখর চিত্র" ("talking pictures") প্রয়োগ কর্‌বার জন্যে "লণ্ডন প্যাভিলিয়ন"-প্রেক্ষামন্দিরে ব্যবস্থা করা হ'বে—কিছুদিন আগে এইরূপ প্রস্তাব হ'য়েছিল।

*

"মার্ব্বল আর্চ্চ" (Marble Arch) এর অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হ'বে ব'লে ঘোষিত হয়ে ছিল; একটা বড় সিনেমা স্থাপিত হবে—এর প্রেক্ষা গৃহ প্রায় ২,৫০০ দর্শকের স্থান সঙ্কুলান ক'রবে। এই সিনেমাটীর নাম হবে "দি রিগ্যাল" ("The Regal")।

বৈদেশিকী

"হ্যারাপ সিরিজে"র "one act plays of to-day" এর তৃতীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। পূর্ব্বেকার ঐ নামের গ্রন্থ দু'টী সাধারণের নিকট যেরূপ সমাদর লাভ ক'ত্তে সমর্থ হ'য়েছিল এই নাট্য সংগ্রহটীও ঠিক সেইরকমই আদর অর্জ্জন ক'রেছে। এতে বারটী বিভিন্ন প্রকারের নাটক আছে। বারোজন নাট্যকার আপন আপন শক্তি অনুসারে নাট্য রচনা ক'রে—তাঁদের ক্ষমতা যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের নাম—হ্যারল্ড চাপিন্, লর্ড ডান্‌স্যানি, হ্যারল্ড ব্রিগহাউস্, ষ্টান্‌লি হাউটন্, নরম্যান্ ম্যাককিনেল্ প্রভৃতি।

*

নিঃসন্দেহ যাঁরা একাঙ্কের নাট্যরচনা ক'রে যথার্থ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন—তাঁরা প্রকৃত আর্টিষ্ট; কারণ তাঁদের ঐ একটী অঙ্কের ভিতরে নাটকীয় সমস্ত রস ফুটিয়ে তুল্‌তে হ'বে। সেইজন্যে তাঁদের সবসময়েই যন্ত্রের মতন কাজ ক'ত্তে হয়; কিন্তু এরূপ প্রণালীতে সুফলই ফলে থাকে। তাঁরা নাট্যকারের সম্মান পেয়ে থাকেন এবং অর্থের দিক দিয়েও তাঁদের অনাদর করা হয়না। ফরাসী দেশে লেখকমণ্ডলী সর্ব্বেসর্ব্বা। সমস্ত লেখকই এই সমাজের অধীন। তিনি যেই হোন্—তাঁর সওগাত বা লাভ ঐ সম্প্রদায়ের হাত হ'তেই তাঁর কাছে পৌঁছায়। জোন্‌সের নাটক যদি দু' ঘণ্টা অভিনীত হয় আর একজন অখ্যাতনামার নাটক অভিনয়ে যদি একঘন্টা সময় নিয়ে থাকে—জোন্‌সকে ঘণ্টা পিছু যতো দেওয়া হ'বে—অন্য নাট্যকারকেও তদনুপাতে ঠিক একই মূল্য দিতে হয়।

*

ইংলণ্ডে কিন্তু এইরূপ প্রবল সমাজ—("Societe des Antnurs") নাই। সার্ আর্‌থার্ পিনেরো যদি চল্‌তি রকমের একটা দুর্ব্বল তিন অঙ্কের প্রহসন লিখে দেন—এবং সেটী যদি প্রতি অঙ্ক বা প্রতি দৃশ্যের মাঝে দীর্ঘ দীর্ঘ অবকাশ নিয়ে রাত্রি ৯টা হ'তে ১১টা পর্য্যন্ত অভিনীত হয়,—সার্ আর্‌থার্ লব্ধ অর্থের শতকরা দশটী মুদ্রা লাভ কর্‌বেন। কিন্তু যদি কোনো একজন অখ্যাতনামা নবীন লেখক একঘন্টা অভিনয়-যোগ্য একখানি সহজ সুন্দর অথচ শক্তিশালী প্রমোদিকা (Comedy) লিখে দেন—তিনি মাত্র সপ্তাহে তিন গিনি লেখার মজুরী পাবেন। এবং সেইজন্যই এখানে কোনো নামকরা লেখক একাঙ্কের নাটক লিখতে ইচ্ছা করেন না। তবে এখন সে অনিচ্ছার

বাঁধ ভেঙে গেছে। বিখ্যাত বিখ্যাত নাট্যকার—গল্স্ ওয়ার্দি, ড্রিঙ্ক ওয়াটার মন্‌কহাউস্ একাঙ্কের নাটক লিখতে কিছু কিছু সুরু ক'রেছেন।

*

খৃষ্টীয় ১৯০৯ অব্দে ৮ই ডিসেম্বর হে মার্কেটে যাঁরা মিতাঁরলিঙ্কের দি "ব্লু বার্ড" দেখে অশেষ আনন্দ পেয়েছিলেন—তাঁরাই আবার উত্তকালে গোল্ডিং থিয়েটারে প্রযোজিত—(৮ই জানুয়ারী ১৯২১) মিতাঁরলিঙ্কের "দ ব্রিট্রোথ্যাল্" (দুই অংশে ও ১০টী দৃশ্যে, লিখিত—রূপকথার নাটক) অমল আনন্দরসের সৃষ্টি ক'রেছিল। এই রূপকটী "দি ব্লু বার্ড"এর পরবর্ত্তী সংস্করণ। সেই রচনা ছোট ছোট বালক বালিকার চরিত্রগুলিকে পরবর্ত্তী নাটকে নাট্যকার বিকশিত ক'রে তুলেছেন। প্রায় সাত বৎসর আগে Tyltyl (একটী চরিত্র) পরীর নিকট হ'তে বিদায় নিয়েছিল। তারপর পুনরায় যখন দেখা হ'লো—পরী বল্‌লে—"তুমি কিশোর ছিলে—এখন যৌবন তোমার সৌন্দর্য্য বিকশিত ক'রে দিয়েছে, তুমি যে সকল সুন্দরী কিশোরী দেখেছিলে তা'দের মধ্যে কোন্ অপ্সরপাকে তুমি সবার চেয়ে ভালোবাসো?—কিম্বা তোমায় ভালোবাসার কেউ নেই?"—এই কথা ব'লে সেই পরী একটা ছোট সবুজ রঙের টুপী (যদিও পূর্ব্বের চেয়ে বড় হ'য়েছে—কেননা—Tyltylও বড় হ'য়ে গেছে) বা'র ক'রে ব'ল্‌লে—"এই দেখো সেই সবুজ টুপী তোমার মনে প'ড়ছে?—এর diamond sapphireএ পরিণত হ'য়েছে।" পরীর সেই নির্দ্দেশমত sapphireটী ঘুরিয়ে দিতেই তা'র চেনা ছয় জন সুন্দরী কিশোরী উপনীত হ'লো। তা'র ভেতর থেকে টিল্ টিল্ কাকে খুঁজে নেবে ঠিক ক'র্ত্তে পার্‌লে না। তারপর সর্ব্বশেষে তা'র প্রতিবেশী কন্যারূপী "Joy"—(আনন্দ)—তা'র বাল্য সখীকে ফিরে পেলে—তা'কেই সে সেই নীলকণ্ঠ পাখীটী দিয়েছিল। সেই তা'র অন্তরের আনন্দ।

বেলফাষ্টের "The Northern Drama League"—বড় বড় নাট্যকারের বিভিন্ন নাটক অভিনয় ক'রে—এরূপ প্রয়োগ কৌশল ও উচ্চকলার পরিচয় দিয়েছেন—যে এই সম্প্রদায় সকলের প্রশংসা অর্জ্জন ক'র্ত্তে পেরেছে। তাঁরা ক্রমান্বয়ে ব্যমোণ্ট ফ্লেচার্, সাইমন মেরেডিথ, রিচার্ড ব্রাডলি লিন্ডসেল, ও গল্স্ওয়ার্দির নাটক অভিনয় ক'রে যশস্বী হ'য়েছেন। তাঁরা পরে এই সকল নাটক অভিনয় ক'র্‌বেন ব'লে স্থির ক'রেছেন—ইবসেনের "Rosmersholeu", কন্‌গ্রিভের "Love for love", মার্টিনেজ দে সায়রার "The Romantic young lady" এবং শেক্সপীয়ারের "Henry IV এর প্রথম অংশ।

বৈ—রা—ভ।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যানক্রফট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে কোন কোন পল্লী গ্রামস্থ রঙ্গালয় হ'তে,—সম্প্রদায়ভূক্ত অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের অসুস্থতার জন্যই হোক্, বা, অন্য কোন কারণেই হোক,—বাইরেকার তরুণ অভিনেতৃদের মাঝে মাঝে আহ্বান করা হ'তো।...এবং তাঁদের এমন সব 'পার্ট' দেওয়া হ'তো, যা তাঁদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হ'তো এবং যার অভিনয় করা তাঁদের পক্ষে বেশ—একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল।...মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফট ছিলেন সব ঘাটেই।...একবার এই রকম একটী রঙ্গালয়ে তিনি ও আর একটী অভিনেতা এসে ঢুকলেন।...

তাঁরা আসাতেই, সেখানে Lady os Lyons নাটক খেলা হ'লো।...এই নাটকের নবাগত অভিনেতাটী Clande Melnotte এর ভূমিকা গ্রহণ ক'রলেন।...এদিকে, Clande এর বৃদ্ধা, বিধবা মায়ের ভূমিকা অভিনয় করবার যে—অভিনেত্রীটির কথা ছিল, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে প'ড়লেন। কর্ত্তৃপক্ষ দেখলেন—মুস্কিল।...এ পার্ট নেবার মত তাঁদের দলে এমন—কোন সুযোগ্য অভিনেত্রীও নেই,—যিনি একটীকে খুব শীগ্‌গির আয়ত্তে আন্‌তে পারবেন।...অথচ সময় আছে খুব কম,—মাত্র আর কয়েকঘণ্টা।...অবশেষে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অগত্যা ব্যান্‌ক্রফটকেই এই ভূমিকাটি নিতে হ'লো।...তিনি এ নিলেন বটে, কিন্তু, তাঁর মত অল্প-বয়স্কা রমণী এ-রকম অতি বৃদ্ধা সাজ্‌লে, যে কি রকম দেখ্‌তে হবে, তার উৎকট পরিকল্পনাটী তিনি মনে মনে বেশই ক'রে নিলেন।...

যাই হোক, এ-পার্ট'টা তিনি একবার "রিহার্শাল" দিয়ে নিলেন।...রিহার্শালের সময় Clpnde এর ভূমিকা-গ্রহণকারী সেই অভিনেতাটী উপস্থিত ছিলেন না।...

অভিনয়-রাত্রে ব্যানক্রফট মাথায় একটী কটা 'পরচুলা' প'রলেন। পরচুলাটী তাঁর পক্ষে অতি বড় হ'য়ে প'ড়েছিল। সেই পরচুলাটির উপর তিনি আবার চাপালেন—রীতিমত লম্বা-চওড়া একটী মুকুট।...তার ভারে পরচুলটা তাঁর মাথা থেকে এক-পাশে হেলে' প'ড়লো।...ব্যান্‌ক্রফটের সে-

দিকে হুঁস্‌ই নেই।...মঞ্চের উপর নাম্‌তে যেতেই, উইংসের এক পাশ থেকে কে একজন বলে উঠ'লো, "মুকুটটা সোজা ক'রে প'রো!" ব্যান্‌ক্রফট তখনি তা ভাল ক'রে প'রলেন। কিন্তু এই পরতে গিয়ে, তিনি মাথার পরচুলটাকে এমন টেনে-মাথার ক'রে সরিয়ে ফেলিলেন যে, মঞ্চের উপর তাঁর প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকরা হেসে উঠলো।...তারপর তাঁর কাছে এলেন Clande তিনি এসে তাঁর আবৃত্তি মত ব'লে যেতে লাগলেন, "মা! মা! এই দেখ আমি পুরস্কার পেয়েছি!"—কিন্তু জননীর দিকে তাকাইতেই যখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর-ই বয়সের বয়স্কা এক বালিকা দাঁড়িয়ে র'য়েছে সেখানে,—অসম্ভব ভাবে নিজেকে বৃদ্ধার সাজে সজ্জিত ক'রে—তখন তিনি বিরক্ত হ'য়ে আধ-ফোটা-স্বরে ব'লে উঠলেন, "কে এ!" প্রথম অঙ্কের শেষে অভিনেতাটি মহা রাগে ভিতরে এসে বললেন, "এসব কি? সমস্ত জিনিষটা নষ্ট হ'য়ে গেল একেবারে!" ব্যান্‌ক্রফট ভয়ে চুপ ক'রে রহিলেন।...তাঁর এই বিষণ্ণ ভাব দেখে, অভিনেতাটির কি জানি কেন রাগ একটু ক'মে গেল।...কোমল স্বরে তিনি ব্যান্‌ক্রফটকে বললেন, "না, তোমার কোন দোষ নেই।—কিন্তু, ওপরওয়ালাদের এটা বোঝা উচিৎ ছিল।...যাই হোক, পরের অঙ্কে তুমি একটা ভাল ক'রে অভিনয় ক'রো।"... পরের অঙ্কে যে সময়ে—জননী-পরিত্যাগ-কারী Clandee এর দিকে চেয়ে অত্যন্ত করুণ ভাবে ব্যান্‌ক্রফট বলে উঠলেন—Clandee! Cland

তোমার বৃদ্ধা মাকে ফেলে যেয়ো না।"—"মা ও ছেলের মধ্যে সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন!" আর, Clande এসে তাঁকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন—সেই সময় দর্শকরা হঠাৎ "ওহো! হো!" বলে বিদ্রূপের সহানুভূতি জানিয়ে উঠলো; সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ হাসির শব্দে প্রেক্ষা গৃহ পূর্ণ হ'য়ে গেল।…সেই কলাহলের মাঝে মঞ্চের উপর থেকে আর কোন কথা শোনা গেল না!…শুধু, Clande বেশী অভিনেতাটী আলিঙ্গনের মধ্যে ব্যান্‌ক্রফটকে রাগে এক ধাকা দিলেন। সেই ধাক্কার ঝাঁকনীতে ব্যান্‌ক্রফটের মাথার উপরকার পরচুলা আর মুকুট খুলে গিয়ে প'ড়ে গেল—সামনেই 'আর্‌চেষ্টায়'।…সঙ্গে সঙ্গে হাস্য রোলের সাথে যবনিকা প'ড়ে গেল!…আর একবারের একটি ঘটনা!…

যথাপদ্ধতি অনুসারে ব্যান্‌ক্রফটের পল্লী-গ্রামস্থ নাট্য-সম্প্রদায় সেবার এক সামরিক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেন!…এই অভিনয়টী অনুষ্ঠিত হ'তো বৎসরের মধ্যে মাত্র একটী দিনের জন্য!…সেই সময় রাজকীয় সৈন্যদলের 'কর্ণেল' সেই গ্রামে থাকতেন।…তিনি এই অভিনয়োপলক্ষে নিজের কতকগুলি সৈন্য দিয়ে সম্প্রদায়কে সাহায্য ক'রতেন।…উপস্থিত দিনে সেখানকার কর্ণেল ও নিজের কতকগুলি সৈন্য দিয়ে সাহায্য ক'রলেন—ব্যান্‌ক্রফটের নাট্য সম্প্রদায়কে!…প্রেরিত সৈন্যগুলি ছিল 'আইরিশ' (যাদের স্বভাব সাধারণতঃ খুবই রুক্ষ!…) যথা সময়ে কর্ণেলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও তাঁর উপস্থিতে অভিনয় আরম্ভ হ'লো।—

প্রথম অঙ্কের শেষে ছিল একটা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দৃশ্য।…সেখানে দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বী সামনা সামনি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ ক'রছে।…

তাদের মধ্যে একদল সেজেছিল সম্প্রদায়ের অভিনেতারা, আর একদল কর্ণেলের সৈন্যরা।…কিছুক্ষণ পরে ভেরীর শব্দে যুদ্ধ ভঙ্গের সঙ্কেত ঘোষিত হ'লো।…

কিন্তু,—সৈন্যবেশে সজ্জিত অভিনেতাদের উপর ভীষণভাবে আক্রমণকারী কর্ণেলি সৈন্যদের কানে সে সঙ্কেত পৌছিল না।…তাই দেখে, একজন নায়ক চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন "ফেরো! ফেরো!

কিন্তু, কে তখন তাঁর কথা শোনে?…কর্ণেলের সেনারা অভিনেতা সৈন্যদের আক্রমণ ক'রে এমন রকমভাবে তাদের আঘাত ক'রতে লাগলো যে, তারা অগত্যা অস্ত্র ফেলে দিয়ে, হাতাহাতি আরম্ভ ক'রে দিলে।…ফলে সেখানে একটা বীভৎস কাণ্ড ঘ'টে যাবার উপক্রম হ'লো।…

থিয়েটারের অধিকারী মহাশয় মহা রাগে ষ্টেজের উপর এসে, তীক্ষ্ণ ভাষায় বলে উঠলেন, "তোমরা কী মনে করেছ, বল দেখি? এখনো ফিরও না কেন?"

একজন কর্ণেলি সৈন্য তক্ষুনি প্রহার বিকৃত মুখে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলো, তুমি কি আমাদের কর্ণেলের সামনে যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসতে বলছ?—মূর্খ কোথাকার!…"

অধিকারী মশাই ত অবাক্!…

এর পর মিসেস ব্যান্‌ক্রফট চ'লে এলেন Bristol থিয়েটারে।…এখানে এসে তিনি এক বন্ধু পেয়েছিলেন, যিনি সর্ব্বদাই তাঁর শুভ ও উন্নতি আকাঙ্ক্ষা ক'রতেন;—তাঁকে ভালবাসতেন এবং এবং স্নেহ ক'রতেন।…তিনি ছিলেন মিঃ Toole। Toole ছিলেন খুব সরল ও আমুদে প্রকৃতির লোক।…একবার কার একটী ঘটনা।…

একদিন তিনি ব্যানক্রফটের কাছে এসে বললেন, "শুনছিলুম নাকি যে, তোমার জন্মদিন খুব শীগ্‌গিরই আসছে। তা আমাকে যদি তার তারিখটা দাও ত, আমি তা 'নোট' ক'রে নি!" ব্যান্‌ক্রফট সানন্দে তারিখটা বললেন।…Tooleও তা লিখে 'নলেন।…

এর দু, তিন দিন পরেই তিনি আবার ব্যান্‌ক্রফটে কাছে এসে বললেন যে, তাঁর কাগজটা কোথায় হারিয়ে গেছে। সুতরাং, তিনি যদি আবার সেই তারিখটা একবার ব'লে দেন ত, ভাল হয়।…

ব্যান্‌ক্রফট আবার ব'লে দিলেন।…

কিন্তু পরের দিন রাত্রিরেই Tool আবার তাঁর কাছে এসে বললেন, "মেরী! তুমি বোধ হয় আমাকে খুব বোকা ভাবতে পার। কিন্তু, সত্যি কথা ব'লচি, তোমার তারিখটা আমার একেবারেই মনে নেই। কারণ, সেই কাগজের টুকরাটা কাল আমি পকেটে রেখে দিয়েছিলুম। কিন্তু, এখন আর দেখতে পাচ্ছি না!

ব্যান্‌ক্রফট হাসতে হাসতে বললেন, "তাতে আর হ'য়েছে কি? আমি আবার তারিখটা ব'লচি।…আমার জন্ম-দিন হচ্চে কাল!"

আনন্দে Toole ব'লে উঠলেন, "কাল?…ও! আমি তা হ'লে খুব সময়ে তোমায় জিজ্ঞেস ক'রেছিলুম!…আচ্ছা আজ আসি!"—

পরের দিন রাত্রে থিয়েটারে ব্যান্‌ক্রফটের সজ্জা-গৃহের দরজার কড়া ধ'রে তিনি ধীরে ধীরে নাড়ালেন। তারপর ব্যান্‌ক্রফ্‌ট অনুমতি পেয়ে ভিতরে ঢুকলেন।—সেখানে কিছুক্ষণ মিষ্ট আলাপের পর ব্যান্‌ক্রফটের হাতে গালা-মোহর একটী 'পার্শেল' দিয়ে তিনি চ'লে এলেন।—

মহা আনন্দে ব্যান্‌ক্রফট তখনি খুলে ফেললেন 'পার্শেলটা'!

তার ভিতর থেকে কেবল কাগজের কুচি বেরুতে আরম্ভ হ'লো। কুচিগুলা আস্থর 'থাকের পর থাক্ ক'রে সাজানো ছিল!...

ব্যানক্রফট মনে মনে ঠিক বুঝে নিলেন যে, এই রকমভাবে কৌতুক ক'রে Toole তাঁকে কোন নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিষ্ উপহার দিয়েছেন!... কিন্তু কাগজের কুচিগুলা সরাতে সরাতেই তিনি কাহিল হয়ে প'ড়লেন।

শেষে, পার্শেলের শেষভাগ দেখা গেল। সেখানে ছিল গোল আকারের একটা মোড়া!...ব্যানক্রফট ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর ভিতরে ব্রেসলেট আছে!... সযত্নে তিনি মোড়াটি তুললেন। সেটিকে টীপতেই, তা নেমে গেল।—তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন জীবন্ত প্রাণী আছে!...ভয়ে তিনি সেটিকে মেঝের উপর ফেলে দিলেন। সেটা গড়াতে লাগলো।...

পাছে তার ভিতর থেকে কোন কিছু লাফিয়ে ওঠে, এই ভয়ে তিনি একটা চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়ালেন।...তারপর তারক তাঁর ড্রেসারকে মোড়াটি খুলতে বললেন।...

সেটি খোলা হতেই, তিনি আনন্দে দেখতে পেলেন, ভিতরে একটা কি পশম নরম রয়েছে!... তিনি ভাবলেন, নিশ্চয়ই ব্রেসলেট!...সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠিক করলেন যে, এটাকে প'রে ষ্টেজের উপর নেমে, তিনি Tooleকে খুব খুশী ক'রে দেবেন।...কিন্তু, বাস্তবিক জিনিষটা খোলা হতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, সেটি একটি ব্রেসলেটও নয়, বা মহামূল্য কোন অলঙ্কার নয়!— কিন্তু একটি ছোট, কচি লেবু,—কমলালেবু!!

কৌতুকময় এই ব্যাপারটীতে ব্যানক্রফটের অধর কোণে একটু হাসি ফুটে উঠতে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু তা নৈরাশ্যের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল!...

যাই হোক তাঁর মনের এই বিষাদটা ভাবটা কেটে গেলে, রসিক রাজ মিঃ Tooleএর কৌতুক তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই উপভোগ ক'রেছিলেন।...

(আগামী বারে সমাপ্য)।

শ্রীভারতকুমার বসু।

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন ১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ৫ই চৈত্র ১৯শে মার্চ্চ রাত্রি ৭৷৷০ টায়

প্রতাপাদিত্য

(নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনয়)

বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
বসন্তরায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
গোবিন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
রাঘব—শ্রীমতী সুশীলা
ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত
শঙ্কর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
গোবিন্দদাস—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
চণ্ডীবর ও ইসাখাঁ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
মা সিংহ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী
রুডা—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
কাত্যায়ণী—শ্রীমতী সরলা (বেঁকী)
ছোটরাণী—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
বিন্দুমতী—শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
সুখময়ের মাতা—শ্রীমতী উষা (পটল)
কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা
বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনা ৪৷৷ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভারত পুরাণের মর্ম্মমথিত অভিনব নাটক

নর-নারায়ণ

(মহাসমারোহে একত্রিংশ অভিনয়)

কর্ণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

ভূমিকালিপি পূর্ব্ববৎ

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ করুন।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে—শ্রী[illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৪০শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১১ই চৈত্র
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

গেল দোল-পূর্ণিমার দিন 'নাট্যমন্দি'রে ভাদুড়ী-সম্প্রদায়ের জন্মতিথি-উৎসব 'য়েছিল। শিশির বাবুর আমন্ত্রণে বহু রসিক সুধী সজ্জন 'নর-নারায়ণ', াধাকৃষ্ণ'ও 'বসন্তলীলার' অভিনয় দর্শনে আনন্দিত, ফাগের রাগে রঞ্জিত, ও পাদেয় ভোজ্যে পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। শিশির বাবু আগাগোড়া রঙ্গালয়ে াজির ছিলেন—শ্রীমতী তারাসুন্দরীও উপস্থিত হ'য়েছিলেন; আমরা সম্প্রদায়ের র্ঘজীবন কামনা করি।

•

কর্ণের ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহনের অভিনয় দেখে আমরা বিমুগ্ধ হয়েছি দ্রৌপদীর ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীও চারু অভিনয়-পরিচয় দিয়েছেন—বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর শ্রীকৃষ্ণের অভিনয়ও আমাদের ভালো লেগেছিল।

•

'রাধাকৃষ্ণে' শ্রীযুক্ত শীতল চন্দ্র পাল আয়ানের ভূমিকা নিয়ে সঙ্গীতে ও বাগ্বিন্যাসে খুব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই ভূমিকাটির কল্পনা ও চিত্রনে গ্রন্থকার প্রশংসনীয় নূতনত্ব ও তত্ত্বের সমন্বয় ক'রেছেন। আয়ান ঘোষের সঙ্গীত ও কথার মর্ম্ম যাঁরা গ্রহণ ক'রতে পেরেছেন, তাঁরা রাধাকৃষ্ণ লীলার অভিনব একটি আভাষ পেয়েছেন।

•

"বসন্ত লীলা" দোলের রাতে যোগ্য আবহাওয়াই সৃষ্টি ক'রেছিল। এই গীতিনাটিকার গানগুলির সুর ও রচনা মনোমদ। আমরা বার বার অভিনয়-ক্ষেত্রে অন্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দের অভাব অনুভব ক'রেছিলুম। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় ও শ্রীমতী নিরুপমার দ্বৈত নৃত্যগীত দর্শকরা মুখর আনন্দে গ্রহণ ক'রেছিলেন।

*

সব চেয়ে অভিনন্দিত হ'য়েছিলেন সেদিন ব্রজবাবু, শ্রীমতী আশা ও শ্রীমতী মনোরমা। ব্রজ বাবুর নৃত্য এমন বিচিত্র দক্ষতা ও লালিত্যের সঙ্গে সম্পাদিত হ'য়েছিল যে তিনবার তার পুনরভিনয় ক'রতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। আহ্বান সত্ত্বেও চতুর্থবার তিনি আর তাতে সাড়া দেননি। রক্ত মাংসের শরীর তো।

*

বিগত শনিবারে নাট্যমন্দিরে "প্রতাপাদিত্য" অভিনীত হ'য়েছিল। কল্যাণীর ভূমিকায় শ্রীমতি প্রভার নামবার কথা ছিল কিন্তু অসুস্থতাবশতঃ তিনি আস্‌তেই পারেন নি। আগে থেকে এই অংশের অভিনয়ের জন্যে প্রস্তুত না থাকা সত্ত্বেও মাত্র পাঁচ ঘণ্টার 'নোটিশে' শ্রীমতী সুশীলা এই ভূমিকায় অভিনয় করে অভিনয়ের ধারাকে বাধা পেতে দেননি—এ জন্যে তিনি প্রশংসা পাবার অধিকারিণী।

*

সুন্দরের ভূমিকায় শ্রীযুত অমিতাভ বসুর অভিনয় সুন্দরই হ'য়েছিল। অমিতাভ বাবু নটকুশলতায় উত্তরোত্তর উন্নতি ক'রছেন দেখে আমরা খুব খুসী হ'য়েছি। সেদিন 'পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাসে' ব্রাহ্মণের ভূমিকায় তিনি বিস্ময়কর রকমের সু-অভিনয় ক'রেছিলেন। তাঁর সুন্দরের অভিনয়ে সরল, প্রভুভক্ত, কার্য্যক্ষম বীর-হৃদয়ের দ্বিধাহীন সাহস মনোজ্ঞরূপে চিত্রিত হ'য়েছিল।

*

আর চমৎকার হ'য়েছিল শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীর 'বিজয়ার' অভিনয়। উপযুক্ততর ব্যক্তিকে এই ভূমিকা' দেওয়া যেতনা। তাঁর গতি, ভঙ্গী, স্বর সমস্তর মধ্যেই অপূর্ব্ব ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশিত হ'য়েছিল। তাঁর গৈরিক বসন, তাঁর ধনুশর, তাঁর যশোরেশ্বরীর প্রতিমার সম্মুখে চণ্ডীবরকে প্রেরণা দান, তাঁর তেজস্বিতা ও কোমলতার যুগপৎ সম্মিলন, তাঁর গীত মানস-পটে নিবিড় হ'য়েই অঙ্কিত থাকবে।

*

আদি ও অকৃত্রিম 'ভবানন্দ'-রূপে শ্রীযুক্ত হীরালাল দত্ত যে ভালো অভিনয় ক'রবেন একথা আমরা আগেই জানতুম। আমাদের মনে 'ভবানন্দ' ও হীরালাল বাবু অভেদ ব'লেই গৃহীত হ'য়েছে। এই ভূমিকার অভিনয় তাঁর এমন অভ্যস্ত আছে যে তিনি যদি 'ভবানন্দ' সেজে উত্তম অভিনয় না ক'রতেন, সেটা হ'তো অঘটন, সেটা হ'তো ব্যতিক্রম।

*

শ্রীযুক্ত গোপালদাস ভট্টাচার্য্যের 'বিক্রমাদিত্য' আগাগোড়াই খুব ভালো হ'য়েছিল। কোনোখানে তার কোনো অস্বাভাবিকতা বা ভাব-প্রকাশের দৈন্য ছিল না। তাঁর আবির্ভাব অন্তর্দ্ধানের মধ্যেও শক্তির পরিচয় ছিল। শ্রীযুক্ত অমলেন্দু লাহিড়ীর 'বসন্তরায়'ও সু-অভিনীত হ'য়েছিল তবে তাঁর কণ্ঠস্বরের নিম্নতা আমরা অনুভব ক'রেছি।

*

'গোবিন্দ রায়' ও 'রাঘবরায়ের' ছোট ভূমিকা-লিপিদুটিও শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়-কৃতিত্বে মনে লেগেছিল। তবে তাঁরা তাঁদের অংশের বক্তব্য যে মনোযোগ দিয়ে অভ্যাস ক'রেননি তার নিদর্শন পাওয়া গেল। মনোরঞ্জন বাবুর 'শঙ্কর' চমৎকার; তাঁরই যোগ্য।

*

নায়কের ভূমিকায় যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রমোহন রায় তাঁ[র] যশের ও ক্ষমতার অনুরূপ অভিনয় ক'রেছিলেন। তবে তিনি তাঁর ভূমিকা-লিপি ভালো ক'রে মুখস্থ করেননি। সে দিন বহু অভিনেতাই এই অপরাধে অপরাধী ছিলেন। যার যেটুকু বক্তব্য উত্তমরূপে তা আয়ত্ত না করে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া আমরা অনুমোদন করি না। রঙ্গালয় এই দোষে নিন্দি[ত] হয়, অভিনেতার এতে অমর্য্যাদা হয়, দর্শকরা এতে পীড়িত হয়—অভিনয়ে[র] ক্রম এতে ভগ্ন হয়।

*

আর একটি ছোটো ভূমিকা-লিপির অভিনয় ভালো হয়নি। সেটি হচ্ছে শ্রীমতী হরি সুন্দরীর গৃহীত গয়লা-বৌয়ের ভূমিকা। অতি গুরু বিষয় বল্‌তে এসে, তার বংশের বীরত্ব গৌরবের পূর্ব্ব ইতিহাস-বিবৃতিটুকু বেশ সরল কৌতুকপূর্ণ ব্যাপার। শ্রীমতী হরিসুন্দরীর বল্‌বার ভঙ্গীতে এই রস কৌতুক আমরা পূর্ণভাবে উপলব্ধি ক'রতে পারিনি।

*

সেদিনকার শ্রেষ্ঠ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হোলো 'রভার' ভূমিকায় শ্রীযু[ক্ত] ভূমেন রায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত, চিত্তচমৎকারকারী, স্মরণীয় অভিনয়। এ[র] আগে এই ভূমিকার উৎকৃষ্টতর অভিনয় আমরা দেখিনি—কেউ কখনো দেখেছে জান্‌লে আমরা সত্যই আশ্চর্য্যান্বিত হবো। এই ভূমিকায় ভূপে[ন] বাবুকে পেয়ে নাট্য-মন্দির যে গৌরবলাভ ক'রেছেন একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

*

ষ্টার থিয়েটার জলপাইগুড়ীতে দীর্ঘপ্রবাস ক'রলেন। এক দফা সেখা[ন] থেকে ফিরে এসে 'চণ্ডীদাস' অভিনয় ক'রে আবার সেখানে ফিরে যাওয়ার মধ্যে সেখানকার যে আকর্ষণ সূচিত হ'য়েছে, তার বিষয় অনুভব ক'রে নেও[য়া] যেতে পারে।

*

এবার নাট্য জগতের সব চেয়ে বড় সম্বাদ রবীন্দ্রনাথ রচিত 'নটরা[জ]' গীতি-নাট্যের গেল শনিবার বোলপুরে পরীক্ষাভিনয়। তাঁর যাদুলেখনীর স্প[র্শ] যাতে পড়েছে তার রূপ, রস ও সৌন্দর্য্য যে অতুলনীয় হবে, সে কথা বাহুল্য।

*

'ষোড়শী'-সম্বলিত পূজার 'ভারতী' পথে ঘাটে চার আনা পাঁচ আনা[য়] বিক্রী হ'চ্ছে। ব্যাপারটা কি? হ'তে লেখকদেরও নীচু হ'তে হয়।

চিত্র-জগৎ

—:০:—

শ্রীমতী পোলা নেগ্রির আসল নাম হোলো-এ্যাপোলোনিয়া চালুপে[জ] (Appolonia Chalupez)—এ নাম খুব বড় আর উচ্চারণ করা ক[ঠিন] ব'লে তিনি নামের প্রথমাংশটি খাটো ক'রে 'পোলায়' দাঁড় করালে[ন] আর এ্যাডা নেগ্রী ব'লে যে ইতালীয় কবির রচনা পোলিশ ভাষায় অনূ[দিত] হ'য়েছিল ও যা বারবার প'ড়ে শ্রীমতী মুগ্ধ হ'য়েছিলেন সেই কবির পা[দবী] তিনি আপনার পদবী ব'লে গ্রহণ ক'রলেন।

*

'বৈকালিক পরিচ্ছদ' (Evening clothes) নামক একখানি নোতুন চলচ্ছবি হ'চ্ছে। এতে শ্রীযুক্ত এ্যাডলফে মঞ্জু একজন প্যারি শহরবাসী ভদ্র লোকের ভূমিকা নেবেন।

•

'ভেরীর আহ্বান' (The Bugle call) আর একখানি নোতুন ছবির নাম। এতে শ্রীমান জ্যাকি কুগান সোনাদলের সৌভাগ্যের নিদর্শন সেনা নায়কের পুত্র-রূপে অভিনয় কর্'বেন।

•

শ্রীমতী ভিল্‌মা ব্যাঙ্কি ললিতকলার আর একটি শাখায় তাঁর জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'প্রেমের রাত্রি' (The night of love) নামক চলচ্ছবির একটি সঙ্গীত রচনা ক'রেছেন। জানা গেল যে বুডাপেষ্টে শৈশব-বাসকালে, হাঙ্গেরির কোনো গীত-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে তিনি সঙ্গীত বিদ্যা শিখেছিলেন।

•

শ্রীযুক্ত জিলবার্ট রোলাণ্ডের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। 'ক্যামিলি' নামক ছবিতে শ্রীমতি নর্ম্মা টাল্‌মাজের সঙ্গে 'আরমাণ্ড' চরিত্রে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে তিনি নির্ব্বাচিত হ'য়েছেন।

•

'ভণ্ড' (The Hypocrite) বলে যে নতুন ছবিখানি সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে বন্যার যে দৃশ্য আছে, তেমন চমৎকার বন্যার দৃশ্য চিত্রজগতে এর আগে আর কখনো দেখা যায়নি। শ্রীমতী প্যাট্‌সি রুথ মিলার, শ্রীযুক্ত গার্ডনার জেম্‌স্ ও শ্রীযুক্ত জনি হ্যারন এতে অভিনয় ক'রেছেন।

•

'দুষ্টু কার্লটা' (Naughty Carlotta) ব'লে একখানি ছবি তৈরী হ'চ্ছে। এতে কোনো একটি দৃশ্যে শ্রীমতী কন্‌ষ্টান্স টাল্‌মাজ সন্তরণ-পটুতার পরিচয় দেবেন। অনেকেই জানেন না যে শ্রীমতী সুদক্ষ সাঁতারু ও ডুবুরী হবার পক্ষে অনেক বছর ধ'রে সাঁতার অভ্যাস ক'রেছেন।

•

যশস্বিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী লরা লাপ্লান্টের ছোট বোন শ্রীমতী ভায়োলেট ও চলচ্ছবি-অভিনয়ে বেশ নাম ক'রেছেন।

•

'উপরতলার পরিবার' (The Family upstairs) বেশ মজার একখানি ছবি। শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া ভ্যালি এতে মেয়ের এবং শ্রীমতী লিলিয়ান ইলিয়ট ও জে, এফ, ম্যাক্‌ডোনাল্ড ঝগড়াটে মা বাপের ভূমিকা নিয়েছেন।

•

বিলাতে খুব বড় রকম চিত্র-সঙ্ঘ স্থাপিত হ'চ্ছে ব'লে খবর বেরিয়েছে। বহু গ্রন্থকার ও শিল্পী তার কার্য্যকরী ব্যবস্থায় আছেন। তার অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় শাখা গঠনের ভার প'ড়েছে সার চিমনলাল শীতলবাড়ের উপর।

•

মিশর সরকার মুসলমান মহিলাদের অভিনেত্রীর বৃত্তি অবলম্বন করার বিরুদ্ধে বিধি ক'রেছেন শোনা গেল। মিনারুল মাহদী একজন প্রসিদ্ধা মুসলমানী চিত্র-তারকা (Film Star)। তিনি এর প্রতিবাদ ক'রে ব'লেছেন এ আইন বাতিল না হ'লে তিনি বোগদাদে চ'লে যাবেন আর তাঁর কাজে ইরাক্ সরকার বিঘ্ন ঘটালে তিনি সঙ্কীর্ণ ইস্‌লাম ধর্ম্ম বর্জ্জন ক'রে —উদার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হবেন।

•

কাল স্থানীয় গ্লোব থিয়েটারে মুখর চলচ্ছবি শোনা ও দেখা যাবে।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মিসেস্ ব্যানক্রফ্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মিসেস্ ব্যান্‌ক্রফট্ তখন ছিলেন Adelphi থিয়েটারে।···সেই সময় সেখানে একটী সুন্দর ঘটনা ঘটেছিল।...ব্যানক্রফট্ একদিন সকাল বেলায় তাঁর একটী ক্ষুদ্র ভূমিকার রিহার্শাল দিচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে বেয়ারার হাত দিয়ে তাঁর কাছে এক পত্র এসে উপস্থিত হ'লো।···
তিনি লেফাফাটি ছিঁড়ে পত্রটা পড়তে লাগলেন। তাতে লেখা ছিল :—

"মেরী !

এখনও সময় আছে। তোমার কর্কশ স্বভাবের জন্য অনুতাপ করে, যত শীঘ্র পার, তোমার দুঃখিত পিতামাতার কাছে ফিরে এস !"

এই অদ্ভূত অনুনয়ে ব্যান্‌ক্রফট্ অত্যন্ত বিস্মিত হ'য়ে গেলেন ! কারণ, এই এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে চ'লে এসেছেন,—বেশ সু-সংবাদ নিয়েই !...

সন্দেহ-উতল বুকে, তিনি চিঠিখানি,—সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মিঃ Webster এর হাতে গিয়ে দিলেন।...Webster তাঁর বাপমাকে চিনতেন।···

চিঠিখানা প'ড়ে তিনি (Webster) হাসতে হাসতে বললেন, 'এখানা নিশ্চয়ই ভুল ক'রে পাঠানো হ'য়েছে এখানে !···যাই হ'ক্, ব্যাপারটা একবার দেখে আস্‌বো কি ?···"

অত্যন্ত আগ্রহে এবং চাঞ্চল্যে ব্যান্‌ক্রফট্ বললেন, "হ্যাঁ মশায় ; আপনি একবার এখুনি দয়া ক'রে দেখে আসুন !...আমি ঠিক বুঝছি, এ চিঠি ভুল ক'রে আমার কাছে এসেছে !—"

মিঃ Webster চ'লে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, "সমস্ত দেখা শুনো শেষ ক'রে এলুম।...ব্যাপারটা কি জান,—একটী মেয়ে Wolverhampton এ তার বাড়ী এবং মা- বাপকে ছেড়ে এই London এ পালিয়ে এসেছে। এখানে তার আত্মীয়-স্বজনেরা তার জন্যে খুব খোঁজ-খবর নিচ্চে।...কাল রাত্তিরে তার কাকা দৈবক্রমে আমাদের থিয়েটারের 'পিটে' ব'সেছিলেন। তারপর তুমি যখন ষ্টেজে নাম্‌লে, তিনি আপন মনেই ব'লে উঠলেন, 'ওই ওখানে সে র'য়েছে !...এতদিনের পর তাকে দেখতে পেয়েছি !···'

তারপর তিনি থিয়েটার শেষ না হ'য়ে যাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রেছিলেন। শেষে, ষ্টেজের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন।...কিন্তু সেদিন তোমার শীগ্‌গির শীগ্‌গির 'পার্ট' শেষ হ'য়ে যাওয়ায়, তুমি আগে বাড়ী চ'লে গিয়েছিলে। ···আমাদের মঞ্চ-সজ্জাকর তাঁকে এই কথাই ব'লে দিলে। তিনি তখন জিগ্যেস্ ক'রলেন যে, তুমি থাক কোথা ?—উত্তরে অবশ্য, তিনি তোমার ঠিকানা পান নি !...যাই হোক্, তিনি এতে বিরক্ত হয়ে গেলেন খুবই...তবে, মুখে বললেন যে, পরের দিন সকালে আবার তিনি এখানে আসবেন !...কাজেই, তিনি এসেছেন আজ !...এখন, তুমি আমার সঙ্গে এস ! এসে, তাঁর ভুল ভাঙ্গিয়ে দাও !···"

ব্যান্‌ক্রফট্ নেমে এলেন এবং দেখলেন, কিছু দূরেই সেই লোকটা দাঁড়িয়ে র'য়েছেন। তাঁকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে জ্ঞানতঃ কখনো দেখেন নি।··· ভদ্রলোকটী তাঁর কাছে ধীরে ধীরে এলেন। তারপর হঠাৎ বললেন, 'এতদিনে তোমায় পেয়েছি !···এখন, Wolverhampton এর বাড়ীতে ফেরবার জন্যে শীগ্‌গির তৈরী হ'য়ে নাও !...ও ! তোমার জন্যে কি ঘুরেছি ? আর তোমায় পালাতে দিচ্ছি না!··· জানি না, এখন গিয়ে তোমার বাপ- মাকে দেখতে পাবে, কি, না !" রহস্যটা ব্যান্‌ক্রফটের কাছে ক্রমশঃ ঘোরালো হ'য়ে উঠতে লাগলো।...যত তিনি সেই লোকটাকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দেবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন, ততই ভদ্রলোক যেন তাঁকে তাঁর সেই তথা- দুঃখিত পিতামাতার কাছে নিয়ে যাবার জন্য সঙ্কল্প-বদ্ধ হ'য়ে উঠতে লাগলেন।...মিঃ Webster তখন ভদ্রলোককে বললেন, "এই মেয়েটী, যাকে আপনি আপনাদের মেয়ে ব'লে ভুল ক'রছেন, সে হচ্চে মিঃ উইলটনের মেয়ে। এ লণ্ডনে আছে অনেকদিন ধ'রে।... এর জন্মস্থান হচ্চে Bristol আর, এর সংসারের সকলকেই আমি চিনি !—"

ভদ্রলোকটী Webster এর দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে রইলেন।— তারপর ঠিক করা হ'লো যে, ব্যান্‌ক্রফট্ সে রাত্রে যখন প্লে ক'রবেন, সেই সময় তিনি (ভদ্রলোক) 'তার্ ক'রে সেই মেয়েটার মা- বাপকে Wolverhampton সেখানে আনাবেন।...

ভদ্রলোকটী বললেন যে, কাল এখানে আর একবার না আসা পর্য্যন্ত, উপস্থিত তিনি কিছুই ক'রবেন না !

পরের দিন কিন্তু আর যথাসময়ে ভদ্রলোকটীর আবির্ভাব হ'লো না তাঁদের থিয়েটারে। খবর পাওয়া গেল যে, তিনি—সত্যিকারের হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটীর বাবার কাছ থেকে, ইতিমধ্যে—একটী পত্র পেয়েছিলেন।···তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, মেয়ে বাড়ীতে ফিরে এসেছে ! এবং তাঁকেও (ভদ্রলোককেও) তিনি Wolverhamptonএ ফিরে আসতে ব'লছেন।

ভদ্রলোকটী কিন্তু ব্যান্‌ক্রফট্‌এর কাছে অতিশয় লজ্জিত ছিলেন।...তাই তিনি ওই ক্ষুদ্র মহিলাটীর' সঙ্গে রুক্ষ অভদ্রতা করার জন্য সৎ এবং ভদ্র মিঃ Websterএর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, মিনতি পূর্ণ ভাষায় এক পত্র লিখেছিলেন।···সে পত্রে তিনি এ-কথাও স্বীকার ক'রেছিলেন যে, অবয়বের যে এতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে, জীবনে তা তিনি কখনো দেখেন নি।

থিয়েটারের মঞ্চসজ্জাকর ব্যাপারটা দেখে, শেষে বেদম হাসি হেসে বললে, "আমি আগে থাকতেই জানতুম যে, বুড়টা নয় পাগল, আর নয় মাতাল। আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করিনি ; শুনে সব হেসে উঠলো !

এই রকম ভাবে মিসেস ব্যান্‌ক্রফটের জীবন কাহিনীর প্রত্যেক অধ্যায়টী বিস্ময়ে-ভরা, এবং অমল, শুভ্র হাসির সম্পদে পরিপূর্ণ!...

তাঁর কর্ম্মকর্তৃত্বে Prince of Wales Theaterএ সর্ব্বপ্রথম A Winning hazard নামক একটী নাটক খোলা হয় (এই নাটকটির আগে নাম ছিল—All's fair in love and War এ নাম কিন্তু ব্যান্‌ক্রফটের অপছন্দ হওয়ায় নাট্যকার মিঃ Wooler তা ব'দ্‌লে দেন!)

সমস্ত নাট্যকারদের মধ্যে ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ ভাল'বাসতেন মিঃ Tom Robertsonকে; এঁর নাটকের যে ভূমিকাগুলি তিনি সকলের চেয়ে বেশী ভাল বাসতেন, তাদের মধ্যে School নাটকে Naomi Tighe; Caste নাটকে Polly Eccles;—M.P. নাটকে Cecilia Dunscombe;—Ours নাটকে Mary Netley এবং Play নাটকে Rosia Fanquehereই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য!

রঙ্গালয় হ'তে জন্মের মত অবসর গ্রহণ করবার পর, ব্যান্‌ক্রফ্‌ট্‌ এক এক দিন তাঁর এই অতীতের বন্ধু, স্মৃতির সাথীদের মনে ক'রতেন!...মনে ক'রে, অত্যন্ত দুঃখে ব'লে উঠতেন, "Naomi! আমার বড় সাধের Nummy! Polly Cecilia! Mary! Rosie! যতদিন আমার স্মৃতিশক্তি জেগে থাকবে, তত দিন তোমাদের ভুল্‌তে পারবো না!...আমার আদর চুম্বন তোমাদের উদ্দেশ্যে বরাবরই ছুটবে!...আমার বুকের বিজন এক কোণ্‌টিতে নিয়তই তোমাদের জন্ত স্থান প'ড়ে আছে, বন্ধু! যখন আমি একলা থাকি, তখনই আমি তোমাদের কথাই কেবল ভাবি। ভেবে, বড় সুখ পাই! তখন মনে হয়, যেন আবার আমাদের সেই দিন ফিরে এসেছে! কিন্তু হায় সে যে দুঃস্বপন! বিদায় বন্ধু! বিদায়! বিদায়! চোখের জলে জন্মের মত তোমাদের বিদায় দিচ্ছি!...আর দেখা হ'বে না!...বেদন্‌-ভরা বুকে প্রাণের প্রিয় ভূমিকাগুলির কাছে মিসেস ব্যান্‌ক্রফটের এই-ই ছিল শেষ অশ্রু-বিদায়!...

এর পর, পৃথিবীর লোক ব্যান্‌ক্রফটকে আর কখনো পাদপ্রদীপের আলোকে দেখেন নি।

শ্রীভারতকুমার বসু।

জাপানের নাট্যমঞ্চ

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ সমাজটা যতদিনের পুরানো, অভিনয়কলাটা তার চেয়ে কম পুরানো নয়। অবশ্য, নাট্যকলার জন্মের সন তারিখ নির্দ্ধারণ করাটা খুবই দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু সেজন্তে আমাদের অভিনয় উপভোগে কোনোরকম ব্যাঘাত ঘটবার, বা নাট্যকলার উন্নতিতে কোনোরূপ বাধা পড়বার কারণ নেই। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রকেই দেখতে পাই, পাশ্চাত্য সভ্যতায় রঙ্গালয় একটা সুগঠিত প্রতিষ্ঠানরূপে বিরাজ করছে; এবং আজও পশ্চিমের অনেক জ্ঞানীব্যক্তি সে যুগের নাট্যজগতের আদর্শগুলির ভক্ত।

প্রাচ্যের—চীন, জাপান এবং ভারতের—নাট্যশিল্পের ইতিহাস তার চেয়েও বেশিদিনের যদি বা না হয়, কম দিনের নয়। প্রাচ্য নাট্যকলার টেক্‌নিক্‌, আদর্শ এবং আখ্যানবস্তু পশ্চিমের থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আবার, প্রাচ্যেই দেশ ভেদে এ সবের প্রকার ভেদ ছিল। কাজেই, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নাট্যশিল্পের আপেক্ষিক উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। উভয়েই আপন উৎকর্ষের পথে চলে' এতদূর অগ্রসর হ'য়েছিল যে আজও তা ভেবে আমরা বিস্মিত হ'য়ে যাই, এবং প্রশংসা না করে' থাকতে পারি না। 'পশ্চিমে' এবং 'প্রাচ্যে'—ভারতবর্ষে, 'ক্লাসিক' ধরণের ধারাবাহিকতা যথেষ্ট ব্যাহত হয়েছে, বারে বারে নতুন রূপভঙ্গিমা জেগে উঠেছে; কোনো ভঙ্গিমা হয়ত অপূর্ব্ব সুন্দর, কোনোটি হয়ত নিতান্ত শ্রীহীন—অবনতির সাক্ষী মাত্র। এই বহুল পরিবর্ত্তন চাহিদা-অনুসারে বৈচিত্র্যের জোগান্‌ দিয়েছে বটে, কিন্তু নাটকীয় ক্রমবিকাশের ধারাকে যথেষ্ট ব্যাহত করেছে। চীনে এবং জাপানে এই ধারাবাহিকতা অপেক্ষাকৃত কম বাধা পেয়েছে।

জ্ঞানচর্চ্চা এবং ভাল জিনিসের সমাদার—এ দু'দিক দিয়েই জাপানী নাট্যকলার ইতিহাস আলোচনা খুবই চিত্তা-কর্ষক বলে' মনে হয়। জাপানের জনপ্রিয় সাধারণ নাট্যমঞ্চ—'কাবুকি' সম্বন্ধে 'জে-কিকেডের বইখানি ভারি চমৎকার! বইখানির বাইরের সৌষ্ঠবও খুব পরিপাটী, ছাপাও সুন্দর; আকারে শ'-চারেক পৃষ্ঠা হবে, এবং পঞ্চাশখানি ছবি আছে, (তার একখানি রঙ্গিন্‌)। জনপ্রিয় জাপানী নাট্যমঞ্চের সম্পূর্ণ ইতিহাস, তার সংগঠনকাহিনী এবং তার টেক্‌নিক্‌ সম্বন্ধে সব-কথা বইটিতে বিশদভাবে লেখা আছে; এবং জাপানী জীবনের সঙ্গে এই নাট্যমঞ্চের কি সম্বন্ধ—তাও এতে সুন্দর ভাবে দেখানো হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটী অনেক দিক দিয়ে বর্ত্তমান জগতের অনেক তথাকথিত 'শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির' চেয়ে ঢের বড় জিনিষ। এই সর্ব্বজনপ্রিয় নাট্যমঞ্চ বা 'কাবুকি' টি প্রায় তিন শ' বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল; কিন্তু এর পূর্ব্বগামী 'নো' এবং 'নিঙ্গ্যো-শিবাই'—যাদের থেকে এটি প্রেরণা লাভ করেছিল—সে দু'টি এর চেয়ে অনেক পুরানো কালের।

'নো' বা ক্লাসিক-নাট্যের অভিনেতারা সব মুখোস্ পরার দল ; আর লিঙ্গ্যো শিবাইতে জটিল-গাথা নাট্যের অভিনয়ের জন্ম ব্যবহার করা হ'ত অদৃশ্য তার দিয়ে বাঁধা ছোট ছোট পুতুল। জাপানী রঙ্গালয়কে পরিষ্কার দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—'ধর্ম্ম রঙ্গমঞ্চ' আর সাধারণ 'জনপ্রিয় রঙ্গমঞ্চ'। 'নো' আর 'লিঙ্গ্যো-শিবাই' হচ্ছে প্রধানতঃ ধর্ম্ম-বিষয়ক আর 'কাবুকি' হচ্ছে 'সাধারণ রঙ্গালয়'। 'নো' আর 'ডল্ থিয়েটার সুপ্রাচীন যুগেই উৎকর্ষের শিখরে আরোহণ করেনি, 'নো'র সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন এসেছিল চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ; আর 'ডল-থিয়েটারের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের দিন গেছে—সে বেশি দিনের কথা নয়। মুখোস্-পরা 'নো'-অভিনেতারা এবং 'ডল্-থিয়েটারের পুতুল নাচওয়ালারা ক্ল্যাসিকাল বিষয়গুলিকে উপস্থাপিত করেন, এবং হৃদয়াবেগ প্রকাশের জন্যে কথার, চেয়ে হাবভাবের সাহায্যই বেশি নিয়ে থাকেন। এই ভাব ভঙ্গীর সাহায্যে মনোভাব প্রকাশের প্রেরণাটা অনেকটা জাপানীদের সহজ সংস্কারগত বল্লেও চলে।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় 'রামলীলা'র নাম করা যেতে পারে। কারণ, যদিও তার টেক্‌নিক্ এবং অন্যান্য রীতি পদ্ধতিতে অবনতিসূচক অনেক চিহ্নই চোখে পড়ে, তথাপি আমরা দেখতে পাই—ভারতীয়েরাও নাট্যাভিনয়ে মুখোসের প্রয়োজন কতটা অনুভব করত। প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকলার টেক্‌নিক আজ সংস্কৃত গ্রন্থনিচয়েই আবদ্ধ, তা পড়ে বা বোঝে,—এমন লোক অতি বিরল। আর বর্ত্তমান ভারতীয় রঙ্গালয় ত মুখ্যতঃ পশ্চিমের অতি অক্ষম অনুকরণ মাত্র। সেই হারানো নাট্যকলার যে সামান্য অবশেষ এখনও দেখা যায়, অতীত ভারতের নাট্য রীতির সঙ্গে জাপানী নাট্যরীতির আকারগত এবং প্রকারগত যথেষ্ট সাদৃশ্য চোখে পড়ে। অতীত এবং বর্ত্তমান চীন, জাপান এবং ভারতের নাট্যশিল্পের তুলনামূলক আলোচনা—সভ্যতার ইতিহাসের অনেক দামী মাল মসলা জোগাতে পারে। অধ্যাপক তাকাকুসু 'তরুণ প্রাচী' (The Young East) গ্রন্থে লিখেছেন যে—গতযুগের শেষভাগে জাপান ভারত থেকে কয়েকপ্রকারের 'মেলোড্রামা' (melodrama) এবং নৃত্যভঙ্গী আমদানী করেছিল। 'মুখোস তৈরী' আজো জাপানের একটা জীবন্ত আর্ট, এবং মুখোস-বিশেষজ্ঞগণ এতে যথেষ্ট দক্ষতার এবং গুণপনার পরিচয় দিয়ে থাকেন। রামলীলার মুখোস এবং পুতুল নাচের পুতুলগুলি অবশ্য উদ্ভট এবং অনেক সময় বিশ্রী, হাস্যজনক। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রগণ যখন ভারতীয় প্রত্যেক জিনিসের প্রতি উপহাস করে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন এবং একটা বৈদেশিক কৃষ্টিকে (culture) আয়ত্ত করবার বৃথা চেষ্টায় সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন, তখন যে সব অশিক্ষিত সখের অভিনেতারা এই অভিনয় রীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে,—তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি আর কিই বা আশা করতে পারি ?

জো-কিঙের বইখানি প্রাঞ্জলতা-গুণে অতি সুখপাঠ্য,—এবং বিজ্ঞতার গুরুগাম্ভীর্য্য, সহজ জিনিসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে দুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা করে' তোলার চেষ্টা, 'কোটেশানের বাতিক'—প্রভৃতি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, বইখানিতে তিনি প্রথমে সাধারণ নাট্যমঞ্চের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়েছেন, তার পর তার এক একটি দিক নিয়ে পরিষ্কার সুনিপুণভাবে তার আলোচনা করেছেন কোথাও কোনও অস্পষ্টতা বা দুর্ব্বলতা নেই, কোনও ব্যাপারকেই অতিরঞ্জনে ফাঁপিয়ে তোলা বা অতি-সংক্ষিপ্ত করে' তার নীরস তথ্যের কঙ্কালটিকে উন্মুক্ত করে রাখা হয়নি। 'সাধারণ নাট্যমঞ্চ বলে' যে 'কাবুকির' অভিনয়ে প্রয়োজনা বা সরঞ্জাম খুব হীন প্রকারের—একথা মনে করবার কোনও কারণ নেই। একে সাধারণ 'জনপ্রিয়' বলা হচ্ছে এই অর্থে যে, এ রঙ্গালয় ধর্ম্ম-রঙ্গালয় নয় ; Passion play থেকে স্বতন্ত্র করে' বোঝাবার জন্যে 'পশ্চিম' যাকে 'drama' বলে থাকে, ধর্ম্ম নাট্য থেকে স্বতন্ত্র কার' বোঝাবার জন্যে আমরা তাকেই 'সাধারণ' জনপ্রিয় নাট্য বলছি।

'কাবুকির' অভিনেতারা প্রায়ই বংশানুক্রমে অভিনয় করে যান, এবং তাঁরা সবাই উঁচু-নীচু শ্রেণীতে বিভক্ত। পদোন্নতি ও পদমর্য্যাদা নির্ভর করে—কঠিন পরিশ্রম, টেকনিকে নৈপুণ্যলাভ এবং অসামান্য প্রতিভার উপরে। অভিনেতা বংশ থেকেই অধিকাংশ নতুন অভিনেতার আবির্ভাব হয়, এবং বড় বড় অভিনেতারা নাট্যরীতিগুলি তাঁদের পুত্র বা বংশধরদের শিখিয়ে দিয়ে যান মঞ্চনির্ম্মাণ এবং সজ্জা বিন্যাসও বিস্তৃতভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়। এ সব বিষয়ে পশ্চিমের সুদক্ষ রিভিউ' ম্যানেজারদেরও কাবুকি অনুষ্ঠাতাদের কাছ থেকে শিখে নেওয়ার মতন দু'চারটে জিনিস আছে।

কাবুকির ইতিহাস, অনুষ্ঠান এবং সংস্কারের কথা বলবার আগে গ্রন্থকার 'সাধারণ নাট্য-মঞ্চে'র একটা আভাস দিয়েছেন, তাথা দিয়ে রঙ্গালয়টির এমন সুন্দর একটি ছবি তিনি এঁকেছেন যে, তা পড়ে' ঐ সুন্দর প্রতিষ্ঠানটির সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার জন্যে আগ্রহে আর কৌতূহলে সমস্ত মন ভরে' ওঠে।

—"একটি বর্ণনাতীত ধ্বনির সৌন্দর্য্য 'শিবাইকে বিশেষত্ব দান করে, এবং অভিনয়-দর্শনের আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে। প্রতি অঙ্কের আরম্ভে ও শেষে শত শত কণ্ঠের অস্ফুট গুঞ্জরণ, চায়ের পেয়ালার টুং টাং, জয়ঢাকের বজ্রনির্ঘোষ, গ্যালারির পেছন-দিকের খরিদ্দারদের কাছে ঘুরে' ঘুরে' বিক্রেতাদের—'চাই গরম চা, খাবার, কম্‌লা' প্রভৃতি হাঁকডাক হাততালির পরিবর্ত্তে কাঠের পঠপটির হায়াশিগি পটাপট শব্দ,—এই সব মিলে বেশ একটা বৈচিত্র্য মধুর অনুভূতি মনে এনে দেয়।"

এই বর্ণনায় স্বতই আমাদের ভারতীয় থিয়েটারের কথা মনে পড়ে—যেখানে অভিনেতা, দর্শক এবং পানওয়ালারা মিলে রীতিমত মিল্টন বর্ণিত বিশৃঙ্খলার রাজ্য (chaos) বানিয়ে তোলে।

কাবুকিতে—"দর্শকেরা উপস্থিত হ'বার বহুপূর্ব্বেই শূন্য রঙ্গালয়ের দিগ্বিদিকে ভেরীতূরীর বিপুল মন্দ্র ঘন ঘন প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে। তা শুনে অতীতের কথা মনে পড়ে' যায়।......যেন 'শিবাইএর উদ্বোধন ঘোষণা হচ্ছে। পথের লোককে তাড়াতাড়ি আস্‌বার তাগিদ জানিয়ে বাদক যেন তার নহবৎ-খানায় বসে' ভেরীতূরী বাজাচ্ছে..."

যাই সময় ঘনিয়ে আসে, অমনি—বাঁশী বেজে ওঠে, একটিমাত্র নো'-ভেরীর সূক্ষ্ম আওয়াজ শোনা যায়, ভেরীবাদকদের তুমুল শব্দ সহসা স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে, রঙ্গালয়ের সূত্রধরদের হাতুড়ি ঠুকঠাক সুরু হয় এবং অভিনেতাদের ডাক পড়ে।

শ্রোতাদের মধ্যে—"সাধারণ লোকেরা 'কুশ্যনে'র ওপর হাঁটু গেড়ে বসে' পড়ে; লাল কাপড় বিছানো আলোকোজ্জ্বল গ্যালারিগুলো সব ভরে' উঠতে থাকে। চায়ের দোকানের কোনায় কোনায় সাজানো লাল আর শাদা রঙের কাগজের লণ্ঠনগুলো বৃষ্টির ঝাটে ভিজে হাওয়ার দাপটে জোরে দুলতে থাকে, আর রাস্তার কাদার উপরে হাওয়ায় নেচে অবিরাম বাদল-ধারা ঝরতে থাকে।"

কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতেও জাপানীদের থিয়েটার দেখা বাদ পড়ে না। সকলেই স্ফূর্তির জন্যে পাগল হ'য়ে ওঠে, আর খোস্-মেজাজী থিয়েটার-দর্শকেরা 'কাবুকির স্বপ্নরাজ্যে ঢোক্‌বার জন্যে ভিড় জমাতে সুরু করে।

দুপুরবেলা থেকে দুপুররাত্রি পর্য্যন্ত অভিনয় চল্‌তে থাকে, এবং 'কাবুকি'র ভৃত্যেরা দর্শকদের যার যা দরকার—নম্র বিনীত ভাবে সব জোগায়। গরম ভাত, মৎ, চা—ইত্যাদিতে 'কাবুকি'তে থাকার সময়টা বেশ উপভোগ্য করে' তোলে, এবং বিরতির সময়টুকু বেশ আনন্দে কেটে যায়।

.. ...অধিকাংশ নাটকেরই আখ্যান-বস্তু দর্শকদের সুপরিচিত। আখ্যানটি যতই তাদের জানা হয়, নাটকের অভিনয় তারা তত বেশী পছন্দ করে। কারণ, তাদের আনন্দ আসে—জানা ঘটনাগুলি দেখবার জন্যে সাগ্রহ প্রতীক্ষা থেকে; অজানা কোনও ঘটনা ঘটতে দেখে, হঠাৎ বিস্ময় অনুভব করা থেকে নয়। তারা বেশ দেখতে থাকে, প্রিয় অভিনেতাদের প্রশংসাও করে, আবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ জোরে-জোরে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করতেও ছাড়ে না।

'হুনুমিচি' বা 'পুষ্পপথ' জাপানের একটি সুন্দর সংস্কার। অভিনেতারা দর্শকদের মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করে' সমস্ত রঙ্গালয়টিকে রঙ্গমঞ্চ করে' তোলেন, সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরাও অভিনেতা হ'য়ে ওঠেন—তাঁরাও যেন অভিনয়েরই একটি বিশিষ্ট অঙ্গ বলে'ই মনে হয়।

প্রায় প্রত্যেক নাটকেই মূল-ভাব-জ্ঞাপক গান থাকে। শ্রোতাদের মনে কতকগুলি ভাব জাগাবার জন্যে ভেরী বাদকেরা কয়েকটি বিশিষ্ট সুর বাজায়, কখনও কোনও ভাবাবেগকে গাঢ়তর করে' তোল্‌বার জন্যে, কখনও বা কোনও দৃশ্যের রমণীয়তাকে আরও চিত্তাকর্ষক করে' তোল্‌বার জন্যে তারা ঐ বাজনার আশ্রয় নেয়।

কোনও কোনও অভিনেতা আবার সাবেকী মুখোসথিয়েটারের অনুসরণ করেন তাঁদের বলার ভঙ্গীও অনেকটা সাবেকী ধরণের। ভূতপ্রেতের সাজপোষাক নির্দ্দিষ্ট আছে, ঠিক সেই পোষাক ছাড়া আর কোনও পোষাকে তারা সাজতে পারে না।

'কাবুকি'র ঘোড়া সত্যিকারের ঘোড়া নয়। দু'টী লোক একত্র হয়ে ঘোড়ার মুখোস্ পরে' ঘোড়া সাজে। এই মানুষ-জন্তু দেখে দর্শকের স্বতই বাংলার প্রাচীন চিত্র 'নব-নারী কুঞ্জরে'র কথা মনে পড়ে। কাবুকি যে স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যকে একেবারেই আমল দেয় না তা নয়, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য খুবই অসাধারণ নৈপুণ্যসূচক হওয়া চাই, সাধারণ কোনও অভিনেতার খেয়ালকে প্রশ্রয় দিতে সে রাজি নয়। বড় বড় অভিনেতাদের খেয়াল' ক্রমে পরবর্ত্তী বংশধরদের কাছে অপরিবর্ত্তনীয় প্রথায় পরিণত হয়।

কাবুকির উৎপত্তি

কালের গতি এমনি বিচিত্র,—নারীহীন কাবুকি-রঙ্গালয় এক নারীর দ্বারাই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'আইনুমোর শিন্তো-মন্দিরে'র সেবিকা এক নর্ত্তকী 'ও-কুনি' ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে কাবুকির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মন্দিরের জন্য অর্থসংগ্রহ কর্‌বার জন্যে প্রদেশে প্রদেশে ঘুরছিলেন ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে 'কিয়োতো'তে এসে হাজির হ'ন। কোনও কারণে তিনি এখানেই থেকে যান, এবং নিজের উদ্দেশ্য ভুলে' গিয়ে 'সান্-সাবুরো' নামে একজন 'সামুরাই'কে বিবাহ করেন, তার পর দু'জনে মিলে জাপানী রঙ্গমঞ্চের এক নব যুগ প্রবর্ত্তন করেন। ও-কুনির স্বামী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর 'সিন্টোবৌদ্ধ' নৃত্যেই শুধু চল্‌বে না, তাই তিনি আরও উন্নতি সাধন কর্‌বার জন্যে সচেষ্ট হ'ন। এই কারণে ও-কুনি শীঘ্রই খুব নামজাদা হ'য়ে ওঠেন। 'সান সাবুরো' বেশ বিদ্বান ছিলেন; ও-কুনি তাঁর অতবড় খ্যাতির জন্যে তাঁর কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী।

ও-কুনির পর কিছুকাল পর্য্যন্ত জাপানী রঙ্গমঞ্চে রমণীর প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু তাঁদের অসাধু জীবন-যাপন এবং তাঁদের অসৎ প্রভাব জাপানী জীবনে এতদূর বিস্তৃত হ'য়ে পড়ল যে, বাধ্য হ'য়েই ১৬২৯ সালে নারীর অভিনয় বন্ধ করে' দিতে হ'ল। এর পরেও নর-নারী মিলে' অভিনয় করার প্রচেষ্টা চলেছিল বটে, কিন্তু রাজশক্তির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে তা আর সফল হয়নি।

নারীর রঙ্গমঞ্চ বন্ধ হ'য়ে যাবার আগেই তরুণের নাট্যমন্দির গ'ড়ে উঠেছিল। দানুস্থকি ১৬১৭ সালে যুবাপরিচালিত রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার পর থেকে এর সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল। ১৬৪৪ সালে একেও গবর্ণমেন্টের হাতে কিছু ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছিল, কারণ, কোনও একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পত্নী একজন অভিনেতার প্রেমে পড়ে' গিয়েছিলেন। এরপর পূর্ণ বয়স্ক লোকদের দ্বারা পরিচালিত রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব হয়, আর আজ-অবধি তা চলে' আস্‌ছে।

অভিনেতাদের যাকে তাকে দিয়ে পুরুষ বা নারীর অংশ অভিনয় করানো হয় না। যাঁরা শুধু নারীর অংশ অভিনয় করেন—তাঁদের 'ওয়াগেতো' বলে' অভিহিত করা হয়। আবার অনেকে শুধু পুরুষের অভিনয়ই করে' থাকেন। তাঁদের মধ্যে 'দোকেগাতা' বা হাস্যরসের অভিনেতাও আছেন। এই বিদ্যেটা তাঁদের বেশ ভালো ক'রেই আয়ত্ত করতে হয়। এঁদের মধ্যে আবার শ্রেণীবিভাগ আছে। এইসব শ্রেণীর মধ্যে প্রথম সাতটা প্রয়োজনীয়। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের যে নাম দেওয়া হয় তার অর্থ হচ্ছে—'সর্ব্বাভিনয়-পটু'; দ্বিতীয় শ্রেণীর নামের অর্থ—'অপ্রতিদ্বন্দ্বী', তার পর হচ্ছে,—'সব-চেয়ে ভালো'; তারপর—'সব-চেয়ে সব-চেয়ে ভালো'; তার পর—'সত্যি-সত্যি সব-চেয়ে—সব চেয়ে ভালো'—ইত্যাদি।

অভিনয়কলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী

মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারের সব দিকেই যেমন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রভাবে এক-একটা ভিন্ন ভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়, জাপানের অভিনয়-কলায় তেমনি বহু ভিন্ন ভিন্ন ধারার উদ্ভব হ'য়েছে। 'কাবুকি'-শিল্পের ওপর যে-সব অভিনেতা তাঁদের ছাপ রেখে গেছেন, তাঁরা হচ্ছেন 'কিয়োতো'র 'সাকাতা-তোজুরো' আর 'ইয়েদো'র 'ইচিকাওয়া দানজুরো'। এরা দু'জনেই 'গেন্‌রোকু'-যুগের মানুষ; (অর্থাৎ ষোলো-শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত)। জাপানী সাহিত্য ও চারুশিল্পের এযুগে খুব উন্নতি হওয়াতে এ-যুগকে জাপানের পুনর্জাগরণের যুগ বলা হ'য়ে থাকে। 'তোজুরো'র চারুশিল্পে দস্তুরমত দখল ছিল, আর তাঁর জীবনযাত্রার ধরণ ছিল বেহিসেবী। সকল বিষয়েই ভালো করে' খবর রাখা যে দরকার তা তিনি বিশ্বাস করতেন, আর তিনি ভালো অভিনয়ের যে একটা আদর্শ খাড়া করেছিলেন, নিজে বরাবর সেই আদর্শমাফিক্ চলে' এসেছেন—

"অভিনেতার কলাকৌশল যেন একটা ভিখারীর ঝুলি; তাতে দরকারী অদরকারীসব জিনিসই থাকা দরকার। বর্ত্তমানে ব্যবহারের জন্যে কিছু যদি অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়, তবে ভবিষ্যতের জন্যে সেটা রেখে দেবে। অভিনেতার পক্ষে এমন কি পকেট মারা পর্য্যন্ত শেখা দরকার।"

ক্রমশঃ

———

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নবনিকেতন ১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১২ই চৈত্র ২৬শে মার্চ্চ রাত্রি ৭৷৷০ টায়

প্রতাপাদিত্য

(নাট্যমন্দিরে দ্বিতীয় অভিনয়)

বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
বসন্তরায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী
প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
গোবিন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
রাঘব—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত
শঙ্কর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
গোবিন্দদাস—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল
সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
চণ্ডীবর—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
মানসিংহ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী
রডা—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার)
কল্যাণী—শ্রীমতী সুশীলা বালা
ছোটরাণী—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৪৷৷ টায়

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত ভারত পুরাণের মর্ম্মমথিত অভিনব নাটক

নর-নারায়ণ

(দ্বাত্রিংশ অভিনয় রজনী)

শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
কর্ণ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
দ্রৌপদী ও পদ্মাবতী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় :—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা

৩য় বর্ষ
৪১শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৮ই চৈত্র
১৩৩৩

নাট্য-জগৎ

—:•:—

এ দেশে নাট্য-সমালোচনায় নোতুন কিছু বল্‌বার যো নেই, নোতুনের প্রশংসা করবার যো নেই পুরাতনের নিন্দা করবার যো নেই। নোতুন হ'লেই যে তাকে ভালো ব'লতে হবে বা পুরাতন হ'লেই যে তাকে মন্দ আখ্যা দিতে হবে এমন কথা অতি বড় অজ্ঞও কখনো ব'ল্‌বে না। তবে যে পুরাতন অচল, যে পুরাতনের স্মৃতিও মনের পীড়াদায়ক, তাকে জোর ক'রে মানুষের বুকে চাপিয়ে দেওয়া আর যে নোতুন যুগানুকুল, যে নোতুন উন্নতির পরিচায়ক তাকে তিরস্কার করা, শুধু মূঢ়তা নয়, বাতুলতা।

•

আমরা নোতুনের যখনই স্তবগান ক'রেছি, তখনি কোনো সম্প্রদায় বিশেষ আমাদের গাল দিয়েছে। আমরা প্রয়োজনই হোক্, পুস্তকই হোক্ বা

নির্জ্জনে

অভিনেতা অভিনেত্রীই হোক্ যখনি একালে তার কাজে বৈশিষ্ট্য দেখেছি, কলানুগতা অনুধাবন ক'রে,মাধুর্য্য উপলব্ধি করেছি তখনই সাধারণের কাছে তার গুণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হ'য়েছি।

•

আমরা কারুর মুখ চেয়ে উত্তমকে তার প্রাপ্য মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত করিনি, অধমকে তার প্রাপ্য ভর্ৎসনা থেকে অব্যাহতি দিইনি। কিন্তু এমনই মোহান্ধ এক দল আছে, যারা বিনা যুক্তিতে ও বিনা কারণে তার বিরুদ্ধবাদী হ'য়েছে, শুধু প্রতিবাদ করবার মন্দ প্রবৃত্তি থেকে।

•

জগতে সকলেই যে নাট্য-ব্যাপারে সমান মত পোষণ ক'রবে, সকলে যে এক রকম চোখ আর এক রকম মন নিয়ে সকল অভিনয় দেখবে, এমন অসম্ভব কেউ কখনো কল্পনা করে না। তবে প্রতিবাদ করবার ভাষা সুরুচিসঙ্গত, ভদ্র, মার্জ্জিত ও উন্নত হওয়া

দরকার। যাঁরা এসব বিষয়ের খবর রাখেন, তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন কোনো কোনো স্বার্থ প্রণোদিত ব্যক্তি বা সঙ্ঘ ছাপার অক্ষরে কি জঘন্য কথাই প্রকাশ করেন, কি হীন ভাষায়ই প্রতিপক্ষের উল্লেখ তাঁরা করেন।

*

আমার সম্প্রদায়ের কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি তাঁর কোনো গুণপনার পরিচয় দিয়ে দশ জনকে মুগ্ধ না ক'র্‌তে পেরে থাকেন' তো আমার লক্ষ্য থাকা উচিত তাঁদের গুণের বিকাশের উপায়ের দিকে, আমার কর্ত্তব্য তাঁরা অক্ষম হ'লে, তাঁদের স্থানে এমন লোককে আনা যাঁরা কীর্ত্তির নিঃসন্দেহ নিদর্শন দেখিয়ে পূর্ব্ব অখ্যাতি দূর ও বর্ত্তমান খ্যাতি প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বেন।

*

অন্য সম্প্রদায়ের যথার্থ মান পাবার যোগ্য বা যোগ্যা অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি নাট্য-কলার লোচন-পরাণ-লোভা পরিচয় দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেন, রসিক লোকের দ্বারা অভিনন্দিন হন, দেশের অভিনয়-প্রচেষ্টাকে গৌরবান্বিত করেন তবে আমি তাতে কুণ্ঠিত হব কেন? খুসীই হবো। আমি কেন এ কথা ভাবতে পার্‌বোনা যে আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্চেরই তা গর্ব্বের কথা, আমার অভিনেতা বা অভিনেত্রীও কৃতিত্ব দেখাতে পারলে, এমনই খ্যাতি একদিন লাভ ক'রবেন।

*

এখানে যদি বলো যে অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রী অমুক অংশে যে নট নিপুণত' দেখিয়েছেন তা আর কেউ কোনোদিন দেখাতে পারে নি, অমনি এক শ্রেণীর বিরুদ্ধবাদী উচ্চারণ কর্‌বার অযোগ্য ভাষায় তোমায় গালিগালাজ ক'র্‌বে, যুক্তিস্বরূপ তারা কেবল গোটাকতক পুরানো নামের উল্লেখ ক'রে ব'ল্‌বে তাদের নাম তুমি শুনেছ কিনা? যেন পুরাতনের নামেই সত্য চাপা প'ড়ে যাবে, যেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ কোনো কোনো ভূমিকায় প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন ব'লে—এটা স্বতঃসিদ্ধ যে এখন তাদের কেউ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে না বা যে হেতু পুরাতনরা বৃদ্ধ আর বর্ত্তমানরা যুবক, সে হেতু তাঁদের নিকৃষ্টতাকে এদের উৎকর্ষের চেয়ে মহত্তর ব'ল্‌তে হবে!

*

এ কালের যে অনেক সুবিধা সে কথা এই কুৎসাকারীরা খেয়াল রাখে না। লেখা পড়া, 'ডাইরেক্‌শান্‌,' আদর্শ-দর্শন, বল্‌বার কইবার শ্রুতিসুখকর উপযুক্ত ভঙ্গী সব দিক্ দিয়েই এ কালের ক্ষমতাযুক্ত নটনটীরা যতটা সাহায্য পান, সে কালের তাঁরা তা পেতেন না। সে কালের লোকেরা পাশ্চাত্য দেশের ভালো নটনটীর অভিনয় প্রায়ই দেখতে পেতেন না—এখানে যা দেখতেন তাদের মধ্যেই তাঁদের বিচারকে সীমাবদ্ধ রেখে, তুলনায় সমালোচনা করে তাদের মধ্যে যা ভালো তাকেই কোন রকমে গ্রহণ কর্‌তেন।

*

যে আলো দেখেনি, সে অন্ধকারের সঙ্গে কোন্‌খানে তার তফাৎ বা আদৌ তফাৎ আছে কি না এ বিচার কর্‌বে কেমন ক'রে? সে যে তার দৃষ্টি সন্নদ্ধ রাখে কেবল ঐ অন্ধকারেরই নানা প্রকারের দিকে। ঘরের অন্ধকার, বাইরের অন্ধকার, ফিকে অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার, এই রকম সব। এই বিবিধ অন্ধকারের ক্ষেত্রের বাইরে তার মন ও দৃষ্টির বিস্তৃতি ঘটেনা।

*

ইদানীং এখানে চলচ্চিত্রের বহু প্রচলন হ'য়ে, সকলে অভিনয়ের উন্নত ক্রমের সঙ্গে পরিচিত হ'চ্ছে, অভিনয় কলার অসংখ্য সূক্ষ্ম ব্যাপারের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ ক'র্‌ছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রীর অপূর্ব্ব ও অপরূপ অভিনয় দেখতে পাচ্ছে। সাধারণে এই সব দেখে, এই উচ্চ অঙ্গের অভিনয় মনে আনন্দ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে, দাবী ক'র্‌ছে যে আমাদের এখানের রঙ্গালয় গুলিতে এমনই চমৎকার নাট্যাভিনয় হোক, অন্ততঃ তার কাছাকাছি কিছু হোক।

*

এখানে তা হওয়ার সম্বন্ধে অনেক অন্তরায় আছে, এখানে সু অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সংখ্যা কম, এখানে অত পয়সা খরচ ক'র্‌তে পারা বড় শক্ত, এখানে এ সব বিষয়ে খুব আগ্রহ কারো নেই এমন অনেক কৈফিয়ৎ রঙ্গ-কর্ত্তৃপক্ষেরা দিয়ে থাকেন, এ কৈফিয়ৎকে অগ্রাহ্য করাও অধিকাংশ স্থলেই চলেনা, তবু আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত ও সমজদার দর্শকই ব'লে থাকেন "আমরা ও সব ওজর শুন্‌তে চাইনা, ভাল অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে এসো, ভালো অভিনয় করো, আমাদের কলাসম্মত সুন্দর প্রযোজনের নমুনা দেখাও, ভালো নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য আমদানি করো, না পারো তো তোমাদের রঙ্গালয় আমরা বর্জ্জন কর্‌বো।"

*

কার্য্যক্ষেত্রে হ'চ্ছেও তাই। চলচ্চিত্রশালা গুলিতে লোকে মারামারি গুঁতো গুঁতি ক'রেও জায়গা পাচ্ছেনা কিন্তু অনেক দিন অনেক রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগৃহ অর্দ্ধ বা সিকি পূর্ণ হচ্ছে' মাত্র। কেবল গত শনিবার 'নাট্যমন্দিরে' প্রতাপাদিত্যে'র অভিনয়ে ও ষ্টারে 'চণ্ডীদাসের' অভিনয়ে আশাপ্রদ রকমের জন সমাগম দেখলুম।

*

এই ব্যতিক্রমের কারণ আমাদেরই বক্তব্য সমর্থন ক'র্‌ছে। 'প্রতাপাদিত্য' ও 'চণ্ডীদাস' এই দুখানি নাটকেই অধিকাংশ ভূমিকাই' বিশেষতঃ প্রধান চরিত্রের ভূমিকাগুলি, উৎকৃষ্টরূপে অভিনীত হ'চ্ছে। "চণ্ডীদাসে" অভিনবত্বের মোহ আছে, 'প্রতাপাদিত্যে' দেশাত্মবোধের উত্তেজনা আছে।

*

আম্‌রা শুন্‌ছি যে যশস্বী অভিনেতা শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রঙ্গালয়ান্তরে যাবেন, ঠিক ঠাক হ'য়ে গেছে। আমরা জানলে আশ্বস্ত হবো যে এই উড়ো খবর মিথ্যা, কেন না, কেবল অর্থ বা সর্দ্দারিই বড় অভিনেতার লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় এই সাধারণ সত্যটি অহীন্দ্র বাবুকে বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা জানি সকল অভিজ্ঞ লোকই বিশ্বাস্ করেন, যে অহীন্দ্র বাবুর যোগ্য অভিনয়-মঞ্চ 'ষ্টারে বা 'নাট্যমন্দিরে'; আর কোথাও নেই।

গেল বারে আম্‌রা উল্লেখ ক'র্‌তে ভুলে গেছলুম্ যে 'প্রতাপাদিত্যে' চণ্ডীবরের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী, সূর্য্যকান্তের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চৌধুরী ও মানসিংহের ভূমিকায় রামময় বাবুর অভিনয়ও মনোজ্ঞ হ'য়েছিল।

*

আমরা শুনে সুখী হলুম যে ষ্টার থিয়েটার জলপাইগুড়িতে দশ রাত্রি অভিনয় করে খুব সুখ্যাতি পেয়ে এসেছেন। কর্ণার্জ্জুন, চণ্ডীদাস, শ্রীকৃষ্ণ, সাজাহান, সুদামা, দোললীলা, ইরাণের রাণী, বাসন্তী, জয়দেব, আলিবাবা—এই কখানি বইয়ের অভিনয় সেখানে হয়েছিল। প্রতি রাত্রেই বহু নরনারী অভিনয় দর্শনার্থ এসেছিলেন—বহু জন স্থানাভাবে ফিরে গেছলেন। শ্রীমতী নীহার বালা, শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তি ও শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রভৃত যশ অর্জ্জন ক'রেছেন, তা ছাড়া দারার ও গুলরুখের ভূমিকা নিয়ে 'ইরাণের রাণী'তে যথাক্রমে শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ ও মিস্ লাইট অভিনয় কৃতিত্বের জন্য প্রশংসিত হ'য়েছেন। 'সাজাহান' ও 'ঔরঙ্গজেব' এই উভয় অংশেই রাধিকা বাবু বিমোহন অভিনয় করে দর্শক দর্শিকাদের মুগ্ধ করেছেন।

*

গেল বুধবার মিত্র থিয়েটার চুঁচুড়ায় অভিনয় করতে গেছলেন; নানা বাধা বিঘ্নের ফলে, অভিনয়ে বিশৃঙ্খলতা ঘটেছিল বলে আমরা শুনলুম। আমরা এর বিশেষ বিবরণ কিছুই পাইনি, কেবল জনশ্রুতির সম্বাদই দিলুম।

*

মিনার্ভা থিয়েটার 'বঙ্গনারী' অভিনয় কর্‌বেন বলে প্রাচীর পত্র বেরিয়েছে। আমরা এ বিষয়ে তাঁদের সাফল্য ও সিদ্ধির কামনা করি।

———

চিত্র-জগৎ

শ্রীমতী ডোরথি গিস্ কয়েকখানি বিলাতী চলচ্ছবিতে অভিনয় কর্ব্বার জন্যে, এখন লণ্ডনে আছেন। তিনি ব'লেছেন প্যারিস্ বা ফ্লোরেন্সের চেয়ে তিনি লণ্ডন বেশী পছন্দ করেন।

•

জন ব্যারিমোরের নায়কত্বে 'ডন্ জুয়ান' ব'লে যে নোতুন ছবি হ'য়েছে তাতে লুক্রিশিয়া বর্জ্জিয়ার অংশে অভিনয় ক'রে শ্রীমতী এস্টেল্ টেলার খুব নাম ক'রেছেন। তিনি নিউ ইয়র্কের সার্জেন্ট নাট্য-বিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট।

•

'মেলা' (the show) নামক চলচ্চিত্রে শ্রীমতী রেণে এডোরে ও শ্রীযুক্ত জন্ জিলবার্ট যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছেন—শ্রীযুক্ত লায়োনেল ব্যারিমোর, শ্রীমতী ডোরথি সিবাস্টিয়ান ও শ্রীমতী গার্টরুড্ শর্টও এতে আছেন।

•

'সাবধানে খেলো' (play safe) ছবিতে শ্রীযুক্ত মণ্টীব্যাঙ্কসের সঙ্গে অভিনয় ক'রছেন শ্রীমতী ভার্জিনিয়া লী কর্বিন। শিশু অভিনেত্রীরূপে ন বছর আগে শ্রীমতী চলচ্চিত্রে অভিনয় ক'রতে সুরু করেন। তার পর অভিনয় ক্ষেত্র ছেড়ে তিনি লেখা পড়া ক'রতে যান। সম্প্রতি তিনি ফিরে এসেছেন। তাঁর বয়স এখন সতেরো বছর। মুকুল আজ পূর্ণ সৌন্দর্য্যে বিকশিত মধুময় পুষ্পে পরিণত হ'য়েছে।

•

পোলা নেগ্রির আর একখানি নোতুন ছবি হ'চ্ছে; তার নাম 'স্বীকৃতি' (confessions) প্রধান পুরুষ চরিত্রে এই ছবিতে অবতীর্ণ হ'য়েছেন শ্রীযুক্ত রিকার্ডো কর্টেজ।

•

শ্রীমতী লিলিয়ান গিস্ কত দেশের মেয়ের অভিনয়ই না ক'রেছেন। 'শত্রু'তে (the enemy) তিনি নিয়েছেন অষ্ট্রীয়ান মেয়ের ভূমিকা, 'এ্যানি-লরি'তে স্কচ মেয়ের, 'মিমি'তে ও 'লা বোহেমি'তে ফরাসী মেয়ের, 'রমোলা'তে ইতালীয় মেয়ের আর 'ভাঙা কুঁড়ি'তে (Broken blossoms) বিলিতি মেয়ের। এর পরে জাভা সম্বন্ধীয় কোনো ছবিতে তিনি ওলন্দাজ মেয়ের ভূমিকা নেবেন।

•

'বো জেষ্ট' (Beau Geste) ব'লে যে নোতুন একখানি ছবি হ'য়েছে তাতে শ্রীযুক্ত রোণাল্ড কোলম্যান, নীল হ্যামিল্টন, রালফ ফর্বস্, নোয়া বিয়ারী ও শ্রীমতী মেরি ব্রায়ান এবং শ্রীমতী এ্যালিস্ জয়েস অভিনয় ক'রেছেন। এই ছবিতে সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই চমৎকার হ'য়েছে। শ্রীযুক্ত পি, সি, রেণের (P. C. Wren) প্রসিদ্ধ উপন্যাস থেকে এর আখ্যানভাগ নেওয়া।

•

'প্রলুব্ধা রমণী' (the woman tempted) আর একখানি নোতুন ছবির নাম। এতে শ্রীমতী জুলিয়েট কম্পটন্, নিনা ভান্না, জোয়ান মর্গান, ওয়ার-উইক্ ওয়ার্ড ও শ্রীমতী হেডেন কফিন অভিনয় ক'রেছেন।

•

সমান পদবী হ'লেও শ্রীমতী লিলিয়ান রিচের সঙ্গে ভিভিয়ান রিচের কোনো সম্বন্ধ নেই।

•

শ্রীযুক্ত নরম্যান কেরি ও শ্রীযুক্ত আর্ট এ্যাকর্ড যখন প্রথম লস্ এঞ্জেলেস্ এ হাজির হন তখন তাঁদের কারুর কাছে পয়সা কড়ি ছিল না। হঠাৎ কোনো প্রযোজকের নজরে পড়ায় আর তাঁর ঐ রকমের একজন লোক দরকার থাকায়, তিনি কেরীকে ছোটো একটি ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে দেন। শ্রীযুক্ত কেরি খুব লম্বা—ছ' ফুট ছ ইঞ্চি। নিউ ইয়র্কের রচেষ্টারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

রঙ্গালয় ও ছবির কথা

ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রথম থিয়েটার :—

ঠিক তিন শো পঞ্চাশ বছর আগে লণ্ডনে প্রথম থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে অভিনেতৃবর্গ নগরপালগণের সহানুভূতি বা আদর আকর্ষণ ক'র্ত্তে পারে নি। নগরের কর্ত্তারা মনে ক'র্ত্তেন যে কোনো স্থানে একটী নাট্যলীলা দেখতে বহুজনসমাগম হ'লে দেশে নানান্ ব্যাধির বিস্তার হ'য়ে থাকে। এই রকম তাঁদের অদ্ভুত ধারণা ছিল।

সেই জন্য সমস্ত নাট্যাভিনয় নগরোপান্তের বাহিরে টেমসের পারের দিকে (Surrey side) কিম্বা ফিন্সবেরি প্রান্তরের উপর অনুষ্ঠিত হ'তো।

খৃষ্ট ১৫৭৫ অব্দে জেমস্ বারবেজ সংবাদ পেলেন যে শোরডিচ্-এ একখণ্ড ভূমি জমাবিলি করা হ'বে। তিনি রাণী এলিজাবেথের নিকট হ'তে অভিনয় কর্ত্তে অনুজ্ঞাপত্র (licence) লাভ ক'রেছিলেন। জেমস্ এই জমির উপর একটী "রঙ্গ-মন্দির" (playhouse) প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তে মনস্থ কর্‌লেন।

তিনি বাৎসরিক ১৪ পাউণ্ড করে খাজনা দিলেন,—এবং ৭০০ পাউণ্ড (সে সময়ে এই অর্থ প্রভূত ও বিপুল বলে গণ্য ছিল) বাড়ীটির উপরে খরচ কর্‌লেন—এবং এই নবনির্ম্মিত "রঙ্গমন্দির" শুধুমাত্র "থিয়েটার" ("The Theatre") নামে অভিহিত করা হ'লো।

কিন্তু এই থিয়েটারের বিলিবন্দোবস্ত নিয়ে নানাপ্রকারের কলহ ও মামলা আরম্ভ হলো। এর নির্ম্মাণের প্রায় ২০ বছরের দিন কয়েক পরে—এই রঙ্গগৃহ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়।

•

অভিনেতৃ ও দর্শক :

অসন্তুষ্ট দর্শকবৃন্দ কোনো অশিষ্ট (হিস্‌হিস্) শব্দ কর্ত্তে পারে কি না সেই কথা নিয়ে লণ্ডনের অগ্রগণ্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে বিপুল মতভেদ সৃষ্ট হয়েছে। একজন স্থানীয় দর্শক লিভারপুল থিয়েটার সম্পর্কীয় একটী ঘটনা বিবৃত করে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে দর্শকমণ্ডলী কোনো নাটকের অভিনয় গ্রহণ কর্ত্তে না পেরে অভদ্র অস্ফুট শব্দ ক'র্‌বার কি অধিকার পেয়ে থাকে? এই সম্পর্কে দুই চারজন অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিমত তুলে দিচ্ছি।

শ্রীমতী মার্গারেট ব্যানারম্যান্ বলেন—

ইহা সুনিশ্চিত দর্শকের যথেষ্ট অধিকার আছে। তাদের ইচ্ছা হয়—তারা এরূপ শব্দ করুক! আমরা সকল সময়েই মধুকুসুমগুচ্ছশোভিত মালির উপহার পাবো এরূপ আশা কর্ত্তে পারি না—কঠিন আঘাতের জন্যও

আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। একজন দর্শক অভিনয় দেখবার জন্যে যে-অর্থ ব্যয় করেছে—সে যদি বোঝে যে ব্যয়িত অর্থের কিছুই উসুল হচ্ছে না—তখন আপনার ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করবার তা'র যথেষ্ট অধিকার আছে।

কুমারী পেগা ও'নেল এর অভিমত যে—

অশিষ্টের মতন হিস্‌হিস্ শব্দ করাকে একেবারেই নির্ব্বোধিতা ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। দর্শকেরা মনে রাখবেন অভিনেতৃরা রঙ্গালয় অধ্যক্ষের কেবলমাত্র পুতুলনাচের কলেচালানো খেলার পুতুল নয়। আমরা আমাদের নিজেদের কার্য্যতে অভিনয় করি না; আমাদের কর্ত্তব্য আমাদের আরব্ধ কার্য্যে আমাদের চরম আর্টের মহিমার উজ্জ্বল রূপদেওয়া। প্রত্যেক শিল্পী গৃহীত ভূমিকায় রূপ দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন—এটি একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা—সেইজন্য শিল্পীকে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া উচিত।

কমেডি অভিনেতা শ্রীযুক্ত বিলি বেনেট—

বলেন যে আমি যদি কোনো অভিনয় পছন্দ না করি—তখন সে ক্ষেত্রে আমার নীরবতা অবলম্বন করা বিধেয়। আমাকে মৌন অসন্তোষে সব জিনিস-টাই সহ্য কত্তে হবে। রঙ্গমঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে অভিনেতা তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা কচ্ছে ভালো করে অভিনয় করবার জন্যে—সকলকে সন্তোষ দান করবার অভিপ্রায়ে সে প্রাণপণ যত্ন কচ্ছে—সে যে সবদিনই অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করবে—এ-কথা সব সময়ে জোর করে বলা যায় না। সেজন্য শিল্পী যতক্ষণ মঞ্চের উপর থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার প্রতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করা একেবারেই নীতিবিরুদ্ধ। দর্শকদের অতৃপ্ত মনোভাব দৃঢ়কণ্ঠে ব্যক্ত করার দরুণ কতকগুলি থিয়েটারের যদি এই প্রকারের খ্যাতি থাকে—তাহলে একজন নবীন শিল্পী এমনই অস্বচ্ছন্দভাব অনুভব করে—যে তার বহুবর্ষের অভিজ্ঞতা ও মনের সেই বিচিত্র কুণ্ঠিতভাব ঘোচাতে পারে না।

•

আইডা রুবেন্‌ষ্টিন—

রাসিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডি-অভিনেত্রী ট্র্যাজেডিতে তিনি এতো সুন্দর অভিনয় করেন যে তাঁকে তাঁর দেশ নাম দিয়েছে—"দি ডটার অফ ট্র্যাজেডি" (ট্র্যাজেডি-সম্ভবা) তিনি ডি' অ্যানান্‌জিওর ""পীডার"—এ অতিশয় মনোমুগ্ধকর সাজসজ্জা ও বিচিত্র পোষাক প'রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। আইডা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শীতকালে ইউনাইটেড ষ্টেটস-এ সুবিখ্যাত ফরাসী ১৯২৪ কলিজ বারজেয়ার্'-এর সহিত গমন করেন।

রমনীর প্রয়োগনৈপুণ্য—

চলচ্চিত্র জগতে প্রয়োজিকার সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। প্রকৃতপ্রস্তাবে হলিউডে এ-পর্য্যন্ত মেগাফোনের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আপনার শক্তি পরীক্ষা দিতে পেরেছেন—মাত্র একজন নারী এই বলে গর্ব্ব কত্তে পারেন। তিনি সুষমাময়ী নাটাচা রামবোভা—(রোডোল্‌ফের দ্বিতীয়া পত্নী)। তাঁর প্রকৃত নাম—আইরিন্ ও'শনেসী। রোডোল্‌ফের সহিত বিবাহ হবার পূর্ব্বে তিনি চিত্রজগতে একজন শ্রেষ্ঠ আর্টপ্রয়োগশিল্পী বলে বিশেষ যশস্বিনী হয়ে উঠে-ছিলেন। তাঁরই একখানি চিত্র "What price Beauty" প্রায় অনেক দেশে প্রদর্শিত হয়ে গেছে। একণে অন্য একজন মহিলা প্রয়োগ শিল্পী কর্ম্মে মনোনিবেশ করে আপনার ভাগ্য পরীক্ষা কত্তে কৃতসঙ্কল্পা হয়েছেন! তাঁর নাম—ডোরোথি আর্জনার্। তাঁর সর্ব্বপ্রথম চিত্র হবে—"Fashions for women."

•

চিত্রাভিনয়ে দেনা পাওনা—

যখন চলচ্চিত্র প্রয়োগশিল্পীরা সাধারণের নিকট ঘোষণা কত্তে চান যে তাঁরাই শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃদের তাঁদের গুণানুযায়ী অর্থ দিয়ে থাকেন—তাঁরা তখন সত্যসত্যই অনেকখানি সত্যের অপলাপ করে বসেন।

প্রায় সব সময়েই শোনা যায় যে সাধারণ দর্শকবৃন্দ প্রকৃতপ্রস্তাবে চিত্র-জগতের অভিনেতা ও অভিনেত্রী বৃন্দের পারিশ্রমিক জুগিয়ে থাকে। স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে—একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী যদি চিত্রাভিনয় দর্শন-লিপ্‌সুদের চুম্বকের মত টেনে আনেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়ে ওঠে—দর্শকদের মন অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর কলাকুশলতা বিপুল অর্থ এনে দেয়—এর ফলে তাঁর উপার্জ্জন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

নিঃসন্দেহ—প্রায়ই এই রকম উপায়ে সকলের অর্থসমস্যা বিদূরিত হয়েছে। কিন্তু জনপ্রিয় চিত্রশৌভিকদের উপার্জ্জন ভাল পরীক্ষা করে দেখলেই অনেকটা বোঝা যায় যে জনপ্রিয়তা ব্যাপারটা কেবলমাত্র অমূলক নয় মিথ্যা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বেশ বোধা যাবে যে রিচার্ড ডিক্স্‌ জনগিলবার্ট, রেমন্‌ নোভেরো, রোণাল্ড কোলম্যান প্রভৃতি সকলের মনোমুগ্ধকর সুপ্রিয় নায়ক অভিনেতৃগণ লিউইস ষ্টোন্‌, ইউজিন্‌ ও'ব্রাইন, ওয়ালেস্‌ বিয়েরি প্রভৃতি চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মুদ্রা পেয়ে থাকেন।

এই বিষয় ঠিকমত পরীক্ষা কত্তে সকল প্রিয় অভিনেতৃর মোটামুটি একটা সাপ্তাহিক আয়ের তালিকালিপি প্রদত্ত হলো। গত বছর পর্য্যন্ত তাঁরা এইরূপ উপার্জ্জন করেছেন।

চিত্রজগতে শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে হ্যারল্ড্‌ লয়েড সকলের চেয়ে বেশী আয় ক'রে থাকেন। তিনি ন্যূণপক্ষে সপ্তাহে ৮,৩০০ পাউণ্ড উপার্জ্জন করেন। সত্য সত্যই আশ্চর্য্যজনক উপার্জ্জন বল্‌তে হবে! চার্লি চাপলিন ৬,৩০০ পাউণ্ড সপ্তাহে উপায় করে থাকেন। আর ডাগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কসের আয় ৫,০০০ পাউণ্ড।

নিম্নকথিত শ্রেষ্ঠ অভিনেতৃরত্ন গুলি ৪,০০০ পাউণ্ড খুব কম করে উপার্জ্জন করেন। তাঁরা আমাদের চির আদরের গ্লোরিয়া সোয়ানসন, মেরী পিকফোর্ড, নরমা টাল্‌মাজ, ও টম্‌ মিক্স।

টমাস মিয়্যা ২,৫০০ পাউণ্ড পান; মেরিয়ন ডেভিস ২,১০০ পাউণ্ড; লিলিয়ান গিশ্‌ ৯০০ পাউণ্ড এবং কলীন মুর, ১,৭০০ পাউণ্ড প্রতি সপ্তাহে উপার্জ্জন করেন।

৯০০ পাউণ্ড নিম্নোক্‌ত অভিনেতৃদের সাপ্তাহিক আয় :—

বাসটার কীটন্‌, পোলা নেগ্রী, করীনগ্রিফিথ, বেটী কম্‌সন্‌ এবং বাক জোন্স।

সাপ্তাহিক ৬৩০ পাউণ্ড ক'রে পান—

কন্সটান্স টালম্যাজ, কন্‌ওয়ে টার্ল, ওয়ালেস বিয়েরি, ইউজিন্‌ ও' ব্রাইন্‌, লিউইস ষ্টোন্‌, রেমণ্ড গ্রিফিথ, এবং মে' মা'রে।

৫০০ পাউণ্ড উপার্জ্জনক্ষম অভিনেতৃ—

আডল্‌ফি মেন্‌জু, রেজিন্যাল্ড ডেনী, বার্ট লীটেল, হট্‌ গীবসন্‌, মে' ম্যাক্‌ অ্যাভয় ম্যাক অ্যানিটা ষ্টুয়ার্ট, এবং ভায়োলা ডানা।

তার পরে এর অপেক্ষাও কম আয় ক'রে থাকেন অনেকেই। তাঁরা সপ্তাহে ৪৫০ পাউণ্ড করে উপায় করেন। তাঁদের নাম—

রিচার্ড ডিক্স, জন্‌ গিল্‌বার্ট, রেমন্‌ নোভেরো, ফ্লোরেন্স ভাইডর্‌, বেবে ডেনিয়েল্‌স, এবং সৈদ্‌ চাপলিন্‌। শোভনা বারবারা লা মার্‌ ও তাঁর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন। অপরাপর যাঁরা এই সংখ্যায় পড়েন—তাঁরা—অওয়েন্‌ মুর্‌, অ্যান্‌টোনিয়ো ম'রেনো, নিটাস্থাল্‌ডি, অ্যানা কিউ নিল্‌সন্‌, আরনেষ্ট টরেন্স এবং ফ্রানসিস X বুশম্যান।

এর পরেই রোনাল্ড কোলম্যান্‌ সাপ্তাহিক ৩৬০ পাউণ্ড পেয়ে থাকেন।

৩১০ পাউণ্ডের অভিনেতার নাম :—

জিন্‌ হার্‌শোল্ট, নোয়া বিয়েরি, হেন্‌রি-বি-বি ওয়াল্‌থল্‌, জ্যাকুইগিন্‌ লোগান্‌, মে বুস, নর্‌মা শ্রিয়ারার, জন্‌ বাওয়ারস, মার্‌গারিট্‌ ডিলা মোট, লিয়েট্রিস জয়, ম্যাট মুর্‌, রডলা রক, কন্‌রাড নাজেল, মারি প্রেভোষ্ট এবং অ্যালিসটেরী।

২৯০ পাউণ্ড :—সুইসফেজেন্‌ডা, বিলিডাভ, এবং প্যাটসি রুথ মিলার্‌।

২৫০ পাউণ্ড :—ডোরোথি ম্যাকেল্‌, পলিন্‌ ষ্টার্ক, ক্লাইভ ব্রুক, জেটা গৌডাল্‌, ভার্‌জিনিয়া ভ্যালি, রবার্ট ফ্রেজার, এবং প্যাট ও'মালে।

২১০ পাউণ্ড : চার্‌ল্‌সমারে, চেসটার কন্‌ক্লিন, বেল বেনেট, ওয়াণ্ডা বেডফোর্ড' এ্যালেন ফরেষ্ট রিকার্ডো কর্‌টেজ, ডোরথী ডেভোর্‌, ল'রালা' প্লান্ট, এইলীন প্রীন্‌গ্‌ এবং ক্লেয়ার উইণ্ডসর্‌।

১৭০ পাউণ্ড মেরী ফিল্‌বিন উপার্জ্জন করে থাকেন; তিনি প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে ঠিক এর অর্দ্ধেক উপার্জ্জন করেছিলেন।

১৬০ পাউণ্ড : ক্ল্যারা বো; জর্জ্জ ও'ব্রাইএন, লোইস মোরান্‌, এবং মার্গারেট লিভিংষ্টোন।

১০৫ পাউণ্ড ভিলমা ব্যাঙ্কি ও বেটী ব্রন্‌সন্‌ উপার্জ্জন ক'রেন।

৮৫ পাউণ্ড সাপ্তাহিক গ্রেটা নিসেন এবং গ্রেটা গার্‌বোকে দেওয়া হয়।

৭৫ পাউণ্ড :—লিলিয়ান্‌ রিচ্‌ এবং ৬০ পাউণ্ড ডোলোরেস্‌ কস্‌টেলো, ও জিম্‌ ব'য়েড।

উপরিলিখিত সংখ্যা হ'তে আমরা অনেকটা ধারণা ক'ত্তে পারি যে যে সকল অভিনেতা বা অভিনেত্রী জনবর্গের মন হরণ ক'ত্তে পারেন—সেই প্রিয় অভিনেতৃরা অনেক সময়ে উচ্চপদে উন্নীত হ'য়ে থাকেন—এবং উত্তরোত্তর তাঁদের উপার্জ্জনও বেড়ে ওঠে। আমাদের নিখিল মনোহারিণী অপরূপা শোভনিকা গ্লোরিয়া সোয়ানসন্‌ এইরূপে শুভ্র যশের মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছেন।

•

বেটী ব্যাল্‌ফোর্‌ - কে তাঁর দেশ আদর ক'রে বলে—"Britains Best Bet". এই অনুপমা শিল্পীশৌভিকার চিরদিনের এই পরিচয় অক্ষুণ্ণ থাকবে—যতদিন পর্য্যন্ত না শাসনতন্ত্রচারীরা হাসির ওপরে কর বসাতে ইচ্ছা করবেন। বেটী কিছুদিন হ'লো অত্যন্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন। তিনি এখন আরোগ্যলাভ ক'রেছেন। আমাদের আকুল আকাঙ্ক্ষা—আবার ক'বে তিনি নোতুন চিত্রে অবতীর্ণা হ'বেন?

•

জন্‌ ষ্টুয়ার্ট—একজন তরুণ ইংরাজী শোভনিক। এই শিল্পী সবেমাত্র অভিনেতার জীবন আরম্ভ ক'রেছেন। এডিনবরাতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম। এবং বিদ্যালয়ে ছাত্র জীবনে, সমরকালে, ও ক্ষণিক রঙ্গালয় অভিনেতা-রূপে তিনি বিশেষ রকম তীক্ষ্ণতা ও কলানৈপুণ্য দেখিয়ে লোকলোচনের

সামনে আসতে পেরেছেন। জনের যশের প্রধান কেন্দ্র এইগুলি—"London Love", "Mademoiselle from Armentieres", এবং "Venetian Lovers".

•

মারি প্রেভোষ্ট - অপরূপা সুন্দরী ও প্রতিভাশালিনী শোভনিকা। প্রেভোষ্টকে 'P' দিয়ে সূচিত কতকগুলি বিশেষণে অভিনন্দিত করা হয়েছে। Pert, Pretty, piquant, provocating, priceless—অর্থাৎ অমৃত মুখরা, রুচিরা, রসিকা, প্রাণোন্মাদনকারিণী, অতুলনীয়া—এই সুন্দর বিশেষণ গুলি প্রেভোষ্টের অতুল্যগুণের সমন্বয় ব্যক্ত ক'রেছে। মারি চিত্রাভিনয়ে অনেক সাংসারিক সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি ক'রেছেন—কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে মারি আদর্শা পত্নী,—মারির অনুরাগ ও প্রেম তাঁর স্বামী কেনেথ হারাগানকে অশেষ হর্ষের স্বর্ণডোরে বেঁধে দিয়েছে। "Almost a Lady"—নামক চিত্রে তাঁর শীঘ্রই প্রকাশ হ'বে।

•

জন্ম পত্রিকা ঃ—

নিখিল জন প্রিয় শৌভিকদের মোটামুটি একটা বয়স নির্দ্ধারণ ক'রে নিয়ে তা'র লিপি দেওয়া হ'লো। এই নির্দ্ধারিত বয়স ঠিক ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে—কেউ বা কাহারও চেয়ে দু'চার মাসের বড় কিম্বা ছোট। তা'তে বোধ হয় গণনার বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শৌভিক	জন্মাব্দ	বয়স
ম্যাথেসন্ ল্যাঙ	১৮৭৯	৪৮
কন্ওয়ে টার্ল্	১৮৮০	৪৭
ডাগলাস ফেয়ার বাঙ্কস্	১৮৮৩	৪৪
বেটী ব্লাইদ্	১৮৯৩	৩৪
মেরী পিক্ফোর্ড্	১৮৯৩	৩৪
রিচার্ড ডিক্স	১৮৯৪	৩৩
জন্গিলবার্ট্	১৮৯৫	৩২
নরমা টাল্মাজ	১৮৯৫	৩২
রিচার্ড্ বার্থেল্মেস্	১৮৯৬	৩১
মে' মা'রে	১৮৯৭	৩০
মে' মার্শ্	১৮৯৭	৩০
লিলিয়ান্ গিশ্	১৮৯৭	৩০
রড্ল' রক্	১৮৯৮	২৯
বেটী কম্সন্	১৮৯৮	২৯
গ্লোরিয়া সোয়ান্সন্	১৮৯৯	২৮
পোলা নেগ্রী	১৮৯৯	২৮
ডোরোথি গিশ্	১৮৯৯	২৮
ভায়োলা ডানা	১৮৯৯	২৮
মারি প্রেভোষ্ট	১৮৯৯	২৮
রেমন্ নোভেরো	১৮৯৯	২৮
কনষ্টান্স টাল্মাজ	১৯০০	২৭
বেব ডেনিয়েল্স	১৯০২	২৫
ল'রা লা' প্লাণ্ট	১৯০৫	২২
সীতাদেবী	১৯১১	১৬
জ্যাকি কুগান্	১৯১৫	১২

বৈ—না—ভ

———

জাপানি নাট্যমঞ্চ

সাধারণ লোকের অংশ অভিনয়ে 'তোজুরো'র শ্রেষ্ঠ শক্তির পরিচয় পাওয়া যেত। এই সাফল্যের মধ্যে ছিল তাঁর সর্ব্বদা মানুষের চরিত্র বিচার আর স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সব জিনিষ তন্ন তন্ন করে' দেখার অভ্যাস। তাঁর অভিনয়-ধারাকে 'বাস্তব' বা স্বাভাবিক ধারা বলা হয়; সেটা অনেকটা বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের বাস্তবধারার মত। তবে অন্যান্য প্রভাবের দরুণ তাঁর অভিনয় কলা পুরোপুরি বাস্তব হ'য়ে ওঠে-নি।

কিন্তু ইচিকাওয়া দান্জুরো 'ডল্'-থিয়েটারের অতিরঞ্জিত অভিনয় ধারা থেকে তাঁর প্রথম প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি 'আরাগাতো'-বা অতিরঞ্জিত কলার বিকাশ সাধন করেছিলেন। সে যুগের প্রচলিত মেয়ে লিভাবের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চল্ছিল; তার দরুণ তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বীরত্বমূলক কাহিনীগুলি আর পুরুষোচিত অভিনয় সাধারণের মন আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় অভিনয় কলার বীররসের সঙ্গে 'আরোগাতো'র অনেকটা মিল আছে। তাঁর অভিনয়ে যেমন পৌরুষ ছিল, শরীরটিও ছিল তেমনি। 'তোজুরো' আর 'দানজুরো'র রঙ্গস্থল 'কিয়োতো' ও 'যেদো'র আবহাওয়ার তুলনা করলে আমরা বুঝতে পারি, অভিনয় কলার ওপর জনসাধারণের প্রভাব কতটুকু। 'কিয়োতোর জনসাধারণ ছিল অলস ও শান্তিপ্রিয়,আর যেদো' ছিল যেন একটা যুদ্ধের উত্তেজনায় ভরপুর কাজেই কিয়োতোয় ছিল তোজুরোর শান্ত স্বাভাবিক ঠাট, আর যেদোয় ছিল দানজুরোর অগ্নিময় উত্তেজনার অভিনয়-ধারা।

'গেনরোকু' যুগে অনেক বড় বড় অভিনেতার জন্ম হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁদের কথা এখানে বলা অসম্ভব। সেই সঙ্গে গেন্রোকু-যুগের শেষ থেকে মোজুরগের প্রারম্ভের মধ্যে যে-সব নাট্যশিল্পী জন্মেছিলেন, তাঁদের কথাও এখানে উল্লেখ করা অসম্ভব।

*নবম ইচিকাওয়া দান্জুরো, সম্রাট মুৎসিহিতোর পঁয়তাল্লিশ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের সময়ে কাবুকি নাট্যের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন।

ছিলেন। তাঁর ঠিক পূর্ব্বেই যারা ছিলেন, তাঁদের বিশেষ কোনও গুণ ছিল না, কাজেই তিনি দুঃসময়ে কাবুকি নাট্যের উদ্ধার সাধন করেছিলেন বলা যেতে পারে।

"ইচিকাওয়াদলের অবাস্তব অভিনয়-ধারাকে বজায় রেখেও তিনি 'কাৎ-সুরেকি" নামে এক নতুন ধারার প্রবর্ত্তন করেছিলেন—তাকে 'জীবন্ত ইতিহাস বলা যেতে পারে। এতে তিনি ভূমিকাগুলিতে ঐতিহাসিক খুটিনাটি সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রেখে চলতেন—এর মধ্য দিয়ে তাঁর পাশ্চাত্যের অনুকরণ অ'র 'ড'ল্ থিয়েটারের অসঙ্গতির বিরুদ্ধতা বেশ বোঝা যায়। তাঁর মত প্রতিভা-শালী অভিনেতা জাপানে এর পূর্ব্বে আর দেখা যায় নি, বোধ হয় ভবিষ্যতে বহুদিন দেখা যাবেও না।

ওয়াগাতা

যাঁরা পুরুষের অংশ অভিনয় করে প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, শুধু তাঁদের কথা ব'লে শেষ করলে যারা নারীর অংশ অভিনয় করে' খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের প্রতি অবিচার করা হ'বে। যে সব অভিনেতা নারীর অংশ অভিনয় করেছেন, অভিনয়-কলার উন্নতি তাঁরাও কিছু কম করেন নি।

গেন্‌রোকু-যুগে ভগিনো-মায়ানোজো সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ওয়াগাতা ছিলেন। তিনি যে জোশ দান্‌জুরোর সাথে অভিনয় করতেন। তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছে :—"এই লোকটীর ক্রিয়াকলাপ দেখে দেবতারা, এমন কি বুদ্ধ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন।

'যোশী যাওয়া আযামে' গেন্‌রোকু যুগে কিয়োতোর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওয়াগাতা ছিলেন। ওয়াগাতা কলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তিগুলি সংগৃহীত হ'য়ে বই হয়ে বেরিয়েছে। তিনি বলতেন যে, ভাল করে' নারীর অংশ অভিনয় করতে হ'লে অভিনেতাকে স্ত্রীলোকের মত জীবন যাপন করতে হ'বে—এমন কি তাঁর সাম্‌নে স্ত্রী পুত্রের কথা উল্লেখ করলে স্ত্রীলোকের মত লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠতে হবে।

সাওয়ামুরা তানোসুকি তাঁর সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কাবুকির ইতিহাসে আরও অনেক ওয়াগাতার নাম পাওয়া যায়,—তাঁদের কথা জানতে হ'লে জো ক্রিক্‌ডে'র বইখানি পড়া দরকার।

কাবুকি নাটক

কাবুকি নাটককে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—'সেওয়া মোনো' দৈনন্দিন জীবন-নাট্য—জিদাই মোনো ঐতিহাসিক নাট্য ; সোসাগোতো—গীতি নাট্য ; আর আরাগোতো,—কল্পনাট্য। 'ওদোরি, অর্থাৎ নৃত্যমূলক বর্ণনার সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

প্রথম শ্রেণীর নাটকে মানুষের স্বভাবের চিত্র দেওয়া হয়, নাট্যকার তাঁর চারি পাশের মানুষের সুখ দুঃখের চিত্র আঁকেন। ঐতিহাসিক নাটকে ইতি-হাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের চরিত্র আঁকা হয় ; কিন্তু ইতিহাসের সঠিক পুনরাবৃত্তি করা রাজার হুকুম নিষিদ্ধ হওয়ায় নাট্যকারদের কল্পনায় অপ্রতিহত গতি ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কাল্পনিক উপাখ্যান সৃষ্টি করে। সোসা-গোতো বা গীতিনাট্যে সকল রকম কাবুকি কলার প্রয়োজন হয়—উপাখ্যান, সঙ্গীত, দৃশ্যপট, অভিনয়,সাজসজ্জা, অঙ্গসঞ্চালন'—মোটের উপর কাবুকি কলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈপুণ্য যা কিছু এর মধ্যেই থাকে।

আরাগোতোয় দেহভঙ্গী, অভিনয়, সজ্জা, সবই অতিরঞ্জিত করে দেখানো হয়। এ শ্রেণীর অভিনয়ে টেক্‌নিক ও রূপকের তুলনায় উপখ্যানের প্রয়োজন কম।

বর্ত্তমান যুগে জাপানী অভিনয়ে পাশ্চাত্য প্রভাব বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। চটকদার ঘটনামূলক নাটক আর পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ ও মর্ম্মা-নুবাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশী। আজকাল আমেরিকার ছায়াচিত্রের মত চটকদার লোমহর্ষণ ঘটনাবলী সংযোগ করে জাপানে নাটক তৈরি হচ্ছে খুব বেশী, ছোরাছুরি চালানো, পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়া, দৌড় ঝাঁপ ইত্যাদি সামরিক কৌশলগুলো জাপানদের আয়ত্ত প্রায় হ'য়েই থাকে—এভাব যেন কোথায় ওদের রক্তের মধ্যে আছে বলে'ই মনে হয়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যেমন নৃত্য, গীত, নিম্ন শ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে ফেনানো ভাষায় রঙ্গ নিনাদ এক সঙ্গে মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব নাট্য খিচুড়ী তৈরী হয়, জাপানের কাবুকি নাট্যেরও আজকাল সেই দশা হয়েছে।

নাটকের উদ্দেশ্য

বিশ্বস্ততা ও আত্মবিসর্জ্জন কাবুকি নাট্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ১৮৮৮ সালের পূর্ব্বে বিষয় ছিল—দয়া ও মন', প্রবৃত্তির সঙ্গে কর্ত্তব্য ও ন্যায়ের বিরোধ। কাবুকি নাট্যকার কতকগু'ল নাটকের সার উদ্ধৃত করে' তাঁর বিষয়টি পরিষ্কার করে' বুঝিয়ে দিতেন।

কাবুকি নাট্যে প্রেমের ও ভূতের দৃশ্য খুব বেশী দেখা যায়। সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক নাটকেরও অভাব নেই। জাপানী নাট্যে অস্বাভাবিক ও অতিমানবিক ঘটনা ও ব্যক্তির প্রাচুর্য্য দেখে মনে হয়, সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনার চেয়ে জাপানীরা অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখতে বেশী ভালোবাসে। জাপানী জীবনের নবযুগ আসা সত্ত্বেও তাদের প্রাচীন সমাজের কিম্বদন্তীগুলি এখনও তাদের মন অধিকার করে' আছে, আর জাপানী অভিনয়ের শিল্প ও বিষয় বস্তুর দিকে চেয়ে দেখলেই সে কথা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি!

প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩৩। শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্ত

দশচক্র

দ্বিতীয় চক্র—দরদালান

—আচ্ছা এস, এস, বোম্বে র কোন লোক এসেছিল?
—তাঁদের লোক ত পাখা দিয়ে গেছে।
—কোথায় লাগালে?
—তোমার কষ্ট হয় বলে শোবার ঘরে লাগিয়েছি।
—চলত, চলত, দেখি—
—সে আর দেখতে হবে না আমি ত বোলছিলুম—
—সুন্দর জিনিষ কিন্তু! ড্রয়িং রুমে দিলেই ভাল হত।
—দরকার হয় কাল আর একখানা না হয় অর্ডার দিও—ও আমি শোবার ঘর থেকে খুলতে দোব না।
—তাই দিতে হবে দেখছি ক্ষাংস্ক এমন সুন্দর পাখা কেমন দেখলে ত।

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ৪—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৪২শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	২৫শে চৈত্র ১৩৩৩
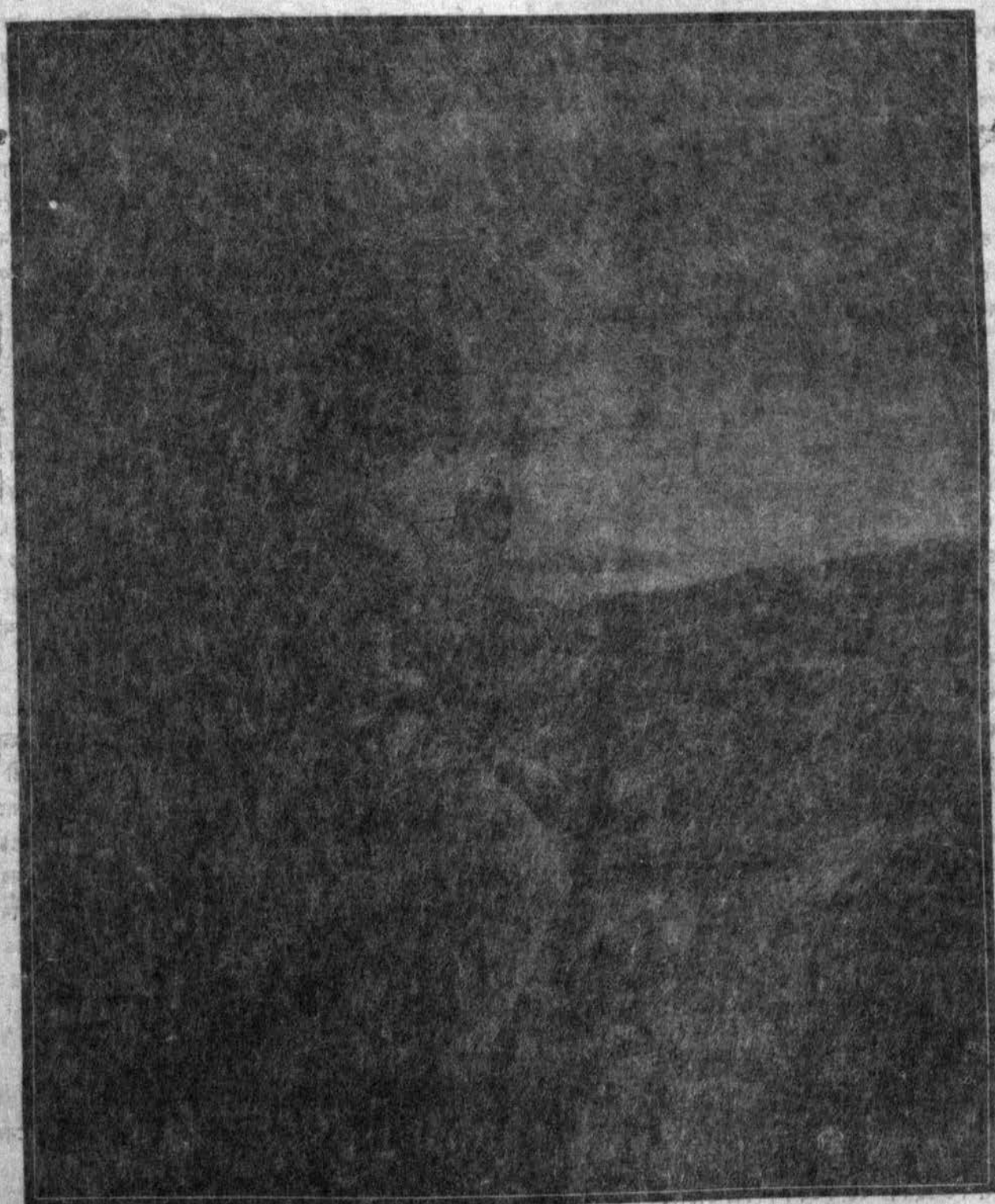
নাট্য-জগৎ

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী কল্‌কাতার রঙ্গালয়কে বাঙলার তরুণদের চরিত্র-হীনতার জন্মে দায়ী ক'রেছেন। যে সভায় তিনি এ অভিযোগ এনেছেন, সেখানে তা বল্‌বার দরকারই ছিল না, কারণ সে খড়্গ-বাহাদুর সিং নামক একজন তরুণের দুশ্চরিত্রের-প্রতি-শাস্তির প্রশংসা-সভা। নৈতিক চরিত্রহীনতার জন্মে একজন তরুণের উল্লেখযোগ্য প্রতিশোধের কথা বলতে গিয়ে, সেই ক্ষেত্রেই তরুণদের সম্বন্ধে ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ, বিচারহীনতা ও অপ্রাসঙ্গিকতার পরিচয়।

•

বাঙলা দেশে যখন রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তখন কি যুবকরা এখনকার যুবকদের চেয়ে নৈতিক উন্নতি হিসাবে শ্রেষ্ঠতর ছিল? সবদিক দিয়েই সেদিনের তরুণদের চেয়ে আজকালকার তরুণরা কি বড় হয়নি? নৈতিক অবনতির অভিযোগে যারা অভিযুক্ত হ'চ্ছে, তারাই তার বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় কাজ করেনি কি?

•

দেশের পতিতা-সমাজ অনেক দুশ্চরিত্র সৃষ্টি করবার জন্মে দায়ী এ কথা বল্‌লে একদিন শোনা যায়—এর একটা যুক্তি আছে। কিন্তু অভিনেত্রীরা এর জন্মে বিশেষ ভাবে নিন্দিত হ'য়েছে—এ শুধু ভুল নয়, একেবারে বাজে কথা।

•

এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে জমিদার ও ধনী বা তাদেরই সন্তানরা প্রধানতঃ অভিনেত্রী পালন করেন, তাদের মোহে প্রলোভিত হন। রঙ্গালয়ের কয়জন অভিনেত্রী মধ্যবিত্ত বা সাধারণ গৃহস্থ বংশের তরুণদের বৃত্তিতে আছে? ক'জন তাদের জন্মে রঙ্গালয় ছেড়েছে বা ছাড়ছে? সুতরাং কল্‌কাতার রঙ্গভূমিগুলিকে বাঙলার তরুণদের চরিত্রের সমাধি-ভূমি বল্‌বার মধ্যে বক্তৃতার জোর থাকতে পারে, কিন্তু সত্যের লেশমাত্র নেই।

•

এই সেদিন সেশের জনকয়েক ভদ্রমহিলাকে হ্যারিসন রোড ও কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে যখন মস্তপ আক্রমণ ক'রেছিল তখন রাস্তাভরা লোক উদাসীন হ'য়ে তা দেখেছিল এবং তাঁদের নিষ্কৃতির উপায় সম্ভব হ'য়েছিল একজন সৎসাহসী তরুণের দ্বারা একথা কি শ্রীযুক্তা সরলা দেবী শোনেন নি?

•

ভাল মন্দ সব জায়গাতেই আছে, জগতের সব নিয়মেরই ব্যতিক্রম আছে; কোন' তরুণ কোন'দিন অভিনেত্রীর জন্মে খারাপ হয়নি বা হতে পারে না এমন কথা কেউ বলেনা। কিন্তু সমস্ত অভিনেত্রীদের পাইকারী হিসাবে এর জন্মে দায়ী করা, বিশেষভাবে অবিচার। চাকর চাকরাণী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী তরুণের পতনের কারণ হ'য়েছে এমন দু'একটা ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। তাই জন্মে কি বল্‌তে হবে, দেশের তরুণদের অবনতির জন্মে ঝি চাকররা আর মাষ্টার মাষ্টারণীরা দায়ী?

•

তরুণ দর্শকরা নাট্যালোচনা বা যে অভিনেত্রী যে ভূমিকা নিয়ে নামে তারই আলোচনা করে না,—করে বরং অভিনেত্রীর আলোচনা এমন কথাও শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ব'লেছেন। হঠাৎ তরুন দর্শকরা তাঁকে কেন তাদের হ'য়ে কথা বল্‌বার ওস্তাদ-নামা দিলে তা জানিনা; নয়তো তাদের মনস্তত্ত্ব-বিবৃতির ভূমিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী সভায় প্রচার ক'রতে চাইলেন কেন?

•

অভিনয় দেখতে গিয়ে অধিকাংশ দর্শক কোন্ অভিনেত্রী কেমন অভিনয় ক'রছেন তাই মনোযোগ দিয়ে গ্রহণ করে, তদনুসারেই তাদের নিন্দা প্রশংসা তাঁদের বিতরণ করে। অভিনেত্রীর রূপের বা দেহের খাতিরে তাদের মাথা গুলিয়ে যায় না। এর প্রমাণ স্বরূপ আমরা বল্‌ছি যে খুব সুরূপা অভিনেত্রীও অক্ষম অভিনয়ের জন্মে hissed হ'য়েছেন অথচ ভালো Figure নেই এমন অভিনেত্রীও অপূর্ব্ব কলাচতুর্য্যের জন্যে সসম্মানে দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হ'য়েছেন, তাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছেন, তাদের মনে উচ্চ আসন পেয়েছেন।

•

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বাঙলার যশস্বিনী মেয়ে, বিদুষী, ভূয়োদর্শনসম্পন্না; তিনি কেন যে বিনা কারণে ধান ভানতে শিবের গীত গাইলেন তা আমরা বুঝতে পারছি না। সত্যই পরিতাপের বিষয় যে তাঁর মত মহীয়সী নারীও ওজন ক'রে কথা বলেন না।

•

গেল সোমবার নাট্য-মন্দিরে 'প্রতাপাদিত্যে'র অভিনয়ে কল্যাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী প্রভা প্রথম আবির্ভূতা হ'য়েছিলেন। তিনি এই অংশে যে মনোমুগ্ধকর অভিনয় করেছিলেন তা যাঁরা তাঁর আবির্ভাবে উপস্থিত ছিলেন না, ভাষার সাহায্যে তাঁদের তা বলা যায় না। আশা করি শ্রীমতী প্রভাকে এবার থেকে নাট্যমন্দিরে অচলা দেখবো। 'প্রতাপাদিত্যে'র অন্যান্য ভূমিকালিপি আগেকারমতই সু-অভিনীত হ'য়েছে।

•

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে 'রাজসিংহের' অভিনয়ে উন্নতি দেখে আমরা প্রীত হোলুম। কনক বাবুর রাজসিংহ প্রথমবারে ভালো হয়নি, কারণ তিনি কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পেয়েই রঙ্গমঞ্চে নেমেছিলেন এজন্মে তাঁর অভিনয় নিকৃষ্ট হয়েছিল। এবার তাঁর অভিনয়ের প্রশংসা ক'রতে পেরে আমরা খুশী হচ্ছি। জেবুন্নিষার ভূমিকা শ্রীমতী নীহারবালাকে দিয়ে এই অংশের অভিনয় যে কত ভালো আর নিপুণ হ'য়েছে তা যাঁরা তাঁরও শ্রীমতী মণিমালার অভিনয় দেখেছেন তাঁরা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার ক'রবেন। প্রফুল্ল বাবুর 'ঔরঙ্গজেব' বিফল অভিনয়ের বড় উদাহরণ। এ একেবারেই চ'লবে না।

•

ষ্টারে 'আলিবাবার' অভিনয়ে দুটি ভূমিকা মাত্র সু-অভিনীত হয়েছিল মর্জ্জিনার আর আবদালার; শ্রীমতী সুশীলাবালা (ছোটো) ও শ্রীমতী নীহারবালা যথাক্রমে এই দুটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'নেকনজরে' একমাত্র কাবাবের ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালার অভিনয় উল্লেখযোগ্য তা ছাড়া সব দিক দিয়েই ঐ বইয়ের অভিনয় একেবারে ব্যর্থ হ'য়েছে। এই সব বই এখনও অভিনয় করা চলে, আশ্চর্য্য! যেমন তার লেখা তেমনই তার আখ্যান-বস্তু। আমরা দেরীতে গেছলুম তাই শিরী-ফরহাদের অভিনয় দেখতে পাইনি। এখনও যে অনেক দর্শক এই রকম সব বইয়ের অভিনয়ের পক্ষপাতী, কার্য্যক্ষেত্রে তার প্রবল ছেড়ে, ক্ষীণ পরিচয়ও পাওয়া যায় না।

•

"রঙ্গ-জগতে যুগ-প্রবর্ত্তনের সময় বুঝতে না পেরে যারা নতুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তাদের একদিন ঠেকেই শিখতে হবে যে নতুনের অভিযান রোধ করা তাদের শক্তির অতীত।

•

যারা একটু বেশী বুদ্ধিমান, শ্যাম আর কুল দুইই রাখবার জন্ত যারা চেষ্টা করছে, তারা বিপ্লবের আবর্ত্তে পড়ে কিছুদিন ঘুরপাক খাবে। তারপর নতুনকে বরণ করে নেবে, নয় পুরাতন-পন্থীদের সমাবস্থাপন্ন হয়ে তলিয়ে যাবে।

এদের পক্ষে নতুনকে বরণ করে নেওয়া অনেকটা সম্ভবপর হলেও নতুন অভিযানে এরা অগ্রণী হতে পারবে না। কেননা এরা সংশয়মুক্ত নয়, পদে পদে এদের দ্বিধাবোধ রয়েছে, vested interest নষ্ট হবার আশঙ্কা এদের গতি সংশয়পূর্ণ করে তোলে।

কিন্তু অতীত যাকে আচ্ছন্ন করে রাখেনি vested কোন interest যার পিঠে পাথরের বোঝা চাপিয়ে দেয়নি, যে রঙ্গজগতে অবতীর্ণ হবে অন্তরের আহ্বানে— সেই পারবে নতুন কিছুর সৃষ্টি করতে। যে পিছনে চাইবে না, কিছু হারাবার ভয়ে গতি তার সংশয় সঙ্কোচ পূর্ণ থাকবে না—সেই হবে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের নব যুগের প্রবর্ত্তক। সে যে দিন তার কাজ সুরু করবে, সেদিন আর নতুনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার জন্ত কাউকে যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে হবে না। আজকার রঙ্গজগতে যে অবসাদ দেখা যাচ্ছে, নৈরাশ্যের যে গাঢ় অন্ধকার আজ জমে উঠেছে, তা দূর হবে কেবল শক্তিমান, প্রতিভাবান সেই তরুণ যুগ প্রবর্ত্তকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে'।—নটরাজ—

চিত্র-জগৎ

ইংলণ্ডের যুবরাজ অজ্ঞাতভাবে লণ্ডনের 'ক্যাপিটল থিয়েটারে' চলচ্ছবি দেখতে গেছলেন। তাঁকে তাঁর আসন দেখাবার জন্তে যখন থিয়েটারের এক জন কর্মচারিণী উপরে নিয়ে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ যুবরাজকে চিনতে পেরে সে চম্‌কে সিঁড়ির উপর পড়ে যাবার মতো হয়েছিল কিন্তু রাজকুমার তাকে আটকে ফেলেন। সে ক্ষমা চাইলে, যুবরাজ জিজ্ঞাসা করেন আমি তোমার পড়বার কারণ নইতো? যুবরাজের মঙ্গল হোক্।

শ্রীমতী মেরি পিকফোর্ড কখনো সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্যে তৈরী হননি অথচ তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও তিনি বেশ বলতে কইতে পারেন। এর কারণ হ'চ্ছে কোনো অতিথি না থাকলেও ওঁদের নিয়ম, প্রতিদিন ওঁদের খাবার আগে ডগলাস ও মেরী দুজনেই বক্তৃতা ক'রবেন। অতিথি থাকলে বক্তৃতার ভাগ তাঁরাও নেন কিন্তু এঁদের বক্তৃতা রোজই হয়।

শ্রীমতী রেণে এডোরে (Renee Adoree) সাতটি ভাষা জানেন কিন্তু চীনা ভাষটি তাঁর গোল ঠেকে। তিনি সম্প্রতি শ্রীমতি এ্যানা মে উয়ঙের কাছ থেকে ঐ ভাষায় শিক্ষালাভ করছেন।

'দেহ ও শয়তান' (flesh 'aud the Devil) ছবিতে শ্রীমতী গ্রেটা গারবো ও শ্রীযুক্ত জন জিলবার্ট নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন। সুইডেনের রাজকুমার এই ছবিখানি দেখে খুসী হয়ে মেট্রো-গোলডুইন-মেয়ার চিত্র সঙ্ঘের রুবিন সাহেবকে চিঠি লিখেছেন। শ্রীমতী গারবো সুইডেন দেশীয়া। রাজকুমার তাঁর দেশবাসিনীর অভিনয়ের উচ্চ প্রশংসা ক'রেছেন।

শ্রীমতী নরা মা খ্যাণ্টের পরের ছবির নাম চোরাই রেশম (stolen silk)। যখন রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল তখন এই নাটকের নাম ছিল 'এক জোড়া রেশমী মোজা (A pair of silk stockings.)

"কুহক কঙ্কণ" (The Mystery Bracelet) একখানি নূতন ছবির নাম। একটি কঙ্কণের মধ্যে কোন সোণার খনির মানচিত্র লুকানো ছিল, এই বিষয়টি নিয়ে ছবিটি তৈরী হ'য়েছে—শ্রীযুক্ত টম টাইলার এতে নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

'প্রাচ্যের প্রেম' (oriental loe) ব'লে যে ছবিটি সম্প্রতি বেরিয়েছে তাতে ভারতবর্ষের কোন রাজার প্রাসাদের জাঁকজমকওয়ালা চিত্র আছে। শ্বেতাঙ্গিনী কিশোরীর সঙ্গে ভারতীয় রাজকুমারের প্রণয় ব্যাপার হোলো ছবিখানির বিষয়। কিশোরীর ভূমিকায় শ্রীমতী কারিনা বেল (Karina Bell) সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন।

শ্রীযুক্ত কন্‌ওয়ে টার্লকে অনেকদিন কোন ছবিতে দেখা যায়নি। শোনা গেল প্যারিসের নর্ত্তকী (The Dancer of Paris) নামক যে ছবিটি দিন কতক আগে বেরিয়েছে তাতে তিনি নায়কের অংশে অভিনয় ক'রেছেন। নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী ডোরথি ম্যাকাইল।

'রবিন্‌সান ক্রুশোর' গল্প যাঁদের পড়া আছে, তাঁরা সকলেই জানেন যে তার কোন্ খানে নায়কের প্রেমের কোন ইতিহাস নেই। কিন্তু চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত হ'য়ে ক্রুশোর গল্পে একজন প্রেমিকার সমাবেশ হ'য়েছে। এর ভূমিকা নিয়েছেন শ্রীমতী কে কম্‌টন। তাঁর সুন্দর রং ও সুচেহারা এবং সোনালি চুল রবিন সান ক্রুশোর প্রণয়িনীরই যোগ্য সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্ত প্যাট এ্যাহার্ণ লণ্ডনের একজন চলচ্ছবি অভিনেতা এবং তাঁর ছবি নিলে, তাঁকে অনেকটা রাডল্‌ফ ভ্যালেন্‌টিনোর মতো দেখায় ব'লে ইংলণ্ডের কেউ কেউ পরীক্ষা ক'রে দেখতে ব'লেছেন তাঁকে রাডলফ ভ্যালেনটিনোর মতোই ভূমিকা দেওয়া যেতে পারে কিনা এবং তাতে তিনি পরলোকগত শ্রেষ্ঠ প্রেমিক-অভিনেতার মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন কি না। যদি রাডলফ ভ্যালেন্‌টিনো জগতে এত সুলভ হ'তো, তবে আজ তাঁর মৃত্যুতে এত নর নারীর বেদনা-বিরহ নিবিড় হ'য়ে থাক্‌তো না।

শ্রীমতী ম্যাড্‌জ্ বেলিসও ফ্যাশানের মোহ এড়াতে পার্‌লেন না,—শোনা যাচ্ছে তিনি হালের মেয়েদের ধারা অনুসরণ ক'রে, তাঁর সুন্দর চুলের গোছা কেটে ফেলেছেন!

একই ছবিতে একই অভিনেতা বা অভিনেত্রী একই ভূমিকায় এক সঙ্গে কি ক'রে অভিনয় করেন তা নিয়ে অনেক গোলে পড়েন। আলোক চিত্রকরের চাতুর্য্যে এটি সম্ভব হয়। স্মৃতির ও পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তন সাধন করে' আলোক চিত্র-শিল্পী একই, "নেগেটিভে" দুবার একই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ছবি নেন।

আমরা আশাকরি ম্যাডান কোম্পানীর নোতুন চলচ্ছবি 'ডানা তাঁদের 'জয়দেব' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' মতোই যশোমণ্ডিত হয়েছে।

উক্ত কোম্পানীর সমস্ত স্বত্ব কেনবার জন্তে বিলাতী ও আমেরিকান চিত্র সঙ্ঘেরা উদ্যত হ'য়েছে শুন্‌ছি।

১০ লক্ষ টাকা এর দর তারা দিয়েছে। প্রকাশ যে আরও বেশী পেলে, কোম্পানী তাঁদের সব অধিকার ছেড়ে দিতে রাজী আছেন। আমরা ভারতীয়দের এত বড় চলচ্চিত্র সঙ্ঘ বিদেশীর হাতে যাওয়ার বিরোধী এবং এমন দুর্ঘটনা ঘটবে না, কামনা করি।

জাপানী নাট্যকলা।

এমন কতকগুলি জাপানী নাটক আছে, যেগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তাদের আখ্যান-বস্তু সাধারণ দর্শক-পাঠকরা খোলাখুলিভাবে বুঝতে পারেন না;—ঘটনা-বৈচিত্র্যে এমনই তারা জটিল ও দুর্ভেদ্য।...তবে, তাদের বাচনিক ইঙ্গিতে ঘটনার কিছু কিছু উপলব্ধি হয় মাত্র।...

এই প্রকারের নাটক কেবলমাত্র সৃষ্ট হ'য়েছে বিদ্বান শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য,—যাঁরা উক্ত প্রকারের ইঙ্গিত সহজেই ধ'রে ফেলতে পারবেন!

জাপান-দেশে যে নাটকের মধ্যে নৃত্য-ছলে ভগবানের প্রতি স্তুতি জানানো আছে, দেশ প্রচলিত কোন ভৌতিক-কাহিনীর ইতিবৃত্ত লেখা আছে, অথবা যুদ্ধ কিম্বা ইতিহাসের বীরত্ব পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেই নাটকই রসিকদের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব'লে স্থিরীকৃত হয়েছে।...

উক্ত নাটকের অভিনয়ের সময়, যে ভঙ্গিমা সকলের চেয়ে বেশী মনোমুগ্ধ করবে, যে নৃত্যগীত প্রাণের উপর বেশ একটা ছাপ রেখে যাবে এবং যে আবৃত্তি হবে খুবই তরল ও স্বাভাবিক,—সেই ভঙ্গিমা, সেই নৃত্যগীত এবং সেই আবৃত্তির অভিব্যক্তিতেই হবে নাট্যকলার চরম বিকাশ!...যদি কোন ব্যক্তির কোন নাটক প'ড়ে, সেই নাটকের জন্য মঞ্চ সজ্জিত করবার কল্পনা-শক্তি থাকে, তাহ'লে তাঁর পক্ষে জাপানী ষ্টেজের বিষয় চিন্তা করা এমন বিশেষ কষ্টকর হবে না!...কারণ, উক্ত ষ্টেজ মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য ষ্টেজ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন!... সেখানকার নাটকীয় কথোপকথন অসম্পূর্ণভাবেই থেকে যায়!...আর,—পূর্ব্বে যা ব'লেছি,—সেখানকার নাটক হচ্ছে—কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সাঙ্কেতিক অবদান!...এই নাটকে অভিনেতৃরা,—কোন প্রেতাত্মা, দেবতা, কিম্বা তরুণী নারীর ভূমিকা অভিনয় করবার সময়,—'মুখোস্' পরে!...কিন্তু তা ব'লে এতে হাসবার কিছু নেই!...জাপানী থিয়েটার যে 'থিয়েটারই', এ কথা মিঃ ইয়েট্‌স্ এবং ক্রেগ্ নিজেরাই স্বীকার ক'রে গিয়েছেন!...১৮৬৮ সালের জাপান-রঙ্গজগতের অভিনেতা Umewaka Minoru ব'লেছিলেন, "আমরা পবিত্র উৎসাহ নিয়েই অভিনয় করি"!...

জাপানী নাট্য-জগতে প্রথমতঃ ঈশ্বর সম্বন্ধীয় নাটক, দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ-সংক্রান্ত নাটক, তৃতীয়তঃ নারী-চরিত্রের নাটক, চতুর্থতঃ চিত্তাকর্ষণ-কারী নাটক, পঞ্চমতঃ উত্তেজনা-পূর্ণ সজীব নাটক এবং ষষ্ঠতঃ রাজা ও তাঁর শাসন-প্রণালীর গুণ-ব্যাখ্যাকারী নাটক-ই আদৃত হ'তো!...

কিন্তু, এত প্রকার নাটকের মধ্যে খাঁটী নাট্য-রসিকরা এবং একটু ভাব-প্রবণ ব্যক্তিরা—মনস্তত্ব-পূর্ণ নাটক অথবা প্রেতাত্মা সম্বন্ধীয় নাটক-ই বেশী পছন্দ ক'রতেন!...

শেষোক্ত প্রকারের নাটকের চরিত্রগুলি থাকতো কেবল প্রেতাত্মার!... এবং, এই সমস্ত প্রেতাত্মার মনস্তত্ব তথা-রসিকদের কাছে খুবই বিস্ময়কর ও কৌতূহল-জনক হ'য়ে উঠতো!...যে সব মঞ্চের উপর এই প্রকারের নাটক অভিনীত হ'তো, তার একটু বিশিষ্ট বিবরণ আছে!...

মঞ্চটী তিন পাশ হ'তে দৃষ্ট হ'তো!...

এবং এটী তৈরী করানো হ'তো,—তিনখণ্ড গাছের গুঁড়ীর তক্তা পাশা-পাশি সাজিয়ে!...

তার প্রচ্ছদ-পটে আঁকা থাকতো একটা গাছ, যেটীকে কখনও স্থানান্তরিত করা হ'তো না!...

এই গাছটী আঁকা থাকতো—মঞ্চের পিছন দিকে দক্ষিণভাগে একটা পটের উপর!...

এবং যেহেতু এর অবস্থিতি ছিল চিরকালের জন্য, সেই কারণে, সকল নাটকের অভিনয়ের সময়েই, সেটী এক-ই ভাবে পরিদৃষ্ট হ'তো!

প্রায় ২৮ বৎসর পূর্ব্বেকার জাপানী-রঙ্গালয়ে অভিনীত,—অধুনা লুপ্ত,—একটী নাটকের পরিচয় দো'বো, যাতে Umewaka Minoru অভিনয় ক'রেছিলেন।..

নাটকটীর নাম শটোবা কোমাচি এর নাট্যকার ছিলেন—Kiyotsugn. নাটকটী অভিনীত হ'য়েছিল ১৮৯৯ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে।...অভিনেতা Umewaka Minoru মুখোস প'রে তরুণী নায়িকা ওনোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন !...

ঐ নাটকের ব্যাপারটী হচ্চে এই :—

দু জন পুরোহিত কোয়োশান থেকে কিয়োটো যাচ্ছিলেন।...পথে, সেট্‌স্থতে তাঁরা ওনো নো কোমাচিকে দেখতে পান।...যদিও ওনো তাঁদের কাছে এক বৃদ্ধা নারী ব'লে প্রতীয়মান হ'য়েছিল, তত্রাচ,—সে ছিল বাস্তবপক্ষে—বহুদিন পূর্ব্বেকার মৃত ওনোর প্রেতাত্মা মাত্র !...পরবর্ত্তী ঘটনা নিম্নলিখিত নাটকখানি থেকেই বোঝা যাবে।...

"শটোবা কোমাচি"।

(নাটক)

—১ম অঙ্ক—

[দৃশ্য—পথ]

ওনো

যৌবন-বয়সে আমার কত গর্ব্ব-ই না ছিল !...আমার মাথায় আঁটা ফুলগুলি ছিল যেন বসন্তের মঞ্জরীর মত !...আমি কথা কইতুম—'নাইটিংগেলের' সুরে...কিন্তু এখন আমি বুড়ী হ'য়ে প'ড়েছি।...ওঃ। একশ' বছরের বুড়ী। ...অত্যন্ত ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত !...একটু বসি, বিশ্রাম করি।...(একটী সমাধি-মন্দিরের কাঠ-নির্ম্মিত পবিত্র বেদীর উপর উপবেশন।)

প্রথম পুরোহিত ওয়াকি

(ওনোর এই অধর্ম্ম-আচরণে ব্যথিত হ'য়ে তাঁর বন্ধু দ্বিতীয় পুরোহিত শিওরকে বললেন) সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে '...চেয়ে দেখ, ঐ ভিক্ষুকটার দিকে। ...সে ব'সে রয়েছে ঐ পুণ্য বেদীটার উপর !...চ'লে যেতে বল ওকে ওখান থেকে !...অন্য কোন জায়গায় গিয়ে ও বসুক !...

ওনো

কিন্তু, তোমার কথা সত্ত্বেও, এটাকে আমি সমাধির বেদী ব'লতে পারলুম না; কারণ এর উপর ত কোন লেখা নেই! এমন কি, বহু-প্রাচীন কোন আঁকার মসী-বিন্দুও দেখতে পাচ্ছি না !...আমি একে সামান্য একটা কাঠ ব'লে মনে ক'রেছিলুম।...

ওয়াকি

সামান্য কাঠ ?...হ্যাঁ, এককালে যখন এ সজীব ছিল, তখন এ সুন্দর সুন্দর ফুল দিয়েছিল !...কিন্তু, এখন ও গুঁড়ি !—শুকনো গুঁড়ি !...কিন্তু এইতেই করুণাময় বুদ্ধের মূর্ত্তি তৈরী হ'য়েছে !...

ওনো

ও! তাহ'লে আমিও একটা গুঁড়ি !...আমারও বুকের উপর ফুল রেখে সমাধি করা হ'য়েছিল !...যাও, যাও !...এখানে দাঁড়িও না !...পবিত্র বেদীর গল্প করো !...

(দ্বিতীয় পুরোহিত এই সময় উক্ত বেদীর ইতিহাস বলতে লাগলো। ...এমন সময় ওয়াকি ওনোর মুখে হঠাৎ কি এক আশ্চর্য্য ভাব দেখে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলো, :—

ওয়াকি

কে তুমি ?...

ওনো

আমি ওনোর ধ্বংসাবশেষ !...আমি হচ্চি—ওনো নো ওশিজেনের মেয়ে !...

ওয়াকি এবং শিওর

ওঃ! কি ভয়ানক অবনতি! ...কোমাচি যখন বেঁচে ছিল, তখন সে ছিল যেন একটা সদ্য ফোটা ফুল !—'কাটুওয়া'র মত নীল তার ভুরু !...রং সে মোটেই মাখতো না !...রাজপ্রাসাদে সে উজ্জ্বল পোষাকে বেড়িয়ে বেড়াতো ! ..স্বদেশী এবং বিদেশী ভাষায় তার গান শোনবার জন্য, অনেকেই তার কাছে যেতো !...

দূর-পাহাড়ের সুন্দর শ্রী ফুটে উঠতো তার চোখে !...নিশীথ-প্রভাতের চাঁদের মত তার ছিল তন্বর শোভা !...তার গলাতে যে ভিক্ষার ঝুলি ঝুলতো, তার মধ্যে থাকতো—গোটাকতক শুকনো মটর !...তার কাঁধে ও পিঠে যে পুঁটুলী থাকতো, সেগুলো পূর্ণ ছিল গাছের শিকড়ে।...সে এগুলোকে কিছুতেই লুকোতে পারতো না।...এখন সে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে...ঘুরে বেড়ায় যেন একটা সচল ছায়া !

ওনো

ছায়া ?...তবে, আমার কথা শোনো !...আমার যৌবন-দিনে শত শত পত্র পেতুম আমি লোকেদের কাছ থেকে !...সেগুলো আসতো—যেন শ্রাবণ ধারার মত ! তখন আমার শির উন্নত ছিল !...আমি কোন পত্রেরই উত্তর দিই নি !...এখন তুমি আমায় একা দেখে বেশই বুঝতে পারছ যে আমার সেই বিগত দিনে একটী সুন্দর তরুণের জন্য আমি কি রকমই অভাবাপন্ন হ'য়ে প'ড়েছিলুম। যাই হোক, শেষে আমার কাছে এলো শশো !...সে আসতো আমার কাছে—চাঁদের আলোয়, আঁধার রাতে, বাদল ঘন সন্ধ্যায়, ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ বেলায়; এবং তুষার-পাতের শব্দ-মুখর গোধূলিতে! ৯৯ বার সে এসেছিল ! তারপর...তারপর সে মারা গেল! ...তার আত্মা আমার চারিদিকে র'য়েছে !...সে আমায় পাগল ক'রে তুলেছে ! পাগল ক'রে তুলেছে !

(উন্মাদের মত পরিক্রমণ।)

[যবনিকা]

প্রাচীন জাপানী-রঙ্গালয়ের আর একটী নাট্য-রত্ন বারান্তরে নাট্য-রসিকদের উপহার দেবার ইচ্ছা রইল।...

শ্রীভারতকুমার বসু।

ব্রিটিশ চলচ্ছবি অভিনেতা।

ব্রিটিশ চলচ্ছবি ব্যবসার যতই কেন দুর্গতি হোক্‌না, আমেরিকায় যে সব ব্রিটিশ নট নটীরা চিত্রজগতে অভিনয়ার্থ প্রবেশ ক'রেছেন, তাঁদের নিন্দার বিষয় কিছুই নেই। তাঁদের কৃতিত্বের ইতিহাস্ বিস্ময়কর। হলিউডে যাকে 'ইংরাজ উপনিবেশ্ আখ্যা দেওয়া হয়, তার মধ্যে অকৃতকার্য্য হওয়ার ব্যাপার একেবারেই নেই—আছে, বিরাট কৃতকার্য্যতার বহু নিদর্শন। ইংরাজের চলচ্ছবিকে আমেরিকা অযত্ন ক'রেছে এ অভিযোগ হয়তো সত্য, তবু ইংরাজ চলচ্ছবি অভিনেতা অভিনেত্রীকে যে তারা কোনদিন্ সমাদর ক'রতে ত্রুটী ক'রেনি এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নেই। আমেরিকার চিত্র-স্রষ্টা ও প্রযোজকরা ব্রিটিশ অভিনেতৃবর্গকে এত ভালবাসেন, যে আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা মাঝে মাঝে ব'লবেন তাঁদের প্রতি আমেরিকার চলচ্ছবি নিয়ন্তাদের পক্ষপাত আছে এমন কল্পনা করা চলে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই পক্ষপাতের নালিশ আমেরিকার চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় কোনো কাগজও রুজু করেন্ নি। ব্রিটিশ ও আমেরিকার অভিনেতা অভিনেত্রীরা তাঁদের কাছে সমান প্রিয় ব'লেই গণ্য হয়েছেন।

যাঁরা বলেন ইংলণ্ডে তৈরী চলচ্ছবিতে কেবল ব্রিটিশ অভিনেতা অভিনেত্রীরাই অভিনয় করবেন, তাঁরা যেন উপরকার ঐ ঘটনাটি স্মরণ করেন। দক্ষ বিলাতী অভিনেতৃ-দল যে আমেরিকায় চ'লে গেছেন এ দোষ ইংলণ্ডের লোকেরেই। নিজের দেশে তাঁরা সম্মান পাননি, অর্থ পাননি, আদর পাননি। যেখানে তাঁরা এ সবের ক্ষেত্র উন্মুক্ত দেখেছেন, সেখানে তাঁরা যাবেনই তো। যাই হোক, ইংরাজ যদি অকৃতজ্ঞ না হন্ তাঁরা খেয়াল রাখবেন, তাঁদের নাট্য শিল্পীদের আমেরিকা কি অনুরাগের সঙ্গেই নিয়েছে।

'বো জেস্ত' (Beau geste) আমেরিকার নোতুন ও প্রথম শ্রেণীর চলচ্ছবি। এতে তিনটি প্রধান ভূমিকা দেওয়া হ'য়েছে তিন জন ইংরাজ অভিনেতাকে, এ খুবই গৌরবের কথা। এই তিন জনের নাম হলো রোনাল্ড কোলম্যান, রাল্‌ফ ফর্ব্বস্ আর ভিক্টর ম্যাকল্যাগলেন; প্রথম দুজন আগা গোড়া, বিশেষতঃ বিলাতী দৃশ্য গুলিতে সু-অভিনয় ক'রেছেন।

'বো জেস্তে' অভিনয় কর্ব্বার আগে থেকেই রোনাল্ড কোলম্যান আমেরিকায় বেশ নাম ক'রেছেন। তিনি সব রকম অভিনয়ই ভালো ক'রতে পারেন তা সে আধুনিক নাট্যই হোক্ বা সে যুগের প্রণয়-ঘটিত তরবারী-ঘাত-কণ্টকিত নাট্যই হোক্। প্রত্যেক প্রধানা অভিনেত্রী নায়ক নির্ব্বাচনে খুব সম্ভব তাঁর কথাই আগে ভাবতেন, যদি তিনি আজ স্বয়ং 'ষ্টার' অভিনেতা হয়ে দুর্লভ না হতেন। তাঁর সব চেয়ে নাম হয়েছে শ্রীমতী ভিলমা ব্যাঙ্কির সঙ্গে অভিনয়ে; অন্যান্য শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সঙ্গেও তিনি অভিনয় ক'রে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রেছেন। লিলিয়ান গিশের সঙ্গে বিয়োগান্ত ও ডোরথি গিশের সঙ্গে মিলান্ত চিত্র নাট্যে, নরমা টালমাজের সঙ্গে জটিল গুরু গম্ভীর নাটকেও কনষ্টান্স টালমাজের সঙ্গে লঘু নাট্য লীলায় অভিনয় ক'রে তিনি বার বার প্রশংসিত হ'য়েছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এ থেকেই পাওয়া যাবে।

রোনাল্ডের প্রধান গুণ হোলো এই যে কি বাস্তব কি অভিনেতার জীবনে মহিলাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার ভাব ও তাঁর বিমোহন নম্রতা সকলেরই মনোহরণ করে। এই জন্যে চিত্র জগতে সকল শ্রেণীর লোকদের কাছেই তিনি আদর পান। কোনো চটকদার বিশেষ ভূমিকা অভিনয় ক'রে তিনি সকলকার কাছে শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে, সকলকে সাহায্য ক'রতে সর্ব্বদাই তৎপর। চলচ্ছবির কাজের জন্যে বিবেক ও শ্রমশীলতার সঙ্গে জ্ঞান সঞ্চয় ক'রতে তিনি নিরন্তর যত্নবান; তাঁর এই গৌরবে সমস্ত ইংলণ্ডের লোকেরই খুসী হওয়া উচিত, বিশেষ ভাবে এই জন্যে যে এই যশোভাগ্যে তিনি বিগড়ে যান নি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

ডাকঘর

শ্রদ্ধেয় 'নটরাজ' সম্পাদক সমীপেষু—

গত পূর্ব্ব হপ্তার 'শিশিরের' রঙ্গালয় স্তম্ভ পড়ে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলুম। কোনও ভদ্রলোক কি এ রকম ভাবে লিখতে পারে? গত কয়েক হপ্তা ধরে এই ধরণের লেখা 'শিশিরে' বের হচ্ছে কিন্তু এবারে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। লেখক কি সাধারণ ভদ্রতাটুকুও জানেন না? অপরের সম্বন্ধে অপমানজনক কথা লিখে ও গালাগালি দেবার জন্য ও নিজেরা দু ভিয়ে বড় হবার জন্যই কি সম্পাদকের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন? সম্পাদকের কর্ত্তব্য কি তা কি

জানেন না? এটা কি শিখিয়ে দিতে হবে? অপরকে ত গায়ে পড়ে খুব উপদেশ দিতে পারেন! অপরকে উপদেশ না দিয়ে নিজে সেই উপদেশানুযায়ী যদি চলেন তা হ'লে উপকার পাবেন, সন্দেহ নেই।

৪ঠা চৈত্র ৩৯শ সংখ্যার 'নাচঘরে' লিখিত হয়েছিল রাজসিংহ, চন্দ্রগুপ্ত, চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে - এই রকম সব নাটক প্রহসনের পক্ষপাতী আমরা নই। 'শিশির' উক্ত কথাটি তুলে দিয়ে বলছেন, 'আমরা পক্ষপাতী 'বিসর্জন', 'পাষাণী' 'মুক্তার-মুক্তি', 'নটীর পূজা', 'গৃহ প্রবেশ' 'শোধ-বোধ', বসন্তলীলে ও চণ্ডীদাসের রামীর"। এই কথাগুলি লিখে 'শিশির নিজের গভীর মূর্খতার পরিচয় দিয়েছেন। বিসর্জন, মুক্তার-মুক্তি, নটীর পূজা, গৃহপ্রবেশ, শোধ-বোধ বোঝবার মত বিদ্যা, বুদ্ধি, কলাজ্ঞান ও কাব্যরসানুভূতি যদি 'শিশিরে'র থাক্‌ত তাহ'লে আর একথা লিখে নিজেদের অজ্ঞতার পরিচয় দিতেন না।

তৃতীয় প্যারাগ্রাফে 'শিশির' লিখেছেন "মুরব্বীদের বিশ্বাস—রাজসিংহ চাটুয্যে বাঁড়ুয্যের ন্যায় নাটক ও প্রহসনের অনুকূল সময় অত ত হইয়া গিয়াছে। (কথাটা 'নাচঘরের') তা গিয়াছে বৈ কি! যে অনুকূল সময়ে রঙ্গালয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ইন্দ্রনাথ, অক্ষয় সরকার গুরুদাসের মত দর্শকের সমাবেশ সম্ভবপর হইয়াছিল, সে অনুকূল সময় আর নাই। এখন যে নলিনী-প্রেতিনী, শচীন-অচিন, নরেন-প্রেমেন, ক্যাঙলা-হ্যাঙলা, ফিরোজা নীরোজা গিরিজার সময়! এখন তাহারা রাজসিংহের মত নাটক বুঝিতে পারিবে কেন? চাটুয্যে বাঁড়ুয্যের মত প্রহসন তাহাদের কি ভাল লাগে?" নলিনী বাবু প্রভৃতি ত আর 'শিশির' সম্পাদকের মত গোমূর্খ নন যে রাজসিংহের মত নাটক বুঝতে পারবেন না। রাজসিংহ যে খারাপ এমন কথা নলিনী বাবুরা বল্‌ছেন না। নলিনী বাবুদের ত আর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেনি যে তাঁরা রাজসিংহকে রাবিশ নাটক বলবেন। (তবে 'রাজসিংহ' যে প্রথম শ্রেণীর নয় একথা আমি স্বীকার করি ও নলিনীবাবুরাও করেন। বঙ্কিম চন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' কৃষ্ণকান্তের উইলের' কাছে 'রাজসিংহ' দাঁড়াতে পারে না)

নলিনী বাবুরা বল্‌ছেন না যে 'রাজসিংহ' রাবিশ, তাঁরা বলতে চেয়েছেন ঐ বইয়ের অভিনয় এ যুগে চলবে না। ঐ বইয়ের অভিনয় করে দর্শক আকর্ষণ করা যাবে না। এই সোজা কথাটা 'শিশির' বুঝতে পারলেন না। তৃতীয় প্যারার শেষে যে কথাটা লিখেছেন সেটা 'শিশিরের' সম্বন্ধে পুরাপুরি খাটে। "তাবৎ শোজা পাইতেছ, শোজা পাও—কথা কহিয়া নিজেদের স্বরূপ আর প্রকাশ করিও না।

চতুর্থ প্যারা'র প্রথমেই শিশির লিখেছেন 'এই নবেজান নাচিয়ে বিবি-জানরা গতবারে লিখিয়াছিলেন—এ কি রকম কথা। কোন ভদ্রলোক ভদ্রলোকের সম্বন্ধে এ রকম করে লিখতে পারেন?

আর এক জায়গায় লিখেছেন—'তোমাদের মত নির্জীব নপুংসক লেখক-দের সহিত উঞ্ছবৃত্তি করিতে আমাদের ঘৃণাই হয়।' নলিনী বাবুদের সঙ্গে 'শিশির' উঞ্ছবৃত্তি করতে চাইলেও তাঁরা করবেন না, এটা শিশির জেনে রাখুন।

আর এক জায়গায় লিখেছেন 'তোমাদের সেই নারীজন-লাঞ্ছিত চেহারা, সেই না কি স্বর, সেই ন্যাকা যুক্তির কথা মনে পড়িলেই, তোমাদের প্রতি ক্রোধের পরিবর্ত্তে আমাদের করুণারই সঞ্চার হয় মাত্র'। 'শিশিরের' দেখছি একটা ভুল ধারণা আছে। 'শিশিরের' মতে কি পুরুষের কণ্ঠস্বর তেমন হওয়া উচিত যা শুনলে মনে হবে বাজ পড়ল বা সিংহ হুঙ্কার দিয়ে উঠল। যে সুন্দরের উপাসক সে চায় ও চেষ্টা করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে। মেয়েলি বা পুরুষালি আবার কি? পুরুষ ও নারী,উভয়েরি কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হওয়া উচিত। আর নলিনী বাবুদের ন্যাকা যুক্তির এক কণাও 'শিশিরের' যদি থাকত, তাহ'লে আর এরকম যুক্তিহীন কথা লিখিতেন না।

কিছুতেই নলিনী বাবুদের সমকক্ষ হতে পারছেন না বলে তাঁদের ওপর 'শিশিরে'র আক্রোশ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

অনেক দিন থেকেই 'শিশির' নলিনীবাবুদের সম্বন্ধে অসম্মানজনক কথা লিখেছেন। "যে অভদ্র তার সম্বন্ধে লিখিলে নিজেদেরি খেলো করা হয়;" এই কথা ভেবেই তাঁরা এতদিন নীরব ছিলেন। কিন্তু 'শিশিরই' তাঁদের নীরব থাকতে দিচ্ছেন না। শিশির এই কথাটা মনে রাখবেন 'নলিনী বাবুরা মানুষ হিসাবে তাঁর চেয়ে অনেক উচ্চ। আর তাঁদের কাগজের মত ভদ্র কাগজ আমাদের দেশে সুলভ নয়। 'নাচ ঘরের' যে সুন্দর ছন্দ লত, সজব ভাষা সম্পদ আছে, সে সম্পদ আর কোনও সাপ্তাহিকের নেই।

'চিরকুমার সভার' একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করে দিয়ে নিরস্ত হলুম। 'শিশির' বিনা যদি নলিনী নক্ষত্র সম্বন্ধে কল্পনা করে তাহলে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। শিশিরেরই অনিদ্রা রোগ জন্মাতে পারে।

ইতি—

কুমারী মমতা মিত্র

৬এ, ভায় ঘোষ লেন, কলিকাতা।

নটরাজ

১৯শে চৈত্র, ১৩৩৩

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বাৰ্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২রা বৈশাখ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

সকলকে আমরা নব বর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

•

রবীন্দ্রনাথের নোতুন নাট্য-কাব্য 'নটরাজ', আগামী আষাঢ় মাসে প্রকাশিতব্য 'বিচিত্রা' নামক নোতুন মাসিকপত্রে ছাপা হবে।

•

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল 'ষ্টারে' যোগ দিয়েছেন—দানীবাবুও এ মাস থেকে আবার অভিনয় ক'রবেন ব'লে প্রকাশ। অহীন্দ্রবাবুর দিকের পাল্লা এখনো কিন্তু বেশী ভারি রইলো।

•

এইতো হয় মুস্কিল। কোনো রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা. চ'লে গেলে, রঙ্গালয় বন্ধ হয়না—অভিনয়ও চলে। তবে যে সব বিশেষ বিশেষ, বইয়ের 'অভিনয়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ বিশেষ অভিনেতা প্রিয় হ'য়ে উঠেছেন—যে সব ভূমিকায় তারা তাঁদেরই দেখতে চায় আর যে সব ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে আর কেউ পারেনা, সেখানেই হয় গোলোযোগ—সেখানেই বোঝা যায় তাঁদের অভাব।

•

শিশিরকুমারের অভাবে যেমন 'সীতা' 'রঘুবীর' 'আলমগীর' অভিনয় হওয়া

সম্ভব নয়, অহীন্দ্রবাবুর অন্তর্দ্ধানে তেমনি 'গৃহ-প্রবেশ' 'শোধবোধ' প্রভৃতির অভিনয়ও অচল হবে।

•

'অন্তর্দ্ধান' কথা আমরা ইচ্ছে ক'রেই ব্যবহার ক'রেছি। অহীন্দ্রবাবুকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা—সেই সঙ্গে আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা শুনছি, যিনি কোনো রঙ্গালয়ের অভিনেতা না হ'লেও, নেতা ছিলেন।

•

আমরা 'নাট্যমন্দিরে' 'কুঞ্জ ও দরজীর' অভিনয় দেখে এসেছি। নৃপেশ বাবুর, অমিতাভ বাবুর আর ব্রজবাবুর অভিনয় আমাদের ভালো লেগেছে। অতক্ষণ মৃতবৎ অবস্থান করা ও আড়ষ্ট হ'য়ে থাকায় ব্রজবাবু নিপুণ কসরতের পরিচয় দিয়েছেন। মৃতকে খাড়া রাখবার উদ্দেশ্যে নৃপেশবাবুর বিবিধ চেষ্টা ও তার ভগ্নী এবং স্ত্রীর একান্ত বাধ্য হকিম-স্বামী রূপে অমিতাভ বাবুর আবদারের রকম সকম আমাদের খুব কৌতুকপূর্ণ মনে হ'য়েছিল। শ্রীমতী সুশীলাও স্ত্রীর ভূমিকায় সরস অভিনয় করেছেন।

•

কিন্তু যেমন এই অভিনয়ে তেমনি অন্যান্য অভিনয়েও, আমরা গেল ক'সপ্তাহ নজর করে আসছি যে কি সখীসঙ্ঘের কি অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর গানের 'কথা' একেবারেই বোঝা যায়না। এজন্যে গায়ক গায়িকারা ও রঙ্গ-কর্তৃপক্ষেরা সকলেই দায়ী।

•

পাঁচজন অভিনেত্রী ছাড়া (নাম অপ্রকাশিত থাক্) ক'লকাতার রঙ্গালয়-গুলিতে কারুর উচ্চারণ ও বাণী স্পষ্ট ও শুদ্ধ নয়—অল্পবিস্তর জড়িমায় ভরা। তার উপর ভিতর থেকে যাঁরা সঙ্গত করেন তাঁরা এত জোর বাজনা বাজান যে গানকে তা একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ ক'রে মারে। যতরকম বাজনা তাঁদের হাতের কাছে থাকে, সে সবই তাঁরা প্রাণপণে বাজান।

•

রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষরা কি ক'রে এ বিষয়ে বধির ও অন্ধ হ'য়ে থাকেন তা বুঝতে পারিনা। সমস্ত দর্শকদের যা প্রাণে লাগে, যার মুখর ভর্ৎসনা তারা সমস্বরে জানায়, কর্তৃপক্ষদের পক্ষ থেকে তা পরিহার বা পরিবর্ত্তন করবার কোনো চেষ্টাই দেখা যায়না।

•

একজন রঙ্গাধ্যক্ষ আমাদের সেদিন ব'লেছিলেন যে গায়ক গায়িকাদের কণ্ঠস্বর এত খারাপ যে তা ঢাকবার ব্যবস্থা করাই উচিত। তা যদি হয় তো গান একেবারে বন্ধ ক'রে দেওয়াই ভালো। গানের কথা যদি না কানে পৌঁছয়, প্রাণ তার রসগ্রহণ ক'রবে কি ক'রে, মনে তা মুদ্রিত হবে কি উপায়ে?

•

সখীসঙ্ঘের গান অধিকাংশ দর্শকই পছন্দ করেনা, এর প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি ও পাচ্ছি। এই অবস্থায় সে গান যদি বোঝা না যায় বা তার আধিক্য হয় কিম্বা তা যথাস্থানে সন্নিবেশিত না হয়, তো ব্যাপার শোচনীয় হ'য়ে ওঠে।

•

'চণ্ডীদাসে' নিত্যার গানের পর সখীসঙ্ঘের গান নিত্যার গানের সমস্ত যাদু মুহূর্ত্তেই নষ্ট ক'রে দেয়—তার সমস্ত লালিত্যকে কোলাহলের চণ্ড আঘাতে হত্যা করে। আমরা এ সম্বন্ধে আগেও লিখেছিলুম—কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমাদের মন্তব্যকে শুভাকাঙ্ক্ষীর সৎপরামর্শ না ভেবে তার ব্যতিক্রমই ক'রছেন।

•

'আত্মশক্তি' খবর দিয়েছেন যে শ্রীযুক্ত হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী এদেশে জাতীয় নাট্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্‌যোগী হ'য়েছেন। তাঁদের সংকল্প সিদ্ধ হোক্। হারীন্দ্রনাথ শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর ভাই।

•

'নাট্যমন্দিরে'র তরুণ নট জয়নারায়ণ বাবু 'ষ্টার' রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েছেন জানলুম—প্রকাশ যে এই রঙ্গমঞ্চে অচিরেই অন্যান্য নব-নিযুক্ত অভিনেতা অভিনেত্রীর সমাবেশও হবে।

•

পাবনার অন্তর্গত পর্জ্জানার ভাদুড়ী জমিদারদের বাড়ী বাসন্তী পূজোপলক্ষে সমারোহ উৎসব হ'য়েছিল। হাটখোলার যাত্রার দল কৃতিত্বের সঙ্গে 'শৈশব সাধনা' ও 'ভাগ্যদেবী' অভিনয় ক'রেছিলেন। 'সীতা'র অভিনয়ে রামের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অহিভূষণ সান্যাল খুব ভালো অভিনয় ক'রে সকলের প্রশংসা পেয়েছেন। প্রযোজন ও অভিনয়-শিক্ষা যে সুন্দর হ'য়েছিল তাও অহিভূষণের গুণে।

•

"নরানাং মাতুল-ক্রমঃ"—অহিবাবু এখানকার 'নাট্যমন্দিরের' লোকান্তরিত প্রসিদ্ধ অভিনেতা ললিতমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের ভাগিনেয়। উৎসবে বহু মুসলমান ভাইরাও নিমন্ত্রিত হ'য়ে এসেছিলেন। সমস্ত কার্য্যই নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হ'য়েছে। 'সীতার' অভিনয় এত চমৎকার হ'য়েছিল যে ক্ষুদ্র স্থানে দর্শকদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট হ'য়েছিল। বিশেষ অনুরোধে পর্জ্জানায় গেল বৃহস্পতিবার 'সীতার' পুনরভিনয় হ'য়ে গেছে।

•

আগামী ৬ই মে বীণাপাণি সম্মিলনীর সভ্যেরা মনোমোহন নাট্যমঞ্চে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "চন্দ্রশেখর" নাটক অভিনয় করবেন। সমিতির সম্পাদকের অনুরোধ পত্রে আমরা অভিনয়ের মহলা দেখতে গেছলুম। অভিনয় কি ভাবে হবে তাহা এখন বলতে পারিনা। তবে আয়োজন মন্দ দেখলুম না। পুরাতন অভিনেতার মধ্যে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দে এম-বির নবাব, শ্রীমান্ অমিয়-নাথ দে বি-এস-সি-বি-এল এর, প্রতাপ, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার বিশ্বাসের দলনী, শ্রীযুক্ত ললিতমোমন সের, রামচরণ। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের বিশ্বাস, প্রভৃতির ভূমিকার মহলা আমাদের মন্দ লাগল না। এবার একটী নোতুন অভিনেতাকে শৈবলিনীর ভূমিকা মহলা দিতে দেখলুম। আমাদের কিন্তু তাঁর মহলা বেশ ভালো লাগল না। সম্মিলনীর সু-অভিনেতা শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ ও ডাঃ শ্রীযুক্ত শেখরনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এস সি, এম-বিকে কোনো ভূমিকার মহলায় দেখলুম না। আমাদের মনে হয় "চন্দ্রশেখর" ও 'সুন্দরী'র অংশে এই দুই অভিনেতাকে নামালে ভালো হ'ত। বহুদিন এঁদের কোনো অভিনয়ে দেখা যায় নি। দেখা যাক এবার এঁরা কি করেন। আশা করি এঁরা পূর্ব্বের সুনাম "চন্দ্রশেখরে" বজায় রাখবেন।

চিত্র-জগৎ

কুসংস্কারকে যতই আমরা দূরে ঠেলে রাখতে চাই, সে মাঝে মাঝে তার অদ্ভূত কাজ দেখিয়ে আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। ডেরিয়স্ (Dareos) নামক হলিউডে একজন জ্যোতিষী আছেন যাঁর কাছে ভাগ্যগোণাতে যায়না এমন অভিনেতা বা অভিনেত্রী সেখানে নেই। তাঁর ভারি নাম আর ভারি পসার। তিনি রাডল্‌ফ্ ভ্যালেণ্টিনোকে ব'লেছিলেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের পর আর তাঁদের সাক্ষাত হবেনা। তিনি ব'লেছিলেন চার্লি চ্যাপলিনের বিয়ে কখনো সুখের হবেনা। মারি প্রেভোষ্টকে তিনি বিয়োগের ইঙ্গিত জানিয়ে-

ছিলেন—তার কিছুদিন পরে ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি এইরকম সব মোক্ষম মোক্ষম গণনা দ্বারা সকলেরই বিশ্বাসভাজন হ'য়েছেন। উইলিয়াম বয়েডের ভবিষ্যত সমুজ্জ্বল তিনি একথা ব'লেছেন, এলিনর ফেয়ারের সঙ্গে তাঁর মিলন সুন্দর হ'য়েছে ও সুখের হবে এমনও তিনি ব'লেছেন। তাঁর সব চেয়ে বিস্ময়কর ভবিষ্যবাণী হ'চ্ছে প্রসিদ্ধা ফরাসী দেশীয়া অভিনেত্রী জেট্টা গুডল সম্বন্ধে। ডেরিয়স বলেন মঠের সন্ন্যাসিনীরূপে তাঁর জীবনের অবসান হবে। ডেরিয়স সাহেব দেখছি হলি উডের হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

•

'মেয়ে ঘোড়সওয়ার' (Mlle Jockey) শ্রীমতী বিবি ড্যানিয়েলসের পরের ছবির নাম। এখন তাঁর যে ছবি হ'চ্ছে তার নাম 'ট্যাক্সিতে চুমো' (A kiss in the taxi)

•

'সোনার যৌবন' (Golden youth) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত রিচার্ড বার্থেলমেস ও শ্রীমতী লয় মোরান যথাক্রমে নায়িকা ও নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন। রুরিটানিয়ার রাজকুমারের সঙ্গে একজন আমেরিকান কিশোরীর প্রণয়-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে এই ছবিটি তৈরী।

•

'অতীতের কুহেলিকা' (Mists of the past) আর একখানি নোতুন ছবির নাম। শ্রীমতী ক্যারিনা বেল ও শ্রীযুক্ত এইনার হ্যান্সান এতে প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীমতী আইরিন রিচ্ এবং শ্রীযুক্ত ভিক্টর ভারকনি ও হার্ন্টি গর্ডন সম্প্রতি একখানি চিত্রনাট্যে অভিনয় ক'রেছেন। তার নাম 'রেশমী শিকল' (Silken Slackles)

•

শ্রীযুক্ত জেসি ল্যাসকি ব'লেছেন যে বাস্তবতাপূর্ণ চলচ্চিত্রের কাল আর নেই। তিনি নির্দ্ধারণ ক'রেছেন যে এখন লোকে কেবল 'রোম্যান্স' ঘটিত মিলনান্ত চিত্রনাট্যই চায় আর তাঁদের চিত্রসঙ্ঘ এখন থেকে সেই রকম ছবিই তৈরী ক'রবেন।

•

"ঈশ্বর ভোলা মানুষ" (The man who forgot God) ব'লে ছবিটি শীঘ্রই বিলাতে দেখানো হবে। এতে শ্রীযুক্ত এমিল জ্যানিং সের সঙ্গে শ্রীমতী বেল বেনেট অভিনয় ক'রেছেন। জ্যানিংসের এইটিই হোলো প্রথম আমেরিকান ছবি।

•

শ্রীমতী স্থালি ও' নীলের বোন স্যু (Sue) অভিনয় ক্ষেত্রে কিটী কেলি আর শ্রীযুক্ত আর্নেষ্ট গিলেন, ডোনাল্ড রীড নামে পরিচিত হবেন। গেল বছর শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস ফিনি ডোনাল্ড কীথ নাম নিয়েছেন।

•

শ্রীমতী এনিড বেনেট্ একদিন নিউ ইয়র্কের কোনো সওদাগরী আফিসের 'টাইপিষ্ট' ছিলেন কিন্তু বিধাতা যাকে বড় অভিনেত্রী হবার জন্যে জগতে এনেছেন তার অন্য কাজ করা চলবে কেন? স্থানীয় মহিলা 'টাইপিষ্ট'রা নিরাশ হবেন না॥

•

ব্রায়ান এ্যাহার্ন নামক যে তরুণ ব্রিটিশ চিত্রাভিনেতা ধীরে ধীরে নাম ক'রছেন তাঁকে আবিষ্কার ক'রেছিলেন সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী ভায়োলেট ভ্যানব্রু (Violet Vanbrugh)

—

কেইয়ে কোমাচি

(নাটক)

দৃশ্য—"যামাশিরো।"

চরিত্র।

(১) শিটে—ওনো-নো—কোমাচির প্রণয়ী শশোর্ প্রেতাত্মা।

(২) ওয়াকি—একটী পুরোহিত।

(৩) শিওর—ওনো—নো—কোমাচি।

ওয়াকি

আমি 'যাশি' গ্রামের একজন পুরোহিত। এই স্থানে প্রত্যহ এক কুৎসিৎ-বর্ণা তরুণী নারী ফল এবং জ্বালানি কাঠ নিয়ে আসে। যদি সে আজ এখানে আসে, তা হ'লে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করবো, সে কে?

শিওর

'ইচিহারানো' দেশের অধিবাসিনী আমি; 'যাশি'তে অনেক ধনী লোকের বাড়ী আছে। আমি সেথানে ফল এবং কাঠ নিয়ে যাই, উপস্থিত সেই খানেই যাচ্ছি।

ওয়াকি

তা হ'লে, তুমিই সেই নারী! তোমার কাছে কত রকমের ফল আছে?

আমার কাছে আছে—খেজুর, কিস্‌মিস্‌, সফেদা, ছোট—বড় কমলালেবু, আর, 'টাচিবেনা'র একটা গুচ্ছ!…এগুলো আমাকে সেই বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়!

ওয়াকি

আচ্ছা বেশ। কিন্তু, তুমি—কে?

শিওর

(স্বগতঃ) আমি একে এখন তা ব'লতে পারি না!…

(প্রকাশ্যে) আমি একজন সামান্য নারী!

'ইচিহারা'র গভীর বনমাঝে তৃণের কুটীরে আমার নিবাস!

(অদৃশ্য হওন।

ওয়াকি

কী অদ্ভুত ব্যাপার!…আমি একে ওর নাম জিজ্ঞাসা করলুম। কিন্তু ও তা বললে না!…শুধু, 'ইচিহারার সাধারণ এক নারী'—এই কথা বলেই, যেন কুহেলীর মত কোথায় মিশিয়ে গেল!…যাই হোক্, যদি তুমি 'ইচিহারা'তেই গিয়ে থাক, তা হ'লে তুমি 'শুশুকি'লতার গুল্ম-রাজির মধ্যে সঞ্চালিত বাতাসের মুখে সেই কটী বাণী শুনতে পাবে,—ওনো—নো—কোমাচি যাকে ফুটিয়েছিল তার কবিতার মধ্যে এই দুটী অক্ষরের ভিতর:—"যতদিন এই 'শুশুকি' লতার পাতা সজীব থাকবে, ততদিন আমি বাতাসকে পর্য্যন্ত জানতে দোবো না যে, আমার নাম—ওনো!…"…এখন আমি নিঃসন্দেহে বল'তে পারি যে, এই নারীই সেই ওনো, অথবা, তার প্রেতাত্মা!…আমি এখনই যাবো 'ইচিহারা'র তারপর স্তুতিতে তাকে আবাহন ক'রবো!…

কোরাস্ (৪)

(দৃশ্য পরিবর্ত্তন জানিয়ে এবং পুরোহিতের কার্য্য ব্যক্ত ক'রে)

সংকল্প মত পুরোহিত তার কুটীর ছেড়ে' 'ইচিহারায় গেল এবং সেই নারীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা ক'রতে লাগলো।…

শিওর

(লতা-গুল্ম হ'তে যখন পুরোহিতের সঙ্গে কথা কইছিল, সেই সময়ে তার বাণী শ্রুত হ'লো) তোমার এই স্তুতির মধ্যে শুভ আকাঙ্ক্ষা আছে প্রচুর!… তা, আমাকে কি তুমি বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতে পারবে…

---

* "কেইয়ে কোমাচি- যাত্রা-পথে কোমাচি। এই নাটকখানি জাপানী অভিনেতা Umewaka Minoru কর্ত্তৃক ১৮৯৯ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে অভিনীত হয়।… এর প্রতিপাদ্য বিষয়টী হচ্ছে এই যে, জীবন-বেলার শশো কিছুতেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেনি। তাই, মৃত্যুর পর, তার এবং তার প্রণয়িণী ওনোর আত্মা কখনো মিলিত হয়নি। পরে, এক ভ্রমণশীল পুরোহিতের কৃপায়, তারা সম্মিলিত হ'লো।

(১)-নায়ক বা প্রধান চরিত্র।

(২)-অতিথি। সাধারণতঃ ভ্রমণশীল পুরোহিতকেই বুঝায়।…

(৩)-নায়কের সঙ্গী।—

(৪)—এই প্রকারের কোরাস্—'নো' বা জাপানী ক্লাসিক—নাট্যের বিশেষত্ব।

শিটে

(শশোর প্রেতাত্মা)

ও কাজ করবার এখন সময় নয়।...ফিরে যাও।.. বড় অশুভ মূহুর্ত্তে তুমি বেরিয়েছ!

শিওর

পুরোহিতের স্তুতি ছিল অতি সুন্দর।...নহিলে, সহজে কি আমি এখানে আসি?...

শিটে

তোমাকে বুদ্ধের প্রতি অনুরাগী দেখে, বাস্তবিকই আমি অতি দুঃখিত! তুমি আমাকে একলা ক'রে রেখেছ!...নিশিদিন আমি নরকের কালো নদীতে ভেসে' ভেসে' বেড়াই!...পুরোহিতের ওই একটুখানি কোমল স্তুতিতে তুমি অভিভূত হ'য়ে প'ড়েছ,—তোমার্ সুখের স্বর্গে শান্তির স্বপন্ দেখতে!...আর, আমি সেই বিজন, বীভৎস স্থানে প'ড়ে আছি শুধু—যুগান্তের ব্যথা সইতে!... জান কি তুমি, ওই পুরোহিত কেন তোমায় এত স্তুতিতে তুষ্ট ক'রছে?...সে শুধু তোমাকে আমার কাছ থেকে বিছিন্ন ক'রে নিয়ে যেতে!...তার ওই ভক্তির পবিত্রতা কি আমার এই ভীষণ অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ক'রতে পারবে?

শিওর

তুমি যে ভুল বুঝছ, প্রিয়!...তুমি শুধু তোমার নিজের সুখটাই চাইচ!... আমার মন কিন্ত শুভ্র জ্যোৎস্নার মতই অম্লান! ..

কোরস

সে (শিওর) লতা-গুল্ম হ'তে বেরিয়ে আস্‌ছে!...

[অর্থাৎ তার প্রেতাত্মা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রছে।]

এমন কি কিছুই নেই, যা তোমায় ফেরাতে পারে?...

শিওর

বিশ্বাস—ঠিক পাহাড়ের উপরে বন্য হরিণের মত!...যতক্ষণ না তুমি তাকে ডাক্‌বে, ততক্ষণ সে থাম্‌বে না!...

শিটে

তা হ'লে আমি তোমার বুকের কুকুর হ'য়ে থাক্‌বো!...তোমার কাছ থেকে তখন আর বিতাড়িত হ'বো না!...

শিওর

কি ভয়ঙ্কর! কি ভয়ঙ্কর এর মুখখানা হ'য়ে উঠছে। (৫)

(৫)—শশো—ভক্তি—পূর্ণ বা অনুতপ্ত হৃদয়ে এই বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবে না।

কোরাস্

সে (শশো) তার (ওনোর) বসন প্রান্ত ধ'রেছে!...

ওয়াকি

(শশো আর ওনোকে মায়াচ্ছন্ন ক'রে)

তুমিই কি ওনো-নো-কোমাচি?...আর তুমি—শশো? তুমিই কি ওনোর কাছে একশো রাত্রি অভিসারে এসেছিলে?...তুমি কি আমায় তা দেখাতে পার?...

[শশো আর ওনোর নৃত্যারম্ভ!...

নর্ত্তন-ছলে শশোর আগমন-ভঙ্গী প্রদর্শন!...]

শিওর

আমি জানতুম না যে, আমার জন্য তোমার এত-আকুলতা!...

শিটে

একশো রাত্রি তোমার কাছে যেতে ব'লে তুমি আমায় প্রতারণা ক'রেছ!... আমি প্রথমে ভেবেছিলুম যে, এইটাই তোমার মনের কথা! তাই, আমার গাড়ী নিয়ে তোমার কাছে গিয়েছিলুম!

শিওর

আমি ব'লেছিলুম, "তোমার মূর্ত্তিটাকে একটু অন্য রকম ক'রে এস! না ত, লোকেরা তোমায় দেখতে পেয়ে নানা প্রকারের কথা কইবে!..."

আমি আমার গাড়ী বদ্‌লে ছিলুম!...তারপর, যদিও 'কোহাটা'তে আমার তেজস্বী ঘোড়া ছিল, তত্রাচ আমি হেঁটেই এসেছিলুম!...

শিওর

তুমি সব সময়েতেই আসতে!...

শিটে

চাঁদের আলোয় পথে তখন অন্ধকার থাক্‌তো না!...

শিওর

তুমি তুষার পাতের সময়েতেও আসতে!...

শিটে

হাঁ; আজও আমার বেশ স্মরণ আছে,—সেই সমস্ত তুষার-কণা আমি আমার বসন থেকে ঝেড়ে ফেলতুম!...

শিওর

আর, বৃষ্টির রাতে!...

শিটে

বৃষ্টির মধ্যে সেই দানবটাই ছিল আমার অদৃশ্য আপদ!

শিওর

আর যখন আকাশ ছিল মেঘ-হারা—

শিটে

আমার চোখে তখন থাকতো অজস্র অশ্রুর বন্যা!...

শিওর

তারকার আলো আমার কাছে সব চেয়ে বেশী ভয়ের বস্তু ছিল!...

শিটে

আমি তাকে চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে বলেছিলুম!...কিন্তু, সে তা করেনি!...

কোরাস্

প্রভাত! প্রভাত সমস্ত চিন্তার প্রশস্ত সময়! ..

শিটে

হাঁ; আমার কাছে!...

কোরাস্

যদিও পাখী ডেকে উঠবে, যদিও ঘন্টা বাজবে, এবং যদিও সেই রাত্রি আর ফিরে আসবে না,—তবুও তাতে আর তার (ওনোর) কিছুই ক্ষতি হবে না···

শিটে

অনেক ঝঞ্ঝার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে—

কোরাস্

৯৯ বারের রজনীতে আমি গিয়েছিলুম! আর আজ একশততম রাত্রি! যে রাত্রির আশায় সে আকুল হ'য়ে উঠেছিল, সে রাত্রি আজ সার্থক হ'য়েছে, দ্রুত সে চলেছে।···অঙ্গে তার ওকি বসন?···

শিটে

'কাসা' তার অতি জীর্ণ। ···জামাটা শত ছিন্ন।

কোরাস

টুপীটা মলিন হ'য়ে গেছে।···

শিটে

তার ভিতরকায় জামাতে আর কিছুমাত্র পদার্থ নেই।

[এইগুলি নির্দ্দেশ ক'রেছে—শশোর ছদ্মবেশকে, আর তার মলিন প্রেত-মূর্ত্তিকে।...হঠাৎ, অপার্থিব, উজ্জ্বল এক আলোকপাতে দৃষ্ট হলো,—শশো তার ছদ্মবেশের অন্তরালে পরিধান করে র'য়েছে এক মনোহর পোষাক।···]

কোরাস

সে এসেছে এক অতুলনীয় পোষাক প'রে।···

সে এসেছে ফুলে ফুলে সুন্দর হয়ে!

সে নিশ্চয়ই শশো!···

শিটে

সে যাকের সৌন্দর্য্য তার—

কোরাস্

নীলার আভায় সার্থক হয়ে উঠেছে!...সে ভেবেছিল, ওনো তার আসার অপেক্ষায় থাকবে!...

শিটে

এখনকার মত, আমি তার কাছে তখন যত শীঘ্র সম্ভব গিয়েছিলুম!...

কোরাস্

(শশোর চিন্তা ব্যক্ত ক'রে)

যদি সে আজ আমাকে তার পেয়ালা ভ'রে 'চাঁদের সুধা'ও পান করাতে আসে, তা হ'লেও আমি তা গ্রহণ করবো না।...বুদ্ধের কাছে নিয়ে যাবার জন্য এ এক অভিনব চাতুর্য্য!...

কোরাস

(শেষের অভিব্যক্তি ব্যক্ত ক'রে)

দুজনারই পাপ মিলিয়ে গেছে!···উভয়েই বুদ্ধের শিষ্য হ'য়েছে!—কোমাচি আর শশো! কোমাচি আর শশো!...

[যবনিকা।]

শ্রীভারতকুমার বসু

ব্রিটিশ চলচ্ছবি অভিনেতা

রোজগারের দিক দিয়ে দেখ্‌লে, শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ ফর্বসও বো জেষ্টে অভিনয় কর্‌বার পর থেকেই তাঁর গুণের যোগ্য প্রতিদান পেয়েছেন, ব'ল্‌তে হয়। ফর্ব্‌সের এখন বেশ প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে, তাঁর কৃতিত্বের অনুরূপ ভূমিকা পেলে তাঁর যশঃ বজায় থাকবে ও হলিউডে ইংরাজ অভিনেতার সুখ্যাতি হবে, এমন আশা করা যায়। এখন 'উ সাহেব' (Mr. wu) নামক ছবিতে ইংরাজ প্রেমিকের ভূমিকায় তাঁর চলচ্ছবি নেওয়া হ'চ্ছে।

যে সব ব্রিটিশ অভিনেতারা আমেরিকায় নাম ক'রেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ভিক্টর ম্যাক্‌লাগলেনের বিবরণ সব চে'য়ে মনোমুগ্ধকর। ফ্র্যাঙ্ক গডার্ডের সঙ্গে মুষ্টি যুদ্ধে হেরে যাবার পর তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বলেন যে তিনি যেন চলচ্চিত্র অভিনেতা হন। ম্যাকল্যাগলেন হেসে বলেন 'জীবনে অনেক কিছুই ক'রেছি কিন্তু অভিনেতা রূপে আমি কিছুই ক'রতে পারবো না। তখন সুন্দর চেহারার ছোকরা অভিনেতাদেরই পসার ছিল সুতরাং ম্যাক্‌-ল্যাগলেনের উক্তির ভিত্তি ছিল! তিনি দেখতে সুন্দর ছিলেন কিন্তু 'ছোকরা' তাঁকে বলাই চল্‌তোনা। কিন্তু যে শক্তিতে তিনি জ্যাকজন্‌সনের সঙ্গে মুষ্টি-যুদ্ধ করেছিলেন, সেই রকম শক্তির বলেই চিত্রাভিনয়ে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বদলন ক'রে জয়ী হ'য়েছিলেন।

'ভিটাগ্রাফ চিত্রসঙ্ঘের পিয়ার্সন সাহেবই প্রথম তাঁকে অভিনেতা হবার পরামর্শ দেন। 'পথের ডাক' (The Call of the road) নামক ছবিতে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ঘটে। তিনি নোতুন হলেও এই প্রথম অভিনয়ে বেশ নাম করেন এবং বন্ধুরা তাঁকে সে কথা ব'ল্‌লেও তখনও তিনি ঠিক বুঝতে পারেননি যে অভিনয় জীবন তাঁর সফল হবে। 'গৌরবের কত দাম!' (what price glory) নামক ছবিতে কাপ্তেন ফ্ল্যাগের ভূমিকাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠ যশোলাভ হয়।

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ চলচ্ছবি অভিনেতাদের মধ্যে এই কজনের নামও উল্লেখ যোগ্য। রেজিনাল্ড ডেনি, হেন্‌রি ভিক্টর, ক্লাইভ ব্রুক, জর্জ্জ আর্থার, হেন্‌রি ভাইবার্ট, সিড চ্যাপলিন ও জর্জ্জ হ্যারিস্।

আর নাম করা উচিত সর্ব্বজন বিদিত হাস্যরসিক শ্রীযুক্ত চার্লি চ্যাপলিনের।

ব্রিটিশ অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম কর্‌বার মতো আছেন দুজন, শ্রীমতী লিলিয়ান রিচ ও শ্রীমতী ডোরাথ ম্যাকাইল!

ইংলণ্ডে যে আজ ভালো অভিনেতা নেই তার কারণ ইংরাজের অভিনয় নৈপুণ্যের দুর্দ্দশা নয়—সেখানকার জনসাধারণের রসানুভূতির অভাব।

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

বৈদেশিকী

গ্রীক্ রূপকের উৎপত্তি :-

মদের দেবতা ডায়োনিসাস্-এর পূজা-উৎসবের দৃশ্য হ'তে গ্রীক্‌রূপকের (Greek Drama) উৎপত্তি সূচিত হ'য়েছে। ক্রমোদোৎসব শীতের প্রারম্ভ থেকে বসন্তের আবির্ভাবকাল পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বিপুল আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হ'তো। দেবতার বেদীর চারিধারে দাঁড়িয়ে সরল প্রকৃতির এক গ্রাম্য পূজারী সঙ্ঘ তাঁরই সম্মানের সাম গাইতো। তাদের সেই গীতগানের ভাষায় সুরা-দেবতার বিজয় গাথা কীর্ত্তিত হ'তো কিম্বা এই ধরণীর ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার ও পূজারতি প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে তিনি যে-সব বাধাজনিত দুঃসহ যাতনা ভোগ ক'রেছিলেন—সে দুঃখ কাহিনীও বিবৃত থাকতো।

•

গ্রীক ট্রাজেডি :—

ডায়োনিসাস্ এর সম্মুখে সেই শ্লোক গীত হ'বার পূর্ব্বে ছাগবলি হ'তো ব'লে "ট্রাজেডি" অর্থে বোঝাতো "অজ-গীতি" (The goat song)। ঐ একই শ্লোক 'কমোস্' (গ্রাম্য সঙ্গীত—The village song) নামে অভিহিত হ'লে গ্রাম্য কৌতুকপ্রসঙ্গরূপে গীত হ'তো। তারপরে সেই গানের দলের পতি ডায়োনিসাসপ্রেরিত সংবাদবাহকের অভিনয় ক'রতো—এমন কি নিজে ঐ দেবতার সাজে সেজে পূজারীদের নিকট একটি বিপদসঙ্কুল দুঃসাহসিক বিচিত্র ঘটনার বিবর সুরে আবৃত্তি ক'রতো এবং পূজারীগণ সমবেতকণ্ঠে নেতার কথার প্রতিধ্বনি ক'রতো। এর পরে তারা আরও একটু উন্নতি হ'লো তাদের অভিনয় রীতি পরিবর্ত্তিত হ'লো দলপতি (coryphoeus) ও গানের দলের নির্ব্বাচিত অন্য একজনের মধ্যে একটী সংলাপ সংঘটিত হ'তো। সেই ব্যক্তিকে বলা হ'লো—"প্রশ্নবাহী" "(The answerer)।" শেষোক্ত উন্নতির সূচনা কর্ত্তা Attic Thespis (প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৩৬ অব্দে)। একণে রূপকের (drama) সমস্ত মৌলিক তত্ত্ব ও উপাদান প্রস্তুত হ'য়ে রইলো। ডায়োনিসাস্-এর পূজা উপলক্ষে গীত সমবেত সঙ্গীত ("dithyramb") ডোরিয়্যানদের নিকট হ'তে একটী কলাসম্মত সুশোভন রূপ পেয়েছিল; যদিও সংলাপ সঙ্গীত দলাধিপতি ও একজন মাত্র অভিনেতার মধ্যে সংঘটিত হ'তো ইহা প্রথমে Atticaতে প্রবর্ত্তিত হ'য়েছিল। এথেন্সবাসী Phrynichus এই প্রকারে অধিকাংশ পারস্য সময়ের কতকগুলি ঘটনা সন্নিবেশিত ক'রলেন। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত তাঁর "নাটকে" মাত্র একটী অভিনেয় ভূমিকার প্রবর্ত্তন দেখা গেলো।

•

ঈস্‌কাইলাস্ (জন্ম খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৫ অব্দ) ট্রাজেডির সত্যপ্রতিষ্ঠাতা। তিনি দ্বিতীয় ভূমিকার সৃষ্টি ক'রলেন এবং এমন সংলাপ প্রবর্ত্তন ক'রলেন যে সে-টী সমবেত সঙ্গীতের (chorus) একেবারেই অধীন নহে। যে মিলিতগীতি এতোদিন অভিনয়োৎসবের প্রধান অংশ ছিল—তাহা একণে সংলাপের অধীন হ'লো; এবং নাটক পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলো। সাজসজ্জা ও রঙ্গালয়ের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের পর্য্যন্ত তিনি প্রভূত উন্নতি সাধিত করেন। "Trilogy" ও "Tetralogy" রচনা ক'রবার ধরণ এই নাট্যকারই প্রবর্ত্তন করেন। একই বিষয় অবলম্বন ক'রে, তিনটী ট্রাজেডি ক্রমান্বয়ে লিখিত হয়—এবং এই ট্রাজেডিকে বলে—"Trilogy"।

•

দৃষ্টান্ত স্বরূপ—Agamemnon, Choephori, Eumenides,—একসঙ্গে এগুলি Oresteiaর (Orestes এর কাহিনী) তিনটী বিভিন্ন প্রকাশ। Tetralogy—এইরূপ তিনটী নাটকের সমন্বয়ে রচিত—কিন্তু পরিশেষে একখানি অন্য নাটক যোগ ক'রে দেওয়া হয় যেনাট্যে Satyr গণ (ছাগদেবতাগণ—প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের বনদেবতা—অর্দ্ধ ছাগ ও অর্দ্ধ মানব—এরা ডায়োনিসাসের অনুচর) সমবেত নৃত্য ও সঙ্গীত (chorus) ক'রতো। অনুরূপ বিষয় অবলম্বনে রচিত নাট্যচতুষ্টয়কে এই নামে (Tetralogy) অভিহিত হ'য়ে থাকে। ইউরিপাইডিসের "cyclops" নাট্যটি ছাগদেবতা সম্বন্ধে ঘটিত।

•

সোফোক্লিস্—(জন্ম ঈস্‌কাইলাসের ত্রিশ বছর পরে ৪৯৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে) প্রাচীন নাটকের একজন শ্রেষ্ঠ পূর্ণসিদ্ধ শিল্পী। তাঁর পূর্ব্বে কিম্বা পরে কোনো নাট্যকারই গ্রীক্ ট্রাজেডিতে তাঁর মতন আদর্শ রূপ ও সৌন্দর্য্য দিতে অথবা ট্রাজেডির সম্ভাবনা এবং কতদূর এর গণ্ডী সে-টী পর্য্যন্ত এই শিল্পীর ন্যায় সুষ্ঠুভাবে কেউই বুঝতে পারেন নি। তাঁর নাটকে মানব প্রকৃতির সর্ব্বপ্রথম চিত্তবৃত্তি ও অন্তর্নিহিত ভাব ব্যক্ত হ'য়েছে। ট্রাজেডির সংলাপে তিনি আরও স্বাধীনগতি প্রদান ক'রতে সমর্থ হন। তিনি নাটকে তৃতীয় ভূমিকার অবতারণা করেন;—এবং পরবর্ত্তী একটা নাটকে চতুর্থ ভূমিকা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি এথেন্সের অতি প্রিয় নাট্যকার ছিলেন।

•

ইউরিপাইডিস্—এর নাটকের মূলতত্ত্ব সম্পূর্ণ অন্য রকমের। তিনি বয়সে সোফোক্লিস অপেক্ষা পনেরো বছরের। ছোট ইউরিপাইডিস্ যখন কাব্য রচনায় মন দিলেন তখনই পূর্ব্বেকার ট্রাজেডি রচনার উচ্চপ্রেরণার অধোগতি আরম্ভ হ'য়ে গেছে। ইউরিপাইডিস্এর সময় হ'তেই ট্রাজেডি রচনা-কলায় একটী পরিবর্ত্তন সূচিত হয়; এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি ক্লাসিক ও রোমান্টিক রূপকের সেতুস্বরূপ সাধনা করেন।

•

ঈস্‌কাইলাস্ নিখিল গ্রীকজাতির রাজনৈতিক একতা সাধন করে (Panhellenic) ক'রে গেছেন; সোফোক্লিস এথেন্সের মন্ত্র দৃষ্ট (Athenian এবং ইউরিপাইডিস সার্ব্বজনীনভাবে অনুপ্রেরিত (cosmopolitan)

ঈস্‌কাইলাস্ ৭০ খানি, সোফোক্লিস্ একশো তেরখানি, ইউরিপাইডিস্ ৯২ খানি ট্রাজেডি রচনা করে, চিরঅমরতা লাভ করেছেন। অপরাপর নাট্যকারও আছেন যাঁদের নাট্য রচনা কৌশল এঁদেরই সমতুল্য উচ্চ ধরণের ছিল।

•

গ্রীক কমেডি :—

ট্রাজেডি যেমন ডায়োনিসাসের অর্চ্চনার গম্ভীর দিক ব্যক্ত ক'রতো—কমেডি এই পূজার হাল্‌কা ব্যাপারের প্রকাশ। শীতের নিরানন্দের পরে উতা বসন্তের আনন্দকে মুক্তি দিতো। ট্রাজেডিরই মতন প্রায় কমেডির ক্রমবিকাশ হ'য়েছিল। কিন্তু প্রমোদ নাট্যের সমবেত নৃত্য গীতে ডোরিয়ানরা সর্ব্বপ্রথমে সংলাপ প্রবর্ত্তন করে। মেগারাবাসী ডোরিয়ান Susarion প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮০ অব্দে এইরূপ রচনা ক'রে যান—এবং সেই রচনা গুলি—Megarion Farces" ব'লে খ্যাত। Atticaতে সম্ভবতঃ কমেডির পূর্ণ কলাগৌরব ক্রমবিকাশত হ'য়ে উঠে।

•

এ্যারিস্টোফেনিসের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ক্রটিনাস ও ইউপোলিস বিশেষ রকম নাম পেয়েছেন; কিন্তু প্রায় ৪৭০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ হ'তে বহু প্রমোদ নাট্যকার ক্রমান্বয়ে পরের পরে আবির্ভূত হ'ন।

এ্যারিস্টোফেনিস্—প্রায় খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৪২৭ অব্দে সকলের সমক্ষে আপনাকে প্রকাশিত করেন এবং ৪০ বৎসরব্যাপী সকলের আদরের মণি হয়ে ছিলেন। অপ্রতিহতস্বপরূপ কল্পনা, অনুপম হাস্যরস, সমালোচকের সূক্ষ্মদর্শিতা এবং কবিত্ব শক্তি এই সমস্ত গুণের তিনি মিলন সাধন করেছেন। তাঁর কমেডিগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কমেডি নাটকে যে ক্রমপরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে। তাহা কেবলমাত্র এথেন্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল।

•

ক্রমশ

বৈ—না—ভ

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৪৪শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৯ই বৈশাখ
১৩৩২

নাট্য-জগৎ

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' ...াতন পৌরাণিক ও ...াকথিত ঐতিহাসিক ...টকের অভিনয়ে অতিষ্ট, ...বেদনহীন, রসলালিত্যহীন, ...তিহীনছন্দ ও মিলের মস্তক-...র্ষিত ভাষায় রচিত বইয়ের ...পীড়ন থেকে আমাদের ...ব্যাহতি দিয়ে এক-...নের জন্যেও যে 'চিরকুমার ...ভা' আর 'শোধবোধের' ...ভিনয়ে ব্রতী হ'য়েছিলেন ... আনন্দ ও শান্তি তাবৎ ...র্শকের শ্রবণ মনকে উন্নত ... মাধুর্য্যে পূর্ণ ক'রেছে।

আমরা নিজেরাই গেল ...রে ব'লেছিলুম যে অহীন্দ্র ...বাবুর অনুপস্থিতিতে এই ...ব বইয়ের অভিনয় অচল ...বে। 'ষ্টার থিয়েটার' ...আমাদের সে ভ্রান্ত ধারণা ...বিসর্জ্জন করিয়েছেন, অহীন্দ্র ...বাবু ব্যতিরেকে ঐ সব বইয়ের অভিনয় হ'তে পারে কিনা তাঁরা যে পরীক্ষা ...ক'রেছেন আর আমরা মুক্তকণ্ঠে ব'লছি সে পরীক্ষায় তাঁরা যশোমণ্ডিত ...হ'য়ে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন।

সকলের বিশেষ কৌতূহলের বিষয় ছিল রাধিকাবাবু 'চন্দ্রবাবু'রূপে কেমন অভিনয় ক'রবেন। সন্দেহ, দ্বিধা, আশা, উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা সকলেই রঙ্গালয়ে এর প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ব'সেছিলুম। তিনি কি ভাবে এই ভূমিকায় অভিব্যক্তিতে তাঁর পরিচয় দেবেন এই আলোচনা দর্শকদের মধ্যে চ'লতেই থাকছিলো।
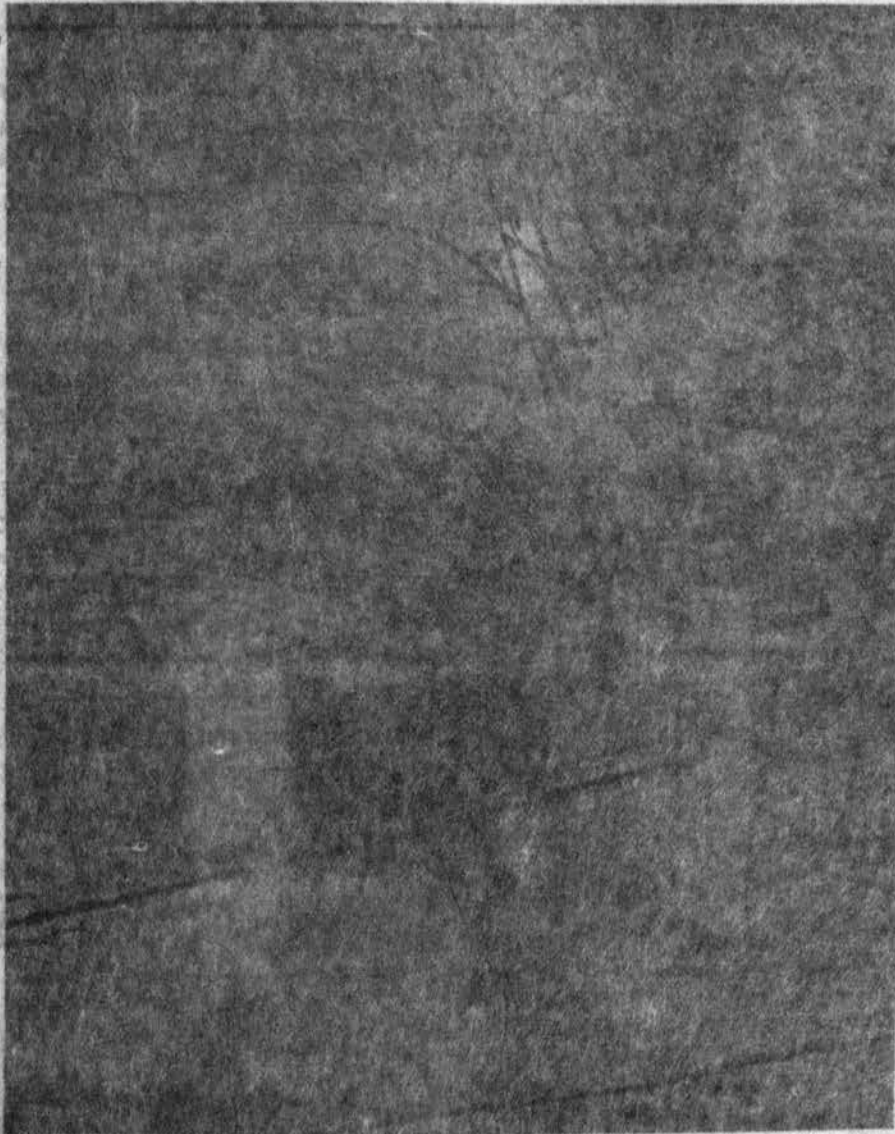
আমরা তাঁর রূপসজ্জা ও অভিনয় দুইই দেখে খুসী হ'য়েছি। তিনি যে এই ভূমিকা নিয়ে কি সজ্জা কি অভিনয় কোনো বিষয়েই এই অংশে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনেতাকে অনুকরণ করতে চেষ্টা করেননি বা ক'রেননি, এতে তাঁর কলা-জ্ঞান কুশলতাই প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম অভিনয় রজনীতে ভূমিকা লিপির পাঠ মুখস্থ করার দিক্ দিয়ে আর দু একটি সামান্য বিষয়ে তাঁর কিছু ত্রুটি ছিল সত্য কিন্তু আর দু একবার অভিনয় ক'রলেই এ সব থেকে তিনি মুক্ত হবেন আমরা একথা বিশ্বাস করি।

তাঁর অভিনয় যে ভালো হ'য়েছে, সেদিন যাঁরা চিরকুমার সভার অভিনয় দেখেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁদের কারুর মতভেদ হ'তে পারেনা। অহীন্দ্রবাবুর অভিনয়ে অতি অভিব্যক্তি যেটুকু ছিল, রাধিকাবাবু তা পরিহার ক'রতে পেরেছেন দেখে আমরা তৃপ্ত হ'য়েছি। রাধিকাবাবু যে এই ভূমিকা নিয়ে প্রথম অভিনয় রজনীতেই এমন সু অভিনয় ক'রবেন তা আমরা ভাবতে পারিনি।

'অক্ষয়ে'র ভূমিকায় তিনকড়িবাবু ও 'রসিকদাদা'র ভূমিকায় অপরেশবাবু আগেকার মতোই সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন—তাঁরা যেন এই ছুটি ভূমিকার সঙ্গে এক হ'য়ে গেছেন। 'বিপিনে'র ভূমিকায় সন্তোষবাবুর (সিংহ) অভিনয় ভালো হ'য়েছিল। এই অভিনেতাটির ভবিষ্যৎ উজ্জল কিন্তু 'শ্রীশে'র ভূমিকায় মণীন্দ্রবাবুর অভিনয় আমাদের মনে লাগেনি। দুর্গাদাসবাবু 'পূর্ণর' ভূমিকায় তাঁর স্বাভাবিক নৈপুণ্যের অনুরূপ অভিনয়ই ক'রেছেন। 'পুরবালা'রূপে শ্রীমতী নন্দরাণীর অভিনয় তেমন খোলেনি। শ্রীমতী রাণীসুন্দরী এই অংশে মনোজ্ঞ অভিনয় করতেন। আশা করি এই ভূমিকার অভিনয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে, তাঁর অভিনয় অবাধ ও অকুণ্ঠিত হবে। 'নির্ম্মলার' ভূমিকালিপি আর কাউকে দিয়ে দেখা যেতে পারে—এর পরিবর্তন আবশ্যক ব'লেই আমাদের মনে হয়। 'শৈলর' ভূমিকায় শ্রীমতী বড় সুশীলার অভিনয় সম্বন্ধে নোতুন কথা কিছু বল্‌বার নেই। 'জগত্তারিণীর' ভূমিকায় শ্রীমতী কোহিনুরবালা অবতীর্ণা হ'য়েছিলেন।

*

এ অংশের অভিনয়ে বল্‌বার বিশেষ কিছু নেই, অভিনয় সম্বন্ধেও বল্‌বার কিছু নেই। আমরা দেখেছিলুম যে 'চিরকুমার সভার' অভিনয়ে অনেক অভিনেতা over-acting ক'র্‌তেন। সে দোষ প্রায় দূর হ'য়ে গেছে, দেখে আমরা সুখী হ'লুম। 'আর্ট থিয়েটার' এই সব বইয়ের অভিনয় মাঝে মাঝে বন্ধ ক'রে রাখেন কেন তা আমরা জানিনা।

*

নীরবালার ভূমিকায় শ্রীমতী নীহারবালা চমৎকার অভিনয় ক'রেছিলেন। সেদিন তাঁর মন আনন্দ-চঞ্চল ছিল, অনুভূতি দীপ্ত ছিল 'She was in brillient mood' যাকে ইংরাজীতে বলে। এই ভূমিকার অভিনয় তিনি বরাবরই ভালো করেন কিন্তু সেদিন তিনি আর সব দিনের চেয়ে যেন ভালো অভিনয় ক'রেছিলেন—সঙ্গীতে, ভঙ্গীতে, বাচনে—তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর অভিনয় আমাদের মুগ্ধ ক'রেছে। বাঙলার অভিনয় ব্যাপারের উপর যে নিবিড় তিমির ঘনিয়ে আস্‌ছে তা মনে রেখে তাঁর সৌন্দর্য্য সুষমা প্রোজ্জ্বল অভিনয়কে উদ্দেশ ক'রে আমরা ব'লতে পারি 'সোনার প্রদীপে আলো আঁধার ঘরের আলো রাতের ভালে চাঁদেরি তিলক নব।'

*

'শোধবোধে'র অভিনয় সম্বন্ধে আমরা আগে যা ব'লেছি তার উপর আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। কেবল 'মন্মথ'র ভূমিকায় অভিনেতা পরিবর্তন বিশেষ আবশ্যবক এইটুকু ব'লে আমরা 'সতীশে'র বিষয় আলোচনা ক'র্‌বো।

*

শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যই আমাদের বিস্মিত ক'রেছেন। প্রথম রজনীতেই 'সতীশের' ভূমিকায় তিনি এত্তো ভালো অভিনয় ক'র্‌বেন আমরা তা কল্পনা করিনি। তিনিও তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী অভিনেতার অনুকরণ করেননি দেখে আমরা হৃষ্ট হ'য়েছি। ক'রলে খারাপ হ'তো। এই ভূমিকা নিয়ে দুর্গাদাস বাবু এমন অভিনয় ক'রেছেন যে আমাদের মনে হ'চ্ছে অহীন্দ্রবাবু ভবিষ্যতে যদি কখনো আবার এই অংশে অভিনয় করেন তো এঁর আদর্শ নিলে তাঁর প্রশংসা বাড়বে। এর বেশী আমরা আর কিছু ব'লতে চাইনি। এ ক্ষেত্রেও আমরা আনন্দের সঙ্গে আমাদের মত পরিবর্তন ক'রছি।

*

'নাট্যমন্দিরে'র 'বিল্বমঙ্গল' অভিনয়েরও জয় জয়কার হোয়েছে; আগাগোড়া কি বড় কি ছোটো সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ই ভালো হ'য়েছে। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়—একখানি নাটকে সমুদয় ভূমিকালিপিরই সু-অভিনয় এদেশে কেন, সর্ব্বত্রই বিরল। সেদিন আমরা 'বিল্বমঙ্গলে'র অপূর্ব্ব সুন্দর অভিনয় দেখে বিমুগ্ধ হ'য়ে ফিরে এসেছি—'নাট্যমন্দিরে'র সকল অভিনেতা অভিনেত্রীকে আমরা আমাদের কৃতজ্ঞ প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি।

*

'বিল্বমঙ্গলে'র ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। ভক্তিরস মি[illegible] তাঁর অভিনয় যে ভালো হ'য়েছিল একথা ব'লতেই হবে। শ্রীমতী [illegible] 'চিন্তামণি'র ও শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী 'সাধকে'র ভূমিকায় মন্দ অ[illegible] করেননি। তবে তাঁদের কাছ থেকে বিশেষতঃ শ্রীমতী প্রভার কাছে [illegible] আমরা আরও অনেকখানি আশা ক'রেছিলুম। থাকোর ভূমিকায় শ্রী[illegible] হরিসুন্দরীর অভিনয় উৎকৃষ্টতর হওয়া উচিত ছিল। ভিক্ষুকের ভূমিকায় [illegible] বাবুর অভিনয় অত্যন্ত চমৎকার—অতি উচ্চ অঙ্গের।

*

'সোমগিরি'র অংশে বক্তব্য বিশেষ কিছুনেই। এই ভূমিকায় মনোরঞ্জন[illegible] অভিনয় ভালোই হ'য়েছিল। শ্রীমতী নিরুপমা রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের অভি[illegible] সকলকেই প্রীত ক'রেছিলেন। খুব ভালো অভিনয় হ'য়েছিল তাঁর। [illegible] ভূমিকায় আরও ছোটো ও আরো সুন্দর আর কেউ যদি অভিনয় ক'[illegible] পারতেন, তো ভালো হোতো।

*

'বণিকে'র ভূমিকায় রবীন্দ্রমোহনের অভিনয়ও চমৎকার হ'য়েছি[illegible] 'ভোলা চাকর'-রূপী অমিতাভবাবুর প্রশংসনীয় অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। [illegible] শ্রীমতী তারারাণীর "বণিক পত্নী" আমাদের মনে লাগেনি। এই ভূমি[illegible] আরও উন্নতি আবশ্যক।

*

কিন্তু 'পাগলিনী'র ভূমিকায় শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী যে কণ্ঠ মাধুর্য্যময় মনে[illegible] অভিনয় করেছেন, তা আর সকলের অভিনয়কে পিছনে ফেলে রেখেছে। [illegible] গীতে, কি বাণী-বিন্যাসে, কি আবৃত্তিতে, কি ললিত কণ্ঠস্বরে কি ছন্দে[illegible] অঙ্গহারে কি ভাব-ব্যঞ্জনায় তাঁর অভিনয় সব দিক দিয়েই নিখুঁত হ'য়েছি[illegible] আমরা তাঁর মনোজ্ঞ অভিনয় মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবলোকন ক'রেছি। আমরা তাঁ[illegible] এই চিত্তহরণ অভিনয়ের জন্যে আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা-অভিবাদন জানা[illegible] তাঁর অভিনয় খ্যাতি অক্ষয় অমর হোক্।

*

নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারে তাঁর "তরুবালা"[illegible] আমরা বহুকাল পরে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলুম। নাট্যাচার্য্য [illegible] "বিহারীখুড়ো" রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। এই ভূমিকায় তাঁর সুনাম আ[illegible] বয়সকালে যাঁরা তাঁর বিহারী খুড়োর অভিনয় দেখেছেন, তাঁরা যে তাঁর [illegible] বুড়ো বয়সের 'টলাটলি'তে খুসী হ'তে পারবেন না একথা বলাই বাহু[illegible] শ্রীমতী নীহারবালার পারুল ও শ্রীমতী সুশীলার (ছোট) তরুবালা আমা[illegible] ভালই লেগেছে। তিনকড়ি বাবুর ঠাকুরদা, বড় সুশীলার ঠানদি ও রাধি[illegible] বাবুর 'হারাণ' চমৎকার হ'য়েছে। দুর্গাদাস বাবুর 'অখিল' স্থানে স্থানে [illegible] সুন্দর লাগল। শ্রীমতী নলিনীর 'পারুলের মা উল্লেখযোগ্য। মোটের উ[illegible] "তরুবালার" অভিনয়ে ষ্টার থিয়েটার বেশ কৃতকার্য্য হ'য়েছেন বলা [illegible] পারে। তবে আজকালকার রুচি হিসাবে এসব নাটকের অভিনয় দর্শকে[illegible] যে আর সেরূপ আনন্দ দিতে পারে না এ অতি সত্য কথা।

বৈদেশিকী

গত সংখ্যায় গ্রীক্ কমেডি নাট্যকারের নাম ভুলক্রমে মুদ্রিত হ'য়েছি[illegible] তাঁর নাম অ্যারিস্টোফেনিস্।

সনির্ব্বন্ধানুরোধে শ্রেষ্ঠ রচনা ঃ—

ফরাসী কবি Racine যখন যশের উচ্চ শিখরে ওঠেন সেই [illegible] তিনি রঙ্গমঞ্চের জন্য লেখা ছেড়ে দেন। কিন্তু তাঁকে একজন নারীর অনুরো[illegible] পুনরায় কলম ধরতে হয়ে ছিল। তাঁকে এ রমণীপ্রতিষ্ঠিত একটা বিদ্যাল[illegible] বালিকাদের অভিনয়োপযোগী করে একখানি নাটক রচনা ক'র্তে হলে[illegible] Racine "Esther" লিখলেন—কিন্তু এই সৃষ্টির একমাত্র কারণ রমণী-[illegible] Mme Maintenon.

হেয়ারফিল্ডের লেডীডার্বীর উপরোধে মিলটনের "Arcades" রচি[illegible] হয়। কাবগণের প্রতি লেডী ডার্বী অতিশয় সহৃদয়া ছিলেন—তিনি অত্য[illegible] আদরের সহিত তাঁদের পৃষ্ঠপোষণ কর্তেন। তিনি লেডী ব্রীজওয়াটারের জন[illegible] ছিলেন। ব্রীজওয়াটারের কন্যা ও দুই পুত্র তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের নিক[illegible] হ'তে প্রত্যাবর্তন ক'র্তে কর্তে হেউড অরণ্যে গভীর রাত্রির অন্ধকারে আচ্ছ[illegible]

ও অভিভূত হ'য়ে পড়েছিল। পূর্ব্বে মিলটন "Arcades" রচনা করেছিলেন ব'লে লর্ড ব্রিজওয়াটার তাঁকে একটি masque (এক প্রকার নাট্যলীলা—যাতে সুনীলবসন পৌরাণিক দেবতা, উপদেবতা ও মেষপালক প্রভৃতির ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতো) লিখতে অনুরোধ করলেন, এই নাটকের মূল তথ্য হ'লো এই ঘটনা—এবং মিলটন তাঁর সর্বজনআদৃত "Comus" রচনা ক'রলেন।

•

রঙ্গমঞ্চে নগ্ন আদর্শ :—

সুবিদিতা ফরাসী সঙ্গীতমানমন্দিরের একজন শ্রেষ্ঠ রত্ন Mlle. Mistinguett এই বলে ঘোষণা করেছেন যে সেই দিন আসছে যখন রঙ্গালয় নগ্নতার আদর্শ হতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে পারবে। এই সঙ্গীত পারদর্শিনীর পরিচয় "girl with the miltion dollor legs" নামেই প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হ'য়েছে। তিনি কিছুদিন হলো প্রয়োগশিল্পী এবং সঙ্গীত মানমন্দিরের কর্ত্রীরূপে তাঁর জীবন আরম্ভ করেছেন। নর্ত্তকী কিশোরীদের ইতিহাসে এই রমণী সর্ব্বপ্রথম ঐরূপ উচ্চ মর্য্যাদা ও উন্নতপদ প্রাপ্ত হয়েছেন।

তিনি বলেন—মানুষকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন। যদি কোন থিয়েটারে নর্ত্তকিবৃন্দ সম্পূর্ণ অনাবৃত মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়—তিনি অতিশয় অস্বস্তি বোধ করে থাকেন। নর্ত্তকীরা পঁচিশ বছরের কিছু বেশী হয় তিনি নিদ্রাতুর হ'য়ে পড়েন। আর যদি বিপুল আড়ম্বরে একদল কুড়ি বছরের ছোট (bobbedhair) নর্ত্তকিবালা রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়—এবং কিশোরীরা যদি এমনি সাজ সজ্জা করে যে তাদের নগ্নসৌন্দর্য্য চোখের সামনে প্রতিনিয়ত উকী মারতে থাকে—তখন তিনি প্যারিসে যতদিন থাকবেন—ততদিন প্রতি রাত্রেই তাঁর সহানুভূতি ও প্রত্যাগমনের অভাব লক্ষিত হবে না।

Mlle Mistinguett এইরূপ নোতুন প্রণালী অনুসারে Moulin Roughe এ তাঁর নবগঠিত নৃত্য ও সঙ্গীত সম্প্রদায় প্রায় পরিচালন করেন; এবং এই নবপ্রযত্নে তিনি এতদূর কৃতকার্য্য হতে পেরেছেন যে তাঁর কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হয়ে উঠেছে। উপরন্তু তিনি কর্ণে তৃপ্তি দেওয়ার চেয়েও আঁখিকে অত্যধিক তৃপ্তি দেবার উপাদান প্রভৃত যুগিয়ে দিয়েছেন। সমগ্র প্যারিসের যা কল্পনাতে ছিলনা—তিনি তা সম্ভব করেছেন তাঁর রঙ্গমঞ্চের সজ্জা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ ও অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের সম্ভারে পরিশোভিত হয়ে থাকে।

Mlle. Mistinguett দিনে এক মুহূর্ত্তের জন্য অবকাশ পান না। তিনি যে কেবলমাত্র ভূমিকা অনুযায়ী নর্ত্তকীর দলকে যথাযথ শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলেন কিম্বা শুধুমাত্র মঞ্চসংস্থান বিষয়ে মনযোগ দেন বা আখ্যান ও বিবরণী পুনলিখনে সময় অতিবাহিত করেন তা নয় তিনি শত শত রমণীদের শিরঃশোভা হাট বা টুপি-প্রস্তুতকারিদিগকে ঠিকমত পরিচালন করেন—এবং স্ত্রী সাজসজ্জা ও মনোহর পরিচ্ছদ প্রণয়নকারীদের কার্য্য পরিদর্শন করেই যে তাঁর সময় কেটে যায়। এই সজ্জাকারীরা অবিশ্রামগতিতে রঙ্গমঞ্চের পশ্চাৎভাগে অনাবরণা রমণীরূপ প্রকাশিকা পোষাকপরিচ্ছদাদিসজ্জা (Revealing rather than gorging) তৈয়ারী কর্ত্তে অতিশয় ব্যস্ত থাকে।

—বৈ—না—ভ

---

* শুমা গেন্‌জি

(নাটক)

চরিত্র

[শিটে———একটি বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার আকৃতিতে,—সমুদ্র তীরস্থ 'শুমা' নামক স্থানের, অধিবাসী প্রেতাত্মা,—
—(বিগত বীর—'গেন্‌জি'র প্রেতাত্মা।)

ওয়াকি ফুজিয়ারা———প্রাচীন দেশ কালের ইতিহাস অন্বেষণকারী এবং ভ্রমণপথে পবিত্র স্থানগুলি দর্শনেচ্ছু একটি পুরোহিত।

দ্বিতীয় শিটে———চন্দ্র কিরণ এবং সমুদ্র তরঙ্গের ঔজ্জ্বল্যো-উদ্ভাসিত 'গেন্‌জির দ্বিতীয় মূর্ত্তি।......]

প্রথম অঙ্ক।

১ম দৃশ্য

ওয়াকি

আমি———ফুজিওয়ারা-নো-ওকিনোরি। ...এসেছি—সুদূর 'হিউগা' হতে—জলপথের উপর দিয়ে।...'সিয়াজাকির বুদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত আমি। ...অত্যন্ত দূরে থাকি ব'লে 'আইস্ নগরের' নগরে উদার ভগবানের মন্দির দেখবার সৌভাগ্য এতদিন হয় নি।...উপস্থিত, আমি সেইখানেই যাচ্ছি। ...যাবার পথে এসে পড়েছি এই সাগর-তীরে 'শুমার' সীমানায়। ...এইখানেই 'গেনজি, বাস করতো। এইখানেই আমি দেখবো সেই "চেরী" গাছটিকে, যার মধ্যে অনেক কাহিনী সমাহিত আছে।......

শিটে

ঠিক্। ...আমাকে চিনতে পারছ না? ...আমি এই 'শুমা দেশের একজন কাঠুরিয়া। ...তারকার অস্পষ্ট আলোয় আমি মৎস্য শীকার করি।... প্রখর দিনে কাঠের মোট বাঁধি, আর লবণপাত্র তৈরী করি।...এইখানে রয়েছে 'শুমা-পাহাড়'। আর, ঐ দূরে র'য়েছে—কচি "চেরী" গাছ।... 'গেন্‌জি' যে এখানে থাকতো, এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তোমার বাস্তবিকই ঠিক।... এখন-ই ওই "চেরী"র মুকুল অনন্ত ঔজ্জ্বল্যে বিকশিত হয়ে পড়বে।...(১)

ওয়াকি

(স্বগত) আমি দেখতে চাই, এই বুড়োটা এ বিষয়ে কতদূর জানে।... (প্রকাশ্যে) মহাশয়! আপনার অবস্থা হীন হ'লেও, পথ দিয়ে চলবার সময় আপনার কোনদিকেই ভ্রুক্ষেপ থাকে না।...আপনার কুটিরের পথে যেতে যেতে আপনি কেবলই দাঁড়িয়ে পড়েন—যেন কোন বিশিষ্ট ফুলের দিকে চাইবার জন্য। ...ঐ গাছেরই মধ্যে কি কাহিনী বিজড়িত আছে?...

---

* 'শুমা গেন্‌জি' = 'শুমাতে 'গেন্‌জি'।
'শুমা'—সমুদ্র তীরস্থ একটি স্থান।
'গেনজি'—একজন মৃত বীরের নাম।
প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে জাপানী রঙ্গমঞ্চে এই নাটকখানি অভিনীত হয়। এর নাট্যকারের নাম—মিঃ ম্যানজাবুরো। ২১ বৎসর পূর্ব্বে জাপানি ক্লাসিক থিয়েটারের ইতিহাসে প্রাচীনত্বের ছাপ ছিল যথেষ্ট। এই প্রাচীনত্বের দিক দিয়েই 'শুমা গেন্‌জি'র সার্থকতা।
(১) "চেরীর মুকুল বিকশিত হ'য়ে পড়বে",—গেন্‌জি তার উজ্জ্বল বর্ণে আবির্ভূত হবে।

শিটে

আমি যে গরীব, একথা বলতে আমি খুবই ভরসা পাই।...কিন্তু মনে রেখো যে, ওই গাছটার সম্বন্ধে তুমি এমন বেশি কিছুই জান না। কারণ, ওটিকে তুমি তোমার গাছ মনে করে, নিশ্চিন্ত হয়ে আছ ব'লে।...

ওয়াকি

ও কথা থাক্! এখন ওই গাছটাই কি সেই গাছ?...বিশেষ কোন কারণ নিয়েই আমি উটিকে দেখতে এসেছি।...

শিটে

কি!...তুমি বাস্তবিকই ওই "চেরী" মুকুল দেখতে এসেছ?...'ওমা পাহাড় দেখতে নয়'?...

ওয়াকি

আজ্ঞে হ্যাঁ।...এইখানেই 'গেনজি' বাস করতো। আর, যেহেতু আপনি এত বৃদ্ধ হয়েচেন, সেই কারণে, তার সম্বন্ধে আপনার প্রচুর কাহিনী জানা উচিৎ ছিল।...

কোরাস্

(গেনজির চিন্তা ব্যক্ত করে)

যদি আমি বিগত দিনের ইতিহাস বলি, আমার জন্মোর আস্তিন নষ্ট হবে। (২) ...আমার পূর্ব্ব জীবন কেটেছিল—'কিরিট ওবো'তে।..আমি আমার মার শ্যামল কুটিরে গিয়েছিলুম।...কিন্তু, সম্রাট আমোকে ভালবাসতেন।...১২ বৎসর বয়সে গৌরব-মুকুট মাথার প'রে, আমি পেয়েছিলুম তালুকদারী।... বিজ্জেরা আমার যশ রাষ্ট্র করেছিলেন।...তখন আমার নাম ছিল—'হিকারু গেনজি।...তারপর 'হাহাকিগি' প্রদেশে আমি হয়েছিলুম—"চুজো" (৩)।... ২৫ বৎসর বয়সে,—সমুদ্র যাত্রার সমস্ত কষ্ট জানা স্বত্বেও, এবং নিঃসঙ্গী আমার জীবন নিয়ে, অতীতের ইতিহাস শোনাবার জন্ত একটি দোসরও পাবোনা জেনেও—এই স্থমাতে এসেছিলুম।...তারপর, সহর হ'তে আবার আমার ডাক এল।...বিভিন্ন কর্ম্ম ক্ষেত্রে আমি স্থানান্তরিত হ'তে লাগলুম।...মিওশুকুশি'তে আমি হ'য়েছিলুম—"নেডেজিন" (৪)।..."ওটোমে" আমি হয়েছিলুম—ডেজোডেজিন" (৫)। আর, মুজে-নো উয়েবা"তে হ'য়েছিলুম—"ডেজোটেনো (৬)।—এই কারনেই, আমার নাম হয়েছিল,—"হিকাম কিমি"।—

ওয়াকি

এসব যাক্। আপনি আমাকে তার নিবাসের নির্দ্দিষ্ট স্থানটি ব'লে দিন।—তার সম্বন্ধে যা আপনি জানেন সব আমাকে বলুন।—

শিটে

'নির্দ্দিষ্ট স্থান' কেউ কাউকে ব'লে দিতে পারে না।—এই সাগরের উজ্জ্বল তরঙ্গ-মালার পাশে সব স্থানেই সে বাস ক'রতো।—যদি তুমি চন্দ্রোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, তা হ'লে তার সব ঘটনা কুহেলীর মধ্যে দেখতে পাবে।—

কোরাস্

বিগত দিনে সে থাকৃতো—স্থমা'তে।...

শিটে

(পটান্তরালে গমনোদ্যত হ'য়ে)

কিন্তু, এখন আছে স্বপ্নের মধ্যে;—শূন্যের বুকে।...

কোরাস্

(ওয়াকির প্রতি)

অপেক্ষা কর।...চাঁদের আলো তোমায় তাকে দেখিয়ে দেবে।...কাঠুরিয়া এখন মেঘের মাঝে মিশিয়ে গেছে!

ওয়াকি

এই কাঠুরিয়াই স্বয়ং ছিল গেনজি।..সে এতক্ষণ কথা কইছিল—যে সজীব মানুষের মত।...আমি রাত অবধি অপেক্ষা ক'রবো, এবং দেখবো—কি হয়।...(ভূমিতে শয়ন, এবং গীত মূর্চ্ছনার মত সমুদ্র-তরঙ্গের গতি কল্লো শ্রবণ।...)

(২) ("আমার আস্তিন-হবে।") বৃদ্ধ আকৃতি অদৃশ্য হবে।

(৩), (৪), (৫), (৬)—রাজার কার্য্যে কতকগুলি উচ্চ পদের নাম।

[২য় দৃশ্য]

(দ্বিতীয় পিটে অর্থাৎ গেন্‌জির প্রোজ্জ্বল প্রেতাত্মা অপার্থিব মূর্ত্তিতে বিরাজমান।)

গেন্‌জি

কি সুন্দর এই সাগরের শোভা!...যখন আমি ওই শ্যামল তৃণের উপর বিচরণ করতুম, লোকে যখন আমাকে ডাকতো—"দ্যুতিমান গেন্‌জি" ব'লে! ...আর, এখন আমি এই সাগর তীরে 'শুমা'র ছায়া ঘন স্থানে চাঁদের কাহিনী গান গেয়ে' প্রকাশ করি।...এইখানে আমি সমুদ্র তরঙ্গের নীল-নর্ত্তন নৃত্য ক'র্‌বো!... [নৃত্যারম্ভ]

কোরাস্

(নৃত্যের বর্ণনা ক'রে)

চন্দ্র কিরণে স্বপ্নময়ী তরঙ্গ-মালার প্রতিচ্ছায়া, অনন্ত কুসুমের বর্ণ শ্রীতে শোভা পাচ্ছে—তার (গেন্‌জির) পোষাকের উপর!...তাদের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠছে—তার আত্মার উপর!...বাঁশরী বিতানে বাতাস উতল্ হ'য়ে উঠছে!...বিবিধ স্বর সুরে পৃথিবীর বক্ষ যেন আজ উচ্ছ্বসিত!...এমন কি শুমার বিক্ষুব্ধ সাগর গভীর নীরবতায় স্থির হ'য়ে র'য়েছে!...মেঘ স্তরের মাঝে, —বৃষ্টি-ধারার বুকে, ভ্রাম্যমান স্বপ্ন যেন আজ বাস্তবের অন্তরে হিল্লোলিত হ'য়ে জাগছে!...নীলাম্বর বক্ষ ভেদ ক'রে একটী আলোক শিখা উদ্গত হ'য়েছিল! ...এইস্থানে একটী সুন্দর তরুণ গভীর নর্ত্তনে বিভোর হ'য়ে উঠেছিল!... সে ছিল নিশ্চয়ই গেন্‌জি হিকারু—'গেন্‌জি হিকারুর প্রেতাত্মা!...

গেন্‌জি

আমার নাম পৃথিবীতে সুপরিচিত!...এই সাগরের শুভ্র তরঙ্গ মালার পাশে আমি বাস করতুম!...কিন্তু এখন আমি নেমে এসেছি ওই আকাশ হ'তে— বিশ্ব মানবকে কুহকাচ্ছন্ন ক'র্‌তে!...

কোরাস্

গেন্‌জির এই আবির্ভাব গৌরবময়!...এ যেন 'শুমা'র সমস্ত বস্তুর অনুভূতির সজীব বিকাশ!...

গেন্‌জি

(সহসা নৃত্যের ধারা পরিবর্ত্তন ক'রে)

ঝঞ্ঝা শুরু হ'য়েছে!...

কোরাস্

লঘু একখণ্ড মেঘ—

গেন্‌জি

স্বচ্ছ, সুনীল আকাশের গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে!...মনে হচ্ছে যেন, বসন্ত আজ জেগে উঠেছে!...

কোরাস্

সে নেমে এসেছিল—মর্ত্ত্যভূমি দর্শনকামী ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদি দেবতার মত। ...সেই এই স্থানের আত্মা!...তাকেই একজন সামান্ত কাঠুরিয়া ব'লে বোধ হ'য়েছিল!...অসীম গরিমোজ্জ্বল বর্ণে এবং সত্যের বিভায়, সে সুন্দর হ'য়ে আবির্ভূত হ'য়েছিল!...নীল এবং পিঙ্গল রংয়ের পোষাক তার 'শুমা'য়ই বাতাসের হিন্দোলা পেয়ে' চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল—তার আত্মার রং ছিল সাগর-তরঙ্গের মতই পিঙ্গল!...সেই তরঙ্গের অশ্রান্ত কল্লোলের মত,—রাতের নীরবতার মাঝে পল্লী গির্জ্জার ঘণ্টা ধ্বনির মত, সেই আত্মা সমীর প্রবাহে অস্থির আকুলতায় কেঁপে' কেঁপে উঠতো! †

[যবনিকা]

শ্রীভারতকুমার বসু।

† 'নো' বা জাপানী ক্লাসিক নাট্যের ইতিহাস হ'তে আমরা জানতে পারি যে, 'শুমা' গেন্‌জি'র মত নাটক হয়ত কোন কোন কোন রসিকের কাছে অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হ'তে পারে!...কিন্তু, এই অসম্পূর্ণতার মধ্যেই প্রাচীন জাপানী নাট্যের বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে!...এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই 'শুমা গেন্‌জি'র সার্থকতা!...

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হ'ল মনে না ধরার ঝগড়া! ইমারতে ঘেরা বন্দিশালার মতো এই যে সহরের মধ্যে এখানে ওখানে একটুখানি বাগান অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখী প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই না এরা এই সব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধুলোমাখা রোদে সকাল সন্ধ্যে ডানা মেলিয়ে সুরে ছন্দে ভরে তুলেছে সহরের বুকের আবদ্ধ অফুলন্ত স্থানটুকু! আর এই সব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধুলো মাটি তাই তো খেলছে ওরা ধুলোকে নিয়ে ধুলোখেলা! রথের দিনে রথোসামিগ্রী—সোলার ফুল-পাতার বাঁশি তার সুর আর রং আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ সোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের খোপটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙা কাচের মতো একখণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপসা, প্রাচীরে ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোর কাঁটা আর দোপাটি ফুলের খেলাঘর সবই মনে ধরেছে আমার, তাই না কোণের দিকে মন থেকে থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোর কাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয় তো দোপাটি ফুলের রংএর ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম রকম, আর থেকে থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়াড়িদের আকাশ বাতাস আড়াল করা চৌতালা পাঁচতলা বাড়ীগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়াড়ি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপ গুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তার নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ী আর ভাঙাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাজেই বলতে হ'বে আয়নাতে যেমন নিজের নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের মনোমতকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাবো তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরসী আমাদের জন্যে সৃজন ক'রে গেছেন সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হতো তো মা[illegible] কোন্ কালে এই সব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতসী কাচের চ[illegible] বানিয়ে চোখে পোরে বসে থাকতো। সুন্দরের খোঁজে কেউ চলতো না, বি[illegible] সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতকে নিয়ে থাকাই চলে না খুঁজে পেতে জানতে হয় নিজের মনোমতটি।

জীবের মনস্তত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাযকে দেখছে সুন্দর সে দিন রাত কাজের ধান্দায় ছুটছে, কেউ দেখছে অকাযকে সুন্দর সে সেই দিকেই চলেছে, কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কায অথবা সুন্দর রকমে অকায! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্ব্বস্ব আগলাবার সুন্দর চাবি কাটি বিশ্রী তালা চাবি কেউ খোঁজে না, আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁদ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে শাক্ত খুঁজেন শক্তিকে আর নর খোঁজে গাড়ী জুড়ী বি এ পাশের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরী এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ী যেখানে সব জিনিষ সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হাহুতাশ কচ্ছেন কবি অন্নলক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবিলিখিয়ের হাহুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে ধরতে গেলে সব হাহুতাশ যা চাই সেটা সুন্দর ভাবে পাই এই জন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়! সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে জনে মত-ভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে বিষয়ে দুই মত নেই।

যে ভাবেই হোক যা কিছু যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর একটা মনে না ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে জনে মনের ঐ দুরকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কু দৃষ্টি! কাযেই দেখি যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে ভিতরে মিল্লো তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে স্বরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গ ভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপক সুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্ত্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন্ সমালোচকের সৌন্দর্য্য সমালোচনার উপর নির্ভর করে এই দুই মূর্ত্তির বিচার করবো? 'আ'কা'শ' এই তিনটে অক্ষরেতে আকাশ জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভাল, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে নব নীরদ শ্যাম যা দেখে চোখ জুড়ো্ মন ফুরলো, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়লো সেই সুন্দর। সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের নিজের মন। পণ্ডিতের কাযই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে বুঝতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানা ভাবে বিশ্লেষ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল তিল সৌন্দর্য্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রীসে হয়ে গেছে কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথার গড়া মূর্ত্তিকেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোন আর্টিষ্ট বলেনি অগ্র সুন্দর নেই ঐটেই সুন্দর! আমাদের দেশ যখন বল্লে সুন্দর গড় কিন্তু সুন্দর মানুষ গড়োনা, সুন্দর করে দেবমূর্ত্তি গড় সেই ভাল! ঠিক সেই সময় গ্রীস বল্লে—না মানুষকে করে তোলো সুন্দর দেবতার প্রায় কিম্বা দেবতাকে করে তোলো প্রায় মানুষ! আবার চীন বল্লে—খবরদার দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড় তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্য্যকে একটুও প্রশ্রয় দিওনা চিত্রে বা মূর্ত্তিতে, নিগ্রোদের আর্ট যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিষ্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য্য রং ও রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিষ্টের নিজের নিজের মনে ছাড়া বাইরেটায় নেই, কোন কালে ছিল না, কোন কালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হ'তো তবে এতদিনে সৌন্দর্য্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোন এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে যেতো তথাকথিত কলা রসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বল্লে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে জনে মনে মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি! তাঁর সৃষ্টি এটি সুন্দর অসুন্দর দুইই এবং সব দিক দিয়ে অপূর্ণ এ পরিপূর্ণ নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে অশান্তিতে সুখে দুঃখে সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে হ'ল ছোট এই নীড় তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশির বিন্দুর মতো নতুন নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চল্লো। এই হ'ল প্রথম শিল্পীর মানস কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কোন কিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষরূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিষ্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র হ'য়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইলো মিটলো না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যিই কোন দিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভরে ওঠার, পাতার ঘন সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি আঁকা, মূর্ত্তি গড়া কবিতা,

গ্রীষ্ম

—আচ্ছা এস, এম, ঘোষের কোন লোক এসেছিল?

—তাঁদের লোক ত পাখা দিয়ে গেছে।

—কোথায় লাগালে?

—তোমার কষ্ট হয় বলে শোবার ঘরে লাগিয়েছি।

—চলত, চলত, দেখি—

—সে আর দেখতে হবে না—আমি ত বোলছিলুম—

—সুন্দর জিনিষ কিন্তু! ড্রয়িং রুমে দিলেই ভাল হত।

—দরকার হয় কাল আর একখানা না হয় অর্ডার দিও—ও আমি শোবার ঘর থেকে খুলতে দোব না।

—তাই দিতে হবে দেখছি ব ক্যাল কোং এর এমন সুন্দর পাখা কেমন দেখলে ত।

লেখা, গান গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁদনী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায় তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখন পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস, ভারত, চীন, ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্য্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে! আজ যেখানে মনে হ'ল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হ'তে পারে তাই হ'ল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে হয়নি আরো এগোতে হবে কিম্বা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হ'বে,—পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে সঙ্গে তার আর্টেরও গতি ঠিক এই ভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌছচ্ছে আর্ট এবং একটা গতি আর একটা গতি সৃষ্টি করছে—ঢেউ উঠলো ঠেলে মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বল্লে—চল আরো বাকি আছে, এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে—বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যে দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্য্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চির-যৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন নতুন!

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে মনে ভাবে সুন্দর। ঠিক সেই সময় আর একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে যে ভাবছিলো সে অবাক্ হয়ে বলে—তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর—অমনি স্বপ্নের মত সুন্দর ছায়া হেসে বলে—আমার চোখে তুমি সুন্দর! এইভাবে এক আর্টে আর এক আর্টে এক সুন্দরে আর এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে মনে খেলা! পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যকে আর্ট দিয়া ধরতে পারলে এ খেলা কোনকালে শেষ হয়ে যেতো। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য অবতার উঠে আসতো তবে সে মানুষ কোনদিন আর মাছ ধরাধরি খেলা করতো না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিসেব পরীক্ষা করতে বসতো আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকতো তো এমন জায়গায় গিয়ে বসতো যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি ধরি করতে করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল আলোর মধ্যে দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিৎ দিয়ে তিনি আর্টিষ্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিষ্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয় খেলা চলেও সেই জন্যে। এক একটা ছেলে আছে খেলতে জানে না খেলার আরম্ভেই হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে রস ভঙ্গ করে দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিষ্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রস ভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিষ্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিষ্টরা, ভক্তেরা, কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অনুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড় হদ্দের সঠিক হিসেব নিতে বসেন। কাযেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের! পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলে পড়ে নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে তার মধ্যে থেকে সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিষ্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। 'সুন্দর কাকে বল' এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিষ্ট ডুয়ার বল্লেন 'আমি ওসব জানিনে বাপু' অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল! লিয়োনার্ডো ভিন্চি যার তাঁর তুচ্ছ আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চরম অসুন্দর দুইই দুর্লভ, পাঁচ পাঁচি জগতে প্রচুর!

এক সময়ে আর্টিষ্টদের মনে জায়গা জায়গা থেকে তিল তিল করে খণ্ড খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্ত্তির রচনা করার মতল জেগেছিল। গ্রীসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রীক সুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রীসকে চমকে দিয়েছিল। কিছু দিন ধরে ঐ মূর্ত্তিরই জল্পনা চল্লো বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এ যে ঐ ভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা একথাও আর্টিষ্টরা ব বসলো। আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্ত্তিকেই রম্য ব পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করিলেন! সে শাস্ত্র আর কিছু নয় কতকগুলো মা ঝোপ এবং পদ্ম আঁখি, খঞ্জন নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটা নিম্বপত্র এই সব মিলিয়ে সৌন্দর্য্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটে খাদ্যসামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না কাযেই আমাদের শাস্ত্র সম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে artificiality তা ধর্ম্ম প্রচারের কাযে লাগিলেও সেখানেই আর্ট শেষ হলো একথা খাটলো না। একেবারে মতন্ বা একটা জিনিষ সে বলে উঠলো 'তদ্ রম্যং যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ' মনে যার ধরলো সেই হ'ল সুন্দর! এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না ধরার উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোন কিছুর একটা আদ থাকেনা! ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর সব অসুন্দর যেমন শ্রীচৈতন্য বল্লেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকি ত্বয়ি॥"

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ব কার্য্যালয় ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৪৫শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

১৬ই বৈশাখ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

‘বেতাল কুণ্ডলী’-র্তৃক গেল রবিবারে স্থানীয় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে রবীন্দ্রনাথের ‘নটীর পূজা’ অভিনীত হয়েছিল শ্রীমতী অমিয়া মায়া ও স্নেহা রায়, শ্রীমতী সুষমা সেন, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি যথাক্রমে এতে ‘শ্রীমতী’ ‘বাসবী, ‘রত্নাবলী’ ‘রাণী’ ও ‘মালতী’র ভূমিকা নিয়েছিলেন। প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় এর প্রয়োজন সৌন্দর্য্যের ভার নিয়েছিলেন।

*

‘বেতাল কুণ্ডলী’র এই উদ্যোগ, সমিতির রসানুভূতির পরিচায়ক। আর যে তরুণীরা এতে অভিনয় ক’রেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই এর আগে কখনো অভিনয় মঞ্চে দর্শকদের সামনে দাঁড়াননি। তাঁদের কৃতিত্ব ও নৈপুণ্য সেই জন্যে আমাদের খুসী ক’রেছে।

*

ভদ্র বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের রচিত ও তাঁর স্বীয় ভবনে পরম মনোজ্ঞতার সঙ্গে কিছুদিন আগে অভিনীত এই নাটিকাখানির অভিনয়ে যে অবতীর্ণা হ’য়েছিলেন, তাঁদের সেই প্রশংসনীয় উদ্যম শিক্ষিত বাঙ্গালীর উদাহরণ হোক্। আমরা আশা করি এঁরা এই অভিনয় দ্বিতীয়বার সকলকে দেখবার সুযোগ দেবেন এবং প্রথম অভিনয়ের যা কিছু সামান্য ত্রুটি আছে পুনরাভিনয়ে তার কোনো নিদর্শনই থাকবে না।

*

স্থানীয় ইয়ংমেন্‌স ক্রিশ্চান্ এসোসিয়েশানের চৌরঙ্গী শাখার হলে গেল বুধবার ‘চতুরঙ্গ’ সমিতি, সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে একটি গান বাজনার আসরের আয়োজন ক’রেছিলেন। কণ্ঠ সঙ্গীত ও যন্ত্র-সঙ্গীত এই দুয়েরই উচ্চাঙ্গের উৎকর্ষে আমরা মুগ্ধ হ’য়ে এসেছি।

*

‘নাট্যমন্দির’এ্যান্টিগোনাসের সম্পূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত ‘চন্দ্রগুপ্ত’ অভিনয় ক’রেছেন। শ্রীমতী চারুশীলা অনেকদিন পরে ফিরে এসে, হেলেনের ভূমিকায় নেমেছিলেন কিন্তু ভালো অভিনয় ক’রতে পারেননি। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ‘চাণক্য’ও ভালো হয়নি। অন্যান্য ভূমিকা সম্বন্ধে বিশেষ নোতুন কথা বল্‌বার কিছু নেই।

*

শ্রীযুক্ত ভূমেন রায় এ্যান্টিগোনাসের অংশে অবতীর্ণ হ’য়ে আমাদের বিস্মিত, বিমুগ্ধ অবাক করেছেন। কি রূপ-সজ্জার পরিকল্পনায়, কি গতি-স্থিতির প্রকারে, কি স্পষ্ট ও মিষ্ট উচ্চারণে, কি দৃষ্টিতে ও অঙ্গহারে তিনি যে অপরূপ রূপ ও নট-চাতুর্য্যের বিকাশ আমাদের চোখের সমুখে উদ্ভাসিত ক’রেছেন, তার প্রশংসা করবার যথোপযুক্ত ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনা।

*

শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়ের অভিনয় সেদিন আর সব ভূমিকার অভিনয়কে ডুবিয়ে দিয়েছিল। এই তরুণ অভিনেতার শক্তি সম্বন্ধে আমাদের যথাযথ অভিজ্ঞতা এতদিন লাভ হয়নি। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত উমানাথ সেন মহাশয় আমাদের যে পত্র লিখেছেন তা আমরা অন্যত্র মুদ্রিত করলুম। ভূমেন বাবুর অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর মতের সঙ্গে আমাদের ঐক্য আছে।

*

'মিনার্ভা থিয়েটারে 'তুলসীদাস' অভিনীত হ'য়ে গেল। আমাদের এখনো এ অভিনয় দেখবার সুযোগ ঘটেনি।

•

তার সৃষ্টিকর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে দেখছি 'সাগরিকা'ও 'ষ্টার' রঙ্গালয়ে এসে হাজির হয়েছে। নাট্যকলাসুধাকরের এই নোতুন নাটকের কলাসুধা আস্বাদন করবার প্রতীক্ষায় আমরা রইলুম।

•

শ্রীযুক্ত দানীবাবু এই মাস থেকেই 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন শুনেছিলুম। এ বিষয়ে আর কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছেনা কেন? শুনেছিলুম শ্রীমতী তারাসুন্দরীও 'ষ্টারে' আসবেন্। "এ কি তবে সত্য'?

•

বিলাতের জগদ্বিখ্যাত চিত্রাগার—'রয়েল একাডেমী' জন কলিয়ারের আঁকা জর্জ্জবার্ণার্ড শর ছবিকে সেখানে প্রদর্শিত হ'তে দেন্ নি। ললিত-কলানুরাগীদের এ অসূয়া অশোভন।

•

বিখ্যাত হাস্যরসিক সার হ্যারি লডার কোনো বিলাতী চিত্রনাট্যে অভিনয় কর্‌বার জন্যে দেড় লক্ষ টাকা পাবেন—ছবি তৈরী ক'র্‌তে লাগ্‌বে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা।

•

আমাদের সকলের অগ্রজপ্রতিম বহু সাহিত্যিক ও অভিনেতার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রিয়তমা ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যানীয়া শ্রীমতী তরুবালার অকাল অন্তর্দ্ধানে, কবির এই কথাই কেবল মনে পড়ছে—

'এইত জীবন—মানব জীবন!

"ফুল-ফোটা—ফুল ঝরা!"

আমাদের বেশ মনে আছে এই মেয়েটিরই বিয়েতে বাংলা দেশের অনেক কবি ও সাহিত্যিক পদ্যে গদ্যে তাদের অন্তরের প্রীতি উপহার নিবেদন ক'রেছিল!

আমরা এই শোক সন্তপ্ত পরিবারকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা জানাচ্ছি।

•

"সাজাহান" ডি, এল, রায়ের একখানি গম্ভীর নাটক বলেই আমরা জানতুম কিন্তু সে দিন মেসার্স রেলী ব্রাদার্সের বাবুদের "ওলিম্পিয়ান" অভিনয় দেখে বোঝা গেল যে অভিনয়ের গুণে গম্ভীর নাটককেও চটুল প্রহসনে রূপান্তরিত করতে পারা যায়!

চিত্র-জগৎ

'পুনরুত্থান' (Resurrection) নামক ছবিতে শ্রীযুক্ত রড্ লা রক্ ও শ্রীমতী ডোলোরেস্ ডেল্ রায়ো যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

•

জাতিত্ব, চলচ্ছবি অভিনেতার কিছুমাত্র অন্তরায় নয়। শ্রীযুক্ত ভিক্টর ভারকনি হাঙ্গেরির লোক কিন্তু 'ভল্‌গার নাবিক্ এ (The Volga Boatman) তিনি রুষ রাজকুমারের, 'কলহী প্রেম্'-এ (Fighting Love) ইতালীয় সেনা-বিভাগের কর্ম্মচারীর, 'রাজার রাজা' তে (King of kings) প্রাচীন রোমবাসীর এবং 'ক্ষুদে ভাগ্যান্বেষিনী'তে (The Little Adventuress) একজন আমেরিকাবাসীর ভূমিকা নিয়েছেন। কেবল মাত্র 'রেশ্‌মী বেড়ীতে' (Silken Shackles) তিনি হাঙ্গেরীয় বেহালাবাদকের ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন।

•

অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের অভিনেতাদেরই আজকাল লোকে নায়কের ভূমিকায় পছন্দ করে। সেই জন্যে শ্রীযুক্ত এ্যালেক্ ফ্রান্সিস্, এ্যাডলফে মঞ্জু ও লিউইস্ ষ্টোন আজকাল এত কাজ পাচ্ছেন যে তাঁরা তার সব গুলি নিতে পারছেন না।

•

শ্রীযুক্ত হেফোর্ড হব্‌স্'ডিক্ হুইটিংটন্'এ নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। ইনি গত পাঁচ বছর হলিউডে শ্রীমতী ভিভিয়ান রিচের সঙ্গে অভিনয় ক'রেছেন।

•

'মোনা লিসা' নামক চলচ্ছবিতে শ্রীমতী হেড্ডা হপারও নাম অংশে অবতীর্ণা হবেন। শ্রীমতীর সঙ্গে লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'মোনা লিসার' মূলের এত চমৎকার সাদৃশ্য আছে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন 'লা গিওকণ্ডার সময়ে তিনি থাকলে, তিনিই এই ছবির আদর্শ হ'তেন। 'মোনা লিসার' রহস্যময় হাসি বিশ্বের বিস্ময়ের বিষয়।

•

শ্রীমতী এলিনর ফেয়ার বহু প্রতিভাময়ী বিদূষী। তিনি চলচ্ছবি জগতের একজন বড় অভিনেত্রী, তা ছাড়া তাঁর গানের কণ্ঠ চমৎকার, তিনি খুব ভাল নাচ্‌তে আর বেহালা বাজাতে পারেন এবং প্রতিদিন এক ঘণ্টা তিনি উপন্যাস রচনায় অতিবাহিত করেন। তিনি গোয়েন্দা-কাহিনী-মূলক উপন্যাসই লেখেন আর ভালোবাসেন। ফ্রান্স, জার্ম্মানি, বেল্‌জিয়াম ও ইতালীতে তিনি কণ্ঠস্বর ও বেহালা-বাজানোর চর্চ্চা করেছিলেন।

•

'পোষ না-মানা-মেয়ে'তে (The untamed Lady) শ্রীমতী গ্লোরিয়া সোয়ানসান নায়িকার ও শ্রীযুক্ত নরেন্স্ গ্রে প্রেমিকের অংশে অভিনয় ক'রেছেন।

•

'নাচঘরে'র পাঠক পাঠিকাদের কাছে 'বো জেষ্ট' (Beau Geste) নামক সুন্দর চলচ্ছবি খানির পরিচয় আমরা আগেই দিয়েছি কাল স্থানীয় 'প্যালেস অফ ভ্যারায়েটিজ্' এ ঐ ছবিটি দেখানো হবে। আমরা সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে শ্রীযুক্ত রোণাল্ড কোল্‌ম্যান্ এতে নায়কের ভূমিকা নিয়েছেন।

•

'অপরিচিতের ছেলে'-তে (Somebody's son) শ্রীমতী মেডি ক্রিশ্চান্‌স, লিলিয়ান হল্ ডেভিস ও পলিন গাঁরো ও শ্রীযুক্ত উইলি ফ্রিশ্ অভিনয় করেছেন।

কুমাশাকা

(নাটক)

চরিত্র

প্রথম শিটে—একটী বৃদ্ধ পুরোহিতের আকৃতিতে 'কুমাশাকা'র প্রেতাত্মা।
দ্বিতীয় শিটে—নিজস্ব বাস্তব-আকৃতিতে 'কুমাশাকা'র প্রেতাত্মা।...
একটী পুরোহিত।
কোরাস্।

প্রথম অঙ্ক।

পুরোহিত

ভ্রমণের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, একটু বিশ্রামের স্থান কোথায় খুঁজে পাই? নগরবাসী পুরোহিত আমি পূর্ব্বদিকের প্রদেশগুলি কখনো দেখিনি!...উপস্থিত

সেইখানেই যাবার আমার ইচ্ছা !…পাহাড় উল্লম্ফন ক'রে, সুপ্রসিদ্ধ 'ওমি'—সরোবর এবং 'এ্যাওয়াট্ হ'—বনানীর সুন্দর শোভা আমি দেখে' এসেছি !… তারপর 'শেটা'তে যেই সুবৃহৎ সেতু পার হ'য়ে,—প্রথমে 'নোজি'তে, তারপর, 'শিনোহারা'য়—আমি রাত্রিযাপন করি !…শেষে, আজ প্রভাতে এই 'মিয়ো' দেশের শ্যামল মাঠে এসে পৌছেচি !…ওই দূরে নিভে যাচ্ছে দিনের আলো !… চল্লুম আমি—'আকাশাকা'র উদ্দেশে

শিটে

(বৃদ্ধ পুরোহিতের আকৃতিতে আবির্ভূত হ'য়ে)

আমি ওই পুরোহিতকে দু-একটা কথা বলতে পারতুম !…

পুরোহিত

তুমি কি আমাকেই ব'লচ ?…কি, বল ?…

শিটে

আজকের এমন দিনেই একজন মারা গিয়েছিল।…তার মুক্তির জন্ম আমি তোমাকে প্রার্থনা করতে বল্‌চি !…

পুরোহিত

আচ্ছা বেশ ! কিন্তু কার জন্ম প্রার্থনা ক'রবো ?…

শিটে

তার নাম আমি তোমায় ব'ল্‌বো না। কিন্তু, দূরে ওই উন্নত বিটপীর পাশে, সবুজ মাঠের বুকে প'ড়ে আছে তার অনন্ত সমাধি !…স্বর্গের তোরণে তার প্রবেশাধিকার নেই।…তাই, আমি তোমায় তার জন্ম প্রার্থনা করতে বল্‌ছি !…

পুরোহিত

কিন্তু, তুমি তার নাম না বললে, তার সম্বন্ধে প্রার্থনা করা আমি যুক্তি যুক্ত মনে ক'রছি না !…

শিটে

না,—না ! ··তুমি শুধু—"হো কাই শুজো বিওড়ো রি আকু" এই কথাগুলো ব'লে প্রার্থনা কর !…তাইতেই কাজ হবে !

পুরোহিত

(প্রার্থনায় ব'সে)

হে ভগবান ! সমস্ত পৃথিবীর লোকের প্রতি সমানভাবে দয়া কর !… তারা যেন দুঃখের জীবন হ'তে মৃত্যুর দুয়ার পার হ'য়ে, তোমার সেই নীতির রাজ্যে, - শান্তির স্বর্গে যেতে পারে !…

শিটে

যদি তুমি তার জন্ম প্রার্থনা কর—

কোরাস্

সে তা হ'লে তোমার কাছে চির-কৃতজ্ঞ থাক্‌বে !…আর, তোমারও তার নাম জানবার প্রয়োজন হবে না !…লোকে বলে যে,—ঘাস, লতা, বালি এবং মাটী মানুষের প্রার্থনা শুন্‌তে পায়।…তা, তুমি যদি সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির জন্ম প্রার্থনা কর, তা হ'লে, তারা নিশ্চয়ই তা' শুন্‌বে পাবে !…

শিটে

তুমি কি ভিতরে আসবে ?…এই আমার কুটীর !…

পুরোহিত

এই তোমার বাড়ী ?…বেশ, এইখানেই আমি আমার কার্য্য ক'র্‌বো !… কিন্তু, এখানে ত আমি বুদ্ধের কোন ছবি, অথবা, কাঠের তৈরী আকৃতি দেখতে পাচ্ছি না ?…এখানে শুধু রয়েছে—পুরোহিতের হাতের পুণ্য-দণ্ডের পরিবর্ত্তে এক লৌহ যষ্টি !…সুদীর্ঘ এক বর্শা !…আর, অসংখ্য শর !…এগুলো সব কিসের জন্ম ?…

শিটে

(স্বগতঃ) পুরোহিত এখনও 'বিশ্বাসের' প্রথম অবস্থায় মাঝে র'য়েছে !…

(প্রকাশ্যে) এখানে যে—'টারুই', 'উহাকা' এবং 'আকাশাকা' ইত্যাদি কত পল্লী আছে, তা তুমি দেখতেই পাচ্ছ !…ঐ সমস্ত পল্লী-মধ্যস্থ পথের চারিপাশ ছেয়ে আছে—'উনো—গাহার'র নিবিড় জঙ্গল !…এই জঙ্গলের নিবিড়ত্ব অধিকতর বর্দ্ধিত হ'য়েছে 'কোআণ্ড' এবং 'উহাকা'র কাছে !…

এই স্থানে বৃষ্টির রাতে দস্যুরা অশ্বপৃষ্ঠে আগমন ক'রতো, এবং অতর্কিতে সৈন্যদলের তাঁবু আক্রমণ করে, দ্রব্য-সমূহ লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যেতো!...তাই আমি বর্শাহস্তে প্রস্তুত থাক্‌তুম!

পুরোহিত

বাঃ!...অতি সুন্দর!...নয় কি?...

কোরাস্

একজন পুরোহিতের পক্ষে এ কাজ করা—তুমি বিস্ময়-কর বলে মনে করছ?...কিন্তু বুদ্ধের নিজের হাতে আছে—'মিডা'র সুতীক্ষ্ণ তরবারী!...'এজেন্ মিউ'র কাছে আছে পর!...আর, 'ট্যামন্' তার দীর্ঘ বর্শা দিয়ে পাপীআত্মাদের নীচে ফেলে দিচ্ছে!...

শিটে

ভগবানের প্রতি গভীর আসক্তি—

কোরাস্

অতি চমৎকার!...'উচ্চ ধারণা' এবং 'আদেশ পালন'—এগুলি 'বোশাটস্'র প্রতি অনুরাগ অপেক্ষা অনেক সুন্দর!...আমি শুধু এই বিষয়ই ভাবি!...আর কোন দিকে মনোযোগ দিই না!...আন্তরিকতার দিক দিয়েই আজ আমি সর্ব্বহারা, লক্ষ্যভ্রষ্ট! কিন্তু, যদি আমি এ বিষয়ের গল্প করি, তা হ'লে, প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত আমি থামবো না!...অতএব, হে মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ ক'রে আপনার শয্যায় যান, আর আমিও নিদ্রিত হই!...
[নিদ্রা-কক্ষের দিকে গমনের অভিনয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হওন। পর মুহূর্ত্তেই কুটীরটীর এক তৃণ শ্যামল মাঠে পরিণত ও পুরোহিতের একটী বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন।]

পুরোহিত

এই রাত্রি আমি নিদ্রায় অতিবাহিত ক'রবো না!...এই খানেই আমি আমার কর্ত্তব্য সমাধা ক'রবো!...

[মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনায় নিযুক্ত হওন্।]

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

দ্বিতীয় শিটে

পূর্ব্ব আর দক্ষিণদিকে একটা ঝড় উঠবে!...পশ্চিম আকাশে নিবিড় ঘন মেঘ জ'মে উঠছে!...সন্ধ্যার এই অন্ধকারের সাথে উত্তর দিকেও ঝড়ের গর্জ্জন সুরু হয়েছে! আর, ওই পাহাড়ের ছায়াতলে—

কোরাস্

তরু পল্লবের মর্ম্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে!...

দ্বিতীয় শিটে

বোধ হয়, আজ রাতে চন্দ্রোদয় হবে!...কিন্তু, মেঘের রাশি আকাশকে ক্রমশঃ ছেয়ে ফেলছে!...চাঁদের আলো এ অন্ধকারকে ত সরিয়ে দিতে পারবে না!...সম্মুখে এবং পশ্চাতে আমি আমার তীরন্দাজ এবং অশ্বারোহী অনুচরদের আহ্বান ক'রে, উচ্চৈঃস্বরে ব'লেছিলুম, "ধর!...ওদের ধর!...ওই ওখানে তা'রা র'য়েছে!...বেগে,—আরও বেগে আক্রমণ কর!..." এই রকম ভাবে লোকেদের ধন সম্পত্তি আমি লুণ্ঠন করতুম!...পৃথিবীর মধ্যে এই-ই ছিল আমার কাজ!...আর, এখন আমার কাজ!...আর এখন...এখন আমার শুধুই ঘুরে' ঘুরে' বেরাতে হবে!...ওঃ!...একটা প্রেতাত্মার পক্ষে কি কষ্টকর এই কাজ!...

পুরোহিত

তুমি-ই কি 'কুমাশাকা কোহান্'?...তোমার অতীতের কাহিনী আমা কাছে বল!...

দ্বিতীয় শিটে

(কুমাশাকা)

'শাক্সো', 'ওশিগুও', আর 'নোবুটাকা'য় অনেক বণিক থাক্‌তো!...প্রতি বৎসরেই তারা অর্থ সংগ্রহ ক'রতো!...

তারা 'ওকু' পর্য্যন্ত মূল্যবান দ্রব্যসমূহ পাঠাতো!...আমি-ই প্রথম সে সমস্ত জিনিষ লুণ্ঠন করি!...জান কি তুমি, আমার সঙ্গে আর কে থাকতো?...

পুরোহিত

আমাকে শুধু প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের কথা বল!...তারা কি বিভি প্রদেশের লোক?...

কুমাশাকা

একজন ছিল—'কাকুশো'!—সে থাকতো—'কাওয়াচি'তে!...আ দুজন, তারা দুই ভাই—'ত্তরিহারিটারো'!...সম্মুখ-যুদ্ধে তারা দুজনেই ছি অ-প্রতিদ্বন্দ্বী!...

পুরোহিত

সহর হ'তে কোন্ কোন্ নায়ক এসেছিল?

কুমাশাকা

'শাক্সো' হ'তে 'এমন্', আর, 'মিবু' হ'তে 'কোজারি'!...

পুরোহিত

মশালের আলোকে বিশৃঙ্খল যুদ্ধে——

কুমাশাকা

তাদের সমকক্ষ কেউ-ই ছিল না !…

পুরোহিত

উত্তর দিকের 'হাকোকু'তে ?

কুমাশাকা

সেখানে ছিল 'আশো-নো মাশুওয়াকা', আর, 'মিকুন্-নো-কুরো' !…

পুরোহিত

কুমাশাকা

না !…সেখানে কোহান্ ছিল নেতা !…সেখানে ছিল আমাদের—সবল এবং সুনিপুন ৭০টী বন্ধু !…

কোরাস্

যখন 'ওশিওও' মাঠ এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাকে ধরবার জন্ত আমরা অনেক গুপ্তচর পাঠিয়েছিলুম !…

কুমাশাকা

শেষে, সে এল 'আকাশাকা'—পল্লীতে !…তাকে আক্রমণ করবার মত এই স্থানই ছিল সকলের চেয়ে উপযুক্ত !…এখানে—যদি আমরা পরাজিত-ও হতুম,—তা হ'লেও, আমাদের পালাবার পথ ছিল যথেষ্ট !…

এখানে সে অনেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ ক'রে, 'চটী'র মধ্যে বিরাট ভোজের আয়োজন করেছিল ?…

পুরোহিত

রাত্রি যখন নিবিড় হ'য়ে এল, ছই ভাই—'ওশিওও' আর 'নোবুটাকা' তখন নিদ্রার বুকে আশ্রয় নিলে ?…

কুমাশাকা

কিন্তু সেই সময় ১৬ কিম্বা ১৭ বছরের একটী ছেলে তীক্ষ্ণ তার দৃষ্টি নিয়ে জেগেছিল !…বিভক্ত প্রাচীরের একটী ছিদ্র-পথ দিয়ে সে সমস্ত ই দেখছিল।…সেই সময়কার অতি ক্ষীণ একটা কলরবের প্রতি ও তার তীক্ষ্ণ সতর্কতা ছিল !…

পুরোহিত

এক নিমিষের জন্ত ও সে ঘুমিয়ে পড়েনি'…

কুমাশাকা

আমরা জানতুম না যে, সেই ছিল 'উশিওয়াকা' !…

পুরোহিত

সবই অদৃষ্ট !…

কুমাশাকা

এইবার…এইবার সময় এসেছে !

পুরোহিত

শীগ্‌গির !…শীগ্‌গির !…

কুমাশাকা

ধর !… তাদের ধর !…

কোরাস্

(বাস্তব যুদ্ধটা নৃত্যের ধারায় প্রদর্শিত ক'রে)

এই কথা ব'লেই, একটার পর একটা তারা বেগে ছুটে গেল !…তারা মশালগুলো কেড়ে নিলে !… সেই সময় মনে হচ্ছিল যেন, দেবতারাও তাদের সুমুখে এগুতে পারবে না !…'উশিওয়াকা' নির্ভীকের মত দাঁড়িয়েছিল !… হাতে ছিল তার একটী ক্ষুদ্র 'টাঙ্গি' !…স্থির সঙ্কল্প সিংহের সাহসে এবং শার্দুলের প্রচণ্ড বিক্রমে সে যুদ্ধ ক'রেছিল !…তার অমিত শক্তির সম্মুখে ১৩ জন আততায়ী প্রাণ হারালো, এবং আরও অনেকে আহত হ'য়ে পৃথিবী-শয্যা গ্রহণ ক'রলে !…আবার কেউ বা, তরবারী অথবা শর ফেলে রেখেই পলায়ন করলে !…তারপর 'কুমাশাকা' বললে, "তুমি-ই কি সেই পাষণ্ড দানব ?…অথবা কোন ছদ্মবেশী দেবতা এত সহজে এতগুলো লোককে পরাস্ত ক'রলে ?…খুব সম্ভব, তুমি মানুষ নও !…যাই হোক, মৃত ব্যক্তি কখনো অত্যাচার করে না !…তাই আমি 'ওশিওও'র এই চক্র পরিত্যাগ করলুম !…" তারপর, সে তার সুদীর্ঘ বর্শা নিয়ে, প্রস্থানোদ্যত হ'লো !…

কুমাশাকা

কিন্তু কুমাশাকা ভেবেছিল যে—

কোরাস্

"যদি আমি আমার গুপ্ত কৌশল স্বাধীনভাবে ব্যবহার করি, তা হ'লে, সেই ছেলেটা—ছোটো ছেলেটা কী ক'রতে পারে ?…হোক সে দেবতা কিম্বা দানব, আমি তাকে ধ'রবো !…ধ'রে দর্পচূর্ণ করবো আমি তার রক্তাক্ত দেহকে সেই সমস্ত নিহত ব্যক্তিদের আত্মার প্রতি অঞ্জলী দ'বো !"…তার পর সে পেছিয়ে এল ; এবং তার দীর্ঘ বর্শা নিয়ে দ্বারের পাশে লুকিয়ে গেল। সেইখান থেকে সে সেই বালকের দিকে ধাবিত হ'লো !…'উশিওয়াকা' তাকে দেখলে, এবং তার রণ কুঠার হস্তে নিয়ে দূর হ'তে তাকে অভিবাদন ক'রলে !…'কুমাশাকা'ও অপেক্ষা ক'রতে লাগলো !…তারা দুজনেই সতর্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল !… তার পর 'কুমাশাকা' দ্রুত এগিয়ে গেল, এবং তার দীর্ঘ বর্শা দিয়ে তাকে আঘাত ক'রলে !…সে আঘাত কিন্তু ভীষণভাবে বাজলো—একটা লৌহ প্রাচীরের উপর !…কারণ, 'উশিওয়াকা' তার গতিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে, তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রেছিল !…'কুমাশাকা' আবার উপর্যুপরি তার বর্শা নিয়ে আক্রমণ করলে !…কিন্তু, প্রতিবারেই 'উশিওয়াকা' তাকে প্রতিরোধ ক'রতে লাগলো !…তার পর 'কুমাশাকা' তার বর্শা উত্তোলন ক'রে, বেগে তা নিক্ষেপ ক'রলে—'উশিওয়াকা'র প্রতি !…'উশিওয়াকা' দ্রুত এক পাশে স'রে গেল !…'কুমাশাকা' আবার তার বর্শা আস্ফালন ক'রলে। এই সময়ে উভয়ের অস্ত্রে ভীষণ সংঘাত হ'লো !…'উশিওয়াকা' তার কুঠার সরিয়ে নিলে – 'কুমাশাকা' তার বর্শা আন্দোলন ক'রতে লাগলো ! ঠিক এই সময়ে 'উশিওয়াকা' হঠাৎ সেথান হ'তে স'রে গিয়ে, লুকিয়ে গেল এক স্থানের ছায়ার অন্তরালে ! 'কুমাশাকা' তাকে খুঁজতে লাগলো। এই সুযোগে 'উশিওয়াকা' তার বর্ম্মের পিছনকার ভাঁজের ভিতর দিয়ে তাকে ভীষণ ভাবে আঘাত ক'রলে ! এই অস্ত্রায় হত্যাতেই 'কুমাশাকা'র জীবন ফুরালো। কিন্তু, একজন বালকের দ্বারা নিহত হওয়ায়, তার আত্মা এখনও ক্রুদ্ধ হ'য়ে আছে !

কুমাশাকা

ধীরে সেই আঘাত—

কোরাস্

তার অন্তর স্পর্শ ক'রলো ! চেতন তার ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হ'য়ে আসতে লাগলো !

কুমাশাকা

এই বিটপীর তলে—

কোরাস্

তার সমস্ত অস্তিত্ব শিশির কণার মতই বিলীন হ'য়ে গেল !

[এই কথাগুলি বলবার সঙ্গে সঙ্গেই 'কুমাশাকা'র মূর্ত্তি অদৃশ্য হ'য়ে গেল। পরমুহূর্ত্তেই পৃথিবীর বুকের উপর ছুটে উঠলো—সন্ধ্যার কাজল—আঁধার !]

—যবনিকা—

শ্রীতারককুমার বসু।

—

ডাকঘর

শ্রীযুক্ত নাচঘর সম্পাদক—

সমীপেষু

মাননীয়েষু—

আমি কাল নাট্যমন্দিরে 'চন্দ্রগুপ্তের' অভিনয় দেখতে গেছলুম, সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বল্‌বার আছে,—আশা করি মনোনীত হলে আপনায় সাপ্তা হকে ছাপাবেন।

সেদিনকার অভিনয়ের মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ছিল—শ্রীভূমেন রায়ের 'আণ্টিগোনাস্'। ভূমেন বাবু, এ ভূমিকা নিয়ে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে যথেষ্ট দুঃসাহস দেখিয়েছেন, কারণ, কয়েক বৎসর হোল, এই ভূমিকাতেই অন্য একজন বিশিষ্ট অভিনেতা এতদূর নাম করেছেন, যে এই ভূমিকা নিয়ে অন্য কারুর প্রসিদ্ধি লাভ করতে হলে, যথেষ্ট শিল্পচাতুর্য্য ও অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ভূমেন বাবুর এই দুটি জিনিষই আছে। তিনি এতই সুষ্ঠভাবে এই কঠিন ভূমিকার অভিনয় করেছেন, যে অধিকাংশ দর্শকবৃন্দ, শুধু তাঁরই অভিনয় দেখে তৃপ্তমনে বাড়ী ফিরেছেন, এই তরুণ অভিনেতার সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁর অভিনয়ে অন্য কারুরই ছায়া মাত্রও পড়ে নি, বেশ ভূষা, দেহসজ্জা, এবং অভিনয় এই তিন বিষয়েই তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ গৌরবজনক ভাবেই বজায় রেখেছেন।

বিশেষ করে সেলুকসের বিচার ও মাতার সহিত কথা—এই দুই দৃশ্যে তাঁর চমৎকার স্বাভাবিক অভিনয় ও Conceptional originalityর প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তবে, সেলুকসের বিচার দৃশ্যে তাঁর মুখে যে সাদা spotlight পড়েছিল তা আমি অনুমোদন করতে পারি না। সে দৃশ্যে তাঁর যে মনোভাব মুখে প্রকটিত হয়েছিল, তাতে তখন Greenish বা Pale-yellow আলো ছাড়া কোন আলোই তাঁর মুখে শোভা পায় না। আশা করি 'নাট্যমন্দির' ভবিষ্যতে এবিষয়ে মনোযোগী হবেন। তাঁর দেহসজ্জা এবং বেশভূষায় যে নূতনত্ব তিনি দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর সেই যুগের গ্রীক্ ইতিহাস সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এটা নিশ্চয় যে, অন্য কোন অভিনেতাই এই ভূমিকার বেশভূষা সম্বন্ধে এতটা মাথা ঘামান নি।

তাঁর আরো দুটী জিনিষ আমাদের মুগ্ধ করেছে—তাঁর mellow অথচ rasping voice এবং তাঁর Correct military bearing তরুণ বীরোচিত উদাত্ত কণ্ঠের মাধুর্য্য—এতদিন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের অভিনেতাদের মধ্যে শুধু শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যার একেশ্বর অধিকারী ছিলেন,—সে মাধুর্য্য,—ঠিক ততখানি পরিমাণে না হলেও,—ভূমেন বাবুরও আছে।

সেই কণ্ঠের সঙ্গে তাঁর উচ্চারণ বিশুদ্ধতা—এও আমাদের মনোহরণ করেছে।

আমরা এই তরুণ শিল্পীকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি, এবং আশা করি যে শিশির বাবু নীরোগ হয়ে ফিরে এলে তাঁর চাণক্যের সঙ্গে ভূমেন বাবুর আণ্টিগোনস—এই double attraction নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় নাট্যমন্দিরে আবার দেখতে পাব। শিশির বাবু অভিনয়কালে এ ভূমিকা বর্জ্জন করে থাকেন,—কারণ, তিনিই জানেন, এর একমাত্র কারণ, আমাদের কাছে অন্ততঃ মনে হয়, যে উপযুক্ত শিল্পীর অভাব সে অভাব, এখন ঘুচে গেছে।

আর একথা ঠিক, যে এ ভূমিকা side-character হলেও,—বাদ দিলে অভিনয় সৌন্দর্য্য ত বাড়েই না, পরন্তু সেলুকস্ ও হেলেনের অভিনয় অনেক ভাবে খর্ব্ব হয়ে যায়।

১৭নং বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা। ২১।৪।২৭

বিনীত
শ্রীউষানাথ সেন।

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

আর্টিষ্ট বল্লেন,—"কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে" ইত্যাদি! যার মন যেটাতে টানলো তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্ত সবার চেয়ে। এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠিনা আর্টিষ্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায়—ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুইজনেই চাচ্চেন একই জিনিষ—ভক্ত ধন চাইছেন না, কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি, যিনি স্রষ্টা সুন্দরের যিনি সুন্দর তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তায় কামনা করেন। আর্টিষ্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে। মুখে সুন্দরী চাইনে বল্লে হবে কেন মন টান্‌ছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুন্‌তে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর উঠতে চাই বসতে চাই চলতে চাই সুন্দর সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাইয়া না পাই, পারি না পারি সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে! যা কিছু ভাল তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম, আমরা কথায় কথায় বলি—গাড়িখানি সুন্দর চলছে, বাড়ী খানি সুন্দর বানিয়েছে, ওষুধ সুন্দর কায করছে; এমন পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে এ কথাও বলি; এমনি সব ভালর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোর দিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে সেও তো যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে ধরা এবং মন টানার দিক থেকে সুন্দরে অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে? কাযেই সুন্দর অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মত শক্তিমান একটা জিনিষ বলেই আমার কাছে ঠেকেছে। সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক। এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর এক ভাবে টানতে

টানতে নিয়ে চলে কদর্য্যতার দিকেই। কিন্তু সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখবে সুন্দরে একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বকের টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরে গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও কাঁটা উলটো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না ঠেকে পারে না। কিন্তু এমনতো হয়, যে আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিম্বা সুন্দর দিক থেকে অসুন্দরে নেমে যেতে পারি। সুতরাং সুন্দর অসুন্দরের মধ্যে কোনটাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দ্দেশ কর্ত্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হলোতো সুন্দরে গিয়ে লাগলেম মনে হলোতো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিম্বা সুন্দর থেকে অসুন্দর অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রয়োজন না রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে অধোগতি থেকে উর্দ্ধ বা উর্দ্ধ থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটা শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভাল থেকে মন্দে। আর্টিষ্ট কবি ভক্ত এদের মন এমনিই শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্য দিয়া সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিষ্ট সবাই এক ধরণের মানুষ। সবাই আর্টিষ্ট, আর্টিষ্টের কাছে ভেদ নাই পণ্ডিতের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে। আর্টিষ্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের ও অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে, কিন্তু সু কুর যে নির্দ্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্য্যন্ত টেনে দিচ্ছে এরূপ সেরূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই, আর্টিষ্টের কাছে নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিষ্টের মন রসায়িত হয়! এই টুকুই তফাৎ আর্টিষ্ট আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে হাঁক দিচ্ছি আর্টিষ্ট তখন সুন্দর করে খরার দিন মনে ধরে কবিতা লিখেলে—"কাল বৈশাখী আগুন ঝরে কাল বৈশাখী রোদে পোড়ে! গঙ্গা শুকু শুকু আকাশে ছাই!" রসের প্রেরণা সুন্দর অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে আর্টিষ্টের মধ্যে সুন্দর অসুন্দরের মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চল্লো। আর্টিষ্ট রূপ মাত্রকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ প্রশ্ন আর্টিষ্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মত আহা ওহে, বলে ক্ষান্ত থাকলো না, দেখার সঙ্গে আর্টিষ্টের মন আপনার সৌন্দর্য্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্ব্বাচন করতে লাগলো সুন্দর রং ঢং সুন্দর ছন্দোবদ্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিষ্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে, কিম্বা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথাকথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে আকর্ষণ করবার তেমনি মনের মধ্যে গভীর ভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে অসুন্দরে এখানেও এক সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাৎ এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মত মানুষের মন জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতেই চায় দিন রাত। সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিষ্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজ ভাবেই সুন্দর অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিষ্টের তফাৎ হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি সুরু করে, আর্টিষ্টও যে কাঁদে না তা নয় কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্যে দিয়ে একটি অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে! অসুন্দরের মধ্যে অসুখের মধ্যে রস আসে আর্টিষ্টের কাছ থেকে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চ্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক পড়ে কিম্বা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখন বলে না আমি এই জন্যে সুন্দর, আমাদের মনেও ঠিক সেই জন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ প্রশ্ন ওঠে না যে কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রং মেখে অলঙ্কার পরে হাব ভাব করে এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনি বিচার করে বুঝে নেয় এ রংএর দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না! আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিষ্ট কিম্বা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না।

বঙ্গবাণী
কার্ত্তিক, ১৩২৯।

ক্রমশঃ
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

নব নিকেতন ১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ১৭ই বৈশাখ, ৩০শে এপ্রিল রাত্রি ৭টায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই যুগান্তকারী নাটক

প্রতাপাদিত্য

(সপ্তম অভিনয় রজনী)

বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য
প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
শঙ্কর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী
সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
বসন্তরায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
গোবিন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত
রডা—শ্রীভুমেন রায় (এমেচার)
কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা
বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

তৎপরে ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই সুমধুর গীতিনাট্য

রাধাকৃষ্ণ

শ্রীরাধা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটক

বিল্বমঙ্গল

(নাট্যমন্দিরে তৃতীয় অভিনয়)

বিল্বমঙ্গল—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী
সাধক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
সোমগিরি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বণিক—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
ভিক্ষুক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়
রাখালবালক—শ্রীমতী নিরুপমা (ভুন্দী)
থাকমণি—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)
অহল্যা—শ্রীমতী তারারাণী
চিন্তামণি—শ্রীমতী প্রভা
পাগলিনী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

তৎপরে সেই চিরমধুর রঙ্গনাট্য

কুঞ্জ ও দর্জ্জী

কুঞ্জ—শ্রীব্রজবল্লভ পাল
দর্জ্জী—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C. 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩, টাকা

৩য় বর্ষ
৪৬শ সংখ্যা

সম্পাদক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

২৩শে বৈশাখ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

আমাদের দেশের অভিনেত্রীদের শরীর সম্বন্ধে আলোচনা হওয়া দরকার হ'য়েছে। এখানের অভিনেত্রীদের স্থূলতা প্রবণতা চিকিৎসা শাস্ত্রের গবেষণার উপযুক্ত বিষয়। কেননা, স্বাস্থ্যরক্ষার সূত্রের এ ব্যতিক্রম।

•

আমাদের অভিনেত্রীদের অধিকাংশ স্থলেই সপ্তাহের পর সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহে পাঁচদিন ক'রে অভিনয় ক'রতে হয়। আর আমাদের রঙ্গালয়গুলিতে রবিবার ছাড়া অন্যদিন রাত দুপুরের আগে কোনো অভিনয় শেষ হয় না।

•

সপ্তাহে পাঁচদিন করে অভিনয় যারা দেখে, তারাই অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। দর্শকদের শরীর শুধু ব'সে অভিনয় দেখেই যে ক্ষেত্রে কাবু হয়, সে ক্ষেত্রে, যে অভিনেত্রীদের বিবিধ পরিচ্ছদের ভারে পীড়িত হ'য়ে, মঞ্চে আসা যাওয়া, বক্তৃতা বা গান ক'রতে হয় তাঁদের দেহ অত্যন্ত ক্লান্ত ও আর্ত হ'য়ে প'ড়বে, এই সিদ্ধান্ত ক'রলে যুক্তিশাস্ত্র তা অনুমোদন ক'রবে।

•

কিন্তু বাস্তবএর সম্পূর্ণ বিপরীত সাক্ষ্য দেয়—এখানের রঙ্গালয়ের জল হাওয়ার গুণে অভিনেত্রীরা কি রকম ক্ষিপ্রভাবে এবং কি হারে মোটা হন তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন—দুদিন আগে যে তন্বীকে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'তে দেখেছি, দুদিন বাদে তাঁর তনুলতাকে দেহকাণ্ডে রূপান্তরিত হ'তে দেখে বিস্মিত হ'য়েছি।

•

তাঁদের স্বাস্থ্য ভালো থাকুক, ভগবানের আশীর্ব্বাদে তাঁরা কল্যাণে থাকুন আমরা এ কামনা করি। কিন্তু সুস্থতা ও স্থূলতা একার্থক শব্দ নয় একথাটা আমরা যেন ভুলে না যাই—আর এই স্থূলতা সম্বন্ধে আলোচনা করবার দাবী আমাদের আছে।

•

অনেক যশস্বিনী সু অভিনেত্রী আছেন, অনেক নৃত্যকুশলা নটী আছেন যাঁদের স্বর, বাণী বা পদবিন্যাস উত্তম। কিন্তু অতি স্থূল দেহের জন্যে তাঁদের কোনো কোনো ভূমিকায় ভারি বেমানান দেখায় আর তাঁদের গতি আর অঙ্গহারের মধ্যে কোনো সৌন্দর্য্য বা লালিত্য তো থাকেই না বরং অনেক স্থলে তা এত বিসদৃশ ও হাস্যরসাত্মক হ'য়ে দাঁড়ায়, যে কেউ তার শ্রী-হীনতা সহ্য ক'রতে পারে না।

•

আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু কোনো অভিনেত্রীর বাহু আন্দোলন দেখে ব'লেছিলেন "মনে হ'চ্চে যেন হাতী শুঁড় নাড়ছে"। একে একেবারে অত্যুক্তি বলাই চলে না। সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য শ্রীতে পরিপূর্ণ করে যাদের প্রত্যেক চেষ্টা দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা উচিত, রস-পরিবেষণের ভার যাদের উপর পড়ে তাঁদের অভিনয় খুব ভালো হ'লেও, কলেবর-গুরুত্বের জন্যে তাঁদের চলা ফেরা এত কদর্য্য দেখায়, যে মনের রসানুভূতির সকল সূক্ষ্মতা, নয়নের সমস্ত আনন্দ, হৃদয়ের সমস্ত চারু প্রবৃত্তি একেবারে অন্তর্হিত হয়।

•

যাঁদের Artistic ব্যাপারের প্রকাশ নৈপুণ্য ও বিকাশ সুষমা দেখানোই কাজ, এ রকম inartistic দেহ নিয়ে তাঁদের যে উদ্যম করাই উচিত নয়।

অভিনয়ের এই অশোভন দিক্‌টায় কারুর নজর পড়ে না কেন বা প'ড়লে তা দূর করবার কোনো প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না কেন, তা আমরা জানিনা।

•

কাটির মত সরু হওয়াটো ভালো নয়—তবু আমাদের যদি দু'য়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করার ভার দেওয়া হতো তো আমরা মোটাদের বিরুদ্ধেই ভোট দিতুম—কেননা আর যাই হোক্ বীভৎসতা ব'লে জিনিসটা অন্ত দলের ত্রিসীমায়ও যে থাকবে না বা থাকতে পারে না এটা ঠিক্।

•

পাদপ্রদীপের আলোকে যে তিন চার জন উদীয়মানা অভিনেত্রী কলা-প্রতিভা দেখিয়ে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন, নাট্যমন্দিরের শ্রীমতী প্রভা তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। আমরা শুনে সুখী হলুম কোন গুণগ্রাহী ভদ্রলোক, আগামী শুক্রবারে শ্রীমতী প্রভার জন্য নাট্যমন্দিরে একটি পুরস্কার-রজনীর ব্যবস্থা করেছেন।

•

উক্ত রাত্রে "পাষাণী" ও "আলিবাবার" অভিনয় হবে। ভূমিকা-লিপি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়েছে :—ইন্দ্র—শ্রীযুক্ত রবি রায়, গৌতম—শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী, চিরঞ্জীব—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, মদন—শ্রীযুক্ত ভূমেন রায়, বশিষ্ঠ—শ্রীযুক্ত অমিতাভ বসু, শতানন্দ—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, অহল্যা শ্রীমতী প্রভা, মাধুরী—শ্রীমতী চারুশীলা ও রতি—শ্রীমতী নলিনী। "আলিবাবা"র বিশেষ আকর্ষণ শ্রীমতী প্রভার "মর্জ্জিনা"। শ্রীমতী প্রভাকে আমরা এর আগে নৃত্যগীতপ্রধান এত বড় ভূমিকায় কখনো অভিনয় করতে দেখিনি। তাঁর "মর্জ্জিনা" নৃত্যনন্দের সৌন্দর্য্যে নিশ্চয়ই উপভোগ্য হবে, এমন আশা করতে পারি। শ্রীমতী চারুশীলা ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনীও "আলিবাবা"র ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

•

অনেকের বিশ্বাস আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীরা অশিক্ষিতা বা কুশিক্ষিতা তাঁদের মধ্যে মানস-চর্চ্চার একান্ত অভাব। তাঁদের ভ্রান্তি দূর করবার জন্যে আমরা শ্রীমতী প্রভার রচিত একটি গান সাদরে পত্রস্থ করলুম। পাঠকরা দেখবেন, সাময়িক পত্রের অনেক কবিতার চেয়ে এই ছোট রচনাটি ভাবে, ছন্দে ও মিলে অধিকতর উপভোগ্য। শ্রীমতী প্রভা আরো অনেকগুলি সুন্দর গান রচনা করেছেন, আমরা ভবিষ্যতে তা প্রকাশের চেষ্টা করব।

—

চিত্র-জগৎ

"'র‍্যাটের' জয়" (The triumph of the rat) দক্ষিণ আফ্রিকায়ও মহা সমারোহে দেখানো হ'য়ে গেল। আর কোনো জায়গতেই এই ছবিতে বিলাতী সমাজের প্রতি ঘৃণা জাগবার সম্ভাবনা আছে ব'লে, এই ছবি দেখানো বন্ধ হয়নি, হোলো কেবল এখানে। কল্‌কাতার লোক বিলাতী সমাজের কাণ্ডকারখানার বিষয় একেবারে অজ্ঞ এবং এত শ্রদ্ধাবান যে সে শ্রদ্ধা এতে টলবে, যে কোন ব্যক্তি বা সমিতি আজও এ কথা ভাবে তারা আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অশেষ অপমান করে। সেই অপমানের প্রতিবাদ প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের করা উচিত।

•

যাঁরা 'কোহেনরা এবং কেলিরা' (The Cohens and Kellys) নামক চমৎকার ছবিখানি দেখেছেন তাঁরাই জানেন শ্রীযুক্ত চার্লস মারে কেলি পরিবারের কর্ত্তারূপে কি সুন্দর অভিনয় ক'রেছেন। এতদিনে শ্রীযুক্ত মারে 'তারকা' অভিনেতা (star) হ'লেন। এ সম্মান অনেক আগেই এঁর পাওয়া উচিত ছিল।

•

'চাষার ছেলে (A farmer's boy) একখানি নোতুন ছবি। এতে শ্রীযুক্ত চার্লস্ রে ও শ্রীমতী ডুয়েন টম্‌সন্ যথাক্রমে নায়ক ও নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন।

•

'বর্ষার প্রজাপতি' (Butterflies in the rain) ব'লে আর একখানি নোতুন ছবি বেরিয়েছে। শ্রীমতী লরা লা প্লান্ট ও শ্রীযুক্ত জেম্‌স্ কার্কউড এতে নায়িকা ও নায়কের অংশে অবতীর্ণা হ'য়েছেন।

•

'হলিউডের ভাঙ্গা প্রাণ' (Broken hearts of Hollywood) নাম দিয়ে বেশ সুন্দর একখানি ছবি বেরিয়েছে। শ্রীমতী প্যাট্‌সি রুথ মিলার, শ্রীমতী লুইসি ড্রেসার এবং শ্রীযুক্ত ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (ছোটো) এতে অভিনয় ক'রেছেন।

•

শ্রীযুক্ত ম্যালকম্ ম্যাক্‌গ্রেগরের বাপ মা স্কচ, কিন্তু তিনি নিউ ইয়র্কে জন্মেছেন। তাঁর বাপ কোটিপতি। বিলাসী জীবন যাপন করা তাঁর প্রবৃত্তির প্রতিকূল ব'লে তিনি ক্যালিফর্ণিয়াতে যান। সেখানে শ্রীযুক্ত রেক্স ইন্‌গ্রামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, এবং তিনিই একে 'জেন্দার বন্দী'তে (Prisoner of Zenda) একটি ভূমিকায় অভিনয় করান।

•

যাঁরা 'বো জেষ্ট' দেখেছেন, তাঁরা নজর ক'রেছেন কি যে শ্রীযুক্ত রাল্‌ফ ফর্ব্বস্‌কে দেখতে অনেকটা ইংলণ্ডের যুবরাজের মতো?

•

শ্রীযুক্ত রিচার্ড ডিক্‌সের বয়েস তেত্রিশ বছর; ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের অন্তর্গত সেন্ট পল্‌সে তিনি জন্মে ছিলেন। শ্রীযুক্ত বেশ দীর্ঘ পুরুষ, ছফুট লম্বা।

•

'বো জেষ্টের' প্রধান চরিত্রগুলির সম্পূর্ণ ভূমিকালিপি আমরা দিচ্ছি :—

বো (মাইকেল জেষ্ট)	রোনাল্ড কোলম্যান
ডিগবি জেষ্ট	নীল হ্যামিল্টন্
জন জেষ্ট	রাল্‌ফ ফর্ব্বস্
লেডি ব্রাণ্ডন্	এ্যালিশ জয়েস্
ইসোবেল	মেরি ব্রায়ান
সার্জ্জান্ট লেঁজ	নোয়া বিয়ারী
মেজর বোজোলায়	নর্ম্যান ট্রেভার
বল্‌ডিনি	উইলিয়াম পাওয়েল
হাঙ্ক	ভিক্টর ম্যাক্‌ল্যাগলেন
বাডি	ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট।

•

'রাঙা মাটি (Red caly) নামক নোতুন ছবিতে শ্রীযুক্ত উইলিয়াম ডেসমণ্ড অভিনয় ক'রেছেন।

—

গান।

তোমার চরণ কর'ব ছন্দে বন্দনা।
বাসো আমায় এতই ভালো
অভেদ ভাবো সাদা কালো,
কণ্ঠে আমার গীতি শুনে
সদাই বল মন্দ না
প্রিয়, মন্দ না!
তোমার মুখের মোহন হাসি
দেয় যে বুকের গহন নাশি
তুমি আমার অটল প্রেমিক
জানি, আমি অন্ধ না
প্রিয়, অন্ধ না!

শ্রীমতী প্রভা।
নাট্যমন্দির।

নটীর পূজা

(চিত্র)

"উৎসব!...উৎসব!..."

"উদয়-অরুণের অভিষেক-আসরে প্রভাতের এক অপূর্ব্ব আয়োজন!..." সুন্দর!..."

"বিশ্ব-কবির প্রাণের তারে সুর ছন্দিত হ'য়ে উঠ্‌ছে,—শুনতে পাচ্ছ, মানসী?..."

"পাচ্ছি বৈকি!..."

"ওই শোন,—এই পুণ্য জগের অমিয় সৌরভে জীবন অভিসিক্ত ক'রে নেবার জন্য, সমস্ত নিখিল-বাসীর উদ্দেশে তার বাণী ঝ'রে প'ড়ছে:—

'শুভ্র, শুভ মুহূর্ত্ত আজি
সার্থক কর'রে।
অমৃতে ভর'রে!
অমিত পুণ্যভাগী কে
জাগে, কে জাগে!'—"

"কে জাগে?"

"আঁখির আলোয় উষার জন্ম দিয়ে, বিশ্ব-নটীর চপল চাটুলো এ ছলনা কেন, মানসী?..."

"ফুটছে,...করবীর মুখে ফুটে উঠ্‌ছে ওই পুণ্য-মধুর হাসি!..."

"তার'ই অমৃত-শ্বাসে জীবন অভিসিক্ত ক'রে তোমাই-বাতাসের বুকে আজ পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দ!..."

"সার্থক তার জীবন!..."

"তোমার আঁচলের হিল্লোল পেয়ে!..."

"তোমার উত্তরীয়ের আকুলতা নিয়ে!..."

"মানসী!..."

"দূরে ওই শোভা—"

"তোমার বুকের মাঝেই তা দেখতে পাচ্ছি, রাণী!..."

অশ্রুত তার বন্দনা-গীতি—"

"বেজে উঠছে তোমার নূপুর-শিঞ্জিনির প্রতি ছন্দে ছন্দে!..."

"জাগো!...জাগো চেতনের আত্মা!...জেগে ওঠ,...জেগে ওঠ গো!..."

"জাগছে!...ধীরে অতি ধীরে জেগে উঠেছে এই

শ্যামল উপবনের অনিন্দ্য বুকখানির উপর—অনন্ত কাকলী!...উল্লাস!... পল্লব মর্ম্মর!...এই নিরালায় সব কাহিনী দূরে রেখে, বাতাস শুধু জাগরণী জানায়—তোমার ও আমার!—নট ও নটীর!...বিশ্ব-মঞ্চে আমরাই যে

শুধু রূপের পূজারী !…প্রীতির অনবদ্য কুসুমাঞ্জলির অর্ঘ্য দিই—শিল্পের চরণ তলে !…ওকি, চ'লে যাচ্ছ কেন, মানসী…?"

"কুসুমের সাড়া পেয়েছি আমি !—সে যে আমাকে ডাক দিয়েছে !…"

* * * *

"দোদুল্ দুল্ !…দোদুল্ দুল্ !…"

"সুরের দোলায় কাকে দু'লিয়ে দিচ্ছ, রাণী ?…"

"আজ এই প্রভাতে বসন্তের ফুলকে হ'তে হ'বে নৃত্যপরা !…তাই, তার অন্তরের অবগুণ্ঠন সরিয়ে দিচ্ছি !…"

"তুমি অতি সুন্দর !…"

"এ সৌন্দর্য্য বোধ হয়, স্তুতির ছন্দে আমাকে অপমান করবার জন্য ?…"

"আমি তোমার নারীত্বকে শ্রদ্ধা করি !—প্রীতির সরল গাম্ভীর্যে ই তাই ও-কথা ব'লেছিলুম !…"

"প্রিয় !…"

"ও'কি, আমার দিকে অমন অপলক্ চাউনিতে চেয়ে' আছ যে ?—একি, তোমার চোখে জল ?…"

"আমায় ক্ষমা কর !…"

"তার শক্তি যে তুমি হরণ ক'রে নিয়েছ, মানসী !…"

"যাক্ শোন !—"

"কি, বল ?…"

"একটু দাঁড়াও !…আমি আসছি !…"

"কোথায় যাচ্ছ ?…"

"উৎসবের সার্থক আয়োজনে !…"

"মানসী !"

"এই যে আমি এসেছি !…"

"কোথায় গিয়েছিলে, মানসী ?…ওকি, হাতের অঞ্জল ভরা অত ফুল কিসের জন্যে ?…"

"সুন্দরের পূজার্থে !…আমি যে রূপের অনুবর্ত্তিনী !…"

"ওই শোন,-বিশ্ববাণী আকাশের বুকে গিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে :—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !…"

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি !…"

"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি !…"

"আরও শোন—পুণ্যকণ্ঠের পুণ্য গীতিকা !…"

হ্যাঁ, শুনছি :—

> জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তি
> জানাম্যধর্ম্মং নচমে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'॥…"

"সৃষ্টির সনাতন সংস্কার—"

"চিরদিন অক্ষুণ্ণ গৌরবে মহিমান্বিত !…তার যখন—একি !…আমার চরণতলে ওই সব কুসুম অঞ্জলি দিলে, মানসী ?…"

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি !…সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি !…আমার যা কিছু ভক্তি যা-কিছু প্রীতি, সব তোমারই সুরের মাঝে হারিয়ে গেছে !…তোমাতেই আমি সুন্দরের অভিব্যক্তি দেখে, ডালি দিয়েছি আমার তৃপ্তির অর্ঘ্য !…নারীর এ অঞ্জলি অতি দীন ব'লে, কি তা গ্রহণ করবে না, সুন্দরের শিল্পী ?…"

"অসীম শ্রদ্ধার শিরে স্পর্শ ক'রে, তোমার এই পূত অর্ঘ্য গ্রহণ করলাম, দেবী !…"

শ্রীভারতকুমার বসু।

ডাকঘর

শ্রদ্ধেয় 'নাচঘর' সম্পাদক সমীপেষু—

২৬শে চৈত্র ৮ম সংখ্যার 'শিশির' লিখিয়াছেন—'কুমারী মমতা মিত্র নলিনী বাবুদের প্রতি অনেকখানি মমতা লইয়া ভীম ঘোষের লেন হইতে বাহির হইয়াছেন।' এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—কেউ কারও প্রতি অনেকখানি মমতা বা বিদ্বেষ নিয়ে কোন Road, Street বা Lane থেকে বেরিয়ে সমালোচনার আসরে বা কোন আসরেই আবির্ভূত হননা, অন্ততঃ আমি তা হইনি। আমি সত্য কথা বল্‌তে চাই। কারও প্রতি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব বা কারও সঙ্গে শত্রুতা করবার প্রবৃত্তি আমার নেই। সত্য কথা বল্‌লে শিশির যদি বোঝেন আমি নলিনী বাবুদের প্রতি অনেকখানি মমতা দেখাচ্ছি ও তাঁদের সঙ্গে শত্রুতা করছি তাহ'লে আর কি বলব! কিন্তু তাঁর এ ধারণাটি ভুল।

'শিশির' লিখেছেন 'আমরা স্ত্রী জাতিকে কিছু বলিনা।' তাঁর এই উক্তিতে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি। নারী যখন পুরুষের মত কাজ কর্‌ছে তখন নারীকে বল্‌ব না কেন? পুরুষের লেখার সমর্থন করব—প্রতিবাদ করব, আর নারীর বেলায় কলমের মুখ বন্ধ ক'রে চুপ করে বসে থাক্‌ব। একই কাযে দু'রকম ব্যবস্থা আশ্চর্য্য! নারীকেও বলা উচিৎ তবে ভদ্রভাবে বলা দরকার। 'শিশির' প্রতিমা, মুকুলমালা প্রভৃতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। 'এঁদের কল্যাণে আপাততঃ ভাষাজননীর যে ভয়ঙ্কর বলবৃদ্ধি হয়েছে' তাতে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ উৎকট ভাষা পুরুষ ও নারী—কারও কলমের মুখ দিয়েই বেরুনো উচিৎ নয়।

মহিলাদের রঙ্গ-আলোচনা করতে দেখে 'শিশির' কি ক্ষুব্ধ হয়েছেন? এটা কি মহিলাও রঙ্গালয়-দুয়োর উন্নতির পরিচায়ক নয়? সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, অভিনয়, রাষ্ট্র, প্রভৃতি সব বিষয় নিয়েই নারীর আলোচনা করা উচিৎ। শিক্ষিতা মহিলারা দেশের নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করুন এটা আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। প্রতিমা, মুকুলমালা প্রভৃতির মত অভদ্রভাবে শ্লীলতার মাত্রা ছাড়িয়ে আলোচনা করতে বলছি না।

১০ই বৈশাখ ১০ম সংখ্যায় 'শিশির' যে ছড়াটি ছেপেছেন 'তা তাঁরি যোগ্য হয়েছে' এ ছাড়া আর কিছুই বলবার নেই।

কুমারী মমতা মিত্র

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সবাই বলে—সুন্দর ঠেকছে কেন তা জানি না, কিন্তু সুন্দরের মাঝে যে অ-সুন্দর আসে তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিষ্টের মনে তর্কের উদয় হয়, কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে। অসুন্দরের বিচার সেখানে নাই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে! যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোন দলিল নিয়ে এল না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠলো সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরলো বলেই সুন্দর এ সহজ কথা সেখানে খাটলো না। এমন পণ্ডিত নেই যে সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছেন—কি নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য্য। সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিসেব করলে এই দাড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর (২) কাযের বলেই সুন্দর (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর (৭) বিচিত্র অবিচিত্র সম বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর! এই সব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত নিয়ে সৌন্দর্য্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না; তবে আমি এইটুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কি বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করেছে তা আমাদের দেখায় লাভ কি? আমাদের নিজের নিজের কাছে সুন্দর কি বলে আসছে তাই আমি দেখবো। আমি জানি সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাযও দেয় না—বিদ্যুৎ শিখার মত বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিক্রত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের! সুন্দর এই কথাইতো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি চক্ষু জোড়ানো মন ওড়ানো, প্রাণভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিম্বা এর একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট সেই কারণেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর, তেমন সুন্দর,—সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর! আমাদের জিব যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ সরবৎ ইত্যাদি পৃথক পৃথক জিনিষের মধ্যে দিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেই ভাবেই জীব বা জীবাত্মা মন রসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে মেটাতে চলে। অতএব বলতে হয় মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হল পাওয়া, আর কারু কথা মতো কিম্বা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে না পাওয়াই। মা বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল একথা যে ছেলের একটু মাত্র সৌন্দর্য্য জ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাযের, বৌ সংসারী, বৌ বেশ ক . . . . . . এবং হয়তো বা ডাকসাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার ক . . . . . . ছেলের নিজের মনের মধ্যে কায কর্ম্ম সংসার স্বরূপ কুরূপ ইত্যাদির এ . . . . . . র ধারণা তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ করা বৌ মিল্লো তো গোল নেই . . . . . . লেই মুস্কিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে 'আপ্ রুচি খানা—পর রুচি পহেনা,' খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরণের বেলায় পরে যেটা দেখে সুন্দর বলে সেইটেই মেনে চলতে হয়, না হলে নিন্দে, সুতরাং সেখানে কেউ জোর কোরে বলতে পারে না এইটেই পরি। পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়। একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই সাজ সোজ পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলট পালট সময়ে সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সব দিক দিয়ে সুন্দর অসুন্দরের বোঝা পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যিই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নিছক সুন্দর জিনিষ দিয়ে গড়া একটি পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্ব্বগুণান্বিত একটা কিছু হতো তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরের কোন প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হতো না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বল্লেও চোখে তা দেখিনে অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায় নানা দিকে ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমাদের সৌন্দর্য্যজগৎ যে খণ্ড ও খর্ব্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্ত্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের তা বলা যায় না। ভক্ত কবি এবং আর্টিষ্ট এদের কাছে সুন্দর অসুন্দর বলে দুটো জিনিষ নেই, সব জিনিষের ও ভাবের মধ্যে যে নিত্য বস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যা কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই

কেবল গ্রহণ করতে [illegible] রস আস্বাদ—সুতরাং মনরসনা রোগ বা পক্ষ্যাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো [illegible] শক্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর, [illegible] সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর, অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর, দুঃখ নয়, পরিষ্কার [illegible] নিশা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, চন্দ্রকলা নয় পূর্ণচন্দ্র কেউ একথা [illegible] তে পারে না, সে একেবারেই আর্টিষ্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্য্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিষ্ট তাই তিনি বলেছিলেন—"সবহি মুরত বীচ অমুরত, মুরতকী বলিহারী"। যে সেরা আর্টিষ্ট তারি গড়া যা কিছু তা'র মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালমন্দ সব মূর্ত্তির মধ্যে অমূর্ত বিরাজ করছেন! "ঐসা লো নহি তৈসা লো, মৈ কেহি বিধি কথৌ গম্ভীরা লো" সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত তাই কবীর এক কথায় সব তর্ক শেষ করিলেন "বিছুড় নহি " মিলিহো" বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুজে পাবে না। কিন্তু এই যে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কি ভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয়। এর উত্তর কবীর যা দিয়াছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিষ্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়—"সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঈতে মিলন ভয়ো জা দিনতে সুরত ন অন্তি চলি॥ আপন মুহ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধারু। খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখু সুন্দর রূপ নিহারু॥" সহজ সমাধিই ভাল হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই! যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সম্বাদি সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুর সপ্তক স্বরলিপি ও তাল বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড় মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোনখানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধর সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইলো না, প্রত্যেকে আমরা নিজের নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চল্লেম—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিষ্ট যেভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য্য উপভোগ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ধারা কি একেবারের জন্য বন্ধ হ'ল জগৎ? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোন জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসলো পুরুষ পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকলো। আমাদের সঙ্গীতে সেই তানসেন ও আকবরি চাল, ছবিতে দিল্লীর চাল বা বিলাতী চাল যে কুকাণ্ড গীতকলায় ও চিত্রকলায় ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে ফেলে চল্লেও যা হতে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমস্ত আমাদের সামনেই ধরা রয়েছে সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হ'লে তত ভাবনা নেই যত ভাবনা আদর্শটা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও অনুভব শক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পূর্ব্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমানি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্য্যন্ত এসে সে আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোন দিন চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই। আদর্শটা এমনিই অস্থায়ী জিনিষ যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুস্কিল! রুচি বদলায়, আদর্শও বদলায় যেটা ছিল এককালে চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল; ছিল টিকি এল টাই, ছিল খড়ম এল বুট এমনি যত কি! গাছগুলো অনেককাল ধরে এক অবস্থায় রয়েছে—সেই জন্যে এই গুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ, পাতা, ফল, ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাওতো ছিল সুন্দর সুতরাং পরিবর্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ, বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে সুন্দরের ধারা চলছে পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য চেষ্টা এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি আর কিছুকে নয় এবং সেই আদর্শই সুন্দরকে যাচাই করবার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে। সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্য্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে নিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রং রূপ বদলে চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল বদল নাই। সব শিল্পকে যাচাই করে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে একটি আদর্শ ধরা আছে—তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাবো? যে ভাবেই হোক যে বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরম সুন্দরের স্বল্লাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেলো তখনি সে সুন্দর বলে আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে! আমার কাছে কতকগুলো জিনিষ কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর এই ঠেকলো সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে মেলেনা তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না আমারটি। সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চল সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয়, কাযেই এই অতৃপ্তিকেই এই সুখ দুঃখের আলো আঁধারের সুন্দর অসুন্দরের মেলা খণ্ড বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে সেই সুন্দরকে একও বিচিত্রভাবে অনুভব করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটিতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে তাদের দুজনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই! সিন্দুক খালি হ'লে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার

মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চাবার অশেষ রাস্তা খুলে গেল, চলে গেল সে সোজা নির্ব্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে ভয়ে পদে পদে নোঙর আর খোঁটার অদর্শ ঠেকৃতে ঠেকৃতে তখন বলি নৌকা সুন্দর চলো না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টো স্রোতের ধারা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্য পথে সোজা বেরিয়ে গেল ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙর তুলে নিয়ে তখন বলি সুন্দর চলে গেল!

সুন্দর অসুন্দর জীবন নদীর এই দুই টান একে মেনে নিয়ে যে চলো সেই সুন্দর চলো আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইলো যে কোনো একটা খোঁটার বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে, আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এই ভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে বাঁধা আদর্শের খুটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক ওদিক দোলে তারপর একদিন যখন বান ডকে খোটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিষ্ট এদের মনের গতি এমনি করে পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে ধরা তথাকথিত দাঁড়া খোটা অতিক্রম করে উপড়ে ফেলে চলে যায়। বড় আর্টিষ্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে তাকেই ভেঙ্গে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন, সুন্দর অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমত স্থানে মনতরী ভেড়াতে ভেড়াতে সুন্দর সূর্য্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমত সুন্দর করে বাঁধা বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোটায় মাথা ঠুকে ঠুকে মরে, সুন্দর অসুন্দরের জোয়ার ভাটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা নৌকা সে এক ভাবে সুন্দর, ছাড়া নৌকা সে আর ভাবে সুন্দর, তেমান কোন একটা কিছু সকরুণ সুন্দর কেউ নিকরুণ সুন্দর ভীষণ সুন্দর আবার কেউ বা এত বড় সুন্দর কি এতটুকু সুন্দর আর্টিষ্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরে বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে, আর্টিষ্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিষটাই অসুন্দর কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে, হাত নড়ছে, ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর, সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলালো তো সুন্দর হ'ল এইটেই বোধ হয় চরম কথা সুন্দর অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিষ্ট বলতে পারে নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড় বড় আর্টিষ্টরা যা আজ রচনা করে গেলেন আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাওরে নেয় তার কারণ আর কিছুই নয় আমাদের সবার মন সত্যই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে রচনার মধ্যে যে জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় করে না বোধ করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন ক্রমে দুর্জন এবং এমনো নয় সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ, চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে সে অথবা সুন্দরের কোন ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্য্য বোধের ভাণ করছে সেও আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে ধরে, ঠিক যে ভাবে বিশেষ বিশেষ জাতি আপনার আপনার একটা জাতীয় পতাকা ধরে তারি নীচে অভিষেক হয়, সে পাতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ ওঠায় নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের Standard বা সৌন্দর্য্য বোধের চিহ্ন এইভাবে একের পর আর এসে নতুন নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙ্গা গড়া হতে ... পরিপূর্ণতার দিকে কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে নিজেকে বলাতে পারে ... আর্টিষ্টের সৌন্দর্য্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতে ... সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিষ্কল গোল ... ঢলঢলে গোল যায় একটু খুঁৎ আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূ... সম্পূর্ণ নয়, সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিষ্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেন না সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা একটা ধরে থাকে কাযেই সে সত্যি কথাই বলে যখন বলে যাচ্ছে তাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিষ্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটা বড় চমৎকার এটি বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বল্লে বলি যত্র ক্বাপি যস্য রুচ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিষ্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে পণ্ডিতানাম্ মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে। খোঁটা ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত প্রাণ! যাই দেখছি তারি সঙ্গে সত্যি গিয়ে লাগছে সুন্দর অসুন্দরের বাচ বিচার পরিত্যাগ করে এটার স্বাধীনতা আর্টিষ্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে দেওয়া—সে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেই নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিম্বা ভরা ডুবি স্রোতের মাঝে বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হ'লে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্যে দিয়ে নিজেকেও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছায় মন, আর নিজের ইচ্ছামত চলতে চলতে ভুলে হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে যায়—তখন তার কোন কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অজ্ঞতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসার জোড়া সর্ব্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্য্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেই সঙ্গে আর্টিষ্টকেও বাঁচাতে! যত্র ক্বাপি যস্য রুচ একথা যাঁরা শিল্প বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বল্লেননা কেন না তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয়, সুন্দর হৃদয়ে ধরে যা তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিষে গিয়ে লয় হয় যা অসুন্দর এবং একবারেই আর্ট নয় এবং এও দেখা যায় পরম সুন্দর এবং অপূর্ব্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগলো না—মধুকরের মতো উড়ে পড়লো না ফুলের দিকে, কাদা খোঁচার মতো নদীর ধারে ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগলো পাঁকে।

বঙ্গবাণী ক্রমশঃ

কার্ত্তিক, ১৩২৯

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, [illegible] প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা] Reg. No. C 1304. [বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা	সম্পাদক :— শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী	৩০শে বৈশাখ ১৩৩৪

নাট্যজগৎ

গেল সোমবার সকালে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী কল্‌কাতায় ফিরেছেন। আমরা তাঁকে 'স্বাগত' জানাচ্ছি।

*

মহিলাদের সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম বিধিবদ্ধ না ক'রলে, তাঁদের জন্তে বাঙ্গলার দর্শকদের রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখতে যাওয়া ছেড়েই দিতে হবে। এর আগেও অনেকবার অনেক পত্র পত্রিকায় তাঁদের অবিবেচনার বিষয় আলোচিত হ'য়েছে, তাঁদের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় জানানো হ'য়েছে তবু, তাঁদের পক্ষ থেকে উন্নতির কোন চিহ্নই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

*

কচি ছেলে মেয়েদের নিয়ে মহিলাদের রঙ্গভবনে যাওয়া বন্ধ ক'রতে হবে নয়তো এ বিষয়ে রঙ্গ-কর্ত্তৃপক্ষদের স্বতন্ত্র নিয়ম প্রচার ক'রতে হবে, আর যাতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম না হয় তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হ'য়ে দেখতে হবে। নিয়মভঙ্গ কারীদের রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবেনা।

*

কেউ কেউ বলেন যাঁদের কচি ছেলে মেয়েদের তত্ত্বাবধারণ করবার মতো লোক বাড়ীতে নেই তাঁরা কি তাহ'লে 'থিয়েটার' দেখবেন না? তাঁরা কি পুত্রকন্তাবতী হবার জন্তে অভিনয় দর্শন থেকে বঞ্চিতা হবেন?

*

আমরা বলি 'দেখবেন না' এবং 'হওয়া উচিত'—কোনো মানুষেরই উচিত নয় এমন কাজ করা যাতে অধিকাংশ মানুষের বিরক্তি ও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। রঙ্গালয়ে যখন অভিনয় চ'ল্‌তে থাকে তখন শিশুরা চীৎকার বা রোদনের দ্বারা আগাগোড়া কি উৎপাতের সৃষ্টি ক'রে সমগ্র দর্শকদের অতিষ্ঠ ক'রে তোলে তা দর্শকমাত্রেই হাড়ে হাড়ে জানেন।

তাবৎ প্রেক্ষাগৃহস্থিত লোকদের উপর এই বিবেচনাহীন অত্যাচার করবার অধিকার কারুর নেই—মহিলাদের দোষও এ বিষয়ে অমার্জ্জনীয়। শিশুরা জ্ঞানহীন, সব জায়গাতেই তারা বাড়ীর স্বভাব বজায় রাখতে চায়, কিন্তু যাঁরা অভিনয়কে হত্যা ও দর্শকদের জ্বালাতন কর্ব্বার জন্তে তাদের রঙ্গগৃহে আনেন, তাঁদের বুদ্ধির অভাব শোচনীয়।

*

শিশু সন্তানদের সঙ্গে করা আনাই তাঁদের অবিবেচনার কেবলমাত্র পরিচয় নয়। রঙ্গালয় যে নিমন্ত্রণ বাড়ী বা বৈঠকখানা নয় তা তাঁরা ভুলেই যান। যতক্ষণ অভিনয় চলতে থাকে ততক্ষণ তাঁরা উপরে বেশ আড্ডা জমান এবং রাজ্যের গল্প ক'রতে নিযুক্ত থাকেন।

*

তাঁরা যে কি জন্তে 'থিয়েটারে' আসেন তা তো বুঝতে পারিনা পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, দেখাবার উদ্দেশ্তে না আর পাঁচজন মেয়েদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে? রসগ্রহণের ক্ষমতা বা কলা-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হবার মতো মতি গতি তাঁদের নেই—এতগুলি লোককে বিরক্ত করা যে কি বিসদৃশ আচরণ, তার খেয়ালও তাঁদের নেই।

*

রঙ্গ-কর্ত্তৃপক্ষদের এই বিধি প্রচার করা উচিত যে ছ' বছরের কম বয়েসের মেয়ে বা ছেলেদের নিয়ে কেউ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হ'তে পারবেনা বা এমনই আর কিছু। আর অভিনয়-কালে যে কেউ উচ্চ স্বরে কথোপকথন ক'রতে থাকবে, তাঁদের রঙ্গালয় পরিত্যাগ ক'রতে বাধ্য করা হবে যদি সাবধান করা-সত্ত্বেও তাঁরা চুপ না করেন, কণ্ঠস্বর নিয়ন্ত্রিত না ক'রতে পারেন। শুধু পুরুষরাই যে এতে অতিষ্ঠ হ'য়ে ওঠেন তা নয়, সকল মহিলারাই যে এই অপরাধে অপরাধিনী তাও নয়। আমরা অনেক ভদ্র মহিলাকে জানি যাঁরা অভিযোগ করেন যে তাঁদেরই জাতের এই বুদ্ধিহীনতা ও কোলাহল-প্রবণতার জন্ত তাঁদের 'থিয়েটার' দেখায় বিশেষ বাধা ঘটে ও তাঁরা লজ্জায় অবনত হন।

*

এর কোনো ব্যবস্থা না ক'র্‌লে আর চলে না। রাতের পর রাত অভিনয় কালে গোলমাল ও গল্প ক'রে আমাদেরই মা বউ বোন্ মেয়ে, আমাদেরই বান্ধবীরা পুরুষ দর্শকদের দ্বারা যে তীব্র ও রূঢ়ভাবে নিন্দিত হন তাতে আমাদের মাথা হেঁট হয়। এই নিন্দা ও জোর সমস্ত স্ত্রী জাতির কলঙ্ককর এই সব কটু তিরস্কার আমাদের মহিলাদের চিত্তে যে আদৌ ঘা দেয় না এবং তাঁরা তাঁদের ত্রুটি বর্জ্জন করার কোনো চেষ্টাই করেন না, এর চেয়ে ক্ষোভের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

*

শ্রীযুক্তা তারা সুন্দরী 'ষ্টারে' যোগদান করায় এতদিনে 'ষ্টার থিয়েটার' নামের সার্থকতা হোলো। কিন্তু সে দিন 'কপালকুণ্ডলায়' মতিবিবির ভূমিকাতে তাঁকে নিষ্প্রভ মনে হোলো। শ্রীমতী নীহারবালার নাম-ভূমিকার অভিনয় সুন্দর হ'য়েছিল।

*

নাট্যমন্দিরে সেদিন 'প্রতাপাদিত্য' অভিনয়ে রামময় বাবুকে বসন্তরায়ের ভূমিকায় দেখলাম। অমলেন্দু বাবুর স্বরভঙ্গ হওয়ার জন্যে এই পরিবর্ত্তন। রামময় বাবু এই ভূমিকায় নোতুন অভিনয় ক'র্‌লেন কিন্তু তাঁর অভিনয় দেখে আমরা খুশী হ'য়েছি।

*

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' গেল মঙ্গলবারে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'য়েছে। আমরা অভিনয় দেখতে যেতে পারেনি সুতরাং কোন সমালোচনা কর্‌তে পার্‌লুম না।

*

'মিত্র থিয়েটার' মনমোহন রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ ক'রে পর্য্যন্ত 'দেবলাদেবী' থেকে সুরু ক'রে 'রাণী দুর্গাবতী' 'বঙ্গে বর্গী' যায় শেষ পর্য্যন্ত 'মোগল পাঠান' ও বাদ দিলেন না! একে একে মনমোহনের লক্ষ্মীর ঝাঁপীর সবক'টা অমূল্য রত্ন নিয়েই তাঁরা নাড়া চাড়া করলেন কিন্তু লক্ষ্মী এতে তাঁদের প্রতি সদয়া হয়েছেন কিনা সে খবর আমরা পাইনি! তবে সে দিন তাঁদের ওখানে মোগল পাঠানের অভিনয় দেখে এসে মনে হ'ল তাঁরা যথাসাধ্য এই নাটকগুলির পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুন্ন রেখেই অভিনয় করেছেন। স্থানে স্থানে নাট্যকারের অতিশয়োক্তি ও বটতলার উচ্ছ্বাস বর্জ্জন ক'রে তাঁরা নাটক খানিকে অনেক পরিমাণে সহনীয় করে তুলেছেন। আরও অংশ বাদ দিলে ভাল হয় বলে আমাদের মনে হয়। এমন কি সমস্ত বই খানিই বাদ দেওয়ার আমরা পক্ষপাতি। কারণ এ যুগে ও সকল নাটক অভিনয় করলে রঙ্গালয়ের উপর দর্শকদের বীতরাগ ও অশ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বেড়েই চলবে এবং তাঁদের প্রেক্ষাগৃহ শূন্য করে 'সিনেমার' দর্শক সংখ্যাই বৃদ্ধি পেতে থাকবে!

*

আমরা সেদিন 'মোগল পাঠানে' শ্রীযুক্ত নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর সের খাঁ'র সুন্দর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে এসেছি আর আশ্চর্য্য হয়েছি শ্রীমতী নিভাননীর 'কমলা-দেবী'র অভিনয় দর্শনে! এই নবীনা অভিনেত্রীটি ষ্টার থিয়েটারে যখন ছিলেন তখন তাঁর অভিনয় মোটেই উল্লেখযোগ্য হ'তনা। তিনি এ্যাক্টিং করতেন যেন গ্রামো ফোনের রেকর্ডের কথার মত কিন্তু বিস্মিত হলুম দেখে যে সেই রেকর্ড-নটী আজ একেবারে দস্তুর মত একজন উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রী হয়ে উঠেছেন; তাঁর স্বর, সুর, ও উচ্চারণ-ভঙ্গী যেন একেবারে কে ভেঙ্গে চুরে বদলে নূতন ক'রে গ'ড়ে দিয়েছে। তাঁর চোখে মুখের ভাব ব্যঞ্জনা, হস্তপদ সঞ্চালনের কৌশল, অঙ্গভঙ্গিমা ও মনোবৃত্তি প্রকাশের নৈপুণ্য দেখে আমরা বিস্মিত পুলকিত ও প্রীত হ'য়ে তাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি! বাংলার রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রীদের মধ্যে ইনিই একমাত্র সুরূপ ও সুগঠনের দাবী করতে পারেন। এর উপর অভিনয় নৈপুণ্য আর একটু আয়ত্ত করতে পারলেই অদূর ভবিষ্যতে ইনি যে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের একজন সর্ব্বগুণ-মণ্ডিতা প্রধানা অভিনেত্রী হয়ে উঠতে পারবেন এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভয়ে করা যেতে পারে! নিজের যত্ন চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকলে এবং সুশিক্ষকের সাহায্য পেলে মূক ও যে বাচাল হয়ে উঠতে পারে শ্রীমতী নিভাননীর অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখে এ সত্যে, আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না!

*

শোনা গেল মিত্র থিয়েটার শীঘ্রই ভূপেন্দ্র নাথের 'শঙ্খনাদ' ও দ্বিজেন্দ্র লালের 'সোরাব' রুস্তম অভিনয় করবেন। শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী 'শঙ্খনাদে' প্রথম মিত্রথিয়েটারের দর্শকদের অভিবাদন করবেন। 'সোরাব রুস্তমে' অহীন্দ্র বাবু 'রুস্তম' ও নির্ম্মলেন্দু বাবু 'সোরাবে'র ভূমিকায় নামবেন। এ বইখানির অভিনয় ও একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার হয়ে উঠবে।

চিত্র-জগৎ

'নেপোলিয়ন' 'ছাড়া' গুণীর রাস্তা Ruality Street নামক শ্রীমতী মেরিয়ন ডেভিসের নোতুন চলচ্ছবির বাকি ভূমিকা লিপি নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। ফিবি 'থ্রু মেসের ভূমিকা' নেবেন শ্রীমতী নিজে, নায়কের অংশে অভিনয় ক'রবেন শ্রীযুক্ত কনরাড্ নেগেল, নায়িকার কুমারী বোনের ভূমিকায় নামবেন শ্রীমতী হোলেন জেরোম এড্ডি, উইলোবি মেয়ে দুটির ভূমিকা নেবেন শ্রীমতী ফ্লোরা ফিক ও শ্রীমতী মার্গারেট সেডন শ্রীমতী কর্ডে ও শ্রীমতী এমা ডান যথাক্রমে হেনরিয়েটা ট্রামবুল ও আয়র্লণ্ড দেশীয় চাকরাণীর ভূমিকা নেবেন।

*

শ্রীমতী লুইসি ফ্যাজেণ্ডাকে ফক্স-চিত্র সঙ্ঘ থেকে প্রায়ই অন্যান্য চিত্র-সঙ্ঘ ধার ক'রে নিয়ে যান অভিনয় কর্‌বার জন্যে। শ্রীমতীকে এত বেশী বার এই রকম ধার দেওয়া হ'য়েছে যে তাঁর নামই হ'য়ে গেছে 'ধার' দেওয়া লুইসি।

*

যাঁরা স্থানীয় গ্লোব চিত্রমঞ্চে 'ম্যামসেল মোদিস্তে'র Mlle Modiste অভিনয় দেখেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই শ্রীমতী করিন গ্রিফিথের ফিফির অভিনয় দেখেছেন। সকলে বলেন এই ভূমিকার অভিনয়ে শ্রীমতী চমৎকার কলা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ফিফির সৈনিক প্রেমিকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নরম্যান কেরিও খুব ভাল অভিনয় করে ছিলেন।

*

হাওড়াতে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সম্বর্দ্ধিত করার বিবরণ আমরা পেয়েছি। আমরা অন্যত্র তা মুদ্রিত ক'রলুম। গুণীর সম্মান করা সর্ব্বথাই কর্ত্তব্য।

*

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলছেন যে 'পম্পাডুরের' ভূমিকায় সে কালের পোষাক প'রে শ্রীমতী ডোরথিগিসকেকী মোহিনী দেখিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তাঁরা ব'লছেন ক্লিও পেট্রার সঙ্গে কেবল তার তুলনা করা যায়।

*

ফরাসী চিত্র জগতের অন্যতম প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত হেনরি বস্ক এতে পঞ্চদশ লুইয়ের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর অভিনয়ও মনোহর এবং সুন্দর হ'য়েছিল।

*

'পলাতকা যাদুকরী' (The Runaway Enchantress) ব'লে একখানি ছবি সম্প্রতি বেরিয়েছে—এতে প্রধান দুটি অংশে শ্রীমতী মেরি এ্যাষ্টার ও শ্রীযুক্ত ন্যারিকেণ্ট অভিনয় ক'রেছেন।

*

বছর আগে শ্রীমতী অলিভ বোর্ডেন তাঁর মার সঙ্গে চোকোলেট ও ...র দোকান ক'রতেন—আজ তিনি অভিনেত্রী-তারকা। বিচিত্র পরিবর্ত্তন

*

...র-জগতের বড় ঘটনা হোলো প্রিন্স্ সার্জ্জ ডিভার্নির সঙ্গে শ্রীমতী পোলা- ... বিবাহ। কিছুকাল আগে সার্জ্জের ভাইয়ের সঙ্গে শ্রীমতী মে মারের ...হ'য়ে গেছে। বিয়েতে বর ক'নে উভয়েরই পরিবারবর্গ হাজির ছিল।

---

*টামুরা

(নাটক)

—চরিত্র—

প্রথম নায়ক—একটী বালকের প্রেতাত্মা। ("ডোজি" অর্থাৎ মন্দির-...র প্রেতাত্মা)। দ্বিতীয় নায়ক—বালকেরই পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে 'টামুরা ...রে প্রেতাত্মা। ওয়াকি]।

—প্রথম অঙ্ক—

ওয়াকি

তুমি-ই কি ওই সমস্ত ফুলের পরিচর্য্যা কর ?

বালক

আমি ওই 'জিমুশি গঞ্জেন'—মন্দিরে কাজ করি !...কুসুমিত ঋতুতে বিকচ-...ফুলের ঝ'রে পড়া অজস্র পাপ্‌ড়ির স্তূপ আমি পরিষ্কার করি !...এইজন্য তুমি আমাকে ফুলের রক্ষী, অথবা একজন অবৈতনিক ভৃত্য-ও ব'লতে পার !...কিন্তু, যা-ই বল, নিশ্চয়-ই মনে রেখো তুমি, যে, আমি ছিলুম—সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ একজন সৈনিক, যদিও আমার সেই গৌরব আজ লুকানো র'য়েছে—এই মলিন বেশের অন্তরালে !...

ওয়াকি

হ্যাঁ, তোমাকে দেখে' তাই মনে হচ্ছে !...তা, তুমি কি আমাকে এই মন্দিরের ইতিহাস ব'লবে ?...

বালক

এই মন্দিরের নাম 'শিগুইজি' !...'টামুরা মারো' এর প্রতিষ্ঠা ক'রে যায় !... 'ইয়ামাটো' দেশের 'কোজিমাডেরা' নামক স্থানে 'কেন্‌শিন্' নামে একটী পুরোহিত থাকতেন !...দেবী 'ওয়ান্নে'র পুণ্য প্রতিভা দেখার জন্য, তিনি অতিশয় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিলেন !...একদিন তিনি হঠাৎ 'কোট্‌শু' নদীর লীলায়িত বুকের উপর স্বর্ণ-উজল্ দিব্য এক আলোক-রশ্মি দেখ্‌তে পেলেন !... তিনি সেই দিকে অগ্রসর হ'লেন।...হঠাৎ তাঁর সঙ্গে একটী বৃদ্ধ লোকের দেখা হ'লো !...বৃদ্ধ তাঁকে ব'ললেন, "আমার নামে—'গিওয়ী কোজী !'...তুমি, অতি অবশ্য, একটী পৃষ্ঠপোষকের অনুসন্ধান কর',—এবং একটী সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা কর' !"...তারপর সেই বৃদ্ধ লোকটী পূর্ব্বদিকে চ'লে গেলেন !...সেই বৃদ্ধ—ই স্বয়ং ছিলেন ছদ্মবেশিনী 'ওয়ান্নে' !...আর পরে যে পৃষ্ঠপোষক হ'য়েছিল, সে—'মারো' !—'শাকানুয়িনো—টামুরা-মারো' !...

কোরাস্

নদীর পবিত্র সলিলের উপর ঝ'রে প'ড়ছে দেবী 'ওয়ান্নে'র সহস্র হস্ত নিঃসৃত অজস্র আশীর্ব্বাদ !...তিনি—এই দেশ এবং তার অধিবাসীদের উপর—পূত আশিস বর্ষণ ক'রেছেন !...

ওয়াকি

বাঃ !...আমি একটী চমৎকার লোক পেয়েছি !...বলত তুমি আমাকে—এই স্থানের চারিপার্শ্বস্থ ইতিহাস !...

বালক

দক্ষিণ দিকের ওই পাহাড়টার নাম—'নাকাইয়ামা শিকাঞ্জি' !...

ওয়াকি

আর, পূর্ব্বদিকে যেখানে ওই নৈশ-ঘণ্টা বাজ্‌ছে, সেই মন্দিরের কি নাম ?...

বালক

ওটা—দেবী 'আশিনো-ও'র মন্দির !...দেখ,...দেখ !...'অটোবা' পাহাড়ের উপরে চাঁদ ধীরে ধীরে উদয় হচ্ছে !...তার-ই শুভ্র আলোকে 'চেরী'র মুকুল উজ্জল হ'য়ে উঠছে !...ওই ওখানে—!...

ওয়াকি

সংখ্যাতীত রৌপ্য খণ্ডের মূল্যকে অপমান করে এই গৌরবময় মুহূর্ত্ত !...

[বালক এবং পুরোহিতের একটী কবিতাবৃত্তি আরম্ভ]

ফাল্গুনের স্নিগ্ধ-রাতে এই
একে একে যেই
হিরণের লক্ষদ্যুতি হায়
পরাজয় তার
মেনে যায় মুগ্ধকারী মুহূর্ত্তের পাশ
ম্লান ব'লে আপনার যত কিছু গৌরবের রাশ,
শ্যামল মুকুল-মুখে
উচ্ছ্বসিয়া সুখে
ফুটে ওঠে সুগন্ধ কাকলী
সুধা-স্নাত জ্যোৎস্নার স্বপ্নধারে গলি !' (১)

কোরাস্

তুমি কি এই "চেরী" ফুল কখনো দেখেছ ?...আমি জানি, সাধারণ ব্যক্তি হ'তে তুমি স্বতন্ত্র !...তোমার নাম জানবার জন্য, আমি বড়ই কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছি !...

বালক

যদি তুমি আমার নাম জান্‌তে চাও, তা হ'লে, প্রথমতঃই তুমি নজর রাখবে যে, কি পথ আমি অবলম্বন করি !...তারপর, আমার প্রত্যাবর্ত্তন কোথা !...

কোরাস্

তার গন্তব্যের সীমা আমাদের জানা নেই।...

বালক

চল্লুম আমি পাহাড়ের কন্দরে !...

কোরাস্

সে বললে, "আমার পথের দিকে দৃষ্টি রাখো !..."তারপর 'জিমুশি গঞ্জেন'—মন্দিরের সম্মুখে গিয়ে, 'টামুরা-মারো'র কাছে সে উপস্থিত হ'লো !...তারপর মন্দির দ্বার খুলে ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ ক'রলে !...

---

* এই নাটকের উদ্বোধন বিবৃতি হচ্ছে এই :—ওয়াকি অর্থাৎ একটী পুরোহিত "কিয়ো-মিজু" হ'তে 'কিয়োটোর' যাচ্ছিলেন,—সেখানকার দৃশ্যাবলী দেখতে।...তখন বসন্তকাল।... "সাকুরা"—ফুলের উদ্বেলিত সৌন্দর্য্য চারিদিকে ফুটে উঠেছিল !...সেই স্থানের কাহিনী জানবার জন্য, 'ওয়াকি' উৎসুক হয়ে উঠলেন !...এমন সময়ে সেখানে এল একটী বালক !...সে—উক্ত রূপ বর্ণনা ক'রতে লাগলো, এবং বললে যে, সাধারণ কুসুম অপেক্ষা ওই সমস্ত ফুলের বর্ণ-শ্রী,—দেবী 'ওয়ান্নে'র প্রতিভাত জ্যোতিতে—অধিকতর উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে !...ওয়াকি তখন তাকে প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন।

(১)—প্রায় ৮০০ বছর পূর্ব্বেকার চীন কবি 'শি—ও' লিখিত একটী কবিতার স্তূতিজ্ঞাপক 'কলি'র অনুবাদ।

—দ্বিতীয় অঙ্ক—

ওয়াকি

এই "চেরী" গাছের পার্শ্বে অবস্থান ক'রে, সমস্ত রাত্রি আমি তার গতির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছি !···এখন আমি ওই শুভ্র চন্দ্রাতপ-তলে আমাদের পুণ্য ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ ক'র্‌বো ;···

(পুস্তক অধ্যয়ন)

নায়ক

(বালকের পরিবর্ত্তিত মূর্ত্তিতে "টামুরা-মারো")

বাঃ !···অতি সুন্দর তোমার ওই পবিত্র গ্রন্থের বাণী ; তুমি ঐ পুস্তক পাঠ ক'র্‌ছিলে ব'লেই, আমি এখানে আসতে সমর্থ হ'য়েছি, এবং তোমার সঙ্গে কথা কইতে পার্‌ছি !···দেবী 'ওয়ায়নে'র এ এক অতুলনীয় আশীর্ব্বাদ !

ওয়াকি

কী আশ্চর্য্য !···পৃথিবীর মানুষ সমুদ্ভাসিত হ'য়ে এসেছে এখানে ফুলের ওই স্বর্গীয় সুষমায় ?···কে তুমি ?···

টামুরা

সত্য যদি শুনতে চাও ত, আমি হচ্ছি—'শাকাহুয়ি টামুরা-মারো',—'হিজো টেম্নো'র সময়কার লোক !···আমি পূর্ব্বদিকস্থ বন্য, অসভ্য লোকদিগকে পরাজিত করি, আর, তাদের দুষ্ট আত্মাকে দমন করি !···এই মন্দির দেবতা 'বুদ্ধের' অনন্ত অনুগ্রহে, আমি ছিলুম সম্রাটের একজন বিশ্বস্ত এবং অকপট ভৃত্য !···

কোরাস্

'আইস্' দেশে 'শুজুকা' নামক স্থানে দুষ্ট আত্মাদের দমন করবার জন্য, সম্রাট আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন !···তিনি আমাকে ব'লেছিলেন—দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপন ক'রতে !···তারপর আমি আমার সৈন্যদল নিয়ে, অভিযাত্রার পূর্ব্বে, একবার এলুম এই দেবী—'ওয়ায়নে'র মন্দিরে এবং প্রার্থনা করলুম !···

টামুরা

তারপর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘ'টলো !···

কোরাস্

'ওয়ায়নে'র মুখের প্রীতি ভরা হাস্যের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে ত্বরিৎ গতিতে যুদ্ধে চ'লে গেল !···

প্রথমে সে 'ওশাকা' পার হ'য়ে, 'আওয়াজু' বনের মধ্যে উপস্থিত হ'লো তারপর, 'ইশিমাজি' পার হ'য়ে, 'আইস্'—নগরের সন্নিকটে এসে 'কিওমিজু'র একজন দেবতা মনে ক'রে,—'শেটা'তে সেই সুবৃহৎ সেতুর অবস্থিত একটী মন্দিরে প্রার্থনা ক'র্‌লো !···

[ভ্রমণের আখ্যান ভাগ না ব'লে, বর্ণন-ভাগ প্রকাশ ক'রে ।]

অজস্র সুষমার গাছে গাছে ফুটে উঠেছিল তখন সেখানে অযুত মালা !···সেখানকার সমস্ত দৃশ্যই জানিয়ে দিচ্ছিল শুধু—দেবী 'ওয়ায়নে প্রীতি, আর, সম্রাটের পুণ্য গৌরব !···হঠাৎ জেগে উঠলো সেখানে দুষ্ট কণ্ঠের ভীষণ কলরব, আর পর্ব্বতের গভীর কম্পন !···

টামুরা

(যেন বাস্তব স্থানে উপস্থিতির অনুভূতিতে উত্তেজিত হ'য়ে)

ওই শোন সেই দুষ্ট আত্মাদের গর্জ্জন !···'টেন্‌শি'র রাজত্ব কালে সচিব 'চিকাকা' যে দুষ্ট আত্মার উপর,—তার জীবন বেলায়,—প্রভুত্ব ক'রে সেই নরাধমই তার প্রভুকে হত্যা ক'রলে !···তুমি 'শুজুকাইয়ামা'র খুব ব এসেছ !···তুমিও সহজেই হত হ'তে পারো !···

কোরাস্

দেখ, দেখ ওই 'আইসে'র সাগরের দিকে, আর, 'আনোনো'র জলা পানে !···পাপী আত্মারা তাদের জমাট কালো মেঘ বর্ষণ ক'র্‌ছে সেং তারা ঢেলে দিচ্ছে—তপ্ত লৌহ-কণা !···সহস্র পাদচারী ব্যক্তির মত পরিভ্রমণ ক'র্‌ছে !···পর্ব্বত শ্রেণীর মত তারা সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে র'য়েছে !···

টামুরা

উঃ ! কী ভীষণ নরহত্যা !···চেয়ে দেখ একবার ওদিকে !—

কোরাস্

যুদ্ধ!···ভীষণ যুদ্ধ!···'শেঙ্কু ওয়াম্নে'র উদ্দীপ্ত জ্যোতি
আমাদের পতাকার উপর! আকাশের বুকে সেই জে
হ'য়ে উঠছে! বিশ্বস্রষ্টার অক্ষয় ধনুক র'য়েছে তাঁর সহস্র হ
শস্ত্র তাঁর—জ্ঞানরূপী শর!···সেই শর বিক্ষিপ্ত হ'য়েছে।···দুষ্ট অ
হ'য়ে যাচ্ছে!···তারা প'ড়ে যাচ্ছে—নরকের ঘৃণ্য বাত্যার মত
শর বর্ষণের মুখে সমস্ত আত্মা নিস্তেজ হ'য়ে গেছে!···

দেবী 'ওয়াম্নন্' অসীম করুণাময়ী!···
দেবী 'ওয়াম্নন্' অসীম করুণাময়ী!···

যবনিকা

শ্রীভারতকুমার ব

নাট্যমঞ্চের ধারা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সে যুগে একজন অভিনেতা বেশ যশ অর্জ্জন করেন। ইনি বর্ত্তমানে জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীযুত কার্ত্তিক চন্দ্র দে। হাস্য-রসাত্মক ভূমিকায় ইনি অতি সুন্দর অভিনয় করেন। আমাদের মনে হয় বর্ত্তমান বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে এ ধরণের ভূমিকা অভিনয় করতে এঁর সমকক্ষ আর কেউ নেই! কার্ত্তিক বাবু Serious partএ তেমন সুবিধা করতে পারেন না তবে মাঝে মাঝে এক একটা যা করেন তা খুবই সুন্দর হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা 'নাদির শাহ' নাটকে তাঁর 'শয়তানের' ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পারি। সে যুগে এ ধরণের অভিনয় তাঁর দ্বারাই প্রথম সম্ভব হয়েছিল।

অভিনেত্রীদের মাঝে সুশীলা সুন্দরী, চারু শীলা ও শশীমুখী বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন। তবে এঁদের মাঝে সুশীলা-সুন্দরীই অধিক প্রসিদ্ধ। Serious ভূমিকা অভিনয় করতে সুশীলার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁর অভিনয়ের ভঙ্গীও খুব চমৎকার। সে যুগে ও এ যুগে তারা-সুন্দরীর পরেই আমরা তাঁর স্থান নির্দ্দেশ করতে পারি। তিনি যে খুব উঁচুদরের অভিনেত্রী সে বিষয়ে কোন

বে
সংখ
প্রতি
এই সব
বিতৃষ্ণা
বাঁচিয়ে রে
চরম দুর্দ্দশায়

যখন কোনি
সেই ধর্ম্ম বা জাতি
তিনি নিজে অবতা
করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন সমগ্র
আসছিল—তখনই শ্রীশঙ্করা
বাঁচিয়ে ছিলেন। আবার দ্বাপ
প্রবল বন্যা এসে সমগ্র মানবকে
হাহাকারে পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল—
পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
অত্যাচারে দেশবাসী সশঙ্কিত হয়ে উঠেছিল
হয়ে তাঁর প্রতিকার করেছিলেন। সুতরাং
দুর্দ্দশার সময় ভগবান যুগে যুগে এক একজন
দেন সেই দুর্দ্দশা মোচন করবার জন্য।

তাই নাট্য-মঞ্চের এই চরম দুর্দ্দশার দিনে আম
সন্ধান পেয়েছি যাঁরা এসে এই শতধাছিন্ন পঙ্কিল রঙ্গ
ফিরিয়ে এনে তাকে অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত করে
শিশির কুমার, রাধিকানন্দ ও নরেশচন্দ্রের নাম ক
উচ্চবংশ-সম্ভূত এবং উচ্চ শিক্ষিত। এঁদের পূ
ধারী আর কোন ব্যক্তি রঙ্গালয়ে প্রবেশ ক
মুহূর্ত্তে এই কয়জন ব্যক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত এসে
ছিলেন। আজ সেই তিন টুকরো আগুনের
করে তুলেছে এবং সেই রশ্মিতে মধ্য যুগের গ
এই তিন জনের ভিতর সর্ব্বপ্রথম শিশিরকুমা

সামান্ত
কিঞ্চিৎ
রঙ্গমঞ্চে
শিশিরকুমার
(৪) শ্রীযুত
শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস

শ্রীমতী প্রভা ও

নিম্নলিখিত চারটি গুণ
রূপসজ্জা বা Make-up
চরিত্র যথাযথ ফুটিয়ে তোলা।
ক্ষমতার পরিচয় পাই।

া অভিনয় করেছেন তার মাঝে
ভীম, বৃহন্নলা, ব্রাহ্মণ, কর্ণ ও রতনচাঁদ
কোই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। আলম-
মস্ত বড় বাদশা ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্মে
কে বিশ্বাস করতেন না—নিজের স্ত্রীকেও
মনোভাব বাইরে প্রকাশ করতেন না।
যে কতখানি শক্তির পরিচয় তা সহজেই
চরিত্র এমন সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে
আর কারো দ্বারা কোন দিন সম্ভব হবে বলে
আমরা তাঁর চরিত্র সৃষ্টির সম্যক পরিচয় পাই।
ভূমিকা অভিনয় নাও করতেন—তথাপি এই
মঞ্চে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে থাকতেন।

...' আর একটি সৃষ্টি। রঘুবীরের প্রথম দিকটা অর্থাৎ যে ... স্থির, সংযমী ব্রাহ্মণ সন্তান—সে সময় শিশিরবাবুর অভিনয় ... যখন ভীলের রক্ত জাগ্রত হয়ে উঠল—সে সময়কার অভিনয়কে ... খুঁত বলতে পারিনা—কারণ, এ যায়গায় একটু আধিক্য দোষে ... বীরের চরিত্র রঙ্গমঞ্চের উপর সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

...' ও 'রঘুপতি'র অভিনয় অতি চমৎকার হয়। এই দুটি ... ভিনয়ে তাঁর উচ্চ নট নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ... গুপ্তকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন সে সময় চন্দ্রকেতু তাঁকে ... অনুরোধ করে নতজানু হলে পর তিনি একটু মৃদু হেসে ... দেবার পর চাণক্য আর মন্ত্রীত্ব করে না'—কিন্তু এই একটু ... রালে তাঁর পুনঃ প্রত্যাগমনের আভাষ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

...রামের' অভিনয়ে চরিত্র সৃষ্টির দিক দিয়ে কোন ব্যাঘাত ঘটে নি— ... মাঝে একটু একঘেয়ে বলে মনে হয়।

...রনারায়ণে' তাঁর 'কর্ণ' এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। প্রাণের ভিতরকার দ্বন্দ্ব এমন ... ভাবে ফুটিয়ে তুলতে এর পূর্ব্বে আর কাকেও দেখা যায়নি। শিশিরবাবুর ...মিত্র সমস্বরে বলেচেন—'কি দেখলাম যেন একখানা মূর্চ্ছনা একটা ঝঙ্কার'। ...স্তবিক এরকম অভিনয় করতে যে কতখানি শক্তির আবশ্যক হয়—তা ভেবে দেখবার বিষয়।

'মুক্তার মুক্তি'তে তাঁর 'রতন চাঁদ' একখানা নিখুঁত ছবি। আপনহারা ভাবের ভাবুক শ্রেষ্ঠী রতন চাঁদের চরিত্র শ্রেষ্ঠ শিল্পীর হাতে পড়ে জীবন্ত হ'য়ে উঠেচে।

সুতরাং শিশির কুমারের অভিনয়ের বিষয় আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই তাঁর চরিত্র সৃষ্টি করবার ক্ষমতা এবং Dignity বা পদমর্য্যাদার জ্ঞান অসাধারণ। এ ছাড়া শিশির কুমারের উচুঁদরের Production এর পরিচয় আমরা বহুবার পেয়েচি। আমরা তাঁর দীর্ঘ-জীবন কামনা করি।

(২) অহীন্দ্রবাবু—

অহীন্দ্রবাবুর অভিনীত ভূমিকাগুলির মাঝে চন্দ্র, সেলুকস, সাজাহান, যতীন, ঔরঙ্গজেব (গোলকুণ্ডা), সতীশ, দুর্য্যোধন ও রায় দর্পনারায়ণ উল্লেখযোগ্য। অহীন্দ্রবাবুর অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা করলে প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তাঁর রূপসজ্জা বা Make-up এর বাহাদুরীর দিকে। রূপসজ্জা করতে এযুগে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি প্রত্যেক অভিনয়ে এমন সুন্দর রূপসজ্জা করেন যে তাঁকে চেনা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁর কোনরূপ সজ্জায় অন্যের ছায়া পড়ে না। তা ছাড়া অহীন্দ্রবাবুর ভূমিকানুযায়ী চেহারা বেশ খাপ খেয়ে যায় এবং Diginty বা পদমর্য্যাদার জ্ঞান ও তাঁর অসাধারণ। উল্লিখিত ভূমিকাগুলির প্রত্যেকটি চরিত্র অহীন্দ্রবাবু তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার গুণে রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্ত করে তুলেচেন। প্রথোমক্ত তিনটি চরিত্র তিনি অতি নিখুঁত ভাবে Represent করেচেন। ঐ তিনটি ভূমিকাই বৃদ্ধের, সুতরাং ভূমিকা অভিনয় করতে অহীন্দ্রবাবু বিশেষ দক্ষ। চন্দ্রের চরিত্র অভিনয়কালে অহীন্দ্রবাবু কতকগুলি বিভিন্ন ভাবের সমষ্টিকে একসঙ্গে অভিনয় ক'রে যান অর্থাৎ কাণে কম শোনা, চোখে কম দেখা, সর্ব্বদাই ব্যস্ত, নেহাৎ ভাল মানুষ বৃদ্ধ, সব সময়েই সমাজের উন্নতির চেষ্টা। এতগুলি বিভিন্ন ভাব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করে Represent করা কম ক্ষমতার কথা নয়। তাঁর 'সেলুকসের' ভূমিকা অভিনয় দেখলে মনে হয় যেন সত্যিকার গ্রীক সেনাপতি রঙ্গালয়ে এসে অবতীর্ণ হয়েচেন। তাঁর অভিনয়ের বাহাদুরীতে নাটকের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ভূমিকা ম্লান বলে মনে হয়। তাঁর 'সাজাহানের' অভিনয়ও অতি সুন্দর।

গৃহ-প্রবেশে 'যতীনের' ভূমিকা অভিনয় করে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চকে যে তিনি পঁচিশ বৎসর এগিয়ে নিয়েচেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষের মরণকালের মনের অবস্থা (Psychology) তিনি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেচেন। সতীশ, ঔরঙ্গজেব ও দুর্য্যোধনের ভূমিকা অভিনয় করে তিনি অতুল গৌরবের অধিকারী হয়েচেন। রায় দর্পনারায়ণ তাঁর এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। আমরা দিন ... কামনা করি।

দানীবাবু যে সব ভূমিকা গুলি অভিনয় করে যশস্বী হয়েচেন তার প্রায় অধিকাংশ ভূমিকাই তিনি এই সময় অভিনয় করেন। তাঁর সিরাজউদ্দৌলা, মিরকাসেম, যোগেশ, উপেন, চাণক্য, ওসমান ও পশুপতি প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয়গুলি চিরকাল বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। এই ভূমিকা গুলি অভিনয় কালে তিনি নিখুঁতভাবে রঙ্গমঞ্চের উপর ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এ যশঃ কোনদিনই ক্ষুণ্ন হবে না।

আজকাল তাঁর বয়েস অনেক হয়েচে—তিনি প্রায় বার্দ্ধক্যে সীমা অতিক্রম করতে চলেচেন। তথাপি তিনি সম্পূর্ণভাবে রঙ্গমঞ্চের মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না এর কারণ তিনি রঙ্গমঞ্চকে তাঁর প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসেন বলে, আমরা তাঁর এ বয়সের এ রকম উত্তমকে প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। তিনি সম্প্রতি যে সব ভূমিকা নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন,—তার কোনটাতেই তিনি পূর্ব্বের মত যশ অর্জ্জন করতে পারেননি! এতে আমরা তাঁর দোষ দেই না—কারণ যৌবনে মানুষ যা করতে পারে বার্দ্ধক্যে সেটা তার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নয়। কিন্তু এই জড়াগ্রস্ত বৃদ্ধ এখনও তাঁর প্রসিদ্ধ ভূমিকা নিয়ে রঙ্গালয়ের অবতীর্ণ হলে তাঁর অসাধারন অভিনয়ের ভঙ্গিতে সবাই বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে যায়। আধুনিক কোন শ্রেষ্ঠ নট এখনও দানীবাবুর প্রসিদ্ধ ভূমিকার সঙ্গে প্রতিযোগীতা করতে সাহস করেন না। আমরা দানীবাবুর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

অমর বাবু দানী বাবুর সমসাময়িক। তাঁর অভিনয়ের ধারা দানী বাবুর মত ছিল না। তিনি খুব প্রিয়দর্শন ও সুকণ্ঠ অভিনেতা ছিলেন। আজকাল তিনি জীবিত থাকলে তাঁর সুনাম কতটুকু অক্ষুণ্ন থাকতো বলতে পারি না—তবে সে যুগে একদল লোক তাঁকে যে খুবই সম্মান দান করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর 'হরিরাজ' নবকুমার, হরিশ্চন্দ্র ভূমিকার অভিনয় গুলি উল্লেখযোগ্য।

সে সময় অভিনেত্রীদের মাঝে তারাসুন্দরী ও কুসুম কুমারীর নাম উল্লেখ যোগ্য। এরা দুজনেই এখন পর্য্যন্ত জীবিত আছেন এবং রীতিমত অভিনয় করচেন। তারাসুন্দরী এখন পর্য্যন্ত তার পূর্ব্বযশ অক্ষুণ্ন রেখেছেন—কিন্তু কুসুম কুমারীর সে দিন আর নেই! তাঁর যশোসূর্য্য অস্তমিত হয়েছে—এখন তিনি সাধারণ অভিনেত্রীর দলে গিয়ে পড়েচেন! সে যুগে অমর দত্তের নাম যেমন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েচিল—সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে কুসুম কুমারীর যশোসৌরভেও সমস্ত নাট্য জগৎ মেতে উঠেছিল। কালের এই গতি—একে কেউ রোধ করতে পারে না। কুসুমকুমারীও পারেন নি—এজন্য আমরা তাঁকে নিন্দা করচি না তবে বার্দ্ধক্য এসে তারাসুন্দরীর প্রতিভাকে তেমন ম্লান করতে পারে নি। বর্ত্তমানে তিনি বঙ্গের যাবতীয় জীবিত অভিনেত্রীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। এখন পর্য্যন্ত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে তাঁর সমকক্ষ কোন অভিনেত্রীর আবির্ভাব হয়নি। তাঁর অভিনয় এমন মর্ম্মস্পর্শী হয় যে একবার তা দেখলে শীগগির ভোলা যায় না। এখন পর্য্যন্ত তাঁর উচ্চারণ শক্তির সুন্দর মাধুর্য্য দেখলে অবাক হতে হয়। তিনি সে যুগে রিজিয়া, আয়েষা ও শৈবলিনী প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে যশঃ শিখরে আরোহণ করে ছিলেন।

নাট্যমঞ্চের প্রথম অবস্থার শেষ ভাগের আরও দুজন ভাল অভিনেতা এখন ও জীবিত। এদের মাঝে একজন বর্ত্তমান ষ্টার থিয়েটারের এক্টর ম্যানেজার শ্রীযুত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি সে যুগে 'বলিদান' নাটকে কিশোরের ভূমিকা অভিনয় করে যশস্বী হন। অপরেশচন্দ্রের আর একটি গুণের কথা আমরা উল্লেখ না করে পারলাম না—তিনি একজন সুদক্ষ নাট্যকার। অনেক দিন থেকেই তিনি নাটক লিখতে সুরু করেছেন—তবে বর্ত্তমানে তিনি যে কখানা নাটক লিখেচেন—তা বেশ ভালই হয়েচে। তাঁর রচিত কর্ণার্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, ইরানের রাণী, বন্দিনী ও চণ্ডিদাসের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর মস্তকে যশের মুকুট পড়িয়ে দিয়েচে। এ যুগে এক রসরাজ ছাড়া নট-নাট্যকার আর কেউ নেই—এজন্য আমরা অপরেশবাবুকে অভিনন্দিত করচি। সে যুগের আর একজন অভিনেতা শ্রীযুত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু। নৃপেন বাবু সে সময় 'আবদালা' প্রভৃতি নৃত্য-গীতবহুল ভূমিকা অভিনয় করে যশস্বী হয়েছিলেন। এখনও তিনি এ ধরণের ভূমিকা অভিনয়ে অদ্বিতীয়—তবে অন্য ধরণের ভূমিকায় আমরা তাঁর ভিতর কোন বিশেষত্ব দেখতে পাই না। বাঙ্গলা রঙ্গমঞ্চে নৃত্যের খুবই উন্নতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা আশা করি নৃপেন বাবু এই বিভাগে রঙ্গমঞ্চের আরও কিছু উন্নতি করে যাবেন।

প্রথম যুগের শেষভাগেও সাজসজ্জা ও দৃশ্য পটাদির পরিকল্পনার দিক দিয়ে কিছুই উন্নতি দেখা যায় না—পূর্ব্ববৎই চলে আসছিল। বোধ হয় তখনও এ জিনিসটা কারো মাথায় আসেনি।

তার পর মধ্যযুগের কথা

মধ্যযুগে নাট্যমঞ্চের অবস্থা চরম দুর্দ্দশায় পরিণত হয়। এই সময় শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মাঝে সুরেন্দ্রনাথ ও অভিনেত্রীদের মাঝে তারাসুন্দরী ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। অন্যান্য অভিনেতা অভিনেত্রীর মাঝে বিশেষ কোন বিশেষত্ব ছিল না। তাঁরা সব ভূমিকাতেই একঘেয়ে অভিনয় করে যেতেন। সে যুগে ক্ষেত্র বাবু, কুঞ্জ বাবু, হাঁদু বাবু ও হীরালাল বাবু প্রভৃতি সুঅভিনেতা বলে খ্যাত ছিলেন। কিন্তু এদের কারো মাঝেই তেমন কিছু বিশিষ্ট প্রতিভার সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে হাঁদু বাবু Seris comical ভূমিকা অভিনয় করতে সুনিপুণ ছিলেন এবং ক্ষেত্রবাবু ও কুঞ্জবাবু তাঁদের ভূমিকাগুলি কোন রকমে চালিয়ে দিতেন। কিন্তু হীরালাল বাবুর সে ক্ষমতারও রীতিমত অভাব ছিল বলে আমাদের মনে হয়। তিনি হাস্যরসাত্মক অভিনয়ে 'বোকা' ধরণের অভিনয় ভালই করতেন—কিন্তু শুধু 'বোকা'র ভূমিকা অভিনয় করে কখনও শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দাশ গুপ্ত

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার।

শনিবার ৩১শে বৈশাখ, ১৪ই মে রাত্রি ৭ টায়

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটক

বিল্বমঙ্গল

(নাট্যমন্দিরে পঞ্চম অভিনয়)

বিল্বমঙ্গল—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী সাধক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী সোমগিরি—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বণিক—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় ভিক্ষুক—শ্রীনৃপেশনাথ রায় রাখালবালক—শ্রীমতী নিরুপমা
চিন্তামণি—শ্রীমতী প্রভা পাগলিনী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী থাকমণি—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) অহল্যা—শ্রীমতী তারারাণী

তৎপরে ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই সুমধুর গীতিনাট্য

রাধাকৃষ্ণ

নারদ—শ্রীনৃপেশনাথ রায় আয়ান—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস শ্রীরাধা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

ক্ষীরোদ প্রসাদের সেই যুগান্তকারী নাটক

প্রতাপাদিত্য

(নবম অভিনয় রজনী)

বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় রাঘব—শ্রীমতী সুশীলাবালা
শঙ্কর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
উদয়াদিত্য—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মামুদ—শ্রীশান্তশীল গোস্বামী বসন্তরায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
গোবিন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত গোবিন্দদাস—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
চণ্ডীবর ও ইসার্থা—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী মানসিংহ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী কমল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)
মদন—শ্রীবিশ্বেশ্বর মল্লিক রুডা—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার) বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা
ছোটরাণী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) কাত্যায়নী—সরলা (বেঁকী) বিন্দুমতী—শেফালিকা (পুতুল)

তৎপরে শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব প্রণীত সেই চিরমধুর রঙ্গনাট্য

কুঞ্জ ও দর্জ্জী

কুঞ্জ—শ্রীব্রজবল্লভ পাল দর্জ্জী—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

বুধবার ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৮ই মে রাত্রি ৭ টায়

অভাবনীয় অভিনয় আয়োজন!

প্রথমেই নাট্যাচার্য্য অমৃতলালের

হরিশ্চন্দ্র

হরিশ্চন্দ্র—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় শৈব্যা—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী

২। বসন্তলীলা ৩। রাধাকৃষ্ণ

বিস্তারিত বিবরণ অন্যত্র দেখুন।

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

নাচঘর

নগদ মূল্য দুই পয়সা | Reg. No. C 1304. | বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা

৩য় বর্ষ
৪৮-শ সংখ্যা

সম্পাদক:—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী

৬ই জ্যৈষ্ঠ
১৩৩৪

নাট্য-জগৎ

'চিত্রাঙ্গদা,' 'বশীকরণ' আর 'শোধবোধ' একসঙ্গে দিয়ে 'ষ্টার থিয়েটার' রস তৃষিতদের যে সুধা পরিবেষন ক'রেছেন তাঁর জন্যে তাঁরা প্রশস্তির দাবী ক'রতে পারেন। ব্যবসার দিক দিয়ে এর দাম হয়তো কম কিন্তু সাহিত্যের ও কলার দিক দিয়ে এর দাম খুব বেশী। তাই 'ষ্টার থিয়েটারে'র কর্ত্তৃপক্ষদের বাছাই কর্‌বার ক্ষমতা আনন্দপ্রদ ও সূক্ষ্ম ব'লে স্বীকার ক'র্‌ছি।

*

ভালো বইয়ের দুর্ভিক্ষ বাঙলার রঙ্গালয়ে থেকেই গেল। ভালো বইয়ের যে, সে সাহিত্যে খুব প্রাচুর্য্য নেই তা মানলেও, যা আছে তাকেও অভিনয় কর্‌বার মতো ক'রে গড়বার চেষ্টা বা আকাঙ্ক্ষা এখানে বড় একটা দেখা যায়না। হৃদয়ের সহিত চাইলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্য-প্রতিভা-সমুজ্জল রস-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টাদের কাছ থেকে বই পাওয়া যেতে পারে।

*

কিন্তু তার প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান বাধা, আমাদের রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক কজনমাত্র এমন সব বই ঠিক মতো আবৃত্তি বা অভিনয় কর্‌বার দক্ষতার অধিকারী। সে সব বই বোঝবার মতো বিদ্যা, জ্ঞান বা অনুভূতি তাঁদের নেই। যে বই বুঝতেই পারেনা, সে তার সু অভিনয় ক'র্‌বে কি ক'রে?

*

এর দ্বিতীয় বাধা হ'চ্ছে এই, যে, দর্শকদের অধিকাংশই এই সব বই বোঝবার মতো শিক্ষা বা রসজ্ঞান লাভ করেন নি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বই তাঁরা গ্রহণ কর্‌তে পারেন না, তা দেখবার আকুলতা বা আগ্রহ তাঁদের থাকেনা, সে সব বইয়ের অভিনয় বর্জ্জন করাই তাঁদের স্বভাব।

*

এর তৃতীয় বাধা হ'চ্ছে, দর্শকরা উল্লিখিত কারণে অভিনয় দেখতে না এলে, রঙ্গালয় কর্ত্তাদের টিকিট বিক্রী হয়না, টাকা রোজগার কম হয়, কাজেই ব্যবসার ক্ষতি হয়। ব্যবসা ক'র্‌তে বসে ব্যবসাদার অবশ্যই এমন কিছু ক'র্‌বেন না যাতে তাঁর কারবারের আয়ের দিকটা লঘু হয়।

*

এসব কথাই আমরা মেনে নিচ্ছি —রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই অভিনেতা অভিনেত্রী বোঝেনা, দর্শক পছন্দ করেনা, রঙ্গ-বিধাতারা ব্যবসায়ে লোকসান চান্ না, এর সব গুলোই সত্য ব'লে আমরা ধ'রে নিচ্ছি। ব্যবসার হিসাবে এ সব যুক্তির মূল্য আছে।

*

আমরা নিজেদের চিনি—আমরা abstract বুঝতে পারিনা, Concrete পর্য্যন্ত আমাদের অধিকাংশ লোকেরই বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় তা আমরা জানি। আমরা 'বাজে কাজে মিনসেকে আর যেতে দোবোনা' বুঝতে পারি কিন্তু 'বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা' শুনলে বিমূঢ়ের মতো থাকি।

*

সব ঠিক। কিন্তু থিয়েটার-ওয়ালারা ব্যবসার দিক থেকে তাঁদের যোগ্য কাজ কর্‌লে, আমরা তাকে কোনো বড় জিনিস হোলো ব'ল্‌বোনা। আমরা ব'ল্‌বো গোণা লোকদের সুখী করা চারু কলার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হ'তেই পারে না। উঁচু জিনিস তাঁরা না দেন তো আমরা রসিকদের পক্ষ থেকে তার নিন্দা কোর্‌বোই।

*

সাধারণ রঙ্গালয় থেকে বড় কোন জিনিস আশা করা চ'ল্‌বে না—আমরা এক সময়ে সে আশা ক'রেছিলুম কিন্তু বার বার তাতে নিরাশ হ'য়ে, এখন তার কল্পনায়ও সুখ পাই না। রঙ্গালয়ে 'মোগল পাঠান', 'দেবলাদেবী', 'প্রেমের জেপলিন্‌ই' চলুক, ঐ সব বই যারা অভিনীত হ'তে দেখতে চায়, চাক্‌, তাদের মতিগতি 'হিন্দা হাফেজ', 'পেয়ারে নজর' নিয়েই মসগুল থাক, রসিকদের স্থান সেখানে নেই।

*

যাঁরা অভিনয়-কলার মধু সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্‌তে চান, তাঁদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা সত্যিকারের গুণীদের নিয়ে নিজেদের উন্নত কলা-জ্ঞানের উপযুক্ত ও অনুরূপ অভিনয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করবার চেষ্টা করেন না কেন?

*

সে প্রতিষ্ঠানে সমগ্র রাত-ব্যাপী অভিনয় হবেনা, নৃত্যগীতের প্রেততাণ্ডব চ'ল্‌বে না, সাহিত্য রস থেকে নিঃশেষিত রূপে বঞ্চিত কোনো বইয়ের স্থান সেখানে হবেনা। তার অভিনেতা হবে Cultured ভদ্র সম্প্রদায়ের রসজ্ঞ ও রস-পিপাসু ব্যক্তিরা।

*

বছরখানেক আগে এমনই একটা কিছু ঘটবার কথা কাগজে প্রচারিত হ'য়েছিল। অনেক মিষ্ট বিশেষণ ও ললিত শব্দ সেই সব বিজ্ঞপ্তিতে ছিল—অনেক বড় বড় কামনা ভাষায় তাতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। কিন্তু বাক্যগত প্রাণ সেই প্রচারকদের একেবারে নির্ব্বিকল্প নির্ব্বাণের পরিচয় আজ পাওয়া যাচ্ছে।

*

এতে অর্থের দরকার নিশ্চয়ই আছে—কিন্তু তা খুব বেশী নয় আর একটু যত্ন ক'র্‌লেই তা সংগ্রহ হ'তে পারে। এমন দু'শ'জন লোক কি পাওয়া যায়না যাদের প্রত্যেকে মাসে দশটি ক'রে টাকা দেবে? দু হাজার টাকা মাসিক আয় হ'লে এমন একটি উন্নত রুচির রস-প্রস্রবন প্রতিষ্ঠান সুচারুভাবে চলে।

*

আর এমন একটি প্রতিষ্ঠান হ'লে ভদ্র মহিলাদেরও অভিনয় মঞ্চে পাওয়া যেতে পারে। যে আব-হাওয়ার মালিন্য ও কলুষের স্পর্শ ভয়ে তাঁরা রঙ্গপীঠে আবির্ভূতা হন না, তা যদি দূর হ'য়ে যায়, অভিনেতারা যদি এমন হন যে কোনো শিক্ষিতা ভদ্র নারী তাঁদের সাহচর্য্য করা লজ্জা বা কলঙ্কের বিষয় মনে ক'র্‌বেন না, তবে তাঁদের পাবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হবেনা।

*

আমরা দেশের সমস্ত শিক্ষিত ও রসগ্রাহী নর-নারীর কাছে এ বিষয়ে আবেদন জানাচ্ছি। যাঁদের এতে উৎসাহ আছে, যাঁরা এই চেষ্টার অনুমোদন করেন, যাঁরা মাসে দশ টাকা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবকে সম্ভব ক'র্‌তে চান, তাঁদের নাম আমরা আন্তরিক আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রকাশ ক'র্‌বো।

*

রঙ্গালয়সমূহের আশে পাশে যে সব দোকান আছে তাতে ভালো পানীয় প্রায়ই মেলেনা। বোতলের উপর নামজাদা কোম্পানীর নাম আছে, কিন্তু তার ভিতরের জিনিষ ভালো নয় এমন প্রায়ই ঘটে। আমরা কিছুদিন আগে স্মট্ টম্‌সন কোম্পানীর গোলাপ সুরভি ফলের নির্য্যাস (Rose Syrup) একবোতল উপহার পেয়েছিলুম ও তার আস্বাদে তৃপ্ত ও সুবাসে আনন্দিত হ'য়েছিলুম। আশা করি থিয়েটারের সন্নিহিত ষ্টল রক্ষাকরা এই রকম সুস্বাদু সুপেয় সরবরাহ ক'রে, তৃষিত দর্শকদের কণ্ঠ ও হৃদয় স্নিগ্ধ কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রবেন।

*

এই সংখ্যায় 'নাচঘরের তৃতীয় বর্ষ সম্পূর্ণ হোলো। বর্ষশেষে কবির ভাষায় বলি,

> 'কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
> তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।'

নাচঘরের গ্রাহকদের প্রতি

এই সংখ্যায় 'নাচঘরে'র ৩য় বর্ষ পূর্ণ হ'লো। যাঁরা ৪র্থ বর্ষে গ্রাহক থাকতে চান তাঁরা এই সংখ্যা পত্রিকা পাবামাত্র দয়া করে জানালে বাধিত হ'বো। আর যাঁদের কাছ থেকে কোনো নিষেধ পত্র বা মণিঅর্ডারে টাকা পাব না, তাঁদের নামে ৪র্থ বর্ষের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাবো। অনুগ্রহ করে তাঁরা ভিঃ পিঃ গ্রহণ করে' বাধিত করবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—"আচ্ছম্যন্ত্র"।

চিত্র জগৎ

শ্রীমতী কলিন মুর অক্লান্ত কর্ম্মা—তিনি আবার একখানি নোতুন ছবি বের ক'রবেন স্থির করেছেন। ছবির নাম 'কচি মুখ' (Baby Face)।

*

ক্রমাগত নিকৃষ্ট ছবিতে অভিনয় ক'রে শ্রীযুক্ত রড লা রকের যশোহানি হ'য়েছে—আমরা আশা করি তিনি তাঁর সুনাম বজায় রাখবার চেষ্টা করবেন।

*

শ্রীমতী মেরি প্রেভোষ্টের বয়েস উনত্রিশ বছর। কানাডার অন্তর্গত সার্নিয়াতে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হ'য়েছিল। তাঁর স্বামী হ'লেন প্রসিদ্ধ চলচ্ছবি অভিনেতা শ্রীযুক্ত কেনেথ হার্লান।

*

দুধ-বরণ কন্যার হেম-বরণ চুল নষ্ট হোলো। যশস্বিনী বিলাতী অভিনেত্রী শ্রীমতী ম্যাডিস্‌ জেনিংস তাঁর সুন্দর সোনালি চুল ছেঁটে 'শিংগ্‌ল'-বতীদের দলে ভর্ত্তি হ'লেন।

*

স্বনাম ধন্য অভিনেতা শ্রীযুক্ত জন ব্যারিমোরের স্ত্রী শ্রীমতী মাইকেল ষ্ট্রেঞ্জ একজন ভালো কবি।

*

তিনজন সুবিখ্যাতা সুন্দরী অভিনেত্রী এখনও কুমারী, শ্রীমতী বেটি ব্যাল্‌ফোর শ্রীমতী ডোলোরেস্‌ কষ্টেলো ও শ্রীমতী জোয়ান ক্রফর্ড। তিনজন সুবিখ্যাত অভিনেতা এখনও কুমার, শ্রীযুক্ত রেক্স্‌ ও'ম্যালি, শ্রীযুক্ত রড্‌ লা রক্‌ও শ্রীযুক্ত জনি হারণ। ও সব দেশে কি ঘটক ঘটকী নেই?

*

শ্রীমতী ভায়োলেট হপ্‌সন চলচ্ছবি-অভি[illegible] শিক্ষা দেবার জন্যে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন। সেই বিদ্যালয়ের না[illegible]লো 'School of Film Acting.'

*

শ্রীযুক্ত রোণাল্ড কোলম্যানের বয়েস ছত্রিশ বছর। ইংলণ্ডের সারের অন্তর্গত রিচমণ্ডে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী তাঁর জন্ম হয়। এককালে তাঁর পত্নী ছিল, কিন্তু এখন তিনি অপত্নীক। তাঁর পরিত্যক্তা পত্নীর নাম ছিল শ্রীমতী থেল্‌মা রে।

*

'স্মৃতি' (Remembrance) নামক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ছবিতে ইংলণ্ডের যুবরাজ একটি দৃশ্যে অবতীর্ণ হয়েছেন। চলচ্চিত্র-জগতের এটা একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার।

*

শ্রীযুক্ত জন জিলবার্টের এ্যাপেনডিসাইটিস হ'য়েছে। অস্ত্রোপচার ক'রলে তাঁর জীবনের স্থায়িত্ব কমে যাবে, ডাক্তারেরা একথা বলায়, তিনি বিনা অস্ত্রে আরোগ্যলাভ করবার জন্যে যত্নবান হ'য়েছেন। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যে স্যান্‌ক্‌বার গেছেন।

*

শ্রীমতী ল্যান্‌কা উইন্‌টার মস্ত দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেছেন। কোন চিত্রনাট্যের অভিনয়ে মহলা দেবার সময়, একজন অসাবধানী আসবাবরক্ষক তাঁর মুখের খুব কাছে বন্দুক ছুঁড়ে ফেলায় বারুদে তাঁর শরীরের কোনো কোনো জায়গা পুড়ে গেছে। আর একটু হ'লেই দারুণ অপঘাত ঘটতো।

চলচ্ছবিকারের প্রশস্তি

(শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা)

আজ আমরা এই হাওড়ার বন্ধুবর্গ মিলিত হইয়া "জয়দেব"-ছায়াচিত্র লিপি-লেখক ও পরিচালক জ্যোতিষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিতেছি। বহুদিন হইতেই আমাদের এ সঙ্কল্প মনে মনে ছিল কিন্তু সুযোগ অভাবে এতদিন কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই সেজন্য দুঃখিত। জ্যোতিষ বাবু হাওড়া বাসী এখানকার সকলকারই ইহাতে গৌরবান্বিত হওয়া উচিত।

একাদিক্রমে আজ ২২ সপ্তাহ "জয়দেব" ছবি চলিতেছে এবং সকলকারই মুখে এক বাক্যেই তার প্রশংসা শোনা যাইতেছে এবং আমরা নিজেরাও ইহা দেখিয়া তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিয়াছি। ছায়াচিত্র জিনিষটা আমাদের এদেশে নূতন। সে রকম শিক্ষা আমাদের এখানে নাই। ম্যাডান কোম্পানীর চেষ্টায় অনেকগুলি দেশী ছবি বাহির হইয়াছে ও হইতেছে সেজন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয় "কৃষ্ণকান্তের উইল" দেখাইয়া সর্ব্বসাধারণকে আনন্দ দিয়াছেন এবং জ্যোতিষবাবু জয়দেব দেখাইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতার ভক্তির ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। গাঙ্গুলী বাবু ও জ্যোতিষবাবু ছায়াচিত্র সম্বন্ধে অগ্রণী এবং আমরা কায়-মনোবাক্যে এঁদের সফলতা কামনা করি এবং ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি যেন দেশী ছায়াচিত্রে এদের নাম অক্ষয় হয়।

দোষগুণ হিসাবে বলিতে গেলে দেশী ছবিতে অনেক দোষ পাওয়া যায় ও যাইবে কিন্তু তা বলিয়া গুণের আদর যে করিব না তাহা হইতে পারে না। ক্রমশঃ ক্রমশঃ দেশী ছবি যেরূপ উৎকর্ষতা লাভ করিতেছে তাহাতে বিশ্বাস কালে ইহা সর্ব্বত্রই আদরণীয় হইবে।

যাঁহারা জানেন যে এখানে কিরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া ছবি তুলিতে হয় তাহারা গাঙ্গুলী বাবু ও জ্যোতিষ বাবুকে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

তীব্র সমালোচকদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের লেখার প্রতিবাদ করাও অন্যায়, কারণ তাঁরা সমালোচনা করিব বলিয়াই কলম ধরিয়াছেন, ভালই হউক আর মন্দই হউক।

আমরা এদেশে গুণের আদর খুব কমই করি। বিদেশী গুণাগুণের কীর্ত্তন করি কিন্তু আমাদের দেশের মধ্যে যদি কাহারও সামান্য গুণ দেখি তাহার গুণের চেয়ে দোষটাই বড় দেখি। কনদিনে যে আমরা গুণের আদর করিতে পারিব তাহা বলিতে পারি না।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" ও "জয়দেব" বহু বিদেশী ভদ্রলোক ও মহিলা দেখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁরা এদের একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন কারণ তাঁহারা গুণের আদর করিতে জানেন।

আমরা আশা করি গাঙ্গুলী বাবু ও জ্যোতিষবাবু উভয়ে মিলিয়া কতকগুলি ভাল ভাল দেশী ছবি দেখাইয়া সকলকার ধন্যবাদাই ও প্রশংসা ভাজান হইবেন।

আমরা কায়মনোবাক্যে এঁদের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। আজ যে আমরা জ্যোতিষ বাবুর কণ্ঠে শ্রদ্ধার কুসুম-মালা দিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি, ইহাতে আমরা নিজেদের ধন্য এবং তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আপনাদের গৌরবান্বিত মনে করিতেছি।

৩০শে এপ্রিল—
শনিবার
হাওড়া— } শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ।

২০।

"চণ্ডীদাস" দর্শনে

অতীত সুদূর "কোথা নান্নুর"
"পিরীতি" বিলাস ভূমি,
কোন্ নটরাজ নটিনেতে আজ,
হেথা সেথা মিলে তুমি।
অভিনব তানে "পিরীতির" গানে
আবার সুপ্রকাশ,
কবে, "পিরীতি" করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
মরেছে "চণ্ডীদাস"।
আজ তারি ছায়া নব প্রেমকায়া—
নবীন বৃন্দাবনে,
নবীন বাঁশরী নবীনা কিশোরী,
প্রীতি-মধুভরা মনে!
সেই "রজকিনী" "রাধিকা-রূপিণী
জাতি-কুল-শীল-হারা,
জগত-পাবন ব্রজরজঃ যথা
যথা সুরধুনী রাধা!
মোহন মূরতি প্রীতির আরতি
তুলেছে রঙ্গভূমি,
সে সুধা বিলাস হে "চণ্ডীদাস"
ফিরে কি আনিবে তুমি?
প্রীতির কি রীতি, কি মধু ভারতী
কামনা-গন্ধ-হীন,
ভোগ বিলাসের লীলা নিকেতনে
দেখাও গো দুটো দিন!
শুধু ভালবাসা কাঁদিতেই আসা
আশা সেও কেঁদে মরি'
'সা সুখ দুখ সম্বল ধন'
পেয়ে অন্তর ভরি!
পিরীতি গহনে জারিত যেজনে
সে জানে "বঁধু" কি নিধি,
সেই বলে কেঁদে পিরীতি অমিয়া
কি দিয়ে গড়িল বিধি!
ডাকিলে এ ভাবে আপনা হারায়ে
দেখা দেবে গো দেবে আসি,
নট রাজ-বঁধু সেই সে অতীত
পিরীতি পাথারে ভাসি!

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী।

শোজো

(নাটক)

ওয়াকি

চীন-দেশের সুপ্রসিদ্ধ 'কোন কিন্‌জান'—পর্ব্বতের পাদমূলে-অবস্থিত 'ইওশু'—পল্লীর অধিবাসী আমি।…আমার নাম—'কোফু'।…জন্ম-বৈচিত্র্যের জন্য বাল্যকালে অতি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখতুম আমি!…সেই স্বপ্ন যেন আমাকে ব'লতো যে, যদি আমি 'ইওশু'র পথে পথে মদ বিক্রী করি, তা হ'লে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হ'বো!…সেই স্বপ্ন-আজ্ঞা সহিত পালন করেছিলুম!…তারপর ধীরে ধীরে সময় কেটে যেতে লাগলো।…আজ আমি প্রচুর ধনের অধীশ্বর!…কিন্তু একটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় আমি লক্ষ্য করতুম যে, যখনই আমি বাজারে যেতুম, ঠিক একই লোক আমার কাছে আসতো,—মদ্যপান করবার জন্য!…সে যতই সুরা পান করুক্ না কেন, তার মুখের কিছু মাত্রই পরিবর্ত্তন হ'তো না!..ব্যাপারটা আমার মনে এক চপল্ আগ্রহ জাগিয়ে দিলে!…যখন তাকে আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করলুম, সে বললে—"শোজো"!…"শোজো" অর্থে একটী বানররূপী জীবকেই বুঝায়!…যাই হোক্, জিমিও'র পার্শ্বে—প্রবাহিত নদী-তটে আমি তার জন্য অপেক্ষা করতুম! সুরা-পাত্রে আমি ফেলে রাখতুম—গন্ধ-ফুলের অনেক পাপড়ী!…আমি তার জন্য চন্দ্রোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতুম!…

কোরাস

এই এখানে র'য়েছে সেই সুরভিত সুরা!…দাও,…আমার হাতে পাত্র তুলে দাও!…আমি আমার প্রিয় বন্ধুকে একবার প্রাণ ভ'রে দেখবো!…

নায়ক

সুরা!…সুরা!…

কোরাস্

সকল ঋতুতেই এ পাওয়া যায়।…হেমন্তেই এর পরিপূর্ণ গৌরব!…

নায়ক

হিমেল্ হাওয়া যদিও বইছে—

কোরাস্

আমি মোটেই শীতার্ত্ত হইনি!

নায়ক

তুলার একখণ্ড সূক্ষ্ম চাদর—

কোরাস্

জড়িয়ে দে'বো আমি ওই গন্ধ-ফুলের সুকুমার বুকটীর উপর,—সৌরভ তার অম্লান ক'রে রাখতে!…এইবার আমরা সুরার সদ্ব্যবহার ক'রবো!…

নায়ক

উপস্থিত ব্যক্তিরাও দেখবে যে,—

কোরাস্

চাঁদ এবং তারকারাও প্রলুব্ধ হ'য়ে ফুটে উঠেছে!…

নায়ক

এই স্থান জিন্‌ইয়ো'র ঠিক পাশেই অবস্থিত!…

কোরাস্

নদী-বক্ষের উপর ভোজের উৎসব চ'লেছে!…

নায়ক

(শোজো)

'শোজো' এইবার তার নৃত্য আরম্ভ করবে!…

কোরাস্

'আশি'—লতার সূক্ষ্ম পল্লব মর্ম্মর, এবং নদী-তীরে শ্যামল তৃণ-রাজির আনন্দ-কাকলী—বাঁশরী-সঙ্গীতের মত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে!…তরঙ্গের উজ্জ্বল কল্লোল বাদ্য-সুরে বেজে উঠছে —ধীরে অতি ধীরে!…

নায়ক

(শোজো)

এত বিবিধ স্বর সাগর-সমীরের মুখে শ্রুত হওয়া যাচ্ছে !...

কোরাস্

হেমন্তের এই-ই উল্লাস-উচ্ছ্বাস !...

নায়ক

(শোজো)

স্বাগতঃ !...এই পাত্র গ্রহণ কর !...আমি অমৃত এ সুরায় পরিপূর্ণ ক'রে রেখেছি !...এ সুরা চিরকালের জন্ম স্থায়ী !...

কোরাস্

না ;...বক্ত-পত্রের সঞ্জীবনী রসে-প্রস্তুত এই সুধা কখনও শূন্য হয় না !... যদিও তুমি এ শেষ হেমন্তে পান করছ, তবুও, হেমন্ত-সন্ধ্যা চিরদিন-ই অক্ষুন্ন গৌরবে মহিমান্বিত !...

নদীর বক্ষ হ'তে চাঁদের প্রতিচ্ছায়া ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে !...সুরার নেশা আমার শরীরের সমস্ত রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হচ্ছে !...কাঁপছে,...দেহ আমার কাঁপছে !...পরিপূর্ণ রক্ত-পানে ধীরে আমি গ্রহণ ক'রছি—তুমি শয্যা ; স্বপ্ন !...কী সুন্দর !...তারপর জেগে উঠে দেখি যে, এখনও সুধা গড়িয়ে প'ড়ছে—'শোজো'র কলস হ'তে।...তার যাদু-উৎস হ'তে !...

যবনিকা।

শ্রীভারতকুমার বসু।

সৌন্দর্য্যের সন্ধান

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় গিয়ে লয় হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই ; এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ পরম্পরায় তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি বিশেষের হৃদয় গিয়ে লয় হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই; এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না ফেলে সৌন্দর্য্য ও আর্টের ধারাকে যদি সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষ পরম্পরায় তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে খণ্ড বিখণ্ড তা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কি ভাল লাগল না লাগল তা নিয়ে ছ'চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রন করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় শিল্পের নিজস্বটুকু নয় সেখানে Individuality universality দিয়ে যদি না ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিম্বা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্র মধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করে তবে সঙ্গীতে যে কাণ্ড ঘটে, artএও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে একটা কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিষ্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি চলে শতমুখী ছোট ছোট তরঙ্গের লীলা খেলা শোভা সৌন্দর্য্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এই-জন্যে শিল্পে পূর্ব্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন নতুন সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান্ সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে আর যে অশক্ত সে এই বাঁধাস্রোত বয়ে আস্তে আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে। বাইরে রেখায় রেখায় বর্ণে বর্ণে, ভিতরে ভাবে ভাবে এবং সব শেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য্যে বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে গান গেয়েছে নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পড়েছে কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে সে পারবে না। সৌন্দর্য্য লোকের সিংহদ্বারের ভিতর দিকে চাবি, নিজের ভিতর দিক থেকে সিংহদ্বার খুলো তো বাইরের সৌন্দর্য্য এসে পৌঁছল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চলো বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

বঙ্গবাণী কার্ত্তিক, ১৩২৯। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নাট্যমঞ্চেরধারা

[শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত]

বিংশ শতাব্দীর জাগরণের তূর্য্যনিনাদে আজ সারা দুনিয়াটা জেগে উঠেচে—ভারতও একেবারে বাদ যায়নি। ভারতের আশে-পাশে, সম্মুখে পশ্চাতে ভেরীর ভৈরব হুঙ্কারে সেও আজ তার বহু বর্ষের ঘুমের ঘোর কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করচে। প্রত্যেক বিভাগেই উন্নত হবার তার একটা প্রবল আগ্রহ হয়েচে। নাট্য শিল্পও বাদ পড়েনি—এর উন্নতির জন্য কয়েকজন মণীষি তাঁদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেচেন এবং অনেকটা সফল কাম হয়েচেন।

আমরা দেখতে পাই—বাঙ্গলাদেশে নাট্যশিল্পের যতটা উন্নতি হয়েচে—ভারতে আর কোথাও তত হয়নি। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র প্রমুখ কয়েকজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টায় বাঙ্গলাদেশে প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত হয়। কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের মাঝেই নাট্যজগতে অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে। আজকালকার রঙ্গমঞ্চের ধারা একেবারে বদ্‌লে গেচে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যাবে যে রঙ্গমঞ্চের ক্রমোন্নতিই হচ্চে এর একমাত্র কারণ।

আমরা বাঙ্গলার রঙ্গমঞ্চের প্রথম আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যথা—প্রথম যুগ, মধ্য যুগ ও বর্ত্তমান যুগ।

থিয়েটারের প্রথম যুগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দু শেখর, অমৃত মিত্র, অমৃত বসু এবং মহেন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন প্রতিভাবান অভিনেতার আবির্ভাব হয়েছিল। এঁরা কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই ছিলেন না—এঁদের প্রায় সকলেরই চারুকলার অন্যান্য বিভাগেও বিশেষ দখল ছিল।

এদের মাঝে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভাই ছিল সর্ব্বোতমুখী। গিরিশচন্দ্রকে Father of the Bengali Stage বললেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি অভিনেতা হিসাবে যেমন শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিলেন—শিক্ষকতার কার্য্যেও সেইরকম পারদর্শী ছিলেন। তা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষতা করতে কিংবা নাটক লিখতে তাঁর মত সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র যখন অভিনয় করতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হোতেন—তখন তিনি আত্মহারা হয়ে অভিনয় করে যেতেন। এইরকমভাবে তিনি অভিনয় করতেন বলেই অভিনেতা হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা দেবার ভঙ্গিও খুব চমৎকার ছিল। তিনি যাকে যেমনভাবে শিখাতেন—সে আর তা ভুলতে পারতো না। কার ভিতর প্রতিভা লুক্কায়িত আছে—গিরিশচন্দ্র তা সহজেই বুঝতে পারতেন এবং তাই বুঝতে পেরেই তিনি তাকে সেইভাবে শিক্ষা দিতেন। বঙ্গের বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তারাসুন্দরীকে তিনিই প্রথম বেছে বের করেন এবং তাঁর শিক্ষার গুণেই তারাসুন্দরী আজ অভিনেত্রী বর্গের শ্রেষ্ঠ কোহিনুর।

সে যুগে তাঁর মত অধ্যক্ষতা কেউ করতে পারতেন না। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীই তাঁর আদেশ অবনতমস্তকে মেনে নিতেন। কারও personality বা ব্যক্তিত্ব না থাক্‌লে অন্যলোকে তাকে মানে; সুতরাং এতে বোঝা যাচ্ছে গিরিশচন্দ্রের যথেষ্ট personality ছিল। গিরিশচন্দ্রের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ ছিল নাটক প্রণয়ন করা। তাঁর জীবিত অবস্থায় বহু নাটক লিখে গেচেন এবং তার প্রত্যেকখানি সুখ্যাতির সঙ্গে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়ে গেছে এবং আজও হচ্চে এই নাটকগুলির একখানিও বাজে নয়—প্রত্যেকখানিই উচ্চাঙ্গের নাটকীয় সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেচে। তাঁর মত নাট্যকার বাঙ্গলাদেশে আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি। এইজন্যই তাঁকে Shakesyhere এর সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁর নাটকীয় চরিত্রগুলি এমন সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেচে যা চিরকাল বাঙ্গলা সাহিত্যে অমর হয়ে থাক্‌বে।

তারপর অর্দ্ধেন্দু শেখরের কথা। অর্দ্ধেন্দু শেখর ও একজন শ্রেষ্ঠ ও অভিনেতা ছিলেন। তাঁর উচ্চারণ শক্তি অতি চমৎকার ছিল। তাঁর Makeup বা অঙ্গ সজ্জায় ও খুব বাহাদুরী ছিল। তিনি এক অভিনয়ে দুটি বিভিন্ন ধরণের ভূমিকা অভিনয় করে যেতেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দর্শকগণ তাঁকে অর্দ্ধেন্দু শেখর বলে চিনতেই পারতেন না—এটা কম ক্ষমতার কথা নয়।

মহেন্দ্র বসু, অমৃত মিত্র ও অমৃত বসু ও অভিনেতা হিসাবে যথেষ্ট সুযশ অর্জ্জন করে ছিলেন। রসলাল অমৃতলাল বসু যেমন অভিনেতা হিসাবে সুযশ অর্জ্জন করে ছিলেন—তেমনি নাটক লিখেও তাঁর যশো-সৌরভ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। রসরাজ অমৃতলাল আজও জীবিত আছেন এবং রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হচ্ছেন। তিনি এখনও তাঁর লেখনি ত্যাগ করেন নি। তাঁর Serio comeicol নাটক গুলি চিরদিন বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করবে। আমরা তাঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রথম যুগের অভিনেত্রীদের মাঝে বিনোদিনী, সুকুমারী, ক্ষেত্রমণি, তিনকড়ি ও সুশীলার নাম উল্লেখ যোগ্য। গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দু শেখরের শিক্ষার'-গুণে ও নিজেদের অসামান্য প্রতিভাবলে ঐ কয়জন অভিনেত্রী সেই সময় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। এঁরা অতি সুন্দর অভিনয় করতেন এবং অভিনয়কালে সেই ভূমিকায় একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা তিনকড়ি 'জনা' ও সুশীলার 'জোবী'র ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমযুগে সাজসজ্জা কিংবা দৃশ্যপটাদির প্রতি খুব নজর দেওয়া হোত না এবং এজন্য বিশেষ অর্থও ব্যয় করা হোত না। অভিনয় বেশ ভালই হোত—কিন্তু স্থান কালপাত্র হিসাবে যে সাজসজ্জা কিংবা দৃশ্য পটাদির আবশ্যক হোত তার রীতিমত অভাবই ছিল। এজন্য সেই সময় কার অভিনয়কে Parfect অভিনয় বলা চলে না। Producer' বলে কোন জীব সেকালে জন্মগ্রহণ করেননি। এতে তাঁদের-দোষ দেওয়া চলে না, কারণ জন্মাবামাত্রই শিশু সব বিষয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। সে যুগে বঙ্গদেশে যাত্রাথেকে প্রথম থিয়েটারের সূত্রপাত হয়—সুতরাং যাত্রার ভাবটা তাদের ভিতর থাকা স্বাভাবিক। সেই জন্যই বোধ হয় সাজসজ্জা ও দৃশ্যপটের দিকে তাঁদের ততটা নজর ছিল না। তখনকার দিনে দর্শকদের বস্‌বার আসনের তেমন সুবন্দবস্ত ছিল না। অভিনয় দেখতে হলে তিন চার ঘণ্টা আগে এসে প্রেক্ষাগৃহের আসন অধিকার করে ছার-পোকার উপদ্রব সহ্য করতে হোত। বর্ত্তমানে এদিক দিয়েও অনেকটা উন্নতি হয়েচে—আমরা ভবিষ্যতে আরও উন্নতি আশা করি।

এখন প্রথম যুগের শেষ ভাগের কথা বলব। দানীবাবু অমর দত্ত, তারা সুন্দরী ও কুসুম কুমারী প্রভৃতি প্রথম যুগের শেষ ভাগে খুব যশস্বী হয়ে ওঠেন। এরা সবাই প্রথম যুগের প্রথম অবস্থায় রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন এবং গিরিশচন্দ্র অর্দ্ধেন্দু শেখর প্রভৃতির নিকট অভিনয় বিদ্যা-শিক্ষাকরে প্রথম যুগের শেষ অবস্থায় প্রভূতি যশের অধিকারী হন।

বাবু—

বর্ত্তমান যুগের একজন যশস্বী অভিনেতা! তিনি কর্ণ, অক্রুর, গোবিন্দ (বিরহ), শশীভূষণ, নগেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভূমিকা অভি... সাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনকড়ি বাবুর অভিনয় করতে গেলে প্রথমেই তাঁর কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ-ভঙ্গির কথা ...য় সুকণ্ঠ অভিনেতা আজকাল রঙ্গমঞ্চে আর কেউ নেই ...না। প্রত্যেকটি কথা তিনি অতি সুন্দর ও পরিষ্কার ভাবে ...তা ছাড়া তাঁর অভিনয়ে কোথাও আধিক্যের লক্ষণ দেখা যায় ...রল ভাবে তিনি অভিনয় করেছেন—এই কারণে তাঁর সামা... ...তি সুন্দর হয়। ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক ভূমিকাকে ...ন্ত করে তুলতে পারেন না এর কারণ তাঁর অভিনয়ের ধারা ... ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক ভূমিকা অভিনয় করতে হ'লে ...র দরকার। তা ছাড়া ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক ...র চেহারা ঠিক ভূমিকানুযায়ী খাপ খায় না, Dignity বা কিঞ্চিত অভাব থাকে। কিন্তু সামাজিক নাটকে ঠিক তার ...বুর রূপ সজ্জায় তেমন কোন বিশেষত্ব নেই—কিন্তু সামা... ...র চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। তিনকড়ি বাবুর আর একটি গুণ আছে যা বর্ত্তমানে অন্য কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার নেই। তিনি সুগায়ক—তাঁর গানগুলি অতি সুন্দর ও মর্ম্মস্পর্শী হয়। আমরা এই প্রসঙ্গে তাঁর অক্রুর, গোবিন্দ ও চণ্ডীদাসের ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে পারি।

(৩) রাধিকা বাবু—

বর্ত্তমান যুগে রাধিকাবাবু সু অভিনেতা বলে যথেষ্ট সুযশ অর্জ্জন করেছেন। তাঁর অভিনীত ভূমিকাগুলির মাঝে এ্যান্টিগোনাস, দাউদশা, চন্দ্রশেখর, শ্রীকৃষ্ণ (পাণ্ডব গৌরব), শিশুপাল, নিতাই, শশধর, ঔরঙ্গজেব, দুর্লভ রায় প্রভৃতি ভূমিকাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা রাধিকাবাবুর অভিনয়ের বিশেষত্ব অনুসন্ধান করলে দেখতে পাব—সাহেবি ভূমিকা ও ভাবপ্রবণ (Sentimental) ভূমিকাগুলি অভিনয় করতে রাধিকাবাবু অদ্বিতীয়। তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গিরও বাহাদুরী আছে। বিশেষতঃ তাঁর সাহেবি উচ্চারণ অতি চমৎকার হয়। রাধিকাবাবুর ভূমিকানুযায়ী চেহারা বেশ খাপ খেয়ে যায় এবং তাঁর রূপসজ্জাও ভাল হয়। Dignity বা পদমর্য্যাদার জ্ঞান ও তাঁর অসাধারণ। পদমর্য্যাদার জ্ঞান না থাকলে তিনি কখনও অমন সুন্দর সাহেবি ভূমিকা অভিনয় করতে পারতেন না। এ্যান্টিগোনাস ও শিশুপালের ভূমিকার ভিতর তাঁর এ জ্ঞানটা সম্যকরূপে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 'ইরানের রাণী'তে তাঁর 'দাউদশা' এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। চন্দ্রশেখরের মহান্ চরিত্র রাধিকাবাবুর কলা কৌশলে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেচে। খাস দখলের 'নিতাই' Serio-comic পার্ট, রাধিকাবাবু এ ভূমিকাও অতি সুন্দর অভিনয় করেন। আমাদের মতে পাণ্ডব গৌরবে তাঁর 'শ্রীকৃষ্ণ' একেবারে নিখুঁত হয়েচে। অমন জটিল চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ—যিনি সবই বুঝচেন, জানচেন কিন্তু বাইরে প্রকাশ করচেন না, সব সময়েই হাসচেন, এ ভাবটা রাধিকাবাবু অতি সুন্দর পরিস্ফুট করেছেন।

তারপর 'রাখীবন্ধনে' তাঁর 'বীরমল্ল'র ভূমিকা। এ ভূমিকা অভিনয়ে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েচেন—তাতে বাস্তবিকই বিস্ময়ে একেবারে নির্ব্বাক হতে হয়। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় খুব কমই দেখা যায়। বর্ত্তমানে 'চণ্ডীদাস' নাটকে তাঁর 'দুর্লভ রায়' একেবারে নিখুঁত হয়েচে। এই অভিনয়কে একখানা 'ছবি' বললেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা দিন দিন তাঁর উন্নতি প্রার্থনা করি।

(৫) নির্ম্মলেন্দু বাবু—

নির্ম্মলেন্দু বাবু তরুণ যুবক ও প্রিয়দর্শন অভিনেতা। তিনি অল্পদিনের মাঝেই নাট্য-জগতে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। তাঁর অভিনীত প্রসিদ্ধ ভূমিকাগুলির মাঝে আমরা তাঁর প্রতাপাদিত্য, মীরকাশেম (অযোধ্যার বেগম), হাসান, ওসমান, দিলদার, সদাশিব, মুস্তাফা, মহিষাসুর, বিধুভূষণ ও গোবিন্দলাল প্রভৃতির নাম করতে পারি। নির্ম্মলেন্দু বাবুর অভিনয় দেখলে বেশ বোঝা যায় যে তাঁর ভিতরে বিশেষ প্রতিভা আছে এবং দিন দিনই সেটা আত্মপ্রকাশ করচে। আমাদের মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে এই তরুণ অভিনেতা অভিনয় জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করতে সমর্থ হবেন। প্রত্যেক ভূমিকা অভিনয় কালেই নির্ম্মলেন্দুবাবুর চেহারা বেশ মানানসই হয়; তা ছাড়া তাঁর পদমর্য্যাদার জ্ঞানও যথেষ্ট আছে। তাঁর রূপসজ্জারও খুব বাহাদুরী আছে—এই প্রসঙ্গে আমরা তাঁর মুস্তাফার ভূমিকার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি। রূপসজ্জায় অহীন্দ্রবাবুর পরেই তাঁর নাম করা যেতে পারে। তা ছাড়া নির্ম্মলেন্দুবাবুর উচ্চারণও খুব সুমিষ্ট। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতাও তাঁর ভিতরে যথেষ্ট আছে। প্রকৃত অভিনেতার যে যে গুণ থাকা দরকার তার সবগুলিই নির্ম্মলেন্দুবাবুর ভিতরে সুপ্রকাশ। নির্ম্মলেন্দুবাবুর সব চেয়ে সুন্দর অভিনয় হয়েচে হাসান ও বিধুভূষণ। শশীভূষণের সঙ্গে বিধুভূষণের ঝগড়ার দৃশ্য নির্ম্মলেন্দু বাবুকে চিরদিন অমর করে রাখবে। তাঁর মহিষাসুর ও সদাশিবের চরিত্র রঙ্গমঞ্চে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠেচে। তাঁর 'দিলদারের' অভিনয়ও অতি সুন্দর হয়। তিনি প্রথম যখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন সে সময় তিনি প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভূমিকাতে তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। বসন্ত রায়কে মারবার দৃশ্যে তিনি কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত মূক অভিনয় করেন। এর আগে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আর কেউ এমন মূক অভিনয় করেচেন বলে আমাদের মনে হয় না। আমরা এই তরুণ অভিনেতাটিকে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(৬ ও ৭) দুর্গা ও রবিবাবু—

এঁরা দুজন সু-অভিনয় গুণে, নাট্য-জগতে আজ পরম গৌরবের আসন অধিকার ক'রেছেন। তাঁদের চির কল্যাণ আমরা যাচ্ঞা করি।

কৃষ্ণভামিনী—

কৃষ্ণভামিনী প্রথমে ছায়ার ভূমিকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে তিনি পদ্মা, ইরাণের রাণী, সরলা ও সূর্য্যমুখী প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেচেন। নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করতে তাঁর ক্ষমতা অসীম। তাঁর পাগলের ভূমিকা অভিনয় চমৎকার হয়। বর্ত্তমানে তিনি 'নর নারায়ণে' 'পদ্মার' ভূমিকা অতি সুন্দর অভিনয় করেচেন। আমরা দিন দিনই তাঁর উন্নতি কামনা করি।

প্রভা—

বর্ত্তমান যুগে প্রভা সীতা, মদনমঞ্জরী, অহল্যা ও মীরাবাই প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেচেন। তাঁর ভূমিকানুযায়ী চেহারা বেশ মানিয়ে যায়। বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের মাঝে এত সুন্দর আর কাকেও মানায় না। তাঁর করুণ ধরণের (Pathetic) অভিনয় অতি চমৎকার হয়। আমরা এই তরুণী অভিনেত্রীকে অভিনন্দিত করচি।

নীহার বালা—

বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে নীহারবালা প্রফুল্ল, হেলেন, নিয়তি, হিমি, নেলী, নীরবালা ও রাণী প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেচেন। তাঁর অভিনয়ের কথা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাব যে ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক ভূমিকা অভিনয়ের চেয়ে সামাজিক ভূমিকা অভিনয়েই তাঁর ভাল হয়। তাঁর প্রফুল্ল, হিমি, নেলী, নীরবালা ও রাণী প্রত্যেক খানিই একখানা নিখুঁত ছবি। রবীন্দ্রনাথের গান গাইতে বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে তাঁর মত আর কেউ নেই। তা ছাড়া শিক্ষিত মহিলার ভূমিকা অভিনয় করতে তিনি দক্ষতম।

তাঁর 'হিমি'র চরিত্র অভিনয় অতি চমৎকার হয়। ভাইয়ের জন্য বোনের যে কতখানি টান থাকতে পারে এ ব্যাপারটি নীহারবালা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেচেন। আমরা এই নবীনা অভিনেত্রীর উন্নতি কামনা করি।

বর্ত্তমানে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে আর একজন সুন্দর গায়িকার আবির্ভাব হয়েচে—ইনি প্রসিদ্ধ রেকর্ড গায়িকা আঙ্গুর বালা। আঙ্গুর বালা রঙ্গমঞ্চে যোগ দেওয়াতে যে রঙ্গমঞ্চের সম্পদবৃদ্ধি হয়েচে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীজিতেন্দ্র মোহন দাস

নমো নটনাথায়

নাট্যমন্দির

লিমিটেড

১৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৩০৪০—বড়বাজার

শনিবার ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ২১শে মে রাত্রি ৭ টায়

গিরিশচন্দ্রের ভক্তিরসাত্মক নাটক

বিল্বমঙ্গল

(নাট্যমন্দিরে ষষ্ঠ অভিনয়)

বিল্বমঙ্গল—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী সাধক—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী সোমগিরি—শ্রীমনোরঞ্জন
বণিক—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় ভিক্ষুক—শ্রীনৃপেশনাথ রায় রাখালবালক—শ্রীমতী নি...
চিন্তামণি—শ্রীমতী প্রভা পাগলিনী—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী থাকমণি—শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) অহল্যা—শ্রীমতী ...

তৎপরে শ্রীযুক্ত চুণীলাল দেব প্রণীত সেই চিরমধুর রঙ্গনাট্য

কুঞ্জ ও দর্জী

কুঞ্জ—শ্রীব্রজবল্লভ পাল দর্জী—শ্রীশীতলচন্দ্র পাল

পরদিন রবিবার ম্যাটিনী ৫ টায়

ক্ষীরোদপ্রসাদের সেই যুগান্তকারী নাটক

প্রতাপাদিত্য

(দশম অভিনয় রজনী)

বিক্রমাদিত্য—শ্রীগোপালদাস ভট্টাচার্য্য প্রতাপ—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায় রাঘব—শ্রীমতী সুশীলাবালা
শঙ্কর—শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সূর্য্যকান্ত—শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী সুন্দর—শ্রীঅমিতাভ বসু (এমেচার)
উদয়াদিত্য—শ্রীখগেন্দ্রনাথ পাঠক মামুদ—শ্রীশান্তশীল গোস্বামী বসন্তরায়—শ্রীঅমলেন্দু লাহিড়ী (এমেচার)
গোবিন্দ—শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ী ভবানন্দ—শ্রীহীরালাল দত্ত গোবিন্দদাস—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস
চণ্ডীবর ও ইসার্থাঁ—শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী মানসিংহ—শ্রীরামময় চক্রবর্ত্তী কমল—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় (এমেচার)
মদন—শ্রীবিশ্বেশ্বর মল্লিক রডা—শ্রীভূমেন রায় (এমেচার) বিজয়া—শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী কল্যাণী—শ্রীমতী প্রভা
ছোটরাণী—হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী) কাত্যায়নী—সরলা (বেঁকী) বিন্দুমতী—শেফালিকা (পুতুল)

নৃত্যগীতিবহুল সেই সর্বজনপ্রিয় অপরূপ নাট্যলীলা

বসন্তলীলা

শ্রীরাধা—শ্রীমতী চারুশীলা

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় ও সিট রিজার্ভ হয়। অভিনয়ান্তে মোটরবাস পাওয়া যাইবে

কলিকাতা ২২, ডুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে—শ্রীকমলাকান্ত দালাল কর্তৃক মুদ্রিত ও ২নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত। নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।